বাংলা ভাষায়
আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের
অভিধান

সংকলন ও সম্পাদনা
কাজী রফিকুল হক

বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু
শব্দের অভিধান

বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান

সংকলন ও সম্পাদনা

কাজী রফিকুল হক

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ : ৪৫৫১

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১১/এপ্রিল ২০০৪। প্রকাশক : মঈনুল হাসান, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১৪/এপ্রিল ২০০৭। প্রকাশক : ফজলুর রহিম, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : মুসা আর্ট প্রেস, ৪১ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা ১১০০। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মুদ্রণসংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র।

BANGLA BHASHAY AROBI FARSI TURKI HINDI URDU SHOBDER ABHIDHAN [A Callection of Arabic Persian Turkish Hindi Urdu Words in Bengali]. Published by Fazlur Rahim, Director Establishment, Planning and Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000. Bangladesh. First Reprint : April 2007, Price : Tk. 150.00 # US $ 10.

ISBN 984-07-4560-3

প্রসঙ্গ কথা

সুলতানী আমলে আরবী ছিলো বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা, আর ফার্‌সী ছিলো রাজ-সরকারের ভাষা। ফার্‌সী রাজভাষা হলেও গৌড়ের স্বাধীন সুলতানেরা দেশী ভাষা বাংলার প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। অগণিত হিন্দু প্রজার সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের জন্য ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী বংশের নৃপতিরা যোগ্য হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে চাকরি দেন এবং তাঁদের বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন। শাসকেরা উদার নীতি অবলম্বন করায় মুসলমান শাসনের প্রতি প্রজাসাধারণের আস্থা ফিরে আসে, তারা ফার্‌সী ভাষা শেখে এবং শাসন কার্যে সহযোগিতা করে। হিন্দু কবিরা সাগ্রহে কাব্যচর্চায় লিপ্ত হন। বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (আনুমানিক ১৪০০), কৃত্তিবাস 'রামায়ণ' (পনের শতকের প্রথমার্ধ), মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৪৮০), বিজয়গুপ্ত 'মনসামঙ্গল' (১৪৯৪-১৪৯৫), বিপ্রদাস পিপিলাই 'মনসাবিজয়' (১৪৯৫-১৪৯৬), কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত পাঞ্চালী', শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 'অশ্বমেধ' পর্ব ও দ্বিজ শ্রীধর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। সুলতানী আমলে দু'-একজন মুসলমান কবিও বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করেন। শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' (পনের শতক) মুসলমান রচিত প্রথম বাংলা কাব্য। সাহিত্যের উন্নতির পাশাপাশি সে যুগে মুসলমান শাসনের প্রভাবে বাংলা ভাষায় বিস্তর আরবী-ফার্‌সী ও তুর্কী শব্দ প্রবেশ করে। অন্য শব্দের সঙ্গে আরবী-ফার্‌সী শব্দ মিলিত হওয়ায় বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। এ ভাষা বাঙালীর নতুন নতুন ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। সুলতানী আমলের সাহিত্যেও আরবী-ফার্‌সী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাস প্রথম তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে আরবী-ফার্‌সী শব্দ প্রয়োগ করেন।

মোগল শাসকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ না দেখালেও সে যুগে দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ ও স্থানীয় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য সৃষ্টির ধারা প্রবহমান থাকে। আরবী-ফার্‌সী শব্দের ব্যবহার আরো বৃদ্ধি পায়। আড়রার জমিদার রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' (১৬৫৪) ও কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫৩) কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরামের ভাষায় জনজীবনে বহুল ব্যবহৃত এমন সব তদ্ভব ও দেশী শব্দের সঙ্গে আরবী-ফার্‌সী শব্দও স্থান পেয়েছে। ভারতচন্দ্র 'যাবনী মিশাল ভাষা'য় তার নাগরিকচেতনা ও ব্যঙ্গপ্রবণতাসমৃদ্ধ এবং শৃঙ্গাররসসিক্ত কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। আরবী-ফার্‌সী শব্দের কুশলপ্রয়োগরীতি তাঁর কাব্যকে সৌকুমার্যমণ্ডিত করেছে।

বৃটিশ শাসনামলে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য নতুন রূপ লাভ করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ কালজয়ী লেখকের হাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সুদৃঢ় ভিত নির্মিত হয়। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমের ভাষা তৎসম শব্দ এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষা তদ্ভব শব্দনির্ভর হলেও তাঁরা আরবী-ফার্‌সী শব্দ উপেক্ষা করেন নি। বিদ্যাসাগরের বিদ্রূপাত্মক

রচনায়, প্যারীচাঁদের 'আলালী ভাষা'য়, মধুসূদনের প্রহসনে ও বঙ্কিমের উপন্যাসে মুসলমান চরিত্রাঙ্কনে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতেও আরবী-ফারসী শব্দ অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা পেয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ প্রমুখ খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টিকর্মে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করেছেন।

ইংরেজ রাজত্বকাল থেকে ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পেতে থাকে। এছাড়া পর্তুগীজ, ফরাসী, হিন্দী, উর্দু, গুজরাটী, চীনা, জাপানী ইত্যাদি ভাষার শব্দও এ ভাষায় প্রচলিত আছে।

ইতিহাসের ধারায় সে সুলতানী যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত গৃহীত বিদেশী শব্দাবলী বাংলা ভাষার এক মূল্যবান সম্পদ। কবি-সাহিত্যিক থেকে শুরু করে সকল স্তরের বাংলাভাষী প্রতিনিয়ত তাঁদের কথায় ও লেখায় এ সব বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। প্রচলিত সব বাংলা অভিধানে পরদেশী শব্দ কম-বেশী সংকলিত হয়েছে।

কাজী রফিকুল হকের সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবী, ফার্‌সী, তুর্কী, হিন্দী ও উর্দু শব্দের একটি স্বতন্ত্র অভিধান বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হলো। অভিধানটির নামকরণ করা হয়েছে 'বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান'।

অভিধানটিতে ১৭১৭টি আরবী, ১১৮৬টি ফার্‌সী, ৪১টি তুর্কী, ৩৬৪টি হিন্দী ও ৫১টি উর্দু শব্দ সংকলিত হয়েছে। সংকলিত একক শব্দের সংখ্যা ৩৩৫৯টি। একক ও জোড়া শব্দ এবং প্রত্যয় ও উপসর্গযোগে গঠিত শব্দসহ সর্বমোট শব্দের সংখ্যা ৪৬৪৯টি। শীর্ষশব্দ বা ভুক্তির বানান, অর্থ, পদনাম, লিঙ্গ, বচন ও প্রয়োগরীতি বঙ্গ লিপিতে এবং মূল শব্দের বানান আরবী লিপিতে লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অভিধানটিতে সংকলিত আরবী, ফার্‌সী, তুর্কী, হিন্দী ও উর্দু শব্দাবলী ঐ সব ভাষার মূল শব্দের পরিবর্তিত রূপ। বাংলা ভাষার ধ্বনির উচ্চারণরীতির প্রভাবে সংকলিত শব্দগুলো তাদের মূল রূপ হারিয়ে প্রায় বাংলা শব্দের রূপ ধারণ করেছে। সম্পাদক শব্দতত্ত্বের এদিকটিও নির্দেশ করেছেন।

অভিধানটি প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবী, ফার্‌সী, তুর্কী, হিন্দী ও উর্দু শব্দ সনাক্ত করা সহজ হবে। সাধারণ শব্দানুসন্ধানীসহ ভাষা ও শব্দতত্ত্বের গবেষকদের অভিধানটি উপকারে আসবে বলে আশা করা যায়।

অভিধানটি সম্পাদনা করার জন্য কাজী রফিকুল হক এবং এর প্রকাশনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য নূরুল ইসলাম (উপপরিচালক, সংকলন উপবিভাগ)-কে অভিনন্দন জানাই।

মনসুর মুসা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী ঢাকা

তারিখ
১লা বৈশাখ ১৪১১

ভূমিকা

এক

বাংলা ভাষার জন্ম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে সপ্তম শতকে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে দশম শতকে। তখনকার বাংলা ভাষার ওপর বিদ্বেষীদের কুদৃষ্টি পড়েছিল। ফলে সেকালের বাঙালিরা তাদের কথা সহজ ভাষায় বলতে পারেনি, একটু রহস্যের আড়াল অবলম্বন করতে হয়েছিল। *চর্যাগীতিকার* ভাষা রহস্যময় সান্ধ্য ভাষা।

তারপর বাংলাদেশ বিজিত হলো তের শতকের শুরুতেই বহিরাগত তুর্কী সেনাদের দ্বারা। তুর্কীরা ছিল ধর্মে ইসলাম অনুসারী, সংস্কৃতিতে পারসিক বা ফার্‌সী। তাঁরা ঘরে তুর্কী ভাষা বলতেন, কিন্তু সরকারিভাবে ফার্‌সী ভাষা ব্যবহার করতেন। আর ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁরা আরবী ভাষা চালাতেন। এমনিভাবে রাজার ভাষার প্রভাব প্রজা সাধারণের ওপর পড়তে শুরু করে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় চৌদ্দ শতকের শেষ দিকে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে কয়েকটি আরবী-ফার্‌সী শব্দ প্রয়োগ থেকে।

আমরা জানি, হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন রাজারা, বাংলাদেশে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দেখাননি। রাজসভায় কবিরা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটে বাংলাদেশ মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর (১২০১ সালে, মতান্তরে ১২০৩ সালে)। অবশ্য তখনও সমগ্র বাংলাদেশ বিজিত হয়নি। রাজা লক্ষ্মণ সেনের বংশধরেরা পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে আরো প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ১৩০১ সালে দিল্লির ফিরোজ শাহ্ যখন বাংলার সুলতান হলেন, তখন সমগ্র বাংলাদেশ বিহারসহ মুসলিম শাসনের অধীনে আসে। কিন্তু অন্তর্কলহে এই অবস্থা বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। ১৩২৮ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলকের আমলে বাংলাদেশ দিল্লি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটাও বেশিদিন টিকল না। ১৩৫২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পরিচালনায়। ১৫৭৬ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দাউদ খাঁ কররানীর পতন পর্যন্ত গৌড়ের দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কদর ছিল প্রভূত। সেই সময়ে স্থানীয় জনগণের সাথে শাহী দরবারের লোকজনদের ওঠা-বসা, লেন-দেন, ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে। সে-কারণেই মনে হয়, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে কয়েকটি আরবী-ফার্‌সী শব্দের অনুপ্রবেশ।

বাংলার স্বাধীনতার যুগে গৌড়ের সুলতানগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা বহুলভাবে করতে থাকেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-

১৪০৯) পারস্যের কবি হাফিজকে (১৩২০-৮৯) বাংলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (আনু. ১৩৮০-১৪৬০) ও বাংলার কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীরও সুলতান কর্তৃক অনুগৃহীত হয়েছিলেন।

স্বাধীন বাংলার প্রথম শতাব্দীর শেষ আটাশ বছর (১৪১৪-১৪৪২) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে শাহী দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য স্বীকৃতি লাভ করে। সংস্কৃতে রচিত ধর্মকথা বাংলা ভাষায় লেখার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন বাঙালি কবি কৃত্তিবাস। তিনি বাল্মীকির *রামায়ণকে* বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেন এবং গৌড়ের সুলতানের সম্মান অর্জন করেন। কৃত্তিবাস প্রকৃতই সেই যুগে 'বিদ্রোহী' ছিলেন।

ইলিয়াস শাহী বংশ ১৪৪২ সালে দ্বিতীয় বার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ের (১৪৪২-১৪৮৭) সুলতানগণের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা বাংলা ভাষায় পাই মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়,* কবি জৈনুদ্দীনের *রসুল-বিজয়* এবং ধ্রুবানন্দ মিশ্রের *মহাবংশাবলী*। শেষের গ্রন্থটি একটি বিখ্যাত সামাজিক ইতিহাস। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা সামাজিক স্তরে প্রবেশ করেছে। তারপর হোসেন শাহী বংশের পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী (১৪৯৩-১৫৩৮) রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বংশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য যা করেছে, তা স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ খাঁটি আরব হলেও বাঙালি পরিবারে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় বাংলার জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। এর পরিণাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য শুভ হয়েছিল। বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণে* (১৪৯৪) জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ ওরফে হোসেন শাহের ও বিপ্রদাস পিপিলাই-এর *মনসামঙ্গলে* (১৪৯৫) আলাউদ্দীন হোসেন শাহের প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর *মহাভারত পাঁচালী* রচনা করেন যা 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত। তাঁর আমলে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি বাংলা ভাষায় তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত' প্রচার করতে থাকেন। এই ঘটনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা নতুন দিকের সূচনা করে। বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনা শুরু হয়। এমনকি কোনো কোনো মুসলিম কবিও পদাবলী রচনা করেছেন। যেমন– চাঁদ কাজী, শেখ কবীর, আফজল আলী।

বাংলার সুলতানদের এবং দরবারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রেরণায় জনসাধারণ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চাতে উদ্বুদ্ধ হতে থাকে। সংস্কৃত যদিও রাজভাষার মর্যাদা হারাল তবু মুসলমানগণ সংস্কৃত শিখতেন; সংস্কৃতে লিখিত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করাতে উৎসাহ জোগাতেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত হয় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায়। কবীন্দ্রের *মহাভারত* হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই সমাদৃত হয়েছিল। *নবী বংশ* রচয়িতা সৈয়দ সুলতানের উক্তি থেকে তার প্রমাণ পাই। মুসলমানগণ উদারমনা ছিলেন বলেই সংস্কৃতে রচিত ধর্মগ্রন্থগুলো বাংলা ভাষায় অনূদিত হতে পেরেছিল। তবে সংকীর্ণমনা কিছু মওলানা ইসলামী ধর্মগ্রন্থসমূহের বাংলায় অনুবাদ

অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল। ফার্সী ভাষায় আল্-কুরআন অনুবাদ করতে গিয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৭০৩-৬২) একদল মৌলভী কর্তৃক প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। তাদের চেষ্টা সফল হয়নি।

যাহোক, বাঙালি মুসলমানদের দেশীয় সাহিত্য রচনায় তাদের আরবী-চর্চার প্রভাব দেখা যায়। বাংলা ভাষায় যেসব আরবী শব্দ প্রবেশ করেছে, তা বাংলায় ব্যাপকভাবে আরবী ভাষাচর্চার ফল। মুসলমানগণ ইসলামী শরা-শরিয়ত সম্বলিত কাব্য এবং মুসলিম ঐতিহাসিক কাহিনী-কাব্য রচনায় হাত দেন। এ-সমস্ত কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঠান যুগ অবসানের পর (১৫৭৬) বাংলায় মোগল রাজত্বের শুরু। এই রাজত্ব ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে শেষ হয়। মোগল যুগে ফার্সী ভাষার চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। প্রায় ১৮০ বছর ধরে বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফার্সী ভাষার চর্চা করতে থাকে। সে যুগের মুসলিম কবিরা জনগণের সাহিত্যরস পিপাসা নিবৃত্ত করতেন ফার্সীতে লিখিত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করে। এ-ক্ষেত্রে সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮), আবদুল হাকীম (আনুঃ ১৫৭৫-১৬৫০) ও আলাওল (১৬০৭-১৬৮০) প্রমুখর নাম চিরস্মরণীয়।

মোগল আমলে ফার্সী ছিল রাজভাষা। রাজার ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে হিন্দু জনগণ পিছিয়ে ছিলেন না। মুসলমানদের মত হিন্দুরাও 'বিস্মিল্লাহ' বলে কেতাব পড়া শুরু করতেন। 'বিসমিল্লায় গলদ' বাগধারাটি তার প্রমাণ। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র লেখা থেকে তা জানা যায়। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ফারসীর চর্চা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মুদ্রার পৃষ্ঠে ফারসী, মসজিদ-গাত্রে ফারসী, গৃহ-নির্মাণ লিপিতে ফারসী, শাহী ফরমানে ফারসী, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ফারসী, রাজস্ব বিভাগে ফারসী, শিক্ষা-দীক্ষা ও আলাপ-আলোচনায় ফারসী দেদার চলিতে লাগিল। বিদ্যাবত্তা, চাকরি-বাকরি, এমনকি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও অচিরেই ফারসী হইয়া উঠিল। অগত্যা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই ফারসী শিখিতে শুরু করিলেন।" (দ্রঃ *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য,* ১৯৫৭, পৃ. ১৩৪)

সতের শতকের কবি আবদুল হাকীম আরবী-ফার্সী ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে যেকথা বলে গেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান।
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান ॥
আরবী পড়িতে যদি না পার কদাচিত।
ফারছি পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত ॥
ফারছি পড়িতে যদি বা পার কিঞ্চিত।
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত ॥

* * * *

ফারছি এলেম হয় আরবী তনয়।
আরবীর অনুরূপ ফারছি লিখয় ॥

হিন্দু শাস্ত্র পুস্তক যে ফারছি নন্দন।
পুস্তকের লিখিয়ে (আমি) ফারছি কথন ॥
এ তিন এলেম মধ্যে এক নাহি যার।
নিশ্চয় তাহার 'দীন' ঘোর অন্ধকার ॥

[ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক; *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য,* পৃ. ২১১-১২]

তিনি দেশী ভাষা বাংলার বিরোধীদের সম্বন্ধে বেশ কড়া কথা লিখেছেন।

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায় ॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥

[পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮]

এ যুগের অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ শক্তিধর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে প্রচুর আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি এই ভাষাকে 'যাবনী মিশাল' বলেছেন। তিনি লিখেছেন–

মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী ॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥

[মানসিংহ ও ভবানন্দ উপাখ্যান, পৃ. ৪২]

এমনিভাবে বাংলাদেশে আরবী-ফার্সীর প্রভাব অব্যাহত থাকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত, তথা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত। সে-বছর ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী হলো রাজভাষা। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ যখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন, তখনও ফারসী ভাষার প্রভাব স্তিমিত হয়নি।

বাংলা ভাষায় হিন্দী-উর্দুর আমদানি মোগল আমলের শেষে। সতের শতকের শেষে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের *কালিকামঙ্গল, রায়-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল*-এ হিন্দী বা উর্দু বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– *কালিকা-মঙ্গলে* কোটালের উক্তি :

কহি হায় মেরি আওত দড়বড়
ভাটকি মোক উখাড়ো
খঞ্জর ছেদে ছির উতারই
এক সাথ দোনো গাড়ো

রায়-মঙ্গলে গাযীর উক্তি :

আমল না পাঙ হাম জাহির উনকি নাম
তামাম মুল্লুক কিয়া হাথ।
চকমক ইতি তৈরি বাঁসো পাড়ো এতি বেরি
আওরত মরদ এক সাথ।

[ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা,* ২য় খণ্ড; ১৯৬৫, পৃ. ২৮৬]

কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ সালে। তখন থেকে আধুনিক যুগ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের' যুগ। সেই সাহিত্য মূলত মুসলমান কর্তৃক রচিত। পুঁথি সাহিত্যের কবিগণ অবাধে আরবী-ফার্সী-হিন্দী মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করতে থাকেন। পুঁথি সাহিত্যকে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য' বলেছেন। ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।" [*বাংলা সাহিত্যের* কথা, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫]

এই শতকেই দুজন হিন্দু কবির কাব্যেও মিশ্রিত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। একজন কবি ভারতচন্দ্র যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—আর একজন হলেন *ধর্মমঙ্গলের* সেরা কবি ঘনরাম চক্রবর্তী।

বলছিলাম দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কথা। পুঁথি সাহিত্য শুধু মুসলমানরাই লিখেছিলেন তা নয়, একজন হিন্দু কবির কাব্যও পাওয়া গেছে। কবির নাম রাধাচরণ গোপ। কাব্যের নাম *ইমামের কেচ্ছা*। কাব্যটির রচনাকাল আনুমানিক আঠারো শতক। কাব্যটি জঙ্গনামা জাতীয়। জঙ্গনামার বিষয় কারবালার বিষাদাত্মক করুণ কাহিনী। এই কাব্যে কবি রাধাচরণ (সংক্ষেপে রাধা গোপ) ইমাম হাসান-হোসায়েনের শাহাদতে বিবি ফাতেমার শোক এভাবে বর্ণনা করেছেন–

বিবির আহ্লাদে ধরণী তখন নড়ে,
ওপরে আছমান যেন কুমারের চাক ঘোরে।
আরস্ কোরস্ সব আগুন জ্বলে যায়,
তক্তে বার দিতে আর না পারেন খোদায়।

রচিল রাধাদাস শুন হকীকত
সেই হৈতে হইল ইমামের জীআরত।
এলাহি আলমিন আল্লা আপনে জানিএগ্রা,
অনেক সাধ পএদা আমি করিলাম দুনিয়া।

বসিতে না পারি আমি তক্তের উপরে,
আছমান জমিন বিবি সব জ্বালাইতে পারে।
ইলাহি কহেন জীবরিল কর আর কি ?
আছমান জমিন ডুবাইছেন রছুলের ঝি।
সিতাব করিএগ্রা এখন দুনিয়াকে যাও;
বিবি ফাতেমাকে তুমি যাইএগ্রা সমজাও।

[ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮]

এখানে আরবী-ফার্সী শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করার মত। এই সাহিত্যের ভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য প্রচুর পরিমাণে হিন্দী-উর্দু শব্দের প্রয়োগ। যেমন– 'তেরা', 'মেরা', 'এয়ছা', 'যেয়ছা', 'মুঝে', 'তুঝে', 'বিচে' (মধ্যে), 'সেওয়া' (বিনা)' প্রভৃতি। এমনকি ক্রিয়াপদেও হিন্দী-উর্দুর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– 'নিকালিয়া', 'গোজারিয়া', 'ওতারিল', 'খেলাইল', 'বখ্শিল' প্রভৃতি। দোভাষী সাহিত্যের আদি লেখক হাওড়া জেলার শাহ্ গরীবুল্লাহ্ ও তাঁর শিষ্য সৈয়দ হামজা এ ধরনের ভাষায় সাহিত্য রচনা করে গেছেন। দুজনের কাব্য থেকে উদ্‌ধৃতি দেয়া হলো।

(১) বদর বলেন শুনে বড়খাঁ মেরা ভাই।
এখন সামাল মর্দ্দ তোমাকে সমজাই ॥
ফকিরী আজব চীজ সমজাই তোমারে।
মরিয়া না মরে ফকির দুনিয়া মাঝারে ॥
মাহিনা বৎসর তুঝে বসে সমজাইনু।
ঘরের বাহির তুঝে করিতে নারিনু।।
[শাহ্ গরীবুল্লাহ; ইউছুফ জোলেখা। ডঃ মুহম্মদ
শহীদুল্লাহ্র পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্‌ধৃত,
পৃ. ২৯২]

(২) গোর আজাবের কথা শুনে লাগে ডর।
কিরূপে আজাব হবে গোরের ভিতর ॥
গন্ডী গাছে উখ পীড়ে যেমন প্রকার।
পিষা যাবে আমি এয়ছা কত গোনাগার ॥
... ...
তার পরে দেখাইয়া দেবে পুলছেরাত।
যাও বান্দা পার হইয়া যাবে কেয়ছা ভাঁত।।

[সৈয়দ হাম্যা; *হাতেম তাই*। পূর্বোক্ত,
পৃ. ২৯২]

পুঁথি সাহিত্যের ভাষা এরূপ হলেও সেই সময়ে হিন্দু সমাজ দলিল-দস্তাবেজ ও কথাবার্তায় অনেকটা অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করত। মুর্শিদাবাদ যখন বাংলার রাজধানী হলো, তখন থেকে বাংলা ভাষায় ফার্সী ও উর্দুর প্রভাব বৃদ্ধি পেল। মুর্শিদাবাদের নবাবী দরবারে উর্দু ভাষার চল্ ছিল বেশী।

মুর্শিদাবাদ তার গৌরব হারালো আঠারো শতকের শেষাশেষি। বাংলার বড়লাট তখন লর্ড হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিস। এই সময়ে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হলো। এর আগেই বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর ঘটনা ঘটে। মন্বন্তরের পেছনের কারণ ছিল 'দ্বৈত শাসন'। একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, অন্যদিকে নায়েবের দিওয়ানী শাসন। তারপর শুরু হলো ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। ফলে মুসলমানদের চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এলো। অবস্থা আরো সংকটজনক হলো ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজীর ব্যবহারে এবং ফার্সী ভাষার বিদায়ে। বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের জীবন ও জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। রাজ্যহারা ও ভাষাহারা মুসলমান বিদেশী ভাষা ইংরেজীকে গ্রহণ করতে পারল না। অথচ হিন্দুরা আগে যেমন ফার্সী ভাষা শিখেছিল, এখনও তারা ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ করল। ফলে তারা উন্নতি করতে লাগল। ইতোমধ্যে ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ওই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন খ্রিস্টান মিশনারী উইলিয়াম কেরী। এসময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। পাশাপাশি 'সংস্কৃত কলেজ'ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২৪ সালে। ফলে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা জোরদার হলো, কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১) থাকা সত্ত্বেও ফার্সীর প্রভাব সংকুচিত হয়ে গেল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ- গোষ্ঠী বাংলা ভাষায় গদ্য প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কেরী বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করলেন। শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক লেখা শুরু হলো। এ সময়কার বাংলা গদ্য ছিল সংস্কৃত-ঘেঁষা। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন রামরাম বসু। তাঁর *প্রতাপাদিত্য চরিত্র* বইটিতে তিনি বিষয়োপযোগী আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের মতো, বঙ্কিমের ভাষায়, 'দেড়গজী' সংস্কৃত শব্দসমৃদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যবহার করেননি।

বাংলা গদ্যকে যথার্থ শিল্পসম্মত করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর শেষের দিকে লেখা বইগুলোর ভাষা মৌখিক বুলির মতই সরল এবং তাতে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগও প্রচুর। আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার বিদ্রূপাত্মক রচনাকে কত প্রাণবন্ত ও মর্মভেদী করতে পারে বিদ্যাসাগরের তর্ক-বিতর্কমূলক বইগুলো তার প্রমাণ। আরবী-ফার্সী শব্দের রসময় প্রয়োগ টেকচাঁদ ঠাকুরও করেছেন তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল* গ্রন্থে (১৮৫৮তে প্রকাশিত)। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের যে রীতি প্রবর্তন করে গেছেন, তা আজও অনুসৃত হচ্ছে।

এমনিভাবে মধ্যযুগ পেরিয়ে বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী-তুর্কী-হিন্দী-উর্দু শব্দের ব্যবহার কবিতা থেকে গদ্যে সম্প্রসারিত হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। গদ্যের শৈশব-কৈশোর অবস্থা ভালভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

হাতে তা যৌবন প্রাপ্ত হলো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন বিদ্যাসাগরের এই কৃতিত্বকে "... বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।" (দ্র. চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৪০৯, পৃ. ৭৬৮)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এই ভাষা অনন্যসাধারণ রূপ পায়। বাংলা ভাষা বিবিধ ভাব-কল্পনার বাহন রূপে গড়ে ওঠে; তাঁর ভাষা হয় সংগীতময় ও সংকেতময়। তিনিও রচনায় আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারে কার্পণ্য করেননি। তাঁর সমসমায়িককালে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগে কাব্য রচনা করে গেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তো অত্যন্ত সার্থকতার সাথে কাব্যে-সংগীতে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ করেছেন। শব্দগুলো এমন সুপ্রযুক্ত হয়েছে যে ওটাই যেন বাংলা ভাষা। এমন বলিষ্ঠ প্রয়োগ আগে দেখা যায়নি। কবি ফররুখ আহমদও সার্থকভাবে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। গদ্যে শওকত ওসমান নানান বিষয়ের উপযোগী লঘু-গুরু ঘটনাবহ সৃষ্টির জন্যে আরবী-ফার্সী থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২) তার প্রমাণ।

আধুনিক যুগে বাংলা গদ্যের উদ্ভবের ফলে বাংলা ভাষায় আলোচ্য বিদেশী শব্দ প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যায়নি। উভয় বাংলার হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যিকগণ কম-বেশি এই শব্দ ব্যবহার করে তাঁদের প্রতিভা বিকশিত করেছেন। বাংলা ভাষার শরীরে আলোচ্য বিদেশী শব্দগুলো উট্‌কো ঝামেলা নয়, বরং স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া একটা ভাষা যে জীবন্ত তার প্রমাণও এটা। যে গ্রহণ করতে পারে, সে বেঁচে থাকে। আর যে গ্রহণ করতে পারে না, সে মরে যায়। দুনিয়ার বুকে এমন অনেক ভাষা আছে, যা আজ মৃত: যেমন– সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মৈথিলী, তুখারীয় প্রভৃতি। এসব ভাষা কোনো কোনো অঞ্চলে এক সময় কথিত হতো। কিছু লিখিত সাহিত্যও পাওয়া গেছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে ভাষাগুলো আর টিকে থাকেনি। তাদের গ্রহণ ক্ষমতা ছিল না বলে মৃত ভাষার শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়। বাংলা ভাষা জীবন্ত বলেই তার জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির শব্দ নিজের ভাষাগত কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখেই গ্রহণ করেছে এবং এখনও করছে।

তবে বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ এসেছে বার বার। তার স্বাভাবিক গতিকে কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা অতীতে চলেছে। রোমান কিংবা আরবী ও উর্দু হরফে বাংলা ভাষা লেখার অযৌক্তিক ও হীন ষড়যন্ত্রও হয়েছে। এমনকি, পুরো বাংলা ভাষাটিকেই নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু একটা জীবন্ত ভাষাকে কখনই হত্যা করা যায় না। বর্তমান যুগে ইংরেজী ভাষাকে কেউ হত্যা করতে চাইলে পারবে না। কারণ এ-ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। চীনা, জাপানি, জার্মান ভাষাকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। কারণ এসব ভাষায় লক্ষ লক্ষ লোক কথা বলে ও সাহিত্য রচনা করে। বাংলা ভাষার স্থান বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্যে ষষ্ঠ।

বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্‌সী-তুর্কী-হিন্দী-উর্দু শব্দাবলির অনুপ্রবেশ কল্যাণকর হয়েছে। যাঁরা বাংলা ভাষা থেকে এসব শব্দ ছেঁটে ফেলতে চান, তাঁদেরকে মুনীর চৌধুরী 'হয় অজ্ঞানী নয় বিকারগ্রস্ত' বলেছেন। এসব শব্দ বাংলার প্রকৃতির মজ্জায় মিশে গেছে। এমনও হয়েছে যে, অনেক খাঁটি বাংলা শব্দ আরবী-ফারসী শব্দের প্রভাবে বিতাড়িত হয়েছে। যেমন– জাহাজ (বুহিত), নালিশ (গোহারী), জমি (ভূঁই), লাল (রাতা, রাতুল), মোরগ (কুকড়া), বাজপাখি (শয়চান), গরম (তাতা), দোকান (পশার), পশম (রোঁয়া) ইত্যাদি। অনেক সময় মূলভাষার কৃতঋণ শব্দটি বাংলায় এসে তার আগের উচ্চারণ হারিয়েছে। যেমন– বিদায় (আ. আল্‌বিদা), মলম (আ. মরহম), ময়নাতদন্ত-Post-mortem (আ. মু'আইনহ্‌), আক্কেল (আ. আ'ক্বল), কায়দা (আ. কাএদহ্‌) খরিদ্দার (খদ্দের) < ফা. খরীদদার, তক্‌মা (আ. তম্‌গা) ইত্যাদি।

আইন-আদালত ও রাজস্ব ক্ষেত্রে আমাদের আরবী-ফার্‌সী ভাষার শব্দ ছাড়া গত্যন্তর নেই। ওটাই এখন বাংলা ভাষা।

হিন্দু-মুসলিম সমাজে নামের সাথে যেসব উপাধি ব্যবহৃত হচ্ছে তার অনেকগুলোই তো আরবী-ফার্‌সী-তুর্কী জাত। যেমন– খান (তুর্কী), বখ্‌শী (তুর্কী), মল্লিক (আরবী), মুনশী (আরবী), মজুমদার, তালুকদার, হালদার (হাওলাদার) (আরবী ও ফার্‌সী) ইত্যাদি। গালাগালি করতে গেলেও অনেকে ফার্‌সী ভাষার শব্দ ব্যবহার করে। যেমন– বদমাশ, হারামজাদা, পাজী, আহম্মক, বজ্জাত ইত্যাদি। তবে আরবী থেকে শয়তান ও ইবলিস আমদানি করা হয়েছে।

শুধু শব্দ নয়, ফার্‌সী থেকে কিছু প্রত্যয় ও উপসর্গও বাংলা ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন–

তদ্ধিত প্রত্যয়

- খোর : গাঁজাখোর, গুলিখোর, তামাকখোর ইত্যাদি।
- দার : ঠিকাদার, থানাদার, আড়তদার ইত্যাদি।
- দান : আতরদান, পানদান, বাতিদান ইত্যাদি।
- সই : চলনসই, জুৎসই, দশাসই ইত্যাদি।

উপসর্গ

বে - : বেহাত, বেনামী, বেমানান, বেধড়ক ইত্যাদি।
গর - : গরমিল, গরহাজির, গররাজী ইত্যাদি।
ব - : বকলম, বনাম।
না - : নাহক, নাবালক, নাছোড়।

আমরা কথায়-কথায় 'বাড়িওয়ালা', 'ফেরিওয়ালা', 'দোকানওয়ালা' শব্দসমূহ ব্যবহার করি। এখানে 'ওয়ালা' একটি প্রত্যয়। এই প্রত্যয় হিন্দী ভাষাজাত।

হিন্দী সাহিত্য থেকে অনুবাদমূলক কাব্য আমরা মধ্যযুগে পাই। হিন্দী কবি সাধনের *মৈনাসত*, কবি কুত্‌বনের *মৃগাবতী*, মালিক মুহম্মদ জায়সীর *পদুমাবৎ*, কবি মনঝনের

মধুমালতী ইত্যাদি কাব্য বাংলায় অনুবাদ বা রূপান্তর করেন যথাক্রমে দৌলত কাজী, মুহম্মদ খাতের, আলাওল এবং মুহম্মদ কবীর। এসব কাব্যেও আরবী-ফার্সী-হিন্দী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

জাতি বিচারে উর্দু আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা হলেও উনিশ শতকের আগে এ-ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেনি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন গিলখ্রাইস্টের প্রবর্তনাতেই উর্দু ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। উর্দু ভাষার জন্ম সেনা শিবিরে। 'উর্দু' শব্দের অর্থও 'সৈন্যশিবির'। আঠারো শতকে উর্দু গদ্য 'হিন্দী' নামে এবং উর্দু কবিতা 'রিখ্‌তা' নামে পরিচিত ছিল। হিন্দী ও উর্দুর মধ্যে রেষারেষি ছিল উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। মোগল যুগের শেষে সামান্য কিছু উর্দু শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়। ইদানীংকালে উর্দু ভাষায় ইসলামী শাস্ত্র ও সাহিত্য রচিত হয়েছে। পাকিস্তানীরা বাংলাদেশে (আগের পূর্ব পাকিস্তান) বাংলা ভাষাকে সরিয়ে উর্দু ভাষা চালু করতে চেয়েছিল, যদিও উর্দু তাদের কারোরই মাতৃভাষা ছিল না। এটা ছিল এক ধরনের ষড়যন্ত্র। উর্দু ভাষায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সাহিত্যচর্চা করেছেন। অভিজাত মুসলিম পরিবারে এক সময় উর্দু ভাষার ব্যবহার ছিল। তাঁরা বাংলা ভাষার নামে নাক সিটকাতেন। কাজী ইমদাদুল হকের *আবদুল্লাহ* উপন্যাসে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দী-উর্দু ভাষার কয়েকটি শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। সতের শতকের প্রথম দিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্য চরিতামৃত* কাব্যে আত্মীয়তাবাচক কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী মোর হয় চাচা।

... ...

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।

[ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬]

চাচা, চাচি নানা, নানি, মামু, মামি, বুবু, ফুফা, ফুফু, দাদা, দাদী, ভাবী ইত্যাদি আত্মীয়তাবাচক শব্দ হিন্দী-উর্দু জাত।

এছাড়া অন্য ধরনের শব্দও হিন্দী-উর্দু থেকে এসেছে। যেমন– খাটা (টক), ধুপ (রোদ), আন্ডা (ডিম), দুলা (বর), জাড় (শীত), রুই (তূলা) ইত্যাদি।

কয়েকটি হিন্দী-উর্দু প্রবাদ বাক্যও বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন– (১) এক্ হাত্ সে তালী নহী বজ্‌তী– এক হাতে তালি বাজে না। (২) ভূত ভী মার্ সে ভাগতা হৈ– মারের চোটে ভূত ভাগে। (৩) পহ্‌লী বিস্‌মিল্লাহ্‌হী গলদ্ হুই– বিস্‌মিল্লায় গলদ। (৪) জিস্‌কা কাম উসী কো ছাজে, আওর করে তো *ঠেঙ্গা* বাজে– যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে ইত্যাদি। [ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬]

মোগল দরবারে শিয়া নবাব ও রাজকর্মচারীদের প্রভাবে সুন্নী মুসলমানদের অনেকে

শিয়া আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেন। নামের শেষে তারা আলী, হায়দর, হাসান, হোসেন প্রভৃতি উপনামও যুক্ত করেন। এই শিয়াদের প্রভাবেই বাংলায় কারবালা কাহিনীর উদ্ভব।

সবশেষে বলতে হয়, ভাষা তার নিজস্ব গতিতে চলে। কারো চোখ রাঙানির পরোয়া করে না। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে সে ভিন্ন সংস্কৃতির শব্দাবলিও গ্রহণ করে। ষোল শতকে এদেশে পর্তুগীজরা এসেছিল। তারা চলে গেছে কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় প্রায় শ'খানেক শব্দ উপহার দিয়ে গেছে। এগুলোকে বাংলা ভাষা থেকে বাদ দেয়া যায় না। যেমন– বাল্‌তি, জানালা, চাবি, সাবান, পাউরুটি, আনারস ইত্যাদি॥ এমনিভাবে বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী তুর্কী-হিন্দী-উর্দূ শব্দ প্রায় সাড়ে চার হাজারের কিছু বেশী প্রবেশ করেছে। আমরা সেগুলো গ্রহণ করেছি এবং ব্যবহার করছি প্রতিনিয়ত॥

দুই

বর্তমান সংকলন অভিধানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার ৪৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা থেকে ৪৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা পর্যন্ত মোট তিন কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল॥ সেজন্য সম্পাদক অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমানকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মরহুম বহু ভাষাবিদ মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অনুরোধক্রমেই আমি একাজটি তাঁর জীবদ্দশায় করেছিলাম। কিন্তু তখন সংকলন গ্রন্থটি নানা কারণে প্রকাশ করা যায়নি। এখন অভিধান আকারে প্রকাশ করা হলো।

বর্তমান এই অভিধানে প্রতিবর্ণীকরণ দেয়া হয়েছে যা সাহিত্য পত্রিকায় ছাপানোর সময় ছিল না। তাছাড়া সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশের পর তাতে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে গিয়েছিল। তাও এখন সংশোধিত হয়েছে। সর্বাত্মকভাবে আমি চেষ্টা করেছি অভিধানটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে। এরপরও যদি ভুল থাকে, তাহলে সহৃদয় পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ, তা যেন আমাকে জানানো হয়।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যদি কেউ উপকৃত হন, তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব এবং ভবিষ্যতে আরো উন্নত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করব। যাঁর অনুপ্রেরণায় আমার এই ক্ষুদ্র কাজ, সেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অভিধানটি দেখে যেতে পারেননি॥ এটি আমার জন্য বড়ই দুঃখের। তবে কামনা করি, তাঁর আত্মা হয়ত এই বিষয়টি জানতে পেরে সুখ অনুভব করবে।

এই অভিধান প্রণয়নে আমি দেশে-বিদেশে প্রকাশিত কিছু আরবী-ফারসী-উর্দূ অভিধানের সহায়তা নিয়েছি। সকৃতজ্ঞচিত্তে তাদের ঋণ আমি স্বীকার করছি॥

তিন

ভাষার নাম	একক	জোড়া শব্দ (শব্দগুচ্ছ)	বিদেশী প্রত্যয় যোগে	বাংলা প্রত্যয় যোগে	বিদেশী উপসর্গ যোগে	বাংলা উপসর্গ যোগে	জোড়া শব্দের সাথে বাংলা প্রত্যয়	সর্বমোট
আরবী	১৭১৭	৬২২	৩৩৯	১২০	৭৭	১৫	৫০	
ফার্সী+ প্রা. ফা.	১১৮৫+ ১			৫৭				
তুর্কী	৪১			০৩				
হিন্দী	৩৬৪			০৭				
উর্দু	৫১			—				
মোট	৩৩৫৯	৬২২	৩৩৯	১৮৭	৭৭	১৫	৫০	= ৪৬৪৯

বাংলা ভাষায় আগত আরবী-ফার্সী-তুর্কী-হিন্দী-উর্দু শব্দের সংখ্যা আগে তেমনভাবে নির্ণয় করা হয় নি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৫৮) গ্রন্থে আরবী-ফার্সী-তুর্কী শব্দের সংখ্যা দু-হাজারের বেশী বলেছেন। কোনো সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করেননি। আর হিন্দী-উর্দু শব্দের কথা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড-১৯৬৫)' গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন যে মুসলমানী দোভাষী পুঁথি সাহিত্যেই এই হিন্দী-উর্দু শব্দের প্রয়োগটা বেশী হয়েছে এবং তা মোগল যুগে ষোড়শ শতকের শেষের দিকে (পৃ. ৩৯৪-৩৯৫)। কিন্তু কোনো সংখ্যা বলেননি। বাংলায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে ঐ হিন্দী-উর্দুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু মুসলিম পুঁথি রচয়িতারাই নন, হিন্দুরাও তাঁদের লিখিত পুঁথি ও দলিল-দস্তাবেজে এ ধরনের হিন্দী-উর্দু মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করতেন (ঐ, পৃ. ২৮৮)।

ড. গোলাম মকসূদ হিলালীর 'Hindi-Urdu Elements in Bengali' নামে একটি গ্রন্থ আজও অপ্রকাশিত। এটি প্রকাশিত হলে বাংলায় আগত হিন্দী-উর্দু শব্দের সংখ্যাটা জানা যেত।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও আরবী-ফার্সী-তুর্কী শব্দের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার বলেছেন। সঠিক সংখ্যা বলেননি। ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৭১) গ্রন্থে

ঐসব শব্দের সংখ্যার ব্যাপারে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। তাঁরা কেউই হিন্দী-উর্দু শব্দ সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি।

এরপর আরবী-ফার্সী ভাষার পণ্ডিত ব্যক্তি ড. গোলাম মকসুদ হিলালী 'Perso-Arabic Elements in Bengali' নামে ইংরেজীতে লেখা গ্রন্থে আরবী-ফার্সীজাত শব্দের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে ৫১৮৬টি। গ্রন্থটি অবশ্য লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৬৬ সালে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক নিজে তাঁর লেখা 'রচনা শিক্ষা' গ্রন্থে আরবী ও তুর্কী-মিশ্রিত ফার্সী শব্দের সংখ্যা বলেছেন প্রায় পাঁচ হাজার। এই গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী (৫ম খণ্ড)'-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বর্তমান এই সংকলন অভিধানে আমি মোট ৩৩৫৯টি একক আরবী-ফার্সী-তুর্কী-হিন্দী-উর্দু শব্দ সংগ্রহ করেছি।

এই একক শব্দগুলো নানান প্রক্রিয়ায় জোড়া শব্দ বা শব্দগুচ্ছ তৈরী করেছে। শব্দ গঠনের এই প্রক্রিয়া এতই বিচিত্র যে তা রীতিমত গবেষণার বিষয়। শব্দগুলো কখনও জোড়ায় জোড়ায় যুক্ত হয়ে একটি সমাসবদ্ধ শব্দ বা পদ তৈরী করেছে। আবার দু-এর অধিক শব্দযোগেও শব্দ গঠিত হয়েছে। জোড়া শব্দ সবচেয়ে বেশী তৈরী হয়েছে আরবী-ফার্সীর মধ্যে। এক্ষেত্রে আরবী + আরবী এবং ফার্সী+আরবী জোড়া শব্দের সংখ্যা প্রায় সমান সমান ১৩৬টি। তারপর আরবী + ফার্সী এবং ফার্সী+ফার্সী জোড়া শব্দের সংখ্যাও সমান সমান, যথাক্রমে ১২৮ ও ১২৮টি। অন্যান্য জোড়া শব্দের সংখ্যা খুবই কম। তবে সেখানে হিন্দী + ফার্সীর সংখ্যা বেশী—১৮টির মতো। যেমন— কালাআদমী, খানাদানা, চাকরান জমি, চৌরাস্তা, তাকনিমে, ভরপিয়ালা ইত্যাদি। আর ফার্সী + হিন্দী জোড়া শব্দের সংখ্যা ১১টি। যেমন—কিস্তিটুপি, খুবসে, জাঁকান্দানী, দরপাট্টা, নাছোড়, পর্দাপুষিদা ইত্যাদি। আরবী শব্দের সাথে হিন্দী শব্দযোগেও ১২টি শব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন—এলাহি জায়গা, গরঠিকানা, গরমিল, মালপো, মৌরুসীপাট্টা ইত্যাদি। আবার হিন্দীর সাথে আরবী শব্দযোগে গঠিত জোড়া শব্দ পেয়েছি মাত্র দুটি। যেমন— কালাকানুন ও জোহুকুম। দু-এর অধিক শব্দযোগে গঠিত শব্দের সংখ্যা খুবই কম। একটা-দুটো করে হয়েছে। হিন্দীর সাথে হিন্দী শব্দযোগেও বাংলা শব্দ গঠিত হয়েছে। যথা—খানাপিনা, গুলবন্ধী, ভুলচুক, চৌবাচ্চা, ছাতিপিটা, জরু-জাত, ঝুটমুট ইত্যাদি।

সময় সময় বিদেশী প্রত্যয়-উপসর্গ যোগেও শব্দ তৈরী হয়েছে। বিদেশী প্রত্যয়ের মধ্যে ফার্সী প্রত্যয়ই বেশী। এসব বিদেশী প্রত্যয়ের আগের শব্দটি আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হিন্দী এমনকি বাংলা শব্দও আছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক ২৬টি ফার্সী প্রত্যয়ের উদাহরণ ড. গোলাম মকসুদ হিলালীল বইটি সম্পাদনা কালে ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি আরো ৮টি ফার্সী প্রত্যয় পেয়েছি যেসব প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন—

(১) -আন্ (বহুবচন বোধক) : পোস্তান, মস্তান, শহীদান। (২) -জাত (বহুবচন বোধক) : মেওয়াজাত। (৩) -হা (বহুবচন বোধক) : খাতা, জাব্দ খাতা (খত্

+ হাঁ)। (৪) -আনহ্ (আনঃ) : মেহনতানা। (৫) -ওয়ার : রকমারি (রকমওয়ারি)। (৬) -ইন্ : শৌখিন (শওক্ব + ইন্)। (৭) -বান : বাগবান। (৮) -আনো : অর্শানো (ওয়ার্স্ + আনো)। তুর্কী প্রত্যয়যোগেও শব্দ গঠিত হয়েছে, তবে কম। যেমন–(১) -চি/চী : আফিমচি, চিলমচি, তবলচী, তোপচি, নাকারচি, বন্দুকচী, মশালচী। (২) -জী (এটাকে কেউ কেউ হিন্দী প্রত্যয়ও বলেছেন) : আল্লাজী, নবীজী।

ফার্সী উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দের ক্ষেত্রে আরবী শব্দই বেশী, তারপর ফার্সী। যেমন– (১) -ব = বকলম, বতারিখ, বমাল, বহাল। (২) -বা = বাআদব। (৩) -বি = বিতারিখ। (৪) -বে = এই উপসর্গ যোগে প্রচুর শব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন– বেআইনী, বেআক্কেল, বেইজ্জত, বেঈমান, বেওফা, বেকবুল, বেচাল, বেঢং, বেতার, বেদাগ, বেদীন, বেদেরেগ, বেবন্দোবস্ত, বেবহা, বেবাক, বেমালুম, বেলেল্লা ইত্যাদি।

ঐসব বিদেশী শব্দের সাথে বাংলা প্রত্যয়-উপসর্গও যুক্ত হয়েছে। বাংলা প্রত্যয় সবচেয়ে বেশী যুক্ত হয়েছে আরবী শব্দের সাথে, তারপর ফার্সীর সাথে। যেমন–আএমাদারি (আরবীর সাথে)। ইমামতি, ইমামত্ব (আরবীর সাথে)। ইল্লতিয়া (আরবীর সাথে)। উকিলী (আরবীর সাথে)। উমেদারী (ফার্সীর সাথে) ইত্যাদি। বাংলা উপসর্গ যুক্ত হয়েছে প্রধানত আরবী-ফার্সী শব্দের সাথে। যেমন–অকবজ (আরবীর সাথে)। অখুশী, অদরকার, অনারাম (ফার্সীর সাথে)। অরাজি, কুনজর, কুমতলব (আরবীর সাথে)।

আরবী-ফার্সীর বহুবচন বোধক প্রত্যয় যোগেও শব্দ গঠিত হয়েছে। এর উদাহরণ আগে দু-একটা দেওয়া হয়েছে। এখানে আরো কিছু উল্লেখ করা হলো। যেমন–অকুআত ('ওয়াক্বু' আরবী শব্দের সাথে 'আত' বহুবচন বোধক প্রত্যয়)। ওজুহাত ('ওয়াজু' আরবী শব্দের সাথে 'আত' বহুবচন বোধক প্রত্যয়)।

দু-একটা শব্দ সম্পর্কে মতভেদ আছে। যেমন–'বাহাদুর'। শব্দটিকে তুর্কী শব্দ বলেছেন ড. হিলালী। কিন্তু উর্দু অভিধানে শব্দটিকে ফার্সী শব্দ হিসেবে দেখানো হয়েছে। আমি ড. হিলালীর মতটাই গ্রহণ করেছি। 'তমগা' (তক্মা) শব্দটি ড. হিলালীর মতে তুর্কী, কিন্তু উর্দু অভিধানে শব্দটিকে আরবী বলা হয়েছে। আমি শেষেরটি গ্রহণ করেছি।

ড. এনামুল হক আরবী-ফারসী শব্দগুলোর সবটাকে ফার্সীজাত বলেছেন। সরাসরি আরবী শব্দ বলার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ড. হিলালী সরাসরি আরবী শব্দের উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু আরবী শব্দ ফার্সীজাত হলেও সরাসরি আরবী শব্দও বাংলায় এসেছে। এর অর্থ এই নয় যে মূল আরবীর উচ্চারণসহ এসেছে। সেটা কখনই সম্ভব নয়। সরাসরি আরবী শব্দ এসেছে আমার সংকলনে ১৭১৭টি। এর বেশীও হতে পারে। তবে শব্দগুলোর প্রায় সবটাই বাংলা ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিছু আরবী শব্দ ফার্সী উচ্চারণে অন্যরকম হয়েছে। যেমন–আখজ (আরবীতে শব্দটি 'যাল' দিয়ে, কিন্তু ফারসীতে 'যে' দিয়ে)। ওজর (আরবীতে 'যাল' দিয়ে, কিন্তু ফার্সীতে

'যে' দিয়ে)। ওজেবাদ (আরবীতে 'সোয়াদ' দিয়ে কিন্তু ফার্সীতে 'যে' দিয়ে)। জামিন (আরবীতে 'সোয়াদ' দিয়ে কিন্তু ফার্সীতে 'যে' দিয়ে)। মরজি (মর্জি) (আরবীতে 'সোয়াদ' দিয়ে কিন্তু ফার্সীতে 'যে' দিয়ে)। এমনিভাবে বেশ কিছু আরবী শব্দ ফার্সীতে এসে ফার্সী উচ্চারণ গ্রহণ করেছে। এবিষয়টি গবেষণার ব্যাপার। বাংলাতেও বেশ কিছু আরবী শব্দ তার মূল উচ্চারণ হারিয়ে বাংলা ভাষায় ধ্বনিবৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। যেমন– বিদায় (আ. আল্‌বিদা), মলম (আ. মরহম), ময়না (আ. মু'আইনহ্), কায়দা (আ. ক্বাএদহ্), তকমা (আ. তমগাহ্) ইত্যাদি। এসব শব্দকে আরবীজাতই বলা হয়েছে। এ শব্দগুলো ফার্সীতে পরিবর্তিত হয় নি, বাংলা ভাষায় এসে হয়েছে। এটিও গবেষণার বিষয়।

হিন্দী-উর্দু ভাষার শব্দের মধ্যে হিন্দী শব্দই বেশী। কিছু উর্দু শব্দ এসেছে। হিন্দী ও উর্দু ভাষার মধ্যে একসময় রেষারেষি ছিল। সেজন্য কোনো কোনো শব্দ যেমন হিন্দীতে আছে, তেমনি উর্দুতেও আছে। দুটো হিন্দী প্রত্যয়ও বাংলায় এসেছে। যেমন– (১) -ওয়ালা : আতরওয়ালা, আল্লাওয়ালা, উর্দুওয়ালা, কাবুলিওয়ালা ইত্যাদি। (২) -ড়া : লেঙড়া ইত্যাদি।

এমনিভাবে বাংলা ভাষায় ঐসব শব্দ ইংরেজী, পোর্তুগীজ, চীনা, তামিল, সংস্কৃত (তৎসম) ভাষার শব্দযোগেও নতুন নতুন শব্দ গঠন করেছে। এর ফলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়েছে।

কাজী রফিকুল হক
২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৪

সাংকেতিক চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা

অপ্র.	=	অপ্রচলিত
অব্য.	=	অব্যয়
আ.	=	আরবী
আল.	=	আলংকারিক
ইং.	=	ইংরেজি
উপ.	=	উপসর্গ
এক.	=	একবচন
ক্রি.	=	ক্রিয়া
ক্রি.বিণ	=	ক্রিয়া বিশেষণ
গ্রী.	=	গ্রীক
তা.	=	তামিল
তু.	=	তুর্কী
তুল.	=	তুলনীয়
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
পহ্.	=	পহ্লবী (প্রাচীন ফার্সী)
পুং.	=	পুংলিঙ্গ
পো.	=	পোর্তুগীস
প্র.	=	প্রত্যয়
প্রা.পত্র	=	প্রাচীন পত্র
প্রা.ফা.	=	প্রাচীন ফারসী
ফা.	=	ফার্সী
ব.ব.	=	বহুবচন
বাং.	=	বাংলা
বি.	=	বিশেষ্য
বিণ.	=	বিশেষণ
বিপ.	=	বিপরীত
ব্রজ.	=	ব্রজবুলি
ম.বাং	=	মধ্যবাংলা
সং.	=	সংস্কৃত
সর্ব.	=	সর্বনাম
স্ত্রী.	=	স্ত্রীলিঙ্গ
হি./উ.	=	হিন্দি/উর্দু
অচিন্ত্য	=	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অবনীন্দ্র	=	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অমৃত	=	অমৃতলাল বসু
আ. উ.	=	আকবর উদ্দীন
আকরম	=	মাওলানা আকরম খাঁ
আ. কা.	=	ড. আব্দুল কাদের
আ. কা. শা.	=	আবুল কালাম শামসুদ্দীন
আ. জলীল	=	আবদুল জলীল
আজহার	=	আজহারুল ইসলাম
আজাদ	=	আলাউদ্দীন আল-আজাদ
আতাউর	=	আতাউর রহমান
আ. দীন	=	আজহার উদ্দীন
আনিস	=	আনিস চৌধুরী
আফসার	=	আফসার আলী
আবু রুশদ	=	আবু রুশদ মতিনউদ্দীন

আ. রব	=	আবদুর রব চৌধুরী
আলাওল	=	কবি আলাওল
আলাল	=	আলালের ঘরের দুলাল
আশরাফ	=	সৈয়দ আশরাফ আলী
আসকার	=	আসকার ইবনে শাইখ
আ. হক	=	আবদুল হক
আহ্সান	=	আহ্সান হাবীব
আহ্সানউল্লাহ	=	নবাব আহ্সান উল্লাহ্
আ. হা.	=	আবুল হাশেম
ইজদানী	=	রওশন ইজদানী
ইব্রাহিম	=	ইব্রাহিম খাঁ
ইমদাদ	=	কাজী ইমদাদুল হক
ইসহাক	=	আবু ইসহাক
ঈশ্বর	=	ঈশ্বরগুপ্ত
এনামুল	=	ড. মুহম্মদ এনামুল হক
এয়াকুব	=	এয়াকুব আলী চৌধুরী
এস. ওয়াজেদ	=	এস. ওয়াজেদ আলী
ওদুদ	=	কাজী আবদুল ওদুদ
ওবায়েদ	=	ওবায়েদুল হক
ওয়ালী	=	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
ওয়াসেক	=	আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী
ওহীদ	=	ওহীদুল আলম
কঙ্কণ	=	কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
কা. দী. মু.	=	ড. কাজী দীন মুহম্মদ
কাদের	=	কাজী কাদের নওয়াজ
কানাই	=	দ্বিজ কানাই
কান্তিঘোষ	=	কান্তিদেব ঘোষ
কায়কোবাদ	=	কাজেম আল কোরেশী কায়কোবাদ
কালী সিং	=	কালীপ্রসন্ন সিংহ
কাশী	=	কাশীরাম দাস
কুমুদ	=	কুমুদরঞ্জন মল্লিক
কেদার	=	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কৃত্তিবাস	=	কৃত্তিবাস ওঝা
কৃষ্ণদাস	=	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
ক্ষেমা	=	ক্ষেমানন্দ
গরীব	=	শাহ্ গরীবুল্লাহ্
গিরিশ	=	গিরিশচন্দ্র সেন
গুণময়	=	গুণময় মান্না
গো. দা.	=	গোবিন্দ দাস
গোপাল	=	গোপাল হালদার
গৌরী	=	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
গৌরীশংকর	=	গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
ঘন	=	ঘনরাম চক্রবর্তী
চণ্ডী	=	চণ্ডীমঙ্গল
ছদর	=	ছদরুদ্দীন
জগলুল	=	জগলুল হায়দর

জয়েন	=	সরদার জয়েনউদ্দীন
জসীম	=	জসীমউদ্দীন
জাফর	=	আবু জাফর
জাহানারা	=	জাহানারা আরজু
জীবন	=	জীবনানন্দ দাশ
জুলফিকার	=	সুফী জুলফিকার হায়দর
জোবেদা	=	জোবেদা খানম
জ্ঞান	=	জ্ঞানদাস
টেকচাঁদ	=	টেকচাঁদ ঠাকুর/ প্যারীচাঁদ মিত্র
তারিণী	=	তারিণীচরণ মিত্র
তালিম	=	তালিম হোসেন
তোহ্ফা	=	আলাওলের কাব্য
দক্ষিণা	=	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
দীনবন্ধু	=	দীনবন্ধু মিত্র
দী. হা.	=	দীওয়ান-ই- হাফিজ /নজরুল
দৌলত	=	দৌলত কাজী
দ্বিজেন্দ্র	=	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নজরুল	=	কাজী নজরুল ইসলাম
নজিবর	=	নজিবর রহমান
নরেন্দ্র	=	নরেন্দ্রনাথ দেব
নাসির	=	মোঃ নাসির উদ্দীন
নাহার	=	বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ
নী. র. রা.	=	নীহাররঞ্জন রায়
পরশু	=	পরশুরাম (রাজশেখর বসু)
পূ. গী.	=	পূর্ববঙ্গ গীতিকা
প্র. না. বি.	=	প্রমথ নাথ বিশী
প্রমথ	=	প্রমথ চৌধুরী
প্রেমেন্দ্র	=	প্রেমেন্দ্র মিত্র
ফকির	=	ফকির গরীবুল্লাহ্
ফজল	=	আবুল ফজল
ফজলল	=	শেখ ফজলল করিম
ফয়জুল্লাহ্	=	শেখ ফয়জুল্লাহ্
ফররুখ	=	ফররুখ আহমদ
ফরিদী	=	আবদুল হক ফরিদী
বঙ্কিম	=	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বজলু	=	বজলুর রহমান
বন্দে	=	বন্দে আলী মিয়া
বড়ু চণ্ডী	=	বড়ু চণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
বরকত	=	মোঃ বরকতউল্লাহ্
বাহরাম	=	দৌলত উজীর বাহরাম খান
বাহার	=	হাবীবুল্লাহ্ বাহার
বিজয়	=	বিজয়গুপ্ত
বিদ্যা	=	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর
বিদ্যাপতি	=	কবি বিদ্যাপতি
বিভূতি	=	বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়
বিষ্ণু	=	বিষ্ণু দে
বুদ্ধদেব	=	বুদ্ধদেব বসু
বেনজীর	=	বেনজীর আহমদ
বোরহান	=	বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর

বৃন্দাবন	=	বৃন্দাবন দাস
ভবানন্দ	=	ভবানন্দ মিশ্র
ভবানী	=	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত	=	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
মঈন	=	মঈনুদ্দীন
মওদুদ	=	আবদুল মওদুদ
মনসুর	=	আবুল মনসুর আহমদ
মনোজ	=	মনোজ বসু
মশার্‌রফ	=	মীর মশার্‌রফ হোসেন
মহী	=	মহীউদ্দীন
মাইকেল	=	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মা. গা	=	মানিকচন্দ্রের গান
মানিক	=	মানিক বন্দোপাধ্যায়
মান্নান	=	কাজী আবদুল মান্নান
মাহবুব	=	মাহবুবুল আলম
মুজতবা	=	সৈয়দ মুজতবা আলী
মুজিবর	=	মুজিবর রহমান
মুর্তজা	=	গোলাম মুর্তজা
মুনীর	=	মুনীর চৌধুরী
মুফাখখার	=	মুফাখখারুল ইসলাম
মু.শ.	=	ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
মুস্তাফিজ	=	মুস্তাফিজুর রহমান
মৈ. গী.	=	মৈমনসিং গীতিকা
মোজহার	=	মোজহারুল ইসলাম
মোজাম্মেল	=	মোজাম্মেল হক
মোতাহের	=	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
মোস্তফা	=	গোলাম মোস্তফা
মোহিত	=	মোহিতলাল মজুমদার
যাযাবর	=	বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
রঙ্গলাল	=	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রজনী	=	রজনীকান্ত সেন
রবীন্দ্র	=	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রশীদ	=	আবদুর রশীদ খান
রাজিয়া	=	রাজিয়া খান
রাজীব	=	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
রাজ্জাক	=	আবদুর রাজ্জাক
রাম রাম	=	রাম রাম বসু
রোকেয়া	=	বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
লুৎফর	=	ডাঃ লুৎফর রহমান
লোক.	=	লোকসংস্কৃতি (খেলা)
শওকত	=	শওকত ওসমান
শরৎ	=	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শরীফ	=	আহমদ শরীফ
শামসুদ্দীন	=	শামসুদ্দীন আবুল কালাম

শা. হক	=	শামসুল হক	সুলতান	=	সৈয়দ সুলতান
শাহাদাত	=	শাহাদাত হোসেন	সৈ. আ. আ	=	সৈয়দ আলী আহসান
শাহেদ	=	শাহেদ আলী	হাই	=	মুহম্মদ আবদুল হাই
শিরাজী	=	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী	হাকিম	=	আবদুল হাকিম
শেখ হাবিব	=	শেখ হাবিবর রহমান	হামজা	=	সৈয়দ হামজা
সগীর	=	শাহ্ মুহম্মদ সগীর	হারামণি	=	মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের হারামণি
সত্যেন্দ্র	=	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	হাশিম	=	আবুল হাশিম
সিদ্দিকী	=	ড. আশরাফ সিদ্দিকী	হাসান	=	হাসান হাফিজুর রহমান
সুকুমার	=	সুকুমার রায়	হুমায়ুন	=	হুমায়ুন আহমদ
সুধীন	=	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	হেম	=	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সুফিয়া	=	বেগম সুফিয়া কামাল	হেয়াত	=	হেয়াত মামুদ
সুফী	=	সুফী মোতাহার হোসেন			

প্রতিবর্ণীকরণ

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার ধ্বনির পার্থক্য আছে। সেজন্য আরবী, ফার্সী ইত্যাদি ভাষার হরফগুলোর প্রতিবর্ণীকরণের ব্যাপারে সম্ভব মত সহজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আরবীতে স্বরচিহ্নের বৈচিত্র্য আছে। এখানে সেটা পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়নি। (ء) হামজাকে উর্ধ্বকমা (') দিয়ে দেখানো হয়েছে। আরবী ভাষায় আর একটা হামজা (ء) আছে। যাকে مـتـحـرّك (মুতাহার্‌রিক) আলিফ বলা হয়। এটাকে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ধরা হয়। এটাকে (অ', 'ই) এভাবে দেখানো হয়েছে।

আরবীর আলিফ বাংলায় -া আ-কারের মত। সাধারণত আলিফের সাথে স্বরচিহ্ন যুক্ত হয় না। যখন স্বরচিহ্ন যুক্ত হয়, তখন এটা 'হম্‌যহ্‌' (ء) হয়ে যায়। আলিফ অন্য হরফের পরে যুক্ত হয়ে সেটাকে দীর্ঘস্বরে পরিণত করে।

ى স্বরচিহ্ন ও বর্ণ দুভাবেই ব্যবহৃত হয়। স্বরচিহ্নরূপে হলে হবে -এ বা -ঈ। আর বর্ণরূপে হলে হবে 'য়'-এর মত। বাংলায় দীর্ঘস্বরচিহ্ন না থাকায়, তা দেখানো হয়নি।

আরবীতে শব্দের শেষে হে (ه) বা ة অনেক সময় অনুচ্চারিত থাকে। সেজন্য সেসব শব্দে ঐ স্থানে 'হ্‌' অথবা বিসর্গ (ঃ) দেখানো হয়েছে।

ওয়া (و) - এর উচ্চারণ সর্বত্র 'ওয়া' নয়। কোনো কোনো জায়গায় ইংরেজি V বা W -এর মতো। সেসব জায়গায় 'ব্‌' এভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। এটি বর্গীয় 'ব' নয়।

হসন্ত ব্যবহার করা হয়েছে সেসব স্থানে যেখানে ভুল পাঠের সম্ভাবনা আছে। শব্দের শেষেও। এবং জযম্‌ চিহ্নে।

অন্যান্য হরফগুলোর বেলায় তেমন পার্থক্য করা হয়নি। ق ক্বাফ্‌-এর ক্ষেত্রে- 'ক্ব' সব জায়গায় দেখানো যায়নি। যেসব শব্দে উ-কার বা ঊ-কার আছে, সেখানে কু', কূ' দেখানো হয়েছে। ط-এর ক্ষেত্রে 'ত্ব' করা হয়েছে। যেসব শব্দে উ-কার বা ঊ-কার আছে, সেখানে তু', তূ' দেখানো হয়েছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রতিবর্ণীকরণের বিবরণ দেয়া হলো।

প্রতিবর্ণীকরণের বিবরণ

বাংলা	আরবী-ফার্‌সী	বাংলা	আরবী-ফার্‌সী
অ, ই, উ	ا (স্বরবিহীন)	চ	چ
অ	ا হ্রস্ব 'আলিফ (খাড়া যবর)	হ	ح
আ	آ দীর্ঘ 'আলিফ (মদ্ যুক্ত)	খ	خ
'ই, অ'	أ মুতাহার্‌রিক (হম্‌যহ্ যুক্ত)	দ	د
ব	ب	ড̣	ڈ
প	پ	য	ذ
ত	ت	র	ر
ট	ٹ	ড়	ڑ
স	ث	য	ز
জ	ج	ঝ	ژ

বাংলা	আরবী-ফার্সী	বাংলা	আরবী-ফার্সী
স	س	গ	گ
শ	ش	ল	ل
স	ص	ম	م
য	ض	ন	ن
ত্ব তু' তৃ'	ط	ওয়া ব্	و
য	ظ	হ	ه
'	ع	লা	لا
গ	غ	' ঊর্ধ্ব কমা	ء
ফ	ف	ই, য়ি, য়	ى
ক্ব কু' কৃ'	ق	ই, য়ি, য়	ے
ক	ك	ঁ	ں

বাংলা উচ্চারণ	কয়েকটি আরবী স্বরচিহ্ন ও যুক্ত হরফ
অ	যবর (َ)
আন্	দুই যবর (ً)
ই (ি)	যের (ِ)
ইন্	দুই যের (ٍ)
ু	পেশ (ُ)
উন্	দুই পেশ (ٌ)
ঈ	اى
বী	بى
(হসন্ত) ্	জযম (ْ)
সংশ্লিষ্ট হরফ দ্বিত্ব হয়	তাশদীদ (ّ)

বাংলা উচ্চারণ	কয়েকটি আরবী স্বরচিহ্ন ও যুক্ত হরফ
বূ	بـو
বহ্ (বঃ)	بـه
লহ্ (লঃ)	لـه
মহ্ (মঃ)	مـه
সহ্ (সঃ)	سـه

বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান

অ

অইরান—১*বিণ.* বিরান, জনমানবশূন্য। ২*বিণ.* ধ্বংসপ্রাপ্ত। [ৱীরান ویران *ফা.*]।

অওরত— দ্র. **আওরত**।

অওসৎ— দ্র. **আওসত**।

অংগুস্তানা, অঙ্গুস্তানা—১*বি.* আঙুলাবরণ, সেলাইয়ের সময় সূঁচের খোঁচা হতে বাঁচার জন্য আঙুলে ব্যবহৃত আচ্ছাদনবিশেষ। ২.*বি.* চামাটি। ৩*বি.* মেজরাব। [অংগুশ্‌ত্ انگشت। + আনহ্ انه। *ফা. প্র.*]।

অকবজ—*বিণ.* অনায়ত্ত, অনধিকৃত। [অ+ ক্ববয্ قبض. *আ.*]।

অকল—দ্র. **আকল**।

অকলমন্দ—দ্র. **আকল**।

অকসর—দ্র. **আকসার**।

অকীক—দ্র. **আকিক**।

অকু, অকুআত—*বি.* ঘটনা, দুর্ঘটনা, অপরাধমূলক কার্য, হাঙ্গামা। [ওয়াকূ' وقوع *আ.* + আত্ ات। ব.ব.] **অকুস্থল, অকুস্থান**—*বি.* দুর্ঘটনাস্থল, যেস্থানে দুর্ঘটনামূলক বা অপরাধমূলক কার্য সংঘটিত হয়েছে। [— *আ.* + স্থল, স্থান *বাং.*]।

অকুফ, অকুব—*বি.* বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান ('তোমার বেটা নাহি আক্কেল অকুফ' —গরীব) [ওয়াকূ'ফ وقوف *আ.*]।

অকুস্থল, অকুস্থান—দ্র. **অকু**।

অক্‌ফ—দ্র. **ওয়াক্‌ফ**।

অক্কা—*বি.* প্রভু, মালিক। [আক্বা اقا। *ফা.*]।

অক্ত—দ্র. **ওক্ত**।

অখুশি, অখুশী— ১*বি.* অসন্তোষ। ২*বি.* অসন্তুষ্ট। [অ + খুশী خوشی *ফা.*]।

অছি, অছী, অসি, অসী, ওছি, ওছী—*বি.* অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক, trustee; নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত অভিভাবক (সেই উইল লইয়া আদালতে পেশ করিলে তুমি অছি মকরর হইবে— আলাল)। [ওয়াসী وصی *আ.*]।

অছিঅত, অছিঅতি, অছিয়ত, অছিয়ত নামা, অছিয়তি—দ্র. **অসিয়ত**।

অছিলা, অছীলা—দ্র. **অসিলা**।

অজবুক—দ্র. **উজবক**।

অজিফা, অজীফা, অজাপা (বিরল), ওজিফা, ওযীফা—১*বি.* প্রাণীদের শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ ক্রিয়ারূপে জপিত হয় এমন মন্ত্র, স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা সাধ্য মন্ত্র ("অজাপা জপএ নিত্য নিঃশব্দে নীরব"—বাহরাম)। ২*বি.* খোরপোশ, ভরণ-পোষণ, চাকরি। [ওয়াযীফহ্ وظيفه *আ.*]।

অজু, উযু, ওজু, ওযু—*বি.* শরীর ও মনের পবিত্রতা বিধানের জন্য প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে গড়গড়া কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, মুখ মণ্ডল ধোয়া, দুই হাত কনুইসহ ধোয়া, মাথা মসেহ্ করা, দুই পায়ের পাতা গিরাসহ ধৌত করা। [ওয়াযূউন্ وضوء *আ.*]।

অজুরদার—*বি.* মজুরি গ্রহণকারী মজুর, শ্রমিক। [আজ্‌র اجر *আ.* + দার دار *ফা.*]।

অজুরা—দ্র. **আজুরা**।

অজুহাত, ওজুহাত— ১*বি.* কারণ, হেতু, ছুতা, বাহানা। ২*বি.* ওজর, আপত্তি। [ওয়াজূহাত وجوهات *আ.*, 'ওয়াজূহ্' শব্দের ব.ব. ات বোধক *প্র.*]।

অদরকারী—*বিণ.* অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয়। [অ + দরকার دركار *ফা.* + ই, ঈ *বাং.*]।

অদলবদল—১*বি.* পরিবর্তন, ওলট-পালট (পূর্বাপর একই রকম থেকে যেতো তার মতিগতিতে যদি কোনো অদলবদল না হোত— ওবায়েদ)। ২*বি.* বিনিময়, এক জিনিস দিয়া অন্য জিনিস লওয়া। ['উদূল্ عدول *আ.* + বদল্ بدل *আ.*]।

অদুল, অদূল—*বি.* বিচ্যুতি, পথভ্রষ্টতা, প্রত্যাবর্তন, পরিবর্তন, বদল। ['উদূল عدول *আ.*]।

অনক্ত—*বি.* অসময় (অনক্তে কি ছেলে ঘরের বার করতে হয় ? —মোজাম্মেল)। [অন্ +ওয়াক্বত্ وقت *আ.*]।

অনারাম—*বি.* অসুখ, অশান্তি (শরীরের পক্ষে এমন অনারামের—বুদ্ধদেব)। [অন্ + আরাম آرام *ফা.*]।

অন্দর, আন্দর—১*বি.* ভিতর, অভ্যন্তর (জলের তলে পাহাড় ছিল লাগল বুকের অন্দরেতে—রবীন্দ্র)। ২*বি.* অন্তঃপুর, অন্দরমহল। [অন্দর اندر *ফা.*]। **অন্দর-মহল**—*বি.* অন্তঃপুর। [—*ফা.* + মহল محل *আ.*]।

অপলক—*বিণ.* অপলক, নির্নিমেষ। [অ + পলক پلك *ফা.*]।

অপহুজুর—*বি.* অন্যায় অধিকারী বা জবরদখলকারী কর্তা। [অপ+হুযূর حضور *আ.*]।

অফিসার—*বি.* পদস্থ কর্মচারী, আফসর। [officer *ই.*; *তুল.* افسر *ফা.*]

অব—*অব্য.* (*ক্রি.,বিণ.*) এখন (সখি অব কি করব উপদেশ—গো.দা.)। [اب *হি.*]।

অবজর (ম-বাং)—*বিণ.* মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল বা সোনালী (কুকুরের গলে

যেন অবজর ভূষণ— বাহ্‌রাম)। [অব্‌যর্‌ آبزر ফা.]।

অবরে সবরে, অবুরে সবুরে— *ক্রি.বিণ.* কালেভদ্রে, সময়ে সময়ে, মধ্যে মধ্যে, কখনো কখনো (অবশ্য উৎপাত ঘটে অবরে সবরে— শওকত)। [অবর ابر (= بر) ফা. + সবর صبر আ.]।

অমজবুত— *বিণ.* অদৃঢ়, অপোক্ত, দুর্বল (বনেদ হয়েছে অমজবুত— সত্যেন্দ্র)। [অ +মযবূত্ব مضبوط আ.]।

অম্বর— *বি.* একপ্রকার দাহ্য গন্ধদ্রব্য, ambergris। ['অম্বর عنبر আ.]।

অম্বরি, অম্বুরি, ওম্বুরি— ১*বি.* অম্বর দ্বারা সুবাসিত (এতক্ষণ শুধু অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণধারা বেরচ্ছিল—প্রমথ)। ২*বি.* উগ্রতাহীন সুগন্ধী মিঠা তামাক (অম্বুরি অথবা ভেলসায় মানে না—কড়া তামাকের উপর কড়া তামাক খাইতে লাগিল —টেকচাঁদ)। ['অম্বরী عنبری আ.]।

অয়ি, অয়ে (বিরল)—*অব্য.* ভক্তি প্রেম বা স্নেহসূচক সম্বোধন বিশেষ (অয়ি ভুবনমোহিনী! .... জননী—রবীন্দ্র)। [আয় ای ফা.]।

অরাজি, অরাজী— *বিণ.* রাযী নয় এমন, গররাজী (তিনি স্বরাজী না অরাজী —পরশু)। [অ + রাযী راضی আ.]।

অর্সা, অর্শা/ অর্সানো, অর্শান/ অর্শানো— *ক্রি.* বর্তান, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বা অধিকারে আসা (অলিখিত অবস্থায় পিতা থেকে পুত্রে অর্শাতে চললো—অবনীন্দ্র; কাছাড়ের সিংহাসন আমাকে অর্শে— দীনবন্ধু)। [ওয়ার্‌স্‌ ورث আ. + আন বাং.]।

অলি, অলী, ওলি—১*বি.* অভিভাবক, অছি। ২*বি.* দরবেশ (কত অলি দরবেশ, এমন কি কত নবী-রসূলের পবিত্র জীবনী— আকরম)। ৩*বি.* রক্ষক। [ওয়ালী ولی আ.]।

অলি-অসি, অলি-অছি, ওলি- ওছি —*বি.* নাবালকের অভিভাবক বা সম্পত্তির রক্ষক (যদি নাবালক পুত্রে অলি-অছি পদ বহাল থাকে তবে ত মঙ্গল, না থাকিলে ভরাডুবি, একেবারে বিসর্জন—মশাররফ)। [ওয়ালী-ওয়াসী ولیوصی আ.]।

অলিমা, ওয়ালিমা, ওলিমা, ওলীমা —১*বি.* মুসলমানদের বৈবাহিক ভোজ, বিবাহ উৎসবে প্রদত্ত ভোজ। ২*বি.* বিবাহোপলক্ষে বরপক্ষের আয়োজিত ভোজের অনুষ্ঠান (হজরতের গৃহেও অলিমার খানা প্রস্তুত হইতে লাগিল— আকরম)। [ওয়ালীমহ্‌ ولیمه আ.]।

অলুফা, আলুফা— ১*বি.* বিনামূল্যে প্রাপ্তখাদ্য। ২*বিণ.* সহজলভ্য। [আলূফঃ الوفه আ.]। **অলুফা-দার, আলুফাদার**—*বি.,বিণ.* লোভনীয় পদের অধিকারী। [—আ. + দার دار ফা.]।

অশুমার— *বিণ.* অসংখ্য,. অফুরান, অঢেল, বেশুমার। [অ + শুমার شمار *ফা.*]।

অসওয়াসা, ওয়াসওয়াসা — *বি.* কু-মন্ত্রণা (খান্নাসের অসওয়াসা চিরদিন চেয়েছে যেমন— ফররুখ; বেশক দুনিয়ার ধনদওলত শয়তানের ওয়াসওয়াসা–মনসুর)। [ওয়াস্‌ওয়াসঃ وسوسه *আ.*]।

অসিয়ত, অছিয়ত, অছিঅত, ওসিয়ত, ওছিয়ত—১*বি.* অন্তিম উপদেশ বা নির্দেশ। ২*বি.* উইল (বহু দরকারী বিষয়ে অসিয়ত করিলেন —বাহার)। [ওয়াসীয়ত্‌ وصية *আ.*]। **অসিয়ত নামা, অছিয়ত নামা, ওসিয়ত নামা**— *বি.* অছি নিয়োগপত্র, অন্তিম নির্দেশপত্র, লিখিত উইল। [— *আ.* + নামহ্‌ نامه *ফা.*]।

অসিয়তি, অছিয়তি, অছিঅতি, ওসিয়তি—*বি.* সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত অভিভাবকত্ব (সে অছিঅতি হইতেও খারিজের দরখাস্ত করিবে— মশাররফ)। [ওয়াসীয়তী وصيتى *আ.*]।

অসিলা, অসীলা, অছিলা, অছীলা, উছিলা, ওছিলা— ১*বি.* উপলক্ষ, মাধ্যম। ২*বি.* ওজর, অজুহাত, বাহানা (তোরা হাজার ছল-ছুতো অসিলা করে বললেও—নজরুল; আসগরের অছিলা নিয়েই এসেছিল দুপুরে— শা. হক)। [ওয়াসীলঃ وسيلة *আ.*]।

অসী—দ্র. অছি।

অস্তর, আস্তর—১*বি.* পলস্তারা, চুন-সুরকি-বালি ইত্যাদির প্রলেপ। ২*বি.* জামা টুপী ইত্যাদির লাইনিং বা ভিতর দিকের কাপড়। [অস্‌তর استر *ফা.*]।

অহি, অহী—দ্র. ওহি।

আ

আইন, আঈন—১*বি.* নিয়ম, বিধান, কানুন। ২*বি.* সরকারি বা রাষ্ট্রীয় বিধি, রাজবিধি, সরকারি বিধান। ৩*বি.* ওকালতি বিদ্যা (আইন পড়িতেছ ডাক্তারির তুমি কি বোঝ—রবীন্দ্র)। [আ'ঈন آئين *ফা.*]। **আইন-উজির**— *বি.* আইন দফ্‌তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। [— وزير *ফা.*]। **আইন-কানুন**—*বি.* বিধিব্যবস্থা (বন সংক্রান্ত ভীষণ আইন-কানুন শিকারীর হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছে— শেখ হাবিব)। [—*ফা.*+ক্বানূন قانون *আ.*]। **আইন পেশা**—*বি.* ওকালতি, মোক্তারি প্রভৃতি পেশা (আইন পেশার পেশকারিতে মানটা গেল ঘেটে—হেম)। [— পেশহ্‌ پيشه *ফা.*]। **আইনবাজ**— *বি.* আইন-

শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, আইনজ্ঞ (যত দেশের যত আইনবাজ এসেছেন—মনোজ)। [—বায় باز *ফা.*]। **আইনমাফিক, আইন মোতাবেক**—১*বিণ.* আইন অনুযায়ী, আইনানুগ। ২*ক্রি.,বিণ.* আইনমতে, আইন অনুসারে (আইন মোতাবেক চললে মোকর্দ্দমা এক-রূপ দাঁড়ায়— দীনবন্ধু)। [— *ফা.* + মুওয়াফিক্ موافق *আ.*; —*ফা.* + মুত্বাবিক্ مطابق *আ.*]

আইন্‌কা— দ্র. আন্‌কা।

আইন্দা—দ্র. আয়েন্দা।

আইয়াম, আয়াম—১*বি.* দিনগুলি। ২*বি.* সময়, ঋতু। ৩*বি.* উপযুক্ত সময়। [আয়্যাম ايام *আ.* য়ওম يوم এর ব.ব.]। **আইয়ামবেজ, আইয়ামবীজ**–*বি.* শুক্লপক্ষীয় দিবস।

আউওল—দ্র. **আউয়াল**।

আউয়াল, আওয়াল, আউওল, আওল (বিরল)—১*বিণ.* প্রথম, আদি (সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি—বিভূতি)। ২*বিণ.* শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট (আউয়াল জমি)। ৩*ক্রি.বিণ.* প্রথম, প্রারম্ভ (আওয়ালে আল্লার নূর —মনসুর)। [অওওয়াল اوّل *আ.*]। **আউয়াল ওক্‌ত, আওয়াল ওক্‌ত** —*বি.* প্রথম সময় (আওয়াল ওক্‌তে ফজরের নামাজ—মনসুর)। [— *আ.* + ওয়াক্‌ত وقت *আ.*]।

আউরত—দ্রঃ **আওরত**।

আউল—*বি.* সহজপন্থী সাধক সম্প্রদায়ের লোক। [আওলিয়া' اولياء *আ.*]।

আউলিয়া, আওলিয়া / আউল্যা (বিরল)— *বি.* সিদ্ধ তাপস বা দরবেশ (কে যে ছিলে তুমি জানি নাক কেহ দেবতা কি আওলিয়া—নজরুল; শত শত আউল্যা বন্দো মস্তকের পাগে —ক্ষেমা)। [ওয়ালীর ব.ব. আওলিয়া' اولياء *আ.*]।

আএন্দা—দ্র. **আয়েন্দা**।

আএব—দ্র. **আয়েব**।

আএমা, আয়মা, আয়েমা, আয়ামা —*বি.* মুসলমান বাদশাহ্‌গণ কর্তৃক ধর্মপ্রচার বা পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ মৌলবীদিগকে প্রদত্ত নিষ্কর বা নাম-মাত্র করবিশিষ্ট ভূ-সম্পত্তি, জায়গীর (চাকরাণী আয়মা... সে আছে— প্রা-পত্র)। [আ'ঈমহ্‌ ائمه *আ.* এক. امام ইমাম]। **আএমাদার, আয়মাদার**–*বি.* ধর্মপ্রচার, শিক্ষকতা ও দাতব্য কার্যের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর অথবা নামমাত্র করবিশিষ্ট জমি যে ভোগ করে; আএমাদারি জমি যে ভোগ করে। **আএমাদারি**—*বি.* আএমা জমির ভোগদখল। [— + দার دار *ফা.* + ই. *বাং.*]।

আওকাত—*বি.* সময়, অবস্থা, দশা, হাল (নিজের আওকাতের কি সে আন্দায পাইছিল না—মনসুর)। [আওক্বাত اوقات *আ.*; এক. وقت]।

আওতা—*বি.* পরিধি, পাল্লা, বেষ্টনী। [এহাত্বঃ احاطه *আ.*]।

আওয়াজ, আবাজ (বিরল)— ১*বি.* শব্দ, ধ্বনি (ক'রে তসলিম হর্ কুর্নিশে শোর-আওয়াজ—নজরুল)।

২*বি.* কণ্ঠস্বর (আওয়াজটা ছোট করিয়া বলিলেন—বঙ্কিম)। [আওয়ায্ آواز *ফা.*]।

আওয়াজি—*বি.* দেওয়ালের উপরের দিকের ছোট জানালা। [আওয়ায آواز *ফা.* + ই. *বাং.*]।

আওয়াম—দ্র. **আম**।

আওয়ারা—*বি.* ভবঘুরে [আওয়ারহ্ آواره *ফা.*]। **আওয়া- আওয়ারী**—*ক্রি.,বিণ.* ঠিকানাহীন অবস্থায় এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান (শুনিয়া শিবের শিঙ্গা, যায় যত বিঙ্গাচিঙ্গা, সাথে সাথে আওয়া-আওয়ারী—কঙ্কণ)।

আওয়াল[১], **আওয়াল ওক্ত**— দ্র. **আউয়াল**।

আওয়াল[২]—দ্র. **আহ্ওয়াল**।

আওর—১*অব্য.* এবং, আর, ও (দধি আওর ঘোল—বড়ু চণ্ডী)। ২*অব্য.* অতঃপর (আওর কী কহব সিনেহ তোর—বিদ্যাপতি)। [সং অপর > অবর > আওঅর > আওর اور *হি.*]।

আওরং— *বি.* সিংহাসন। [আওরং اورنگ *ফা.*]

আওরত, আউরত, অওরত— ১*বি.* মহিলা, স্ত্রীলোক, নারী (আওরত সম ছি ছি ক্রন্দন-রব পেশ—নজরুল)। ২*বি.* পত্নী, স্ত্রী। ['অওরত عورت *আ.*]

আওল—দ্র. **আউয়াল**।

আওলাত, আওলাৎ—১*বি.* স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। ২*বি.* ফলবান বৃক্ষাদি (সুবর্ণ রেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ী—কালী সিং)। [হওয়ালাঃ حواله *আ.*]।

আওলাদ, আউলাদ—*বি.* সন্তান-সন্ততি (কারবালাজয়ী হোসেনের আওলাদ-তালিম)। [আউলাদ اولاد *আ.*]।

আওলিয়া—দ্র. **আউলিয়া**।

আওসত, আওসৎ, অওসৎ, ওসৎ—*বি.* মধ্যবর্তী স্বত্ব, বড় জমিদারির অধীন খাজনা করা ভূসম্পত্তি (আওসৎ তালুক)। [আউসত্ব اوسط *আ.*]।

আওহাল— দ্র. **আহ্ওয়াল**।

আংগস্তরি, আংগস্তরী, আঙ্গস্তরী—*বি.* আংটি, অঙ্গুরীয় (মনে পড়ে শুধু অসংখ্য বদকার, কোন্ কুহকিনী আঙ্গস্তরী স্মৃতি ঢেকেছে আমার মুক্ত নীল কিনার—ফররুখ)। [আঙ্গশ্তরী انگشتری *ফা.*]।

আংগুর, আঙুর, আঙ্গুর—*বি.* সুমিষ্ট রসাল ফল বিশেষ। [আঙ্গূর انگور *ফা.*]।

আঃ—'আলাইহিস্ সালাম'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক—রসূল এবং নবীদের নামের পরে উচ্চারিত বা লিখিত হয়। [عليه السلام *আ.*]।

আঁসু—*বি.* অশ্রু, আঁখিজল, চোখের পানি (শমশের হাতে আঁসু আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর নারীর—নজরুল)। [আঁসূ آنسو *হি.*]।

আকচার, আকছার—দ্র. **আকসার**।

আকন—দ্র. **আখন্দ**।

আকনি—দ্র. **আখ্নি**।

আকবত, আকেবত্, আকিবত—১*বি.* পরিণাম (আপনা ঈমান গুণে, দুঃখ পায় জনে জনে, আকবতে হবে পেরেশান—হামজা)। ২*বি.* ভবিষ্যত (আকবতে মুমিনদিগের হবেই হবে দিগ্বিজয়—হামজা)। ৩*বি.* পরকাল, আখেরাত (তাতে আর কারুর আকবতের কাজ হবেনা— ইমদাদ)। ['আক্বিবত عاقبت *আ.*]।

আকবর–১*বিণ.* মহান, মহত্তম। ২*বিণ.* বৃহৎ, বৃহত্তম। [আকবর اكبر *আ.*]।

আকবরনামা—*বি.* আবুল ফজল কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বের ইতিহাস-গ্রন্থ। [আকবর اكبر *আ.* + নামহ্ نامه *ফা.*]।

আকবরী, আকব্বরী, একাব্বরী—*বিণ.* মোগল সম্রাট্ আকবরের নামাঙ্কিত বা আমলের (আকব্বরী মোহরপোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে—টেকচাঁদ)। [আকবর اكبر *আ.* + ঈ *বাং.*]। **আকবরী পোলাও** —*বি.* বিশেষভাবে প্রস্তুত পোলাও (আকবরী পোলাওয়ের নাম গল্পে শুনিয়াছিলাম, আজ তা পেটে গেল —নজিবর)। [— পোলাও' پلاؤ *ফা.*]।

আকরোট—দ্র. **আখরোট**।

আকল, অকল—১*বি.* বুদ্ধি, জ্ঞান। ['অক্বল্ عقل *আ.*]। **আকলমন্দ, অকলমন্দ**—*বিণ.* বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ। [—*আ.* + মন্দ্ مند *ফা.*]। **আকলমন্দি**— *বি.* বুদ্ধিমত্তা, চতুরতা, বিচক্ষণতা। [—*আ.* + মন্দী مندی *ফা.*]।

আকসার, আকছার, আকচার, অকসর (বিরল)—*ক্রি. বিণ.* সর্বদা, সচরাচর, প্রায়ই (বন্ধু-বান্ধবদের ভিতর আকছারই দু'একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন— মুজতবা; এখন তো আকচার হচ্ছে— মনোজ)। [অক্সর্ اكثر *আ.*]।

আকসির, আকসীর— ১*বি.* মহৌষধ, সুধা (তার শ্রান্তির আকসির জানো তুমি— ফররুখ)। ২*বি.* পরশমণি (এই তৌহিদের কল্যাণে মাটি তখন হয় আকসিরে পরিণত—মোস্তফা)। [অক্সীর اكسير *আ.*]।

আকা—১*বি.* প্রভু, মালিক। ২*বি.* খোদা [আক্বা آقا *ফা.*]।

আকামত, আকামৎ, ইকামত, একামত—১*বি.* প্রতিষ্ঠা, উদ্বোধন (বিপুল সমারোহের সহিত নূতন মসজিদের 'আকামত' পর্ব শেষ হইল—ইমদাদ)। ২*বি.* ফরজ নামাজ শুরুর জন্য দাঁড়িয়ে আজানের প্রায় অনুরূপ শব্দাবলি উচ্চারণ। [ইক্বামত اقامت *আ.*]।

আকায়িদ—দ্র. **আকায়েদ**।

আকায়েদ, আকায়িদ—*বি.* ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাসের ধারাসমূহ, articles of faith (আকায়েদে হবে তারা নবীর বরাবর— মোস্তফা)। ['অক্বাইদ عقايد *আ.*; এক. عقيده 'অকীদঃ]।

আকারিব— *বি.* নিকট-আত্মীয়বর্গ।

[আক্বারিব قارب । আ.; এক. قرب । আক্বরব]।

আকিক, আকীক, অকীক— *বি.* মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ, agate (আকিক জ্যোতিঃ মন্ত অতি—আলাওল; কালো আকীকের মতো নিকষ দরিয়ার বুক—ফররুখ)। ['অক্বীক্ব عقيق আ.]।

আকিকা—দ্র. আকীকা।

আকিদা, আকীদা, একিদা—১*বি.* ধর্ম-বিশ্বাস (ইংরেজী শিখিয়া লোকের আকীদা খারাব হইয়া যাইতেছে—ইমদাদ)। ২*বি.* নিষ্ঠা, একাগ্রতা (কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে—টেকচাঁদ)। ['অক্বীদঃ عقيده আ.]।

আকিবত—দ্র. আকবত্।

আকীক—দ্র. আকিক।

আকীকা, আকিকা— *বি.* নবজাত শিশুর নামকরণ, কেশকর্তন এবং সেই উপলক্ষে ছাগল জবেহ্ করে উৎসব অনুষ্ঠান (আসিল 'আকিকা' উৎসবে প্রিয় বন্ধু স্বজন যত—নজরুল)। ['অক্বীক্বঃ عقيقه আ.]।

আকীদা—দ্র. আকিদা।

আকেবত্—দ্র. আকবত।

আকোন—দ্র. আখন্দ।

আক্‌তা—দ্র. আখ্‌তা।

আক্‌দ, আক্ত—১*বি.* বিবাহ, বিবাহ-বন্ধন। ২*বি.* গ্রন্থি, চুক্তি। ['অক্বদ عقد আ.]। **আক্‌দখানি**— *বি.* কলেমা পড়িয়ে সাক্ষীদের সম্মুখে বিবাহ-বন্ধনের অনুষ্ঠান। [— + খ্বানী خوانی ফা.]। **আক্‌দ-রসুমাত**—*বি.* বিবাহবন্ধন ও বিবাহের পূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান (আক্‌দ রসুমাতের দিন ঠিক করে পৌরজনের হর্ষ বর্ধন করুন—মুজতবা)। [— আ. রসূমত رسومت আ.]।

আকরোট—দ্র. আখরোট।

আক্‌সা, আক্‌সী—*বি.* ফটোর সাহায্যে ব্লক করে মুদ্রিত (একটা আক্‌সা কোরআন দেওয়া হয়েছে—ইমদাদ)। ['অক্‌সী عکسی আ.]।

আক্কেল—১*বি.* বুদ্ধি, বিবেচনা, কাণ্ড-জ্ঞান। ২*বি.* জ্ঞান। ৩*বি.* শিক্ষা, শাস্তি (কর্তার সঙ্গে গিয়া ভাল আক্কেল পাইয়াছি— টেকচাঁদ)। ['অক্বল্ عقل আ.]।

আক্ত—দ্র. আক্‌দ।

আক্তা—দ্র. আখ্‌তা।

আখ্‌ছা-আখছি, আখ্‌জা-আখ্‌জি—*বি.* পরস্পর বৈরভাব, রাগারাগি (কাজের নেশাতে এততেই এত মারামারি, কাটাকাটি, আখছা-আখছি—প্রেমেন্দ্র)। [আখ্‌য্ أخذ । আ.]।

আখজ, আখেজ, আখুজী (বিরল), **আখুচী**—১*বি.* আক্রোশ, শত্রুতা, হিংসা (কোন্‌না আখেজে হায়রে জাতি মারিল—পূ.গী.; আখুজী করিল বেনে তাহার কারণে—কঙ্কণ)। ২*বি.* ইচ্ছা, আগ্রহ (আখেজ মিটাইয়া খাও)। [আখ্‌য্ أخذ । আ.]।

আখ্‌তা, আক্‌তা, আক্তা—১*বিণ.* খাসী, খোজা, পুরুষত্বহীন (বিটী আখ্‌তা ভাতারের মাগ— দীনবন্ধু)।

২*বি.* মুষ্কহীন অশ্ব। [আখ্‌তহ্ آختہ *ফা.*]

আখতার—*বি.* তারা। [আখ্‌তর اختر। *ফা.*]

আখন—দ্র. আখন্দ।

আখ্‌নি, আকনি—*বি.* পোলাও পাক করবার জন্য মসলা-সিদ্ধ পানি। [য়খ্‌নী یخنی *ফা.*]।

আখন্দ, আখন, আকন, আকোন (বিরল)—১*বি.* উপাধি বিশেষ। ২*বি.* শিক্ষক (এ গান বুঝিতে গেলে আকোনের কাছে গিয়া ফার্সি পড়িতে হয়—টেকচাঁদ)। [আখূন্দ اخوند। *ফা.*]।

আখবার—*বি.* খবরের কাগজ, newspaper। [আখ্‌বার اخبار। *আ.*; خبر এক.]।

আখরোট, আকরোট— *বি.* পার্বত্য অঞ্চলের ফলবিশেষ, walnut। [আখ্‌রোট اخروٹ। *হি.*]।

আখলাক—১*বি.* আচার-ব্যবহার, শিষ্টাচার (আদব, কায়দা, লেহাজ, তমিজ, তাহ্‌জিব, আখলাক সমস্তই শিখে —শিরাজী)। ২*বি.* চরিত্র, স্বভাব। [আখ্‌লাক্ব اخلاق। *আ.*]।

আখির, আখিরি—দ্র. আখের।

আখিরাত—দ্র. আখেরাত।

আখুচী, আখুজী—দ্র. আখজ।

আখুঞ্জি—*বি.* উপাধিবিশেষ। [আখূন্দ+যাদঃ اخوند زاده। *ফা.*]।

আখেজ—দ্র. আখজ।

আখের, আখির—*বিণ.* শেষ (আখের মোকাম ফেরদৌস খোদার আরশ যথায় রয়—নজরুল; আমার প্রায় আখির হইয়া আইল—রামরাম)। [আখির آخر *আ.*]। **আখেরি, আখেরী, আখিরি**— *বিণ.* শেষ, অন্তিম (উমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু—নজরুল)। [آخری *আ.*]। **আখেরি চাহার শম্বা**—দ্র. চাহার শাম্বা। **আখেরি জমানা, আখেরি জামানা**—১*বি.* অন্তিমকাল। ২*বি.* পৃথিবীর শেষ যুগ (আখেরী জামানার আলামত—ছদর)। [— *আ.*+ যমানহঃ زمانہ *আ.*]।

আখেরাত, আখিরাত—*বি.* পরকাল, পরজীবন। [আখিরত آخرت *আ.*]।

আখেরি, আখেরী—দ্র. আখের।

আগ—*বি.* আগুন, অগ্নি, অনল (পশ্চিমে নীল লোহিতের খুনজোশীতেরে লাগে আগ—নজরুল)। [আগ آگ *ফা.*]।

আগড়-বাগড়—১*বি.* নানাবিধ বাজে জিনিস, অখাদ্য। ২*বি.* আবোল তাবোল বা অসংলগ্ন কথা। [অগড়-বগড় اگڑبگڑ। *হি.*]।

আগড়ম-বাগড়ম—*বি.* অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় বা অসংলগ্ন কথা। [অগড়ম-বগড়ম اگڑم بگڑم। *হি.*]।

আগর¹—*বি.* অগুরু, গন্ধকাষ্ঠ বিশেষ (নানা পুষ্পমালা আর আগর চন্দন—দৌলত)। [আগর اگر। *ফা.*]।

আগর²— *অব্য.* যদি। [আগর اگر। *ফা.*]।

আগরওয়ালা—*বি.* দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। [আগর-ওয়ালা اگروال *হি.*]।

আগা—*বি.* প্রভু, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (আগা সাদেক রোড, আগা মসীহ্ লেন)। [আগা آغا *তু.*]।

আগাজ—*বি.* আরম্ভ, শুরু। [আগায্ آغاز *ফা.*]।

আচকান—*বি.* লম্বা জামা বিশেষ, শেরোয়ানী (ভুঁড়ির পরে জগত-জোড়া আচকানেরে লয় সে টানি'—জসীম)। [আচকন اچکن *হি.*]।

আচানক—১*বি.* অপরিচিত, আজগবি (আচানক পুরুষ এক সঙ্গে তার নারী—মৈ. গী.)। ২*ক্রি. বিণ.* অকস্মাৎ, হঠাৎ (আচানক সাধুর ডিঙ্গা কোথা হইতে আইল—পূ.গী.)। [আচানক اچانك *হি.*]।

আচার—*বি.* তৈল-মসলা যোগে আম-লেবু-কুল-জলপাই প্রভৃতি ফলে প্রস্তুত মুখ-রোচক চাটনি। [আচার اچار *ফা.*]।

আচ্ছা—১*অব্য.* হ্যাঁ, সম্মতি বা স্বীকার-সূচক। ২*অব্য.* বেশ, খাসা, চমৎকার (আচ্ছা সাজিয়াছে)। ৩*অব্য.* খুব, ভাল (আচ্ছা করে পড়)। [আচ্ছা اچها *হি.*]।

আছওয়ার—দ্র. আসোয়ার।

আছমান—দ্র. আসমান।

আছর—দ্র. আসর১ ও আসর২।

আছান—দ্র. আসান।

আছালতন—দ্র. আসালতন।

আছুদা, আসুদা—*বিণ.* তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট (আছুদা হইয়া সবে খাও নিয়ামত— হামজা)। [আসূদহ آسوده *ফা.*]। **আছুদগী**— *বি.* পরিতৃপ্তি, তৃপ্তি, সন্তুষ্টি। [আসূদগী آسودگی *ফা.*]

আজকার, আযকার—*বি.* আল্লাহর নাম স্মরণ (তিনি বেশির ভাগ সময় জেকের-আজকারেই কাটান)। [আয্কার اذکار *আ.*; এক. যিক্র ذکر]।

আজখোদ, আযখোদ—১*অব্য.* নিজে, স্বয়ং। ২*অব্য.* নিজ হইতে, বিনা পরোয়ানায় (আজখোদ হাজির)। [আয্খোদ از خود *ফা.*]।

আজগবি, আজগবী—দ্র. **আজগুবি**।

আজগুবি, আজগুবী, আজগবি, আজগবী—১*বিণ.* অদ্ভুত, অপূর্ব (কালরাতে এক স্বপন দেখেছি তাজ্জব আজগবি—মোহিত)। ২*বিণ.* অবিশ্বাস্য। ৩*বিণ.* বানানো, ভিত্তিহীন (ধর্ম সম্বন্ধে অন্ধ আবেগ ও অনু-ভূতি অনেক সময়ে আজগুবী বিকৃত ও মৌলিক ধর্মাদর্শ বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করেছে—আনিস)। ৪*বিণ.* অদৃশ্য. আকাশ হতে প্রাপ্ত, আকাশ ফোঁড়া। [আয্ از *ফা.* + গয়বী غیبی *আ.*]।

আজদা—দ্র. **আজদাহা**।

আজদাহা, আযদাহা, আজদা (বিরল)—১*বি.* অজগর, বড় সাপ-বিশেষ (রোষে ফুলে ওঠে কালাপানি যেন সুবিশাল আজদাহা—ফররুখ)। ২*বিণ.* বিরাট, ভীষণ (আজিম

আজদাহা সাপ পৌঁছিল আসিয়া—হামজা)। [আয্‌দহা اژدها ফা.]।

আজনবী—*বি.,বিণ* বিদেশী, অপরিচিত, আগন্তুক। [আজ্‌নবী اجنبی আ.]।

আজব, আজায়েব— ১*বিণ.* অদ্ভুত, আশ্চর্য, অসাধারণ (গজব করিলে তুমি আজব কথায়—ভারত)। ২*বিণ.* অলৌকিক। ['অজব عجب আ.; ব.ব. 'অজা'ইব عجائب আ.]। **আজবখানা, আজায়েবখানা**—*বি.* যাদুঘর, প্রত্নশালা, museum। [—আ. + খানহ্ خانه ফা.]।

আজবক—দ্র. উজবক।

আজবতর—*বিণ.* বিস্ময়কর (বিধাতার এক এক আজবতর সৃষ্টি—মোজাম্মেল)। ['অজব عجب আ. + তর تر ফা.]।

আজম[১]—*বি.* আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশ বা তার অধিকারী (আরব ও আজম)। ['অজম্ عجم আ.]।

আজম[২], **আযম**—*বিণ.* সর্বপেক্ষা বৃহৎ, সবচেয়ে মহান। [আ'যম اعظم আ.]।

আজমত—দ্র. আযমত।

আজমায়েশ—দ্র. আযমাইশ।

আজমুদা—*বিণ.* পরীক্ষিত। [আয্‌মূদহ আزموده ফা.]।

আজরাইল, আযরাঈল—*বি.* প্রাণ-হরণকারী ফিরিশ্‌তা, মালেক-উল-মৌত, যমদূত। ['অযরা'ঈল عزرائيل আ.]

আজল—দ্র. আযল।

আজাড়ে—দ্র. আজুড়ে।

আজাজীল, আযাযীল—*বি.* শয়তান, ইবলিস। ['অযাযীল عزازيل আ.]।

আজাড়ে—দ্র. আজুড়ে।

আজাদ, আযাদ—১*বিণ.* স্বাধীন, মুক্ত। ২*বিণ.* মুক্ত, নিষ্কৃতি প্রাপ্ত (পেরেশানি হৈতে, দেল হইতে আজাদ—হামজা)। [আযাদ آزاد ফা.]। **আজাদ-দিল**— *বি.* মুক্ত হৃদয়, স্বাধীন চিত্ত। [— ফা. দিল্ دل ফা.]।

আজাদী, আযাদী–*বি.* মুক্তি, স্বাধীনতা। [আযাদী آزادی ফা.]।

আজান, আযান—*বি.* নামাজ পড়তে আসার জন্য আহ্বান (আজানের প্রতিশব্দ পীযূষ বর্ষণ করিতো সেখানে—কায়কোবাদ)। [আযান اذان আ.]।

আজাব, আযাব— *বি.* শাস্তি, সাজা (দোজখের আজাব হতে রেহাই কি চাও?—জসীম)। ['অযাব عذاب আ.]।

আজায়েব, আজায়েবখানা— দ্র. আজব।

আজার, আযার— *বি.* দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা (ইউছুফ পুছিল তুঝে কী আছে আজার— গরীব)। [আযার آزار ফা.]।

আজারী, আযারী—*বিণ.* ব্যথিত, রুগ্ন। [আযারী آزاری ফা.]।

আজিজি, আজেজী, আজিযী, আযিযি—*বি.* অনুনয়, বিনয়, বিনম্র প্রার্থনা (আজিজি করিনু তব না

রাখিলা বাত— হামজা)। ['আজিযী عاجزى *আ.*]।

আজিম, আযীম— ১*বিণ.* বিরাট, অত্যন্ত বড় (আজিম দরক্ত এক দেখিবারে পায়— হামজা)। ২*বিণ.* শ্রেষ্ঠ। ['অযীম عظيم *আ.*]। **আজিমুশ্‌শান**—*বিণ.* মস্ত-বড়, সু-বিশাল, জাঁক-জমকপূর্ণ, গৌরব মণ্ডিত। ['অযীমুশ্‌শান عظيم الشان *আ.*]।

আজিয—দ্র. আজেজ।

আজিযী—দ্র. আজিজি।

আজীজ, আযীয—১*বিণ.* শক্তিশালী। ২*বিণ.* প্রিয়। ৩*বিণ.* সম্মানিত। ['অযীয عزيز *আ.*]।

আজীজ মেসের—*বি.* মিসরের মন্ত্রী বা শাসনকর্তা। ['অযীয মিস্‌র عزيز مصر *আ.*]।

আজুড়ে, আজাড়ে—*বিণ.* অত্যধিক, বেহুদা (তোমার যত আজুড়ে ভয়— রাজিয়া)। [আযার آزار *ফা.*]।

আজুরা, অজুরা (বিরল)—*বি.* মজুরি, পারিশ্রমিক, বেতন (আজুরা না লই যদি এই কর্ম করে—আলাওল)। [আজ্‌র اجر *আ.*]।

আজেজ, আজিয—১*বিণ.* কিংকর্তব্য-বিমূঢ়, হতবুদ্ধি (আজেজ হইল মর্দ হয়বতে পড়িয়া—হামজা)। ২*বিণ.* সহায়হীন, অসমর্থ, অক্ষম। ['আজিয عاجز *আ.*]।

আজেজী—দ্র. আজিজি।

আজ্জান, আজ্জানো, আর্‌যান, আর্‌যানো—১*ক্রি.* চাষাবাদ করা। ২*বি.* চাষাবাদ, বপন বা রোপণ। ৩*বিণ.* বপনকৃত, রোপিত (নিজের আজ্জানো ধান)। [আর্‌য্ ارض (ভূমি) *আ.* + আন *বাং. প্র.*]।

আঞ্জা—*বি.* এক সন্তানের জন্ম হতে পরবর্তী সন্তানের জন্ম পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় (সকল স্ত্রীলোকের আঞ্জা হয় না)। [অন্‌জনা انجنا *হি.*]।

আঞ্জাম, আন্‌জাম, আমজাম (অপ্র.) —১*বি.* আয়োজন, ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত (চলে আঞ্জাম, দোলে তাঞ্জাম— নজরুল)। ২*বি.* সমাপ্তি, নির্বাহ, পালন (কার্যের আঞ্জাম করাইতে— রামরাম)। ৩*বি.* সামগ্রী, দ্রব্য সম্ভার, উপকরণ (তাঞ্জাম ভরা আঞ্জাম এযে কিছুই রাখোনি বাকী—নজরুল)। [আন্‌জাম انجام *ফা.*]।

আঞ্জির, আঞ্জীর—*বি.* ডুমুর জাতীয় সুমিষ্ট ফলের গাছ ও তার ফল (শুনেছি সুদূর আঞ্জির শাখে মাতানো দোলার গান—ফররুখ)। [আনজীর انجير *ফা.*]।

আঞ্জুমন, আঞ্জুমান— *বি.* সমিতি, সভা, মজলিস (এখানকার আঞ্জুমানের তরফ থেকে প্রেরিত হয়ে এসেছি —ইমদাদ)। [আন্‌জুমন انجمن *ফা.*]।

আড়ং, আড়ঙ, আড়ঙ্গ, আরঙ্গ (বিরল)—১*বি.* হাট, গঞ্জ, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান স্থান। ২*বি.* মেলা (আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই— জসীম; ভাদ্দর মাসের আড়ঙ্গটি বড় ধুমে হইয়া যাবে—টেকচাঁদ)। ৩*বি.* কারখানা,

গোলাঘর। [*ফা.* আওরঙ্গ اورنگ।
> আড়ং]।

আড়গড়া, আড়গাড়া—১*বি.* কাঠগড়া বেষ্টিত স্থান, বেষ্টন (কাস্‌টম্‌সের আড়গড়া অনতিপরেই—মনোজ)। ২*বি.* আস্তাবল, ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা (আড়তে না আড়গড়ায় কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই—অচিন্ত্য; নয়া বাজারের আব্বাস কোচম্যানের আড়গড়াতেই তার গাড়ি— মনসুর)। [اڑگڑ। *হি.*]।

আড়ঙ, আড়ঙ্গ—দ্র. আড়ং।

আড়ত, আড়ৎ—*বি.* ক্রয়-বিক্রয়ের বড় কেন্দ্র, কারবারের স্থান, গঞ্জ, গোলা, depot। [আঢ়ত اڑھت। *হি.*]। **আড়তদার**—*বি.* যে অন্যের মাল নিজের গোলায় রাখে এবং দালালী বা কমিশন নিয়ে বিক্রয় করে দেয় (রাত্রে এক শালের আড়তদার নিমন্ত্রণ করেছিলেন— মনোজ)। [— *হি.* + দার دار *ফা.*]। **আড়তদারি**—১*বি.* আড়তদারের ব্যবসায় বা পেশা (হঠাৎ সে আড়তদারি ফেঁদে বসলো কিসে ? —মনোজ)। ২*বি.* আড়ত-দারের দস্তুরী বা কমিশন। [— + দারী داری *ফা.*]। **আড়তদারী**—*বিণ.* আড়তদারের পেশা বা দস্তুরি সংক্রান্ত।

আতর—*বি.* পুষ্পসার, ফুলের নির্যাস, সুগন্ধি (ফুলের আত্মা আতর হলো, অমর হলো ইঙ্গিতে—সত্যেন্দ্র)। ['ইত্বর্ عطر *আ.*]। **আতরওয়ালা**—*বিণ.* আতর বিক্রেতা, আতর-ব্যবসায়ী। [— ওয়ালা والا *হি.*]।

আতরদান, আতরদানি—*বি.* আতর রাখার পাত্র (মুখ নয় যেন আতর-দান—নজরুল; আন আতর দানি গুলবাগে— নজরুল)। [— + দান دان *ফা.*]।

আতরাফ, আৎরাফ—১*বি.* নিম্ন সমাজ বা বংশের লোক। ২*বি.* আশপাশ, অঞ্চল। ৩*বিণ.* নিম্ন সমাজস্থ, নীচ বংশীয় (দিকে দিকে আশরাফ আতরাফ শিবির দিয়েছে দেখা— আ.হা.)। [আত্বরাফ اطراف ; এক. طرف *আ.*]।

আতশ, আতস—১*বি.* আগুন, অগ্নি (ময়দানের গরমি আতশ যেমন— হামজা)। ২*বি.* হাউই, তুবড়ি। ৩*বি.* উত্তাপ। [আতিশ آتش *ফা.*]। **আতশ-পরস্ত**—*বি.,বিণ.* অগ্নিপূজক (সেই হইতে তাহারা আতশপরস্ত নামে অভিহিত হইল—মোজাম্মেল)। [— پرست *ফা.*]। **আতশবাজি, আতশবাজী**—*বি.* তুবড়ি, হাউই, পটকা প্রভৃতি বাজি, fire works (তাই দিয়ে বানালাম শুধু আতশ-বাজি—মনোজ; আপনি অনল হইলা আতশবাজী— ভারত)। [— বাযী بازی *ফা.*]। **আতশী, আতসী**—*বিণ.* অগ্নিময়, আগ্নেয় (জিব্রাইলের আতশী পাখা সে ভেঙে যেন খান্ খান্— নজরুল)। [— + ঈ *বাং.*]। **আতশী-কাঁচ**—*বি.* সূর্যের কিরণ কেন্দ্রীভূত ক'রে অগ্নি উৎপাদনকারী কাঁচ বিশেষ।

আত্তার— *বি.* আতরওয়ালা, আতর বিক্রেতা (আত্তারগণ প্রত্যেক লোকের জন্য উৎকৃষ্ট গোলাবী আতর সাজাইয়া রাখিয়াছে— শিরাজী)। ['অত্ত্বার عطار *আ.*]।

আতা—*বি.* দান। ['অত্বা' عطاء *আ.*]।

আদ—*বি.* কোরানোক্ত দক্ষিণ আরবের জাতি বিশেষ (মাথা চাড়া দিয়ে কাঁটা বনে জাগে নতুন আদ-সমুদ— ফররুখ)। ['আদ عاد *আ.*]।

আদত, আদৎ—*বি.* স্বভাব, অভ্যাস। ২*বি.* আচার, রীতি, ধরন। ['আদত عادت *আ.*]।

আদদ— ১*বি.* সংখ্যা, গণনা, অঙ্ক। ২*বি.* বার, দফা। ['অদদ عدد *আ.*]।

আদনা—১*বিণ.* নীচ। ২ *বিণ.* সামান্য, তুচ্ছ। [ادنى *আ.*]।

আদব[১]—১*বি.* শিষ্টাচার, ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা (পুছিলে উত্তর দিব আদব প্রমাণে—আলাওল)। ২*বি.* সম্মান প্রদর্শন (কররে আদব হেথায় হাফিজ —নজরুল)। [আদব ادب *আ.*]। **আদব-কায়দা, আদব-তমিজ**— ১*বি.* ভদ্র সমাজের রীতি পদ্ধতি। ২*বি.* ভদ্রব্যবহার, শিষ্টাচার (ছেলেটি বেশ ভালো তো! বেশ আদব-তমিজ— ওবায়েদ)। [— ক্বা'ইদহ قاعده *আ.*,—তমীয তميز *আ.*]। **আদব-কায়দা দোরস্ত**— ১*বিণ.* আদবকায়দায় সুশিক্ষিত বা অভ্যস্ত। ২ *বিণ.* শিষ্টাচারসম্মত। [— দুরুস্ত্ درست *ফা.*]। **আদবে**—*ক্রি.-বিণ.* বিনয়ের সাথে (দুই জানু চাপি মান্য আদবে বসিল—আলাওল)। [—+ এ *বাং.*]। **আদবের খেলাপ, আদবের বরখেলাফ**—১*বি.* শিষ্টাচার লঙ্ঘন। ২*বিণ.* শিষ্টাচার বহির্ভূত, ভদ্রতা বিগর্হিত।

আদব[২]—দ্র. **আদাব**।

আদবে—দ্র. **আদব[১]**।

আদম— ১*বি.* প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম (আদিম মানুষ আদমে সৃজিয়া —নজরুল)। ২*বি.* মানুষ। [আদম ادم *আ.*]। **আদমখোর**— *বিণ.* নরখাদক (আদমখোর সাত আদি পাহাড়েতে থাকে— হামজা)। [—খোর خور *ফা.*]। **আদমগাড়ি** —*বি.* মনুষ্যচালিত রিক্সা (এই রকমে আমার দিনগুলো এখন যাচ্ছে আদম গাড়ির (রিক্‌শ) মতন এক হয়ে— নজরুল)। **আদম-শুমারী, আদমশুমার, আদমসুমারী**— *বি.* লোক গণনা, census (১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেখা যায়— মুর্তজা)। [— شمار، شمارى *ফা.*]। **আদমসুরাত, আদমছুরাত, আদমসুরত, আদম-ছবি** (বিরল) —*বি.* মানবাকৃতি বিশিষ্ট নক্ষত্র-পুঞ্জ, কালপুরুষ (মরু-শর্বরী পাড়ি দিয়ে যবে নেমে এল নীচে আদম-সূরত— ফররুখ; জোহরা সেতারা আর আদম ছুরাত মেঘের বন্দর দিয়ে ঘোরে সারারাত— সিদ্দিকী; আমাদের আদমছবি যেন হাত পাও তুলি নাচিছে—মশাররফ)। [—সূরত صورت *আ.*]।

আদমি, আদমী—১*বি.* মানুষ, লোক (মণিরামপুরের মাধববাবু আচ্ছা আদমি —টেকচাঁদ)। ২*বি.* পতি, স্বামী (আমার আদমি একথা টের পালি্যে আমাগো দুই জনকে গলা টিপে মেরে ফেলবে—মাইকেল)। [আদমী آدمی *আ.*]।

আদল—*বি.* ন্যায়বিচার (এমন আদলে খুব করেন বাদশাই—গরীব)। [‘অদ্‌ল্ عدل *আ.*]।

আদা— দ্র. **আদায়**।

আদাই—দ্র. **আদায়**।

আদাওত, আদাওয়াৎ, আদাওতি—*বি.* শত্রুতা, বৈরভাব, দ্বেষাদ্বেষী (বস্তি ওয়ালা লোক সাথে আদাওতি রাখ —হামজা)। [‘অদাওয়াত عداوت *আ.*]।

আদাব, আদব—*বি.* সালাম, অভিবাদন। [আদাব آداب *আ.*]। **আদাব তসলিমাত**—*বি.* সালাম ও অভিবাদনাদি (নিচু হয়ে আদাব তস্‌লিমাত জানালুম— মুজতবা)। [— + তস্‌লীমাত تسلیمات *আ.*]। **আদাব বাজান, আদব বাজান**—*ক্রি.* কুর্নিশ করা, সেলাম বাজান (রাজা প্রতাপাদিত্য আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন— রামরাম)। [— বজা بجا *ফা.* + আব্‌রদন্ آوردن *ফা.*> *বাং.* আনা; لانا লানা *উ.*]।

আদায়, আদাই, আদা (বিরল)—১*বি.* উসুল, গ্রহণ (খাজনা আদায় করা)। ২*বি.* লাভ, সংগ্রহ (আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি— রবীন্দ্র)। ৩*বি.* পরিশোধ (দেনা আদায় করা)। ৪*বি.* সম্পাদন, সাধন (নামাজ আদায় করা)। [আদা ادا *আ.*]। **আদায় উসুল করা**—*ক্রি.* আদায় করে জমাখরচের হিসাব লেখা।

আদালত—*বি.* বিচারালয়, কাছারি, কোর্ট (দেওয়ানী আদালত)। [‘অদালত عدالت *আ.*]। **আদালত করা** —*ক্রি.* মোকদ্দমা দায়ের করা। **আদালতী**—১*বিণ.* আদালত সম্বন্ধীয়। ২*বিণ.* ঢিমে তেতালা, দীর্ঘসূত্রী, বেশী ভোগায় এমন (আদালতী কাজ)। [‘অদালতী عدالتی *আ.*]।

আদ্দাশ, আদ্দাস— দ্র. **আর্দাশ**।

আদ্রক—*বি.* আদা [আদ্‌রক ادرك *হি.*]।

আন—*অব্য.* সকল, গণ, আদি, সমূহ প্রভৃতি ফার্সী ভাষার বহুবচনবাচক (শরীক + আন = শরীকান; মালিক + আন = মালিকান; বেরাদর برادر + আন = বেরাদরান برادران *ফা.*]।

আনচান—১*বিণ.* অস্থির, আকুল, উচাটন (দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ, তবু জান আনচান—নজরুল)। ২*ক্রি-বিণ.* আকুলি বিকুলি, চঞ্চল, উতলা (মা বলিতে প্রাণ করে আনচান— রবীন্দ্র)। ৩*বি.* প্রলাপ, বাজে কথা (বোল এ বচন আনচানে—বড়ু চণ্ডী)। [*বাং.* আন (> অন্য) + *ফা.* چین চয়েন > চান = আনচান]।

আনজাম— দ্র. **আঞ্জাম**।

আনসার—১*বি.* হিজরতের পর মুসল-

মানদের সাহায্যকারী মদীনাবাসীগণ। ২*বি.* স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বিশেষ। [আন্‌সার انصار। *আ.*]।

আনাজ—*বি.* সব্‌জি, কাঁচা তরকারি। [আনাজ اناج। *হি.*]।

আনাম—*বিণ.* আনা, গোটা, আরবী 'আমান' শব্দের বিকৃত রূপ (একটা আনাম রসগোল্লা গিলতে গিয়ে গলায় ঠেকে— ইব্রাহীম)। [আমান امان। *আ.*]।

আনার—*বি.* ডালিম, বেদানা। [আনার انار *ফা.*]।

আনালহক, আনল হক—আমি সত্য, আমি পরম সত্তা, মনসূর হাল্লাজ 'আনালহক' বলায় প্রাণদণ্ড লাভ করেন (তিনি আনালহক বলিতেন— গিরিশ)। [انالحق। *আ.*]।

আনিস, আনীস—*বি.* বন্ধুবান্ধব, সহচর (আতুরী ও আনীসদের বেশীর ভাগ আনাগোনা হচ্ছে—টেকচাঁদ)। [আনীস انیس। *আ.*]।

আনীস—দ্র. **আনিস**।

আন্‌কা/আনকো, আন্‌খা, আইন্‌কা —১*বিণ.* অজ্ঞাত, অপরিচিত (আনকা মানুষদের ছেলেটা যেতে চায়না; আন্‌কা কথা)। ২*বিণ.* অস্পষ্ট (আন্‌কো আলোয় যায় দ্যাখা ওই পদ্ম কলির হাই তোলা—সত্যেন্দ্র)। ৩*বিণ.* অভিনব, অদ্ভুত (সঙ্গী বাবুরা দুই একটা আনখা শব্দ লইয়া রঙ্গ করত— টেকচাঁদ)। ['অনক্বা' عنقاء *আ.*, انوکها। *হি.*]।

আন্দর—দ্র. **অন্দর**।

আন্দাজ—১*বি.* অনুমান,ধারণা (আন্দাজ হয় মৌত নজদিক— টেকচাঁদ: পরীক্ষার্থী আন্দাজের মার মারিলে সুদক্ষ পরীক্ষক সহজেই তাহা ধরিতে পারেন—হাকিম)। ৩*বিণ.* অনুরূপ, অনুযায়ী, আনুপাতিক, পরিমিত (এক সের ময়দা, সেই আন্দাজ ঘি ও চিনি)। [অন্দায انداز। *ফা.*]।

আন্দাজী—১*বিণ.* ভিত্তিহীন, ভুয়া (আন্দাজী খবর)। ২*ক্রি.-বিণ.* অনুমানের উপর নির্ভর করে (অন্ধকারে আন্দাজী কলম ছুটেছে—মনোজ)। [اندازی। *ফা.*]।

আন্দেশা, আনদেশ—১*বিণ.* আশঙ্কা, ভাবনা, সন্দেহ (নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে জাগে আন্দেশা—নজরুল)। ২*বি.* চিন্তা, কল্পনা (আনদেশে ছুরত তার কহিতে না পারি —পূ.গী.)। [আন্‌দীশহ্‌ اندیشه। *ফা.*]।

আপকাওয়াস্তে, আপকেওয়াস্তে— ১*অব্য.* আপনার জন্য। ২*অব্য.* নিজের জন্য। ৩*বিণ.* চাটুকার, খোশামুদে। [আপ্‌কে ওয়াস্‌ত্বে آپکے واسطے *হি.* +*ফা.*]।

আপস, আপোস, আপোষ—১*বি.* মিট-মাট, রফা (মনিবের ক্ষতি করিয়া আপস করিয়াছে—রবীন্দ্র : আপোষের মনোভাব নিয়ে বলেন—আবু রুশ্‌দ)। ২*বি.* পরস্পরের মত বিনিময়, উভয় পক্ষের মত বিনিময়, উভয় পক্ষের সম্মতি। [আপস اپس। *ফা.*]।

আপসে—১*ক্রি.-বিণ.* নিজেদের ভিতর, আপনা আপনির মধ্যে (আপসের

ঝগড়া করা)। ২*ক্রি.বিণ.* উভয়-পক্ষের সম্মতিক্রমে, পরস্পরে মিলে-মিশে (তারা আপসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে—মুজতবা)। ৩ *ক্রি. বিণ.* বন্ধু-ভাবে, সদ্ভাবে। [اپس *ফা.* + *বাং.* এ]।

আপশান— দ্র. **আফসান**।

আপসোস—দ্র. **আফসোস**।

আপা[১]—১*বি.* বড় বোন। ২*অব্য.* বয়োজ্যেষ্ঠা অপরিচিতা মহিলা বা শিক্ষয়িত্রীর প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ। [আপা اپا *তু.*]।

আপা[২]—১*বি.* জনরব, জনশ্রুতি। ২*বিণ.* জনশ্রুতিমূলক (আপা কথা)। [আফ্‌ওয়াহ্‌ افواه *আ.*]।

আফওয়াই—*বি.* জনরব, গুজব (শহর বাজারে মিলে ওড়িল আফওয়াই—গরীব)। [আফ্‌ওয়াহ্‌ افواه *আ.*; *এক.* افوه]।

আফখোরা—দ্র. **আবখোরা**।

আফগান—১*বি.* আফগনিস্তানের অধি-বাসী, পাঠান জাতি বিশেষ (আফগান মোগল পাঠান দলে দলে—দ্বিজেন্দ্র)। ২*বিণ.* আফগানিস্তানে জাত। ৩*বিণ.* উক্ত দেশ বা তার অধিবাসী সম্বন্ধীয়। [افغان *ফা.*]। **আফগানি, আফগানী**—*বিণ.* আফ-গানিস্তানে জাত, কাবুলি। [افغانی *ফা.*]।

আফজল— দ্র. **আফযল**।

আফত, আফোত—*বি.* বিপদ, দুঃখ, দুর্দশা, সংকট (আফত ঘটিবে আজ আমা সবাকার—হামজা; বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন—কালী সিং) [আফত্‌ آفت *আ.*]।

আফতাব[১]—*বি.* সূর্য (উষার আকাশ ম্লানিমায় ছায় আফতাব জ্যোতি ক্ষীণ—শাহাদাত)। [আফ্‌তাব آفتاب *ফা.*]।

আফতাব[২]—দ্র. **আফতাবা**।

আফতাবা, আফতাব[২]—*বি.* জলপাত্র বিশেষ, ভৃঙ্গার, গাড়ু (আফতাবা ও চিলুমচি সোনার লিয়া হাতে—হামজা)। [আফ্‌তাবহ্‌ آفتابه *ফা.*]।

আফযল, আফজল—*বিণ.* অপেক্ষা-কৃত ভাল, উত্তম। [আফ্‌যল افضل *আ.*]।

আফলাক—*বি.* আকাশমণ্ডল (বাদশার প্রণয়গর্বে ভিন্ন করি শির তুলে নীল আফলাক—আশরাফ)। [আফ্‌লাক افلاك *আ.*]।

আফলাতুন—১*বি.* গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। ২*বিণ.* বুদ্ধিমান, জ্ঞানী (এ আফলাতুন মেয়ের জুলুমে—নজরুল)। [افلاطون *ফা.*; Plato *গ্রী.*]।

আফশাঁ, আফশা—*বি.* সূক্ষ্ম রূপালী বা সোনালী চূর্ণ বিশেষ যা স্ত্রীলোকেরা সজ্জা স্বরূপ মুখে ও মাথায় ব্যবহার করে (আফশাঁ ও চুমকি বসান হইয়াছে—রোকেয়া)। [আফ্‌শান آفشان *ফা.*; আফশা' افشاء *আ.*]।

আফসর—১*বি.* অফিসার, কর্তা। ২*বি.* মুকুট। [আফসর افسر *ফা.* তুল. officer *ইং.*]।

আফসান, আফসানো, আপশান/

আপশানো—১*ক্রি.* ছোঁড়া, ছিটান, আস্ফালন করা। ২*ক্রি.* বিফল মনোরথ হ'য়ে চাপা ক্রোধ বা খেদ প্রকাশ করা, হায় আফসোস করা। [আফ্‌শান آفشان *ফা.*]। **আপসানি, আপশানি**—*বি.* ছোঁড়াছুঁড়ি করণ, আস্ফালন। [— *ফা.* + ই *বাং.*]।

আফসোস, আপসোস, আপশোষ, আপশস—*বি.* খেদ, পরিতাপ, অনুতাপ, মনস্তাপ, অনুশোচনা (আফসোস করে দেবরাজ—আলাওল; আমার বড়ই আপশস হইল— বঙ্কিম)। [আফ্‌সূস্ افسوس *ফা.*]।

আফিম, আফিং, আফিংগ, আফিঙ্গ—*বি.* অহিফেন, পোস্ত ফুলের রস হ'তে তৈরী মাদক দ্রব্য। [আফ্‌য়ূন افیون *ফা.*; ইং opium]। **আফিম খোর, আফিমচি**—*বিণ.* আফিমের নেশা করে এমন, নিয়মিতভাবে আফিম খায় এমন। [— خور *ফা.* چی *তু.*]।

আফেন্দী—*বি.* প্রভু, তুর্কী ভাষার সম্মানসূচক উপনাম [আফন্দী افندی *তু.*]।

আফ্রিদি, আফ্রিদী—*বি.* পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাহসী জাতি বিশেষ (আফ্রিদি যদি হতাম আমিরে আজ, বন্দুকবাজ তীক্ষ্ণ তীরন্দাজ— সত্যেন্দ্র)। [آفریدی *আ.*]।

আব—১*বি.* পানি, জল (আব আতশ-খাক-বাদ মিলাইয়া এক সাত গড়াইল মানবদেহ—হারামণি)। ২*বি.* ঔজ্জ্বল্য (আবদার মুক্তা)। [آب *ফা.*]।

আব-ই-কওসর—দ্র. **আবে-কওসর**।

আব-ই-হায়াত্‌—দ্র. **আবে-হায়াত**।

আব-ই-জমজম—দ্র. **আবে-জমজম**।

আবওয়াব, আবোয়াব, আবুয়াব—*বি.* নির্ধারিত কর ব্যতীত অতিরিক্ত দেয় কর, রাজস্ব ব্যতীত অন্যবিধ কর, illegal cess (নবারের পর নবাব শুধু আবওয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন—প্রমথ; খাজনার চেয়ে আবুয়াবের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী—ছদর)। [আব্‌ওয়াব ابواب *আ.*]।

আবকার, আবগার—১*বি.* মদ বা মাদক দ্রব্য প্রস্তুতকারক। ২*বি.* মদ্যাদি বিক্রয় কারী। [ابکار *ফা.*]। **আবকারি, আবগারি, আবগারী**—*বি.* মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় [আবকারী ابکاری *ফা.*]।

আবখোরা, আফখোরা—*বি.* পানি পান করবার পাত্রবিশেষ (সোনার আবখোরাটি যেন সুমেরুর চূড়া—অবনীন্দ্র)। [آبخوره *ফা.*]।

আবগার, আবগারি, আবগারী—দ্র. **আবকার**।

আব-জমজম—দ্র. **আবে-জমজম**।

আবজুশ—দ্র. **আবজোশ**।

আবজোশ, আবজুশ—*বি.* গোশতের শুরুয়া, gravy, ক্বাথ, broth। [আব্‌জূশ آبجوش *ফা.*]।

আবদার—*বিণ.* উজ্জ্বল, চমকদার। [আব্‌দার آبدار *ফা.*]।

আবদাল—*বি.* একশ্রেণীর দরবেশ।

[আব্‌দাল ابدال আ.]।

আবনুস, আবনুশ—*বি.* কালবর্ণ ভারী ও শক্ত কাঠবিশেষ, ebony (আড়াশ আবনুশ কাটে বড় গোয়ালা—কঙ্কণ)। [আব্‌নূস آبنوس ফা.]।

আবর—*বি.* মেঘ, হালকা বৃষ্টি (আসমান আবরে আবৃত)। [আবর্‌ أبر ফা.]।

আবরওয়াঁ— দ্র. **আবরোঁয়া**।

আবরা—১*বি.* টুপি বা জামার বহির্ভাগ। ২*বি.* লেপ বালিশ ইত্যাদির আবরণ। [আব্‌রা ابرا, আব্‌রহ্‌ ابره ফা.]।

আবরু, আব্রু—১*বি.* মর্যাদা, আভিজাত্য, মান সম্ভ্রম (... জীবনে আব্রু, মরণে পর্দা নাই—মোহিত)। ২*বি.* নারীর সম্ভ্রম, ইজ্জৎ, সতীত্ব। [আব্‌রূ آبرو ফা.]। **বেআবরু**—*বি.* বে-ইজ্জৎ, অপমান। [বে بے + — ফা.]।

আবরুঁয়া—দ্র. **আবরোঁয়া**।

আবরোঁয়া, আবরুঁয়া, আবরওয়াঁ—*বি.* অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ, মসলিন জাতীয় মিহি কাপড় যা ভিজলে পানির মত দেখায় (আর আকাশের আব্‌রুঁয়াতে—সত্যেন্দ্র)। [আব্‌-ই-রওয়াঁ آبروان ফা.]।

আবলক, আবলুক— *বিণ.* চিত্রবিচিত্র, সাদা কালো মিশ্রিত (মুখ কালা অঙ্গ ধলা স্বরূপে আবলক—হেয়াত)। [আব্‌লক্ব্‌ ابلق আ.]।

আবলুক—দ্র. **আবলক**।

আবলুশ—দ্র. **আবনুস**।

আবহাওয়া—*বি.* জলবায়ু, climate [আব্‌ ও হওয়া آب و هوا ফা.]।

আবা—*বি.* লম্বা জামাবিশেষ ['অবা' عباء আ.]।

আবাজ—দ্র. **আওয়াজ**।

আবাদ—১*বি.* কৃষিকর্ম, চাষ (ধানের আবাদ উঠিয়ে দিয়ে ফসল হলো গঞ্জিকা—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* কর্ষিত জমি, চাষ ভূমি। ৩*বি.* জনপদ, বসতি, বাসযোগ্য স্থান (অল্পদিন পূর্বেই যে এই সমস্ত আবাদ হইয়াছে-শেখ হাবিব)। [আবাদ آباد ফা.]।

আবাবিল, আবাবীল—১*বি.* বাবুই জাতীয় পাখি বিশেষ (খোদার সৈন্য আবাবিল তারে ধ্বংস করিল অতর্কিতে—মোস্তফা)। ২*বি.* ঝাঁক-সমূহ—আরবী ভাষায় আবাবিল শব্দটি শুধু এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এর একবচন নেই। [ابابيل আ.]।

আবাল—১*বি.* মূর্খলোক (আবালের সঙ্গে বসতি)। ২*বি.* উট। ৩*অব্য.* বালক পর্যন্ত। [আবাল্‌ آبال আ.]।

আবিদ, আবেদ—*বিণ.* উপাসনাকারী, এবাদতকারী, ভক্ত (আবিদ অধিক প্রভু নিকটে মহৎ—আলাওল)। ['আবিদ عابد আ.]।

আবির, আবীর—১*বি.* ফাগ। ২*বি.* সুগন্ধি রঞ্জক দ্রব্য। ['অবীর عبير আ.]।

আবু—*বি.* পিতা। [আবূ ابو আ.]।

আবুয়াব—দ্র. **আবওয়াব**।

আবে কওসর, আব-ই-কওসর—*বি.* বেহেশ্‌তের কওসর নামক ঝরনার পানি (ইসলামের অন্তর্বিগলিত সুধা

নির্ঝর মুসলিমের জীবনামৃত আবে কওসর—মোস্তফা)। [আব آب *ফা.* + কওসর كوثر *আ.*]।

আবে-জমজম, আবে-যমযম, আব-ই-জমজম আব-এ-জমজম, আব-জমজম—*বি.* মক্কার পবিত্র জমজম কূপের পানি (আব-এ-জমজম তাঁর নিকট এক শিশি আছে—পরশু; এদেরি চরণাঘাতে আব-জমজম প্রবাহিত হয় হৃদয়ের মক্কাতে—নজরুল)। [আব্ آب *ফা.* + যম্যম زمزم *আ.*]।

আবেদ—দ্র. **আবিদ**।

আবে যমযম—দ্র. **আবে-জমজম**।

আবে হায়াত, আব-ই-হায়াত্—*বি.* জীবন-বারি, অমৃতবারি (হারা সম্বিৎ ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো আবে-হায়াত—ফররুখ)। [আব آب *ফা.* + হয়াত حيات *আ.*]।

আবোয়াব—দ্র. **আবওয়াব**।

আব্বা, আব্বু—*বি.* পিতা, বাবা। [আব্ اب *আ.*> ابو، ابا *উ.*]।

আব্রু—দ্র. **আবরু**।

আম, আওয়াম—১*বি.* জনসাধারণ (আলিমে পাইল মর্ম আমে না পাইল —আলাওল)। ২*বিণ.* সাধারণ (আম দরবার)। ['আম্ عام *আ.*; ব.ব. 'অওয়াম্ عوام]। **আমখাস**—*বিণ.* সাধারণ ও বিশিষ্ট, ছোটবড়। ['আম্ عام + খাস্সু خاص *আ.*]।

আমখাস—দ্র. **আম**।

আমজাম—দ্র. **আঞ্জাম**।

আমদানি—১*বিণ.* বিদেশ হতে আনা (হালের আমদানী বিলাতি ছিটের জ্যাকেট—রবীন্দ্র)। ২.*বি.* বিক্রয়ের পরিমাণ, আয় (আজকের আমদানি নৈরাশ্যজনক)। ৩*বি.* আগমন, উপস্থিতি (ধনের আমদানি হইলেই লোকের আমদানি হয়—টেকচাঁদ)। [আমদন آمدن + *বাং.* ই.]। **আমদানি-রপ্তানি**—*বি.* পণ্যদ্রব্য বিদেশ হতে আনা এবং স্বদেশ হতে বিদেশে চালান দেয়া, import and export। [— + **রফ্তন** رفتن *ফা.* + ই. *বাং.*]। **আমদানি শুমার**—*বি.* মোট আয়, আয়ের মোট হিসাব। [— + شمار *ফা.*]।

আমদ্রপ্ত—১*বি.* আমদানি রপ্তানি। ২*বি.* আসা-যাওয়া। [আমদ্ آمد + রফ্ত্ رفت *ফা.*]।

আমপারা— *বি.* কোরান মজিদের ত্রিশতম বা সর্বশেষ খণ্ড যার প্রথম শব্দ 'আম্মা' (একটি ছেলে 'আমপারা' ও 'পান্দেনামা' হাতে লইয়া মাদুরাসন হইতে উঠিয়া আসিল—ইমদাদ)। ['অম্মা عمّ *আ.* + পারঃ پاره *ফা.*]।

আমমোক্তার— *বি.* বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্য নির্বাহের জন্য আইন অনুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি, attorney (বন্ধুবর উকিল সাহেবকে আম-মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি—নজিবর)। ['আম্ عام + مختار *আ.*]। **আমমোক্তারনামা**— *বি.* আমমোক্তার নিয়োগের দলিল, যে দলিল দ্বারা আমমোক্তারকে ক্ষমতা অর্পণ করা

হয়, power of attorney। [— + نامه *ফা.*]। **আম-মোক্তারি**— *বি.* আমমোক্তার গিরি। [— + *ই. বাং.*]।

আময়দা, আমাদা— *বিণ.* প্রচুর, অপরিমিত (আময়দা আমদানীওলা স্বামীর বন্ধ্যা স্ত্রীর অন্তরে ভবিষ্যতের ... বিভীষিকা— কেদার)। [আমদহ্ آمده *ফা.*]।

আমর—*বি.* আদেশ, অনুজ্ঞা। [আমর امر *আ.*]।

আমরাস্তা—*বি.* সর্বসাধারণের ব্যবহার-যোগ্য পথ, রাজপথ। ['আম্ عام *আ.* + রাস্তঃ راسته *ফা.*]।

আমল—১*বি.* রাজত্বকাল, শাসনকাল (শাহী আমল)। ২*বি.* অধিকার, দখল (পরগনা পরগনা হইল আমল— ভারত)। ৩*বি.* প্রশ্রয় (মরণের কালি হেথা পায়না আমল— সত্যেন্দ্র)। ৪*বি.* পালন, অনুষ্ঠান (আমল বিহীনে পাঠ গুণহীন ধনু—আলাওল)। ['অমল عمل *আ.*]। **আমলদস্তক**— *বি.* সম্পত্তিতে অধিকার দানের দলিল বা অনুজ্ঞাপত্র। [— *আ.* + دستك *ফা.*]। **আমলদারি**— ১*বি.* শাসন। ২*বি.* রাজস্ব, মালগুজারি। ৩*বি.* খাজনা আদায়কারীর পদ। [— *আ.* + داری *ফা.*]।

আমলনামা— ১*বি.* বিষয়াধিকারের হুকুমনামা, সম্পত্তি ভোগদখল করার নিমিত্ত মালিকের আদেশপত্র। ২*বি.* মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাবপত্র (আরেক ফিরিস্তা শাস্তি দিব আমলনামা চাইয়া—হারামণি)। ['অমল عمل *আ.* + নামহ্ نامه *ফা.*]

আমলা— *বি.* কেরানী, কর্মচারী। ['অমলহ্ عمله *আ.* এক. عامل]। **আমলা-ফয়লা**— *বি.* ছোট বড় কর্মচারী কেরানী প্রভৃতি (আর আমলা-ফয়লার এজাহার যে বিলকুল খেলাপ, এই হচ্ছে হাকিমের দৃঢ় ধারণা— প্রমথ)। [— + ফ'অলহ্ فعله *আ.*; এক. فاعل *আ.*]।

আমলা-ফয়লা—দ্র. **আমলা**।

আমলিয়াত–১*বি.* আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। ২*বি.* তাবিজ, মাদুলি। ['অমলিয়্যত عمليت *আ.*]।

আমলোক, আমলোগ—*বি.* সাধারণ লোক, জনসাধারণ। ['আম্ عام + লোগ لوگ *হি.*]।

আমহুকুম—*বি.* সাধারণ আদেশ, সার্বিক নির্দেশ। ['আম্ عام + হুক্‌ম্ حكم *আ.*]।

আমাদা—দ্র. **আময়দা**।

আমান১–*বি.* নিরাপত্তা, আশ্রয় (সাবানের চন্দ্রভরি মাগিব আমান—আলাওল)। [আমান্ امان *আ.*]।

আমান২—*বিণ.* আস্ত, অখণ্ড (বড় বড় আমান হরফে তার কাছে যে পত্র লেখতা—মনসুর)। [আমান্ امان *আ.*]।

আমানত, আমানৎ—১*বি.* গচ্ছিত বস্তু (সমর্পিত তার হাতে নবীজীর পুণ্য আমানত—শিরাজী)। ২*বিণ.* গচ্ছিত, জমা (সেগুলিতে টাকা-কড়ি আমানত রাখা চলতো—মওদুদ)। [আমানত

عمانت। *আ.*]। *বিণ.* **আমানতি, আমানতী**। **আমানতদার**—*বি.* যার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়। [— + দার دار *ফা.*]।

আমামা—*বি.* পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ (বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা—নজরুল)। ['অমামহ্ عمامه *আ.*]।

আমারি, আমারী, আম্বারি, আম্বারী (বিরল)—*বি.* হাতী বা উটের পিঠের আসন বিশেষ, হাওদা (শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিত হস্তী বরাবর যাইতে পারে— রামরাম; হাতীর আমারি ঘরে বসিয়া আমীর—ভারত; বস্ত্রাবৃত আম্বারী পৃষ্ঠে করিয়া উষ্ট্র সকল... প্রবেশ করিল—মশার্‌রফ; আম্বারীতে নারীগণ হইলেন্ত আরোহণ —সুলতান)। ['ইমারি عماری *আ.*]।

আমিন[১], আমীন[১]—১*বি.* জমি জরিপকারী কর্মচারীবিশেষ। ২*বি.* তত্ত্বাবধায়ক, তদারককারী। ৩*বি.* বিশ্বস্ত (যুবক নবীরে 'আমীন' বলিয়া ডাকিত এখন আদর করে—নজরুল)। [আমীন امین। *আ.*]।

আমিন[২], আমীন[২], আমেন—*অব্য.* প্রার্থনা পূর্ণ হোক, তাহাই হোক, amen (সকলেই আমিন আমিন বলিয়া ..... অশ্বারোহণে রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—মশার্‌রফ; আমরাও দু'হাত তুলে 'আমেন' 'আমেন' (তথাস্তু তথাস্তু) বললুম —মুজতবা)। [আমীন امین। *আ.*]।

আমির, আমীর—১*বি.* বড়লোক, ধনী, বিত্তবান, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (আমীর-উমরাহ্ ফকীর বাদশাহ্—নজরুল)। ২*বি.* সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ৩*বি.* কাবুলের শাসনকর্তার উপাধি। [আমীর امیر। *আ.*; ব.ব উমারা امرا।]।
আমীর ওমরাহ্—১*বি.* বড়লোকগণ, ধনী লোকসমূহ। ২*বি.* উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ৩*বি.* শাহী দরবারের সভাসদ্। **আমিরজাদা**—১*বি.* আমীরপুত্র। ২*বি.* আলস্যপরায়ণ, কর্মকুণ্ঠ। [—+ যাদহ্ زاده *ফা.*]। **আমিরানা** —*বি.* বড়লোক, নবাবি। [— + আনা انا। *ফা.* প্র.]। **আমিরি, আমীরি**—১*বি.* নবাবি, বড় মানুষি (আমার মতো গরীবের পক্ষে অতটা আমীরি পোষায় না—ইমদাদ)। ২*বিণ.* আমিরের ন্যায়, আমিরসুলভ। ৩*বিণ.* আমির সম্বন্ধীয়। [— + ঈ (ی) *ফা.*]।

আমিরুল মোমিনিন, আমিরুল মুমেনীন—*বি.* মুমিন বা বিশ্বাসীদের নেতা, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত খলিফা। [আমীরুল মূ'মিনীন امیرالمؤمنین। *আ.*]।

আমিল—*বি.* কর্মচারী। ['আমিল عامل *আ.*]।

আমীন—দ্র. **আমিন[১] ও আমিন[২]**।

আমীর—দ্র. **আমির**।

আমেজ—১*বি.* ঈষৎ প্রকাশ, আদরা, আভাস। ২*বি.* আভা (নীলের আমেজ)। ৩*বি.* স্পর্শ, রেশ (গাঢ় শ্যাম ছায়াময় স্বপ্নময় এক আমেজ

লাগায় তৃষ্ণার্ত নয়ন মনে—সুফী)। ৪*বি.* মিশ্রণ। [আমীয আমিয *ফা.*]।

আমেন—দ্র. **আমিন**।[২]

আমোয়াল—*বি.* ধনসম্পদ, সম্পত্তি, পণ্য দ্রব্যাদি। [আম্ওয়াল اموال *আ.*; এক. مال *আ.*]।

আম্বর—*বি.* সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, ambergies। ['অম্বর عنبر *আ.*]।

আম্বরী—*বিণ.* সুগন্ধী (আম্বরী তামাক)। ['অন্বরী عنبری *আ.*]।

আম্বারি, আম্ভারি—দ্র. **আমারি**।

আম্বিয়া—*বি.* নবীগণ, পয়গম্বরগণ (লাখো আউলিয়া আম্বিয়া বাদশা ফকির—নজরুল)। [আম্বিয়া' انبیاء *আ.*; এক. نبی]।

আম্মা—১*বি.* মাতা, জননী। ২*বি.* মাতৃস্থানীয়া মহিলা (আম্মা, লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া—নজরুল)। [উম্ম্ اُمّ *আ.*]।

আযকার—দ্র. **আজকার**।

আযখোদ—দ্র. **আজখোদ**।

আযদাহা—দ্র. **আজদাহা**।

আযম—দ্র. **আজম**[২]।

আযমত, আজমত— *বি.* মহত্ত্ব। ['অয্মত عظمت *আ.*]।

আযমাইশ, আজমায়েশ—*বি.* পরীক্ষা। [আয্মা'ইশ آزمائش *ফা.*]।

আযরাঈল—দ্র. **আজরাইল**।

আযল, আজল—১*বি.* অনাদি, অতীত। ২*বি.* অদৃষ্ট, ভাগ্য (আযলের লেখা ঘোরে কিভাবে পশ্চাতে—ফররুখ)। [আযল্ ازل *আ.*]।

আযাদ—দ্র. **আজাদ**।

আযাদী—দ্র. **আজাদী**।

আযান—দ্র. **আজান**।

আযাব—দ্র. **আজাব**।

আযাযীল—দ্র. **আজাজীল**।

আযার—দ্র. **আজার**।

আযারী—দ্র. **আজারী**।

আযিযি—দ্র. **আজিজি**।

আযীম—দ্র. **আজিম**।

আযীয—দ্র. **আজীজ**।

আয়না—১*বি.* দর্পণ, আরশি (এখন আয়না আছে প'ড়েরে ভাই আয়নার মানুষ নাই—নজরুল)। ২*বি.* কাঁচ। [আ'ইনহ্ آئنه *ফা.*]।

আয়ন্দা—দ্র. **আয়েন্দা**।

আয়মা, আয়মাদার—দ্র. **আএমা**।

আয়মাল—*বি.* গ্রাম, পরগনা। [আ'মাল اعمال *আ.*; এক. عمل]।

আয়াত—*বি.* কোরানের বাক্য বা বাক্যাংশ (চোখে যেন দেখি শুধু কোরআনের আয়াত—নজরুল)। [আয়ত آیت *আ.*]।

আয়াম—দ্র. **আইয়াম**।

আয়ামা—দ্র. **আএমা**।

আয়াশ, আয়াস—দ্র. **আয়েশ**।

আয়েন্দা, আয়ন্দা, আএন্দা, আইন্দা—*বি.* ভবিষ্যৎ, আগামী (আমরা আয়েন্দাতে সেই মতই মেনে চলবো—মনসুর)। [আ'ইন্দহ্ آئنده *ফা.*]।

আয়েব, আএব—১*বি.* দোষ, ত্রুটি (ভাতের কি কর পান পানির আয়েব—ভারত)। ২*বি.* কলঙ্ক, অখ্যাতি।

['অয়্ব্ عيب আ.]।

আয়েমা—দ্র. আএমা।

আয়েশ, আয়াস, আয়াশ—১*বি.* আরাম বিলাস, সুখভোগ (আমরা বেচারী ব্যবসা চাকরি করি আর তোমরা করগো আয়েস —দ্বিজেন্দ্র)। ২*বি.* আমোদ, স্ফূর্তি (পাঁচো ইয়ার নৌকোয় উঠেই আয়েশ জুড়ে দিলেন— কালী সিং)। ['অয়্শ্ عيش আ.]। **আয়েশী, আয়েশি, আয়েসি**—১*বিণ.* আরামপ্রিয়, বিলাসী (আয়েশি মানুষ—মনোজ; পার হয়ে যাও আয়েশী রাতের ফাঁদ— ফররুখ)। ২*বিণ.* ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ['অয়্যাশ عيّاش আ.]। **আয়াশী**—১*বি.* আরামের জীবন যাপন। ২*বি.* ইন্দ্রিয়পরায়ণতা। ['অইয়াশী عيّاشى আ.]।

আরওয়াহ্, আরোয়াহ্—১*বি.* আত্মা-সমূহ। ২*বি.* প্রাণী, জীব (এমন কৌশলে শেষ করা যায় যে একটি আরওয়াহ্‌রও খবর হয় না— মশার্‌রফ)। [আর্‌ওয়াহ্ ارواح আ.; এক. روح]।

আরক—১*বি.* সার, নির্যাস। ২*বি.* তীব্র রস, ঝাঁঝওয়ালা নির্যাস (নর্দমার মুখে আরক ঢেলে ঢেলে জীবাণু মুক্ত করছে—মনোজ)। ৩*বি.* চুয়ানো মদ (পিপা পিপা সুরা আরক উজাড়ি— সত্যেন্দ্র)। ['অরক্ব্ عرق আ.]।

আরকান— ১*বি.* মৌলিক বিষয়, মৌলিক নীতি। ২*বি.* কর্মচারী-বৃন্দ। [আর্‌কান্ اركان আ.; এক. ركن]।

আরঙ্গ— দ্র. আড়ং।

আরজ, আরয—*বি.* আবেদন, প্রার্থনা (সে যাইয়া আরজ করিল—রাম-রাম)। ['অরয্ عرض আ.]। **আরজগুজার**— *বিণ.* আবেদনকারী, নিবেদক। [— + গুযার گزار ফা.]। **আরজদাস্ত**—*বি.* দরখাস্ত, আবেদনপত্র (পুত্রের আরজদাস্তি অনুযায়ী কানুনগো দপ্তরে মুহরি-গিরিতে পদার্পণ হইলেন —রাম-রাম)। [— + দাশ্‌ত داشت ফা.]। **আরজবেগ, আরজবেগী**—*বি.* আদালতের পেশকার, যে ব্যক্তি রাজা বা বিচারপতির সম্মুখে দরখাস্ত দাখিল বা পাঠ করে (রাজার হীরার বাক্যে হইল সংশয়, আরজ-বেগীরে কহে লহ পরিচয়— ভারত)। [— + বেগ, بيگى، بيگ বেগী তু.]।

আরজা—*বিণ.* সস্তা, অল্পমূল্য। [আর্‌যাঁ ارزان ফা.]।

আরজি, আরজী, আর্জি— ১*বি.* প্রার্থনা, অনুরোধ। ২*বি.* দরখাস্ত, আবেদনপত্র (নিষ্ঠুর করুণ সে আরজী কানে না শুনলে ঠাওর করা অসম্ভব —শওকত)। ['অরয عرض আ. + ى ফা.]।

আরজু—*বি.* বাসনা, ইচ্ছা (তাদের মনের আরজু সকল বলল ছেলের ঠাঁই— ইজদানী)। [আর্‌যূ آرزو ফা.]।

আরদাশ—দ্র. **আর্দাশ**।

আরফাত, আরাফাত— ১*বি.* মক্কা হতে প্রায় বার মাইল পুবে অবস্থিত প্রসিদ্ধ ময়দান—প্রতি বছর জ্বিলহজ্জ চাঁদের নয় তারিখে হাজীগণের এই ময়দানে সমবেত হওয়া হজ্জের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ২*বি.* মাঠ, ময়দান (এই বাঙলায় তোমরা আনিও মুক্তির আরফাত— নজরুল)। ['অরফাত عرفات *আ.*]।

আরব—১*বি.* একটি দেশের নাম। ২*বি.* জাতি বিশেষ। ৩*বি.* ঐ দেশের অধিবাসী। ['অরব عرب *আ.*]। **আরবি, আরবী**—১*বি.* আরবদেশের ভাষা। ২*বি.* আরবদেশের অধিবাসী, আরবজাতি। ৩*বিণ.* আরব দেশজ, আরবদেশে জাত (আরবি ঘোড়া)। ৪*বিণ.* আরবদেশ সম্বন্ধীয়। [— + ই. ঈ. *বাং.*]।

আরবি, আরবী—দ্র. **আরব**।

আরমান—১*বি.* বাসনা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা (বাদশা বলে কহ বাবা দেলের আরমান— হামজা)। ২*বি.* দুঃখ, আফসোস (মা-জান্ কত আরমান করতে লাগলেন— নজরুল)। [ارمان *ফা.*]।

আরয—দ্র. **আরজ**।

আরশ, আরস—*বি.* সর্বব্যাপী খোদার আসন, উচ্চতম স্বর্গীয় অবস্থান (আরশে থাকিয়া হাসিলেন খোদা— নজরুল)। ['অর্শ্ عرش *আ.*]।

আরস—দ্র. **আরশ**।

আরা—১*বি.* করাত। ২*বি.* কর্মকারের সেলাইয়ের যন্ত্র। [আর্রহ্ ارّه *ফা.*]।

আরাকশ, আরাকস—*বি.* করাতি, যারা করাত দিয়ে কাঠ চিরে তক্তা তৈরী করে। [اره + کش *ফা.*]।

আরাফাত—দ্র. **আরফাত**।

আরাম[১]— *বি.* উপবন, ফলফুলের বাগান, বাগানবাটি। [ইরম ارم *আ.*]।

আরাম[২]—১*বি.* সুখ, আনন্দ, আয়েশ (মরমীর হিয়ার আরাম—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* বিশ্রাম, শ্রান্তি অপনোদন (তার আরাম এখন হারাম হয়ে গেছে)। [আরাম آرام *ফা.*]। **আরাম-কেদারা, আরামকুর্সি, আরাম-কুর্সী**—*বি.* আরামে বসার চেয়ার, arm chair (একখানা আরাম কুর্সীতে বসিয়া ভাবিতেছেন—শিরাজী)। [— + *পো.* কেদারা, — + কুর্সী کرس *আ.*]।

আরাশ—*বি.* পালিশ, চুনকামের উপর মেজে-ঘষে অধিক সৌন্দর্যবিধান করার কাজ। [আরা'ইশ্ آرائش *ফা.*]।

আরাস্তা—*বি.* সুশোভিত, সুসজ্জিত (না-জানা আনন্দে গো আরাস্তা আজ আরবভূমি—নজরুল)। [আরাস্তহ্ آراسته *ফা.*]।

আরিন্দা—*বি.* বাহক, প্রেষ্য, খাজাঞ্চী-খানার রাজস্ব বহনকারী। [আরিন্দহ্ آرنده *ফা.*]। **আরিন্দা খরচ**—*বি.* পাঠানোর খরচ। [— + خرچ *ফা.*]।

আরেফিন— *বি.* মারেফতপন্থীগণ (প্রভাতের প্রতীক্ষায় জাগে আরেফিন —শাহাদাত)। ['আরেফীন্ عارفين *আ.*; এক. عارف]। **শামসুল আরেফীন**—*বি.* মারেফৎপন্থীগণের সূর্য। [شمس العارفين *আ.*]।

আরোয়াহ্—দ্র. **আরওয়াহ্**।

আর্যান, আর্যানো—দ্র. **আজ্জান**।

আর্জি—দ্র. **আরজি**।

আর্দাশ, আরদাশ, আদ্দাশ, আদ্দাস —১*বি.* আবেদন, প্রার্থনা (তাদের আর্দাশ নাহি শুনিলেন কানে—ঈশ্বর)। ২*বি.* অভিযোগ, নালিশ (কান্দিয়া আরদাশ করে খোদাতাল্লার কাছে—পূ.গী; রাজারে আদ্দাশ করি জামাত লুঠিতে—ঘন; আদ্দাস করয়ে আসি চমরীর ঘটা—কঙ্কণ)। ৩*বি.* পরিতাপ, আফসোস (পিঠে চুন মাখি চলে হাটুরে আদ্দাসে —কঙ্কণ)। ['অরয عرض *আ.* + দাশ্ত داشت *ফা.*]।

আল১, আলি, আইল—১*বি.* জীবন-সীমা নির্দেশক বাঁধ (কাঁকাল বাঁকা রাখাল ছোঁড়া আগ্‌লে দাঁড়ায় আল—নজরুল; ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে —বিদ্যা)। ২*বি.* উঁচুপথ, জাঙাল (উঠছে আলে নামছে গাড়ায়—সত্যেন্দ্র)। ৩*বি.* পাড়, তীর (গঙ্গার আলে বসত আমরা বাঙালী—সত্যেন্দ্র)। ৪*বি.* বাধা, আটক (মুখের আল না থাকা)। [হা'ইল حائل *আ.*]।

আল২—*বি.* সন্তানসন্ততি, পরিবার। [আল্ آل *আ.*]।

আল-আহাদ—দ্র. **আহাদ**।

আলওয়ান—দ্র. **আলোয়ান**।

আলকাতরা—*বি.* পাথুরে কয়লা ইত্যাদি হতে প্রস্তুতকালে ঘন তীব্র গন্ধযুক্ত নির্যাসবিশেষ। [alcatree *পো.;* আল্-ক্বত্বরঃ القطرة *আ.*]।

আলকেমী—*বি.* রসায়ন শাস্ত্র (তিনি আলকেমী সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করেছিলেন —মওদুদ)। [আল্‌কীমিয়া الكيميا *আ.*]।

আল-কোরান, আল-কুরআন—দ্র. **কোরান**।

আলখাল্লা, আলখিল্লা, আলখেল্লা —*বি.* লম্বা ঢিলা গাত্রাবরণ বা জামাবিশেষ (গায়ের কালো আলখাল্লা হাঁটু ছাড়িয়ে গেছে—জাফর)। [আল্-খল্‌ক্ব الخلق *আ.*]।

আলগরজ, আলগরয্—*অব্য.* মোট কথা, সংক্ষেপে (আলগরয, ইহাও খোদার এক শানে-আযিম—মনসুর)। [আল্-গরয্ الغرض *আ.*]।

আলতমগা—১*বি.* রাজকীয় সহি বা সীল। ২*বি.* জায়গীর। ৩*বি.* মেডেল। [আল্-তম্‌গা التمغا *আ.*]।

আলতারাপ—দ্র. **আলতারাফ**।

আলতারাফ, আলতারাপ, আল-তালা—*বি.* সিন্দুক আলমারি দেরাজ ইত্যাদির কপাট বন্ধ করে বাহির হতে তালা লাগাবার জন্য ব্যবহৃত খিল বিশেষ। [আল্‌ত্বরফ الطرف *আ.*]।

আলফাজ, আলফায— *বি.* শব্দ (হাদিস কোরানের বাহিরের এক আলফাযও এস্তেমাল করিতেন না— মনসুর)। [আল্‌ফায الفاظ। *আ.*; এক. لفظ]।

আলবত, আলবাত, আলবৎ, আলবাৎ, আলবত্তা— *অব্য.* অবশ্য, নিশ্চয় (আলবত দেব— অচিন্ত্য; আলবৎ কাপুরুষ — শামসুদ্দীন; মেহমানী খাইতে যাবে আলবত্তা বিহানে— হামজা)। [আল্‌বত্তহ্ البته। *আ.*]।

আলবেদা— *বি.* বিদায় (আলবেদায় ধ্বনিয়া জাহান—শাহাদাত)। [আল্‌বিদা' الوداع। *আ.*]।

আলবোলা— *বি.* দীর্ঘ নলবিশিষ্ট হুক্কা বিশেষ, গুড়গুড়ি, ফরসি (বহু-কুণ্ডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া— রবীন্দ্র)। [আল্‌বলা البلا। *ফা.*]।

আলম— *বি.* পৃথিবী, দুনিয়া (ফকির হয়ে দেশ-দেশান্তর ঘুরে আলম দেখে বেড়াব—মশাররফ)। ['আলম عالم *আ.*]। **আলমগীর**— ১*বি.* বিশ্বজয়ী, জগজ্জয়ী। ২*বি.* বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ৩*বি.* মোগলসম্রাট আওরংগজেবের উপাধি। [عالمگير *আ.*]। **আলমপনাহ্, আলমপানাহ্, আলমপানা** — *বি.* বিশ্বের আশ্রয়। [— *আ.* + পনাহ্ پناه *ফা.*]

আলহামদুলিল্লাহ্— ১*বি.* সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র। ২*বি.* শুক্‌র্ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য— ভোজানান্তে, সুসংবাদ শুনলে বা হাঁচি দিলে একথা বলতে হয়। [আল্‌হমদুলিল্লাহ্ الحمد لله। *আ.*]।

আলহামরা— ১*বিণ.* রক্তবর্ণ, লাল (আলহামরা পাথর)। ২*বি.* মুসলিমদের স্পেন শাসনামলে সেদেশের একটি বিশ্বখ্যাত প্রাসাদ। [আল্‌হমরা' الحمراء। *আ.*]।

আলহিদা—দ্র. **আলাদা**।

আলহেলাল— *বি.* নতুন চাঁদ (মুক্তি-পথের আলহেলাল—ফররুখ)। [আল্‌হেলাল الهلال। *আ.*]।

আলা[১]— *বিণ.* সর্বোচ্চ, প্রথম, শ্রেষ্ঠ, প্রবীণ (উজীরে আলা)। [আ'লা اعلى। *আ.*]।

আলা[২]—দ্র. **ওয়ালা**।

আলাইকুম—দ্র. **আলায়কুম**।

আলাই বালাই— ১*বি.* বিপদ-আপদ, রোগশোক, অমঙ্গল। ২*বি.* জঞ্জাল। ['ইল্লত علة *আ.* + বালা بلا *আ.* + ই. *বাং.*]।

আলাত— ১*বি.* যন্ত্রপাতি। ২*বি.* সাজ-সরঞ্জাম। ৩*বি.* জাহাজের কাছি, মোটা দড়ি (ভাল ভাল আলাত লৈল মোটা সোটা কাছি— পূ.গী.)। [আলাত آلات *আ.*]।

আলাদা, আলাহিদা, আলহিদা— *বিণ.* অন্য, ভিন্ন, পৃথক, স্বতন্ত্র (ওদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কিনা— দীনবন্ধু; অন্যদিকে মক্কাশরীফের কথা আলহিদা ছিল—মওদুদ)। ['অলাই-হিদহ্ علحده *আ.*]।

আলামত— ১*বি.* চিহ্ন, নিদর্শন, লক্ষণ (এতো মৃত্যুরই আলামত—

আশরাফ)। ২*বি.* অলৌকিক ঘটনা, অবাক কাণ্ড (গাছের উপরে সন্ন্যাসী তারা দেখিয়াছে আলামত—বন্দে)। ৩*বি.* জমির সীমানির্দেশক চিহ্ন। ['অলামত্‌ علامة *আ.*]।

আলায়কাস্‌সালাম, আলেক সালাম —*বি.* তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, সালামের জবাব। ['অলয়-কুস্‌ সালাম عليك السلام *আ.*]।

আলায়কুম, আলাইকুম–*বি.* সালামের প্রত্যুত্তর অর্থাৎ আপনাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক, সালামের জবাব। ['অলয়কুমুস্‌সালাম عليكم السلام *আ.*]।

আলাহিদা—দ্র. **আলাদা**।

আলি[১]—দ্র. **আলী**।

আলি[২]— *বিণ.* মহান, উদার, উন্নত (গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গ্যাচে—কালী সিং)। ['অলী علی *আ.*]। **আলিমেজাজ, আলিমিযাজ** —*বিণ.* উদারমতি, উন্নতমনা। [— মিযাজ مزاج *আ.*]। **আলি- শান, আলিছান**— ১*বিণ.* বিরাট, খুব বড় (জমিদার বাড়ির আলিশান গম্বুজটার কিনারে — অচিন্ত্য)। ২*বিণ.* মহান (ধার্মিক সুজন আলাল গুণে আলিছান — পূ.গী)। ৩*বিণ.* সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন। [— شان *আ.*]। **আলিহুকুম, আলীহুকুম**— *বি.* দরাজ অনুমতি, ঢালাও হুকুম (এত আলিহুকুম/ উচিত আজি নয়— ঘন; তিনি তাহাই তাহাদিগকে লইতে আলী হুকুম দিয়া দিলেন— রবীন্দ্র)। [—হুক্‌ম্‌ حكم *আ.*]

আলিছান—দ্র. **আলি[২]**।

আলিম—দ্র. **আলেম**।

আলি মিযাজ, আলিমেজাজ—দ্র. **আলি[২]**।

আলিশান—দ্র. **আলি[২]**।

আলিহুকুম—দ্র. **আলি[২]**।

আলী, আলি[১]—১*বি.* মুসলমানের নামের অংশ বিশেষ। ২*বি.* ইসলামের চতুর্থ খলিফা, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই ও কনিষ্ঠ জামাতা। ['অলী علی *আ.*]।

আলীম— দ্র. **আলেম**।

আলীহুকুম—দ্র. **আলি[২]**।

আলুফা—দ্র. **অলুফা**।

আলুফাদার—দ্র. **অলুফা**।

আলুবুখারা—দ্র. **আলুবোখারা**।

আলুবোখারা, আলুবুখারা —*বি.* অম্ল স্বাদযুক্ত কাবুলী ফলবিশেষ। [আলূ-বুখারঃ الوبخاره *ফা.*]।

আলেম, আলিম, আলীম–১*বি. বিণ.* ইসলাম ধর্মতত্ত্বজ্ঞ (মোল্লা আলীম ফকীর—দৌলত; আলিম ওলামা নাহি করেন্ত আদর— আলাওল)। ২*বি. বিণ.* বিদ্বান। ['আলিম عالم *আ.*]। **আলেমদার** (বিরল)—*বিণ.* বিদ্বান, পণ্ডিত। [— دار *ফা.*]। **আলেমুল-গায়েব**—*বি., বিণ.* অদৃশ্য বিষয় যিনি জানেন, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্‌ আলেমুল গায়েব— মঙ্গন)। ['আলিমুলগয়িব عالم الغيب *আ.*]।

আলোয়ান, আলওয়ান—*বি.* পশ্মী চাদর বিশেষ, পাড়বিহীন শাল। [আল্ওয়ান الوان। *আ.*]।

আল্লামা—দ্র. আল্লামা।

আল্লা—দ্র. আল্লাহ্।

আল্লাজী—*বি.* আল্লাহর প্রতি সম্মান-সূচক আহ্বান (সেদিন তোমার দীদার আমি পাব কি আল্লাজী—নজরুল)। [الله। *আ.* + جی তুর্কী প্র.]।

আল্লামা, আল্লামা—*বি.* মহাবিদ্বান, পণ্ডিত (আল্লামা ইকবাল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করেছিলেন— ফরিদী)। ['অল্লামহ্ علامه *আ.*]।

আল্লামী—১*বি.* মহাবিদ্বান, মহাপণ্ডিত। ২*বি.* সম্রাট্ আকবর কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর উজির আবুল ফজলের উপাধি। ['অল্লামী علامی *আ.*]।

আল্লাহ্, আল্লা—১*বি.* খোদা, কোরা-নোক্ত সৃষ্টিকর্তা— নিরাকার, বিশ্ব-চরাচরের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা, একক, জাত নহেন, পাপের শাস্তিদাতা, পুণ্যের পুরস্কারদাতা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সদাজাগ্রত, অক্লান্ত, পরম-দয়ালু, মানুষের একমাত্র উপাস্য, সর্বজীব ও জগতের পরমপতি (আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয় —নজরুল)। [আল্লাহ্ الله। *আ.*]। **আল্লা-ওয়ালা**— *বিণ.* আল্লাতে সমর্পিত প্রাণ, ধর্মভীরু, খোদাভক্ত। [— ওয়ালা والا *হি.*]।

আল্লাহু—*বি.* তিনিই আল্লাহ (সেই নাম নিতে নিতে মরি—এই আরজু। আল্লাহু আল্লাহু—নজরুল)। [اللهُ। *আ.*]।

আশক—দ্র. এশ্ক্।

আশ্কারা, আস্কারা—১*বি.* প্রশ্রয় (তোমার আস্কারাতেই ও উচ্ছন্নে গেছে—প্রেমেন্দ্র)। ২*বি.* তদন্তের পর রহস্য বা গুপ্ত বিষয়ে প্রকাশ (কিন্তু চুরির আস্কারা হইল না—নজিবর)। [আশ্কার آشکار *ফা.*]।

আশ্খাস—*বি.* ব্যক্তিগণ। [আশ্খাস اشخاص। *আ.*; এক. শখ্স شخص]।

আশনাই, আসনাই—১*বি.* প্রেম, প্রণয়, আসক্তি (মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে 'আশনাই' —নজরুল)। ২*বি.* অবৈধ প্রণয়, অসামাজিক প্রণয়। ৩*বি.* পরিচয় (আপনার নাম কহ, আমাকে আশনাই দেহ—হামজা)। [আশ্নাঈ' آشنائی *ফা.*]।

আশরত—*বি.* স্ফূর্তি, আমোদ (কেটেছে নরম আয়েশ আশরত বহুদিন—ফররুখ)। ['ইশ্রত عشرت *আ.*]।

আশরফ—১*বিণ.* সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, অধিক ভদ্র। ২*বিণ.* শ্রেষ্ঠ। [আশ্রফ اشرف। *আ.*]।

আশরফি, আশরফী, আসরফি—*বি.* স্বর্ণ মুদ্রাবিশেষ, প্রায় ষোল টাকা মূল্যের সোনার মোহর (আসরফি বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত—ভারত)। [অশ্রফী اشرفی। *ফা.*, *আ.*

اشرف থেকে]।

আশরাফ— *বি.* ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (আশরাফ আতরাফ)। [অশ্‌রাফ্ اشراف *আ.*; এক. শরীফ شريف]। **আশরাফ-উল-আম্বিয়া** —*বি.* হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর উপাধি বিশেষ —নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এমন। [অশ্‌রাফ-উল-আম্বিয়া' — اشراف الانبياء *আ.*]। **আশরাফুল মখলুকাত**—*বিণ.* সৃষ্টির সেরা (মানুষ আশরাফুল মখলুকাত)। [অশ্‌রাফুল মখলূক্বাত اشراف المخلوقات *আ.*]।

আশান—দ্র. **আসান**।

আশিক—দ্র. **আশেক**।

আশুরা, আশূরা—*বি.* মুহররম চান্দ্র মাসের দশম দিন। ['অশ্‌রহ্ عشره *আ.*]।

আশূরা—দ্র. **আশুরা**।

আশেক, আশিক—*বি.* প্রেমিক, প্রণয়াসক্ত (সন্ধান তার মিলবে আশেক দিল পিয়াসী ওষ্ঠচুমায়— নজরুল; মাশুকের বাহু ছাড়ায়ে আশিক কসম করেছে হবে শহীদ —নজরুল)। ['আশিক্ব عاشق *আ.*]।

আশোবার—দ্র. **আসোয়ার**।

আষা—দ্র. **আসা**।

আসওয়ার—দ্র. **আসোয়ার**।

আসক—দ্র. **এশ্‌ক্**।

আসনাই—দ্র. **আশনাই**।

আসবাব—১*বি.* গৃহসজ্জার উপকরণ (আসবাব ঠাসা হাঁসফাঁস-করা গুমোট ঘরে—বুদ্ধদেব)। ২*বি.* উপকরণ, সরঞ্জাম (আসবাব দেখিয়া দেলে হবে বেকারার—হামজা)। [আস্‌বাব اسباب *আ.*]।

আসমান, আছমান— *বি.* আকাশ (নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া —নজরুল)। [আস্‌মান آسمان *ফা.*]। **আসমান জমিন, আছমান জমীন**— *বি.* আকাশ ও পৃথিবী, দ্যুলোক ও ভূলোক (আসমান-জমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্— ফজলল)। [—যমীন زمين *ফা.*] **আসমান জমিন ফারাক, আসমান জমিন তফাৎ, আসমান জমিন ফারক**—*বি.* আকাশ পাতাল প্রভেদ, দুরতিক্রম্য ব্যবধান (বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে উভয়ের আসমান-জমীন ফারাক—বিদ্যা)। **আসমানি, আসমানী**—১*বিণ.* আকাশের রঙ, হালকা নীল, নীলাভ। ২*বিণ.* স্বর্গীয়, ঐশী (আসমানী কিতাব)। ৩*বিণ.* আসমান সম্বন্ধীয়। [آسمانی *ফা.*]।

আসর[১]— *বি.* সভা, মজলিস, বৈঠক (গানের আসর)। ['অশ্‌র عشر *আ.* (দশ অর্থাৎ দশজনে মিলে সভা)]।

আসর[২], **আছর**[১]—১*বি.* অপরাহ্ন, বৈকাল। ২*বি.* নামাজের ওক্ত বিশেষ। ['অসর عصر *আ.*]।

আসর[৩], **আছর**[২]—*বি.* প্রভাব, চিহ্ন, ফল, ক্রিয়া (জিনের আসর)। [আসর اثر *আ.*]।

আসরফি—দ্র. **আশরফি**।

আসল—*বিণ.* খাঁটি, বিশুদ্ধ, অবিকৃত, নির্ভেজাল। [আস্ল্ اصل *আ.*]।

আসহাব—*বি.* হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সহচরবৃন্দ, সাহাবীগণ (আসহাব সকলে হেনকর জ্ঞান—আলাওল)। [আস্হাব اصحاب *আ.*]।

আসহাবে কাহাফ, আসাব কাহাফ—*বি.* গুহাবাসীগণ—আল্ কোরআনে আছে যে, সাতজন লোক ঈমান রক্ষার্থে একটি গুহায় প্রবেশ করে বহুকাল ঘুমিয়ে থাকে; যখন জেগে ওঠে তখন দেখে যে দেশের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। [আস্হাব-ই-কহফ اصحاب كهف *আ.*]। **আসাব কাহাফী**—*বিণ.* আসহাব-ই-কাহাফ সম্পর্কিত (আসাব কাহাফী ঘুম ভেঙে কেউ আসিবেনা গান গেয়ে—আজহার)। [— কহফ كهف *ফা.* + ى *ফা.*]।

আসা, আশা, আষা—*বি.* দণ্ড, লাঠি (আসা হাতে চলছিল মুসা—শাহাদাত; পয়গম্বর মুসার তবুত ছিল আষা অদ্ভুত— নজরুল)। ['অসা عصا *আ.*]। **আসাবরদার**—*বি.* রাজদণ্ড বহনকারী, শাসক বা মাতব্বর গোছের লোকদের দণ্ডধারী অনুচর। [عصابردار *আ.*+ *ফা.*]।

আসান, আশান, আছান—১*বি.* লাঘব (মুস্কিল আসান)। ২*বি.* উদ্ধার। ৩*বি.* রেহাই, নিষ্কৃতি, মুক্তি, সুবিধা (কিছুটা আসান পেত নিশ্চয়ই—অচিন্ত্য)। ৪*বি.* সান্ত্বনা, নিরাময় (দুঃখের দরদী নাই করিতে আসান—পূ.গী.)। ৫ *বিণ.* সহজ (আসান কাম)। [আসান آسان *ফা.*]।

আসানী—*বি.* সহজভাব, আরাম। [আসানী آسانى *ফা.*]।

আসাব কাহাফ, আসাব কাহাফী—দ্র. **আসহাবে কাহাফ**।

আসামি, আসামী—১*বি.* অভিযুক্ত, অপরাধী, প্রতিবাদী। ২বি, খাতক, ঋণী, দেনদার। ৩*বি.* প্রজা। [আসামী آسامى *আ.*]।

আসার—১*বি.* নিদর্শন, চিহ্ন। ২*বি.* প্রাচীন চিহ্ন, প্রাচীন কীর্তি। [আসার آثار *আ.*; এক. اثر (= চিহ্ন)]।

আসালতন, আছালতন্—*অব্য.* স্বয়ং, নিজে (বাদীকে আসালতন্ জবাব দিতে হবে)। [ইসালত اصالت (= মূলত)]।

আসুদা—দ্র. **আছুদা**।

আসেব্—*বি.* প্রেতাত্মা, ভূত (বলে আসেবের আসর হয়েছে উহার উপরে দেখ চেয়ে— নজরুল)। [আসীব آسيب *ফা.*]।

আসোবার—দ্র. **আসোয়ার**।

আসোয়ার, আসোবার, আসওয়ার, আছওয়ার, আশোবার (বিরল)—১*বি.*, *বিণ.* আরোহী, আরূঢ় (পলায় তুরঙ্গ কাটা গেলে আসোয়ার—কাশী; বোরাকের পূর্বে নবী হৈল আসওয়ার—হেয়াত)। ২*বি.* অশ্বারোহী সৈন্য (রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলা রাজ আছওয়ার—আলাওল; দেখিয়াছি আশোবার অনেক অনেক

—রঙ্গলাল)। [প্রা. *ফা.* আস্ওয়ার; অস্ওয়ার اسوار *ফা.*]।

আস্কারা— দ্র. **আশকারা**।

আস্তর—দ্র. **অস্তর**।

আস্তাগফেরুল্লাহ্— আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি—কোনো গুনাহের কাজ করলে একথা বলতে হয়। [অস্তগ-ফিরুল্লাহ্ استغفر الله *আ.*]।

আস্তানা—১*বি.* খানকা, আশ্রম (সম্মুখে একটি পীরের আস্তানা—টেকচাঁদ)। ২*বি.* আড্ডা, বসত (ঝোপঝাড় কাটিয়া আস্তানা সাজাইবার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িল—শামসুদ্দীন)। ৩*বি.* বাসস্থান, আশ্রয়স্থল (শুধু খোরাকি আর আস্তানা—অচিন্ত্য)। [আস্তানহ্ آستانه *ফা.*]।

আস্তাবল— *বি.* অশ্বশালা, হাতি, ঘোড়া, উট ইত্যাদি পশু রাখার স্থান (ঘোড়া রাখিয়া আস্তাবলে—নজরুল)। [অসত্বল্ اسطبل *আ.*]।

আস্তিন, আস্তীন—*বি.* কোট, জামা ইত্যাদির হাতা (আস্তিন ছিড়িল আপনার—হেয়াত; নওশার সাজ নাও খুন-খচা আস্তিন—নজরুল)। [আস্তীন آستين *ফা.*]।

আস্তে—১*ক্রি.,বিণ.* ধীরে (কাজটা আস্তে কর)। ২*ক্রি.,বিণ.* সযত্নে, সন্তর্পণে। ৩*ক্রি.,বিণ.* অনুচ্চকণ্ঠে, মৃদুস্বরে (আস্তে কথা বল)। ৪ *ক্রি.-বিণ.* চুপেচুপে, নিঃশব্দে। [আহিস্তহ্ آهسته *ফা.*]।

আহ্ওয়াল, আওয়াল[২]**, আওহাল, আহোয়াল** (বিরল)—*বি.* অবস্থা, দশা, সমাচার (বুঝাইয়া কহ মোরে তাহার আহওয়াল—হামজা; আমি সকলকে ডেকে বলি যে আমার এই আওহাল—গিরিশ)। [আহ্ওয়াল احوال *আ.*; এক. হাল حال]।

আহ্কাম—১*বি.* আদেশ, আজ্ঞা (হুকুম-আহ্কাম)। ২*বি.* বিধানসমূহ (কিন্তু কেয়ামে আহ্কামে সে উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়—নজিবর)। [আহ্কাম احكام *আ.*; এক. হুক্‌ম্ حكم]।

আহ্দ— *বি.* অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি। [অহদ্ عهد *আ.*]। **আহদনামা**— *বি.* অঙ্গীকার-পত্র। [—নামহ্ نامه *ফা.*]।

আহ্বাব— *বি.* বন্ধুবান্ধব। [আহ্বাব احباب *আ.*; এক. হবীব্ حبيب]।

আহমক— দ্র. **আহাম্মক**।

আহ্মদ—১*বি.* সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত ব্যক্তি। ২*বি.* হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর অন্য নাম (তুই যা চাস্ তাই পাবি হেথায় আহমদ চান যদি হেসে—নজরুল)। [আহ্মদ احمد *আ.*]।

আহ্ল— দ্র. **আহেল**।

আহ্লিয়া— *বি.* স্ত্রী। [আহ্লিয়হ্ اهليه *আ.*]।

আহ্লিয়াত— *বি.* যোগ্যতা। [আহ্-লিয়ত اهليت *আ.*]।

আহ্লে—দ্র. **আহেল**।

আহাদ, আল-আহাদ—*বি.* আল্লাহ্, খোদা, অদ্বিতীয় সত্তা, একক (আহাদ আছিল এক— দৌলত; আল-আহাদের সন্ধানে কর নাই তিল অবসর— শিরাজী)। [অহদ্ احد। *আ.*]

আহাম্মক, আহাম্মুক, আহমক—*বিণ.* নির্বোধ, বুদ্ধিহীন, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, স্থুল-বুদ্ধি সম্পন্ন (তারি ফন্দীতে তুমিও নারাজ— আমি কি আহাম্মক— মোহিত)। [অহ্‌মক্ব্ احمق। *আ.*]। **আহাম্মকি, আহাম্মুকি**—*বি.* মূর্খতা, বোকামি, নির্বুদ্ধিতা (রায়তের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা আহাম্মকি —প্রমথ)। [— + ی (ঈ, ই) *ফা.*]।

আহেল, আহেলা, আহেলী, আহ্‌লে, আহল—১*বিণ.* খাঁটি, খাস, অমিশ্র, আসল (আহেল বিলেতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে—প্রমথ; আহেলা বিলেতি শিক্ষার মোহে—প্রমথ; আহেলী বিলাতি বোল—হেম)। ২*বিণ.* আনকোরা, নতুন। ৩*বি.* পরিবার। ৪*বি.* অধিবাসী (আহলে আরব)। [অহল্ اهل। *আ.*]। **আহেল বিলাত, আহেল বেলাত** — ১*বিণ.* বিদেশ হতে নবাগত এবং নতুন দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ (আহেল বিলাত নবিশ সাহেব ধর্ম অবতার— হেম)। ২*বি.* নতুন দেশ, নতুন রাজ্য (আহেল বেলাত খাস করেছো বাস করে মা থাকো থাকো —ঈশ্বর)। [— + বিলায়ত ولايت *আ.*]। **আহেলে ইসলাম**— *বি.* ইসলামের অন্তর্ভুক্ত লোক, মুসলিম। [— + اسلام। *আ.*]। **আহলে কিতাব**— ১*বিণ.* প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগ্রন্থ অনুসারী। ২*বিণ.* কেতাবী। ৩*বি.* ইহুদী ও খ্রীস্টান। [— + كتاب *আ.*]। **আহেলে জবান**— ১*বিণ.* মাতৃভাষাভাষী। ২*বি.* ভাষাবিশেষজ্ঞ লোক (আহেলে জবানের মত উর্দু বলেন)। [— + যুবান زبان *ফা.*]।

আহোয়াল—দ্র. **আহ্‌ওয়াল**।

ই

ইউনানী—১*বিণ.* গ্রীসদেশীয়, গ্রীক। ২*বিণ.* হেকিমী (ইউনানী দাওয়াখানা)। [য়ূনানী يونانى *আ.*; আইওনিয়ন *গ্রী.*]।

ইংকার, ইঙ্কার, ইন্‌কার, এন্‌কার— ১*বি.* অস্বীকার (জামিনদার যদি জামিন ইন্‌কার করে—মনসুর)। ২*বি.* ঘৃণা, [ইন্‌কার انكار। *আ.*]।

ইকরা—*ক্রি.* পড়। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নিকট সর্বপ্রথম যে-ওহী নাজিল হয় তার প্রথম শব্দ (তার প্রথম কথাই হলো ইকরা— ছদর)। ['ইক্বরা' اقرأ। *আ.*]।

ইকরাম—দ্র. একরাম।

ইকরার, ইকরারনামা—দ্র. একরার।

ইকলিম, ইকলীম—১*বি.* অঞ্চল—প্রাচীন ভৌগোলিকগণ তৎকালে পরিচিত সমগ্র পৃথিবীকে সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত করতেন, তার প্রত্যেকটিকে ইকলিম বলা হত। ২*বি.* রাজ্য, দেশ। ৩*বি.* ভূখণ্ড, জনপদ। [ইক্‌লীম اقليم *আ.*]

ইকসির—দ্র. ইকসীর।

ইকসীর, ইকসির—১*বি.* নির্যাস, সুধা, elixir। [ইক্‌সীর اكسير *আ.*]।

ইকামত—দ্র. আকামত।

ইখতিয়ার—দ্র. এখতিয়ার।

ইখতিলাফ—দ্র. এখতেলাফ।

ইঙ্কার—দ্র. ইংকার।

ইছবগুল—দ্র. ইসবগুল।

ইজতিহাদ—দ্র. ইজতেহাদ।

ইজতেহাদ, ইজতিহাদ—*বি.* গবেষণা, আবিষ্কার। [ইজতিহাদ اجتهاد *আ.*]

ইজননামা, এজিননামা—*বি.* চুক্তিপত্র, সম্মতিপত্র। [ইয্‌ন اذن *আ.* + নামহ্ نامه *ফা.*]।

ইজমা—দ্র. এজমা।

ইজমালি, ইজমালী—দ্র. এজমালি।

ইজলাস—দ্র. এজলাস।

ইজহার—দ্র. এজাহার।

ইজা—*বি.* জের, আগের পাতার খরচের সমষ্টি পরের পাতার মাথায় লেখা হলে তাকে ইজা বলা হয়। [অয্‌যান্ ايضا *আ.*]।

ইজাজত—দ্র. এজাজত।

ইজাদ[১]—*বি.* আবিষ্কার। [ঈজাদ ايجاد *আ.*]।

ইজাদ[২]—*বি.* অতিরিক্ত ভূমি। [আয্‌য়দ زايد *আ.*]।

ইজাফা—১*বিণ.* বেশি, অধিক (তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজকরে—ঘুন)। ২*বি.* যোগ। [ইযাফহ্ اضافه *আ.*]

ইজাব—*বি.* প্রস্তাবে সম্মতিসূচক বাক্য, মুসলমানি বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যাপক্ষের প্রস্তাব ও কন্যার স্বীকৃতি। [ইজাব ايجاب *আ.*]

ইজাবকবুল—*বি.* গ্রহণ করতে সম্মতি, কন্যাপক্ষের বিবাহ প্রস্তাবে কন্যার সম্মতিসূচক বাক্য ও বরের গ্রহণে স্বীকারোক্তি। [— ক্ববূল قبول *আ.*]

ইজার[১]—দ্র. ইজারা।

ইজার[২]**, ইজের**—*বি.* পায়জামা, প্যান্টালুন, চুড়িদার ইজার প্রভৃতি; কোমরবন্দের নীচে ইজেরের ভাঁজে (মুজতবা)। [ইযার ازار *আ.*]।

ইযার-বন্দ, ইজার-বন্দ—*বি.* কোমরে পায়জামা বাঁধার ফিতা (হুসেনের ইজার-বন্দ হাতের অঙ্গুরী—হেয়াত)। [— বন্দ بند *ফা.*]।

ইজারা, ইজার[৩]—১*বি.* ঠিকা, নির্দিষ্ট খাজনায় জমির মেয়াদি বন্দোবস্ত, lease। ২*বি.* স্বত্বদখল, একচেটিয়া অধিকার (ওর ওপর খুকীর তখন ইজারা দখল—নজরুল)। [ইজারহ্ اجاره *আ.*]। **ইজারাদার**—*বি.*, *বিণ.* ঠিকাদার, জমি ইজারা নেয়

যে। [— ازار ফা.]। **ইজারা মহল** —*বি.* ইজারাপ্রাপ্ত জমিজমা। [— محل *আ.*]।

ইজাহার— দ্র. **এজাহার**।

ইজের— দ্র. **ইজার²**।

ইজ্জৎ, ইজ্জত— ১*বি.* মান, সম্মান, সম্ভ্রম (মানুষ বলেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি করছে দাবী—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* নারীর পবিত্রতা, সতীত্ব, আবরু, সম্ভ্রম (শাহ্‌বেগমের ইজ্জৎ কোথা— মোহিত)। [ইয্যত عزة *আ.*]।

ইঞ্জিল, ইঞ্জীল, ইনজিল, ইনজীল —*বি.* আরবী ভাষায় বাইবেল বা খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থের নাম, Gospel (তওরাত ইঞ্জিল ভরি' শুনিল যাঁর আগমনী— নজরুল)। [ইনজীল انجيل *আ.*]।

ইতিকাদ— দ্র. **এতেকাদ**।

ইতিকাফ—দ্র. **এতেকাফ**।

ইতিবার—দ্র. **এতেবার**।

ইতিরাজ—দ্র. **এতেরাজ**।

ইত্তিফাক—দ্র. **ইত্তেফাক**।

ইত্তিলা—দ্র. **এত্তেলা**।

ইত্তিহাদ—দ্র. **ইত্তেহাদ**।

ইত্তেফাক, ইত্তিফাক, এত্তেফাক— *বি.* মিল, ঐক্য। [ইত্তিফাক اتفاق *আ.*]।

ইত্তেহাদ, এত্তেহাদ, ইত্তিহাদ—১*বি.* ঐক্য। ২*বি.* বন্ধুত্ব (সব দুনিয়াকে বাঁধবে আমার ইত্তেহাদ— ফররুখ)। [ইত্তিহাদ اتحاد *আ.*]

ইদ, ইদগাহ্—দ্র. **ঈদ**।

ইদুজ্জোহা—দ্র. **ঈদুল আজহা**।

ইদুলফিতর—দ্র. **ঈদুল ফিতর**।

ইদ্দত, ইদ্দৎ, এদ্দাৎ (বিরল)—*বি.* বিধবা বা তালাক-প্রাপ্তা নারীর পুনর্বিবাহের পূর্ববর্তী শরীয়ত নির্দিষ্ট কাল (এখনও এদ্দাৎ সময় উত্তীর্ণ হয় নাই— মশাররফ)। [ইদ্দত عدت *আ.*]।

ইনকিলাব, ইনকেলাব, এনকেলাব, ইনক্লাব— ১*বি.* বিপ্লব, বিদ্রোহ (এই দুনিয়ায় আসছে আবার নওজমানার ইনকিলাব—মোস্তফা)। ২*বি.* আন্দোলন। [ইনকিলাব انقلاب *আ.*]।

ইনজিল, ইনজীল— দ্র. **ইঞ্জিল**।

ইনশাআল্লাহ্, ইনশাআল্লা, ইনশা-আল্লাহ্ তায়ালা— *অব্য.* খোদা চাহেত, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বা কৃপায় (ইনশাআল্লাহ্, যখন তোমরা মোরাকেবায়ে-নেসবতে বায়নাসে তালিম লইবে—মনসুর)। [انشاء الله *আ.*]।

ইনসান, এনসান—*বি.* মানুষ (খুদার বান্দা ইনসান সেই নাই তার নিস্তার— মোহিত)। [ইনসান انسان *আ.*]।

ইনসানিয়াত, এনসানিয়াত—*বি.* মানবতা, মনুষ্যত্ব। [انسانيت *আ.*]। **ইনসানে কামিল**— ১*বি.* সমুদয় মানবীয় গুণ যাঁর ভিতরে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। ২*বি.* সিদ্ধ-পুরুষ (আদর্শ মানব বা ইনসানে কামিল গঠন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য

—ফরিদী)। [— + كامل আ.]।

ইনসাফ, এনসাফ— *বি.* সুবিচার, পক্ষপাতহীন বিচার, ন্যায়বিচার (হক ইনসাফ, সামান্য ন্যায়ের ঝাণ্ডা বও —ফররুখ)। [ইনসাফ انصاف। আ.]।

ইনাম, এনাম—*বি.* পুরস্কার, বখ্‌শিশ, পারিশ্রমিক (ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে— ভারত; বাদশাহ্ তো হাজার আশরফী এনাম দেবেনই —জোবেদা)। [ইন্‌'আম انعام। আ.]। **ইনাম বখ্‌শিষ, ইনাম বকসিস, এনাম বক্সিস**–*বি.* পুরস্কার, পারিশ্রমিক (বাজী করলাম, তাম্‌সা করলাম, ইনাম বক্সিস চাই —মৈ.গী; বিস্তর বিস্তর এনাম বক্সিস পাব হইব নেহাল— হামজা)। [— + বখশিশ بخشش ফা.]।

ইন্‌কার—দ্র. **ইংকার**।

ইন্‌ক্লাব—দ্র. **ইন্‌কিলাব**।

ইন্‌তিকাল—দ্র. **এন্তেকাল**।

ইন্‌তিহা, ইন্তিহা—দ্র. **এন্তেহা**।

ইনায়েত—দ্র. **এনায়েত**।

ইন্তেকাল—দ্র. **এন্তেকাল**।

ইন্তেখাব—দ্র. **এন্তেখাব**।

ইন্তেজার,ইন্তেজারি—দ্র. **এন্তেজার**।

ইন্তেহা—দ্র. **এন্তেহা**।

ইন্নালিল্লাহ্— *অব্য.* নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য (শূন্য বিমানে ইন্না-লিল্লাহ্ ধ্বনি ওঠে অবিরাম—শাহাদাত)। [انّالله। আ.]।

ইফতার, এফ্‌তার— *বি.* আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সারাদিন রোজা রেখে সূর্যাস্তের পর কিছু খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে রোজা ভঙ্গকরণ (সন্ধ্যা-কাল হইলে ইফতার কর জলে —আলাওল; শুকনো রুটি আর পানি পাবে, ইফতার সময়ে—ফররুখ)। [ইফত্বার افطار। আ.]।

ইফতারি, এফতারি— ১*বি.* যে-খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে সারা দিনের রোজা ভঙ্গ করা হয়, ইফতারের জন্য আহার্য ও পানীয় সামগ্রী। ২*বি.* রোজার মাসে ইফতার-কালীন ভোজ বিশেষ। [— + ই. *বাং*]।

ইবতিদা, এবতেদা--*বি.* শুরু, আরম্ভ। [ইবতিদা' ابتداء। আ.]।

ইব্‌ন্, ইবনে, এব্‌নে—*বি.* পুত্র (আব-দুল্লাহ্ ইব্‌ন্ যিয়াদ)। [ইব্‌ন্ ابن। আ.]।

ইব্‌রানী—*বি.* হিব্রুভাষা। ['ইব্‌রানী عبرانى আ.]।

ইবলিস, ইব্‌লীস—১*বি.* শয়তান। ২*বি.* শয়তানের নাম বিশেষ (রোয়ে 'ওয়্যা হোবল' ইবলিস খারেজিন—নজরুল)। [ইবলীস ابليس। আ.]।

ইবাদত, ইবাদৎ—দ্র. **এবাদত**।

ইবাদত-বন্দেগী—দ্র. **এবাদত**।

ইবারত, ইবারৎ—দ্র. **এবারত**।

ইমতিহান, ইমতেহান—দ্র. **এমতে-হান**।

ইমন—*বি.* রাগিণী বিশেষ (সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করেন—বিভূতি)। [য়মন يمن আ.]।

ইমসন, ইমসাল— *বি.* এই বৎসর। [ام = ایـن (= এই) + সন্‌হ্ سـنـه *আ.* (= বৎসর) سـال *ফা.*]।

ইমান, ঈমান— ১*বি.* আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, নবীরসূলগণ, শেষ বিচারের দিন, ভাগ্যের ভালোমন্দ ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান—এসবের উপর বিশ্বাস (আরবে আরবী ভাষে পাইল ইমান —সুলতান)। ২*বি.* বিশ্বাস। [ঈমান ایمان *আ.*]। **ইমানদার**— ১*বিণ.* ধর্ম-বিশ্বাসী, আস্তিক, ধার্মিক। ২*বিণ.* বিশ্বস্ত। [— + دار *ফা.*]। **ইমান-দারি, ইমানদা**[illegible] *বি.* বিশ্বস্ততা, ধর্মশীলতা, [illegible] ی (ঈ, ই) *ফা.*]।

ইমাম, এমাম— ১[illegible] [illegible]যনি নামাজে নেতৃত্ব দেন [illegible] য় ইমাম, কোন্ সে খোৎব[illegible] আজিকে ঈদে? —নজরু[illegible] ধর্মীয় নেতা বা পথপ্রদর্শ[illegible] (ইমাম [illegible] হানীফা, ইম[illegible] বোখারী)। [ইমাম امام *আ.*]। **ইমামৎ, ইমামতি, ইমামত্ব, এমামতি, এমামত্ব**—১*বি.* নামাজের নেতৃত্ব, জমাতের নামাজ পরিচালনা করণ। ২*বি.* নেতৃত্ব (ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজী মহাবীর—নজরুল)। [ইমামত امامت *আ.* — + ই, ত্ব *বাং.*]। **ইমামবাড়া**—*বি.* মুহর্‌রমের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত গৃহবিশেষ যে স্থানে শিয়া সম্প্রদায় মুহর্‌রমের তাজিয়া রাখে। [ইমাম امام *আ.* + বাড়হ্ باڑہ *হি.*]।

ইমাম মাহ্‌দী—দ্র. ইমাম মেহ্‌দী।

ইমাম মেহ্‌দী, ইমাম[illegible] **হ্‌দী**—*বি.* শিয়াদের শেষ ইমাম—ইসলামের সংস্কারের জন্য তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এই রূপ ধারণা করা হয়। [امام مهدی *আ.*]।

ইমারত, ইমারৎ, এমারত—*বি.* দালান, অট্টালিকা, পাকাবাড়ি (ভাষার আশার গড়ি ইমারত—হাসান)। [ʻইমারত عمارت *আ.*]।

ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লাহ, ইয়াল্লা, ইয়াল্লাহ্—১*অব্য.* হায় খোদা, ভয় বিস্ময় বা খেদসূচক শব্দ (ইয়া আল্লা বলে লাফিয়ে উঠলেন—পরশু; ইয়াল্লা বলে আকাশ ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল—মুজতবা)। ২*অব্য.* আল্লাহ্‌কে সম্বোধন (ইয়া আল্লাহ্ = হে খোদা!)। [য়া আল্লাহ্ يااللّٰه *আ.*]।

ইয়াকুত, এয়াকুত— *বি.* লালমণি, পদ্মরাগমণি, চুনি, ruby (জড়ো করি লাল পোখরাজ আর ইয়াকুত-ভরা দিন—ফররুখ; এয়াকুত, জমরুদ হীরা মুক্তামণি—আলাওল)। [য়াকূʼত ياقوت *আ.*]।

ইয়াজুজ মাজুজ, এয়াজুজ (বিরল)—*বি.* কুর্‌আনে উল্লিখিত জাতিবিশেষ—কেয়ামতের পূর্বে যাদের আবির্ভাব ঘটবে (সীসা-হস্তে এয়াজুজ বাহির হইল—আলাওল)। [য়াজূজ মাজূজ ياجوج ماجوج *আ.*]।

ইয়াদ—*বি.* স্মরণ, খেয়াল (ইয়াদ হইল আর নাহি সরে দেব— হামজা)। [য়াদ یاد *আ.*]। **ইয়াদগার**—*বি.* স্মারক-লিপি, স্মরণচিহ্ন, memorandum। [— গার یادگار *ফা.*]। **ইয়াদদস্ত, ইয়াদ-দাস্ত**—১*বি.* স্মারক-লিপি। ২*বি.* নোটবই, ডায়েরি। [— দাশ্‌ত یادداشت *ফা.*]

ইয়ানত—*বি.* সাহায্য। [ই'আনত্ اعانت *আ.*]

ইয়া নফ্‌সী—*অব্য.* হায়, আমার নিজের কি হবে (ইয়া নফ্‌সীর সত্য বলে দুনিয়ার সেরা সত্য—আসকার)। [ইয়া নফসী يا نفسی *আ.*]

ইয়ানে—*অব্য.* ইহার অর্থ, অর্থাৎ। [য়া'নে یعنی *আ.*]

ইয়ার, এয়ার—১*বি.* সখা, বয়স্য, বন্ধু (গেলাস-সাথী মস্ত ইয়ার—নজরুল; এ ভব মাঝে সবই ফক্কা—জেনেছি আমরা পাঁচটি এয়ার—দ্বিজেন্দ্র)। ২*বি.* রসিক, ফাজিল। [য়ার یار *ফা.*] **ইয়ারবকশি, ইয়ারবক্সি, ইয়ার বক্সী, এয়ারবক্সি, ইয়ারবন্ধু, এয়ার বন্ধু**—১*বি.* সমপর্যায়ের বন্ধুবান্ধব (সভাস্থ ইয়ারবক্সির দল—প্রমথ; ঘাসের উপর ইয়ার বক্সী বসবে—মুজতবা; ইংরাজি নবিশ ইয়ার বকশিকে মদ খাওয়ান—বঙ্কিম)। ২*বি.* কুকর্মের সঙ্গী। [— বখ্‌শী یاربخشی *ফা.*]

ইয়া রব—দ্র. রব।

ইয়াল্লা, ইয়াল্লাহ্—দ্র. ইয়া আল্লা।

ইয়াসমিন, জেসমিন—*বি.* জুঁইফুল (যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের মুগ্ধ ললাট চুমি—ফররুখ)। [য়াস্‌মীন یاسمین *ফা.*]।

ইরশাদ—দ্র. এরশাদ।

ইরশাল, ইরসাল, ইর্সাল—১*বি.* খাজনার চালান। ২*বি.* খাজনা, কর (তুমি যে রাজার লোক চাহ ইরশাল—ঘন)। [ইরসাল ارسال *আ.*]।

ইরাক—*বি.* মধ্যপ্রাচ্যের দেশবিশেষ। [ইরাক্ عراق *আ.*]। **ইরাকী**—১*বিণ.* ইরাক দেশীয়, ইরাক জাতীয়, ইরাকে জাত। ২*বিণ.* ইরাক দেশ সম্বন্ধীয়। ৩*বি.* ইরাক দেশের অধিবাসী। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

ইরাদা—দ্র. এরাদা।

ইরান—*বি.* পারস্যদেশ। [ঈরান ایران *ফা.*]। **ইরানি, ইরানী**—১*বিণ.* ইরান বা পারস্যদেশীয়, ইরানে জাত (ইরানি বালিকা যেন মরুচারিণী—নজরুল)। ২*বিণ.* ইরান বা পারস্য দেশ সম্বন্ধীয়। ৩*বি.* ইরান বা পারস্য দেশের অধিবাসী। [— + ی (ই, ঈ) *ফা.*]।

ইর্সাল—দ্র. ইরশাল।

ইলচী—*বি.* দূত, রাজদূত। [ঈল্‌চী ایلچی তুর্কি]

ইলজাম, ইলযাম—দ্র. এলজাম।

ইল্‌ম—দ্র. এলেম।

ইলহান—দ্র. এলহান।

ইলহাম—দ্র. এলহাম।

ইলাকা—দ্র. এলাকা।

ইলাহি—দ্র. এলাহি।

ইলিম—দ্র. এলেম।

ইল্লৎ, ইল্লত—১*বি.* নোংরামি, মলিনতা, অপরিচ্ছন্নতা। ২*বিণ.* নোংরা (সারা মুলুক জুড়ে বসে আছে উল্লুক আফগান—মোহিত)। [ইল্লত علة *আ.*]। **ইল্লতিয়া, ইল্লতে, ইল্লুতে**—*বিণ.* নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, মলিন (ইল্লুতে মেয়েটার ভোল ফেরাও—অচিন্ত্য)। [— + ইয়া > এ *বাং.*]।

ইশবগুল—দ্র. ইসবগুল।

ইশা—দ্র. এশা।

ইশাদি, ইশাদী, ইস্যাদি, ইসাদী—*বি.* সাক্ষ্য। [ইশহাদ اشهاد (= সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা) *আ.* + ঈ সম্বন্ধসূচক ی *ফা.*]।

ইশারা, ইসারা, এশারা (বিরল)—*বি.* ইঙ্গিত, সংকেত (নিত্য কালের প্রিয়া আমায় ডাকছ ইশারায়—নজরুল)। [ইশারহ্‌ اشاره *আ.*]

ইশ্‌ক—দ্র. এশক।

ইশ্‌তাহার, ইশতিহার, ইশতেহার, ইস্তাহার, ইস্তিহার, ইস্তেহার, এশ্‌তেহার, এস্তেহার—*বি.* প্রচার পত্র, বিজ্ঞাপন, নোটিস (মুদ্রিত ইশতাহারে ঘোষিত হইল—মনসুর; ইস্তাহার দ্বারা .... হুকুম দেওয়া যাইবেক—বিদ্যা)। [ইশ্‌তিহার اشتهار *আ.*]

ইসপগুল—দ্র. ইসবগুল।

ইসবগুল, ইসপগুল, ইশবগুল ইছবগুল—*বি.* ওষধি বীজ বিশেষ [ইস্‌পগূল اسپغول *ফা.* ইস্‌বগোল اسبغول *ফা.*]।

ইসবী—দ্র. ঈসা।

ইসমাইলি, ইসমাঈলী—*বি.* মুসলিম শিয়া সম্প্রদায় বিশেষ। [ইসমাঈল اسماعیل *আ.* + ঈ ی *ফা.*]

ইসরাফিল, ইসরাফীল, ইস্রাফিল—*বি.* চারিজন ফেরেশতার অন্যতম—যাঁর শিঙার ফুৎকারে কিয়ামত হবে (বাজে সবসৃষ্টির উল্লাসে ইস্‌রা-ফিলের শিঙা—নজরুল)। [ইস্‌রাফীল اسرافیل *আ.*]

ইসলাম, ইছলাম, এছলাম—১*বি.* প্রাকৃতিক ধর্ম—হযরত মুহম্মদ (সঃ) একে পূর্ণতা দান করে প্রচার করেন। ২*বি.* আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ। [ইসলাম اسلام *আ.*]। **ইসলামিয়াত, ইসলামীয়াত**—*বি.* ইসলাম ধর্ম সম্পর্কীয় শাস্ত্র। [ইসলামিয়্যাত اسلامیات *আ.*]। **ইসলামী, ইসলামি**—*বিণ.* ইসলাম সম্পর্কীয়, ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত। [— + ঈ, ই ی *ফা.* প্র.)]।

ইসলাহ্‌—১*বি.* সংশোধন, সংস্কার। ২*বি.* বিশুদ্ধি। [ইসলাহ্‌ اصلاح *আ.*]।

ইসা—দ্র. ঈসা।

ইসাদি—দ্র. ইশাদি।

ইসামসি—দ্র. ঈসা মসীহ্‌।

ইসারা—দ্র. ইশারা।

ইস্‌মে আজম, এছমে আজম, এস্‌মে আজম—*বি.* মহান নাম যা পাঠ করলে অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা যায় (এছমে আজম তুমি পড় তিন বার, এখন বুঝিয়া নির্বে কুদরত আল্লার—হামজা; এস্‌মে আজম এনে

মৃত মুসলিমে তুই কর সজীব—নজরুল)। [ইসম-ই-আ'যম اسم। اعظم। আ.]।

ইস্তক, ইস্তেক—*অব্য.* পর্যন্ত, অবধি (মা-ঠাকরুণ বেহেস্ত পাওয়া ইস্তক—পরশু; ইস্তেক কোট পাতলুনে একাধিক চামড়ার তালি—মুজতবা)। [ইস্তক استك। উ.]। **ইস্তকনাগাদ, ইস্তকলাগাৎ, ইস্ত-নাগাদ**—*ক্রি.বিণ.* বরাবর, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, আগাগোড়া (বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তক-নাগাদ নাকি আমরা ঐ দাসী বৃত্তিই করে আসছি—নজরুল; মানুষেরা ঠিক ওই কথাই তোমাকে বলছে ইস্ত-নাগাদ—অবনীন্দ্র)। (—+ লেগায়ত لغايت আ.]।

ইস্তফা, ইস্তিফা, ইস্তাফা, এস্তফা, এস্তেফা— *বি.* কর্মত্যাগ, জবাব, চাকুরি ইত্যাদি পরিত্যাগ (কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে—মুজতবা)। [ইস্তি'ফা, ইস্তি'ফাউন استعفا، استعفاء আ.]।

ইস্তাহার—দ্র. **ইশ্‌তাহার**।

ইস্তিকবাল—দ্র. **ইস্তেকবাল**।

ইস্তিখারা—দ্র. **এস্তেখারা**।

ইস্তিগফার—*বি.* আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা। [ইস্তিগ্‌ফার استغفار। আ.]।

ইস্তিঞ্জা—দ্র. **এস্তেঞ্জা**।

ইস্তিফা—দ্র. **ইস্তফা**।

ইস্তিমাল—দ্র. **এস্তেমাল**।

ইস্তিলাহ্, এস্তেলাহ্—*বি.* পারিভাষিক শব্দ। [ইস্‌ত্বিলাহ্ اصطلاح। আ., ব.ব. اصطلاحات]। **ইস্তিলাহী**—*বিণ.* পারিভাষিক। [ইস্‌ত্বিলাহী اصطلاحى আ.]।

ইস্তিহার—দ্র. **ইশ্‌তাহার**।

ইস্তেক—দ্র. **ইস্তক**।

ইস্তেকবাল, ইস্তিকবাল, এস্তেকবাল—*বি.* অভ্যর্থনা, অভিনন্দন (গেস্ট অব-অনারের ইস্তেকবালের জন্য ইন্তেজার করিতেছেন— মনসুর)। [ইস্তিক্বাল استقبال। আ.]।

ইস্তেমাল—দ্র. **এস্তেমাল**।

ইস্তেহার—দ্র. **ইশ্‌তাহার**।

ইস্রাফিল—দ্র. **ইসরাফিল**।

ইহানত—*বি.* ঘৃণা, তাচ্ছিল্য। [ইহানত্ اهانت। আ.]।

ইহুদি, ইহুদী—১*বি.* হিব্রু, প্রাচীন জুডিয়া দেশের লোক। ২*বি.* প্রাচীন ধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ, Jew। [য়হূদী يهودى আ.]

ইহ্‌তিলাম—দ্র. **এহ্‌তেলাম**।

ইহ্‌রাম—দ্র. **এহ্‌রাম**।

ইহ্‌সান—দ্র. **এহ্‌সান**।

ঈ

ঈদ, ইদ—১*বি.* মুসলমানদের বিখ্যাত পর্বদ্বয় বিশেষ—ঈদুজ্জোহা ও ঈদুল-

ফিৎর (ও মন, রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ— নজরুল)। ২*বি.* খুশি উৎসব। ['ঈদ عيد *আ.*]। **ঈদ-গা, ঈদগাহ্‌, ইদগাহ্‌**—*বি.* যেস্থানে একত্র হয়ে ঈদের নামাজ পড়া হয় (আজ পড়বি রে মন ঈদের নামাজ সেই সে ঈদগাহে—নজরুল)। [— گاه *ফা.*]।

ঈদুল আজ্‌হা, ঈদুলজোহা, ঈদ-জ্জোহা, ইদুজ্জোহা, ঈদু-জ্জোহা—*বি.* জুলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে কোরবানী উৎসব (ঈদজ্জোহার তক্‌বির শোন ঈদগাহে—নজরুল)। ['ঈদুল-আয্‌হা عيد الاضحى *আ.*]।

ঈদুলফিতর, ইদুলফিতর—*বি.* শওয়াল চাঁদের প্রথম তারিখে রমজানের রোজাভঙ্গের উৎসব। ['ঈদুলফিত্বর عيد الفطر *আ.*]।

ঈমান—দ্র. **ইমান**।

ঈশ্‌ক্‌—দ্র. **এশ্‌ক্‌**।

ঈশা—দ্র. **ঈসা**।

ঈসবী—দ্র. **ঈসা**।

ঈসা, ইসা, ঈশা—*বি.* আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী বিশেষ, যিশু (চলে গেল 'ঈসা', মুসা ও দাউদ—নজরুল)। ['ঈসা عيسى *আ.*]। **ঈসায়ী, ঈসবী, ইসবী**—১ *বিণ.* খ্রীস্টীয় (ঈসায়ী, ইসবী সন)। ২*বিণ.* যিশুর মতাবলম্বী। ['ঈসবী عيسوى *আ.*]।

ঈসামসি—দ্র. **ঈসা মসীহ্‌**।

ঈসা মসীহ্‌, ঈসামসি, ইসামসি—১*বি.* ঈসানবী, যিশু খ্রীস্ট। ২*বি.* (আল.) আসল বিষয়, মূলকথা (শেষে ইসামসিতে সমাপ্তি—অর্থাৎ বাবুর বংশরক্ষার দুর্ভাবনা—কেদার)। [*আ.* — + মসীহ্‌ مسيح *আ.*]।

ঈসায়ী—দ্র. **ঈসা**।

উ

উকালত, উকালতনামা, উকিলতি—দ্র. **ওকালত**।

উকিল, উকীল—১*বি.* আইন ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবী। ২*বি.* প্রতিনিধি, মুখ-পাত্র। ৩*বি.* মুসলমানদের বিবাহে যে ব্যক্তি কনের সম্মতি নিয়ে বরকে জানায় (উকিল বাপ; সে আমার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হইয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়া আসিল —মশার্‌রফ)। [ওয়াকীল وكيل *আ.*]। **উকিলনামা**—দ্র. **ওকালত**। **উকিলী**—*বিণ.* উকিলসুলভ (উকিলী বুদ্ধি)। [— + ঈ *বাং.*]।

উছিলা—দ্র. **অসিলা**।

উজবক, উজবুক, উজবুগ, উজবগ, আজবক, অজবুক— ১*বিণ.* আহাম্মক, মূর্খ (কোত্থেকে উজ-বুকটা এলোরে—শা. হক)। ২*বিণ.*

অশিক্ষিত। ৩*বি.* উজবেগ, তাতার জাতি বিশেষ। [উয্‌বক্ اُزبک। তু.]।

উজরত—*বি.* পারিশ্রমিক, বেতন। [উজ্‌রত্ اجرة *আ.*]।

উজির, উজীর, উযীর ওজির, ওযীর —*বি.* মন্ত্রী, অমাত্য (আমি যদি বাদশাহ্ হইব তবে তোমার দিগকে ওজির করিব—রামরাম)। [ওয়াযীর وزیر *আ.*]। **উজীরে আজম, উযীরে আযম**—*বি.* প্রধানমন্ত্রী। [— + আ'যম اعظم। *আ.*]। **উযীরে-আলা**— *বি.* মুখ্যমন্ত্রী। [— + আ'লা اعلی। *আ.*]। **উজিরি, উজীরি, উজিরালী, উজীরালি**—*বি.* মন্ত্রিত্ব (উজিরি করা আর মন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া আর কোন্ কাজ করা আমার দ্বারা হবে না—অবনীন্দ্র)। [— + ই আলী, আলি *বাং.* প্র.]। **উজিরজাদা, ওজিরজাদা** —*বি.* মন্ত্রিপুত্র (ওজিরজাদা বড়ই অনুগ্রহ করেন তাঁহাকে—রামরাম)। [— + যাদহ্ زاده *ফা.*]। স্ত্রী. **উজির-জাদী**।

উমদা, উম্‌দা, ওমদা—১*বিণ.* উত্তম, উৎকৃষ্ট (সৈয়দ সাহেব একখানা বহুৎ উম্‌দা গল্প পেশ করেছেন—মুজতবা)। ২*বিণ.* মনোহর। ৩*বিণ.* উপাদেয় (কেমন যেন একটু আলাদা, কিন্তু খেতে উম্‌দা—মুজতবা)। [উম্‌দহ্ عمده *আ.*]।

উমর—দ্র. **ওমর**।

উমরা১, **উমরাহ্**—দ্র. **ওমরা**।

উমরা২— ১*বি.* হজ্জের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ২*বি.* জিয়ারত। [উম্‌রঃ عمرة *আ.*]।

উম্মিদ, উম্মীদ—দ্র. **উম্মেদ**।

উমেদ, ওমেদ, উম্মেদ, উম্মিদ, উম্মীদ, উম্মীদ—১*বি.* আশা, আকাঙ্ক্ষা (অব দাওয়াৎ কবুল করবেন হুজরত হয় মনে উমীদ—নজরুল)। ২*বি.* প্রতীক্ষা, অপেক্ষা (যে সকল লোক কর্মের ওমেদে থাকে—ভবানী)। ৩*বি.* প্রার্থনা। [উম্মীদ امید।

আ.]।

উমেদার, ওমেদার, ওমেদওয়ার, উম্মেদওয়ার, উম্মীদওয়ার— ১*বিণ.* প্রত্যাশী, প্রার্থী। ২*বিণ.* চাকুরী-প্রার্থী, কর্ম-প্রত্যাশী (ওমেদার ব্যক্তি সুপারিশ আনিবামাত্র—ভবানী; হোম সাহেবকে তেমনি ওমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে—বঙ্কিম)। ৩*বি.* মোসাহেব, স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের মনস্তুষ্টি সম্পাদনকারী ব্যক্তি (প্রকাশ বড় মানুষের কতকগুলি উমেদার ছিলেন— বিদ্যা)। [উম্মীদ্‌ওয়ার امیدوار *ফা.*]। **উমেদারি, উমেদারী, ওমেদারি**—১*বি.* চাকুরি প্রার্থনা, চাকুরির আশায় অন্যের নিকট ঘোরাঘুরি (অফিসে কর্মের উমেদারিতে বাহির হইতে হইল—রবীন্দ্র)। ২*বি.* মোসাহেবি (তাঁহারাই চিরকাল ওমেদারি করিয়া থাকে—ভবানী)। [— + ই, ঈ *বাং.*]।

উম্মত— ১*বি.* শিষ্য, অনুচর (নিখিল ব্যথিত উম্মত লাগি এখনো তোমার

অশ্রু ঝরে—শিরাজী)। ২*বি.* জাতি। [উম্মত امة *আ.*]।

উম্মীদ—দ্র. উমেদ।

উম্মীদওয়ার—দ্র. উমেদার।

উম্মেদ—দ্র. উমেদ।

উম্মেদওয়ার—দ্র. উমেদার।

উযীর—দ্র. উজির।

উযু—দ্র. অজু।

উরস, ওরস—*বি.* অলী দরবেশের মৃত্যুবার্ষিকী এবং সেই উপলক্ষে দোয়া ও যিয়াফত। [উরস্ عرس *আ.*]। **উরস্-শরীফ**—*বি.* অলী-দরবেশের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁদের সমাধিস্থলে পবিত্র অনুষ্ঠান বিশেষ (পীরের মাজারে অনুষ্ঠিত উরস শরীফ...)। [— + شريف *আ.*]।

উরুমাল, উরমাল—*বি.* রুমাল, মুখ ইত্যাদি মুছবার জন্য বস্ত্রখণ্ড বিশেষ (ধায় পাইক চাপ ঢাল, ঢালে বান্ধে উরুমাল—কঙ্কণ)। [রূমাল رومال *ফা.*]।

উর্দি, উর্দ্দি, উর্দী, উর্দ্দী—*বি.* কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক, uniform (... তাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে খানা ছেড়ে উর্দি চড়ালে—মুজতবা)। [ওয়ারদী وردی *তু.*]।

উর্দু, উর্দূ, উর্দ্দূ—১*বি.* আরবী ফার্সী শব্দবহুল এবং ফার্সী লিপিতে লিখিত হিন্দীভাষা। ২*বি.* পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। [উর্দূ اردو *তু.*]। **উর্দূনবীশ**—*বি.* যে উর্দুভাষায় লেখাপড়া জানে। [— + নবীস্ نويس *ফা.*]। **উর্দুওয়ালা**—*বিণ.* উর্দূভাষী, উর্দূভাষা বলে এমন (পশ্চিমের কোন উর্দুওয়ালা বিবিকে ... —অচিন্ত্য)। [— + والا *হি.*]। **উর্দূ বাজার**—*বি.* সৈন্যশিবিরের সংলগ্ন বাজার। [— বাজার بازار *ফা.*)।

উর্দী—দ্র. উর্দি।

উলফত, উলফৎ, ওলফৎ—*বি.* বন্ধুত্ব, প্রেম, অনুরাগ, আসক্তি। [উলফত্ الفت *আ.*]।

উলমা—দ্র. উলামা।

উলা—*বিণ.* প্রথম, সর্বোচ্চ। [উলা اولی (সর্বোচ্চ) *আ.*]। **উলাজমাত, জামাতে উলা**—*বি.* প্রথমশ্রেণী। ২*বি.* পুরাতন নিয়মে মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণী যা প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলির দ্বাদশ শ্রেণীর তুল্য। [— + জমা'অত্ جماعت *আ.*]।

উলামা, উলমা, ওলামা, ওলমা—*বি.* ইসলামী শাস্ত্রবিদগণ, আলিম সম্প্রদায় (আলিম ওলমা নাহি করেন্ত আদর—আলাওল)। ['উলামা' علماء *আ.*]। **উলামায়ে কেরাম, ওলামায়ে কেরাম**—*বি.* সম্মানিত ইসলামী শাস্ত্রবিদগণ (ওলামায়ে কেরামকে সম্মান করা ইসলাম তথা তার রসুলকে সম্মান করা—নজিবর)। [— + কিরাম كرام *আ.*, করীম كريم এর ব.ব.]।

উশুল—দ্র. উসূল[১]।

উসুল[1], **উশুল**—১*বি.* আদায় (তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উসুল হতো—কালী সিং)। ২*বি.* জমা (প্রজারা বলে আমরা খাজনা দিতেছি, নায়েব উসুল দেয়না— বঙ্কিম)। [ওয়াসূল وصول *আ.*]।

উসুল[2], **উসূল**— *বি.* মূলনীতিসমূহ। [এক. اصل আসল; উসূল اصول *আ.*]।

উস্তাগর—দ্র. ওস্তাগর।

উস্তাদী—দ্র. ওস্তাদ।

উস্তোয়ার—দ্র. ওস্তওয়ার।

ঊ

ঊর্দী—দ্র. উর্দি।

ঊর্দূ—দ্র. উর্দু।

এ

এওজ, এওয, এউজ, এওয়াজ, এয়োজ— ১*বি.* বদল, বিনিময়, পরিবর্ত। ২*বি.* প্রতিনিধি। ['ইওয়ায عوض *আ.*]। *ক্রি.,বিণ.*—এওযে। **এওজ-বদল, এওজ-তরাজ** —*বি.* পরস্পর বিনিময়। [— *আ.* + বদল بدل *আ.*, — তরাযূ ترازو *ফা.*]। **এওজী, এউজি, এউজী, এওয়াজি, এওয়াজী**—*বিণ.* বিনিময়ে বা পরিবর্তে প্রাপ্ত (এওজী জমি)। [— + ই, ঈ *বাং.*]।

একতর—*ক্রি.,বিণ.* একপ্রকার, এক-রকম, একধরনের। [*হি.* এক + ত্বরহ্ অথবা য়ক্ یک *ফা.* + ত্বরহ্ طرح *আ.*]। **একতরফ**— *বি.* একপক্ষ, একদিক, একপার্শ্ব। [—*ফা.* + ত্বরফ্ طرف আ]। **একতর্‌ফা**—*বি. বিণ.* শুধু একপক্ষ বিবেচনা করে কৃত বা মীমাংসিত, একপক্ষের অনুকূলে বা প্রতিকূলে (ও রকম একতরফা ডিগ্রি দেওয়ার নাম বিচার নয়—প্রমথ)। [—ত্বরফঃ طرفه *ফা.*]। **একদম** —১*বিণ.* পুরাপুরি, সম্পূর্ণ, অত্যন্ত (সুর একদম করুণ—কেদার)। ২*ক্রি.বিণ.* মোটেই, একেবারেই, আদৌ (একদম জানে না)। ৩*বি.* এক নিঃশ্বাস। [— + দম دم *ফা.*]। **একদিল**—*বিণ.* সমমনোভাব বিশিষ্ট, অভেদাত্মা। [—দিল دل *ফা.*]। **এক-বার**—*ক্রি.বিণ.* একসময় (একবার যখন তার জ্বর হয়েছিল)। [— + বার بار *ফা.*]।

একতেদা— *বি.* ইমামের অনুসরণ, পশ্চাদ-গমন। [ইক্বতিদা اقتدا *আ.*]।

একরাম, ইকরাম—*বি.* শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভদ্রতা, সম্মান প্রদর্শন (এনাম একরাম তুমি কি দিবে আমায়— হামজা; তাহাকে ইনাম একরাম দিয়া—রামরাম)। [ইক্‌রাম اكرام *আ.*]।

এক্‌রার, ইকরার—১*বি.* স্বীকার, কবুল (সকল ডাকাইত একরার করিলেন—বঙ্কিম)। ২*বি.* প্রতিজ্ঞা, শপথ। ৩*বি.* চুক্তি। [ইক্‌রার اقرار *আ.*]। **একরার নামা, ইকরার নামা**—১*বি.* চুক্তিপত্র, অঙ্গীকারপত্র (সমাজের ইকরারনামায় কস্মিন-কালে বাঁধা হয়নিকো তাই বাসা—বিষ্ণু)। ২*বি.* প্রতিজ্ঞাপত্র, হলফ-নামা, শপথনামা। [— + নামহ্‌ نامه *ফা.*]।

একরোখা—*বিণ.* দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ হয় এমন, একগুঁয়ে। [য়ক্‌ يك *ফা.* + রুখ رخ *ফা.*]।

একলপ্ত— *বিণ.* লাগালাগি, সংলগ্ন, সংযুক্ত, অখণ্ড (মাটি কিন্তু একলপ্ত ভাবে নেই, খণ্ড খণ্ড ভাবে আছে—প্রমথ)। [য়ক্‌লখ্‌ত يك لخت *ফা.*]।

একশা, একসা— ১*বিণ.* একসঙ্গে মিলিত, একত্র (ঠাকুর-কুকুর একসা করে নড়িয়ে দিলে সে ভিত্তি—সত্যেন্দ্র)। ২*বিণ.* মিশ্রিত, একাকার। [য়ক্‌সাঁ يكسان *ফা.*]।

একসা—দ্র. **একশা**।

একাট্টা, এককাট্টা—১*বিণ.* একজোট, দলবদ্ধ, সংহত (সেই জমিদার মহাজনরাই যখনি একাট্টা হইয়া পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করেন—মনসুর)। ২*বিণ.* একস্থানে জড়, সমবেত। [একাঠ্ঠা اكٹھا *হি.*]।

একাব্বরী—দ্র. **আকবরী**।

একামত—দ্র. **আকামত**।

একিদা—দ্র. **আকিদা**।

একিন, একীন—*বি.* স্থির বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয় (আমার ওপর তোমার একিন নাই— ইমদাদ)। [য়ক্বীন يقين *আ.*]।

একিনী, একীনী—*বিণ.* নিশ্চিত, দৃঢ়। [য়ক্বীনী يقينى *আ.*]।

এক্কা, এক্‌কা—*বি.* দুই চাকাবিশিষ্ট এক ঘোড়ার গাড়ি (যেই স্থানে দলে দলে মোসলেম নিচয় শোভিত মসজিদে, পথে এক্কার উপরে—কায়কোবাদ)। [য়ক্কঃ يكه *হি.*]

এক্তিয়ার, এক্তেয়ার—দ্র. **এখতিয়ার**।

এখতিয়ার, ইখতিয়ার, এক্তিয়ার, এক্তেয়ার—*বি.* অধিকার, ক্ষমতা (রাজা বর্তমান থাকতে নিজের হাতে বিচার ভার লওয়ার কোনো এক্তেয়ার কারো নাই—মশার্‌রফ)। [ইখ্‌তিয়ার اختيار *আ.*]।

এখতেলাফ, ইখতিলাফ—*বি.* পার্থক্য, অনৈক্য, মতভেদ। [ইখ্‌তিলাফ اختلاف *আ.*]।

এগানা—*বি.* আত্মীয়, স্বজন, আপন (গরীবকে এরা বড়ই হেকারত করেন—তা সে এগানাই হোক্‌ আর বেগানাই হোক—ইমদাদ)। [য়গানহ্‌ يگانه *ফা.*]। **এগানা-বেগানা**—১*বি.* আত্মীয়-অনাত্মীয়। ২*বি.*

আপনপর। [— বেগানহ্ بیگانه ফা.]।

এছবাত—*বি.* স্বীকৃতি জ্ঞাপন (সে নফি হইতে এছবাতে পৌছিতে পারিবে—আহসানউল্লাহ্)। [ইস্‌বাত اثبات আ.]

এছমে আজম—দ্র. ইসমে আযম।

এছলাম—দ্র. ইসলাম।

এজমা, ইজমা—১*বি.* ইসলামী শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'সর্বসম্মত মত'। ২*বি.* মতৈক্য। [ইজ্‌মা' اجماع আ.]।

এজমালি, ইজমালি, ইজমালী—*বিণ.* যৌথ, সাধারণ, একাধিক জনের অধিকারভুক্ত (সাজ্‌রে আমুক নামুক দেয়া, দুস্ক্‌ ত ইজমালি—নজরুল)। [ইজ্‌মালীয় اجمالی আ.]।

এজলা—*বি.*, *বিণ.*, নীচ, ইতর, দুষ্ট। [রযীল رذیل আ.]।

এজলাস, ইজলাস—*বি.* বিচারাসন, বিচারালয় (হাকিমের ইজলাস পর্যন্ত যায় নাই— মশাররফ)। [ইজ্‌লাস اجلاس আ.]।

এজহার—দ্র. এজাহার।

এজাজত, ইজাজত—*বি.* অনুমতি, সম্মতি [ইজাযত اجازت আ.]।

এজাজত নামা—*বি.* অনুমতিপত্র, ছাড়পত্র, Permit, licence. [— + নামহ্ نامه ফা.]।

এজাহার, এজহার, এজেহার, ইজহার, ইজাহার—*বি.* কোন ফৌজদারী ঘটনা সম্পর্কে থানায় প্রদত্ত বিবৃতি (বলুন, আপনার এজাহার কি?—মশাররফ)। [ইযহার اظهار আ.]।

এজিন—দ্র. এজেন।

এজিননামা—দ্র. ইজননামা।

এজেন, এজিন—*বি.* মুসলমানের বিবাহে পাত্রীর প্রদত্ত সম্মতি বা অনুমতি (বিয়ে পড়াবার কালে দুলহিনের এজেন নেওয়া ছিল এক মস্ত কঠিন ব্যাপার—ইব্রাহীম)। [ইয্‌ন اذن আ.]।

এজেহার—দ্র. এজাহার।

এতবার^১, এৎবার—দ্র. এতেবার।

এতবার^২, এতোয়ার—*বি.* রবিবার [এত্‌ওয়ার اتوار হি.]।

এতলা—দ্র. এত্তেলা।

এতালা—দ্র. এত্তেলা।

এতিম, এতীম— ১*বি.* মাতাপিতাহীন বালকবালিকা (নিঃস্ব ও এতিম হইলে— বরকত)। ২*বিণ.* অনাথ, অসহায়। [য়তীম یتیم আ.]।

এতিমখানা— *বি.* অনাথ আশ্রম, Orphanage. [— খানহ্ خانه ফা.]।

এতেকাদ, ইতিকাদ—*বি.* বিশ্বাস, প্রত্যয়, ভক্তি। [ই'তিক্বাদ اعتقاد আ.]।

এতেকাফ, এহ্‌তেকাফ, ইতিকাফ—*বি.* ইবাদতের উদ্দেশ্যে রমজান মাসের শেষ ভাগে নির্দিষ্ট কালের জন্য মসজিদে অবস্থিতি (সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ সাধনের জন্য এহ্‌তেকাফে বসিয়াছেন— মনসুর)। [ই'তিকাফ اعتکاف আ.]।

এতেবার, এৎবার, এতবার¹, ইতিবার—১*বি.* বিশ্বাস, প্রত্যয় (এই লোকটাই যে অত বড় নামজাদা সর্দার এৎবার হয়না—মুনসুর)। ২*বি.* নির্ভর, ভরসা, আস্থা (হাতেম কহেন আমি না করি এত্তবার—হামজা)। ৩*বি.* বিবেচনা, সমাদর। [ই'তিবার اعتبار *আ.*]।

এতেলা—দ্র. এত্তেলা।

এতেরাজ, ইতিরাজ—১*বি.* আপত্তি। ২*বি.* বিরোধিতা। ৩*বি.* সমালোচনা। [ই'তিরায اعتراض *আ.*]।

এত্তলা—দ্র. এত্তেলা।

এত্তাহাম—*বি.* অমূলক সন্দেহ, ভিত্তিহীন দোষারোপ, মিথ্যা অভিযোগ (ঠক চাচা এত্তাহামে গেরেপ্তার হইয়াছে—টেকচাঁদ)। [ইত্তিহাম اتهام *আ.*]।

এত্তেফাক—দ্র. ইত্তেফাক।

এত্তেলা, এত্তলা, এতলা, এত্তালা, এতেলা, ইত্তিলা—*বি.* সংবাদ, খবর, নোটিস (এই সময়ে সাহেবের এত্তেলা পেয়ে বলাই মনে মনে একটু বিরক্তই হয়—জাফর; হুজুরতক এ-বিষয় এত্তেলা করেনা—রামরাম; হাসিয়া তাহার এজাজত নিয়ে প্রথম এত্তালা করিল—রজনী)। [ইত্তিলা' اطلاع *আ.*]। **এত্তেলা নামা**—*বি.* সমন, বিজ্ঞাপন, লিপিবদ্ধ বর্ণনা। [—+ নামহ্ نامه *ফা.*]।

এত্তেহাদ—দ্র. ইত্তেহাদ।

এদ্দাৎ—দ্র. ইদ্দত।

এন্‌কার—দ্র. ইনকার।

এনকেলাব—দ্র. ইনকিলাব।

এনসান, এনসানিয়াত—দ্র. ইনসান।

এনসাফ—দ্র. ইনসাফ।

এনাম, এনামবক্সিস—দ্র. ইনাম।

এনায়েত, ইনায়েত—*বি.* অনুগ্রহ, দান। [ইনায়ত عنايت *আ.*]।

এন্তাকাল—দ্র. এন্তেকাল।

এন্তাজার, এন্তাজারি — দ্র. এন্তেজার।

এন্তেকাল, এন্তাকাল, ইন্‌তিকাল, ইন্তেকাল—*বি.* মৃত্যু। [ইন্‌তিক্বাল انتقال *আ.*]।

এন্তেখাব, ইন্তেখাব—*বি.* নির্বাচন। [ইন্‌তিখাব انتخاب *আ.*]।

এন্তেজার, এন্তেজারি, এন্তাজার, এন্তাজারি, ইন্তেজার, ইন্তেজারি—*বি.* প্রতীক্ষা, আগ্রহের সহিত অপেক্ষা (এন্তেজারি ভাল লাগেনা—মুনীর; কিছুক্ষণ ইন্তেজার করিয়া বিবিসাহেব চেয়ারের পিছনে আসিলেন—মুনসুর)। [ইন্‌তিযার انتظار *আ.*]।

এন্তেহা, ইন্‌তিহা, ইন্তিহা, ইন্তেহা—*বি.* অন্ত, সীমা, শেষ। [ইন্‌তিহা' انتها *আ.*]।

এফতার, এফতারি—দ্র. ইফতার।

এবতেদা—দ্র. ইবতিদা।

এব্‌নে—দ্র. ইব্‌ন।

এবরা—১*বি.* অব্যাহতি, রেহাই, মুক্তি, দেনা থেকে অব্যাহতি। ২*বি.* অগ্রাহ্য, নামঞ্জুর, বাতিল (আদালত তাহার সাক্ষীকে এবরা করেছেন)। [ইব্‌রা' ابراء *আ.*]।

এবাদত, এবাদৎ, ইবাদত, ইবাদৎ —*বি.* উপাসনা, প্রার্থনা (যদি বা আলিমে করে অল্প এবাদত— আলাওল; তোর জনম যাবে বিফল যে ভাই, এই এবাদত বিনা রে— নজরুল)। [ইবাদত عبادت *আ.*]। **এবাদত খানা**— ১*বি.* (ফতেপুর সিক্রিতে) আকবরের বিখ্যাত ধর্ম-চর্চার আসর। ২*বি.* উপাসনালয়। [— খানহ্ خانه *ফা.*]। **এবাদত-গাহ্**—*বি.* উপাসনার স্থান, মসজিদ। [— গাহ্ گاه *ফা.*]। **এবাদত-বন্দেগী, ইবাদত-বন্দেগী**— *বি.* উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা (খোদা-তালার এবাদত-বন্দেগী করে আইউব পরম শান্তিতে বাস কচ্ছিলেন— ফজলল)। [— بندگی *ফা.*]।

এবারত, এবারৎ, ইবারত, ইবারৎ— ১*বি.* রচনারীতি, বাগধারা (... এবারত দেখে লিখার ভাবভঙ্গী চিন্তে পার কার লেখা ? — মশার্‌রফ)। ২*বি.* মুসাবিদা, খসড়া (কুড়রামের এবারত ভারি দোরস্থ —দীনবন্ধু)। ৩*বি.* রচনা, বিবরণ (এবারত লেইখ্যা যত কুচ্ছা যে করিল—মৈ.গী.)। [ইবারত্ عبارت *আ.*]।

এমতানাই, এমতেনাই— *বি.* নিষেধ, injunction। [ইম্‌তিনা' امتناع। *আ.*]।

এমতেহান, ইমতিহান, ইমতেহান —*বি.* পরীক্ষা (এম্‌তেহান লওয়ার সুযোগ কারো হয় নাই—মনসুর)। [ইম্‌তিহান امتحان। *আ.*]।

এমাম, এমামতি, এমামত্ব— দ্র. ইমাম।

এমারত—দ্র. ইমারত।

এয়াকুত—দ্র. ইয়াকুত।

এয়াজুজ—দ্র. ইয়াজুজ মাজুজ।

এয়ার, এয়ারবক্সি, এয়ারবন্ধু— দ্র. ইয়ার।

এরশাদ, ইরশাদ—*বি.* আদেশ, নির্দেশ (এরশাদ ফরমাইলেন— মনসুর)। [ইর্‌শাদ ارشاد। *আ.*]।

এরাদা, ইরাদা, এরাদ্দা —*বি.* সংকল্প, অভিপ্রায়, ইচ্ছা (তা কি করবেন, এরাদা করেছেন—ইমদাদ)। [ইরাদহ্ اراده। *আ.*]।

এরেম—*বি.* স্বর্গোদ্যান (এরেম উদ্যানে যথা আনন্দে মাতিয়া— শিরাজী)। [ইরম্ ارم। *আ.*]।

এলজাম, এলযাম, ইলজাম, ইলযাম —*বি.* অপবাদ, অভিযোগ, দোষারোপ (তাকে স্বার্থপরতার এল্‌জাম দিল— মনসুর)। [ইল্‌যাম الزام। *আ.*]।

এলম্—দ্র. এলেম।

এলযাম—দ্র. এলজাম।

এলহান, ইলহান—*বি.* কণ্ঠস্বর, সুর (গাহে বুলবুল খোশএল্‌হান— নজরুল)। [ইল্‌হান্ الحان। *আ.*]।

এলহাম, ইলহাম—*বি.* ঐশী প্রেরণা, প্রত্যাদেশ (খোদার দরবার থেকে এলহামের অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন— মনসুর)। [ইল্‌হাম الهام। *আ.*]।

এলাকা, এলেকা, ইলাকা— ১*বি.* অঞ্চল, প্রদেশ (যে-সকল জেলে ভিন্ন এলেকার তাহাদের আর দেখা পাওয়া

যায়না— রবীন্দ্র)। ২*বি.* সম্পর্ক, সংস্রব, সম্বন্ধ। ৩*বি.* সীমা (পানের ছোপ তেম্নি চলে এসেছে গালের এলেকায়—অচিন্ত্য)। ৪*বি.* দখল। [ইলাক্বঃ علاقه *আ.*]।

এলাজ— ১*বি.* চিকিৎসা, আরোগ্য (আমার রোগের এলাজ কর পিইয়ে দাওয়াই লাল সুরা—নজরুল)। ২*বি.* প্রতিষেধক ওষুধ (এলাজ বান্ধিল তার ঘায়ের উপরে—হামজা)। ৩*বি.* শাসন (লেড়কা ভাল হবে —নরম হবে। বেতমিজ ও বজ্জাত হলে, এলাজ দেওয়া মোনাসেব—টেক-চাঁদ)। [ইলাজ علاج *আ.*]।

এলান—*বি.* বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা। [ই'লান اعلان *আ.*]।

এলাহি, এলাহী, ইলাহি— ১*বি.* আল্লাহ্, খোদা, ঈশ্বর (ইলাহিরে অস্তুতি কহিলা বহুতর—সুলতান)। ২বিণ বিরাট, বৃহৎ (এলাহি কাণ্ড কারখানা)। [ইলাহী الهى *আ.*]। **এলাহিকাণ্ড, এলাহি-কারখানা, এলাহি ব্যাপার**—*বি.* বিরাট ব্যাপার, মহাধূমধাম (এইতো এলাহি ব্যাপার —মনোজ)। **এলাহি গজ**— *বি.* সম্রাট্ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত ৪১ অঙ্গুলি বা ৩৩ ইঞ্চি পরিমিত গজ। [—গয্ گز *ফা.*]। **এলাহি জায়গা** —*বি.* সুবিস্তৃত স্থান, বিস্তীর্ণ জায়গা (নিষিদ্ধ শহরের ভেতরে এক এলাহি জায়গা—মনোজ)। [—জগাহ্ جگه *হি.*]। **এলাহি সন**— *বি.* সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সাল। [— সনহ্ سنه *আ.*]। **দীন-ই-এলাহী** —*বি.* আকবর প্রবর্তিত একেশ্বর-বাদ। [— دين *আ.*]।

এলেকা—দ্র. **এলাকা**।

এলেম, এলম্, ইল্ম্, ইলিম—*বি.* বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান (আপনি এত কম এলেম নিয়ে—ওহীদ)। ['ইল্ম্ علم *আ.*]। **এলেমদার**— ১*বি.*, *বিণ.* বিদ্বান, জ্ঞানী, সুধী (পরে এ সেও, দেখা যাচ্ছে, অধিক এলেমদার —মনোজ)। ২*বি.* *বিণ.* অভিজ্ঞ, সুদক্ষ। [— دار *ফা.*]। **এলেমবাজ** —১*বিণ.* বিদ্বান, জ্ঞানী। ২*বিণ.* বুদ্ধি-মান, সুচতুর। ৩*বিণ.* বুদ্ধিমান, কার্য-কুশল। [— বায باز *ফা.*]। **এলমে-দীন**— *বি.* ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মশিক্ষা (এলমে-দীনের পরিবর্তে এল্মে দুনিয়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল—ইমদাদ)। [— دين *আ.*]। **এলমে দুনিয়া**— *বি.* ব্যবহারিক জ্ঞান, সাংসারিক শিক্ষা। [— দুন্য়া دنيا *আ.*]। **এল্মে লাদুন্নী (লাদুন্নি)**— *বি.* ঐশীজ্ঞান, স্বয়ম্ভু জ্ঞান (এলমে লাদুন্নির ফয়েয হাসেল করিয়াছি—মনসুর)। ['ইল্ম্-ই-লাদুন্নী علم لدنى *আ.*]। **তালিব-ই-ইল্ম**— *বি.* ছাত্র, বিদ্যার্থী। [— ত্বালিব طالب *আ.*]।

এশা, ইশা—১*বি.* রাত্রিকালীন ফরজ নামাজের সময়। ২*বি.* রাত্রিকালীন ফরজ নামাজ (এশার ওক্তে মসজিদে ওযে দেয় আজান—মোহিত)। ৩*বি.*

রাত্রির প্রথম যাম। ['ইশা' عشاء আ.]।

এশারা—দ্র. ইশারা।

এশ্‌ক্‌, ইশ্‌ক্‌, ঈশ্‌ক্‌, এস্ক, আশক, আসক—১*বি.* প্রেম, প্রণয় (এশক্ হাসেল করিয়া ফেলিল নাকি ? — মনসুর; আশকে আকুল হৈয়া করে হায় হায়—হামজা; পিরীতি আশকে সদাই থাকিব—চণ্ডী)। ২*বি.* আসক্তি, অনুরাগ (মোরা দুর্মদ, ভর-পুর মদ খাই ইশ্‌কের— নজরুল)। ['ইশ্‌ক্ব عشق আ.]। **এস্কে দেওয়ানা**—*বি.* প্রেমের পাগল (তিনি এস্কে দেওয়ানা বা প্রেমের পাগল নামক মারফতী গীতের পুঁথি লেখেন—মুর্তজা)। [— দীওয়ানহ্ دیوانه ফা.]।

এশ্‌তেহার—দ্র. ইশ্‌তাহার।

এস্‌তেখারা—দ্র. এস্তেখারা।

এসমে আজম—দ্র. ইস্‌মে আজম।

এস্ক—দ্র. এশ্‌ক্‌।

এস্তফা—দ্র. ইস্তফা।

এস্তাদা— *বি.* আয়োজন, বন্দোবস্ত (খাওয়াছ ভেজিয়া দেয় এস্তাদা করিতে —হামজা)। [ইস্‌তি'দাদ استعداد আ.]।

এস্তেকবাল—দ্র. ইস্তেকবাল।

এস্তেখারা, এস্‌তেখারা, ইস্তিখারা—*বি.* স্বপ্নের মাধ্যমে শুভাশুভ বিবেচনার পদ্ধতি বিশেষ (অল্পদিন পূর্বে এস্তেখারা করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন— মনসুর)। [ইস্‌তিখারহ্ استخاره আ.]।

এস্তেঞ্জা, ইস্তিঞ্জা— *বি.* মল-মূত্র ত্যাগান্তে পবিত্রতা লাভ। [ইস্তিন্‌জা' استنجاء আ.]।

এস্তেফা—দ্র. ইস্তফা।

এস্তেমাল, ইস্তিমাল, ইস্তেমাল্—১*বি.* ব্যবহার, প্রয়োগ (হাদিস কোরআনের বাহিরের এক আলফাযও এস্তেমাল করিতেন না— মনসুর)। ২*বি.* অনুশীলন, অভ্যাস। [ইস্‌তি'মাল استعمال আ.]।

এস্তেলাহ্—দ্র. ইস্তিলাহ্।

এস্তেহার—দ্র. ইশ্‌তাহার।

এহ্‌তেকাফ— দ্র. এতেকাফ।

এহ্‌তেলাম, ইহ্‌তিলাম— *বি.* স্বপ্নদোষ। [ইহ্‌তিলাম احتلام আ.]।

এহ্‌রাম, এহেরাম, ইহ্‌রাম— *বি.* হজ্জ ও উমরার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান (যত সব হাজিগণে তথা গিয়ে বান্দে এহেরাম—সুলতান)। [ইহ্‌রাম احرام আ.]।

এহ্‌সান, ইহ্‌সান—*বি.* উপকার, অনুগ্রহ (মানিব জেন্দেগী ভর তোমার এহ্‌সান)। [ইহ্‌সান احسان আ.]।

এহেরাম—দ্র. এহ্‌রাম।

ঐ

ঐস্লামিক—*বিণ.* ইসলাম সম্বন্ধীয় (ইহা কখনও ঐস্লামিক বিধিসম্মত নয়—

শিরাজী)। [ইসলাম اسلام আ. + ইক বাং.]।

ও

ওআদা—দ্র. ওয়াদা।

ওকালত, ওকালৎ, উকালত—১*বি.* উকিলের কাজ বা চাকরি। ২*বি.* ভারার্পণ, মনোনয়ন। [ওয়াকালত وكالت *আ.*]। **ওকালতনামা, উকালতনামা, উকিল নামা**—*বি.* উকিলের প্রতি ক্ষমতা অর্পণের পত্র, আমমোক্তার নামা, Power of attorney। [—নামহ্ نامه *ফা.*]। **ওকালতি, উকিলতি**–১*বি.* উকিলের পেশা। ২*বি.* বিশেষ পক্ষ সমর্থন। [— + ই *বাং.*]।

ওকিবহাল—দ্র. ওয়াকিফ।

ওকুফ, ওয়াকুফ—১*বি.* জ্ঞান, বুদ্ধি, (আক্কেল ওকুফ গেল হইল অজ্ঞান—গরীব)। ২*বি.* বিবেচনা। [ওয়াকু'ফ وقوف *আ.*]। **বেওকুফ, বেওয়াকুফ, বেকুব**—*বি.* বুদ্ধি বিবেচনাহীন ব্যক্তি (ফুল-বাগিচায় বুলবুলিরা উঠল গেয়ে, —হায়রে বেকুব—নজরুল)। [বে بے *ফা.* + — *আ.*]।

ওক্ত, ওক্‌ত, অক্ত, ওয়াক্ত—১*বি.* সময়, কাল (এই ত রে ভাই ওক্ত খুশীর—নজরুল)। ২*বি.* সুযোগ, উপযুক্ত সময় (কমবক্‌তি ওক্‌ত গেল তক্ত যাবে ফাঁক—হেম)। ৩*বি.* নির্দিষ্ট সময়—বিশেষত নামাজের সময় (পঞ্চ ওক্ত তুমি সবে নমাজ গুজারি—সুলতান)। [ওয়াক্ত وقت *আ.*]। **ওক্তিয়া, ওয়াক্তি, ওয়াক্তিয়া**—*বিণ.* নির্ধারিত সময়ের, নির্দিষ্ট ওক্তের (ওক্তিয়া নমাজ : মোরা যে পাঁচ ওয়াক্তি নমাজ করি—বঙ্কিম)। [ওয়াক্তিয়া, ওয়াক্তী وقتى، وقتيه]।

ওগএরহ্, ওগয়রহ—দ্র. ওগায়রাহ্।

ওগায়রাহ্, ওগএরহ, ওগয়রহ—*অব্য.* ইত্যাদি, প্রভৃতি, আর, অন্যান্য (বঙ্গদেশের যশহর ওগএরহের জমিদার — রামরাম)। [ওয়াগয়রঃ وغيره *আ.*]। **ওগায়রা-ওগায়রা**—*অব্য.* ইত্যাদি ইত্যাদি (ওগায়রা-ওগায়রা বয়ান করিলেন—মনসুর)। [দ্বিরুক্ত শব্দ]।

ওছি, ওছী—দ্র. অছি।

ওছিয়ত—দ্র. অসিয়ত।

ওছিলা—দ্র. অসিলা।

ওজন— ১*বি.* মাপ, তৌল। ২*বি.* গুরুত্ব। ৩*বি.* মর্যাদা (সেও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে—বঙ্কিম)। ৪*বি.* ক্ষমতা, শক্তি, সংগতি। [ওয়ায্‌ন وزن *আ.*]। **ওজনদার**— ১*বিণ.* ভারি ও পুরু (রীতিমতো ওজনদার পর্দায় ঘেরা—মনোজ)। ২*বিণ.* গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদা-শীল। [—দার دار *ফা.*]।

ওজর—১*বি.* আপত্তি (তোমার কোন ওজর শুনা যাইবেনা—টেকচাঁদ)। ২*বি.* মিথ্যা অজুহাত, ছল (কোনও ওজর না করিয়া সকল কর্মই সুন্দর-রূপে সম্পন্ন করিতেন—বিদ্যা)। ৩*বি.* কৈফিয়ৎ (কি থাকতে পারে তোর ওজর— নজরুল)। ['উয্‌র عذر *আ.*]।

ওজারত—*বি.* উজিরের পদ, মন্ত্রিত্ব। [ওয়াযারত্‌ وزارت *আ.*]।

ওজিফা—দ্র. **অজিফা**।

ওজির, ওজিরজাদা—দ্র. **উজির**।

ওজু—দ্র. **অজু**।

ওজুদ—১*বি.* দেহ (ভয়েতে ওজুদ কাঁপে —হামজা)। ২*বি.* অস্তিত্ব। [ওয়াজূদ وجود *আ.*]।

ওজুনামা, ওজুহ্‌নামা— *বি.* কার্যের অথবা মোকদ্দমার কারণ সংক্রান্ত কাগজপত্র। [ওয়াজূহ্‌ وجوه *আ.* + নামহ্‌ نامه *ফা.*]।

ওজুহাত—দ্র. **অজুহাত**।

ওজুহ্‌নামা—দ্র. **ওজুনামা**।

ওজেবাদ–*বি.* কিছু অংশ বিয়োগ করণ। [ওয়ায্‌' وضع *আ.* + *ফা.* তে 'ই' + ব'য্‌ بعض *আ.*]।

ওজ্জা—দ্র. **ওয্‌যা**।

ওফা—*বি.* অঙ্গীকার পূরণ, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য। [ওয়াফা وفا *আ.*]। **বেওফা**—*বিণ.* অবিশ্বস্ত, অঙ্গীকার পালন করে না এমন। [بے *ফা.* + —*আ.*]। **ওফাদার**—*বিণ.* অনুগত, বাধ্য, বশ, বিশ্বস্ত (বড় ওফাদার তেরা মকবেল সরদার— হামজা)। [— دار *ফা.*]। **ওফাদারি, ওফাদারী** —*বি.* আনুগত্য, বশ্যতা, বাধ্যতা, অঙ্গীকার পূরণ, বিশ্বস্ততা (আপনে বুঝি ওফাদারির ওয়াদাটা কৈরাই আসছেন ?—মনসুর)। [— + ই, ঈ *বাং.*]।

ওতন—দ্র. **ওয়াতন**।

ওবা—১*বি.* মহামারী, মড়ক। ২*বি.* কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি সংক্রামক রোগ। [ওয়াবা' وباء *আ.*]।

ওমদা—দ্র. **উমদা**।

ওমর, উমর—*বি.* বয়স (মোর ওমর বহুত হল—টেকচাঁদ)। ['উম্‌র عمر *আ.*]।

ওমরা, ওমরাহ্‌, উমরা[১]**, উমরাহ্‌**— ১*বি.* আমীরগণ, বাদশাহের অধীন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। ২*বি.* অভিজাতবর্গ, ক্ষমতাশালী ধনী সম্প্রদায়। [উমরা' امراء *আ.*; এক. আমীর امير]।

ওমেদ—দ্র. **উমেদ**।

ওমেদওয়ার—দ্র. **উমেদার**।

ওমেদার, ওমেদারি—দ্র. **উমেদার**।

ওম্বুরি—দ্র. **অম্বরি**।

ওয্‌যা, ওজ্জা—*বি.* পৌত্তলিক যুগের আরবের প্রসিদ্ধ আরাধ্যাদেবী (রোয়ে 'ওয্‌যা হোবল্‌' ইবলিস খারেজিন— নজরুল)। ['উয্‌যা عزّیٰ *আ.*]।

ওযীফা— দ্র. **অজিফা**।

ওযীর—দ্র. **উজির**।

ওযু—দ্র. **অজু**।

ওয়াকি-নবিশ— *বি.* ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধকারী ব্যক্তি, ঐতিহাসিক

[ওয়াক্বি'আহ্ واقعه আ. + নবীস نویس ফা.]।

ওয়াকিফ, ওয়াকেফ, ওয়াকিব, ওয়াকেব—*বিণ.* জ্ঞাত, বিদিত, কোন বিষয়ে সংবাদ বা জ্ঞানপ্রাপ্ত (যাইয়া বাদশার আগে হইনু ওয়াকিফ —হামজা; মোল্লা সাহেব ওয়াকিফ ছিলেন না যে, নিকট আত্মীয়েরই উকিল হওয়া বিধি—ওদুদ)। [ওয়াক্বিফ واقف আ.]। **ওয়াকিফ-হাল, ওয়াকেফ-হাল, ওকিবহাল** —*বিণ.* বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত বা অভিজ্ঞ (তেন্‌রা শীতের তক্‌লিফ বাবতে ওকিবহাল—মুজতবা)। [— حال আ.]।

ওয়াকুফ—দ্র. **ওকুফ**।

ওয়াকেফ, ওয়াকেব—দ্র. **ওয়াকিফ**।

ওয়াক্‌ফ্, অক্‌ফ—*বি.* ধর্ম বা পুণ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান, একপ্রকার উইল (ওয়াক্‌ফ করিয়া ইসলামের সেবায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন — বাহার)। [ওয়াক্বফ্ وقف আ.]। **ওয়াক্‌ফ্‌নামা**—*বি.* ধর্ম বা খোদার নামে প্রদত্ত দানপত্র বা দেবত্রের (দেবোত্তরের) দলিল। [— + নামহ্ نامه ফা.]।

ওয়াক্ত, ওয়াক্তি, ওয়াক্তিয়া— দ্র. **ওক্ত**।

ওয়াজ, ওয়ায—*বি.* ওয়াজ বা বক্তৃতা, ধর্মব্যাখ্যা, ধর্মপ্রচার (মেয়েদের জন্য ওয়াজ হইত—মনসুর)। [ওয়া'য وعظ আ.]। **ওয়ায়েজ, ওয়ায়েয** —*বিণ.* ধর্মীয় উপদেশদাতা বা ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তা (ওয়ায়েয মৌলবী সুধারামী সাহেব—মনসুর)। [واعظ আ.]।

ওয়াজিব, ওয়াজিবী—দ্র. **ওয়াজেব**।

ওয়াজেব, ওয়াজিব, ওয়াজিবী— ১*বিণ.* ন্যায্য, যুক্তিসংগত, ন্যায়সংগত (তুমি আজ বাবুরামকে খুব ওয়াজিব কথা বলিয়াছ—টেকচাঁদ; ওয়াজিবী কিস্মত দিয়া কিনে লিয়া যাই— হামজা)। ২*বিণ.* অবশ্য পালনীয় (ওয়াজিব নামাজ)। ৩*বিণ.* প্রয়োজনীয়, দরকারী। [ওয়াজিব واجب আ.]।

ওয়াতন, ওতন—*বি.* স্বদেশ, মাতৃভূমি, জন্মস্থান (ছেড়ে যেতে চাও তুমি কি কারণে নিজের ওয়াতন—ফররুখ)। [ওয়াত্বন وطن আ.]।

ওয়াদা, ওআদা—১*বি.* শপথ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি (ফেরত দেবে বলে আজকের মতো ওয়াদাও সে করেছিল —শা. হক)। ২*বি.* মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়। [ওয়া'দহ্ وعده আ.]। **ওয়াদাদার**— *বিণ.* অঙ্গীকারবদ্ধ, প্রতিশ্রুতি পালনকারী। [— دار ফা.]।

ওয়াপস্—*বি.* ফেরত, প্রত্যাবর্তন। [ওয়াপস্ واپس ফা.]।

ওয়ায, ওয়ায়েয—দ্র. **ওয়াজ**।

ওয়ার—*বি.* তরবারির আঘাত (পহেলা ওয়ার কর আমার উপরে—গরীব)। [ওয়ার وار উ.]।

ওয়ারক— দ্র. **ওরক**।

ওয়ারিশ, ওয়ারিস, ওয়ারেশ,

ওয়ারেস—*বি.* বংশধর, উত্তরাধিকারী (মইলে আমার ওয়ারিশ পাবে —ইজদানী)। [ওয়ারিস وارث *আ.*]। **ওয়ারিশান, ওয়ারিসান, ওয়ারেশিন, ওয়ারেশীন**— ১*বি.* বংশধরগণ উত্তরাধিকারীগণ। ২*বি.* পূজারী বা অনুসারীগণ (ভয়ে ভূমি চুমে লাতমানাতের ওয়ারেশীন—নজরুল)। [— + ان *ফা.* প্র. ব.ব.]।

ওয়ারেশ, ওয়ারেশিন, ওয়ারেশীন—দ্র. **ওয়ারিশ**।

ওয়ালা/ ওলা, আলা[২]—*অব্য.* তদ্ধিত প্রত্যয় বিশেষ (ব্যবসায়ী অর্থে কাপড়ওয়ালা; যুক্ত অর্থে পাড়-ওয়ালা; নিবাসী অর্থে দিল্লীওয়ালা; অধিকারী অর্থে পয়সাওয়ালা ইত্যাদি)। [ওয়ালা والا *হি.*]। **ওয়ালী, উলী** স্ত্রী.।

ওয়ালী—*বি.* শাসক, প্রাদেশিক শাসনকর্তা। [ওয়ালী والی *আ.*]।

ওয়ালিমা—দ্র. **অলিমা**।

ওয়ালেদ—*বি.* পিতা (আমার ওয়ালেদ সাহেবই আমার মুর্শেদ—মনসুর)। [ওয়ালিদ والد *আ.*]। **ওয়ালেদা** —*বি.* স্ত্রী. মাতা, জননী। [ওয়ালিদহ্ والده *আ.*]।

ওয়াশিল, ওয়াশীল, ওয়াসিল—*বি.* প্রাপ্য আদায়, উসুল (তাঁহার মোক্তারনামা দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল করিতেন —টেকচাঁদ)। [ওয়াসিল وصل *আ.*]। **ওয়াশিলাত, ওয়াশীলাত**— *বি.* প্রাপ্য সম্পত্তি অন্যের অধিকারে থাকাকালের ক্ষতিপূরণ (অতএব সমেৎ ওয়াশিলাত তাবৎ বিষয়ে দখল পাওয়ারও উইল রদের দাবী—বঙ্কিম)। [واصلات *আ.*, ব.ব.]।

ওয়াসওয়াসা—দ্র. **অসওয়াসা**।

ওয়াসিল—দ্র. **ওয়াশিল**।

ওয়াস্তা—১*বি.* পরোয়া, তোয়াক্কা। ২*বি.* অপেক্ষা (একটি মাত্র নাম সইর ওয়াস্তা— মনোজ)। ৩*বি.* উপায়, মাধ্যম, কারণ। [ওয়াসিত্বহ্ واسطه *আ.*]। **ওয়াস্তে**— *অব্য.* নিমিত্তে, উদ্দেশ্যে (আল্লার ওয়াস্তে)। [*আ.* 'ওয়াসিত্বহ্'র' উর্দু রূপ]।

ওয়াহাবি, ওয়াহাবী—দ্র. **ওহাবি**।

ওয়াহিদ, ওয়াহেদ— *বিণ.* এক, একক। [ওয়াহিদ واحد *আ.*]।

ওয়াহেদ—দ্র. **ওয়াহিদ**।

ওরক, ওয়ারক—*বি.* পাতা, পত্র (তবে কোরানের এক ওরক উড়িয়া—সুলতান)। [ওয়রক্ব ورق *আ.*]।

ওরফে, ওর্ফে—*অব্য.* বনাম, নামান্তর, alias (যখনই পিঠে রমণী পাদপদ্ম ওরফে মেয়ের লাথি পড়ে তখনই তোমরা ধান ভান—বঙ্কিম)। ['উর্‌ফ্ عرف *আ.* + *ফা.* 'ই' প্র. > এ *বাং.*]।

ওরস—দ্র. **উরস**।

ওর্‌সা—*বি.* ওয়ারিসী সূত্র। [ওয়ার্‌সহ্ ورثه *আ.*]।

ওরোপ—*বি.* গুরুত্ব। [রু'ব্ رعب *আ.*]।

ওর্ফে—দ্র. **ওরফে**।

ওলদ— *বি.* সন্তান, পুত্র বা কন্যা। [ওয়ালদ্ ولد *আ.*]।

ওলফৎ—দ্র. **উলফত**।

ওলমা—দ্র. **উলামা**।

ওলা—দ্র. **ওয়ালা**।

ওলামা—দ্র. **উলামা**।

ওলামায়ে কেরাম—দ্র. **উলামা**।

ওলি—দ্র. **অলি**।

ওলি-ওছি—দ্র. **অলি-অসি**।

ওলিমা, ওলীমা—দ্র. **অলিমা**।

ওশোর—*বি.* দশমাংশ, শস্যের কর বা ট্যাক্স (ওশোর তোলা তার রাজ্যে নিষিদ্ধ— জাফর)। [উশ্‌র عشر *আ.*]।

ওসৎ—দ্র. **আওসত**।

ওসিয়ত, ওসিয়তনামা, ওসিয়তি— দ্র. **অসিয়ত**।

ওস্তওয়ার, উস্তোয়ার—১*বিণ.* দৃঢ়, মজবুত (আমার নবীর দীন বড় ওস্তওয়ার—হামজা)। ২*বিণ.* সত্য। [উস্‌ত্‌ওয়ার استوار *ফা.*]।

ওস্তরা— *বি.* কাঁচি। [উস্‌তূরহ্ استوره *ফা.*]।

ওস্তাগর, ওস্তাগার, উস্তাগর— ১*বি.* নিপুণ কারিগর, রাজমিস্ত্রী (ওস্তাগারসহ ইটওয়ালা, সুরকিওয়ালা— সকলই আসিয়াছে— আফসার)। ২*বি.* প্রধান দরজি। [উস্তাদ্‌গর استدگر *ফা.*]।

ওস্তাদ— ১*বি.* গুরু, শিক্ষক (আজি ওস্তাদে সাগরেদে যেন শক্তির পরিচয়—নজরুল)। ২*বি.* বিশেষজ্ঞ। ৩*বি.* দক্ষ সংগীত শিল্পী, সংগীত বিশেষজ্ঞ (তানসেন ছিলেন মহা-ওস্তাদ— এলেন তাঁহার সভায়— দ্বিজেন্দ্র)। ৪*বিণ.* কুশলী, দক্ষ, পারদর্শী (সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে এমন কোনো অবশ্য বাধ্যতা নাই— রবীন্দ্র)। [উস্‌তাদ استاد *ফা.*]। **ওস্তাদি, ওস্তাদী, উস্তাদী**— ১*বি.* দক্ষতা, নৈপুণ্য, কুশলতা (এলেন তানসেন রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি —দ্বিজেন্দ্র)। ২*বি.* বাহাদুরি, চালাকি, মাতব্বরি। ৩*বিণ.* ওস্তাদের উপযুক্ত, পারদর্শী (ওস্তাদী গলায় তানকর্তবে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা তিরোহিত— রবীন্দ্র)। ৪*বি.* শিক্ষকতা। [— + (ঈ) ی *ফা.*]।

ওহাবি, ওহাবী, ওয়াহাবি, ওয়াহাবী —১*বি.* ধর্মসংস্কারক নজ্‌দ্‌বাসী মুহম্মদ ইব্‌ন্ আবদুল ওয়াহ্‌হাবের (জন্ম : ১৭২০ খ্রী :) অনুসারী বা শিষ্য। ২*বি.* ওহাবী মতবাদ জাত (ওহাবী আন্দোলন)। [ওয়াহ্‌হাবী وهابی *আ.*]।

ওহি, ওহী, অহি, অহী— ১*বি.* ঐশীবাণী, আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণী (অহী নাজেল হওয়ার সময়— আকরম)। ২*বি.* প্রত্যাদেশ (রসুলের নিকট যখন কোনও ওহি নাজেল হইত— বরকত)। [ওয়াহী وحی *আ.*]।

ওহোদ— *বি.* মদীনার নিকটবর্তী পর্বত —এখানে কুরাইশগণের সঙ্গে মুসলমানদের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হয় এবং তাতে বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ

(সঃ) স্বয়ং আহত হন ও তাঁর দাঁত ভেঙে যায়। [উহদ্ احد। আ.]।

ক

কইফিত—*বি.* বিবরণ, মন্তব্য (কইফিত পাঁজি খান লয় সাবধানে—কঙ্কণ)। [কইফিয়ত্ كيفيت আ.]।

কওম, কৌম—*বি.* জাতি, সমাজ, সম্প্রদায়। [ক্বওম قوم আ.]। **কওমী** —*বিণ.* জাতীয়। (উড়াও উড়াও আজি কওমী নিশান—মোস্তফা)। [قومی আ.]।

কওয়ালা—দ্র. **কবালা**।

কওল—*বি.* কথা, বাক্য, বচন, বাণী, অঙ্গীকার (তোমার কওল মিথ্যা নহে শুনিনি আজ তক্—মোস্তফা)। [ক্বওল قول আ.]।

কওলা—দ্র. **কবালা**।

কওসর—১*বি.* অমৃত, সুধা (প্রেম নহরের কওসর বলে আমারে জহর দিলি?— নজরুল)। ২*বি.* উৎস, বেহেশতের প্রধান নহরের নাম—যার পানি অফুরন্ত, সুপেয়, সুগন্ধময় এবং যা একবার পান করলে আর কখনো পিপাসার উদ্রেক হয়না। [কওসর كوثر আ.]।

কঙ্গুরা— *বি.* চূড়া, শিখর, বুরুজ। [কংগূরহ্ كنگوره ফা.]।

কচ—১*বি.* কলমাদির সূক্ষ্মাগ্রভাগ, কৎ। ২*বি.* জমি ইমারৎ ইত্যাদির যে অংশ তেরছাভাবে বের হয়ে থাকে। [কচ كج ফা.]।

কছবি—দ্র. কসব।

কছম[১]—দ্র. কসম।

কছম[২], **কিছম**— *বি.* রকম, জাতি, অংশ। [ক্বিস্‌ম্ قسم আ.]।

কছর—দ্র. **কসর**।

কছরত—দ্র. **কসরত**।

কছিফ—*বিণ.* স্থূল, মোটা (তন ফানাবকা আর সে তন লতিফ। চারিজন তন কহে লয়া এ কছিফ —হামজা)। [কসীফ كثيف আ.]।

কছুর—দ্র. **কসুর**।

কছেল্লা—*বি.* দুঃখ, কষ্ট, ক্লান্তি (হইবে ইহার জানি বহুত কছেল্লা—হামজা)। [কসালত্ كسالة আ.]।

কজলবাস, কজলবাশ, কিজিলবাশ —*বি.* লালমাথা, লাল টুপি-পরা পারস্যদেশীয় সৈন্য। এরা তুর্ক। খোরাসান হতে এসে অনেক শতাব্দী পারস্যে বাস করেছে, বীরত্বের জন্য খ্যাত (উজবক কজল-বাস হাবসী জল্লাদ—ভারত)। [ক্বিযিল-বাশ قزلباش আ.]।

কজা—*বি.* অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি। [ক্বযা قضا আ.]।

কঞ্চি, কঞ্চী, কঞ্চিকা—*বি.* বাঁশের সরু শাখা, বাঁশের গ্রন্থিমূল হতে নির্গত সরু ডাল (মাছ-রাঙ্গা পাখী

একমনে চেয়ে কঞ্চিতে আছে বসি —বন্দে)। [কুম্‌চী قمچی তু.]।

কটকবালা—*বি.* বন্ধকীদলিল, মর্গেজ, এই দলিল অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় ঋণ পরিশোধে অসমর্থ অধমর্ণের বন্ধকী সম্পত্তি উত্তমর্ণের অধিকারে যায়। [কট *সং.* + ক্বালহ্‌ قبالہ *আ.*]।

কৎ—*বি.* তেরছাভাবে কাটা কলমের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, কলমের নিব। [ক্বত্‌ত্ব قطّ *আ.*]।

কতল, কাতল, কোতল–*বি.* শিরশ্ছেদ, তরবারির আঘাতে মানুষ খুন, হত্যা, বধ (দানব-দৈত্যে কতল্‌ করিতে আসে তলোয়ার লয়ে— নজরুল)। [ক্বতল্‌ قتل *আ.*]। **কতলগাহ্‌**—*বি.* বধ্যভূমি (কেন হতেছিস্‌ দলে দলে তোরা কতল-গাহেতে জবেহ্‌ —নজরুল)। [— + গাহ্‌ گاه *ফা.*]।

কদ[১]—*বি.* একপ্রকার বাঁশের বাঁশী (কদ বাঁশী লয়ে রাখাল বাজায় গাছের ছায়ায় বাঁশী—বন্দে)। [ক্বত্‌ত্ব قطّ *আ.*]।

কদ[২]—*বি.* দেহ, শরীর (আকাশেতে লাগে শির এছা উচা কদ্‌—হামজা)। [ক্বদ্‌ قد *আ.*]।

কদম—১*বি.* পা, চরণ (ওরে গোলাব। নিরিবিলি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি—নজরুল)। ২*বি.* পদক্ষেপ (জোর কদম চল্‌রে চল্‌—নজরুল)। ৩*বি.* পদচিহ্ন। [ক্বদম্‌ قدم *আ.*]। **কদম বুসী, কদমবুছি**—*বি.* পদচুম্বন, পায়ে ধরে সালাম করন। [—*আ.* + বূসী بوسی *ফা.*]।

কদমী—*বি.* অনুচর, অনুবর্তী, ভৃত্য (নদী বলে যদি বট কদমী আমার—ঘন)। [ক্বদম قدم *আ.* + ঈ ی *ফা.*]।

কদর— ১*বি.* মূল্য, সম্মান, মর্যাদা (লেখকের কদর তখনই হবে, যখন তাঁর লেখা পড়ে পাঠক হবে খুশী—মনসুর)। ২*বি.* সমাদর, যত্ন, খাতির। [ক্বদর قدر *আ.*]। **কদরদান**—*বিণ.* গুণগ্রাহী, সমঝদার পৃষ্ঠপোষক। [—*আ.* + دان *ফা.*]। **কদরদানি, কদরদানী**—*বি.* সমাদর, সম্মাননা, পৃষ্ঠপোষকতা (হিন্দুদের কদরদানিতে এইবার তিনি কংগ্রেসেরও অন্যতম প্রধান নেতা—মনসুর)। [— + ই, ঈ *বাং.*]।

কদিম, কদীম—১*বিণ.* প্রাচীন। ২*বি.* প্রাচীনকাল, পুরাতন কাল, পুরাকাল। [ক্বদীম قدیم *আ.*]। **কদিমী, কদীমী** —*বিণ.* প্রাচীন, পুরাতন, বনেদী, পুরাকালীন, পৈতৃক (কোহে আলকা বিচে ঘেরা কদিমী মোকাম–হামজা)। [ক্বদীমী قدیمی *আ.*]।

কদু—*বি.* লাউ, অলাবু (ওরে ঐ কদুর ডগাটা মাচার উপর তুলে দে—টেকচাঁদ)। [কদু, কদ্দূ کدّو *ফা.*]।

কন্দ—*বি.* চিনির তাল। [ক্বন্দ্‌ قند *আ.*]।

কপাটি, কবাডি—*বি.* হাডুডু খেলা। [কবডি کبڈی *হি.*]

কফন—দ্র. **কাফন**।

কবজ[১]—*বি.* রসিদ, খত, অধিকার (কেহ

বলে, আমি আজ তিন বৎসর কবজ পাইনা—আলাল)। [ক্বব্য্ قبض আ.]।

কবজ২—*বিণ.* আয়ত্ত, অধিকৃত (মালেকুল মৌত করিবে কব্‌জ্ রুহ সেই খালেদের—নজরুল)। [ক্বব্যহ্ قبضه আ.]।

কবর— *বি.* সমাধি, গোর (এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে— জসীম; সোনার তাবিজ, রুপার সেলেট্ মানাতোনা বুকেতে যার, পাথর চাপা দিল বিধি হায়, কবরের শিয়রে তার— নজরুল: দী. হা.)। [ক্ববর قبر আ.]। **কবরখানা**—*বি.* সমাধি-ভূমি, কবরস্থান (এতই মানুষ ভিড় জমালো আসি তাহার কবরখানায়— আজহার)। [— *আ.* + খানহ্ خانه *ফা.*]। **কবর গাহ্**— *বি.* সমাধি-ভূমি, কবরের জায়গা বা স্থান (কবর গাহে চলছে যেন আজকে হাজার মেষের দল—নজরুল)। [— গাহ্ گاه *ফা.*]। **কবর পোষ**—*বি.* কবরের আচ্ছাদনবস্ত্র (আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট, মোতির কবরপোষ আর—সত্যেন্দ্র)। [— পোশ پوش *ফা.*]। **কবরস্থান**—*বি.* গোরস্থান, সমাধিক্ষেত্র। [— *আ.* + ستان *ফা.*]।

কবলান১, **কবলানো**১, **কবুলান**১— *ক্রি.* বলান, কহান, বিশেষ পরিচয় দানের জন্যে বলাবার চেষ্টা। [ক্বওল قول *আ.* + আন. *বাং. প্র.*]।

কবলান২, **কবলানো**২, **কবুলান**২— ১*ক্রি.* স্বীকার করা, প্রতিশ্রুত হওয়া। ২*ক্রি.* গোপনে মুঠায় ভরে দেওয়া, ঘুষরূপে দেওয়া। ৩*বিণ.* অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত। [ক্ববূল قبول *আ.* + আন. *বাং. প্র.*]।

কবা—*বি.* সম্মানজনক দীর্ঘ পোশাক। [ক্ববা قبا *আ.*]। **কবাই বখ্‌তর**—*বি.* রাজানুগ্রহসূচক সম্মানজনক পোশাক। [—+বখ্‌তাওর بختاور *ফা.*]।

কবাব—দ্র. **কাবাব**।

কবাবচিনি—দ্র. **কাবাবচিনি**।

কবালা, কওয়ালা, কওলা, কাবালা —*বি.* বিক্রয়ের চুক্তি-দলিল। [ক্ববালহ্ قباله *আ.*]।

কবিলা—*বি.* গোত্র, গোষ্ঠী। [ক্ববীলহ্ قبيله *আ.*]

কবীরা—১*বিণ.* মারাত্মক। ২*বি.* অতিশয় গর্হিত কার্য (কবীরা গুনাহ্)। [কবীরহ্ كبيره *আ.*]।

কবুতর—*বি.* পায়রা, পারাবত, কপোত। [কবূতর كبوتر *ফা.*]।

কবুল—১*বি.* বিবাহের সম্মতি, বিবাহের চুক্তিতে স্বীকৃতি, বিবাহের অঙ্গীকার। ২*বি.* সম্মতি, স্বীকৃতি। ৩*বি.* দায় স্বীকার (গোলাম কবুলে পায় —ভারত)। ৪*বিণ.* অনুমোদিত, স্বীকৃত (প্রার্থনা বা দোয়া কবুল হওয়া)। ৫*বি.* স্বীকার, অনুমোদন, পালন (আইবানি ভাই, যাইবানি, দাওয়াত কবুল করবানি, নাতিন্ খাওয়াইব সাধের মেজবানী—

পল্লীগীতি)। [ক্বূল قبول *আ.*]। **কবুলজবাব** —১*বি.* সম্মতি, স্বীকৃতি, স্বীকৃতিমূলক উক্তি (চীনের কবুল জবাব সবইতো মোটামুটি আছে আমাদের —মনোজ)। ২*বি.* স্পষ্ট স্বীকৃতি, দোষ স্বীকারমূলক উক্তি (এ অভিযোগে আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য— প্রমথ)। [— জওয়াব جواب *আ.*]।

কবুলতি, কবুলিয়ত—*বি.* অঙ্গীকার-পত্র, খাজনা দিবার চুক্তিনামা, এক-রার নামা। [ক্বূলিয়ত্ قبولية *আ.*]।

কবুলান[১], **কবুলান**[২]— দ্র. **কবলান**[১], **কবলান**[২]।

কবুলিয়ত—দ্র. **কবুলতি**।

কব্‌জা, কব্জা, কব্‌জি, কব্জি—১*বি.* হাতের মুঠা, মুষ্টি। ২*বি.* কপাট-সন্ধি, চৌকাঠের সঙ্গে পাল্লা যুক্ত করার ধাতুপাত বিশেষ। ৩*বি.* অধিকার, আয়ত্ত। [ক্বব্‌যহ্ قبضه *আ.*]।

কম—১*বিণ.* সংখ্যায় বা পরিমাণে অল্প। ২*বিণ.* তুচ্ছ, সামান্য, লঘু, অল্প। [কম্ کم *ফা.*]। **কম্‌-আক্কেল**—*বিণ.* বুদ্ধিহীন, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, অল্প-বুদ্ধি। [— *ফা.* + 'অক্ল্ عقل *আ.*]। **কমজাত, কমজাৎ**— *বি.* নীচ কুলোদ্ভব, নিম্নশ্রেণী জাত (কম-জাত বাঁদী-বাচ্চা কি ভাবিয়াছে—মশার্‌রফ)। [— *ফা.* + যাত ذات *আ.*]। **কমজোর**— *বিণ.* দুর্বল, শক্তিহীন, বলশূন্য, রুগ্ন। [— *ফা.* + যোর زور *ফা.*]। **কমজোরি, কমজোরী**— ১*বি.* শক্তি হীনতা, ক্ষীণতা, দুর্বলতা। ২*বিণ.* স্বল্পশক্তি বিশিষ্ট, ক্ষীণবল, দুর্বল। (যিনি আরও কমজোরি তিনি পাঞ্জাবে বদলি হয়েছেন —রবীন্দ্র)। [কম্‌যোরী کمزوری *ফা.*]। **কমনজর**—১*বি.* স্বল্পদৃষ্টি, যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, যে চোখে কম দেখে। ২*বিণ.* হীনচেতা, হীনমনা। [— + নযর نظر *আ.*]। **কমপোক্ত** —*বিণ.* অমজবুত, অদৃঢ়, অশক্ত। [— *ফা.* + পুখতহ্ پخته *ফা.*]। **কম্‌-বখ্‌ত, কমবক্ত**— *বিণ.* হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য, বদনসীব (কমবখতের রক্তের তেজ নাই তিল বিলকুল—সত্যেন্দ্র)। [— *ফা.* + বখ্‌ত্ بخت *ফা.*]। **কমবক্তা, কমবখ্‌তা, কম-বখ্‌তি, কমবক্তি**— ১*বি.* ভাগ্য-হীনতা। ২*বিণ.* স্ত্রী. দুর্ভাগিনী, অলক্ষ্মী মেয়ে, অভাগিনী (দু-বেটি কমবক্তি —দীনবন্ধু)। [— *ফা.* + بختی *ফা.*]। **কমবেশ, কমবেশি**—*বিণ.* মোটামুটি, ন্যূনাধিক, অল্পবেশি। [— *ফা.* + বেশ্ بیش *ফা.*]। **কম-মজবুত**—*বিণ.* টেকসই নয় এমন, অমজবুত, অশক্ত, অদৃঢ়। [— *ফা.* + মযবূত্ مضبوط *আ.*]। **কম সে কম**— *ক্রি.বিণ.* খুব কম করে ধরেও, সবচেয়ে কমপক্ষে, অন্ততঃ-পক্ষে। [কম کم *ফা.* + سے *উ.* + কম کم *ফা.*]।

কমর—*বি.* কটি, মাজা। [কমর کمر

ফা.]। **কমরবন্দ**—*বি.* কটিবন্ধ, বেল্ট। [— + বন্‌দ্ بند *ফা.*]। **কমরবন্ধি**—*বি.* প্রতিদ্বন্দ্বিতা। [— + বন্‌দী بندی *ফা.*]।

কমলিওয়ালা, কমলিওয়ালে—১*বিণ.* কম্বল-আবৃত, কম্বল-পরিহিত। ২*বি.* কম্বলধারী ব্যক্তি। [কম্‌লীওয়ালা کملی والا *হি.*]।

কমি—*বি.* ন্যূনতা, কমতি (সোনা রূপার আসবাব, তারও কমি নাই—মশার্‌রফ; দূরবীন কষে বিজ্ঞেরা ঘোষে সূর্যের বুকে পিঠে/ আসে মসীরেখা, আলোর তাহে কি কমি হয় এক ছিটে ? —সত্যেন্দ্র)। [কমী کمی *ফা.*]।

কমিন—১*বিণ.* অসৎ, বদ (হাকিম বাবু বেঁটেখাটো হৃষ্টপুষ্ট… চেহারা বেওফা কমিন —মশার্‌রফ)। ২*বিণ.* নীচ-কুলোদ্ভূত, ইতর। [কমীন کمین *ফা.*]। **কমিনা**—*বিণ.* নষ্টা, নীচ, চরিত্রহীনা (পাছে বা বিরল হয় কমিনা পদাদি—হেয়াত)। [কমীনহ্ کمینه *ফা.*]।

কয়—*বি.* বমি। [ক্বয়' قئی *আ.*]।

কয়াল— ১*বি.* শস্য সংগ্রহকারী ও মজুদদার। ২*বি.* যে ব্যক্তি শস্যাদি ওজন করে। [ক্বয়্যাল قیّال *আ.*]। **কয়ালি**—*বি.* কয়ালবৃত্তি বা কয়ালের পারিশ্রমিক। [ক্বয়্যালী قیّالی *আ.*]।

কয়েদ— ১*বি.* আবদ্ধ, আটক, বন্দী (বিজয়কে তালাবদ্ধ করে কয়েদ রেখে যেতো— অবনীন্দ্র)। ২*বিণ.* কারারুদ্ধ। [ক্বয়েদ قید *আ.*]। **কয়েদখানা**— *বি.* ফাটক, জেলখানা। [— *আ.* + খানহ্ خانه *ফা.*]। *বি.বিণ.* **কয়েদি, কয়েদী**—*বি.* বন্দী (মৃত্যুর স্মরণাগার আমরা কয়েদী—আ. হা.)। [ক্বয়দ قید *আ.* + ی (ঈ) *ফা.*]।

করঞ্চ, করঞ্চা, করঞ্জ, করঞ্জা, করঞ্জক করমচা—*বি.* করমচা গাছ বা তার ফল (করঞ্চ টেপারি, আম, ডুমুর, বৈচী এমনি সব নানা ফল—অবনীন্দ্র; অতি চিরি, উরি আম, করঞ্চা, তেতেই—আলাওল; দেওদার, করঞ্জ আর ছোট ছোট কাঁটা গাছের বন—গুণময়)। [কর্‌ম্ کرم *আ.* + চহ্ چه *ফা.*]।

করনাল, কর্নাল— *বি.* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (কুচের নাকারা বাজে ভেউর করনাল —হামজা; রাজসাজ সঙ্গে আছে সহস্র কর্নাল—আলাওল)। [কর্‌রনাঈ کرّنای *ফা.*]।

করম—*বি.* করুণা, অনুগ্রহ, দয়া। [কর্‌ম্ کرم *আ.*]।

করমচা—দ্র. **করঞ্চ**।

করাবত—*বি.* সামীপ্য, নৈকট্য, আত্মীয়তা। [ক্বরাবত্ قرابة *আ.*]।

করামত, করামৎ—দ্র. **কেরামত**।

করার, কারার—১*বি.* শর্ত, চুক্তি। ২*বি.* ওয়াদা, স্বীকৃতি, অঙ্গীকার (আমি এই রাতে দিয়েছি কারার—হামজা)। [ক্বরার্ قرار *আ.*]।

করারদাদ— *বি.* মীমাংসিত ব্যাপার,

সর্বজনসম্মত অভিমত। [ক্বরার قرار আ. + দাদ داد ফা.]।

করিম, করীম—*বিণ.* করুণাময়, দয়াময়, দয়ালু (বন্দেগী করিবে বান্দা জমিনে ঠুকিয়া / করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া— ভারত)। [করীম كريم আ.]।

করিমা, করীমা—*বি.* পারস্যের অমর কবি শেখ সাদী রচিত ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ 'পান্দেনামা'। উক্ত কাব্যের প্রথম শব্দ 'করীমা' বলে গোটা কাব্যটিই 'করীমা' নামে খ্যাত। [করীমা كريما আ. + ফা.]।

কর্জ, কর্য—*বি.* ঋণ, ধার, হাওলাত (ধনকুবেরকে টাকা কর্জ দেওয়া নিষেধ করতে পারেন—মশার্‌রফ)। [ক্বর্‌য্‌ قرض আ.]

কলকা—দ্র. **কল্কা**।

কলন্দর, কালন্দর— *বি.* ইতস্তত পর্যটনশীল ফকীর বিশেষ (ঋণ কড়ি নাহি দাও নহ কলন্দর —কঙ্কণ; কালন্দর হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি —কঙ্কণ)। [কলন্দর كلندر > قلندر ক্বলন্দর আ.]।

কলপ—*বি.* পাকা চুল কালো করার রং, খেজাব। [কলফ্‌ كلف আ.]।

কলব—*বি.* মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ। [ক্বল্‌ব্‌ قلب আ.]।

কলম—*বি.* লেখনী, যা দিয়ে লেখা হয় (কলমে বসিয়া কৃপাময় —ঘন)। [ক্বলম قلم আ.]। **কলম-কসুর**—*বি.* লেখনী বা কলমের ভুলত্রুটি। [— আ. + ক্বসূর قصور আ.]। **কলমচী**—*বি.* শ্রুতলেখক, লিপিকর (— আ. + চী چى তু.]। **কলমদান, কলমদানী**—*বি.* কলম রাখার পাত্র। [— দান دان ফা.]। **কলম পেশা**— ১*বি.* লেখক, মসীজীবী (কলমপেশার নির্বাক কাজ নিয়েছি কেন ?—মনোজ)। ২*বি.* লিপিকরের পেশা, কেরানীগিরি। [— আ. + পেশহ্‌ پيشه ফা.]। **কলমবাজ, কলমবায**— *বি.* জবরদস্ত লেখক, রচনাশক্তিসম্পন্ন (কেমনতর কলমবাজ হে তুমি ? —মনোজ)। [— + বায্‌ باز ফা.]। **কলমবাজি, কলমবাযী**—*বি.* কলম-যুদ্ধ, কলম চালনা (কলম বাজিতে উদরপূর্তি করে —মনোজ)। [— + বাযী بازى ফা.]।

কলমী—১*বিণ.* হস্তলিখিত, হাতে লেখা। ২*বিণ.* কলমের আকার- বিশিষ্ট। [ক্বল্‌মী قلمى আ.]।

কলমা, কলেমা–*বি.* ইসলামের মূলমন্ত্র —যা মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করলে মুসলমান হওয়া যায় না। [কলিমহ্‌ كلمه আ.]। **কলেমা শাহাদৎ**—*বি.* সাক্ষ্যবাণী। [কলিমহ্‌ শাহাদত্‌ كلمه شهادت আ.]।

কলি—*বি.* চুন। [ক্বল্‌'ঈ قلعى আ.]। **কলিচুন**— *বি.* চুনকামের কাজে ব্যবহৃত উজ্জ্বলতা সাধনের জন্যে চুন বিশেষ। [— + চুন *বাং.*]।

কলিজা, কলেজা, কলেজি, কল্‌জে —১*বি.* যকৃত, মেটুলি। ২*বি.* বুকের

পাটা, সাহস। ৩*বি.* মর্ম, প্রাণ। [কলীজহ্ کلیجه *উ.*]।

কলেজা, কলেজি—দ্র. **কলিজা**।

কলেমা— দ্র. **কলমা**।

কল্‌জে— দ্র. **কলিজা**।

কল্কা, কলকা— *বি.* নকশা বিশেষ। ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পদ্মকুঁড়ির আকৃতিবিশিষ্ট নক্‌সা। [কল্‌গা کلغا *হি.* = লাল ফুল বিশেষ]।

কশ—১*বি.* ঠোঁট দুটির দুই কোণ। ২*বি.* কোণ। [কশ্ کش *ফা.*]।

কশফ—*বি.* স্বর্গীয় প্রেরণা, প্রকাশিত সত্য। [কশফ্ کشف *আ.*]।

কশব, কশবি— দ্র. **কসব**।

কশা, কশান/কশানো—১*ক্রি.* চাবুকের আঘাত করা। ২*বি.* চাবুকাঘাত। [কশা کشا *ফা.*]

কশি, কষি, কসি— ১*বি.* সরল রেখা। ২*বি.* কটি-বন্ধন, কোমর সংলগ্ন বস্ত্রের গ্রন্থি। [কশী کشی *ফা.*]।

কশিদা—*বি.* কাপড়ের উপরে তোলা ফুল বা নকসা। [কশীদহ্ کشیده *ফা.*]।

কশুর—দ্র. **কসুর**।

কষা— ১*ক্রি.বি.* কষ্টি পাথরে ঘষে সোনা পরীক্ষা করা। ২*ক্রি. বি.* গণনা করা, অঙ্ক করা। [কশ্ کش *ফা.* + আ *বাং.*]।

কষাকষি— ১*বি.* তর্কাতর্কি, কোন ব্যাপার নিয়ে দুই দলে বাদবিতণ্ডা। ২*বি.* টানাটানি। [কশাকশী –کشا کشی *ফা.*]।

কসব, কশব—১*বি.* বেশ্যাবৃত্তি (কুমারীর ধর্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কশব করাই তার অনন্য গতি হয়ে পড়ে —কালী সিং)। ২*বি.* ব্যবসায়। [কসব کسب *আ.*]। **কছবি, কসবি, কসবী, কশবী, কশবি**— *বি.* বারবনিতা, বেশ্যা (কসবী ঘরে আইছ বান্দর —অমৃত)। [কস্‌বী کسبی *আ.*]। **কসবিপনা**— *বি.* বেশ্যার আচরণ, বারবনিতার ব্যবহার বা আচরণ। [— + পনা *বাং.*]।

কসবা—১*বি.* সমৃদ্ধ বসতি, ভদ্রপল্লী, উন্নতগ্রাম (বড় বড় শহর বড় বড় নামজাদা নগরে, কসবা জায়গায় এত নেশার ভিড় নাই—মশার্‌রফ)। ২*বি.* ছোট শহর। [ক্বস্‌বহ্ قصبه *আ.*]।

কসবি, কসবিপনা, কসবী— দ্র. **কসব**।

কসম, কছম[১]— *বি.* শপথ, দিব্যি। [ক্বসম্ قسم *আ.*]।

কসর, কছর— ১*বি.* প্রাসাদ (কেল্লা কসর পাহাড় সোসর বুরুজ মিনার সমুদ্যত—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* ক্ষুদ্রতর-করণ বা সংক্ষিপ্তকরণ। মুসাফিরির সময় চার রাকাতের জায়গায় দু' রাকাত নামাজ আদায়। [ক্বস্‌র্ قصر *আ.*]।

কসরত, কসরৎ, কসলত, কসলৎ, কছরত—১*বি.* অঙ্গচালনার কৌশল, ব্যায়াম। ২*বি.* কায়দা, কৌশল। ৩*বি.* চর্চা, অভ্যাস, অনুশীলন। ৪*বি.* প্রতি-কূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম (এদিকে

অনেকের কসলতের পর কেরামত গুড়ি গুড়ি চলতে লাগলেন —কালী সিং)। [কস্‌রত্‌ كسرت আ.]।

কসা–১*বিণ.* পরিশোভিত, খচিত (সোনা-মুক্তাহীরা কসা বই নাই আর—বৃন্দাবন)। ২*বি.* মহার্ঘ্য, দুর্মূল্য (বাজার কসা কি রকম—রজনী)। ৩*বিণ.* আঁটসাঁট, tight (কসা জুতোর একটু চাপ পেলেই—অবনীন্দ্র)। [কশা كشا ফা.]।

কসাই, কশাই—১*বি.* যারা গবাদিপশু জবাই করে মাংস বিক্রয় করে, পশু জবেহকারী। ২*বি.* অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যক্তি। ৩*বি.* যার পর নাই স্বার্থপর ব্যক্তি। [ক্বসাই' قصائ হি.]। **কসাইখানা**–১*বি.* কসাইয়ের দোকান, মাংস বিক্রয়ের জায়গা। ২*বি.* পশু জবেহ্‌র স্থান। [— হি. + খানহ্‌ خانه ফা.]।

কসীদা—*বি.* কবিতা, উদ্দেশ্যমূলক বা প্রশস্তিমূলক বড় কবিতা। [ক্বসীদহ্‌ قصيده আ.]।

কসুর, কশুর, কছুর—১*বি.* অন্যায়, অপরাধ, ত্রুটি (ঠিক বটে, তার বহুৎ কসুর মাফ কিছুতেই নয়–মোহিত)। ২*বি.* ভুল (আপনাকে দিতে থুতে আমি কসুর করি নাই—টেকচাঁদ)। ৩*বি.* অবহেলা (প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না— নাসির)। ৪*বি.* অভাব, অনটন, স্বল্পতা। [ক্বসূর قصور আ.]।

কসেল্লা— *বি.* কষ্ট, দুঃখ। [কসালত كسالة আ.]।

কহর—১*বি.* অভিশাপ। ২*বি.* প্রাকৃতিক দুর্বিপাক (যদি পড়ে কহর না ছাড় শহর)। ৩*বি.* উপদ্রব, জুলুম (শহরে কহর এত আপনি করিলা—ভারত)। [ক্বহর قهر আ.]।

কহিতুর—*বি.* কোহেতূর-এর কথ্য ও বিকৃত রূপ, পাহাড়বিশেষ। [কোহ্‌-ই-তূ'র كوه طور ফা.]।

কাউর—*বি.* একপ্রকার চর্মরোগ। [ক্বরহ্‌ قرح আ.]।

কাএদা—দ্র. **কায়দা**।

কাএম, কাএমী—দ্র. **কায়েম**।

কাওয়া—*বি.* কফি। [ক্বহ্‌ওয়াহ্‌ قهوه আ.]।

কাওয়াজ—*বি.* সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল শিক্ষা, Parade। [ক্বওয়া'ইদ قواعد আ.]।

কাওয়াল—*বি.* যারা গান বা কাওয়ালী গায়। [ক্বও্ওয়াল قوّال আ.]।

কাওয়ালি, কাওয়ালী—*বি.* মুসলমান সমাজে চালু মহানবীর প্রশংসাপূর্ণ সংগীত বিশেষ। [ক্বও্ওয়ালী قوّالی আ.]।

কাওস—১*বি.* দিগ্বলয়। ২*বি.* ধনুক। [ক্বওস্‌ قوس আ.]।

কাংগই, কাংগী, কাঙ্গই, কাঙ্গী—*বি.* কাঁকই, চিরুনী। [কঙ্ঘা کنگها উ.]।

কাংগন, কাঙ্গন—*বি.* অলংকারবিশেষ। [کنگهن উ.]।

কাংগুরা, কংগুরা, কাঙ্গুরা, কঙ্গুরা—১*বি.* দুর্গের প্রাকারে অবস্থিত উচ্চ স্থান

বিশেষ, যেস্থান থেকে সৈন্যরা লড়াই করে (পাথরের কঙ্গুরা পুরট শোভা—কঙ্কণ)। ২*বি.* কার্নিশ (সুবর্ণ গড়ের জত অদ্ভুত কাঙ্গুরা— আলাওল)। [কংগূরহ্ کنگوره *ফা.*]।

কাঁইয়া, কাইয়াঁ, কেয়ে—১*বি.* মাড়োয়ারী বণিকদের এক শ্রেণী। ২*বি.* কৃপণ। [ক্বা'ইয়াঁ کائیاں *হি.*]।

কাঁচি—১*বি.* দুইফলাযুক্ত কর্তন-যন্ত্র বিশেষ, কর্তনী, ছেদনী। ২*বি.* বকের গলদেশের ন্যায় দীর্ঘ ও সরু অস্ত্র-বিশেষ, ফসল ছেদন করার অস্ত্র (মোদের ক্ষেতে ধান কেটেছে কালকে যারা কাঁচির খোঁচায়—জসীম)। [কুইঁচী قینچی *তু.*]।

কাঁহা, কাহাঁ—*অব্য.,ক্রি.-বিণ.* কোথা (কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জন বৃন্দাবন—বৃন্দাবন)। [কহাঁ کہاں *হি.*]। **কাঁহাতক, কাহাঁতক**—*ক্রি.,বিণ.* কতদূর পর্যন্ত (কাহাঁতক ঠায় বসে থাকা যায় চুপ করে— অচিন্ত্য)। [— تك *হি.*]। **কাঁহাকাঁহা** —*ক্রি.,বিণ.* কোন্ কোন্, কোথা কোথা (সকলেই কাঁহা কাঁহা মুলুক চলে যাচ্ছি— মনোজ)। [দ্বিরুক্ত শব্দ]।

কাইজা—দ্র. কাজিয়া।

কাকা—*বি.* চাচা, পিতৃব্য। [কাকা کاکا *হি.*]।

কাগজ—১*বি.* কাপড়, তুলা, খড়, কাঠ, পাতা ইত্যাদির আঁশ বা কাঠের মণ্ড থেকে প্রস্তুত পাতলা পত্র বা লেখার উপকরণ, Paper। ২*বি.* দলিলপত্র, document (কালেকালে কতেক কাগজ চায় রাজা—ঘন)। ৩*বি.* সংবাদপত্র, খবরের কাগজ, newspaper (আজকের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে)। [কাগয کاغذ *আ.*]। **কাগজাত, কাগজাদ**—১*বি.* দলিল-পত্র (সবুজাতের কাগজাতও কিছু পাইলেন না—রামরাম; মতিলাল টাকার মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাগজাদ সহি করিয়া দিল—টেকচাঁদ)। ২*বি.* মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র। [কাগযাত کاغذات *আ.*]। **কাগজি, কাগজী**—১*বিণ.* কাগজের তৈরী (কাগজি ফুল)। ২*বিণ.* কাগজ সম্বন্ধীয়। ৩*বি.* কাগজ প্রস্তুতকারী বা ব্যবসায়ী। [কাগযী کاغذی *আ.*]।

কাছারি— ১*বি.* দফতর, বিচারগৃহ, বিচারালয়। ২*বি* কার্যালয় (জমিদারের কাছারি)। [কছ্‌হারী کچہری *হি.*]।

কাজা—*বি.* ভঙ্গ, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে নামাজ পড়া হয় (তার দু'ওকতের নামাজ কাজা হয়েছে)। [ক্বাযা قضا *আ.*]।

কাজি, কাজী, কাযি, কাযী—১*বি.* মুসলিম বিচারক, বিচারপতি (কাযী মুফতি হৈব কিবা উপরে বসিব—আলাওল)। ২*বি.* মুসলমান আচার-ব্যবহার ইত্যাদির ব্যবস্থাপক। ৩*বি.* মুসলমানদের বিবাহ ইত্যাদি রেজিস্ট্রি-কারক। [কাযী قاضی *আ.*]। **কাজী উল-কুজাত, কাযী-উল্ কোযাত**—*বি.* প্রধান বিচারপতি। [ক্বাযীউল কু'য্‌যাত قاضی القضات *আ.*]।

কাজিয়া, কাইজা, কেজিয়া, কাযিয়্যা —১*বি.* বিসংবাদ, বিবাদ, ঝগড়া (করে না কাজিয়া তারা, করে না বিবাদ —কায়কোবাদ)। ২*বি.* মারামারি, দাংগা (ঝগড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত —রামরাম; কাইজা, ফ্যাসাদ করেছে যা জানেই জনেজনে— জসীম)। [ক্বযীয়্যহ্ قضيه *আ.*]।

কাজী—দ্র. **কাজি**।

কাটমোল্লা—*বি.* অল্পশিক্ষিত, কাণ্ডজ্ঞান-হীন ও গোঁড়া মুসলমান (তখন বাংলাদেশে অদূরদর্শী কাটমোল্লার আবির্ভাব ছিল না— শিরাজী)। [*বাং.* কাঠ> কাট + মুল্লা ملا *আ.*]।

কাটরা, কাটারা, কাঠরা—১*বি.*কাঠের ঘর। ২*বি.* কাঠগড়া (কাটরার মধ্যে শুনানি হওয়া ফৌজদারী মামলার আসামীর মত—বিভূতি; কাঠরায় যেন আসামী এসে দাঁড়িয়েছে—অচিন্ত্য; কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল—বঙ্কিম)। ৩*বি.* কাঠের ঘের বা রেলিং (জাহাজের কাটরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে— রবীন্দ্র)। ৪*বি.* কাঠের জিনিস। [কঠ ঘড়া کٹھگھڑا *হি.*]।

কাতল—দ্র. **কতল**।

কাতার—*বি.* সারি, শ্রেণী, পংক্তি (অযুত মানব চলিছে কাতারে—সুফিয়া)। [ক্বিত্বার قطار *আ.*]। **কাতার বন্দী** —*বিণ.* শ্রেণীবদ্ধ (এক কাতারবন্দী হয়ে মোটেই দাঁড়াতে পারি না— মুজিবর) [— বন্দী بندى *ফা.*]।

কাতিল—দ্র. **কাতেল**।

কাতিব—দ্র. **কাতেব**।

কাতেব, কাতিব—*বি.* লেখক, কেরানী, কর্মচারীবিশেষ (সাত শত কাতেব এক সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া–শিরাজী)। [কাতিব كاتب *আ.*]।

কাতেল, কাতিল — *বি.* ঘাতক, বধকারী, খুনে, হন্তা (তোমার বক্ষ দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে তুমি আমার কাতেল কিনা—মশার্‌রফ) [ক্বাতিল قاتل *আ.*]।

কাদাহ্—*বি.* একপ্রকার মাটির পাত্র। [ক্বদহ্ قدح *আ.*]।

কাদিম, কাদীম—*বিণ.* প্রবীণ, পুরাতন (এ-পীর আউলিয়া যত হয়েছে কাদিম/ কেহই ফকির নাহি হয় বে-এলিম— হেয়াত)। [ক্বদীম্ قديم *আ.*]।

কাদির—দ্র. **কাদের**।

কাদের, কাদির—*বিণ.* সর্বশক্তিমান, সমর্থ, যোগ্যতাসম্পন্ন। [ক্বাদির قادر *আ.*]।

কানয়াত—দ্র. **কানাত**।

কানাত, কানাৎ, কানয়াত — ১*বি.* তাঁবুর পর্দা (তাম্বু-কানাত সাজে উট পৃষ্ঠে দিয়া—হেয়াত; তাম্বু কানাৎ তৈনাত চলে ডেরা—ঘন; কানায়াত টানাইয়া মধ্যে রৈলা রাজসুতা— ভবানন্দ)। ২*বি.* কাপড়ের ঘর, তাঁবু। [ক্বনাত্ قنات *আ.*]।

কানুন—১*বি.* আইন, রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কানুনে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়ে-ছিলেন... —প্রমথ)। ২*বি.* বিধি-ব্যবস্থা, নিয়ম (বাহিরে যা পাই সমাজে

নেব তারি আইনকানুন—রবীন্দ্র)। [ক্বানূন قانون আ.]। **কানুনগো, কানুনগোই**— ১বি. ভূমিজরিপকারী সরকারি কর্মচারী, যে সরকারি কর্মচারী জমির হিসাব রক্ষা করেন। ২বি. সরকারি রাজস্ব বিভাগের হিসাবপরীক্ষক। [— আ. + গোঈ' گوئ ফা.]

কাফগীর—বি. হাতলওয়ালা বৃহৎ চামচ (কাফগীরের মাধ্যমে ডেগচির ভেতর থেকে যে পদার্থটি বেরিয়ে আসে —মুজতবা)। [কফ্গীর کفگیر ফা.]।

কাফন, কাফনি, কাফানি, কফন— বি. মুসলমানদিগের মৃতদেহ আবৃত করবার সাদা কাপড় (এজিদ পিতার মৃতদেহ কাফন দ্বারা আবৃত করিয়া সাধারণের সম্মুখে আনয়ন করিলেন— মশাররফ; শের আলী পরাইল উত্তম কাফনি— হেয়াত)। [কফন্ کفن আ.]।

কাফ্ফারা— বি. গুনাহ্ মাফের জন্য ধর্মত দেয় দণ্ড, গুনাহাদির ক্ষমা লাভের ব্যবস্থাবলি (যতদিন আল্লা তাকে মাফ না দেন ততদিন কাফ্-ফারা দিবেন—মনসুর)। [কফ্ফারহ্ كفّاره আ.]।

কাফানি—দ্র. **কাফন**।

কাফি, কাফী— বিণ. পর্যাপ্ত, প্রচুর, যথেষ্ট। [কাফী كافى আ.]।

কাফির, কাফিরী—দ্র. **কাফের**।

কাফিলা—দ্র. **কাফেলা**।

কাফুর—বি. কর্পূর। [كافور আ.]।

কাফের, কাফির—বি. সত্য অস্বীকার-কারী, ইসলাম ধর্ম প্রত্যাখ্যানকারী, ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী, ইসলাম বিরোধী (তিনি কাফেরের ছোঁয়া কিছুতেই খাবেন না— মাহবুব)। [কাফির كافر আ.]। **কাফেরী, কাফিরী**— বি. ইসলাম বিরোধিতা, অবিশ্বাসী। [— + ঈ বাং.]।

কাফেলা, কাফিলা—১বি. যাত্রীদল। ২বি. উটের পিঠে আরোহী যাত্রীদল। [ক্বাফিলঃ قافله আ.]।

কাবাব, কবাব—বি. শিক বিদ্ধ করে ঝলসানো মাংস (গৃহিণীর মোলায়েম হাতে তৈরী উমদা শামী কাবাব/ আহ্, শুধু নাম শুনলেই কাফী—জিহ্বার ডগা থেকে ঝরঝর করে এক সুরাই লালা ঝরে পড়ে—মুজতবা)। [কবাব্ كباب আ.]।

কাবাবচিনি, কবাবচিনি—বি. গোল-মরিচের মত এক প্রকার মসলা। [কবাব্ كباب আ. + চীনী چینی উ.]।

কাবালা—দ্র. **কবালা**।

কাবিন, কাবীন—বি. মুসলিম বিবাহে কন্যাকে দেয় মোহরানা (...শাদী করতে পেরেছিলেন, একলাখ টাকার কাবিন—আজাদ)। [কাবীন کابین ফা.]। **কাবিননামা, কাবীননামা**— বি. বিবাহের চুক্তিপত্র। [— নামহ্ نامه ফা.]।

কাবিয—দ্র. **কাবেজ**।

কাবিল, কাবেল—বিণ. যোগ্য, উপযুক্ত (নিজেকে ভরসা করিয়া উহার কাবেল

ভাবিতে পারিতাম না— মাহবুব)। [ক্বাবিল قابل আ.]। **কাবিলতি, কাবেলতি, কাবিলিয়ত, কাবিলীয়ত**—১বি. উপযুক্ততা, যোগ্যতা। ২বি. পাণ্ডিত্য, নৈপুণ্য (আজ এই আর্টে কাবেলতিও আমার করায়ত্ত-প্রায় —মাহবুব; হাদিস-কোরআনে কাবিলিয়তের জন্য তিনি মশহুর—মনসুর)। [ক্বাবিলীয়ত قابليت আ.]।

কাবীন, কাবীননামা—দ্র. **কাবিন**।

কাবু—১বিণ. নিস্তেজ, দুর্বল। ২বিণ. বশীভূত, পরাজিত, জব্দ। [ক্বাবূ قابو ফা.]।

কাবুলি— ১বিণ. আফগানিস্তান জাত, কাবুলবিষয়ক। ২বিণ. আফগানিস্তানের অধিবাসী, কাবুলের বাশিন্দা। [قابولی ফা.]। **কাবুলিওয়ালা**—বি. আফগানিস্তান তথা কাবুলের অধিবাসী। [— '+ ওয়ালা والا হি.]।

কাবেজ, কাবেয, কাবিয— ১বিণ. করায়ত্ত, হস্তগত, আয়ত্ত (যতদিন..... কাবালা করে আমার দখল কাবেজে না দাও—মশার্‌রফ)। ২বিণ. দুর্বল, নিস্তেজ, কমজোর (আমীর আলীর ব্যাপারটাই তাঁকে এমন কাবেজ করিয়া ফেলিয়াছে—মনসুর)। [ক্বাবিয্ قابض আ.]।

কাবেল, কাবেলতি—দ্র. **কাবিল**।

কামদানি—দ্র. **কামদানী**।

কামদানী, কামদানি—১বি. এম্‌ব্রয়-ডারী, কাপড়াদিতে ফুল তোলার কাজ। ২বি. তুলার কাপড়ের উপর জরি বসানোর কাজ। [সং. কর্ম > কাম + দানী دانی ফা.]। **কামদার**—১বিণ. কারুকার্যমণ্ডিত (জরির কামদার মখমলের বালিশ—বঙ্কিম)। ২বি. নকশার কাজ-করা কাপড় (কামদার টুপি)। [— + দার دار ফা.]।

কামাই—১বি. উপার্জন, রোজগার। ২বি. উপার্জন করা ধন। ৩বি. অনুপস্থিতি। ৪বি. বিরাম (সেজন্য সেকালে কাজেরও কামাই হয়নি—অবনীন্দ্র)। [কমা'ঈ کمائی হি., উ.]।

কামান—১বি. বড় আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষ, তোপ (কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল—রবীন্দ্র)। ২বি. একপ্রকার বৃহৎ ধনুক (কামান সদৃশ শোভে ভ্রূহি যুগল— বড়ু চণ্ডী)। [কমান্ کمان ফা.]।

কামানি—বি. ঘড়ি ইত্যাদির স্প্রীং, যন্ত্র বিশেষ। [কমানী کمانی ফা.]।

কামান্দ— বি. রজ্জু-ফাঁস (কৌশলী রোস্তম দ্রুতগতিতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গলদেশে কামান্দ নিক্ষেপ পূর্বক তাহাকে ধৃত ও বন্দী করিলেন.—মোজাম্মেল)। [কমন্দ্ کمند ফা.]।

কামাল—১বি. পরাকাষ্ঠা, নৈপুণ্য, দক্ষতা (অন্নপূর্ণাদেবী / তাঁহার চরণ সেবি / কেরামত কামাল ইহার—ভারত; কামাল! তুনে কামাল কিয়াভাই—নজরুল)। ২বি. অচিন্তনীয় ও অবিশ্বাস্য কার্য বা কর্ম সম্পাদন (হামজা বলেন তুমি কামাল করিলা

এয়ছা বড় পাহালওয়ানে হেলায় জিনিলা —হামজা)। [কমাল كمال আ.]।

কামালত, কামালিয়ত–*বি.* পরিপূর্ণতা, বিপুল কৃতিত্ব (দেখেছি সেখানে আমি তোমার কামালত— ফররুখ)। [কমালীয়ত্ كماليت আ.]।

কামিজ, কামেজ— *বি.* ঢিলা জামা-বিশেষ (তার নিদর্শনস্বরূপ আমরা কামিজের প্লেট ও কাপ এবং বুট জুতা ধারণ করি—প্রমথ; ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই হাতা—ঈশ্বর)। [ক্বমীয্ قميض আ.]।

কামিয়াব—*বিণ.* সফলকাম, কৃতকার্য। [كاميا ب ফা.]। **কামিয়াবি, কামিয়াবী**—*বি.* সাফল্য, সফলতা, কৃতকার্যতা। [كاميابى ফা.]। **কামিয়াবী হাসিল**— *বি.* সফলতা অর্জন, উদ্দেশ্য সাধন। [— হাসিল حاصل আ.]।

কামিল—দ্র. **কামেল**।

কামেজ—দ্র. **কামিজ**।

কামেল, কামিল —১*বিণ.* সিদ্ধ, পরি-পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ (বেটি বলে বটে যদি কামেল ফকির— হামজা)। ২*বি.* সাধন ভজনে যিনি পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন (মিলন শাহ নামক কামেল ফকিরের মুরিদ হন— মুর্তজা)। [কামিল كامل আ.]। **কামিলকার** —*বিণ.* বিপুল ঐশী ক্ষমতাবিশিষ্ট (আমাগো গিরামে এমন কামিলকার আছে আগে জানতামনা—জসীম)। [— আ. + كار ফা.]।

কাযি—দ্র. **কাজি**।

কাযিয়্যা—দ্র. **কাজিয়া**।

কাযী—দ্র. **কাজি**।

কায়কারবার— *বি.* কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য (সেরেশতার কায়কারবার তক অনেক সময় অচল থাকতো— জয়েন)। [কায় *বাং.* + কারোবার كاروبار ফা.]।

কায়দা, কাএদা— ১*বি.* কৌশল, দক্ষতা, নৈপুণ্য (দায়ে পড়লে কায়দা বেরোয় মস্তিষ্ক ফুঁড়ে—মনোজ)। ২*বি.* উপায় (পানি-ভরা গড়খাই, যাবার কায়দা নাই–হামজা)। [ক্বা'ইদহ্ قاعده আ.]।

কায়মী—দ্র. **কায়েম**।

কায়িম—দ্র. **কায়েম**।

কায়েম, কায়িম, কায়িমী, কায়েমি, কায়েমী, কায়মী, কাএম, কা এমী— *বিণ.* মজবুত, দৃঢ়, স্থায়ী, প্রতিষ্ঠিত (মুসলমান-রাজ কায়েম করাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের ব্রত— মান্নান; তখতে কায়েম কর পাক কোরআন—তালিম; পিঁপড়ের সমাজে যে-ব্যবস্থা কায়েমী —প্রেমেন্দ্র)। [ক্বা'ইমী قائمى আ.]।

কায়েম-মকাম, কায়িম-মকাম—*বি.* প্রতিনিধি। [ক্বা'ইম মুক্বাম্ قائم مقام আ.]।

কায়েমি, কায়েমী—দ্র. **কায়েম**।

কারখানা— ১*বি.* যে স্থানে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, কর্মশালা, কর্মাগার। ২*বি.* বিপুল ব্যাপার, বিরাট কাণ্ড (দেখে জাতি ছত্রিশ কারখানা—ভারত)।

[কারখানহ্ کارخانہ *ফা.*]।

কারচুপি, কারচোপ, কারচুবি—১*বি.* বস্ত্রাদির উপর নকশার কাজ (তাতে কতই না কারচুপি—মুজতবা; বুকে জরির কারচোপের কর্ম-করা কাবা—টেকচাঁদ; হাতেতে কারচুবি চুড়ি পায়েতে পাশলি—গরীব)। ২*বি.* কৌশল, চালাকি (সব টাকার কারচুপি—অচিন্ত্য)। [কারচোব کارچوب *ফা.*]।

কারদানি, কারদানী—দ্র. **কেরদানি**।

কারপরদাজ, কারপরদায—*বি.* কর্মচারী, তত্ত্বাবধায়ক, বিশিষ্ট কর্মচারী (রায় মহাশয়ের কারপরদাজেরা নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ—দীনবন্ধু)। [কারপরদায্ کارپرداز *ফা.*]।

কারফরমা—*বি.* আদেশকর্তা, সেনা-নায়ক। শাহী আমলের কর্মচারীদের পদবী বিশেষ। [কারফরমা – کار فرما *ফা.*]।

কারবা—দ্র. **কাহার্‌বা**।

কারবার—১*বি.* ব্যবসায়, বিজনেস। ২*বি.* পেশা। ৩*বি.* ব্যবহার, লেনদেন-ঘটিত সম্বন্ধ। ৪*বি.* কাজকর্ম। [কারোবার کاروبار *ফা.*]। **কার-বারী**—*বিণ.* ব্যবসায়ী। [– کار وباری *ফা.*]।

কারবালা—*বি.* ইরাকস্থ ঘাসপাতাহীন ধূসর প্রান্তরবিশেষ, যে স্থানে খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হযরত ইমাম হোসেন সপরিবারে ও সবান্ধবে শহীদ হন। [কর্‌বলা کربلا *আ.*]।

কাররবাই—*বি.* কার্যক্রম, আবরণ, কর্ম কৌশল, ব্যবহার। [কার্‌রওয়া'ঈ کارروائ *ফা.*]।

কারসাজ, কারসায—১*বি.* সৃষ্টিকর্তা, ভাঙাগড়ার নিয়ামক। ২*বিণ.* ধূর্ত, কূট-কৌশলী। [কারসায্ کارساز *ফা.*]। **কারসাজি, কারসাজী, কারসাযী**—*বিণ.* কূটকৌশল, চালাকী (কারসাজী করোনা বেশি, ধরা পড়ে যাবে—হাশিম; ছলনা, প্রবঞ্চনা প্রকাশকের কারসাজীতে...... —আনিস)। [— + ঈ *বাং.*]।

কারাবত—*বি.* আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা। [ক্বারাবত্ قرابت *আ.*]।

কারাবা—দ্র. **কার্বা**।

কারাভান, কারোয়াঁ, কারোয়ান—১*বি.* অভিযাত্রীদল। ২*বি.* মরুযাত্রী-দল। [কার্‌ওয়াঁ کاروان *ফা.*]।

কারার—দ্র. **করার**।

কারি[১], কারী[১]—*বিণ.* মারাত্মক, সাংঘাতিক, গভীর (কারি ঘাও ছিল তার পায়—হামজা)। [কারী کاری *ফা.*]।

কারি[২], কারী[২]—*বি.* বিশুদ্ধতার সঙ্গে কোরআন পাঠকারী, কোরআন পাঠক (কাজী ছাড়ে কলেমা, কোরান ছাড়ে কারী—ভারত)। [ক্বারী قاری *আ.*]।

কারিকর, কারিগর—*বি.* মিস্ত্রী (কে এমন কারিগর, বানাইলে ঘর—চণ্ডী)। [কারীগর کاریگر *ফা.*]।

কারিকরি, কারিকুরি, কারিকরী,

কারিগরি, কারিগরী—১*বি.* শিল্প দক্ষতা, সূক্ষ্ম শিল্পকার্য। ২*বি.* কারিগরের কার্য, কারিগরের পেশা। ৩*বি.* কৌশল, নৈপুণ্য। ৪*বিণ.* কারিগরী সংক্রান্ত, কারিগর সংক্রান্ত, technical। [কারীগরী کاریگری *ফা.*]।

কারিন্দা—*বি.* কর্মী, কর্মচারী, গোমস্তা, ম্যানেজার (কেরানী কারিন্দা ক্লার্ক—হেম)। [কারিন্দহ্ کارنده *ফা.*]।

কারী[১]—দ্র. **কারি**[১]।

কারী[২]—দ্র. **কারী**[২]।

কারীব, ক্বারিব—*বিণ.* আসন্ন, নিকটস্থ, নিকটবর্তী (নির্দিষ্ট সময় ক্বারিব হয়ে গেছে—মাহবুব)। [ক্বরীব্ قریب *আ.*]।

কারুন, কারূন—*বি.* হযরত মূসা (আ:) -এর চাচাত ভাই। তাঁর আমলে দুনিয়ার কুখ্যাততম কৃপণ ব্যক্তি। তার অশ্রুতপূর্ব কৃপণতার জন্য সে চিরকালের এক অবিস্মরণীয় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। [ক্বারূন قارون *আ.*]।

কারূন—দ্র. **কারুন**।

কারোয়াঁ, কারোয়ান—দ্র. **কারাভান**।

কার্বা, কারাবা—*বি.* সুগন্ধি জলের পাত্র, গোলাপ পাত্র (নয়নের কার্বা যে মোরছা দিয়ে ঢেউ খেলে যায়—সত্যেন্দ্র; শুকনো চামড়ার কার্বা, যার মধ্যে ধরা হয়েছে গোলাপজল—নজরুল)। [ক্বরাবহ্ قرابه *আ.*]।

কালন্দর—দ্র. **কলন্দর**।

কালবুদ[১]—১*বি.* পাদুকা নির্মাণের কাষ্ঠ-ফর্মা। ২*বি.* খিলান গ্রন্থন কার্যে ব্যবহৃত ফর্মা। ৩*বি.* খিলান-কৃত সেতু। [কালবুদ کالبد *ফা.*]।

কালবুদ[২]—*বি.* আধার, পাত্র, ছাঁচ বা খাঁচা। [কালবুদ کالبد *ফা.*]।

কালা আদমি, কালা আদমী—*বি.* প্রাচ্যদেশ সমূহের লোক, যে-সকল লোকের শরীরের বর্ণ কাল, কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি। [কালা کالا *হি.* + আদ্‌মী آدمی *ফা.*।

কালা কানুন—*বি.* অন্যায় বিধি, প্রজাপুঞ্জের স্বার্থহানিকর আইন। [কালা کالا *হি.* + ক্বানূন قانون *আ.*]।

কালাইগর—*বি.* তাম্র পিতলের পাতিলাদি কালাইকারী (সেকি কথা? ছুতোর কামার কালাইগর, মুচি.....—মুজতবা)। [ক্বলাই'গর قلئ گر *আ.* + *ফা.*]।

কালাম—১*বি.* বাক্য, বাণী, কথা (ঐ একই কালাম—জুলফিকার)। ২*বি.* আদেশ, নির্দেশ, হুকুম (খোদার কালাম কি কখনও রদ হয়—মশার্‌রফ)। [কলাম کلام *আ.*]। **কালামুল্লাহ্**—*বি.* কুরআন শরীফ, আল্লাহ্‌র বাণী বা নির্দেশ (মা তাঁহার খুদে নাতিনীকে এক মনে কালামুল্লাহ পড়াইতেছেন—মাহবুব)। [কালামুল্লাহ্ كلام الله *আ.*]।

কালিয়া—*বি.* মাছ-মাংসাদিতে প্রস্তুত উপাদেয় তরকারি বিশেষ। [ক্বলিয়হ্ قليه *আ.*]।

কালেব—*বি.* ছাঁচ, খাঁচা, কাঠামো। [ক্বালিব্ قالب *আ.*]।

কাশ্‌ত্‌কার—দ্র. **কাস্তকার**।

কাসা— *বি.* পাত্র, পিয়ালা। [কাসঃ کاسه *ফা.*]।

কাসিদ—দ্র. **কাসেদ**।

কাসিদ, কাসেদ —*বি.* বার্তাবাহক, পত্র-বাহক (আবদুল জব্বারের নিকট কাসেদ প্রেরণ করিলেন—মশার্‌রফ)। [ক্বাসিদ قاصد *আ.*]।

কাসিদা, কাসীদা–*বি.* কবিতা (কোথায় শায়ের, শিল্পী, সুরকার কাসীদা— ফররুখ)। [ক্বসীদহ্ قصيده *আ.*]।

কাসেদ—দ্র. **কাসিদ**।

কাস্তকার, কাশ্‌ত্‌কার— *বি.* চাষী। [কাশ্‌ত্‌কার کاشتکار *ফা.*]।

কাহাঁ, কাঁহাতক, কাহাঁতক— দ্র. **কাঁহা**।

কাহাত—*বি.* দুর্ভিক্ষ, আকাল (প্রাণ-পণ করেছে খিদমত কাহাতের দিনে— ফররুখ)। [ক্বহত্ব قحط *আ.*]।

কাহার্‌বা, কারবা—বি সংগীতের তাল বিশেষ। এক অনুন্নত শ্রেণীর (কাহার) সম্প্রদায়ের নাচ গান হতে জাত এক শ্রেণীর তাল (মনোহারী, বেলোয়ারী কাহার্‌বা— সত্যেন্দ্র)। [কহর্‌ওয়া کهروا *হি.*]।

কাহি— *অব্য.* কেন, কি কারণ? (কি করহ এ সখি আওল কাহি—বিদ্যা-পতি)। [কাহে کاهے *হি.*]।

কাহিল— ১*বিণ.* নিস্তেজ, দুর্বল, কমজোর, পরিশ্রান্ত (আমার মা না খেয়ে খেয়ে কাহিল হলেন— অবনীন্দ্র)। ২*বিণ.* ক্লান্ত, রুগ্ন (কাহিল মারবার এমন মেওয়া আর দ্বিতীয় নেই— কেদার)। [কাহিল্ كاهل *আ.*]। **কাহেলি, কাহিলী**— ১*বি.* দুর্বলতা, শ্রান্তি। ২*বি.* রুগ্নতা, অবসন্নতা (কাহেলি কারণে আমি রহিনু পড়িয়া— হামজা)। [কাহিলী كاهلى *আ.*]।

কিংখাপ, কিংখাব— *বি.* এম্‌ব্রয়ডারি-করা জরির সিল্‌ক-বস্ত্র বিশেষ (সোনা রূপার জরি দিয়ে সে কিংখাবে এমনই কারুকার্য করা হয়েছে— মুজতবা)। [কিম্‌খাব্ كمخاب *ফা.*]।

কিচ্ছা—দ্র. **কেচ্ছা**।

কিছম—দ্র. **কছম**[২]।

কিজিলবাশ—দ্র. **কজলবাস**।

কিতা[১]—দ্র. **কেতা**[১]।

কিতা[২]—দ্র. **কেতা**[২]।

কিতাব, কেতাব—১*বি.* গ্রন্থ, পুস্তক, বই (কেতাব পড়ে পায়নি খেতাব —জসীম)। ২*বি.* কুরআন শরীফ (আল্লায় কহিছে যবে কিতাবের বাণী—সুলতান)। ৩*বি.* পুঁথি (কেতাব পড়ার উঠিল তুফান —জসীম)। [কিতাব كتاب *আ.*]। **কিতাবি, কেতাবি**—১*বিণ.* পুস্তকী, পুস্তকগত (কিতাবি বিদ্যা)। ২*বিণ.* পুস্তক সংক্রান্ত। ৩*বিণ.* এমন ব্যক্তি যার পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট কিন্তু কোনো অভিজ্ঞতা নেই অর্থাৎ যে ব্যক্তি

হাতে-কলমে কোনো কাজ করেনি (মোকদ্দমা করা কেতাবি লোকের কাজ নয়— টেকচাঁদ)। **কেতাবী**—*বি.* আল্লাহ্ প্রেরিত কিতাবের অনুসরণকারী কিন্তু মুসলমান নয়, যথা— ইহুদী, খ্রিস্টান। [কিতাবী كتابى *আ.*]। *বি.* **কেতাব কুর-আন, কেতাব কোরান**—*বি.* ধর্মীয় গ্রন্থ (এ কথা তো কোনো কেতাবে-কোরানে লেখেনা— প্রমথ)। [— কু'রআন قرآن *আ.*]।

কিতাবত—১*বি.* পত্র, চিঠি লেখা। ২*বি.* ধর্মগ্রন্থ, হাদিস-কুরআন। [কিতাবত্ كتابت *আ.*]। **কেতাবতি**—*বিণ.* পুস্তকগত (কেতাবতি ভাষা)। [— + ই *বাং.*]।

কিত্তা—দ্র. কেতা[১]।

কিনা—*বি.* হিংসা, বিদ্বেষ (মনে কিনা রেখোনা—ইজদানী)। [কীনহ্ كينه *ফা.*]।

কিনারা, কিনার— ১*বি.* তীর, পার (সম্মুখে নীলজলের রাশি, নেই কিনারা কূল—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* সীমা, প্রান্ত (কথা কয় মনের কিনারে—রশীদ)। ৩*বি.* প্রতিকার, সমাধান, উপায়, বিহিত-ব্যবস্থা (বিধবা বৌটার একটা কিনারা করা দরকার)। ৪*বি.* নিষ্পত্তি, ফয়সালা (মামলার কোনো কিনারাই হলো না)। ৫*বি.* সন্ধান, খোঁজ, clue (হারানো ছেলেটার কিনারা করা দরকার)। ৬*বি.* খোঁজ বা অনুসন্ধানের দ্বারা বাস্তব তথ্য উদঘাটিত করা (চুরির কিনারা)। [কিনারহ্ كناره *ফা.*]।

কিফাইত—দ্র. **কিফায়ত্**।

কিফায়ত, কিফাইত, কেফায়েত— ১*বি.* সস্তা দাম, অল্প খরচ, সুলভ মূল্য। ২*বি.* মুনাফা, লাভ। [কিফায়ত্ كفايت *আ.*]।

কিব্‌তী—*বি.* হযরত মূসা (আ.)-এর আমলের মিসরীয় জাতিবিশেষ (কিব্‌তী সম্প্রদায়ের একটি লোক বাজারে জনৈক গরীব বনী ইসরাইল-কে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতেছিল; ইহাতে মূসার (আ.) ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল, তিনিও কিব্‌তীর গালে এমন প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন যে সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল— *আ.* রব)। [ক্বিব্‌ত্বী قبطى *আ.*]।

কিবলা—দ্র. **কেবলা**।

কিমৎ, কিমত—দ্র. **কিম্মৎ**।

কিমা, কীমা—*বি.* অত্যন্ত ছোট ছোট করে কাটা মাংসের ফালি। [ক্বীমঃ قيمه *ফা.*]।

কিমিয়া, কীমিয়া— *বি.* প্রাচীনকালে প্রচলিত রসায়ন বিদ্যা। [কীমিয়া كيميا *আ.*]।

কিম্মৎ, কিম্মত, কিমৎ, কিমত, কীমত —*বি.* দাম, দর, মূল্য (কিম্মত লাগিবে যাহা আমি তাই সে দিব —মৈ. গী.)। [ক্বীমত قيمت *আ.*]।

কিয়াম—দ্র. **কেয়াম**।

কিয়ামত—দ্র. **কেয়ামত**।

কিয়াস—*বি.* আন্দাজ, অনুমান, কোনো

ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা। [ক্বিয়াস قياس আ.]।

কিরা, কিরে, কীরা—*বি.* শপথ, কসম, প্রতিজ্ঞা (কিরা করাইতে লড়াইয়ের নামে হবে না সে আর মাত্—জসীম; যেয়ো নাগো তার কাছে মোর কিরে প্রাণেশ্বর—মাইকেল)। [কিরিয়া كريا হি.]।

কিরাত—দ্র. **কেরাত**।

কিরিস্তানী—*বি.* খ্রিস্টানী, নাসারাদের (খ্রিস্টানদের) ব্যবহার বা আচার-ব্যবহার। [কিরিস্তানী كرستانى হি.]।

কিরে—দ্র. **কিরা**।

কিল্লা—দ্র. **কেল্লা**।

কিশ্তি, কিশ্তী—দ্র. **কিস্তি**[১]।

কিশমিশ, কিসমিস—*বি.* ক্ষুদ্রাকৃতির শুষ্ক আঙুর। [কিশ্মিশ্ كشمش ফা.]।

কিস্ম্, কিসিম, কেসম, কেসেম—*বি.* প্রকার, ধরন, রকম, মত (ঐ কেসেমেরই যত সব উদ্ভট সুন্দরী-দের— নজরুল)। [ক্বিস্ম্ قسم আ.]।

কিসমৎ, কিসমত, কেসমত[১]—*বি.* অদৃষ্ট, ভাগ্য, কপাল (আমার কেসমত আমি জানিতে চাহি না—বঙ্কিম)। [ক্বিস্মত قسمة আ.]।

কিসমিস—দ্র. **কিশমিশ**।

কিস্সা—দ্র. **কেচ্ছা**।

কিসিম—দ্র. **কিস্ম্**।

কিস্তি[১], **কিশ্তি, কিশ্তী** —*বি.* নৌকা, তরী, জাহাজ (কর্পূর কাঠে একটা কিস্তি বানাবে— অবনীন্দ্র; নভোবন্দরে হেলালী কিশ্তী— তালিম)। [কশ্তী كشتى ফা.]। **কিস্তিটুপি**— *বি.* কিস্তি বা নৌকার আকারের টুপি। [— ফা. + টোপী ٹوپى হি.]।

কিস্তি[২]— *বি.* ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময় বা অংশ, দেয় অর্থাদির অংশ (তোমার কিস্তি তো রদ হয়ে গেছে বাবা— ইমদাদ)। [ক্বিস্ত্ব قسط আ.]। **কিস্তিখেলাপ**— *বি.* নির্দিষ্ট সময়ে কিস্তি পরিশোধের অক্ষমতা, কিস্তিবন্দি অবস্থায় কিস্তির শর্তানুসারে টাকা আদায়ে অপার-গতা (কিস্তি খেলাপ করবে যে এর ডুববে তাহার কিস্তিখানা— জসীম)। [— খিলাফ خلاف আ.]। **কিস্তিবন্দি**— ১*বি.* কয়েক-বারে ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত, ক্রমান্বয়ে অর্থ আদায়ের অঙ্গীকার। ২*বি.* কিস্তি পরিশোধের সময় বা কাল-নির্ধারক চুক্তিনামা। [— বন্দী بندى ফা.]।

কিস্তি খেলাপ—দ্র. **কিস্তি**[২]।

কিস্তিটুপি—দ্র. **কিস্তি**[১]।

কিস্তিবন্দি—দ্র. **কিস্তি**[২]।

কিস্তিমাত, কিস্তিমাৎ—১*বি.* দাবা খেলার চূড়ান্ত চাল যাতে বিপক্ষের রাজা বন্দি হয়। ২*বি.* সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ (জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিস্তিমাৎ— সত্যেন্দ্র)। [কিহ্ত্ كهت ফা. + মাত্ مات আ.]।

কীমত—দ্র. কিম্মৎ।
কীমা—দ্র. কিমা।
কীমিয়া—দ্র. কিমিয়া।
কীরা—দ্র. কিরা।
কুওত, কূওত, কুওৎ, কুয়ত, কুয়ৎ—*বি.* শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা (ইসলামী হেম্মৎ ও কুওৎ একেবারে হারাইয়া বসিয়াছেন —শিরাজী)। [কূ'য়্যত্ قوت *আ.*]।
কুঁজা/ কুঁজো—দ্র. কুজা।
কুঁদা/ কুঁদো— ১*বি.* মোটা কাষ্ঠখণ্ড, কাঠের গুঁড়ি (একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল–বঙ্কিম)। ২*বি.* বন্দুকাদির কাঠের হাতল। ৩*বি.* স্থূল ও বৃহৎ খণ্ড। [কুন্দহ্ کنده *ফা.*]।
কুঁদো—দ্র. কুঁদা।
কুজা/ কুজো, কুঁজা/কুঁজো—*বি.* মাটির তৈরী জলাধার বিশেষ, সোরাহী। [কূযহ্ کوزه *ফা.*]।
কুজো—দ্র. কুজা।
কুত্তা—*বি.* কুকুর। [কুত্তা کتّا *হি.*, *উ.*]।
কুদরত, কুদরৎ—১*বি.* ক্ষমতা, বিপুল শক্তি, অসাধারণ বা অলৌকিক ক্ষমতা (কি বুঝিবে হীন বান্দা কুদরত তোমার— হেয়াত)। ২*বি.* দক্ষতা, নৈপুণ্য, কৌশল (নৌকা ডুবির সময় তোমার কুদরৎ দেখা গিয়াছে—টেকচাঁদ)। [কু'দ্‌রত قدرت *আ.*]। **কুদরতি**— ১*বি.* অসীম ক্ষমতা, বিরাট মহিমা (পীর বদরের কুদরতিতে নৌকা বাঁধা হিজল গাছে—সত্যেন্দ্র)। ২*বিণ.* মহিমাবিশিষ্ট, সবিশেষ ক্ষমতাবিশিষ্ট, অতিশয় ক্ষমতাশালী। [— + ی (ঈ) *ফা.*]। **কুদরতে ইজদানী, কুদরতে ইযদানী**—*বি.* আল্লাহ্ পাকের মহিমা বা ক্ষমতা। [— + ইয়য্‌দানী یزدانی *ফা.*]।
কুনজর, কুনযর—*বি.* বদনজর, কুদৃষ্টি, অশুভদৃষ্টি। [কু *বাং.* + نظر *আ.*]।
কুফর, কোফর—১*বি.* আল্লাহ্‌র আদেশ নির্দেশকে যারা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহ্‌য় অবিশ্বাসী। ২*বি.* বহু ঈশ্বরবাদ, আল্লাহ্‌র তাওহীদ বা একত্ববাদে অবিশ্বাস, আল্লাহ্‌কে প্রত্যাখ্যান, আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি অবিশ্বাস (তাঁর দিন প্রচারে কুফর হৈল নাশ—আলাওল)। ৩*বি.* মিথ্যা বা অলীক শাস্ত্র (কাফের করিল লোকে কোফর পড়িয়া— ভারত)। [কুফ্‌র্ کفر *আ.*]। **কুফরি, কুফরী**— *বি.* ধর্ম তথা আল্লাহ্ রসূলে অবিশ্বাস (স্বজাতির কুফরী ঐতিহ্যের গর্ব ছাড়েনি— শরীফ) [— + ঈ ی *ফা.*]। **কুফ্‌রী ফতোয়া**—*বি.* কাফেররূপে ঘোষণা করে ফতোয়া বা রায় দেওয়া (সর্বশেষ অস্ত্র কুফ্‌রী ফতোয়া আরোপ করা হইল— মুস্তাফিজ)। [— فتوی *আ.*]।
কুবা—*বি.* ছাদ ও মেঝেতে আঘাত করার হাতিয়ার, মুদ্‌গর। [কূবহ্ کوبه *ফা.*]।
কুব্বা—দ্র. কুব্যা।
কুব্যা, কুব্বা, কুর্ব্বা—*বি.* খিলান-কৃত ছাদ, গোলাকৃতিবিশিষ্ট তাঁবু বা গৃহ

(অগ্নির দীপ্তি যেন কুব্যা বলি তারে —হেয়াত; সুবর্ণের কুর্ব্বা এক দেখে তথা যায়—হেয়াত)। [কু'ব্বহ قبّه *আ.*]।

কুমকুম, কুম্‌কুম্— *বি.* আবীর ও সুবাসিত জলে পরিপূর্ণ কন্দুক বা গোলক বিশেষ। [কু'ম্‌কু'ম্ قمقم *আ.*]।

কুমতলব— *বি.* মন্দ বা অহিতকর উদ্দেশ্য, অসদুদ্দেশ্য (অসুখের চেয়ে কুমতলবই অধিক ছিল—মনোজ)। [কু. *বাং.* + মত্বলব مطلب *আ.*]।

কুয়ত, কুয়ৎ—দ্র. **কুওত**।

কুরআন—দ্র. **কোরান**।

কুরচিনামা—দ্র. **কুরছিনামা**।

কুরছি—দ্র. **কুরসি**।

কুরছিনামা, কুরচিনামা—*বি.* বংশ-তালিকা, বংশ পরিচয়, কুলজি, কুলপঞ্জী। [কুরসী كرسى *আ.* + নামহ্ نامه *ফা.*]।

কুরতা—দ্র. **কুর্তা**।

কুরনিশ—দ্র. **কুর্নিশ**।

কুরবান, কুরবানী—দ্র. **কোরবান**।

কুরসি, কুরসী, কুরছি, কুর্সি, কুর্শী —*বি.* উপবেশন করার উঁচু আসন —কাঠের, লোহার বা অন্য কোনো বস্তুর, কেদারা, চেয়ার (বসাইল উপরে কুরছির— হামজা; রাজসদনে কুর্শী সোনার মিলতো কবির এইখানে —সত্যেন্দ্র)। [কুর্‌সী كرسى *আ.*]।

কুরা—দ্র. **কোরা**।

কুরান—দ্র. **কোরান**।

কুর্ণিশ, কুর্ণিস—দ্র. **কুর্নিশ**।

কুর্তা, কুরতা, কোরতা, কোর্তা— *বি.* পুরুষের শার্ট বা জামা, জানুর নিচে পর্যন্ত বিলম্বিত জামা (এর সঙ্গে লম্বা কুর্তা পরা হতো সেযুগে— মুজতবা; গায়ে একটা ছেঁড়া কোরতা ছিল— মশার্‌রফ)। [কুর্‌তহ্ كرته *ফা.*]।

কুর্তি, কুর্ত্তি—*বি.* ক্ষুদ্রাকৃতির জামা বা কুর্তা (দূর কর আফসোস জামিয়ার কুর্তির— মোহিত)। [كرتى *হি.*]।

কুর্নিশ, কুর্ণিশ, কুর্ণিস, কুরনিশ— *বি.* শাহানশাহ্‌দের দরবারে প্রজাদের কায়দায় বিনম্র অভিবাদন (বদ-রসিকরা বলে যে, শাহানশাহগণ, প্রজা-সাধারণের কাছ থেকে যে আভূমি-প্রণত কুর্ণিশ গ্রহণ করে অমানবিক আমোদ লাভ করতেন, সেটাই তাদের পতনের মূলীভূত কারণ—নির্বিচারে প্রজা হত্যা বা অত্যধিক কর গ্রহণও নয়— মুজতবা)। [কোর্‌নিশ كورنش *তু.*]।

কুর্বান, কুর্বানি—দ্র. **কোরবান**।

কুর্শী, কুর্সি—দ্র. **কুরসি**।

কুল—*বিণ.* সমস্ত, যাবতীয়, সমুদয়। [কুল্‌লু كلّ *আ.*]। **বিলকুল**—*বিণ.* বেবাক, সমুদয়, যাবতীয় (ভুল হয়ে গেছে বিলকুল—বুদ্ধদেব)। [বিল্‌কুল্ بالكل *আ.*]।

কুলপি, কুল্‌ফি—*বি.* বরফ জমানোর জন্য ছাঁচ বিশেষ। [কু'ফ্‌লী قفلى *আ.*]। **কুলফি বরফ**—*বি.* কুলফি বা

টিনের ছাঁচে জমান বরফ। [— + বরফ برف *ফা.*]। **কুলফি মালাই** —*বি.* দুধ-চিনি মিশ্রিত কুল্‌ফিতে বসানো আইসক্রীম। [— *আ.* + বালাঈ بالای *আ.*]।

কুলি— *বি.* মালপত্র বহনকারী, মুটে (তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি— নজরুল)। [কু'লী قلی *তু.*]।

কুলুখ— *বি.* মাটির ডেলা, পেশাব-পায়খানার পরে পানির অভাবে শুদ্ধির জন্য ব্যবহার্য মাটির ঢেলা (একদা মাবিয়া মূত্রত্যাগ করিয়া কুলুখ লইয়াছেন— মশার্‌রফ)। [কুলূখ্ کلوخ *ফা.*]।

কুলুপ, কুলুফ, কুলূপ—১*বি.* তালা (ঘরের বহির্দিকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া কুলূপ দিলেন—বঙ্কিম)। ২*বি.* সীল, মোহর। [কু'ফ্‌ল قفل *আ.*]।

কুশাদা—দ্র. **কোশাদা**।

কুশিশ, কুশেশ—দ্র. **কোশেশ**।

কুস্তি, কুস্তী—১*বি.* দ্বৈরথ যুদ্ধ, দুজনের শারীরিক শক্তি পরীক্ষাবিশেষ, মল্ল-যুদ্ধ। ২*বি.* ব্যায়ামবিশেষ। [কুশ্‌তী کشتی *ফা.*]। **কুস্তিগীর, কুস্তিবাজ** —*বি.* পালোয়ান, কুস্তি বা মল্লযুদ্ধে বিশেষ নিপুণ ব্যক্তি। [কুশ্‌তীগীর کشتی گیر *ফা.*; কুশ্‌তীবায্‌ کشتی باز *ফা.*]।

কুহ্-ই-কাফ—দ্র. **কোকাফ**।

কুহ্‌কাফ—দ্র. **কোকাফ**।

কুহ্‌তুর—দ্র. **কোহিতূর**।

কুহিনূর—দ্র. **কোহিনুর**।

কূওত—দ্র. **কুওত**।

কেওড়া—১*বি.* একজাতীয় সুরভিযুক্ত ফুল ও তার গাছ। ২*বি.* কেয়াফুল গাছ। ৩*বি.* কেয়ার নির্যাস। ৪*বি.* কেওড়া ফুলজাত সুরভিত জল (কেওড়ার পানি হাত ধুইবারে এনে দিল কিঙ্কর—সৈ.আ.আ.)। [করাবিয়ঃ کراویه *ফা.*]।

কেওয়াড়, কেওয়ার—*বি.* কপাট, দ্বার। [কিওয়াড় کواڑ *হি.*]।

কে'কাফ—*বি.* কো'কাফ (কোহ্‌কাফ) (কে'কাফ মুলুক পেরিয়ে হবে যেতে —ফররুখ)। [কূহ্ کوه ক্বাফ قاف *ফা.*]।

কেচ্ছা, কিচ্ছা, কেস্‌সা, কিস্‌সা— ১*বিণ.* গল্প, উপাখ্যান, কাহিনী (সে কেচ্ছা কোন কবি গাহিবেনা—জসীম; প্রাচীন দিনের কিস্‌সাগুলি আমরা আবার বলছি হেন—ফরিদী)। ২*বি.* কুৎসা, নিন্দাচর্চা। [ক্বিস্‌সঃ قصّه *আ.*]।

কেজিয়া—দ্র. **কাজিয়া**।

কেতনা—*বিণ.* কতটুকু, কতখানি, কি পরিমাণ, কত (মোর কেত্‌না ফিকির, কেত্‌না ফন্দি—টেকচাঁদ)। [কিত্‌না کتنا *হি.*]।

কেতা[১], কিতা[১], কিত্তা—*বি.* টুকরা, খণ্ড, ভাগ (এই দরখাস্তের এক কেতা অবিকল নকল—দীনবন্ধু; এক কেতা জমি)। [ক্বিত্ব্‌'অঃ قطعه *আ.*]।

কেতা[২], কিতা[২]—১*বি.* কায়দা, ধরন,

পদ্ধতি (আঁখিঠার, অঙ্গভঙ্গী, হাসির কেতা বিস্তর শিখিয়া হেন— মশার্‌রফ)। ২*বি.* সমাজে প্রচলিত রীতি বা রেওয়াজ (আধুনিক রুচিসম্মত কেতায় সাজানো—মঈন)। ৩*বি.* সারি, শ্রেণী (কিতা করিয়া বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চাঙ্গা— কঙ্কণ)। [ক্বত্ব্‌অ قطع *আ.*]।

কেতাদুরস্ত, কেতাদুরোস্ত— *বিণ.* বাইরের চালচলনে অনিন্দ্য, রুচি-সম্মত, পরিপাটি, সুবিন্যস্ত (ভাই দুটি বড়ই সুন্দর, কেতা দুরোস্ত সু-চেহারা—মশার্‌রফ)। [ক্বিত্ব্‌অঃদুরস্ত قطعه *আ.* + درست *ফা.*]।

কেতাব, কেতাব কুরআন, কেতাব কোরান—দ্র. **কিতাব**।

কেতাবতি—দ্র. **কিতাবত**।

কেতাবি—দ্র. **কিতাব**।

কেফায়েত—দ্র. **কিফায়ত**।

কেবলা, কিবলা— ১*বি.* মক্কা-মোয়াজ্জমার কাবাগৃহ, যার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া হয়। ২*বি.* এমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যিনি মাতাপিতা বা অন্যান্য গুরুজনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। ৩*বি.* পিতা (আপনার কেবলা সাহেব এই গোলামের উপর খুবই মেহেরবান ছিলেন— ইমদাদ)। [ক্বিব্‌লহ্ قبله *আ.*]।

কেবার—*বি.* প্রবেশপথ, দরজা, দ্বার, দুয়ার (কোটার কেবার খুলি গেলরে চলিয়া—পূ. গী.)। [কেয়াড় کواڑ *হি.*]।

কেয়া— *অব্য.* কী, কী ব্যাপার। [ক্যা کیا *হি.*]। **কেয়া মজা**— *বিণ.* কী সুন্দর। [— + মযহ্ مزه *ফা.*, মুযাহ্ مزاح *আ.*]। **কেয়াবাত**— *অব্য.* শাবাশ, বাহবা। [কিয়াবাত্ کیابات *হি.* / *উ.*]।

কেয়াম, কিয়াম — *বি.* দণ্ডায়মান অবস্থা, নামাজে দাঁড়ানো অবস্থা (কেয়ামের আহ্বানে সে উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়— নজীবর)। [ক্বিয়াম্ قیام *আ.*]।

কেয়ামত, কিয়ামত—*বি.* পুনরুত্থানের দিন, চূড়ান্ত বিচারের দিন। যেই মহা ভয়ংকর দিনে আল্লাহ্ পাক মানবজাতির পৃথিবীতে কৃত যাবতীয় কার্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করবেন (কিয়ামতে ভাসে চোখে আল্লার দরবার— নজরুল)। [ক্বিয়ামত্ قیامت *আ.*]। **রোজ কিয়ামত, রোজকেয়ামত**— *বিণ.* শেষ অবস্থা, মৃত্যু (মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর—জসীম)। [রোয্ روز *ফা.* + — *আ.*]।

কেয়ারি, কেয়ারী—*বি.* আইল বেষ্টিত কৃষিক্ষেত্র বা ফুল বাগান, পুষ্পবীথি (কেয়ারি দেখিয়া বলে, নাহি দেখি কোনো কালে এমন ফুলের কারবার —হামজা; উঠল রেঙে কানন ভূমি লালাফুলের কেয়ারি তুল—নজরুল)। [কিয়ারী کیاری *হি.*]।

কেয়ে—দ্র. **কাঁইয়া**।

কেরদানি, কেরদানী, কারদানি, কারদানী—১*বি.* কৌশল, নৈপুণ্য (যদি এনাদের কেরদানিতে সব আফদ

দফা হ'ল—টেকচাঁদ)। ২*বি.* বাহাদুরি (ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমন অপকারী—প্রমথ)। ৩*বি.* কৃতিত্ব (সে রমেশের কেরদানীতে বিমোহিত— বিভূতি)। [কার্‌দানী کاردانی *ফা.*]।

কেরাঞ্চি—১*বি.* দুই বা চারি চাকা-বিশিষ্ট গরুর গাড়িবিশেষ (কেরাঞ্চিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন—টেকচাঁদ)। ২*বি.* নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি। [করান্‌চী کرانچی *উ.*]।

কেরাত, কিরাত—১*বি.* কুরআন পাকের সুললিত কণ্ঠে পাঠ (একটি সুরা এমন মধুর কেরাতের সহিত আবৃত্তি করিয়া গেলেন—ইমদাদ)। ২*বি.* কুরআন পাঠের সবিশেষ নিয়ম কানুন। [ক্বিরা'অত্‌ قراءة *আ.*]।

কেরামত, করামত, করামৎ— ১*বি.* প্রতাপ, ক্ষমতা, শক্তি, বল। ২*বি.* অমানবিক ক্ষমতা, মানবসীমা বহির্ভূত ক্ষমতা (নবীকুল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচণ্ড—আলাওল)। ৩*বি.* নিপুণতা, দক্ষতা, বাহাদুরি। ৪*বি.* ফের, দৈব দুর্বিপাক, বিপর্যয় (নসিবের কেরামত! এতদিনে বুঝি শেষ হয়ে এল জাহান্নামের পথ—মোহিত)। [করামত্‌ کرامت *ফা.*]। **কেরামত-কারী**—*বিণ.* প্রতাপশালী, ক্ষমতা বা শক্তির অধিকারী, বিপুল ক্ষমতা-ধর (মহন্ত পণ্ডিত গুরু কেরামত-কারী— আলাওল)। [— + کاری *ফা.*]। **কেরামতী**— *বিণ.* অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী (কেরামতী মাথার টুপি দরিয়ায় ভাসাইয়া— পূ. গী.)। [— + ঈ *বাং.*]।

কেরায়া, কেরেয়া— ১*বি.* কোনো জিনিসের দাম, কোনো কিছুর বিনিময়ে পারিশ্রমিক। ২*বিণ.* ভাড়ার উপযোগী (তাদের দু'ধারে অন্য কেরায়া নৌকা এসেছে—ওয়ালী)। [কিরায়ঃ کرایه *আ.*]। **কেরায়াদার**—*বি.* যে ব্যক্তি ভাড়া করেছে বা ভাড়ায় কোনো কিছু রেখেছে, প্রজা। [— আ + دار *ফা.*]।

কেরাহাত, কেরাহিয়াত—*বি.* ঘৃণা। [করাহত্‌ کراهت *আ.*; করাহিয়ত کراهيت *আ.*]।

কেরামন কাতেবিন— ১*বি.* যেই ফেরেশতাদ্বয় মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক কার্যাবলির হিসাব লিপিবদ্ধ করতে নিয়োজিত আছেন (পাপপুণ্য কর্মতরে দিবারাতি। কেরামন কাতেবিন লেখে দিন প্রতি—হেয়াত)। ২*বি.* শ্রদ্ধেয় লিপিবদ্ধকারীগণ। [কিরামান কাতিবীন كراماً كاتبين *আ.*]।

কেরেয়া—দ্র. কেরায়া।

কেল্লা, কিল্লা—*বি.* সৈন্যদের আস্তানা, দুর্গ (বড় উচাকেল্লা এক দেখিবারে পায়—হামজা)। [ক্বিল্‌'অহ্‌ قلعه *আ.*]। **কেল্লাদার**— ১*বি.* দুর্গের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি, দুর্গাধিপতি। ২*বি.* দুর্গশাসক। [— *আ.* + দার دار *ফা.*]। **কেল্লাফতে**— *বি.* (আক্ষরিক অর্থে) দুর্গবিজয়, সাফল্য অর্জন,

জয়লাভ। [—ফত্‌হ্ فتح আ.]।
কেসম—দ্র. **কিস্‌ম্‌**।
কেসমত[১]—দ্র. **কিসমৎ**।
কেসমত[২]—১*বি.* অংশ, হিস্‌সা, ভাগ। ২*বি.* মৌজার অংশ। [ক্বিস্‌মত্‌ قسمة আ.]।
কেস্‌সা—দ্র. **কেচ্ছা**।
কেসেম—দ্র. **কিস্‌ম্‌**।
কৈছে, কৈসে—*ক্রি. বিণ.* কি রূপে, কেমনে, কি উপায়ে, কি করে (সখিরে পুছহ কৈছে সুরত বিহার—বিদ্যাপতি; কৈসে মে যাওব যমুনা তীর— বিদ্যাপতি)। [ক্যায়সে کیسے হি.]।
কৈফৎ—দ্র. কৈফিয়ত।
কৈফি—*বিণ.* মত্ত, দশাপ্রাপ্ত (সুরাপানে কৈফি হইয়া হারিল চেতন—হেয়াত)। [কয়ফী کیفی ফা.]।
কৈফিয়ত, কৈফিয়ৎ, কৈফৎ—১*বি.* নিজের দোষ ত্রুটি ইত্যাদির হেতু প্রদর্শন, আত্মপক্ষ সমর্থন (একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত—রবীন্দ্র; শিক্ষক জলদগম্ভীর স্বরে কৈফিয়ত তলব করিলেন—শরৎ)। ২*বি.* আয়-ব্যয় বা জমাখরচের অবশিষ্ট হিসাবাদি। [কয়ফিয়ত্‌ کیفیت আ.]। **কৈফিয়তি, কৈফিয়তী**—১*বিণ.* জবাবী, কৈফিয়ত বিষয়ক। ২*বি.* যে পত্রে কৈফিয়ত লিখিত রয়েছে (কৈফিয়তি পাজিখানা নিল সাবধানে— কঙ্কণ)। [— + ই, ঈ. *বাং.*]।
কৈসে—দ্র. কৈছে।

কোই—১ *সর্ব.* কেহ (হরি হরি পীরিতি করয়ে, জানি গায়ত কোই—জ্ঞান.)। ২*সর্ব.* কাহাকেও (আনযুবতী কোই না করবি কোর—বিদ্যাপতি)। ৩*সর্ব.* কোন (সব কোই—বিদ্যাপতি)। [কোই کوئی উ., হি.]।
কোঁতকা— *বি.* মুদ্‌গর, মোটা লাঠি (বাইরে গেলে তার হাতে একটা কোঁতকা থাকেই)। [কুত্‌কা کتکا তু.]।
কোকাফ, কোহ্‌-ই কাফ, কোহ্‌কাফ, কুহ্‌-ই-কাফ, কুহ্‌কাফ—*বি.* কবি-প্রবাদমতে এক পাহাড় (যার নাম কোহকাফ) পৃথিবী বেষ্টন করে রয়েছে—যাতে অসংখ্য জিন পরী বাস করে, ককেশাস পর্বত (কোকাফ মুল্লুক হতে আসে পরীজাদী—হামজা)। [কূহ্‌-ই ক্বাফ্‌ کوه قاف ফা.]।
কোতওয়াল—দ্র. **কোতোয়াল**।
কোতল—দ্র. **কতল**।
কোতোয়াল, কোতওয়াল— *বি.* কোটাল, নগর বা শহর রক্ষী, প্রহরী, শহরের রক্ষণ দায়িত্ব যার উপরে অর্পিত (কোতোয়ালে যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে—ভারত)। [কূত্‌ওয়াল کوتوال ফা.]। **কোতোয়ালী**—১*বি.* কোতোয়ালের দায়িত্ব অথবা পদ। ২*বি.* কোতোয়ালের স্থান বা থানা। [کوتوالی ফা.]।
কোপ, কোব—১*বি.* ভারি ও শাণিত অস্ত্র দিয়ে আঘাত (এক কোপে সাবাড় কর—বঙ্কিম)। ২*বি.* রূঢ় ভাষা বা কটু কথার আঘাতজনিত বেদনা (তুমি

কোপ দিলে গরীবের সম্মানে—সত্যেন্দ্র)। [কূবহ্ کوبه ফা.]।

কোপ্তা, কোফ্‌তা—*বি.* বিবিধ মসলা সহযোগে উপাদেয়রূপে প্রস্তুত মাংস অথবা মাছের পিষ্টকবিশেষ (নানা প্রকারের মিঠাই-মণ্ডা, কাবাব-কোফতা-লাড্ডু দোকানে বসিয়া খাইতে পারিবে—শিরাজী)। [কূফ্‌তহ্ کوفته ফা.]

কোফর—দ্র. **কুফর**।

কোফ্‌রান—*বি.* অবিশ্বাস, বিশ্বাসের অভাব, কৃতজ্ঞতার অভাব। [কুফ্‌রান্ کفران ফা.]।

কোয় (ব্রজ)—*সর্ব.* কাহাকেও (হাম যদি পরশ করি কোয়— বিদ্যাপতি)। [কোই کوئی উ., হি.]।

কোরতা—দ্র. **কুর্তা**।

কোরফা, কোর্‌ফা, কোর্ফা, কোর্ফা-পত্তন, কোর্ফা প্রজা—১*বিণ.* যেই প্রজা বা রাইয়ত অপর প্রজা বা রাইয়তের কাছ হতে জমি গ্রহণ করে চাষবাস করে, প্রজার অধীন। ২*বি.* স্বত্বের অধিকারশূন্য প্রজা যে অন্যের নিকট হতে শুধুমাত্র টাকা পয়সার বিনিময়ে সাময়িক ভোগ-দখলাধিকার লাভ করেছে। [কোর্‌ফা کورفا ফা. পত্তন, প্রজা সং.]।

কোরবান, কুরবান, কোর্বান, কুর্বান—১*বি.* আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কোনো প্রাণী বলিদান। ২*বি.* বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে আত্মাহুতি বা জীবনদান (কোরবান কর আল্লার নামে মোমিন মুসলমান —মুফাখখার)। [কু'র্‌বান قربان আ.]। **কোরবানি, কুরবানি, কোর্বানি, কুর্বানি**—*বি.* খোদার রাহে ১০ই জিলহজ্জ তারিখে ইসলাম ধর্মের বিধি মোতাবেক সক্ষম মুসলমানদের পশু উৎসর্গ। [কু'রবানী قربانی আ.]।

কোর্‌মা—দ্র. **কোর্মা**।

কোরা, কুরা—১*বিণ.* অধৌত, মাড়-বিশিষ্ট, যা ধোলাই করা হয় নি (কোরা গেঞ্জি)। ২*বিণ.* যা ব্যবহার করা হয় নি, সম্পূর্ণরূপে নতুন, brand new। [কোরা کورا হি.]।

কোরাণ—দ্র. **কোরান**।

কোরান, কোরাণ, কুরান, কুরআন, আল-কুরআন, আল-কোরান—*বি.* আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে মহাবাণী, যা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মারফতে প্রেরিত হত। সর্বপ্রথম কোরানের যে মহিমান্বিত বাণী হেরা পাহাড়ের গুহায় বিশ্ব নবীর নিকট জিব্রাঈল নিয়ে আসেন তা হল 'ইক্‌রা বিস্‌মি' অর্থাৎ 'সূরা আলাক', ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মপুস্তক (তার বিচারক এক সে আল্লাহ্ লিখিল আল্ কোরানে—নজরুল)। [কু'রআন قران আ. القران আ.]।

কোরেশ—*বি.* মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ কুরায়শ বংশ। বিশ্বনবী এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। [কু'রইশ قریش আ.]।

কোর্তা—দ্র. **কুর্তা**।

কোর্ফা, কোর্ফাপত্তন, কোর্ফাপ্রজা—দ্র. কোরফা।

কোর্বান, কোর্বানি—দ্র. কোরবান।

কোর্মা, কোরমা— ১*বি.* তুর্কিদের নিয়মে পক্ব সুস্বাদু মাংস, যা ঝাল-শূন্যভাবে ভুনা হয়ে রন্ধিত হয়। ২*বি.* ঝালশূন্য ভুনা তরকারী। [কূ'রমঃ قورمه *তু.*]।

কোশাদা, কুশাদা—১*বিণ.* বিস্তৃত, চত্তড়া, প্রশস্ত (সামনে দেখে মর্দ এক কোশাদা ময়দান—হামজা)। ২*বিণ.* বড়, বৃহৎ (খোদা আপনার নসীব কোশাদা করুন—ইমদাদ)। [কুশাদঃ کشاده *ফা.*]।

কোশেশ, কুশিশ, কুশেশ—*বি.* যত্ন, প্রয়াস, সবিশেষ প্রচেষ্টা (কম কোশেশ করেননি —মুজিবর)। [কূশিশ্ کوشش *ফা.*]।

কোস্তাকুস্তি—*বি.* ধ্বস্তাধ্বস্তি (তোর মত ভূতো মারহাট্টা ছেলেদেরই এ সব কোস্তাকুস্তি সাজে—নজরুল)। [কুশ্তঃ কুশ্তী کشته کشتی *ফা.*]।

কোহ্তূর—দ্র. কোহিতূর।

কোহিতূর, কোহ্তুর, কুহ্তুর—*বি.* তূর পাহাড়, যেখানে দাঁড়িয়ে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথোপ-কথন করতেন (আবার শুনিতে চায় কোহিতূর, সাফার আহ্বান—ফররুখ; বিরচিল জবল আরফা গিরিনুর। সর্ব পুণ্যস্থল লিখিবেক কোহ্তুর— আলাওল)। [কোহ্-ই-তূ'র, کوه طور *ফা.*]।

কোহিনুর, কোহিনূর, কুহিনূর—১*বি.* জগদ্বিখ্যাত হীরক খণ্ডবিশেষ, মহার্ঘ ও দুর্লভ মণিবিশেষ। ২*বি.* সর্বোচ্চ মূল্যবিশিষ্ট ধন (তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল্?—সত্যেন্দ্র)। ৩*বি.* আলোক-পর্বত। ৪*বি.* বিশেষ গৌর-বান্বিত মানুষ। [কোহ্-ই-নূর کوه *ফা.* + نور *আ.*]।

কোহে নেদা—*বি.* যে পাহাড় থেকে দৈববাণী উত্থিত হয়। [কোহ کوه *ফা.* + নিদা।ندا *আ.*]।

কৌম—দ্র. কওম।

কৌয়া—*বি.* বায়স, কাক। [কউয়্যা کوّا *হি.*]।

খ

খইনি—*বি.* চুনমিশ্রিত তামাক, যা সেবনে সেবনকারী নেশাগ্রস্ত হয়। [খইনী کهینی *হি.*]

খওফ—*বি.* শঙ্কা, ভীতি, বিভীষিকা, ভয়, ডর (মোস্কেলে পড়িলে এবে দেলে হৈল খওফ—গরীব)। [খউফ্ خوف *আ.*]।

খণ্ডা—দ্র. খাণ্ডা।

খঞ্জর—*বি.* উভয়দিকে ধারযুক্ত অস্ত্র বিশেষ। [খন্জর্ خنجر *ফা.*]।

খড়ম, খারাও— *বি.* কাঠের জুতা বা পাদুকা (খারাও পিন্দিয়া মর্দ্দ উঠিল আস্‌মানে—হামজা)। [খড়াওঁ کھڑاوں *হি.*]।

খত, খৎ—১*বি.* লিপি, পত্র, চিঠিপত্র। ২*বি.* ঋণশোধের অঙ্গীকারপত্র বা দলিল। ৩*বি.* ঋণ স্বীকারপত্র। [খত্ব্ خط *আ.*]। **খত-কিতাবত**—*বি.* পত্রাদির আদানপ্রদান, চিঠি লেখা-লেখির মাধ্যমে যোগাযোগ। [—কিতাবত্ كتابت *আ.*]।

খত-খতেন, খত-খতিয়ান — *বি.* দলিল ও হিসাবের খাতা (লাভ-লোকসান খত-খতেনের ভক্ত কি জানে —অচিন্ত্য)। [খয়্ত্ব-খীত্বান্ خيط خيطان *আ.*]।

খত্‌না, খৎনা— *বি.* সুন্নৎ, লিঙ্গমুখের ত্বকচ্ছেদ (আমাকে মুসলমান সন্দেহে গ্রেফতার করতঃ বিবস্ত্র করিয়া খৎনা দেখিতে পায়—শিরাজী)। [খত্‌নহ্ ختنه *আ.*]।

খত্‌বা, খৎবা—দ্র. **খোতবা**।

খতম—১*বি.* সমাপ্তি, সমাপন, অন্ত, শেষ। ২*বি.* অবসান, মরণ। ৩*বিণ.* সমাপ্ত, শেষ, নিঃশেষিত। [খতম্ ختم *আ.*]।

খতর—১*বি.* ঝঞ্ঝাট, দুর্ঘটনা, বিপদ। ২*বি.* ভীতি, শঙ্কা। [খত্বর্ خطر *আ.*]।

খত্‌রা—১*বি.* বিপদ, দুর্ঘটনা, ঝঞ্ঝাট। ২*বি.* বিপদাশঙ্কা। ৩*বি.* প্রতিকূল বা বিপজ্জনক অবস্থা, বেগতিক বা অসুবিধাজনক অবস্থা। [খত্বরহ্ خطره *আ.*]।

খতি—১*বি.* উৎকোচ, কোনো স্বার্থ বা লাভের বিনিময়ে অন্যের উপকার সাধন, ঘুষ (বিনি উপকারে খায় খতি —কঙ্কণ)। ২*বি.* কাপড়াদির জমি। [খত্ব্ خط *আ.* + ই *বাং.*]।

খতিব, খতীব—*বি.* যিনি খুৎবা পাঠ করেন বা সম্বোধন করেন (কাহাকে খতিব, কাকে করেন্ত ইমাম—আলাওল)। [খত্বীব خطيب *আ.*]।

খতিয়ান/ খতেন, খোতেন— ১*বি.* বিষয়ানুক্রমানুসারে হিসাব-পুস্তক। ২*বি.* জমিজমার রাজস্বাদি উসুল-আদায়ের হিসাব রক্ষণ খাতা (জমি থাকিলে খতেন নং— অচিন্ত্য; সংসারের হিসেব নিকেশ... খোতেন আর পাকা খাতা নিয়ে—অবনীন্দ্র)। ৩*বি.* আমদানি রফতানি, ক্রয়-বিক্রয়াদির পৃথক হিসাবপত্র সংবলিত খাতা। [খীত্বান্ خيطان *আ.*]।

খতীব—দ্র. **খতিব**।

খতেন—দ্র. **খতিয়ান**।

খদ্দর, খদ্দড়, খদ্দি, খাদি — *বি.* চরকার তৈরী কার্পাস সুতার প্রস্তুত অমসৃণ ও মোটা বস্ত্র। [খদ্দড় کھدڑ *হি.*]।

খদ্দের—দ্র. **খরিদ**।

খনেজাদ—দ্র. **খানেজাদ**।

খন্দ[১]—১*বি.* গর্ত, নালা। ২*বি.* নিচু ভূমি। [কন্দহ্ كنده *ফা.* < খন্দক্ব خندق *আ.*]।

খন্দ[২]—*বি.* ফসল, শস্য (এবার ফসল হইল না বলিয়া কি সামনের অন্যান্য

খন্দও কিছু পাওয়া যাইবে না—ওদুদ)। [খন্দ کھند *হি.*]। **খন্দ-খেরাজ**—*বি.* শস্যাদি ও খাজনা (জমির চাষ-আবাদ খন্দ-খেরাজের ভার তাহার চাকরের হাতে থাকে—ওদুদ)। [—,খিরাজ خراج *আ.*]।

খন্দ-মাল— *বি.* রবিশস্য, বসন্ত-কালীন শস্য: মুগ, মটর, কলাই প্রভৃতি (হাটখোলার গদি, দশবারোটা খন্দ মালের আড়ত— টেকচাঁদ)। [—মাল مال *আ.*]।

খন্দক—*বি.* গর্ত, নালা, খানা (খন্দক খুঁড়িয়া তায় গাড়িল জমিনে—হামজা)। [খন্দক্ খندق *আ.*]।

খন্দকার—দ্র. **খোন্দকার**[১] ও **খোন্দ-কার**[২]।

খন্নাস—দ্র. **খান্নাস**।

খপ্পা, খফা—দ্র. **খাপা**।

খফী, খফি— ১*বিণ.* নিঃশব্দ, নীরব। ২*বি.* গোপন, গুপ্ত। [খফী خفی *আ.*]।

খবর—১*বি.* সংবাদ, বার্তা। ২*বি.* তথ্য, বৃত্তান্ত। ৩*বি.* তত্ত্ব। ৪বি যত্ন, তত্ত্বাবধান। ৫*বি.* সন্ধান, উদ্দেশ্য। [খবর خبر *আ.*]। **খবরগীর**—১*বি.* সংবাদ-বাহক, সংবাদদাতা। ২*বি.* গোয়েন্দা, চর। ৩*বিণ.* তত্ত্বাবধান-কারী। [— *আ.* + গীর گیر *ফা.*]। **খবরগিরি**— ১*বি.* খোঁজ-খবর নেওয়ার কাজ, সংবাদবাহকের কাজ। ২*বি.* তত্ত্বাবধান, খবরদারি (করিবে খবরগিরি রাখিবে হুরমতে — হামজা)। [— + ই. *বাং*।

খবরদার[১], **খবর্দার**—*অব্য.* সাবধান, হুঁশিয়ার (কিন্তু খবরদার গোড়াতেই প্রেম এসে না জোটে— পরশু)। **খবরদার**[২] —*বিণ.* তত্ত্ববিদ বা তত্ত্বজ্ঞ (আদালতে গমন করিয়া আদালতের রীতিজ্ঞ অর্থাৎ আইন খবরদার হয়েন— ভবানী)। **খবরদারী**—১*বি.* তত্ত্বাবধান (বৃদ্ধ স্বামীর উপর খবরদারী করা আজ আর সাজে না—গৌরী)। ২*বি.* সাবধানতা, সর্তকতা, হুঁশিয়ারী। [—*আ.* + দার, দারী دار-داری *ফা.*]।

খবীস, খবিস, খবীছ, খবীশ, খবিশ—১*বিণ.* নোংরা, অপরিষ্কার। ২*বিণ.* কদাচারী, নষ্ট (এ ছোরা দেখছো খবীছের দল—মুফাখ্‌খার)। ৩*বিণ.* অপবিত্র ভূত, অপদেবতা (খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা—ভারত)। ৪*বি.* শয়তান। [খবীস্ خبیث *আ.*]।

খমক–*বি.* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (রবাব খমক বেনি সপ্তস্বরা পিনাকিনী—কঙ্কণ)। [খুমক্ خمك *ফা.*]।

খমির, খমীর—দ্র. **খামির**।

খম্বা—দ্র. **খাম্বা**।

খয়র—১*বি.* মঙ্গল, কুশল, শুভ। ২*অব্য.* আচ্ছা, বেশ, তাই হোক। [খয়্‌র্ خیر *আ.*]। **খয়রখাহ্, খয়ের খাঁ**—১*বিণ.* স্তাবক, খোশামুদে, মোসাহেব (তথাকথিত খয়েরখাহদের হাতে ...নির্মমভাবে নিহত হইলেন—মুস্তাফিজ)। ২*বি.* হিতাকাঙ্ক্ষী। [—*আ.* + খাহ্ خواه *ফা.*]। **খয়ের-**

খাহি, খয়েরখাহী— ১*বি.* মঙ্গল-কামনা, হিতকামনা, কল্যাণাকাঙ্ক্ষা ২*বি.* খোশামুদি, মোসাহেবি। [— + ঈ ی *ফা.*]।

খয়রাত, খয়রাৎ, খায়রাত— ১*বি.* ভিক্ষা, দান (কাঙ্গালী লোককে মাস মাস খয়রাত দেওনের উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন—রামরাম)। ২*বি.* পুণ্যার্থে দান (করেনা শ্রাদ্ধদিনে কেহ খয়রাৎ—সত্যেন্দ্র)। [খয়রাত خيرات *আ.*]।

খর—*বি.* গর্দভ, অশ্বতর, খচ্চর। [খর্ خر *ফা.*]।

খরগোশ, খরগোস—*বি.* শশক, hare। [খর্গোশ্ خرگوش *ফা.*]।

খরচ, খরচা, খর্চা—১*বি.* ব্যয় (বিদ্যা খরচ না করেন—বিদ্যা)। ২*বি.* ব্যয় করার অর্থ। [খরচ خرچ *ফা.*]। **খরচি**–*বিণ.* যে অতিরিক্ত খরচ করে। [— + ই. *বাং.*]। **খরচে/ খরচিয়া**—১*বিণ.* যে মুক্তহস্তে ব্যয় করে, উদারহস্ত। ২*বিণ.* অমিতব্যয়ী। [খর্চীলা خرچیلا *হি.* অথবা খরচ + ইয়া *বাং.*]।

খরজম— *বি.* প্রাচীন আরবের স্থান-বিশেষের নাম (যাবে ওরা এক সাথে খরজমের পথে—ফররুখ)। [خرجم *আ.*]।

খর-দজ্জাল—দ্র. **খর-দর্জাল**।

খর-দর্জাল, খরে দজ্জাল, খারে দজ্জাল, খারেদয্যাল, খাড়া-দজ্জাল, খারা দজ্জাল, খর-দজ্জাল, খরদর্জাল—*বি.* কথিত আছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলয় হওয়ার পূর্বে এক অতিকায় ভয়ংকর দর্শন দানবের আবির্ভাব ঘটবে, যার দুঃসহ অত্যাচারে মানব-জাতি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। সে দজ্জাল নাম ধারণ করবে। সে যে-গর্দভের পৃষ্ঠে সমাসীন হবে তাও হবে অতিকায়। ফার্সি ভাষায় গর্দভকে বলা হয় 'খর্' (খর-দর্জাল আসছে বুঝি শিঙায় দিয়ে হাঁক—জসীম)। [খর্ خر *ফা.* + দজ্জাল دجّال *আ.*]।

খরমুজ, খরমুজা, খরবুজ, খরবুজা—*বি.* তরমুজের মত ফুটি জাতীয় ফল বিশেষ (চাহিনা বরফ, শরবত মিঠা, খরমুজা কাশ্মীরী—মোহিত)। [খর্বূযহ্ خربوزه *ফা.*]

খরযান—*বি.* গাধা-টানা গাড়ি। [খর্ خر *ফা.* + *সং* যান]।

খরাজ—দ্র. **খেরাজ**।

খরিতা—*বি.* চামড়ার তৈরী থলি, টাকা রাখবার থলি। [খরীত্বহ্ خريطه *আ.*]।

খরিদ— *বি.* ক্রয় (বহুমতে খরিদ ফ্রোক্ত হইতেছে—রামরাম)। [খরীদ خريد *ফা.*]। **খরিদদর**—*বি.* ক্রয়-মূল্যের হার। [— + দর در *হি.*]। **খরিদদার/খরিদ্দার, খদ্দের**—*বি.* যে খরিদ করে, ক্রেতা (যে সকল খরিদ্দার ধারে জিনিস কিনতেন—বিদ্যা)। [— + دار *ফা.*]। **খরিদা**—*বিণ.* ক্রীত, কেনা (সঙ্গে এলো খরিদা গোলাম— ফররুখ)। [খরীদহ্

خريده *ফা.*]। **খরিদানি**— *বি.* খরিদদার, ক্রয়কালীন মূল্য। [— + আনি *বাং.*]।

খরিফ, খরীফ—*বি.* হৈমন্তিক ফসল। [খরীফ্ خريف *আ.*]।

খরেদজ্জাল—দ্র. **খর-দর্জাল**।

খলক—*বি.* সৃষ্টি, সৃষ্টজগত, জনসাধারণ, জনতা। [খল্ক্ব خلق *আ.*]।

খলজি—দ্র. **খিলজি**।

খলাস—দ্র. **খালাস**।

খলিফা, খলীফা — ১*বি.* প্রতিনিধি (উপযুক্ত হবে পৃথিবীতে খলীফা পদ লাভ করবার জন্য—ফরিদী)। ২*বি.* হযরত মুহম্মদ (সাঃ)এর পর ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধান শাসনকর্তা, যিনি একাধারে শাসনকর্তা ও ধর্মনেতা। ৩*বি.* দর্জি। ৪*বি.* ওস্তাদ কারিগর। ৫*বি.* সর্দার, প্রধান, দলপতি। ৬*বিণ.* ওস্তাদ, পাকা, ডেঁপো (এখানকার খলিফা মেয়েদের কথায় কথায় ফোপড় দালালী—নজরুল)। [খলীফহ্ خليفه *আ.*]।

খলীফা—দ্র. **খলিফা**।

খলীল—*বি.* বন্ধু, মিত্র। [খলীল خليل *আ.*]। **খলীলুল্লাহ্**—*বি.* আল্লাহ্র বন্ধু, হযরত ইব্রাহীমের উপাধি। [خليل الله। *আ.*]।

খস্খস্, খশখশ—*বি.* গন্ধতৃণ বিশেষ, বেনার মূল, উশীর। [খস্ খস্ خس خس *ফা.*]।

খসম—*বি.* স্বামী, পতি (মা-বাপের পুছ না কইরে নিজে খসম লয়—পূ.গী.]। [খস্ম্ خصم *আ.*]।

খস্রু—১*বি.* বাদশাহ্, রাজা। ২*বি.* ইরানের এক বিখ্যাত বাদশাহ্র নাম। ৩*বি.* বিখ্যাত ফারসী কবির নাম। [খুস্রও خسرو *ফা.*]।

খসলত—*বি.* অভ্যাস, স্বভাব, বৈশিষ্ট্য (অন্য দেশকে তোমরা বুজতে চাওনা, এই তোমাদের এক খসলত)। [খস্লত خصلت *ফা.*]।

খাই-খালাসী—১*বি.* জমির ফসল বা উপস্বত্ব হতে ঋণ পরিশোধের শর্ত বিশিষ্ট, খাই-খালাসী দলিল। ২*বি.* জমির উপস্বত্ব খেয়ে ঋণমুক্তি। [*সং* খাদ > খাই + খলাসী خلاصى *আ.*]।

খাইশ—দ্র. **খায়েশ**।

খাওন্দ—দ্র. **খাবিন্দ**।

খাঁই—১*বি.* লোভ, আকাঙ্ক্ষা। ২*বি.* দাবি, চাহিদা, demand (আপোষে নারাজ নহে, তবে খাঁই অনেক—মশার্‌রফ)। [খ্বাহিশ خواهش *ফা.*]।

খাক—১*বি.* মৃত্তিকা (ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা—ফররুখ)। ২*বি.* ছাই, ভস্ম (সে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছে—মশার্‌রফ)। ৩*বি.* ধুলা-বালি, ধুলামাটি (তাহাদেরি সেই খাকেতে খালেদ করিয়া তয়ম্মুম—নজরুল)। [খাক خاك *ফা.*]।

খাকছার, খাকসার—১*বি.* ধুলামাটি-তুল্য, দীন সেবক (এরাই মানব জাতির সেবক, ইহারাই খাকসার—নজরুল)। ২*বি.* আল্লামা মাশরেকী কর্তৃক প্রবর্তিত মুসলিম রাজনৈতিক

দলবিশেষ। ৩*বি.*,*বিণ.* অকিঞ্চন, অধম, বিনয়াবনত। [খাকসার خاكسار *ফা.*]

খাকসার—দ্র. **খাকছার**।

খাকান—১*বি.* সম্রাট্। ২*বি.* প্রাচীন চীন সম্রাটদের উপাধি। [খা-ক্বান خاقان *তু.*]।

খাকি, খাকী—১*বিণ.* মেটে বা ঘোর বাদামী রঙের, পাংশুবর্ণ। ২*বি.* খাকি রঙের জামা, সামরিক পোশাক বিশেষ। ৩*বি.* মাটি হতে প্রস্তুত অর্থাৎ মানুষ (নূরীই হউক, খাকীই হউক সবারি ভাই এক স্বভাব—মোস্তফা)। [খাকী خاكى *ফা.*]।

খাজনা, খাজানা, খায্না, খাযানা—*বি.* রাজস্ব, রাজা, সরকার বা ভূম্যাধিকারীকে দেয় কর বা শুল্ক, ভূমি কর (তাই সে যখন তলব করে খাজনা—রবীন্দ্র)। [খযানহ্ خزانه *আ.*]। **খাজানাখানা**—*বি.* কোষাগার, খাজানা জমা রাখার স্থান (দক্ষিণ-মুখে বাহির হইবা মাত্রেই যে দ্বার পাইবা তাহার মধ্যে খাজানাখানা—রামরাম)। [— + খানহ্ خانه *ফা.*]।

খাজা, খ্বাজা— ১*বি.* প্রভু (খাজা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জী এই—নজরুল)। ২*বি.* এক-শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের উপাধি-বিশেষ (খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী ছিলেন চিশ্তিয়াপন্থী এক সাধক)। [খ্বাজহ্ خواجه *ফা.*]।

খাজা খিজির—দ্র. **খিজির**।

খাজাঞ্চি, খাজাঞ্চী—১*বি.* কোষাধ্যক্ষ, খাজনার বা রাজকরের অধ্যক্ষ, treasurer (খাজাঞ্চী নিযুক্ত হৈলা বিবেচনা করি—ভারত)। ২*বি.* সদর কাছারির তহবিল রক্ষক, তহবিলদার। ৩*বি.* যে কর্মচারী মফস্বলের খাজনার চালান প্রভৃতি বুঝে নেয় এবং জমাখরচের হিসাব রাখে। [খযান্চী خزانچى *ফা.*]। **খাজাঞ্চীখানা**—১*বি.* খাজাঞ্চির অফিস। ২*বি.* ধনাগার, কোষাগার। [— খানহ্ خانه *ফা.*]।

খাজানা—দ্র. **খাজনা**।

খাঞ্চা, খান্চা, খঞ্চা, খুঞ্চা, খুঞ্চি—*বি.* কাঠের বড় থালা, খঞ্চা, বারকোশ, tray (একটা বাঁদী নাশতার খাঞ্চা লইয়া আসিল— ইমদাদ)। [খ্বানচহ খوانچه *ফা.*]। **খাঞ্চা-পোশ, খাঞ্চাপোষ**— ১*বি.* খাঞ্চা ঢাকবার গিলাফ (খাঞ্চাপোষের প্রান্তে লাল গোলাব— ফররুখ)। ২*বিণ.* বারকোশের সৌন্দর্য (চোখের পানির ঝালর-ঝুলানো হাসির খাঞ্চাপোশ—নজরুল)। **খুঞ্চেপোষ**— *বি.* আবরণ, আচ্ছাদন (ঢাকলো মেঘের খুঞ্চেপোষে তাল-পাটালির থাল—সত্যেন্দ্র)। [— পূশ پوش *ফা.*]।

খাঞ্জা খাঁ, খান্জা খাঁ— ১*বি.* খান জাহান খাঁ নামক দক্ষিণ বঙ্গের নবাব (খান্জা খাঁ শেষ ঘরে ফিরে গেলেন সোজাসুজি—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* খান জাহান খানের ন্যায় অত্যন্ত উদার প্রকৃতি, মুক্তহস্ত ও নবাবী চালচলন বিশিষ্ট লোক (যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ)।

[খান্ জাহান খান خان جهان خان *ফা.*]।

খাড়া— ১*বিণ.* সোজা, সিধা (খাড়া দাঁড়িয়ে রইল রেখা— অবনীন্দ্র)। ২*বিণ.* সতর্ক (তখন আপনি কান খাড়া করেন— ওবায়েদ)। ৩*বিণ.* দণ্ডায়মান। ৪*বিণ.* লম্বরূপে অবস্থিত, সটান উঠে যাওয়া। [খড়া کهڑا *হি.*]।

খাড়াদজ্জাল—দ্র. **খরদর্‌জাল**।

খাতা[১]—১*বি.* একত্র বাঁধা পত্রাদি। ২*বি.* হিসাবের বহি। ৩*বি.* দল, ঝাঁক (খাতায় খাতায় পাখী পড়ছে)। [খত্ব خط *আ.* + হা ها *ফা.*]।

খাতা[২]—*বি.* দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, ভুল (গুনাখাতা; কোনোবাতে খাতা নাহি পায়—হামজা)। [খত্বা'উ خطاء *আ.*]।

খাতাঞ্জি, খাতাঞ্জী— *বি.* 'খাজাঞ্চী' শব্দের রূপান্তর বা অপভ্রংশ। [خزانچی *ফা.*]।

খাতাল—*বিণ.* ঝগড়াটে, দুষ্ট, বহুভাষী (এটি বড়ো খাতাল মেয়ে)। [খত্বলু خطل *আ.*]।

খাতির, খাতের—১*বি.* কারণ, নিমিত্ত, জন্য (দুধ নাহি খায় লাড়কা কিসের খাতির—হামজা; সত্যের খাতির এ কথাও স্বীকার করতে হয়—প্রেমেন্দ্র)। ২*বি.* সমাদর, কদর, যত্ন (নজ্‌দিকে বসায় তারে খাতির করিয়া —হামজা)। ৩ক্রি-*বিণ.* সম্মানার্থ, সম্মানহেতু (আপনার খাতিরে তাকে মাফ করলাম)। ৪*বি.* সৌহার্দ্য, প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক (আমার সঙ্গে খাতির জমেছে কলকাতা থেকেই— মনোজ)। ৫*বি.* অন্তঃকরণ, মন। ৬*বি.* প্রতি, নিকট, কাছে (পুছিতে লাগিল বাত দোহার খাতের— হামজা)। ৭*বি.* প্রভাব, দৌলত (টাকার খাতিরেই অনেক ফেরফোর হয়— টেকচাঁদ)। [খাত্বির خاطر *আ.*]। **খাতির-দারি, খাতেরদারী**— *বি.* সমাদর, আপ্যায়ন (খেলাত দিয়া খাতিরদারিতে সে দিবস বাসায় বিদায় করিল—রামরাম; করিল খাতের-দারি তাহা সবাকার —হামজা)। [— + داری *ফা.*]। **খাতির তোয়াজ, খাতির তোয়ায** —*বি.* সম্প্রীতি ও শিষ্টতা। [— তওয়াযু' تواضع *আ.*]। **খাতির নদারৎ, খাতির নাদারদ**— ১*বি.* যে কাউকে খাতির করে চলে না (বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন খাতির নদারৎ— টেক- চাঁদ)। ২*বি.* স্পষ্ট বক্তা, নিরপেক্ষ সমালোচক। [— নদারদ্ ندارد *ফা.*]।

খাতুন—১*বি.* মহিলা (কোন্ খাতুনের মুখ-সরোজ তোর হিয়ার সরসীতে —নজরুল)। ২*বি.* গৃহিণী। ৩*বি.* মুসলিম মহিলাদের শেষে ব্যবহৃত উপাধি। [খাতূন خاتون *তু.*]।

খাতুনে জান্নাৎ— *বি.* বেহেশ্‌তের রানী, হযরত ফাতিমা (রাঃ) (খাতুনে-জান্নাৎ ফাতেমা-জননী—নজরুল)। [— জন্নত جنّت *আ.*]।

খাতিমা, খাতেমা — ১*বি.* সমাপ্তি।

২*বি.* পরিণাম, মৃত্যু। [খাতিমঃ خاتمه *আ.*]। **খাতিমা-বিল্-খয়র** — *বি.* শুভ সমাপ্তি, শুভ পরিণাম। [خاتمه بالخير *আ.*]।

খাতের—দ্র. **খাতির**।

খাদা—*বি.* পাথর বা কাঠ নির্মিত গামলা জাতীয় পাত্রবিশেষ। [কুদ্‌হ্ قدح *আ.*]।

খাদি—দ্র. **খদ্দর**।

খাদিম—দ্র. **খাদেম**।

খাদেম, খাদিম— ১*বি.* যে খেদমত করে, সেবক, ভৃত্য (খাদেম গেরদা্য় ঠেশ দিয়া দোকানে বসিল— নজিবর)। ২*বি.* সেবাইত (দরগার খাদেম), চিঠিপত্রের শেষে অনেক সময় বিনয় প্রকাশার্থ নামের পূর্বে খাদেম লেখা হয়। [খাদিম্ خادم *আ.*]। **খাদেমদার, খাদিমদার**— *বি.* খাদ্য পরিবেশক। [— + دار *ফা.*]। **খাদেমদারী, খাদিমদারী**— *বি.* পরিবেশন। [—+ داری *ফা.*]। **খাদেমা, খাদিমা**— ১*বি.* সেবিকা, পরিচারিকা। ২*বি.* উপপত্নী। [খাদিমহ্ خادمه *আ.*]।

খান১, খাঁ১ — *বি.* পাঠানদের উপাধি, মুসলিমদের সম্মানসূচক উপাধি বিশেষ। [খান্ خان *তু.*]। **খাঁ-সাহেব, খান সাহেব, খাঁবাহাদুর, খানবাহাদুর**—*বি.* ইংরেজ আমলের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানসূচক উপাধি। [— সাহিব صاحب *আ.*, বহাদুর بهادر *তু.*]।

খান২, খাঁ২—*বি.* অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, পাঠক। [খাঁ خوان *ফা.*]।

খানকা১, খান্‌কাহ্—১*বি.* বৈঠকখানা (পুরানো সেই খান্‌কা এখন মলিন মুখে কাটায় দিন—মোস্তফা)। ২*বি.* পীরের আস্তানা (পরীবাগের খানকা-শরীফ)। [খানক্বাহ্ خانقاه *আ.* < খানগাহ্ خانگاه *ফা.*]।

খান্‌কা২—দ্র. **খাম্‌কা**।

খানকাহ্—দ্র. **খানকা১**।

খানকী—*বি.* বারাঙ্গনা, বেশ্যা। [খান্‌গী خانگی *ফা.*]। **খানকীবাজ**—*বি.* বেশ্যাসক্ত। [—باز *ফা.*]। **খানকী-বাজী**— *বি.* বেশ্যাসক্তি, লাম্পট্য, বেশ্যাগামিতা। [— বাযী بازی *ফা.*]।

খান্‌খা—দ্র. **খাম্‌কা**।

খানখানান—১*বি.* উচ্চ উপাধিবিশেষ। ২*বিণ.* মহাসম্মানিত, সম্মানিতদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ (সিপাহ্‌সালার খান খানান মহব্বত জং—পরশু)। [খান خان *তু.* + খানান্ خانان *ফা.* ব.ব.]।

খান্‌চা—দ্র. **খাঞ্চা**।

খানদান, খান্দান—১*বি.* বংশ (তাইমুর খান্দানের এ-অবমাননা একেবারেই অসহ্য—শিরাজী; আমাদের খান্‌দানে ধরগে তোমরা কেউ কোনকালে চাকরী কল্লেনা— ইমদাদ)। ২*বি.* উচ্চ বংশ। ৩*বি.* বংশধর (হাতেম তাইয়ের হে খান্দান— সত্যেন্দ্র)। ৪*বি.* তরিকা, সাধনপথ (হানাফী মোয্‌হাব ধরে চিস্তি খান্দান— দৌলত)। [খান্‌দান্ خاندان *ফা.*]।

খানদানি, খানদানী, খান্দানী— ১*বিণ.* বংশমর্যাদাযুক্ত, বংশগৌরব-বিশিষ্ট (আরবের যত খান্দানী ঘরে —নজরুল)। ২*বিণ.* অভিজাত, উচ্চ বংশীয় (তিনি খানদানী মনিষ্যি—পরশু)। ৩*বিণ., বি.* বংশজ, বংশধর (বাবরশাহের খান্দানীরা আজকে শুনি রেঙ্গুনে দপ্তরী—সত্যেন্দ্র)। [— + ঈ ی *ফা.*]।

খানবাহাদুর—দ্র. খান[১]।

খানম, খানুম—১*বি. স্ত্রী.* খানের স্ত্রী, খানপত্নী। ২*বি. স্ত্রী*, মহিলা। ৩*বি.* উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন মহিলা (বিবি খানমের মূর্তিটি বিশ্ব প্রহ্লাদিনী ঊষার ন্যায় মনোহারিণী—শিরাজী)। ৪*বি.* মুসলিম মহিলাদের নামের শেষে ব্যবহারের পদবী। [খানুম, খানম خانم *তু.*]।

খানসামা— *বি.* আহার পরিবেশন-কারী ভৃত্য, পরিচারকবিশেষ (তার পূর্বে আমার খানসামা একবাটি ঘন দুধের চা নিয়ে এলে ভাল হয় —অবনীন্দ্র ; হাকিম সাহেবের প্রিয় খানসামা রাম হরি... হাজির হইল —মশাররফ)। [খান خان + সামাঁ سامان ফা.]। **খান-সামাগিরি**— *বি.* খানসামার পদ বা কার্য। [— + گیر *ফা.* + ই. *বাং.*]।

খানসাহেব—দ্র. খান[১]।

খানা-খন্দ—*বি.* খাদ, নীচুভূমি, গর্ত। [খানা cana *পো.* + কন্দহ্ کنده *ফা.*]।

খানা[১]—*বি.* গৃহ, স্থান, কক্ষ, গরীবখানা (পড়ব মগ্‌রেবের নামাজ কবে খানায়ে-কাবায়— নজরুল)। [খানহ্ خانه *ফা.*]। **খানাতল্লাস, খানা-তল্লাসী**— *বি.* গৃহে অনুসন্ধান, search। [— তলাশ تلاش *আ.*, —তলাশী تلاشی *আ.*]। **খানা-বাড়ি**— *বি.* জমিদারের বসত-বাড়ির সংলগ্ন বাড়ি ও জমি। [— + বাড়ি *বাং.*]। **খানাশুমারি**— ১*বি.* বাড়িগণনা। ২*বি.* আদমশুমারি, census। [— + শুমারী شماری *ফা.*]।

খানা[২]— ১*বি.* খাদ্য, আহার্য (আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে ? —রবীন্দ্র)। ২*বি.* মুসলমানি বা বিলাতি ধরনের খাদ্য (সাহেবের মেজের সজ্জা এবং খানা ও টিফিন খাওয়া দেখিয়া... —ভবানী)। ৩*বি.* বৃহৎ ভোজ (হাজার লোকের খানা করা হইয়াছিল— ইমদাদ)। [খানা کھانا *উ./ হি.*]। **খানাদানা, খানা-পিনা**—*বি.* পান-ভোজন, খাওয়া-দাওয়া (খানাদানা না হলে বাড়ী সরগরম হয়না— ওয়ালী; সাত রোজ মোর ঘরে খানাপিনা নাই —ভারত)। [— দানহ্ دانه *ফা.*, পীনা پینا *হি.*]।

খানাকা, খানাখা—দ্র. **খামকা**।

খানাজাদ—দ্র. **খানেজাদ**।

খানুম—দ্র. **খানম**।

খানেকাবা—*বি.* কাবাগৃহ (মুক্তি এনেছি খানে কাবার—মোস্তফা)। [খানহ

خانه *ফা.* -ই- + ক'বাঃ كعبه *আ.*]।

খানে খারাব, খানে খারাপ—১*বিণ.* ধ্বংস, নিপাত, উৎসন্ন। ২*বিণ.* একশেষ, নাকাল, হয়রান (খানার পোশাকের কায়দাকানুন কস্ত করতে নাস্তানাবুদ খানেখারাপ হতে হয়—প্রমথ)। [খানহ খانه *ফা.* + খরাব্ خراب *ফা.*]। *বি.* **খানেখারাবি, খানে খারাপি, খানেখারাবে, খানে খারাপে**—*বিণ.* সর্বনেশে। [— + ই, এ *বাং.*]।

খানেজাদ, খানাজাদ, খনেজাদ—১*বিণ.* গৃহে জাত, বাড়িতে জন্মেছে এরূপ (আমি আপনার খানেজাদ গোলাম–মশার্‌রফ)। ২*বিণ.* ঘরোয়া। ৩*বি.* বান্দা, ভৃত্য, চাকর-নফর, বান্দীর বাচ্চা। [খানহ্‌ خانه *ফা.* + যাদ زاد *ফা.*]।

খানোকা, খানোখা—দ্র. **খাম্‌কা**।

খান্দান, খান্দানী—দ্র. **খান্‌দান্‌**।

খান্নাস, খন্নাস — ১*বি.* শয়তান (খান্নাসের অশুভ মন্ত্র দিয়ে বনী-আদমেরে ফেলে মৃত্যুর ফাঁদে—তালিম)। ২*বিণ.* ধূর্ত, দুষ্ট। ৩*বিণ.* কুপ্ররোচনা দানকারী। [খন্‌নাস خنّاس *আ.*]।

খাপসুরৎ—দ্র. **খুবসুরৎ**।

খাপা, খাপ্পা, খপ্পা, খফা—*বিণ.* ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত (ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যন্ত খাপা হইয়া উঠিল—রবীন্দ্র; তিনি বিনা কারণে যখন তখন খাপ্পা হইয়া উঠিতেন....—সুকুমার; বাকিটুকু না শুনলে খাপ্পা হবে ধরমরাজ —অবনীন্দ্র)। [খফা خفا *আ.*]।

খাব—দ্র. **খোয়াব**।

খাবসুরত—দ্র. **খুবসুরৎ**।

খাবিন্দ, খামেন্দ, খাওন্দ— ১*বি.* প্রভু, মালিক (দীনের খাবিন্দ সেরা হজরত রসুল— হামজা)। ২*বি.* স্বামী (বেগর খামেন্দ নারী নেক যদি থাকে, আল্লার আলম তবু বদ কহে তাকে— হামজা)। [খাবি্‌ন্‌দ্‌ خاوند *ফা.*]।

খাম[১]—*বি.* চিঠিপত্রাদির আবরণ, আচ্ছাদন, লেফাফা। [খাম خام *ফা.*]।

খাম[২]—*বি.* (ঘরের) বাঁশের বা কাঠের খুঁটি স্তম্ভ, থাম (গোয়ালঘরের খাম থুয়ে তার চাল সে নিল টানি—জসীম)। [খম্‌বা كهمبا *হি.*, *উ.*]।

খাম[৩]—১*বিণ.* কাঁচা, অপক্ব। ২*বিণ.* অপরিণত, অপূর্ণ (খামখেয়াল)। ৩*বিণ.* বৃথা, বেকার। ৪*বিণ.* নষ্ট, বিকল। [খাম্‌ خام *ফা.*]।

খাম্‌কা, খামখা, খাহ্‌মখাহ্‌ খামাখা, খামোকা, খামোখা, খান্‌কা[২]**, খানোকা, খানাকা, খানখা, খানোখা, খানাখা**— ১*ক্রি.বিণ.* হঠাৎ, আকস্মাৎ (খামকা আজ একটা বিপদ ঘটত— রবীন্দ্র)। ২*ক্রি.বিণ.* অযথা, অনর্থক, অকারণে (একথা অস্বীকার করে খামোখা মিথ্যেবাদী হতে যাব কেন?—মুজতবা; খামখা কাজী, শুষ্ক তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে—

নজরুল; সবাইকে খামকা বেকায়দা তঙ্গ করবে ? —মুজতবা; খান্‌কা নাচবে কেন গো—বঙ্কিম)। [খ্বাহ্‌ম-খ্বাহ্‌ خواه مخواه *ফা.*]।

খামখেয়াল, খামখিয়াল—১*বি.* চঞ্চল, তিক্ততা, অস্থির মতি, অপরিণত বা কাঁচা খেয়াল। ২*বি.* অদ্ভুত বা উদ্ভট বা অস্বাভাবিক খেয়াল বা ইচ্ছা, আজগুবি খেয়াল। ৩*বি.* মর্জি, খেয়াল-খুশি। ৪*বি.* অকারণ বা অযৌক্তিক ইচ্ছা বা কল্পনা, কল্পনা-বিলাস। ৫*বিণ.* অস্থিরচিত্ত, কল্পনা-বিলাসী। [খাম্‌ خام *ফা.* + খয়াল خيال *আ.*]। **খামখেয়ালি, খামখেয়ালী, খাম- খিয়ালী**—১*বি.* অস্থির মতিত্ব (ত্যাগ করো এই খামখেয়ালী—নজরুল)। ২*বিণ.* অকারণ বা অযৌক্তিক খেয়াল- খুশি মতো চলা যার স্বভাব। [— + ই, ঈ *বাং.*]। *বি.* **খামখেয়ালীপনা**।

খামছ—*বিণ.* পাঁচ, পঞ্চ (খামছ পাঁচেরে বলে আরবের লোকে—আলাওল)। [খম্‌স্‌ خمس *আ.*]।

খামাখা—দ্র. **খাম্‌কা**।

খামার—১*বি.* মাঠ হতে শস্য এনে রাখবার ও ঝাড়াই মাড়াই করবার স্থান, গোলাবাড়ি, শস্য মাড়াইয়ের • স্থান, শস্যাঙ্গন (এক কুক্কুট স্বীয় শাবকদিগের নিমিত্ত খামারে আহারের অন্বেষণ করিতেছিল—বিদ্যা)। ২*বি.* চাষের উপযোগী জমি (চায় তারা ফসলের ক্ষেত দীঘি ও খামার—বিষ্ণু)। [*তুল.* খির্‌মন خرمن *ফা.*]।

খাস খামার—*বি.* জমিদারের খাস দখলীভূত জমি, প্রজাদের মধ্যে যে জমি বিলি করা হয়নি। [খাস خاص *আ.* + — *ফা.*]।

খামির, খমির, খমীর, খামি, খামিরা খাম্বিরা, খাম্বীরা—১*বি.* জিলাপি, অমৃতি প্রভৃতি মিঠাই প্রস্তুত করার উপকরণ, গাঁজ। ২*বি.* গাঁজ্‌লা। ৩*বি.* মসলাযুক্ত সুগন্ধি তামাক-বিশেষ (বুড়ি বউ সাজা খামিরা তামাক টেনেছেন খুব কষে—বন্দে)। [খমীরহ্‌ خميره *আ.*]।

খামিরা—দ্র. **খামির**।

খামুশ—দ্র. **খামোশ**।

খামেন্দ—দ্র. **খাবিন্দ**।

খামোকা, খামোখা—দ্র. **খাম্‌কা**।

খামোশ, খামুশ—১*অব্য.* চুপ থাকার নির্দেশ, স্তব্ধ হও, চুপ থাক। ২বিণ নীরব, নিঃশব্দ (খামোশ রোদন...—নজরুল)। [খামূশ خاموش *ফা.*]। *বি.* **খামোশী**।

খাম্বা, খম্বা—*বি.* স্তম্ভ, থাম, মোটা খুঁটি (গগন মন্দির শুন্যে কৈল স্থির বিনা রুয়া তীর খাম্বা—হেয়াত)। [খম্‌বা كهمبا *উ.*]।

খাম্বিরা, খাম্বীরা—দ্র. **খামির**।

খায্‌না, খাযানা—দ্র. **খাজনা**।

খায়রাত—দ্র. **খয়রাত**।

খায়েশ, খায়েস, খাইশ, খাহেশ, খাহেস, খাহিশ — ১*বি.* ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা (তখ্‌ত্‌ তাউস কোহিনূর করো নাই খায়েশ —নজরুল; মুসাফির হয়ে খাহেশ জানাই রাত্রি-

যাপন লাগি— আহসান)। ২*বি.* বাসনা, কামনা, অভিলাষ (বহুত খায়েস রাখি ফের দেখিবার— হামজা)। ৩*বি.* শখ, সাধ। [খ্বাহিশ خواهش *ফা.*]।

খারাও—দ্র. **খড়ম**।

খারা দজ্জাল—দ্র. **খর-দর্জাল**।

খারাপ, খারাব— ১*বিণ.* মন্দ, বদ, নষ্ট, দুষ্ট (মুই তোমাকে খারাব করলাম—টেকচাঁদ)। ২*বিণ.* অশুভ, মন্দ (বদ-নসীবের বরাত খারাপ)। ৩*বিণ.* অশ্লীল, অভদ্র, গর্হিত (খারাপ ছেলে)। ৪ *বিণ.* অকেজো, অ-ব্যবহার্য। ৫*বিণ.* পয়মাল, বরবাদ (অনেক শরাব খারাব হল অনেক সাকীর ভাঙলো বুক— নজরুল)। ৬*বিণ.* বিকৃত, বিনষ্ট (তরকারিটা খারাপ হয়ে গেছে)। ৭*বিণ.* রুক্ষ, উগ্র (খারাপ মিযাজ)। ৮*বিণ.* দুশ্চিকিৎস্য ও সংক্রামক, কঠিন (খারাপ রোগ)। ৯*বিণ.* বিমর্ষ, নিরুৎসাহ, দুঃখিত (মন খারাপ)। ১০*বিণ.* অনুদার, সংকীর্ণ, (খারাপ মন)। ১১*বিণ.* অপরিষ্কার, নোংরা। ১২*বিণ.* অসুস্থ (শরীরটা আজ খারাপ)। ১৩*বিণ.* বিকারগ্রস্ত, অপ্রকৃতিস্থ (মাথা খারাপ)। ১৪*বিণ.* ভেজালমিশ্রিত, অবিশুদ্ধ (খারাপ ঘি)। ১৫*বিণ.* অসৎ, সমাজের অননুমোদিত বা নিষিদ্ধ (খারাপ পথ)। ১৬*বি.* কু, মন্দত্ব, অসারল্য, কুটিলতা (মনের মধ্যেই খারাপ)। [খরাব خراب *আ.*]। **খারাপ নজর**—১*বি.* কোন লোকের মতে ভূত-প্রেত জ্বিন-পরীর দৃষ্টি—যার ফলে জ্বিন-পরীর প্রভাব বা ভূত প্রেতের ভর বা অধিষ্ঠান হয় (ছেলেটার উপর খারাপ নজর পড়েছে)। ২*বি.* লোভী, বিদ্বেষী বা দুষ্ট লোকের কুদৃষ্টি (দুষ্ট লোকের খারাপ নজর লেগে তার অমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে)। [— নযর نظر *আ.*]।

খারাবি, খারাবী, খারাপি — ১*বি.* অনিষ্ট, ক্ষতি, অহিত (হত লাখো খারাবী তার শারাব নিয়ে নিরবধি— নজরুল)। ২*বি.* অপচয় (আর কিছু না, জিনিসের খারাবি)। ৩*বি.* সর্বনাশ, চরম দুর্দশা বা দুরবস্থা। ৪*বি.* বদমায়েশি। [খরাবী خرابی *আ.*]।

খারি, খারী—১*বি.* শস্য মাপার পাত্র-বিশেষ। ২*বি.* শস্য, হৈমন্তিক শস্য, শারদীয় শস্য। [খরীফ্ خريف *আ.* = শরৎকাল, শারদীয় শস্য]।

খারিজ—১*বিণ.* বাতিল, অগ্রাহ্য। ২*বিণ.* পরিত্যক্ত। ৩*বিণ.* পরিবর্তিত। ৪*বি.* বর্জন (নাবালক পক্ষে যে অছি আছেন সে অছিঅতি হইতেও খারিজের দরখাস্ত করিবে—মশাররফ)। ৫*বি.* অগ্রাহ্যকরণ। ৬*বি.* পরিবর্তন। ৭*বিণ.* বর্জিত, বাদ (অন্ততঃ পর্দার ভিতরেও একটু নড়ে চড়ে বেড়াবার দখল হতে খারিজ হয়ে যাইনি—নজরুল)। [খারিজ خارج *আ.*]। **খারিজ দাখিল**—*বি.* কেনাবেচা মঞ্জুর করে ক্রেতাকে প্রজা স্বীকার করা (কেহ

বলে আমার জমির খারিজ দাখিল হয় নাই আমি তার সেলামী দিতে পারিবনা —টেকচাঁদ)। [— + داخل আ.]। **খারিজা**— *বিণ.* যা খারিজ করা হয়েছে। [— + আ. *বাং.*]। **খারিজা-তালুক**— *বি.* যে-তালুকের রাজস্ব সোজাসুজি কাল্‌েক্টারিতে দাখিল করতে হয়। [— ত'অল্লুক্ব تعلق *আ.*]।

খারিজি, খারিজী— *বি.* হযরত আলী (রা.)-র বিরোধী সম্প্রদায় বিশেষ (মারিব তোমার বৈরী রণের মাঝার, খারিজী সহিত আজি কর মহামার —হেয়াত)। [খারিজী خارجی *আ.*]।

খারিফ— *বি.* হৈমন্তিক ফসল। [খরীফ خریف *আ.*]।

খারিজীন, খারেজীন, খারেজিন— *বি.* সমাজ বা ধর্ম হতে বহিষ্কৃত ব্যক্তিবৃন্দ (রোয়ে 'ওয্যা হোবল্' ইবলিস খারেজিন—নজরুল)। [খারি-জীন خارجین *আ.* এক. خارجی খারিজী]।

খারেজী— *বিণ.* সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার বহির্ভূত দেওবন্দের নেছাব বা পাঠ্য তালিকা অনুসারে পরিচালিত (একটি খারেজী মাদ্রাসা চলিয়া আসিতেছিল —মনসুর)। [খারিজী خارجی *আ.*]।

খারেজীন—দ্র. **খারিজীন**।

খারে দজ্জাল, খারে দয্যাল— দ্র. **খর-দর্‌জাল**।

খালকাত— *বি.* সৃষ্টি, জনতা। [খিল্‌ক্বত خلقة *আ.*]।

খালসা১— ১*বি.* গুরুগোবিন্দের অনুসারী শিখ সম্প্রদায়। ২*বিণ.* অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, খাঁটি, পবিত্র। [খালিসহ্ خالصه *আ.*]।

খালসা২, খালিসা — ১*বি.* সরকারি রাজস্ব বিভাগের দফ্‌তর (হুকুম হইলে কর্জদান করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে—রামরাম)। ২*বি.* খাস মহল। ৩*বি.* প্রধান রাজস্ব আদালত। [খালিসহ্ خالصه *আ.*]।

খালা— *বি. স্ত্রী.* মায়ের বোন, মাসী। [খালহ্ خاله *আ.*]।

খালাস, খলাস—১*বি.* মুক্তি, ছাড় (কাল সন্ধ্যা বেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি—রবীন্দ্র)। ২*বিণ.* মুক্ত, উদ্ধার (আপনাকে কয়েদ হইতে খালাস করিব—মশার্‌রফ)। ৩*বিণ.* দায়মুক্ত (মা তো ব'লে খালাস—পরশু; তুমি তো আমার ঘাড়ে চাপিয়েই খালাস হলে—মশার্‌রফ)। ৪*বিণ.* ভারমুক্ত (আমি সরল ভাষায় সকল কথা বলিয়া খালাস—বিদ্যা)। ৫*বি.* কারামুক্তি, বন্ধনমোচন (খালাসের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল —রামরাম)। ৬*বি.* রেহাই, নিষ্কৃতি, অব্যাহতি (শ্যামলাল একটু ধমক খাইয়াই খালাস পাইল—সুকুমার)। ৭*বি.* প্রসব। ৮*বিণ.* বিযুক্ত, বিরত (ধন হস্তে মন যদি করিল খালাস —আলাওল)। ৯*বিণ.* খালি, শূন্য (গুদাম খালাস করা)। ১০*বি.* ছাড়ান (ভি.পি. খালাস)। ১১ *বিণ.* শেষ,

খতম। [খলাস خلاص আ.]। **খালাসপত্র**—*বি.* ছাড়পত্র, মুক্তিপত্র, মুক্তি নির্দেশক পত্র। [— আ. + সং পত্র]।

খালাসি, খালাসী—১*বি.* জাহাজাদিতে মাল খালাসের জন্য নিযুক্ত শ্রমিক (ঠেলা জাহাজের খালাসী বলিয়া আমরা তাহাদিগকে আমলে আনি নাই—মাহবুব)। ২*বিণ.* মুক্তি সূচক (খালাসী পরওয়ানা)। [খলাসী خلاصی আ]।

খালি, খালী—১*বিণ.* শূন্য, রিক্ত, শুধু (খালি পেট)। ২*বিণ.* অনাবৃত, আবরণহীন (খালি মাথা, খালি পা)। ৩*বিণ.* ফাঁকা (খালিঘর, খালিমাঠ)। ৪*ক্রি.,বিণ.* শুধু, কেবল (খালি পানি খাবো)। ৫*ক্রি.,বিণ.* ক্রমাগত, অনবরত (খালি বক্‌বক্ করছে কেন সে?)। [খালী خالی আ.]। **খালি-খালি**—১*ক্রি.,বিণ.* অনর্থক, অকারণ, শুধু (খালিখালি কথা শুনলাম)। ২*বিণ.* শূন্যপ্রায়, প্রায় ফাঁকা, যেন ফাঁকা এরূপ (বাড়িটা খালি খালি মনে হচ্ছে)। [দ্বিরুক্ত শব্দ]

খালিস—দ্র. **খালেস**।

খালিসা—দ্র. **খালসা**[২]।

খালী—দ্র. **খালি**।

খালু—*বি.* খালার স্বামী। [খালুন خال আ.]।

খালেস, খালিস—*বিণ.* বিশুদ্ধ, খাঁটি, নির্ভেজাল (খালেস দিলের তওবা আইজো আল্লাহ্ কবুল করে—মনসুর)। [খালিস خالص আ.]।

খাস—১*বিণ.* আসল, খাঁটি, বিশুদ্ধ (যদি আমি খাস হিন্দীতে বাৎ চালাইতে পারিতাম—রবীন্দ্র)। ২*বিণ.* বিশেষ (বসরার খাস খাস কোন্ জিনিস কিনিতে পাওয়া যায়— নাহার)। ৩*বিণ.* স্বকীয়, নিজস্ব (খাস কামরা)। ৪*বিণ.* সরকারের অধিকারভুক্ত (খাস-মহল)। [খাস্‌সু خاصّ আ.]। **খাস-কামরা**—১*বি.* নিজস্ব ঘর। ২*বি.* আদালতের বিচারকদের বিশ্রামাগার। [— আ. + Camara *পো.*]। **খাসদখল**— ১*বি.* ভূস্বামীর নিজস্ব অধিকার। ২*বি.* প্রজার দখল উপেক্ষা করে জমিদারের নিজস্ব অধিকার স্থাপন। [—আ. + দখল دخل আ.] **খাসমহল, খাস মহাল**—১*বি.* যে মহাল বা মৌজা প্রজাকে বিলি না ক'রে জমিদার বা রাজসরকার সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে রাখে। ২*বি.* নিজস্ব আবাস (চল আমার খাস্‌মহলে মহল-আলো অপ্সরী—সত্যেন্দ্র)। [—আ. + মহল محل আ.]।

খাসদান—*বি.* পানের খিলি রাখার সুদৃশ্য পাত্র বিশেষ (পানের খাসদান ছিল—মশার্‌রফ)। [খাস্‌সু خاصّ আ. + দান دان *ফা.*]।

খাসনবিশ, খাস নবীশ, খাস নবীস—*বি.* শাসনকর্তা বা তার সম-পর্যায়ের কর্মচারীর ব্যক্তিগত কার্য পরিচালক, Private secretary। [খাস্‌সু خاصّ আ. + নবীস نویس *ফা.*]।

খাস বরদার—*বিণ. বি.* যে-বিশিষ্ট সৈন্য বন্দুক নিয়ে আগে চলে (আসা-

সোঁটাধারী লাল পোষ খাস বরদার—ভারত)। [খাস্‌সু خاصّ *আ.* + বরদার بردار *ফা.*]।

খাসলত—*বি.* স্বভাব, আচরণ, অভ্যাসাদি, habit। [খস্‌লত خصلت *আ.*]।

খাসা—১*বিণ.* উৎকৃষ্ট (খাসা মখ্‌মলী পাদুকা পাত্র—মানিক)। ২*বিণ.* চমৎকার, উত্তম (খাসা মেয়ে—কেদার)। ৩*বিণ.* উপাদেয়। ৪*ক্রি.- বিণ.* বেশ, দিব্যি। [খাসহ্‌ خاصه *আ.*]।

খাসি, খাসী[১]— ১*বি.* অণ্ডহীন ছাগ, ছিন্নমুষ্ক ছাগল (খাসির মাংসেত বিষ আনিয়া মাখিল—সুলতান)। ২*বিণ.* অণ্ডহীন, ছিন্ন মুষ্ক (খাসি ভেড়া, খাসি মোরগ)। [খস্‌সী خصّی *আ.*]।

খাসিয়ত—১*বি.* গুণ। ২*বি.* স্বভাব, প্রবণতা। ৩*বি.* বিশেষত্ব। [খাসিয়ত্‌ خاصية *আ.*]। **খোখাসিয়ত**—*বি.* স্বভাব চরিত্র। [খূ خو *ফা.*—]

খাসী[১]—দ্র. **খাসি**।

খাসী[২]—*বিণ.* অতি উত্তম, চমৎকার (পাঠান মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, 'বাহ্‌বা! খাসী! —রবীন্দ্র)। [খাসহ্‌ خاصه *আ.* + ঈ *বাং.*]।

খাস্তগীর—১*বি.* প্রার্থী, আবেদনকারী। ২*বি.* উপাধি বিশেষ। [খ্বাস্তগার خواستگار *ফা.*]।

খাস্তা—১*বিণ.* উৎকৃষ্ট, উত্তম। ২*বিণ.* প্রচুর ঘিয়ের ময়ান দেয়ার ফলে মচমচে, যা অল্প চাপে ভাঙে (খাস্তা কচুরি)। [খাস্তহ خاسته *ফা.*]।

খাহ্‌মখাহ্‌—দ্র. **খামাখা**।

খাহিশ, খাহেশ, খাহেস — দ্র. **খায়েশ**।

খিজমত—দ্র. **খেজমত**।

খিজলান, খিজলানো—*ক্রি.* বিরক্ত করা, বারবার অপ্রিয় কথা ব'লে উত্ত্যক্ত করা। [খিজালত خجالت *আ.*]।

খিজির, খিযির, খেজের—*বি.* জনৈক ওলী বা নবীর নাম। [খিয্‌র্‌ خضر *আ.*]। **খাজা খিজির, খোয়াজ খিজির**—*বি.* হযরত খিযির (*আ.*) (ঊর্ধ্বে জাগিয়া রহিলেন ঈসা অমর মর্ত্যের খাজা খিজির— নজরুল)। [খ্বাজহ্‌ خواجه *ফা.* + — *আ.*]।

খিঞ্জির, খিঞ্জীর— ১*বি.* শূকর। ২*বি.* (আল.) নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব (আনোয়ার! জিঞ্জির পরা মোরা খিঞ্জীর?— নজরুল)। [খিন্‌যীর خنزير *আ.*]।

খিড়কি, খিড়কী— ১*বি.* জানালা, বাতায়ন, ঝরোকা। ২*বি.* বাড়ির পেছনদিক (ধায় বাণ্যা খিড়কীর পথে —কঙ্কণ)। [খিড়কী کھڑکی *হি.*]।

খিতাব, খিতাবী—দ্র. **খেতাব**।

খিদমত—দ্র. **খেদমত**।

খিমা, খীমা—*বি.* তাঁবু, শিবির (কেহ লুকাইল খিমাতলে —হামজা)। [খীমহ্‌ خيمه *আ.*]।

খিযাব—দ্র. **খেজাব**।

খিযির—দ্র. **খিজির**।

খিয়ানত, খিয়ানৎ—দ্র. **খেয়ানত**।

খিয়াল—দ্র. **খেয়াল**।

খিরকা, খির্কা—দ্র. **খেলকা**।

খিরা—*বি.* শসা, এক রকম তরকারির ফল। [খিয়ার خيار *আ.*]।

খিরাজ—দ্র. **খেরাজ**।

খিলআত—দ্র. **খিলাত**।

খিলকা—দ্র. **খেলকা**।

খিলজি, খিলজী, খলজি—*বি.* দিল্লীর মুসলিম রাজবংশ বিশেষ। [খলজী خلجى *তু.*]। **খিলজাই**— ১*বিণ.* খিলজি সুলভ। ২*বিণ.* খিলজিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত বা প্রণীত (খিলজাই সাজ এসেছে ছাড়িয়া—সত্যেন্দ্র)। [— + আই *বাং.*]।

খিলাত, খিলাৎ, খিলআত, খেলাত, খেলাৎ, খেল্‌ওয়াত, খেলোয়াৎ—*বি.* সম্মানসূচক রাজদত্ত পোশাক (তাঁহার আমিরী খেলাত কাড়িয়া লন—গিরিশ; সেখান হইতে খেল্‌ওয়াত আসিবে —বঙ্কিম; বহুবিধ সম্মান করিয়া সকলকে খেলোয়াৎ দিয়া বিদায় করিবেন—বঙ্কিম)। [খিল্‌'অত خلعت *আ.*]।

খিলাফ—দ্র. **খেলাপ**।

খিলাফত, খিলাফৎ—দ্র. **খেলাফত**।

খিলাল, খেলাল—১*বি.* যে কাঠি দিয়ে দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার করা হয়, দাঁত কাঠি, খড়কে, tooth pick (উচিত সে রক্ষিবারে ধুইয়া খিলাল—আলাওল)। ২*বি.* কাঠি দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা (ভক্ষাৎ শেষে খিলাল করিতে যুক্ত আছে— আলাওল)। ৩*বি.* হাতের আঙুল দিয়ে দাড়ি-গোঁফ আঁচড়ানো বা পানি দিয়ে পরিষ্কার করা (ওজু সঙ্গে গোঁফদাড়ি করিবা খিলাল—আলাওল)। [খিলাল خلال *আ.*]।

খিসারত—দ্র. **খেসারত**।

খীমা—দ্র. **খিমা**।

খুচরা/খুচরো—১*বি.* ক্ষুদ্র, ছোটখাট, ছোটছোট (খুচরা কাজ, খুচরা খরচ)। ২*বিণ.* ভাংগানি (খুচরা টাকা)। ৩*বি.* টাকার ভাঙানি, রেজকি। [খুর্‌দহ্ خرده *ফা.*]।

খুজলি—*বি.* চুলকানি, খোস, পাঁচড়া। [খুজলী كهجلى *হি.*]।

খুঞ্চা, খুঞ্চি—দ্র. **খাঞ্চা**।

খুত্‌বা, খুৎবা—দ্র. **খোতবা**।

খুদ—দ্র. **খোদ**।

খুদকস্তা—দ্র. **খোদ**।

খুদা—দ্র. **খোদা**।

খুদী, খূদী — *বি.* সত্তা, স্বকীয়তা (তাওহীদের তেজোদৃপ্ত খুদীর দাওয়াত—তালিম)। [খূদী خودى *ফা.*]।

খুন—১*বি.* রক্ত, লহু (ছেঁড়া কলিজার খুন-মাখা সেই ঠোঁটের গোলাপ কুঁড়ি—মোহিত)। ২*বি.* হত্যা, বধ (খস্রুকে খুন সেই করায়েছে—তারি কাজ নিশ্চয়—মোহিত)। ৩*বিণ.* আকুল, ব্যতিব্যস্ত, নাজেহাল (শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন—রবীন্দ্র)। ৪*বিণ.* নিহত। ৫*বিণ.* মৃতপ্রায়, আধমরা (মেরে খুন করা)। ৬*বিণ.* হয়রান, অতিশয় ক্লান্ত, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত (পেটের ধান্দায় সারাদিন ঘুরে বাছা আমার খুন হয়ে এসেছে—রবীন্দ্র)। [খূন خون *ফা.*]। **খুন-আলুদা**—*বিণ.* রক্তাক্ত, রক্ত-রাঙা, রক্ত-রঞ্জিত, রক্তাপ্লুত (শিমুল গাছটার

দিকে চেয়ে মনে হল যেন তার ডালে ডালে নিরাশ প্রেমিকের 'খুন-আলুদা' হৃৎপিণ্ডগুলো টাঙানো রয়েছে —নজরুল)। [— *ফা.* + আলূদঃ آلوده *ফা.*]। **খুন-খারাব**—*বি.* খুনাখুনি, রক্তারক্তি, হত্যাকাণ্ড (রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব... —নজরুল)। [— *ফা.* + খরাব خراب *আ.*]।

খুন-খারাবি, খুন খারাবী— ১*বি.* হত্যাকাণ্ড, রক্তারক্তি, রক্তপাত (ডরতা নেই আজ খুন-খারাবিতে রক্ত-লুব্ধ মন— নজরুল)। ২*বি.* দাংগা-হাংগামা। ৩*বি.* অত্যুজ্জ্বল লাল রং বিশেষ। [— خرابی *আ.*]।

খুন-খুবি, খুন-খূবী— ১*বি.* রক্তো-ন্মত্ততা (রণদুন্দুভি শুনি খুনখুবী ... — নজরুল)। ২*বি.* উদ্দীপনার সৌন্দর্য। [— খূবী خوبی *ফা.*]।

খুনজোশি, খুনজোশী— *বি.* রক্ত উত্তেজনা, রক্তোন্মাদনা (পশ্চিমে নীলা লোহিতের খুনজোশীতেরে লাগে আগ —নজরুল)। [— জোশ جوش *ফা.* + ঈ *বাং.*]। **খুনরেজ**—*বিণ.* রক্ত-পিপাসু (তিনি তাঁহার খুনরেজ নামক তরবারি কোমর হইতে মুক্ত করিয়া হস্তে ধারণ করিলেন— শিরাজী)। [— রেয্ ریز *ফা.*]।

খুনশী, খুনসী—১*বিণ.* ক্রুদ্ধ, মারমুখো (বখশী আমার পতি সবাই খুনশী— ভারত)। ২*বি.* কলহের ছল, কৃত্রিম কলহ, খুনসুড়ি (মোরে পরিচয় দেহ, ছাড়হ খুনসী—ভারত)। [খূন خون *ফা.* + সী *বাং.* প্র.]।

খুনিয়ারা / খুনেরা—*বিণ.* হত্যাকারী, ঘাতক (জয়নালে পরালো এ খুনিয়ারা বেশ কে—নজরুল; এল খুন-মাখা তূণ নিয়ে খুনেরা ফাগুন—নজরুল)। [খূন خون *ফা.* + য়ারা। یار *ফা.*]।

খুনি, খুনী, খুনীয়া, খুনিয়া/ খুনে —১*বিণ.* হত্যাকারী, ঘাতক (আম্মা, লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া— নজরুল; আনোয়ার! আনোয়ার! দুনিয়াটা খুনিয়ার—নজরুল)। ২*বিণ.* দাংগাবাজ, বিবাদপ্রিয়। ৩*বিণ.* চরম নিষ্ঠুর, ঘাতকের ন্যায় নিষ্ঠুর (স্বার্থে-ভরা হায় দুনিয়া। মানুষ এমন হয় খুনিয়া—মোস্তফা)। [خون *ফা.* + ইয়া প্র.]।

খুপসুরৎ, খুপসুরতি—দ্র. **খুবসুরৎ**।

খুব—১*বিণ.,ক্রি.বিণ.* অত্যন্ত, অতিশয় (খুব সুন্দর)। ২*ক্রি.বিণ.* বেশ, ভালো, উত্তম, চমৎকার, যথেষ্ট (খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া।'—নজরুল)। ৩ *ক্রি.বিণ.* নিশ্চয়, অবশ্য, নিঃ-সন্দেহে (খুব পারবে)। ৪ *অব্য.* প্রশংসাসূচক উক্তি বা ধ্বনি, অতি উত্তম (খুব বহুত খুব)। ৫*বিণ., ক্রি.বিণ.* যথোচিত, যথোপযুক্ত (খুব সময়ে এসে পড়েছ যা হোক; মেরেছে—খুব করেছে)। ৬*ক্রি-বিণ.* অত্যন্ত বেশি (খুব খায়)। ৭*ক্রি-বিণ.* আচ্ছা রকম, বেশ, ভালোমত (কাগজওয়ালারা খুব ঠুকেছে)। [খূব خوب *ফা.*]। **খুবসে, খুব্‌সে**— *ক্রি-বিণ.* ভালোরূপে, উত্তমরূপে, আচ্ছামতো, বেশ করে (সুর বেঁধে

বীণ সারেঙ্গীতে খুব্‌সে শিরীন শরাব পিও—নজরুল)। [— *ফা.* + সে سے *হি.*]।

খুবরু—*বি.* অসামান্য রূপ, সুন্দর চেহারা (মুসা বেহুঁশ হলো হেরি যে খুবরু—নজরুল)। [খূব خوب *ফা.* + রূ رو *ফা.*]।

খুবসুরৎ, খূবসূরৎ, খুবসুরৎ, খাপসুরৎ খোপসুরৎ, খুপসুরৎ, খাবসুরত —১*বিণ.* সুন্দর, সুরূপ, সুদর্শন (অমন খুবসুরৎ মেয়ে দুনিয়ায় কম জন্মায়— শওকত; কি খুবসুরৎ বাঃরে বা!—নজরুল)। ২*বিণ.* সুশ্রী (কিন্তু এ কর্মে একটুখানি খাবসুরত হতে হয়— মুজতবা)। [খূবসূরত خوبصورت *ফা.* + *আ.*]। **খুবসুরতি, খোপসুরতি, খুপসুরতি**—*বি.* সৌন্দর্য, রূপশ্রী (খোপসুরতি দেখে বেটার ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে—প্রমথ)। [— *ফা.* + *আ.* + ই *বাং. প্র.*]।

খুবানি, খোবানি, খোবানী — *বি.* ফলবিশেষ, apricot (বাদাম খুবানি বনে কেটেছে তোমার দিন—ফররুখ)। [খূবানী خوبانی *ফা.*]।

খুবি, খুবী —*বি.* মঙ্গল, কল্যাণ, ভালাই (হানিফা বলেন যদি মেরা খুবি চাও— হামজা)। [খূবী خوبی *ফা.*]।

খুবী—দ্র. **খুবি**।

খুমার, খোমার, খুমারি, খুমারী—১*বি.* আবেশ, ঘোর, আচ্ছন্নতা (বেহুশে থাকিবে তারা নিন্দের খোমারে— হামজা)। ২*বি.* নেশার পরবর্তী অবসাদ, খোঁয়ারি। ৩*বি.* ভর্ৎসনা (সেবি স্বামী অন্ধ সদা করে দ্বন্দ্ব ভোজন কালে খুমারি—ঘন)। [খুমার خمار *আ.* অথবা খম্‌রহ্‌ خمره *আ.*, — + ই. ঈ. *বাং.*]।

খুয়ার—দ্র. **খোয়ার**।

খুরমা—দ্র. **খোরমা**।

খুর্মা—দ্র. **খোরমা**।

খুলা তাকাল—দ্র. **খোলা তালাক**।

খুলাসা—দ্র. **খোলসা**।

খুশ—দ্র. **খোশ**।

খুশ্‌ক, খুষ্ক—১*বিণ.* শুষ্ক, রসহীন (চুল উস্কখুশ্‌ক)। ২*বিণ.* রুক্ষ। [খুশ্‌ক خشك *ফা.*]।

খুশ্‌কা বা খোস্কা পোলাও— ১*বি.* অল্প ঘি দিয়ে রান্না করা পোলাও। ২*বি.* ঘৃতহীন ভাত, সাদাভাত। [খুশ্‌কহ্‌ خشکه *ফা.*]।

খুশকি, খুস্‌কি, খুস্কি, খুষ্কি—১*বি.* মরামাস, মাথার শুষ্ক চামড়া, dandruff। ২*বি.* শুষ্ক স্থান, শুকনা জায়গা। [খুশ্‌কী خشکی *ফা.*]।

খুশ্‌হাল—দ্র. **খোশ**।

খুশামুদী—দ্র. **খোশামোদ**।

খুশি, খুশী, খুসি, খুসী —১*বি.* আনন্দ, সন্তোষ (তুমি আছো আমি আছি এইত খুশী মোর—নজরুল)। ২*বি.* আমোদ, আহ্লাদ। ৩*বি.* ইচ্ছা, মর্জি, খেয়াল (তোমার খুসীর মতন সাজ—সত্যেন্দ্র)। ৪*বিণ.* আনন্দিত, সন্তুষ্ট, প্রীত, তৃপ্ত (যাদের পূজায় দেবতা খুসী— সত্যেন্দ্র)। [খূশী خوشی *ফা.*]। **খুশীতে বাগবাগ**

—*বিণ.* আনন্দে উৎফুল্ল (... বুদ্ধির কথায় খুশীতে বাগ বাগ হয়ে খুব খানিকটা মিষ্টি হাসি হাসলো—জয়েন)। [— + 'তে' বিভক্তি + باغ *ফা.* দ্বিরুক্তি]। **খুশীর মউজ**—*বি.* আনন্দের ঢেউ (রণের জোশে সাগর মাঝে উঠলো খুশীর মউজ—ইজদানী)। [— + 'র' বিভক্তি মউজ موج *আ.*]।

খুস—দ্র. **খোশ**।

খুসামোদ—দ্র. **খোশামোদ**।

খেজমত, খিজমত—*বি.* খেদমত, সেবা, পরিচর্যা (খেজমত করে বেড়ায়—মনোজ)। [খিদমত خدمت *আ.*]। **খেজমৎগার, খেদমৎগার**—*বিণ.,বি.* সেবক, পরিচর্যাকারী (তৎপরে ভৃত্য-গণের নিরূপণ, খানসামা খেজমৎগার ফরাস...— ভবানী)। [— গার گار *ফা.*]।

খেজাব, খেযাব, খিযাব—*বি.* কলপ, রং বিশেষ, সাদা চুল কালো করবার রং (বাবু দেন মেখে দাড়িতে 'খেজাব'—নজরুল)। [খিযাব خضاب *আ.*]।

খেজালত, খেজালৎ—*বি.* জ্বালাযন্ত্রণা, ঝঞ্ঝাট, দিগদারি (অত খেজালত আর না টানায় প্রাণে—মৈ.গী.)। [খিজালত خجالت *আ.*]।

খেজের—দ্র. **খিজির**।

খেতাব, খিতাব— *বি.* সম্মান-সূচক উপাধি (সামান্য একটা পদক বা খেতাব দিয়ে নয়, দস্তুর মতো মোটা মাশুলে—অচিন্ত্য)। [খিত্বাব خطاب *আ.*]। **খেতাবি, খেতাবী, খিতাবী**—*বিণ.* সম্মানসূচক উপাধি-ধারী (যদিচ খেতাবী প্রতাপী তথাপি বেশক্ই পোশাকী—রাজা ভড়ং—সত্যেন্দ্র)। [— *আ.* + ই, ঈ *বাং.*]।

খেদমত, খিদমত—১*বি.* সেবাযত্ন, পরিচর্যা (স্বয়ং কর্ত্রী মন দিয়া মান্যের সহিত খেদমত করিবেন—মশার্‌রফ; গনেশ মামা খিদমত করছেন—পরশু)। ২*বি.* চাকরি (...ধন্যরে কোটালি খেদমত— ভারত)। ৩*বি.* দাসত্ব। [খিদমত خدمت *আ.*]। **খেদমতদগার, খিদমতগার** —*বি.* সেবক, ভৃত্য, পরিচারক (তাহার খেদমতগার আমরা তামাম—হামজা)। [— *আ.* + গার گار *ফা.*]। **খেদমত গারি, খিদমতগারি** —*বি.* সেবকত্ব, দাসত্ব, গোলামি (আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদ্‌মত-গারির পুরস্কার স্বরূপ হ্যাট-নামক কিম্ভূত কিমাকার এক চিজ শিরোপা লাভ করেছি—প্রমথ)। [— + ی (ই) *ফা.*]।

খেযাব—দ্র. **খেজাব**।

খেয়ানত, খিয়ানত, খেয়ানৎ, খিয়ানৎ—১*বি.* ক্ষতি, বিশ্বাস-ঘাতকতা, নাশ (করেনি সে খেয়ানত—ফররুখ)। ২*বি.* গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ। ৩*বি.* তহবিল তসরূপ। ৪*বি.* বিশ্বাস ভঙ্গ। ৫*বি.* অসাধুতা। [খিয়ানত خيانت *আ.*]।

খেয়াল, খিয়াল— ১*বি.* স্বপ্ন, কল্পনা (মিছা, সব কল্পনা, খেয়াল—অবনীন্দ্র)। ২*বি.* জ্ঞান, চেতনা, হুঁশ

(তাহার খেয়ালই থাকেনা—বিভূতি)। ৩*বি.* লীলা, খেলা (হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে—সত্যেন্দ্র)। ৪*বি.* সখ, সাধ, বাসনা। ৫*বি.* মর্জি, ইচ্ছা, (আমরা তাঁরই খেয়াল...— রবীন্দ্র)। ৬*বি.* খুশি (খেয়াল মাফিক)। ৭*বি.* নিয়মছাড়া ব্যাপার, অনিয়ম (প্রকৃতির খেয়াল)। ৮*বি.* স্মরণ (সে কথা খেয়াল আছে?)। ৯*বি.* বিশেষ লক্ষ্য, মনোযোগ। ১০*বি.* অনুমান, আন্দাজ (অতোদূর খেয়াল করতে পারি নি)। ১১*বি.* চিন্তা। ১২*বি.* ঝোঁক, প্রবৃত্তি। ১৩*বি.* মতলব। ১৪*বি.* উচ্চাঙ্গের সংগীত বিশেষ। [খয়াল خيال *আ.*]। **খেয়াল-মাফিক**—*ক্রি.বিণ.* খুশিমত, মর্জিমাফিক (খেয়াল-মাফিক সওদা করতে—নজরুল)। [— *আ.* + মুওয়াফিক্ব موافق *আ.*]। **খেয়ালি, খেয়ালী**— ১*বিণ.* কল্পনাবিলাসী, আত্মভোলা। ২*বিণ.* যার মর্জির ঠিক নেই, স্বেচ্ছাচারী, অব্যবস্থিত চিত্ত (আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন— নজরুল)। ৩*বি.* খেয়াল-গায়ক (খেয়ালী যতই কার্দানি করুন না কেন, তালচ্যুত কিংবা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই ...—প্রমথ)। [— + ই, ঈ. *বাং.*]। **খেয়ালী পোলাও**— *বি.* অবাস্তব কল্পনা। [— + پلاؤ *ফা.*]।

খেরাজ, খিরাজ, খরাজ—*বি.* খাজনা, ভূমিকর, রাজস্ব (এমরানের ঠাঁই আর না পাবে খেরাজ— হামজা)। [খিরাজ خراج *আ.*]। **খেরাজি, খেরাজী**— *বিণ.* যে জমির জন্য নির্দিষ্ট খাজনা দিতে হয় (খেরাজি জমি)। [— + ই, ঈ, *বাং.*]। *বিপ.* **লাখেরাজ**।

খেল্ওয়াত—দ্র. **খিলাত**।

খেলকা, খিলকা, খিরকা, খির্কা—*বি.* ফকীর দরবেশদের দীর্ঘ অঙ্গা-বরণ বিশেষ (গায়ে গেরুয়া বস্ত্রের খেলকা স্কন্ধ হইতে পা পর্যন্ত ঢাকা —মশার্‌রফ; শারাব মাখা খির্কা-খানি —মু. শ.)। [খিরক্বহ্ خرقه *আ.*]।

খেলনা, খেলানা, খেলেনা— *বি.* খেলার জিনিস, ক্রীড়নক, পুতুল (একটি ভালো খেলানা দিই—বিদ্যা; দু'হাতে ও আশেপাশে ছড়ানো খেলেনা—বিষ্ণু)। [খিলোনা کھلونا *হি.*]।

খেলাত—দ্র. **খিলাত**।

খেলানা—দ্র. **খেলনা**।

খেলাপ, খেলাফ, খিলাফ— ১*বি.* অন্যথা আচরণ, বৈপরীত্য (শরীফের আজ খেলাফ করে...—নজরুল)। ২*বি.* নড়চড়, ব্যতিক্রম, ব্যত্যয়, অন্যথা (সে-সব ওয়াদা খেলাপ করিবি জানিলেরে পয়মাল— আজহার)। ৩*বিণ.* বিপরীত, প্রতিকূল (আপনের খেলাফে আমার সাক্ষী দেওয়া লাগবে —মনসুর)। ৪*বিণ.* মিথ্যা, false। (খেলাফ এজাহার)। [খিলাফ خلاف *আ.*]।

খেলাফত, খেলাফৎ, খিলাফৎ, খিলা-

ফত— ১*বি.* প্রতিনিধিত্ব, খলীফার পদ বা মর্যাদা। ২*বি.* রাজত্ব বা খিলাফতের আমল (ক্রূর জুলমতে সে খোঁজে কোথায় উমরের খিলাফত —ফররুখ)। [খিলাফত خلافت *আ.*]।

খেলাল—দ্র. **খিলাল**।

খেলেনা—দ্র. **খেলনা**।

খেলোয়াড়—১*বি.* যে খেলে। ২*বি.* ক্রীড়াপটু, যে ভালো খেলতে পারে। ৩*বি.* চালক, কৌশলী, ফন্দীবাজ। ৪*বি.* ধূর্ত, কূটকৌশলী, প্রবঞ্চক, চক্রান্তকারী। [খিলাড়ী کھلاڑی *হি.*]।

খেলোয়াৎ—দ্র. **খিলাত**।

খেশ, খেস—*বিণ.* আপন, আত্মীয় (আর তার ভাইবন্ধু যত ছিল খেস— হামজা)। [খে'শ্ خویش *ফা.*]। **খেশী**—১*বি.* কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা। ২*বিণ.* আত্মীয়, কুটুম্ব (খেশী কুটুম্বদের খাওয়ান হবে— মোজাম্মেল)। [— *ফা.* + ঈ প্র.]।

খেসারত, খেসারৎ, খিসারত—*বি.* ক্ষতিপূরণ, damage (ঘাড় ধরে খেসারত আদায় করে আমাকে পাইয়ে দেবেন—শরৎ)। [খসারহ্ خسارہ *আ.*]। **খেসারতি**—১*বি.* ক্ষতিপূরণের অর্থাদি (কিন্তু চলাফেরা করলে আমাকে খেসারতি দিতে হবে অনেক অনেক বেশি—মুজতবা)। ২*বি.* ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা। [— + ই *বাং.*]।

খেসালা— *বি.* আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা (খেসালা করিতে তার মনে অইল টান—মৈ.গী)। [খে'শ خویش *ফা.* + ওয়ালা ৺। و *উ.*]।

খৈনি, খৈনী—*বি.* দোক্তা, তামাক পাতা ও চুনের একপ্রকার মিশাল (দেউড়ীতে দারোয়ানেরা বসিয়া খৈনী খাইতেছে ... —বিভূতি)। [খয়্নী کھینی *হি.*]।

খো—*বি.* স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি। [খূ خو *ফা.*]।

খোওয়াব—দ্র. **খোয়াব**।

খোঁয়ারি, খোয়ারি, খোঁয়াড়ি—১*বি.* মদের নেশা কেটে যাবার পর অবসাদ। ২*বি.* অবসাদ প্রযুক্ত ঘোর বা আচ্ছন্নতা বা আবেশ (আপনাকে এই বিশ্ব জোড়া বিলুপ্তির মধ্যে নামাইয়া দিবার জন্যে দুর্দমনীয় খোঁয়ারি আসিয়াছে —অবনীন্দ্র; সে মদ খেয়েছে একবারই— তারপর থেকে এ অবধি সে শুধু তার খোঁয়ারিই ভাঙছে–মুজতবা)। [খওয়ার خوار *ফা.* + ই *বাং.*]।

খোজা—*বি.* নপুংসক, ক্লীব (কই সে খোজা, হাজার হাতী করলে যে বশ অঙ্কুশে—সত্যেন্দ্র)। [খূজহ্ خوجہ *ফা.*]।

খোতবা, খোৎবা, খুত্‌বা, খুৎবা, খত্‌বা, খৎবা, খোতোবা (বিরল) —*বি.* জুম্‌আর নামাজের আগে বা ঈদের নামাজের পরে ইমাম প্রদত্ত অভিভাষণ—এতে ধর্মীয় বিধিনিষেধ আলোচনা করবার ও মুসলমান খলীফার প্রতি আনুগত্য জানানোর রেওয়াজ আছে (যত নরগণ মিলি

খোতোবা শুনিল—সুলতান; কোথায় ইমাম ? কোন্ সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে?—নজরুল; খুত্‌বায় তাঁর নাম বাদশা হিসেবে পড়া হয়েছে —মুজতবা)। [খুত্বাবঃ خطبه *আ.*]। **খতিব, খতীব**—*বি.* যে খোতবা পাঠ করে। [খত্বীব خطيب *আ.*]। **খতিবি, খতিবী**–*বি.* খতিবের কাজ। [— *আ.* + ই, ঈ *বাং.*]।

খোতেন—দ্র. **খতিয়ান**।

খোত্তারি—১*বি.* বিপদ। ২*বি.* অনিষ্ট, ক্ষতি (...না জানি নিদানে মোর কি হয় খোত্তারি—হেয়াত)। [খত্বরহ্ خطره *আ.*]।

খোদ, খুদ— ১*বিণ.* স্বয়ং (খোদ সে খোদার প্রেরিত... —নজরুল)। ২*বিণ.* আসল (খোদ মালিক)। ৩*বিণ.* নিজ, স্ব, আত্ম (খোদপরস্ত, খোদ মতলবী)। [খূদ خود *ফা.*]। **খোদকস্তা, খোদকস্ত, খুদকস্তা**—*বি.* স্থানীয় প্রজা যে নিজে জমি চাষ করে (এক্ষণে গাঁতি অর্থাৎ খোদকস্তা এত ও পাইকস্তা এত—টেকচাঁদ; প্রজা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল —খোদকস্ত আর পাইকস্ত... —প্রমথ)। [—*ফা.* + কুশ্‌তহ্ كشته *ফা.*]। **খোদকুশী**— *বি.* আত্মহত্যা (করে সে খোদকুশী নিজের খঞ্জরে —ফররুখ)। [— *ফা.* + কুশী كشى *ফা.*]। **খোদগরজ** — *বিণ.* স্বার্থপর। [— *ফা.* + গরয্ غرض *আ.*]। **খোদজমি** — *বি.* বাস্তুভূমি। [— *ফা.* + যমী॰; زمين *ফা.*]। **খোদপছন্দ**— ১*বি.* আত্মপূজারী, আত্মাভিমানী। ২*বি.* স্বার্থপর। [— *ফা.* + পসন্দ্ پسند *ফা.*]। **খোদপরস্তী**—*বি.* আত্মপূজা (খোদ-পরস্তীর খেলা খেলে স্বার্থের সংগ্রামে ...—ফররুখ)। [— *ফা.* + পরস্ত پرست *ফা.* + ঈ *বাং.*]। **খোদ মত্‌লবী**—*বি.* যে নিজের সুবিধা-নুযায়ী কাজ করে, স্বার্থপর। [— *ফা.* + মত্বলব مطلب *আ.* + ঈ *বাং.*]। **খোদমোক্তার**— *বি.* যে নিজেই নিজের প্রতিনিধি, স্বাধীন, স্বনির্ভর। [— *ফা.* + মুখ্‌তার مختار *আ.*]। **খোদ-মুখতারী**—*বি.* স্বাধীনতা, সার্ব-ভৌমত্ব। [— *ফা.* + *আ.* + ঈ *বাং.*]। **খোদহাকিমী**— *বি.* স্বায়ত্ত সরকার, Self government। [— *ফা.* + হকীম حكيم *আ.* + ঈ *বাং.*]।

খোদকস্ত, খোদকস্তা—দ্র. **খোদ**।

খোদকার, খোদগার—১*বিণ.* খোদাই কাজ করে যে, engraver। ২*বিণ.* স্বয়ংক্রিয়, automatic। [খূদ خود *ফা.* + কার كار *ফা.*]। **খোদকারী, খোদকারি**—*বি.* খোদাইয়ের কাজ। [— + ই, ঈ *বাং.*]।

খোদা, খুদা— *বি.* আল্লাহ্ (কোরান খোদার কালাম— বাহার)। [খূদা خدا *ফা.*]। **খোদাওন্দ, খোদাবন্দ** —১*বি.* প্রভু, দীন-দুনিয়ার মালিক, কর্তা। ২*বি.* হুজুর, রাজা, মনিব বা মান্য ব্যক্তিগণের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত হয় (গোস্তাখি মাফ কর

খোদাবন্দ— মোহিত)। [খূদাওন্দ خداوند ফা.]। **খোদাতায়ালা, খোদাতা'আলা, খোদাওন্দতালা** —বি. মহান আল্লাহ্। [— ফা. + ত'আলা تعالی আ.]। **খোদাই খিদমতগার**— ১বি. খোদার পথে সেবক। ২বি. নিঃস্বার্থ সেবক। [খূদাঈ' خدائ ফা. + খিদমত-গার خدمتگار আ. + ফা.]। **খোদানাখাস্তা**— ক্রি. আল্লাহ্ না করুন। [خدا نه خواسته ফা.]। **খোদা হাফেজ, খুদা হাফিয** — ক্রি. আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুন। [— ফা. + হাফিয حافظ আ.]। **খোদার কসম**—বি. আল্লাহর নামে শপথ। **খোদার খাসি, খোদার খাসী**—১বি. খোদার নামে ছেড়ে দেয়া খাসি— স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করার কারণে হৃষ্টপুষ্ট। ২বি. (ব্যঙ্গ) চিন্তা-ভাবনাহীন হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি। **খোদার নূর**—বি. আল্লাহ্‌র জ্যোতি (মাথায় ঝুলিয়ে দেবো টিকি, দাড়িতে খোদার নূর—অচিন্ত্য)। [তিনটি শব্দে 'র' বিভক্তি যুক্ত হয়ে বিদেশী শব্দ এসেছে]।

খোন্দকার[১], খোনকার, খন্দকার— ১বি. সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের উপাধি বিশেষ (কাজী খোনকার, শেখ, সৈয়দ সব তার কাছে ঋণী— কুমুদ)। ২বি. শিক্ষক। [খ্বান্দকার خواندکار ফা.]। **খোন্দকারী**—বি. খোন্দকারের কর্ম (তিনি পৈতৃক খোন্দকারী ব্যব-সায়ে রত উত্তরাধিকার পাইয়াছিলেন — ইমদাদ)। [— ফা. + ঈ বাং.]।

খোন্দকার[২], খন্দকার — বি. কৃষক, চাষাবাদকারী। [কন্‌দহ্ کنده ফা. + কার کار ফা.]।

খোপসুরৎ, খোপসুরতি—দ্র. **খুবসুরৎ**।

খাবানি, খোবানী—দ্র. **খুবানি**।

খোমার—দ্র. **খুমার**।

খোয়াজ খিজির—দ্র. **খিজির**।

খোয়াব, খোওয়াব, খ্বাব, খাব—বি. স্বপ্ন (সে বেহুশ অবস্থায় এক আচানক খোয়াব দেখিল—কা.দী.মু; গত নিশি খোওয়াবের খামখেয়ালীতে ...—নজরুল; তুমিই জানিয়েছিলে প্রথমে ঝরোকা খুলে হৃদয়ের খ্বাব— আশরাফ)। [খ্বাব خواب ফা.]।

খোয়ার, খুয়ার–১বি. অপমান, লাঞ্ছনা। ২বি. দুর্গতি, দুর্দশা। ৩বি. ক্ষতি, অনিষ্ট। ৪বি. কলঙ্ক, কুৎসা, নিন্দা। [খওয়ার خوار ফা.]।

খোয়ারি—দ্র. **খোঁয়ারি**।

খোরমা, খুরমা, খোর্মা, খুর্মা—বি. বড় খেজুর বিশেষ (খোর্মা খেজুর মরু-কানন ফলবতী —নজরুল; খুরমাবীথির পাশ ঘেঁষে নামে হেলালের বাঁকা ছবি—জাহানারা)। [খুর্‌মা خرما ফা.]।

খোরা—বি. মাটি বা পাথরের বাটি বা পাত্রবিশেষ (এক খোরা মিষ্ট জল দেহ মোকে আনি —হেয়াত)। [আব খোরহ্ آب خوره ফা.]।

খোরাক—১বি. খাদ্য, আহার্য। ২বি. (আল.) ভোগ (সবার খোরাক জোগায়ে নেহারি উপবাসী মোরই

মন— নজরুল; পল্লীবাসীর মনের খোরাক এই দিনগুলো—কা.দী.মু)। ৩*বি.* নির্দিষ্ট আহার্য, diet (পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে— রবীন্দ্র)। ৪*বি.* খাওয়ার পরিমাণ (খোরাক না বাড়ালে চলবে কি করে ?)। [খূরাক خوراك *ফা.*]। **খোরাকি, খোরাকী**—১*বি.* আহার্য বা ভরণপোষণের ব্যয় (এক বছরের খোরাকীর জন্য বিশমন ধান— মশাররফ)। ২*বি.* খাইখরচ, খোরাকের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (মায় খোরাকি তিন তঙ্কা পাইবা—ভবানী)। [— *ফা.* + ই, ঈ *বাং.*]।

খোরাসান—*বি.* পারস্যের অন্তর্গত স্থান বিশেষ। [খুরাসান خراسان *ফা.*]। **খোরাসানী, খোরাসানি** — ১*বিণ.* খোরাসান দেশের লোক (আরবে না বুঝে খোরাসানীর বচন—সুলতান)। ২*বি.* খোরাসান দেশীয়। [— + ই, ঈ *বাং.*]।

খোর্মা—দ্র. **খোরমা**।

খোল—*বি.* বালিশের আবরণী। [খ্বোল্ خول *আ.*]।

খোলসা, খোলাসা, খুলাসা—১*বিণ.* স্পষ্ট, বিশদ, পরিস্ফুট। ২*বিণ.* স্পষ্টাস্পষ্টি, খোলাখুলি (আরও লোকে জানিবারে চাহিত খুলাসা—মৈ.গী.)। ৩*বিণ.* অবারিত, উন্মুক্ত, খোলা (নিজের কলঙ্কের দিকটা দেখাবার খোলসা দরজা পেলে—রবীন্দ্র)। ৪*বিণ.* অকপট, অমায়িক, সরল, সাদা (খোলসা দিল)। ৫*বিণ.* খালি, শূন্য, উজাড়। ৬*বিণ.* ভারমুক্ত (মনকে বুঝিয়ে খোলসা হতে চায়— কেদার)। ৭*বিণ.* পরিষ্কার। ৮*বিণ.* সমুদয়, আগাগোড়া, আনুপূর্বিক (খোলাসা পড়— দীনবন্ধু)। ৯*বি.* অব্যাহতি, রেহাই, মুক্তি (খুনীরে যে দ্যায় খোলসা আইন গড়ে রাতা-রাতি—সত্যেন্দ্র)। ১০*বি.* সারমর্ম, সংক্ষিপ্ত সার। [খুলাসহ্ خلاصه *আ.*]।

খোলা তালাক, খুলা তালাক—*বি.* যে তালাক স্ত্রীর ইচ্ছায় স্বামীকে দেন মোহরের টাকা ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে দেয়া হয়। [খুল্'অ خلع *আ.* + ত্বলাক্ব طلاق *আ.*]।

খোলাসা—দ্র. খোলসা।

খোশ, খোস, খুশ, খুস — ১*বিণ.* আনন্দিত, সন্তুষ্ট। ২*বিণ.* মজাদার, আমোদপূর্ণ, খোশগল্প (সরাই খানায় মেতেছে মাতাল খোশ্-গানে— মোহিত)। ৩*বিণ.* সু, সুন্দর। ৪*বিণ.* স্বেচ্ছাকৃত বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত, আপন ইচ্ছা বা বাসনা অনুমত। ৫*বিণ.* উত্তম, সৎ। ৬*বি.* সন্তোষ, প্রীতি (তোমার সহিত বাতচিত করিতে বহুত খোশ— টেকচাঁদ)। [খুশ خوش *ফা.*]। **খোশ্-আখলাক**— ১*বি.* সু-স্বভাব, উত্তম চরিত্র (বিশেষ আপনার খোশ-আখলাকেই মুগ্ধ— ইমদাদ)। ২*বিণ.* শিষ্টাচারী, সৎ-স্বভাব। [—*ফা.* + আখ্লাক্ব اخلاق *আ.*]। **খোশ আমদেদ**— *বি.* সাদর অভ্যর্থনা, স্বাগতম (খোশামোদ শুধু করিত হয়ত, বলিত না তা'রা

"খোশ্‌-আমদেদ"—নজরুল)। [— *ফা.* + আম্‌দিদ آمدد]। **খোশ এল্‌হান, খোশ এলাহান, খুশ ইলহান**—*বি.* সুকণ্ঠ, সুস্বর, সুমধুর সুর (তাঁর খোশ এলাহান মাতাইত প্রাণ— নজরুল; গাহে বুলবুল খোশ এলহান— নজরুল)। [— *ফা.* + ইল্‌হান الحان *আ.*]। **খোশ কবালা** —*বি.* স্বেচ্ছাকৃত সম্পূর্ণ স্বত্ব বিক্রয়পত্র, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত বিক্রয়পত্র। [— *ফা.* + ক্ববালহ্‌ قبالہ *আ.*]। **খোশকেতা** —*বি.* সুদর্শন, সুঠাম। [— *ফা.* + ক্বিত্বআ'ঃ قطعہ *আ.*]। **খোশখৎ, খোশখত**—১*বি.* সুন্দর হস্তাক্ষর। ২*বি.* আনন্দের চিঠি (তুমি আমার এই খোশখতের পিওন—অচিন্ত্য)। ৩*বি.* প্রখর (খুড়র মত খোশখৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়না—বিদ্যা)। ৪*বি.* যার হস্তাক্ষর সুন্দর। [— *ফা.* + খত্ব خط *আ.*]। **খোশ খবর**—*বি.* সুসংবাদ, শুভ সংবাদ (খোশ খবর দিয়ে বেড়ায় চপল পায়...—নজরুল)। [—*ফা.* + খবর خبر *আ.*]। **খোশ খেয়াল**—*বি.* খামখেয়াল, মর্জি (প্রভুদিগের খোশ খেয়ালের সমর্থন বা রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্ত ...—আকরম)। [— *ফা.* + খয়াল خیال *আ.*]। **খোশখেয়ালি**— *বিণ.* খামখেয়ালী (পড়ে আছে আকাশটা খোশ-খেয়ালি—রবীন্দ্র)। [— + ই *বাং.*]। **খোশখোরাক**—*বি.* শৌখীন আহার, উত্তম খাবার। [— *ফা.* + খূরাক خوراك *ফা.*]। **খোশখোরাকি, খোশখোরাকী**— ১*বিণ.* শৌখীন আহারে অভ্যস্ত। ২*বিণ.* ভোজন-বিলাসী। [— ই, ঈ *বাং.*]। **খোশ-চেহারা**—*বিণ.* সুদর্শন, সুরূপ, সুশ্রী। [— *ফা.* + চিহ্‌রহ্‌ چہرہ *ফা.*]। **খোশ-নবিস, খোশ-নবিস, খোশ নবিশ, খোশ-নবীশ**—১*বিণ.* যার হাতের লেখা সুন্দর, সুন্দর হস্তাক্ষর বিশিষ্ট ব্যক্তি। ২*বি.* উপাধি বিশেষ। [— *ফা.* + নবীস نویس *ফা.*]। **খোশ-নসিব, খোশ নসীব, খুশ-নসীব**—১*বিণ.* সৌভাগ্যবান (আয় খেয়ালী খোশনসীব—নজরুল)। [— *ফা.* + নসীব نصیب *আ.*]। *বি.* —**খোশনসিবী**। **খোশনাম, খোস-নাম, খুশনাম, খুসনাম**—*বি.* সুনাম, সুখ্যাতি (অপরিমিত দানের জন্য তাঁর দেশ জোড়া খোশনাম ছিল —ফজলল)। [— *ফা.* + নাম نام *ফা.*]। **খোশনামি, খোসনামি, খুশনামী**—*বি.* সুখ্যাতি, প্রশংসা (আপন লোক বলে খোশনামির ধূয়া ধরেছে— মশার্‌রফ)। [— + نامی *ফা.*]। **খোশনিয়ত**—*বিণ.* শুভাকাঙ্ক্ষী, সদভিপ্রায় বিশিষ্ট, শুভেচ্ছাযুক্ত। [— *ফা.* + নীয়ত نیت *আ.*]। *বি.* **খোশনিয়তি**। **খোশপোশাক, খোশপোষাক**—*বি.* উত্তম বেশভূষা, শৌখিন পোশাক। [— *ফা.* + পোশাক پوشاك *ফা.*]। **খোশপোশাকী, খোশ-**

পোষাকী—১*বিণ.* পোশাক বিলাসী, বেশ বিন্যাসে শৌখিন (প্যালানাথবাবু শৌখিন ও খোশপোষাকীর হদ্দ —কালীসিং)। ২*বিণ.* সুবেশ। [— + ঈ *বাং.*]। **খোশবাস**—*বিণ.* স্থায়ী বাশিন্দা নয়, খুশিমতো চলে যেতে পারে এমন। [— *ফা.* + বাশ باش *ফা.*]। **খোশবু, খোশবো, খোশবয়, খোশবাই, খোশবায়, খোসবো, খুশ্‌বু**—*বি.* সুগন্ধযুক্ত, সৌরভময়। [খূশ্‌বূ خوشبو *ফা.*]। **খোশবুদার**—*বিণ.* সুগন্ধযুক্ত, সৌরভময়। [— *ফা.* + দার دار *ফা.*]। **খোশ মেজাজ, খুশ মিযাজ**—১*বিণ.* প্রফুল্ল বা প্রসন্নচিত্ত। ২*বি.* প্রফুল্লতা, হাসিখুশি ভাব (আমরা সকলেই ছহি ছালামতে, খোশ মেজাজে ... বাঁচিয়া আছি— শেখ হাবিব)। [— *ফা.* + মিযাজ مزاج *আ.*]। **খোশরং**—*বি.* শোভন বা সুন্দর রং। [— + رنگ *ফা.*]। **খোশরোজ, খুসরোজ, খুশরোয**—১*বি.* খুশির দিন, আনন্দের দিন (খুশী দিলের খুস্‌রোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে —সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* নওরোজ, new year's day, নববর্ষারম্ভের উৎসব। (....এসেছে কেউ খেলিতে সেরেফ খুশ্‌রোজ হেথা... —নজরুল)। [— *ফা.* + রোয روز *ফা.*]। **খোশহাল, খুশহাল**—১*বিণ.* উত্তম অবস্থা বা বহাল তবিয়ত (দিব্যি আছিস খোশহালে —নজরুল)। ২*বিণ.* স্বচ্ছল। [— *ফা.* + হাল حال *আ.*]।

খোশামোদ, খোসামোদ, খুসামোদ—*বি.* তোষামোদ, চাটুকারিতা, স্তুতি (বড় মানুষের খোশামোদ করারও বড় দায়— টেকচাঁদ)। [খূশামদ خوشامد *ফা.*]। **খোশামুদি, খোশামোদি, খোসামোদি, খোসামুদি, খুশামুদী**—*বি.* স্তুতি, তোষামোদ, স্তাবকতা (অন্য লোকের খোশামোদি করিতে হয়—বিদ্যা)। [— + ই, ঈ *বাং.*]। **খোশামুদে, খোসামুদে**— *বিণ.* চাটুকার, মোসাহেব, স্তাবক। [— + এ *বাং.*]।

খোশাল—দ্র. খোসাল।

খোস—দ্র. খোশ।

খোসাল, খোশাল—*বিণ.* আনন্দিত, হৃষ্ট (মদ দেখে বীর কালু পরম খোসাল... —ঘন)। [খূশ خوش *ফা.* + হাল حال *আ.*]।

গ

গইবি, গইবী—দ্র. গায়েব।

গওর—*বি.* গভীর চিন্তা, বিবেচনা, ধ্যান। [গওর غور *আ.*]।

গওস, গাউস—*বি.* দরবেশদের স্তর বিশেষ (কত নবী পয়গম্বর গওস কুতুব...—মোস্তফা; কেস্‌সা বলতেন

গাউস কুতুব আওলিয়া আম্বিয়ার— শাহেদ)। [গওস غوث আ.]।

গওহর— *বি.* মূল্যবান মোতিবিশেষ, gem (নীল দরিয়ার ঢেউয়ের দোলায় গওহরে দেয় জন্মদান—মোস্তফা)। [গওহর্ گوهر ফা.]।

গজ—১*বি.* দুই হাত বা ৩৬ ইঞ্চি পরিমাণ মাপ বিশেষ। ২*বি.* কাপড় মাপার জন্য ব্যবহৃত ঐ মাপ বিশিষ্ট ফিতা ইত্যাদি এবং এক মিটারের কিছু কম (১ মিটার = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি) (শীঘ্র দর্জি ডাক, গজ এনে মেপে দেখ—অবনীন্দ্র)। ৩*বি.* ঐ মাপের (তিন গজ কাপড়)। [গয্ گز ফা.]।

গজব, গযব—১*বি.* খোদার মার, আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি (গজব পড়লো বলে—অবনীন্দ্র)। ২*বি.* জুলুম, অত্যাচার। ৩*বি.* প্রচন্ড ক্রোধ (গজব করিলা তুমি আজব কথায়—ভারত)। [গযব غضب আ.]।

গজল, গযল—১*বি.* সংগীতের সুর-বিশেষ। ২*বি.* কবিতা বিশেষ, প্রণয় গীতি (শারাবি জমশেদি গজল 'জানা-জা'য় গাহিও আমার—নজরুল)। ৩*বি.* ধর্মসঙ্গীত। [গযল غزل আ.]।

গঞ্জ—১*বি.* ব্যবসাবাণিজ্যের স্থান, হাট, গোলা। ২*বি.* শস্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। ৩*বি.* ধনভাণ্ডার (কারুনের গঞ্জ আনি নিলক্ষে লুটায়—আলাওল)। [গন্জ گنج ফা.]।

গঞ্জায়েশ, গুনজায়িশ — *বি.* স্থান সংকুলান, জায়গা, ধারণক্ষমতা। [গুন্জা'ইশ گنجائش ফা.]।

গঞ্জিফা, গঞ্জীফা—*বি.* ক্রীড়া বিশেষ, তাস খেলা (তারা খেলত হয় সতরঞ্জ, নয় গঞ্জিফা— প্রমথ)। [গন্জিফঃ گنجفه ফা.]।

গনিমত, গনীমত—১*বি.* যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর কাছ থেকে লুণ্ঠিত বা প্রাপ্ত দ্রব্য, লুটের মাল (জঙ্গের ময়দান থেকে ফিরে চলে যেমন দিলীর গনিমত নিয়ে হের —ফররুখ)। ২*বিণ.* অনায়াসলব্ধ। ৩*বিণ.* যথেষ্ট (তুমি যে আদৌ পাশ করেছ এই-ই গনিমত)। ৪*বি.* সৌভাগ্য। [গনীমত غنيمت আ.]।

গদি—১*বি.* তুলা নারকেল ছোবড়া প্রভৃতি দিয়ে তৈরী কোমল আসন বা শয্যা। ২*বি.* ব্যবসায়ীর দফতর (তেজারতী গদি)। ৩*বি.* রাজাসন (গদিতে আরোহণ করা)। ৪*বি.* রাজা বাদশা পীর প্রভৃতি প্রভাবশালী লোকের আসন বা পদ (গদি পাওয়া)। [গদ্দী گدّى হি.]।

গনি, গনী— *বিণ.* ধনী, ধনবান, অর্থ-শালী। [গনী غنى আ.]।

গন্দম—১*বি.* গম, গোধূম (গন্দম বড় চমৎকার চিজ—ফজলল)। ২*বি.* কোনো কোনো মতে বেহেশতের নিষিদ্ধ ফল। [গন্দুম گندم ফা.]।

গফফার, গাফ্ফার— *বিণ.* ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী (আয় সাত্তার! আয় গাফ্ফার। কর্দে বেড়া পার—

নজরুল)। [গফ্ফার غفّار আ.]।

গফুর—*বিণ.* ক্ষমাশীল, দয়ালু (কহে কোকিল ও পাপিয়া, "আল্লাহ গফুর" —নজরুল)। [غفور আ.]।

গম—১*বি.* দুঃখ, শোক। ২*বি.* ক্ষোভ (হেথায় হয়রান বিবি ইউছুফের গমে— গরীব ; কোনো বাতে না করিবে গম —হামজা; মোদের কোন চিন্তা-গম আর নাই— ইজদানী)। [গম غم আ.]। **গমখার**— ১*বিণ.* দুঃখিত, দুঃখভারাক্রান্ত, শোক-সন্তপ্ত। ২*বি.* সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। [— *আ.* + খার خوار *ফা.*]। **গম্‌গীন, গম্‌গিন**—১*বিণ.* চিন্তান্বিত, চিন্তাক্লিষ্ট (হুজুরকে আজ বড়ো গম্‌গীন দেখাচ্ছে —মুফাখ্‌খার)। ২*বিণ.* শোক-কাতর, দুঃখ-পীড়িত (সকলেই নিতান্ত গমগীন হইয়া পড়িল—মনসুর; সবার দুঃখেই সমান সে গমগীন— মোস্তফা)। [গমগীন غمگین *ফা.*]। **গমযাদহ্**— *বি. বিণ.*, দুঃখিত, বিষণ্ন। [— *আ.* + যাদহ্ زاده *ফা.*]। **গমজাদী, গমযাদী**— *বি.,বিণ.* স্ত্রী. দুঃখিতা (গমজাদী হয়ে থাকে জেলেখা আওরত— গরীব)। [— *আ.* + যাদী زادی *ফা.*]। **গমজারি**— *বি.* শোক-প্রকাশ, দুঃখ-প্রকাশ, (গমজারি ছেড়ে থাকো কিছু দিন— ফররুখ)। [— *আ.* + যারী زاری *ফা.*]। **গমমাতম**—*বি.* শোক প্রকাশ, বিলাপ (বরষে বরষে খেয়ে খেয়ে যাও তুমি বিফল গমমাতম— তালিম)। [— ماتم *ফা.*]।

গম্‌গিন, গম্‌গীন, গমজাদী, গমজারি, গমমাতম—দ্র. গম।

গমযাদহ্, গমযাদী—দ্র. গম।

গমরাহ্—দ্র. **গুমরাহ্**

গমস্তা—দ্র. গোমস্তা।

গমি, গমী— ১*বি.* দুঃখ, নিরানন্দ বা বিষণ্ন অবস্থা (নিতান্ত গমিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নান যাত্রায় যাবার আয়োজন করতে হয়—কালীসিং)। ২*বি.* শোক, ক্ষোভ (মোর বড়া গমী হচ্ছে— টেকচাঁদ)। [গমী غمی *আ.*]।

গম্বুজ—দ্র. **গুম্বজ**।

গযব—দ্র. **গজব**।

গয়বি, গয়বী—দ্র. গায়েব।

গয়র—*বিণ.* ভিন্ন, ব্যতীত। [গয়র্ غیر *আ.*]। **গয়র ইসলামী**—*বিণ.* ইসলাম বহির্ভূত, ইসলাম বিরোধী (গয়র ইসলামী ভাব ধারা —মুস্তাফিজ)। [— *আ.* + اسلامی *আ.*]।

গয়রত—১*বি.* আত্মসম্মান বোধ। ২*বি.* সূক্ষ্মমর্যাদাবোধ। ৩*বি.* ঈর্ষা। [গয়রত غیرت *আ.*]।

গয়রহ্— *অব্য.* ইত্যাদি, অন্যসকল, অপরাপর, সংক্ষিপ্ত রূপ-গং। [বিগয়র بغیر *ফা.*]।

গর—*অব্য.* অভাব, বৈপরীতা, না ইত্যাদি সূচক (গরমিল)। [গয়্‌র্ غیر *আ.*]। **গরকবুল**— ১*বি.* অস্বীকার। ২*বিণ.* অস্বীকৃত। [গয়র > গর *আ.* + ক্বূল قبول *আ.*]। **গরকায়েম** —*বিণ.* অস্থায়ী। [— *আ.* + ক্বা'ইম

قائم আ.]। **গরঠিকানা** — ১*বি.* ভুল ঠিকানা (গরঠিকানায় হাজির করে রোজ— সত্যেন্দ্র)। ২*বিণ.* লাপাত্তা, নিখোঁজ। [— *আ.* + ঠিকানা ٹھکانا *হি.*]। **গরপছন্দ, গরপসন্দ** — *বিণ.,বি.* অমনোনীত, অপছন্দ। [— *আ.* + পসন্‌দ پسند *ফা.*]। **গরবনেদী**—*বিণ.* অনভিজাত, বংশ-গৌরব নেই এমন (বংশে বংশে নাইক তফাৎ/ বনেদী কে আর গর-বনেদী— সত্যেন্দ্র)। [— *আ.* + বুনিয়াদ بنیاد *ফা.*]। **গরমিল**— ১*বি.* অমিল, অনৈক্য। ২*বি.* জমা ও খরচের বৈষম্য, হিসাবে গোলযোগ। ৩*বি.* মনান্তর, মন কষাকষি। [— *আ.* + মেল میل *হি.*]। **গররাজি, গররাজী**— *বিণ.* অরাজি, নারাজ, অসম্মত, অনিচ্ছুক (আশ্রয় দিতে কি গররাজী হইবে—বিভূতি)। [— *আ.* + রাযী راضی *আ.*]। **গরলায়েক** — ১*বিণ.* অনুপযুক্ত। ২*বিণ.* নালায়েক, নাবালক। ৩*বি.* অনাবাদী, শস্যোৎ-পাদনের অযোগ্য, চাষের অনুপযুক্ত (হাজা শুখা, গরলায়েক পতিত জমির চেহারা—অচিন্ত্য)। [— *আ.* + লা'ইক্ব لائق *আ.*]। **গরহজম, গরহযম**— *বি.* বদহজম, অজীর্ণ (মুড়া খাইয়া তার গরহজম হইয়াছে —পরশু)। [— *আ.* + হযম্ هضم *আ.*]। **গরহাজির, গরহাজীর, গর-হাযির**— *বিণ.* অনুপস্থিত (কোন ছাত্র কয়দিন হাজির গরহাজির হয় —ইব্রাহিম)। [— *আ.* + হাযির حاضر *আ.*]। **গরহাজিরা, গর-হাজীরা**—*বি.* অনুপস্থিতি (... ঘরে গরহাজীরা যে না পায় দেখিতে—ভারত)। [— + আ *বাং.*]।

গরজ, গরয—১*বি.* আবশ্যক, প্রয়োজন, দায় (নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ ? —ভারত)। ২*বি.* আগ্রহ (একাজে তার গরজ নেই, তোমার গরজ থাকে তুমি যাইয়া জানিয়া আইস—শামসুদ্দীন)। ৩*বি.* যত্ন (লেখাপড়ার গরজ নাই)। ৪*বি.* স্বার্থ (আপন গরজ আপনাকে দেখতে হবে)। [গরয্‌ غرض *আ.*]। **গরজী, গরযী**—*বিণ.* গরজ বিশিষ্ট। [— + ঈ *বাং.*]।

গরঠিকানা—দ্র. গর।

গরদা, গর্দা, গর্দ—১*বি.* ধুলামাটি, ময়লা (আসমানে লাগিল গর্দা হইল আন্ধার—হামজা)। ২*বিণ.* অপরিষ্কার, অস্পষ্ট, আবছা (ঘন মিশকালো রাতের গর্দা কুহেলী—শাহাদাত)। [গর্‌দ্ گرد *ফা.*]।

গরদান—দ্র. গর্দান।

গরদিশ, গর্দিশ—১*বি.* অবস্থা বৈগুণ্য, বিপর্যয়। ২*বি.* কালচক্রের আবর্তন (ফাঁড়াগর্দিশ কাটিয়ে এগুতে হল—মুজতবা; আহা, কি নসিবের গরদিশ রে—ওদুদ)। [গর্‌দিশ گردش *ফা.*]। **যমানার গর্দিশ**—*বি.* কাল-চক্রের পরিবর্তন, ঘূর্ণন। [زمانه *আ.* + 'র' বিভক্তি — *ফা.*]।

গরপছন্দ, গরপসন্দ—দ্র. গর।

গরবনেদী—দ্র. গর।

গরবা—*বি.* অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ, দরিদ্র লোকেরা (গরীব-গরবা)। [গরীব غریب শব্দের ব.ব. গুর্‌বা غربا *আ.*]।

গরম—১*বি.* উত্তাপ, উষ্ণতা (আজ খুব গরম)। ২*বি.* গ্রীষ্মকাল। ৩*বি.* দর্প, অহংকার (টাকার গরম)। ৪*বি.* রোগ (পেট গরম)। ৫*বিণ.* উষ্ণ, তপ্ত (গরম পানি)। ৬*বিণ.* ক্রুদ্ধ, রুষ্ট (মনেমনে গরম হচ্ছি—মনোজ)। ৭*বিণ.* শীতনিবারক (গরম কাপড়)। ৮*বিণ.* উদ্ধত, উগ্র, চড়া (গরম মিযাজ)। ৯*বিণ.* কড়া, তীব্র, তিরস্কার পূর্ণ (গরম সমালোচনা—লুৎফর)। ১০*বিণ.* গ্রীষ্ম (গরম কাল)। ১১*বিণ.* উত্তেজক (গরম মসলা)। ১২*বিণ.* মহার্ঘ, চড়া (গরম বাজার)। ১৩*বিণ.* উত্তেজনাপূর্ণ, শান্তি ভঙ্গের জন্য উন্মুখ (গরম পরিস্থিতি)। ১৪*বিণ.* টাটকা সদ্যপ্রাপ্ত (গরম খবর)। [গরম گرم *ফা.*]।

গরমি, গর্মি—১*বি.* গরম, উত্তাপ (আজ বড় গরমি)। ২*বি.* গ্রীষ্মকাল, নিদাঘ (গর্মির রোদে শ্রান্ত বেহারা—বন্দে)। ৩*বি.* উপদংশ রোগ। ৪*বি.* দেমাক, গরিমা বা ঔদ্ধত্য (মনে গর্মি না জন্মিয়া এতো নম্রতা—টেকচাঁদ)। ৫*বি.* ক্রোধ, রোষ, উষ্মা (মনে বিলক্ষণ গরমি হইতেছে—বিদ্যা)। ৬*বিণ.* উত্তপ্ত, উষ্ণ। [গর্‌মী گرمی *ফা.*]।

গরমিল—দ্র. গর।

গরয—দ্র. গরজ।

গররাজি, গররাজী—দ্র. গর।

গরলায়েক—দ্র. গর।

গরহজম, গরহযম—দ্র. গর।

গরহাজির, গরহাজীর, গরহাযির—দ্র. গর।

গরিব—দ্র. গরীব।

গরীব, গরিব— ১*বিণ.* দরিদ্র (গরীব বাপের গরব মণি সাপের ফণা আস্তানা —সত্যেন্দ্র)। ২*বিণ.* বিনীত, দীন (গরীব গোরে দীপ জ্বেলনা ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে—সত্যেন্দ্র)। ৩*বিণ.* বেচারা (গরিবের কি দোষ আছে—রামরাম)। [গরীব غریب *আ.*]। **গরীবখানা**— ১*বি.* দরিদ্রের কুটির। ২*বি.* আপন গৃহ (বিনয় ও সৌজন্যসূচক উল্লেখ)। [— *আ.* + খানহ্ خانه *ফা.*]। **গরীব-গুরবা, গরীব গুরবো**—১*বি.* কাঙাল ফকীর, দীন-দরিদ্র। ২*বি.* বিত্তহীন সম্প্রদায়। [— *আ.* এক. + গুর্‌বা غربا ব.ব.]। **গরীব নওয়াজ, গরিব-নেবাজ**—*বি.* গরীবের সহায়, গরীবের আশ্রয় (প্রাণ রাখ গরীব-নেবাজ—ভারত)। [—*আ.* + নওয়ায نواز *ফা.*]। **খাজা গরীব নওয়াজ** —আজমীরে সমাহিত প্রসিদ্ধ সুফী খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর উপাধি বিশেষ। **গরীবানা, গরিবানা**— ১*বিণ.* দরিদ্রোচিত, দরিদ্রের উপ-যুক্ত। ২*বি.* দরিদ্রের ভাব, দারিদ্র্য, দরিদ্রাবস্থা (গার্জেন গরিবানা জানিয়ে যদি দরখাস্ত করে— মনোজ)। [গরীবানঃ غریبانه *ফা.*]। **গরীব পরোয়ার** —*বি.* দরিদ্রের প্রতি-

পালক, দীনবৎসল ব্যক্তি। [— *আ.* + পরওয়ার پرور *ফা.*]।

গর্দ—দ্র. গরদা।

গর্দা—দ্র. গরদা।

গর্দান, গরদান—১*বি.* স্কন্ধ, ঘাড়, গলা (সীমারের তীর লাগলো গর্দানে—হারামণি)। ২*বি.* ঘাড়সমেত মাথা (হাতে পায়ে গর্দানে তার লোহার শিকল—বাহার)। [গর্দন گردن *ফা.*]।

গর্দিশ—দ্র. গরদিশ।

গর্মি—দ্র. গরমি।

গলত—দ্র. গলদ।

গলদ, গলত, গলৎ—*বি.* ভুল। [গলত্ব غلط *আ.*]। **গলতি, গলতী**—১*বি.* ভুল, দোষ, ত্রুটি। ২*বি.* ফাঁক আছে এমন বস্তু, গলদভরা (এমন সব গলতী মামলায় আমি হাত দিনা—টেকচাঁদ)। [গল্ত্বী غلطی *আ.*]।

গলিজ, গলীয—১*বিণ.* নোংরা। ২*বিণ.* দুর্গন্ধময়। ৩*বিণ.* পচা (গলিজ আবর্জনায় ত্যক্ত ফিরে পায় মানবতা —ফররুখ)। [গলীয غلیظ *আ.*]।

গল্লা—*বি.* শস্য, ধান। [গল্লহ্ غلّه *আ.*]।

গশ্‌ত, গাশত্—১*বি.* রোঁদ, টহল, ভ্রমণ। ২*বি.* তবলীগ জামাতের একটি বিশেষ কর্মসূচী। [গশ্‌ত گشت *ফা.*]।

গস্ত—১*বি.* ভ্রমণ। ২*বি.* হাট-বাজারে ঘুরে জিনিস-পত্রাদি কেনা। [গশ্‌ত گشت *ফা.*]।

গস্তানি, গস্তানী— *বি.* কুলটা নারী, বেশ্যা (কটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী—ভারত)। [গশ্‌তনী گشتنی *ফা.*]।

গস্তিদার—*বি.* সুবিধা দরে মাল কেনার জন্য সন্ধান নিয়ে ফেরে যে। [গশ্‌ত্দার گشتدار *ফা.*]।

গাউস—দ্র. গওস।

গাওয়া—১*বি.* সাক্ষ্য, প্রত্যক্ষদর্শী। ২*বি.* সাক্ষ্য (অন্ততঃ তিনজন গাওয়া না দিলে বিশ্বাস করতে নাই—মনসুর)। [গওয়াহ্ گواه *ফা.*]।

গাঁটরি, গাঁটুরী, গাঁঠ্‌রি, গাঁঠুরি, গাঠরি, গাঠরী — *বি.* কাপড়ের টুকরা দিয়ে বাঁধা ছোট বস্তা বা পুঁটুলি, বোঁচকা (এখন... বাঁধ গাঠুরি—মশার্‌রফ; বাঁধ গাঠুরি সুলায়মানের মুলুক খুঁজিতে চলিব —মু. শ.)। [গাঠড়ী گٹھڑی *উ.*]।

গাগরি—*বি.* কলস, ছোট কলসী (গাগরি ভরণে চলে চপলা ব্রজনারী—নজরুল)। [গগ্‌রী گگری *হি.*]।

গাজী, গাযী—*বি.* আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুয়ায়ী ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে যে যোদ্ধা (কই সে গাজী? কোথায় আজি—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী যোদ্ধা ও পীর, পুঁথি-সাহিত্যের অন্যতম নায়ক। [গাযী غازی *আ.*]।

গান্দা—১*বিণ.* দুর্গন্ধযুক্ত, পচা, ময়লা। ২*বিণ.* অপবিত্র। [গন্‌দহ گنده *ফা.* গন্‌দা। گند *হি.*]।

গাপ—১*বিণ.* গোপনে আত্মসাৎ (অন্তত চিঠিটি গাপ করবার সময় একথাটি মনে হয়নি— নজরুল)। ২*বিণ.* গায়েব, অদৃশ্য। ৩*বিণ.* লুক্কায়িত, গুপ্ত। [গা'ইব غائب *আ.*]।

গাফ্ফার—দ্র. **গফ্ফার**।

গাফলত, গাফলতি, গাফলতী, গাফলিয়ত—দ্র. **গাফিল**।

গাফিল, গাফেল—*বিণ.* অলস, অন্যমনস্ক (সারা বরষ ছিলি গাফেল এবার আঁখি খোল— নজরুল)। [গাফিল غافل *আ.*]। **গাফলত, গাফলতি, গাফলতী, গাফলিয়ত, গাফিলতি, গাফিলতী, গাফেলতি** — ১*বি.* অলসতা, অন্যমনস্কতা (গাফলতি নাই আর কারো নামাজ কাজায়— নজরুল; গাফলিয়তি ভোল্ রে অলস— নজরুল; গাফেলতির ঘুম ভেঙে দাও, হউক নিশি অবসান —নজরুল)। ২*বি.* ফাঁকিবাজি, ঢিলেমি (পাবেনা মজুরী যদি গাফিলতি করে ফের কাজে—ফররুখ)। [গফ্লত্ غفلت *আ.*]। **গাফিলি, গাফেলি, গাফেলী**—১*বি.* অবহেলা, ঔদাসীন্য (কর্তব্যের গাফেলি এতই ভাল লাগছে— রবীন্দ্র)। ২*বি.* অমনোযোগ, অনবধানতা (পল্টনে এসে গাফেলীই ত এক মহা অন্যায়— নজরুল).। ৩*বি.* অযত্ন, ত্রুটি, বিচ্যুতি (শারীরিক তদবিরে বিলক্ষণ গাফিলি হয়— কালী সিং)। [গাফিল غافل *আ.* + ই, ঈ *বাং.*]।

গাফিলি, গাফেলি, গাফেলী, গাফিলতি, গাফিলতী, গাফেলতি—দ্র. **গাফিল**।

গাযী—দ্র. **গাজী**।

গায়বী—দ্র. **গায়েব**।

গায়েব—১*বিণ.* অদৃশ্য, গুপ্ত (যাদুর দরিয়া গেল গায়েব হইয়া—হামজা)। ২*বিণ.* আত্মসাৎ, গাপ। [গ্যা'ইব্ غائب *আ.*]। **গায়েবি, গায়েবী, গায়বী, গয়বি, গয়বী, গৈবি, গৈবী, গইবি, গইবী**— ১*বিণ.* অদৃশ্য (গায়বী নূরে ঝরছে আরও চেহারার রোশনাই—ইজদানী)। ২*বিণ.* আজগবী। ৩*বিণ.* গুপ্ত (লোকে রটিল পেয়েছে গৈবী ধন— অবনীন্দ্র)। ৪*বিণ.* রহস্যময় (গয়বী খুন)। [গয়্বি্ غيب *আ.* + ی *ফা.*]।

গায়ের মহরম, গায়র মাহ্‌রুম—*বি.* যার সঙ্গে বিবাহ চলে। [গয়্‌র্ غير *আ.*+ মহ্‌রম্ محرم *আ.*]।

গায়ের মোকাল্লেদ, গাইর মুকাল্লিদ —*বিণ.* চার ইমামের কারো অনুসারী নয় এমন, গোঁড়া অনুসারী নয় এমন। [গয়্‌র্ মুকাল্লিদ غير مقلّد *আ.*]।

গায়ের হাজির, গায়র হাযির—*বিণ.* অনুপস্থিত। [গয়্‌র্ হাযির غير حاضر *আ.*]।

গার, -গর—*বিণ.* কর্তা এই অর্থক প্রত্যয়, কারক, করে যে (খিদমতগার; কারিগর)। [গার; গর گار ، گر *ফা.*]।

গারত, গারৎ—১*বিণ.* বিনষ্ট, নিপাত,

বিধ্বস্ত (চিরতরে তারা গারৎ হয়েছে—মোস্তফা)। ২*বি.* লুটপাট। [গারত غارت *আ.*]।

গালিচা, গাল্‌চে— *বি.* পশমী কার্পেট, পশুলোম পাট ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত মেঝের পুরু আবরণ বিশেষ। [গালীচহ্‌ غالیچه *ফা.*]।

গালিম—১*বি.* শত্রু, বৈরী, অরি (গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল—ভারত)। ২*বি.,বিণ.* বিজয়ী। ৩*বি. বিণ.* প্রবল। [গালিব غالب *আ.*]। **গালিমী, গালিমি**— ১*বি.* শত্রুতা, প্রতিকূলতা (গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়— ভারত)। ২*বি.* জবরদস্তী। [— + ই, ঈ *বাং.*]।

গালিব—দ্র. গালেব।

গালেব, গালিব—১*বিণ.* জয়ী, বিজয়ী। ২*বি.* প্রবল শক্তিশালী (শাহ্‌ওয়াৎ গালেব হয়— মনসুর)। ৩*বি.* পরাক্রমশালী, দুর্ধর্ষ (গালেব দুশমন আছে—গরীব)। [গালিব غالب *আ.*]।

গাশ্‌ত্‌—দ্র. গশ্‌ত্‌।

গাহ, গাহ্‌—*বি.* স্থান (বালুর উপর স্তূপ রয়েছে সেখানে কবরগাহ্‌—নজরুল)। [গাহ্‌ گاه *ফা.*]।

গিজ্ঞি—দ্র. ঘিঞ্জি।

গিধড়, গিদ্ধর—১*বি.* শৃগাল (দুই গিধড়ের গাড়া ছিল সেইখানে—হামজা)। ২*বিণ.* নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। [গিদ্‌ধড় گدهڑ *হি.*]।

গিবত—দ্র. গীবত।

গির্‌দ, গির্দ—দ্র. গের্‌দ।

গির্‌দা, গির্দা, গেরদা, গের্দা— *বি.* তাকিয়া, বড় বালিশ (মস্ত একটা তক্তপোষে গের্দা হেলান দিয়ে—অবনীন্দ্র)। [গিরদহ্‌, গিরদা گرده، گردا *ফা.*]।

গিরবাজ—দ্র. গেরবাজ।

গিরা, গিরে—*বি.* বস্ত্রাদি মাপার পরিমাণ বিশেষ, এক গজের ষোল ভাগের এক ভাগ, সোয়া দুই ইঞ্চি পরিমাণ। [গিরহ্‌ گره *ফা.*]।

গিরুবাজ—দ্র. গেরবাজ।

গিরে—দ্র. গিরা।

গিলমান—দ্র. গেলমান।

গিলাফ—দ্র. গেলাপ।

গিল্লা—*বি.* অভিযোগ, বদনাম, কুৎসা। [গিলাহ্‌ گله *ফা.*]।

গীবত, গিবত—*বি.* কুৎসা, পরনিন্দা (বৌ মানুষের নামে যেখানে সেখানে গীবত করে— ইজদানী)। [গীবত غیبت *আ.*]।

গুজরান[১]— ১*বি.* জীবিকা (চাষ-বাস করিয়া গুজরান হইতেছে—রবীন্দ্র)। ২*বি.* জীবিকা-নির্বাহ (চাকরি করিয়া গুজ্‌রান করা ভাল—টেকচাঁদ)। ৩*বি.* যাপন, অতিবাহন, নির্বাহ। [গুয্‌রান گذران *ফা.*]।

গুজরান[২]/ **গুজরানো**— ১*ক্রি.* যাপন করা, অতিবাহন করা (আমরা বিজাপুরের সুলতানের অধীনে বেশ আরাম ও স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান করিতেছি— শিরাজী)। ২*বিণ.* উক্ত

অর্থে। [গুযার্‌না گذارنا হি.]।

গুজশ্‌তা, গুজস্তা— ১*বিণ.* সাবেক, পূর্বেকার, বকেয়া। ২*বিণ.* বিগত। [গুযিশ্‌তহ্‌ گذشته *ফা.*]।

গুজার— ১*বি.* অতিপাত, অতিবাহন, যাপন (হতো তোমার দিন গুজার— সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* নির্বাহ, সমাধা, সম্পাদন (অবিলম্বে হজ গুজারি— সুলতান)। [গুযারহ্‌ گذاره *ফা.*]।

গুজারেশ—*বি.* নিবেদন, বক্তব্য। [গুযারিশ گذارش *ফা.*]।

গুণা—দ্র. **গুনা**।

গুনজায়িশ—দ্র. **গঞ্জায়েশ**।

গুনতি, গুণতি— *বি.* গণনা, সংখ্যা নির্ণয়। [গিন্‌তী گنتی *হি.*]।

গুনা, গুণা, গুনাহ্‌, গোনা, গোনাহ—১*বি.* পাপ (সারা বছর গুনাহ্‌ যত ছিল রে জমা— নজরুল)। ২*বি.* অপরাধ, দোষ (মুমীন সবের গুনা করিমে ক্ষেমিব—আলাওল)। [গুনাহ্‌ گناه *ফা.*]। **গুনাখাতা**—*বি.* দোষত্রুটি (গুনাখাতা মোর ভুলে যেয়ো তুমি হে পরওয়ারদিগার—হাই)। [— খত্বা' خطاء *আ.*]। **গুনাগার, গুনাহ্‌গার, গুনগার, গুনকার, গোনাহ্‌ গার**—১*বিণ.* পাপী (কাঁদিবে কেয়ামতে গুনাহ্‌গার সব — নজরুল)। ২*বিণ.* অপরাধী (নিদানে নৃপতি আগে হব গুনাগার —ঘন)। ৩*বি.* জরিমানা, অর্থদণ্ড, আক্কেলসেলামী (টিকিট না কাটার দরুণ কত গুনগার দিতে হয়— অচিন্ত্য)। [— گار *ফা.*]। **গুনাগারি, গুনাগারী, গুনাহ্‌গারি**—১*বি.* জরিমানা, অর্থদণ্ড (গুনাগারী দেয় বণিকেরা নাকি; আমি এদেশে হায় গুনাহ্‌গারি দিলাম জীবন ভর— নজরুল)। ২*বি.* আক্কেল সেলামী। [— + ই, ঈ *বাং.*]।

গুম—১*বি.* গুপ্ত, অপ্রকাশিত (গুমখুন)। ২*বি. বিণ.* নিখোঁজ, লাপাত্তা। ৩*বি. বিণ.* গায়েব, অদৃশ্য (গুম করে ফেলা, গুম হয়ে যাওয়া)। ৪*বি.* নীরব, নিশ্চুপ (নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুম্‌রাহ্‌ যত চোরে— নজরুল)। [গুম گم *ফা.*]। **গুমখুনি, গোমখুনি**—*বি.* গুপ্ত হত্যা (আপনার নামে গোমখুনির নালিশ হইয়াছে—টেকচাঁদ)। [— خونی *ফা.*]।

গুমর, গুমোর, গুমার—১*বি.* অহংকার, দেমাক (যে স্ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু একটু গুমর হয়—টেকচাঁদ; নতুন পৈঁচি বাজুবন্দ পরে চাষা-বৌ কথা কয়না গুমোরে— নজরুল)। ২*বি.* গোপন কথা, রহস্য, গোপন অভিসন্ধি (মনের গুমর কন্যা মনে লুকাইয়া। গোয়ালিনীর কাছে কয় হাসিয়া হাসিয়া—মৈ. গী.)। ৩*বি.* মূল্য। ৪*বি.* চাহিদা (ক্রমে জমির এমত গুমর হইয়াছিল যে— টেকচাঁদ)। [গুমর گمر *উ.*, গুমান گمان *ফা.*]।

গুমরাহ্‌, গোমরাহ্‌, গমরাহ্‌ — *বিণ.* বিপথগামী, পথভ্রষ্ট, পথভ্রান্ত। (মেহেদী হবেন ইমাম সেথায়, রাহ্‌ দেখাবেন গুম্‌রাহে —নজরুল)।

[গুম্‌রাহ্ گمراه ফা.]।

গুমাণ—দ্র. **গুমান**।

গুমান, গুমাণ—১*বি.* গর্ব, অহংকার, দেমাক (ইহা জানি মনে হেন না করে গুমান। খোদার সৃজন দুই একহি সমান—হেয়াত)। ২*বি.* অনুমান। [গুমান گمان ফা.]।

গুমার—দ্র. **গুমর**।

গুমোর—দ্র. **গুমর**।

গুম্বজ, গুম্বয, গম্বুজ—*বি.* মসজিদ মিনার মাথার প্রভৃতির গোলাকার শীর্ষদেশ, dome (মর্মর গুম্বজ ভরি ধ্বনি ধায়—সত্যেন্দ্র; যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ ... —নজরুল)। [গুন্‌বদ گنبد ফা.]।

গুরিয়া—১*বিণ.* ছোট (তাঁর স্ত্রী একটি চিত্তির করা হাঁড়ী ঘুন্সি ও গুরিয়া পুতুল আনতে বলেছিল— কালী সিং)। ২*বি.* ছোট পুতুল। [গুড়ুয়া گڑیا হি.]।

গুর্জ—দ্র. **গোর্জ**।

গুর্দা, গোর্দা—১*বি.* মূত্রাশয়। ২*বি.* সাহস। ৩*বি.* অন্তঃকরণ (নাহি/নাচে কিরে তোর মরদের ওরে দিলীরের গোর্দায়—নজরুল)। [গুর্‌দহ্ گرده ফা.]।

গুল— ১*বি.* গোলাপফুল (গোলাপ গুলের পিয়ালাতে—নজরুল)। ২*বি.* ফুল (নার্গিস আর গুল-বনোসার দেখবে যেথায় সুনীল দল—নজরুল)। ৩*বি.* ফুলের নকশা (গুলদার)। [গুল گل ফা.]।
গুলকারী— *বি.* ফুল আঁকা, ফুলের নকশা। [گل كارى ফা.]।

গুলজার, গুলযার, গোলজার—১*বিণ.* জাঁকজমকপূর্ণ (তুর্ক তোরণে নহবত বাজে গুলজার গুলশান—শাহাদাত)। ২*বিণ.* ঘন বসতিপূর্ণ, জমজমাট (কলিকাতা ক্রমে ক্রমে শহর হইয়া গুলজার হইতে লাগিল—টেকচাঁদ)। ৩*বিণ.,বি.* সরগরম, জমজমাট (আসর গুলজার)। ৪*বি.* (মূল অর্থ) ফুলের বাগান। [গুল্‌যার گلزار ফা.]।

গুলতন—দ্র. **গুলতান**।

গুলতরাশ—দ্র. **গুলতরাস**।

গুলতরাস, গুলতরাশ— ১*বি.* যারা কাগজ কেটে ফুল তৈরী করে। ২*বি.* বাতির পোড়া শিষ কাটার কাঁচি। [গুল্‌-তরাশ گل تراش ফা.]।

গুলতান, গুলতানি, গুলতন—১*বি.* গল্প গুজব, গালগল্প (নাটকের মহড়া বন্ধুরা মিলে গুলতানি মারছে—আজাদ)। ২*বি.* গোলযোগ। ৩*বি.* জটলা, ঘোঁট। [গল্‌ত্বান্ غلطان আ., ই. বাং.]।

গুলদস্তা—১*বি.* ফুলের তোড়া। ২*বি.* ফুলদানি। [গুল্‌দস্তহ্ گلدسته ফা.]।

গুলদান, গুলদানী— *বি.* পুষ্পপাত্র, ফুলদান (তিল হয়ে সে রইল বসে তোমার গালের গুলদানীতে—নজরুল)। [গুল্‌দান گلدان ফা.; —+ঈ বাং.]।

গুলদার—*বিণ.* ফুলের নকশা কাটা,

বুটিদার (গুলদার ঢাকাই উড়নী— কালী সিং)। [গুল্‌দার گلدار ফা.]।

গুলনকস, গুলনকশ, গুলনকসা, গুলনকশা—১*বি.* ফুল পাতা তোলা রেশমি কাপড়। ২*বি.* চিকনের ফুলতোলা কাজ। [گل *ফা.* + নক্‌শ نقش *আ.*]।

গুলনার, গুলেনার—১*বি.* ডালিমের ফুল (প্রশান্ত বাতাসে শুধু জাগিয়েছে গুলেনার বন— ফররুখ; গুল্‌নার-বাগে ফুল বিলকুল—মোহিত)। ২*বি.* ডালিম ফুলের নকশা-করা শাড়ী। [গুলনার گلنار *ফা.*]।

গুলফাম— ১*বিণ.* কুসুমদেহী। ২*বিণ.* রংগীন বা গোলাপী। ৩*বিণ.* গোলাপ বর্ণ। [গুল্‌ گل + ফাম فام *ফা.*]।

গুলবদন–১*বিণ.* কোমলাংগ, গোলাপের ন্যায় কোমলদেহী (ভুখা আঁখি কাজ কি ঢাকি ওড়না দিয়ে গুলবদন— নজরুল)। ২*বি.* রেশমি কাপড় বিশেষ। [গুল্‌বদন گل بدن *ফা.*]। **গুলবদনী**—*বিণ.* কোমলাঙ্গী (গুল-বদনীর চিবুক গালের টোল— নজরুল)। [— + ঈ *বাং.*]।

গুলবনফ্‌শা—*বি.* ফুলবিশেষ, violet flower। [গুল্‌ گل *ফা.* + বনফ্‌শহ্‌ بنفشه *ফা.*]

গুলবন্ধী (প্রা-বা)—*বি.* জামিন, প্রতিভূ। [গোড় گوڑ *হি.*+ বন্ধ্‌ওয়া بند هوا *হি.*]।

গুলবাগ, গুলবাগিচা—*বি.* ফুলবাগান, কুসুম কানন (আগমনী গায় গুল-বাগে বুলবুল— নজরুল; সিস্তানের ঐ গুল্‌বাগিচা গুলিস্তান আর বোস্তানে — নজরুল)। [গুল্‌বাগ گل باغ *ফা.*; গুল্‌ বাগীচহ্‌ گل باغیچه *ফা.*]।

গুলবাহার—১*বি.* বুটিদার শাড়ি বিশেষ, রঙিন ফুলতোলা শাড়ি বিশেষ (গুলে-গুলে শাড়ী গুলবাহার পরি সেদিন ধরণী মা—নজরুল)। ২*বি.* কেয়ারি-করা ফুল-বাগান, সুশোভিত কানন (ভূতেরা চাহুক গোর ও শ্মশান, আমরা চাহিব গুলবাহার— নজরুল)। [গুল্‌বহার گل بهار *ফা.*]।

গুলযার—দ্র. **গুলজার**।

গুলরুখ—*বিণ.* যার গণ্ডদেশ গোলাপের ন্যায় রঙিন, রক্তাভ কপোল (সুর্মা পাহাড়ে লুপ্ত অগ্নিবর্ণ গুলরুখশিখা— ফররুখ)। [گل رخ *ফা.*]।

গুলশান — *বি.* পুষ্পোদ্যান, কুসুম কানন, ফুলবাগান (ফিরদৌসের কোন গুলশানে—শিরাজী; এ-ধরা হউক আল্লার গুলশান—নজরুল)। [গুল্‌শন گلشن *ফা.*]।

গুলশিরাজী—*বি.* শিরাজের গোলাপ (গোলাপ-কাঁটার শুকনো বেড়ায় গুল-শিরাজী ফুটলনা—সত্যেন্দ্র)। [گل شراجی *ফা.*]।

গুলাব, গুলাবী—দ্র. **গোলাপ**।

গুলাম—দ্র. **গোলাম**।

গুলাল— ১*বি.* আবীর, ফাগ (গণ্ডে গ্রীষ্মের গুলাল—সুধীন)। ২*বি.* সুগন্ধি তুলসী গাছ, বাবুই তুলসী। ৩*বি.*

সুগন্ধি পুষ্প বিশেষ। ৪*বি.* গুলতি। [গুলাল گلال *ফা.*]।

গুলি, গুলী, গোলী—১*বি.* গুটিকার ন্যায় বস্তু, বাঁটুলের ন্যায় সুন্দর ছোট গোলা। ২*বি.* বড়ি, বটিকা, pill। ৩*বি.* বন্দুকের ছর্‌রা বা বুলেট (গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা—পরশু; কথা নয় যেন শিসের গুলি—আজাদ)। ৪*বি.* চণ্ড, আফিম হতে তৈরী মাদক দ্রব্য বিশেষ (গুলিখোর)। [গুলী گولی *উ.*, *হি.*]। **গুলিখোর**—*বি.*,*বিণ.* চণ্ডুসেবী, আফিং খোর। [—খোর خور *ফা.*]।

গুলিখোর—দ্র. **গুলি**।

গুলিস্তাঁ, গুলিস্তান— ১*বি.* পুষ্পবন, ফুলের বাগান (শরাব-সাকীর গুলিস্তাঁয়—নজরুল; পুণ্যের গুলিস্তান রচিল দেখিতে পাই— নজরুল)। ২*বি.* শেখ সাদীর বিশ্বখ্যাত কাব্যগ্রন্থ্। [গুলিস্তান گلستان *ফা.*]।

গুলী—দ্র. **গুলি**।

গুলেনার—দ্র. **গুলনার**।

গেজা—*বি.* সুস্বাদু বা ভাল খাবার, খাদ্য (শূকরের হাতে তুমি সঁপিতেছ গেজা—ফয়জুল্লা)। [গিযা غذا *আ.*]।

গের্‌দ, গের্দ, গির্‌দ, গির্দ— ১*বি.* বেষ্টন, আটক। ২*বি.* এলাকা, অঞ্চল (পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লী গের্দে ছিল—রামরাম)। [গির্‌দ্ گرد *ফা.*]।

গেরদা—দ্র. **গির্‌দা**।

গেরবাজ, গেরোবাজ, গেরুবাজ, গেরোবাজ, গিরবাজ, গিরুবাজ—*বি.* গৃহবাজ, ভালো জাতের পায়রা বিশেষ, লোটন পায়রা (খুব ডিগবাজি খেতে শিখেছিস্। তুই আর জন্মে ছিলি গেরবাজ—প্রমথ)। [< গৃহ *সং* + বায্ باز *ফা.*]।

গেরানী— *বি.* মহার্ঘতা, মূল্যাধিক্য। [গরানী گرانی *ফা.*]।

গেরুবাজ—দ্র. **গেরবাজ**।

গেরেপতার, গেরেপ্তার, গেরেফতার—দ্র. **গ্রেপ্তার**।

গের্দ—দ্র. **গের্‌দ**।

গের্দা—দ্র. **গির্‌দা**।

গেলমান, গিলমান, গেলেমান, গেলেমা—*বি.* বেহেশতের সেবকবৃন্দ (আনন্দে গাইয়া ফেরে ফেরেশ্‌তি হুর গেলেমান—নজরুল)। [গিল্‌মান غلمان *আ.* ব.ব. এক. غلام]।

গেলাপ, গেলাফ, গিলাফ — ১*বি.* ওয়াড়, খোল (পুরাতন তম্বুরাটিতে গেলাপ পরাইয়া— রবীন্দ্র)। ২*বি.* আচ্ছাদন, আবরণ (কাবার গেলাফের এক টুকরা বাহির করিয়া দিলেন—ইমদাদ)। [গিলাফ غلاف *আ.*]।

গেলেমা, গেলেমান—দ্র. **গেলমান**।

গেহুঁ— *বি.* গম, শস্যবিশেষ। [গেহুঁ گیہوں *হি.*]।

গৈবি, গৈবী—দ্র. **গায়েব**।

গোঁৎ, গোঁতা, গোঁত্তা—১*বি.* মাথা নীচু করে জলের মধ্যে বেগে প্রবেশের ভাব। ২*বি.* আকাশে বায়ু স্রোতে সুতা মারার ভংগিতে কাত হ'য়ে হঠাৎ টাল খেয়ে নীচে নামার ভাব। ৩*বি.* মাথা নীচু করে মাথা দিয়ে ধাক্কা দেয়া বা টুঁ দেয়া (যুদ্ধের জন্যে

এগিয়ে এসে হায়দরিকে এক গোঁত্তা বসিয়ে—অবনীন্দ্র)। [গূত্বহ্ غوطه আ.]।

গোঁয়ার—১*বিণ.* একগুঁয়ে, জেদী। ২*বিণ.* গ্রাম্য, গেঁয়ো, বর্বর। ৩*বিণ.* কাণ্ডজ্ঞানহীন, হোঁত্‌কা, rash, হঠকারী, উদ্ধত। ৪*বিণ.* দুঃসাহসী। ৫*বিণ.* অশিক্ষিত, অমার্জিত, অসভ্য। [গঁওয়ার گنوار *হি.*]।

গোছল—দ্র. গোসল।

গোনা, গোনাহ্—দ্র. গুনা।

গোমরাহ—দ্র. গুমরাহ্।

গোমস্তা, গমস্তা—১*বি.* তহশীলদার, খাজনা আদায়কারী কর্মচারী। ২*বি.* জমিদার বা মহাজনের পাওনা আদায়কারী। ৩*বি.* প্রতিনিধি। [গুমাশ্‌তহ্ گماشته *ফা.*]।

গোয়েন্দা— *বি.* চর, গুপ্তচর, Spy। [গোয়ন্‌দহ্ گوینده *ফা.*]। **গোয়েন্দাগিরি** — *বি.* গুপ্তচরবৃত্তি, গোয়েন্দার পেশা। [— گری *ফা.*]।

গোর—১*বি.* সমাধি, কবর (তুই/কাঁদিস কোথায় বুকে ধরে সেই নবীজীর গোর—নজরুল)। ২*বিণ.* উৎসর্গ (জালিমের দাদ নেবো, দেব আজ গোর্ জান—নজরুল)। [গোর گور *ফা.*]। **গোর-আজাব**—১*বি.* লাশ দাফনের পর কবরে পাপের জন্য শাস্তি, কবর আজাব (গোর-আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার পাইবে রেহাই—নজরুল)। ২*বি.* প্রচণ্ড কষ্ট, যন্ত্রণাকাতর (সংসার যেন গোর-আজাব)। [—'আযাব عذاب]।

গোরস্তান, গোরস্থান—*বি.* সমাধিক্ষেত্র, কবরস্থান (হঠিতে হঠিতে আসিয়া পড়েছি আখেরি গোরস্থানে—নজরুল)। [—স্তান ستان *ফা.*]।

গোরী—*বি.* প্রেমিকা (পানিয়া ভরণে চল লো গোরী—নজরুল)। [گوری *হি.*]

গোর্জ, গুর্জ—*বি.* লোহার তৈরী গদা, মুগুর (তল্‌ওয়ার তীর গোর্জ নেজায় পিঠ যেত তার ছেয়ে—নজরুল)। [গুর্য্ گرز *ফা.*]।

গোর্দা—দ্র. গুর্দা।

গোল — ১*বি.* গোলাকার, বৃত্তাকার, চক্রাকার। ২*বি.* গোলমাল, হৈচৈ, হল্লা (গোল বাধাবে বঁধুর সাথে—নজরুল)। ৩*বি.* দ্বিধা, দ্বন্দ্ব। ৪*বি.* সমস্যা, ফ্যাসাদ। ৫*বি.* জটিলতা। ৬*বি.* ভুল। ৭*বি.* ঝগড়া, বিবাদ। [গোল্ غول *ফা.*]।

গোলজার—দ্র. গুলজার।

গোলা—*বি.* গোলাকার বস্তু, কামানের গোলা (চল্লিশ কোটি মানুষ মারিতে কোথা পাবে গোলাগুলি—নজরুল)। [গোলা گولا *ফা.*]।

গোলাপ, গুলাব— *বি.* এক জাতের সুগন্ধী ফুল, rose। [গুলাব گلاب *ফা.*]। **গোলাপী, গুলাবী**— *বিণ.* গোলাপের আভাযুক্ত। [گلابی *ফা.*]।

গোলাপী, গুলাবী—দ্র. গোলাপ।

গোলামি, গোলামী—দ্র. গোলাম।

গোলাম, গুলাম—*বি.* দাস, ক্রীতদাস (হেরেম-রক্ষী যত গোলামের কাঁপায়ে

তুলিত প্রাণ—নজরুল)। [গুলাম غلام *আ.*]। **গোলামি, গোলামী**—১*বি.* দাসত্ব, গোলামের কাজ। ২*বি.* চাকরি (কারো গোলামী করিনা)। [গুলামী غلامی *আ.*]।

গোলী—দ্র. **গুলি**।

গোশ, গোশত, গোস্ত—*বি.* মাংস। [গোশ্‌ত گوشت *ফা.*]। **গোশ্‌ত-খোর**—*বিণ.* মাংসভোজন বিলাসী, মাংসপ্রিয়। [— *ফা.* + খোর خور *ফা.*]।

গোসল, গোছল—*বি.* স্নান, অবগাহন, নাওয়া, সমস্ত শরীর ধোওয়া। [গুসল্‌ غسل *আ.*]।

গোসা, গোস্‌সা, গোস্বা—১*বি.* রাগ, ক্রোধ, উত্তেজনা। ২*বি.* অভিমান (এক কন্যা গোসা করে বাপের বাড়ী যান—লোকগীতি)। [গুস্‌সহ্‌ غصه *আ.*]।

গোস্তাকি, গোস্তাখি, গোস্তাখী—*বি.* ঔদ্ধত্য, অশিষ্টতা, বেয়াদবী (গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত, -'শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখীর' —নজরুল)। [গুস্‌তাখী گستاخی *ফা.*]।

গ্রেপ্তার, গ্রেফতার, গেরেপতার, গেরেপ্তার, গেরেফতার — ১*বি.* ধরপাকড়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক। ২*বিণ.* ধৃত, কারারুদ্ধ। ৩*বি.* বন্দী। [গিরিফ্‌তার گرفتار *ফা.*]। **গ্রেপ্তারি, গ্রেফতারি**–*বিণ.* গ্রেফতার-সংক্রান্ত (গ্রেফতারি পরোয়ানা)। [— *ফা.* + ই. *বাং.*]।

গ্রেপ্তারি, গ্রেফতারি—দ্র. **গ্রেপ্তার**।

ঘ

ঘড়িয়াল, ঘড়েল — ১*বি.* লম্বামুখ কুমির বিশেষ। ২*বিণ.* চতুর, সতর্ক ব্যক্তি, সেয়ানা। [ঘড়ুয়াল گھڑیال *হি.*]।

ঘাগরা, ঘাগ্‌রি, ঘাগরী—*বি.* নারীদের নিম্নাংশের ঢিলা পরিধেয় বিশেষ (ছাড়িলে ঘাগরি —সত্যেন্দ্র; পরো সবুজ ঘাগরী চেলি নীল ওড়না—নজরুল)। [ঘাগরা। گھاگرا *উ.*]।

ঘাগী—*বিণ.* বারবার ঘা খেয়েছে এমন, ভুক্তভোগী, বারবার শাস্তিপ্রাপ্ত। [ঘাগ گھگ *হি.* + ঈ *বাং.*]।

ঘাবড়ান/ ঘাবড়ানো—*ক্রি.* থতমত খাওয়া, ভয় পাওয়া, ভীষণ বিচলিত হওয়া। [ঘবরানা گھبرانا *হি.*]।

ঘিঞ্জি, গিঞ্জি, ঘুঁজি, ঘুজ্জি—১*বিণ.* ঘন, নিবিড় (ঘিঞ্জি বসতি—বিভূতি)। ২*বিণ.* সংকীর্ণ ও ঘেঁষাঘেঁষি, ঘুপচি, close (ঘিঞ্জি বস্তির গলি—আতাউর)। ৩*বিণ.* জনবহুল বা ঘন বসতিপূর্ণ। [গন্‌জ্‌ گنج *হি.* + ই. *বাং.*]।

ঘিরা—দ্র. **ঘেরা**।

ঘুঙুট—দ্র. **ঘোংগট**।

ঘুঙ্গট, ঘুঙ্গুট—দ্র. **ঘোংগট**।

ঘুজ্জি—দ্র. **ঘিঞ্জি**।

ঘুষা, ঘুষি, ঘুষো, ঘুসি—*বি.* মুষ্ঠি প্রহার, মুষ্ট্যাঘাত। [ঘূঁসা گھونسا *হি.*]।

ঘুষি—দ্র. ঘুষা।

ঘুসান/ ঘুসানো, ঘুষান/ ঘুষানো—১*ক্রি.* প্রবেশ করান, ঢুকান। ২*ক্রি.* ঢুকিয়ে দেয়া বা মিশিয়ে দেয়া, মিশান। [ঘুস্না گھسنا *হি.*]।

ঘেরা, ঘিরা — ১*ক্রি.* বেষ্টন করা (দেওয়াল দিয়ে ঘেরা)। ২*ক্রি.* বেষ্টনী দেওয়া, বেড়া। [ঘীর্না گھيرنا *হি.*]।

ঘোংগট, ঘোঙ্গট, ঘুংগট, ঘুঙ্গট, ঘুংগুট, ঘুঙুট, ঘুঙ্গুট—*বি.* ঘোমটা, অবগুণ্ঠন (ঘুঙ্গট খোলো পাঞ্জেরী —ফররুখ)। [ঘূংঘট گھونگھٹ *হি.*]।

ঘোঁঘট—*বি.* ঘোমটা (ঘোঁঘট অন্তরে খাকি বিশিখ করম— আলাওল)। [ঘূংঘট گھونگھٹ *হি.*]।

ঘোঙ্গট—দ্র. ঘোংগট।

ঘোড়সওয়ার— *বি.,বিণ.* অশ্বারোহী। [ঘোড়া *বাং.* + সওয়ার سوار *ফা.*]।

চ

চওগান—দ্র. চৌগান।

চওড়া, চৌড়া—১*বিণ.* প্রশস্ত, প্রসার-যুক্ত। ২*বিণ.* প্রস্থবিশিষ্ট আড় বা পার্শ্ব, ওসার। ৩*বিণ.* বিস্তার, প্রস্থ। [চওড়া چوڑا *হি.*]। **চওড়াই, চৌড়াই**—*বি.* প্রস্থ, প্রস্থের মাপ বা বহর। [চওড়াঈ' چوڑائی *হি.*]।

চঙ্গল, চংগল, চংগাল—১*বি.* নখর, থাবা। ২*বি.* শিকারী পাখির নখ। [চঙ্গাল چنگال *ফা.*, চঙ্গুল چنگل *ফা.*]।

চটক—১*বি.* উজ্জ্বলতা, তীব্র ঔজ্জ্বল্য। ২*বি.* ভড়ং, বাহ্যিক আড়ম্বর। ৩*বি.* বিশেষ হাবভাবযুক্ত চালচলন। [চটক্ چٹك *হি.*]। **চটকদার**—*বিণ.* উজ্জ্বল (চটকদার পাঞ্জাবী)। [—*হি.* + দার دار *ফা.*]।

চটি—*বি.* পথিকদের বিশ্রামস্থান, পান্থ-শালা, সরাই। [চত্‌র چتر *ফা.*]।

চড়া—১*ক্রি.* আরোহণ করা, কোনো কিছুর উপরে উঠা (গাড়িতে চড়া, গাছে চড়া)। ২*ক্রি.* বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়া (দাম চড়া)। ৩*ক্রি.* উপরে পড়া, আক্রমণ করা, চড়াও হওয়া। [চঢ়্না چڑھنا *হি.*]।

চড়াই—১*বি.* পাহাড়ী অঞ্চলে উর্ধ্বগত বা ক্রমোন্নত পথ। ২*বি.* আরোহণ, ঊর্ধ্ব-গমন। ৩*বি.* ঊর্ধ্বগতি। ৪*বি.* উন্নতি, উচ্চতা। [চঢ়াঈ' چڑھائی *হি.*]।

চড়ান/চড়ানো—১*ক্রি.* আরোহণ করান, কোনো কিছুর উপরে উঠান (ঘোড়া চড়ান)। ২*ক্রি.* বাড়ান, উচ্চতর বা তীব্রতর করা (সুর চড়ান)। ৩*ক্রি.*

চাপান (গায়ে চাদর চড়ান)। ৪*ক্রি.* চাপান বা স্থাপন করা (হাঁড়ি বা মাল চড়ান)। [চঢ়ানা چڑھانا *হি.*]।

চনা—দ্র. চানা।

চপ্পল — *বি.* চটিজুতাবিশেষ, কাবুলী স্যাণ্ডেল। [চপ্পল چپّل *হি.*]।

চবুতর, চবুতরা, চবুতারা, চৌতারা —১*বি.* চাতাল, চত্বর। ২*বি.* দাওয়া বা দালান। ৩*বি.* থানা বা আস্তানা (চকের মাঝে কোতোয়ালী চবুতরা —ভারত)। [চঁওত্‌রা چونترا *হি.*]।

চমক—১*বি.* দীপ্তি, উজ্জ্বলতা। ২*বিণ.* বিস্ময়। [چمك *হি.*]। **চমকদার**— ১*বিণ.* উজ্জ্বল। ২*বিণ.* বিস্ময়কর। [—+ দার دار *ফা.*]।

চমন, চমনবাগ —*বি.* বাগান, কানন (চমন বাগে জাগাও আবার শহীদ হবার মত্ততা— মোস্তফা)। [চমন چمن *ফা.* + বাগ باغ *ফা.*]।

চয়েন, চৈন, চায়েন — *বি.* স্বস্তি, আরাম, বিশ্রাম (আজো চয়েন নাহি, কাঁদো নিরালা—নজরুল)। [চয়্‌ন چين *হি.*]।

চরকা, চর্কা, চর্খা—*বি.* সুতা কাটার হস্ত চালিত যন্ত্র বিশেষ। [চর্‌খা چرخا *হি.*]।

চরকি, চরকী, চর্কি, চরখি—১*বি.* বালকদের জন্য চক্রাকারে ঘুরপাক খেয়ে আমোদ করবার ক্রীড়াযন্ত্র বিশেষ। ২*বি.* চক্রাকারে স্ফুলিঙ্গ ছড়ানোর আতশবাজী বিশেষ। ৩*বি.* সুতা জড়াবার যন্ত্র বিশেষ, নাটাই। ৪*বি.* মন্থন দণ্ড বিশেষ। [চর্‌খী چرخی *ফা.*]। **চরকি-বাজি, চর্কি-বাজী**—*বি.* চক্রাকারে স্ফুলিঙ্গ ছড়ানোর আতশবাজী বিশেষ। [— + বাযী بازی *ফা.*]।

চরব, চর্বি— *বি.* চর্বি, মেদ। [চর্‌ব্ چرب, চর্বী چربی *ফা.*]। **চর্বিদার** —*বিণ.* মেদবহুল (চর্বিদার মাংস)। [—+ دار *ফা.*]।

চরস—*বি.* গাঁজা থেকে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যবিশেষ, hashish। [চরস্ چرس *হি.*]।

চর্কা, চর্খা—দ্র. **চরকা**।

চর্কি, চর্কিবাজী—দ্র. **চরকি**।

চলগুজা—*বি.* সরুবাদাম বিশেষ, দেব-দারু জাতীয় বৃক্ষের মোচাকৃতি ফল। [চিল্‌গূযহ্ چلغوزه *ফা.*]।

চশম, চসম—*বি.* চক্ষু, চোখ, আঁখি (বুড়া বিবি আসিয়াছে না দেখে চশমে —বিজয়)। [চশ্‌ম্ چشم *ফা.*]। **চশমখোর, চসমখোর**—*বিণ.* চক্ষু লজ্জাহীন, নির্লজ্জ, বেহায়া, চোখের চামড়া নেই এমন (কুচক্রী চশমখোর —ঘন)। [চশম্‌খোর چشم خور *ফা.*]।

চশমা[১]—১*বি.* উপনেত্র। ২*বি.* দৃষ্টিশক্তি সহায়ক কাঁচ বিশেষ। [চশ্‌মহ্ چشمه *ফা.*]।

চশ্‌মা[২]— *বি.* উৎস, ঝর্ণা, ফোয়ারা, প্রস্রবণ (শেখ ফরীদের চশ্‌মা)। [চশ্‌মহ্ چشمه *ফা.*]।

চসম—দ্র. **চশম**।

চহরম—দ্র. **চাহারম**।

চা—ক্ষুদ্রাত্মক প্রত্যয়বিশেষ (বাগবাগিচা, কিতাবচা)। [চه *ফা./ তু.*]।

চাংগাড়ি, চাঙ্গাড়ি, চাংগারি, চাঙারি, চাংগারী, চাঙ্গারী, চাঙারী, চেংগারি, চেঙ্গারি, চেঙারি, চ্যাঙারি, চ্যাংগারি—*বি.* বাঁশ বা বেতের ছোট ধামা বা ঝুড়ি বিশেষ (খাবারের চাঙারিটা রেখে গিয়েছে —মুজতবা)। [চংগারী چنگاری *হি.*]।

চাঁদা, চান্দা—১*বি.* কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য বহুজনের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ, কিছু অর্থ সাহায্য (বন্যার্তদের সাহায্যার্থ চাঁদা)। ২*বি.* নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেয় মূল্য বা অর্থ সাহায্য (সমিতির চাঁদা)। [চন্দহ্ چنده *ফা.*]।

চাঁদি, চাঁদী—*বি.* রূপা (সফেদ, চাঁদির তাজ—ফররুখ)। [চান্‌দী چاندی *হি.*]।

চাঁদোয়া—*বি.* ছোট **শামিয়ানা**। [চন্দ্‌ওয়া چندوا *হি.*]।

চাক—*বি.* কর্তন, ছিদ্র, ছেঁড়া, ফাটল (হযরতের সীনা চাক)। [চাক্ چاك *ফা.*]।

চাকর—১*বি.* ভৃত্য, পরিচারক, অনুচর। ২*বি.* কর্মচারী, নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত বেতনভোগী ব্যক্তি। ৩*বি.* আজ্ঞাবহ, তাঁবেদার (আমি কি তোমার হুকুমের চাকর ?)। [চাকর چاکر *ফা.*]। **চাকরবাকর, চাকরনফর**— ১*বি.* ভৃত্যবর্গ, দাস-দাসীগণ। ২*বি.* ভৃত্য, গৃহকর্মের বেতনভোগী সহায়ক, কাজের লোক। [দ্বিরুক্ত অনুচর শব্দ। — نفر *ফা.*]। **চাক্‌রে, চাকুরে, চাকুরিয়া**—*বিণ.* চাকুরি করে এমন, চাকুরি-জীবী বা চাকুরিধারী। [— + ইয়া > এ *বাং.*]।

চাকরান—*বি.* ভৃত্যের ভরণ পোষণের জন্য প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি, বেতনের পরিবর্তে ভৃত্য যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করে। [چکران *হি.*]। **চাকরান জমি**—*বি.* চাকর অথবা কর্মচারীকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি। [— যমীন্ زمین *ফা.*]।

চাকরি, চাকুরি, চাকরী, চাকুরী—১*ক্রি.* নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে অপরের কাজ করা বা কারো অধীনে কাজ করা। ২*বি.* দাসত্ব। ৩*বি.* অপরের সেবা বা পরিচর্যা (যত অবলা কুমারী অনুক্ষণ এ সকলে করএ চাকরি—সুলতান)। [চাক্‌রী چاکری *ফা.*]।

চাক্‌রে—দ্র. **চাকর**।

চাকরী—দ্র. **চাকরি**।

চাক্‌লা—*বি.* কয়েকটি পরগনার সমষ্টি, জেলা। [চক্‌লহ্ چکله *ফা.*]। **চাকলাদার**—১*বি.* চাক্‌লার শাসক বা অধিকারী বা প্রবীণ সরকারী কর্মচারী। ২*বি.* উপাধি বিশেষ। [—*ফা.* + دار *ফা.*]।

চাকা—দ্র. **চাখা**।

চাকু—*বি.* ভাঁজ করে রাখা যায় এমন ফলাযুক্ত ছুরি, কলম কাটা ছুরি। [চাকূ' چاقو *ফা.*]।

চাকুরি—দ্র. চাকরি।

চাকুরিয়া, চাকুরে—দ্র. চাকর।

চাকুরী—দ্র. চাকরি।

চাখা/ চাকা—১*ক্রি.* স্বাদ গ্রহণ করা, আস্বাদন করা। ২*ক্রি.* ভোগ করা। ৩*ক্রি.* অনুভব করা। ৪*বিণ.* আস্বাদিত। [চখ্না چکھنا *উ.*]। **চাখান/ চাখানো**—*বি.* স্বাদ গ্রহণ করান। [চখানা چکھانا *হি.*]।

চাঙ্গাড়ি, চাঙারি, চাঙ্গারী, চাঙারী, —দ্র. চাংগাড়ি।

চাচা—*বি.* বাপের ভাই, কাকা, খুড়া, পিতৃব্য, খুল্লতাত। [চচ্চা چچّا *হি.*]।

চাটনি—*বি.* চেখে চেখে ও চেটে খাওয়ার মত মজাদার খাবার বিশেষ, আচার, অম্লমধুর স্বাদযুক্ত লেহ্য ব্যঞ্জন বিশেষ। [চট্নী چٹنی *হি.*]।

চাটা—১*ক্রি.* লেহন করা, জিভ দিয়ে লেহন। ২*বিণ.* উক্ত অর্থে। [চাট্না چاٹنا *হি.*]। **চাটান/ চাটানো** —১*ক্রি.* লেহন করান। ২*বিণ.* উক্ত অর্থে। [চাট্ওয়ানা چاٹوانا *হি.*]।

চাটাই—১*বি.* দরমা। ২*বি.* খেজুর বা অন্যান্য পত্রাদি নির্মিত আসন বিশেষ, মাদুর। [চটাঈ' چٹائی *হি.*]।

চাটান—*বি.* চত্বর, প্রাঙ্গণ। [চটান چٹان *হি.*]।

চাদর—১*বি.* উড়ানি, উত্তরীয়। ২*বি.* আস্তরণ, আবরণ (বিছানার চাদর)। ৩*বি.* ধাতু বা অনুরূপ বস্তুর পাত (একটা পিতলের চাদরের ঘটি—বিভূতি)। [চাদর چادر *ফা.*]।

চা-দান, চাদানী—১*বি.* চা প্রস্তুত করবার পাত্র। ২*বি.* চায়ের পেয়ালা, tea-pot [—চা *চীনা* + দান دان *ফা.*]। **চা-খানা**—*বি.* চায়ের দোকান (অন্ধকার/ কিন্তু চা-খানা জমে উঠেছিল—শওকত)। [—*চীনা* + খানহ্ خانه *ফা.*]।

চানা, চনা—*বি.* ছোলাবুট। [চনা چنا *হি.*]। **চানাচুর**—*বি.* বুটের ডাল, বেসনের ঝুরি বাদাম ইত্যাদি ভেজে প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ। [চনাচূর چناچور *হি.*]।

চাপকান—*বি.* কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা বিশেষ (চোগা চাপকান টুপির আশ্রয় লন— মশার্‌রফ)। [চপ্‌কন্ چپکن *ফা.*]।

চাপরাশ—দ্র. চাপরাস।

চাপরাস, চাপরাশ — ১*বি.* পদ পরিচায়ক চিহ্ন, তকমা। ২*বি.* ভৃত্যগণ কর্তৃক ধারণীয় পরিচয় অঙ্কিত ধাতু ফলক, badge (একটা ভাল বয় রাখিবেন তার চাপরাস চাই— মাহবুব)। [চপ্‌রাস چپراس *হি.*]। **চাপরাসী, চাপরাসি, চাপরাশি**—*বি.* পেয়াদা, আরদালি, পিয়ন (তৎক্ষণাৎ চাপরাশিকে আদেশ করিলেন — রবীন্দ্র)। [চপ্‌রাসী چپراسی *হি.*]।

চাপাটি, চাপাতি—*বি.* হাতে চাপড়িয়ে তৈরী রুটি (কাঠের কয়লার চুলা জ্বালাইয়া শাশুড়ী-বউ রোজ চা ও চাপাতি তৈরি করিতে বসিয়া

যায় —নাহার)। [চপাতী چپاتی *হি.*]।

চাবুক—*বি.* বেত্র. কশা, বেত চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরী প্রহরণ বিশেষ, ঘোড়া চালাবার প্রহরণ বিশেষ, whip (দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক —ভারত)। [চাবুক چابك *ফা.*]। **চাবুক সওয়ার (সোয়ার)**—*বি.* দক্ষ আরোহী, expert horseman or horsebreaker, jokey (সমুখে ফিরায়ে চাবুক সোয়ার—ভারত)। [— *ফা.* + সওয়ার سوار *ফা.*]।

চাম—*বি.* চর্ম, চামড়া, ত্বক (কাঁকনের ঘায়ে ছিঁড়িয়া বুকের চাম—জসীম)। [চিরম্ چرم *ফা. সং* চর্ম >]।

চামচ/চামচে—*বি.* ক্ষুদ্র হাতা বিশেষ। [চম্‌চহ্ چمچه *ফা.*]।

চামচে—দ্র. **চামচ**।

চামড়া—১*বি.* চর্ম, চাম, ত্বক। ২*বি.* ছাল (হরিণের চামড়া)। [চম্‌ড়া چمڑا *হি.*]।

চায়েন—দ্র. **চয়েন**।

চারইয়ারী, চার-ইয়ারী—*বিণ.* চারজন বন্ধু সম্পর্কিত (চার ইয়ারী কথা—প্রমথ)। [চার چار *হি.* + য়ারী (ইয়ারী) یاری *ফা.*]। **চারতরফ**—*বি.* চতুর্দিক, সবদিকে। [—*হি.* + ত্বরফ طرف *আ.*]। **চারদেওয়ারী**—*বি.* আঙিনা চার দেওয়ালে ঘেরা স্থান। [— *হি.* + দীওয়ার دیوار *ফা.* + ঈ *বাং.*]।

চার, চারা[১]—১*বি.* মাছকে আকর্ষণ করবার উপযোগী গন্ধযুক্ত মশলা। ২*বি.* জলাশয়াদির যে স্থানে চার ফেলা হয়েছে (ইহাদেরই দোষে মাছ বসে নাক' চারে—নজরুল)। [চারা চارا *হি.*]।

চারা[২]**, চার**—১*বি.* উপায়, গতি (প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাস না করে চারা কি?—ফজলল)। ২*বি.* প্রতিকার, প্রতিবিধান (যাহা করিয়াছি তাহার আর চারা নাই—বিদ্যা)। [চারহ্ چاره *ফা.*]। **বেচারা**—*বিণ.* নিরুপায়। [বে بے *ফা.* + — *ফা.*]। **লাচার, নাচার**—*বিণ.* নিরুপায়, শক্তিশূন্য, দুর্বল। [লা لا *আ.* + — *ফা.*]।

চালাক—১*বিণ.* বুদ্ধিমান। ২*বিণ.* চতুর, ধূর্ত, কুটিল বুদ্ধি-সম্পন্ন। [চালাক چالاك *ফা.*]। **চালাকচোস্ত**—*বিণ.* বুদ্ধিমান ও চটপটে (চালাকচোস্ত ছেলে—অচিন্ত্য)। [—*ফা.* + চুস্‌ত چست *ফা.*]। **চালাকি, চালাকী**—১*বিণ.* চাতুরী, চালবাজী, ধূর্তামি। ২*বি.* কৌশল, ফন্দি। [চালাকী چالاکی *ফা.*]।

চালান, চালান্—১*বি.* পাঠান, প্রেরণ। ২*বি.* রপ্তানি, বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ। ৩*বি.* অপরাধীকে গ্রেফতার করে পুলিশে পাঠান, বিচারার্থে থানায় প্রেরণ (চৌকিদারের হাওলা করে চালান দেবে— মশাররফ)। ৪*বি.* প্রেরিত মালের মূলসহ তালিকা, বিস্তৃত বিবরণসহ প্রেরিত মালের ফর্দ, জায়, invoice। [চালান چالان *হি.*]।

চাশ্‌ত—*বি.* দিনের প্রহর, সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময় (চাশতের নামাজের পর রান্নাবান্নায় সাহায্য করতেন — শাহেদ)। [চাশ্‌ত چاشت *ফা.*]।

চাশনাই—১*বি.* লবণ, মরিচ, তেল, পেঁয়াজ সহযোগে চটকানো সিদ্ধ মাছ, ডাল, আলু, বেগুন বা অন্য সবজী ভর্তা। ২*বি.* মিষ্টি ও টকের সংমিশ্রণে চাটনি। [চাশ্‌নী چاشنی *ফা.*]।

চাহার শাম্বা—*বি.* একাদশ হিজরীতে সফর মাসের শেষদিনে মহানবী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অতীতের এক বিষক্রিয়ায়। অসুস্থতা বেড়ে গেলে পরের মাসের চতুর্থ দিনে অর্থাৎ বুধবারে তিনি কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। সেজন্য ঐ দিনটিকে 'আখেরি চাহার শাম্বা' বলা হয়। মহানবী এর পর আর কোনো বুধবার পাননি বলেই এটা 'আখেরি চাহার শাম্বা'। [চহার শম্‌বহ্‌ چهار شنبه *ফা.*]।

চাহারম, চহরম — ১*বিণ.* চতুর্থ (শুধালো হাতেম তা'য়ী চাহারম সওয়াল বানুর —ফররুখ)। ২*বি.* চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। [চহারম্‌ چهارم *ফা.*]। **চাহারম জমি**—*বিণ.* চতুর্থ শ্রেণীর অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমি। [— زمين *ফা.*]।

চিকন—১*বি.* বস্ত্রাদির উপর সূক্ষ্ম সূচীকর্ম (চিকনের কাজ)। ২*বিণ.* পাতলা, মিহি, সূক্ষ্ম (নিয়েছিল প্রাণ কেড়ে তার চিকন সুরের দানে—জসীম)। [চিকন چکن *ফা.*]।

চিকনাই—দ্র. চেকনা।

চিক্‌না—দ্র. চেকনা।

চিখ্‌—*বি.* চীৎকার (চিখ্‌ মেরে কাঁদে —নজরুল)। [চীখ্‌ چيخ *হি.*]।

চিজ্‌, চীজ—১*বি.* সামগ্রী, দ্রব্য, উপকরণ (হায়রে পূজিব কিসে কোনো চীজ নাই—ভারত; ভুঁই-চাঁপা কি চিজ চিনিনা—ইব্রাহীম)। ২*বি.* মূল্যবান বস্তু বা সামগ্রী। ৩*বি.* মন্দ বা অদ্ভুত লোক (বুঝলে একটি চিজ বটে—সহজ নয়—রবীন্দ্র)। [চীয্‌ چيز *ফা.*]।

চিট—১*বি.* কাগজের ছোট টুকরা, চির-কুট। ২*বি.* ক্ষুদ্র পাত্র। [চিট چٹ *হি.* chit *ইং.*]।

চিঠি—*বি.* পত্র, লিপি। [চিট্‌ঠী چٹهى *হি.*]।

চিড়িয়া—*বি.* পাখি (চিড়িয়া সকল, পাই পাকা ফল —আলাওল)। [চিড়ুয়া چڑيا *হি.*]। **চিড়িয়াখানা**—*বি.* পশুপক্ষিশালা, Zoo। [—*হি.*+খানহ্‌ خانه *ফা.*]।

চিরাগ, চিরাগদান—দ্র. চেরাগ।

চিলমচি, চিলম্‌চী, চিলিম্‌চি, চিলুমচি— *বি.* হাতমুখ ধোওয়া পানি ফেলার গামলা জাতীয় পাত্র বিশেষ (চিলুমচি সোনার লিয়া হাতে, চাকর নফর খাড়া ওজু দেলাইতে —হামজা)। [চিলম্‌চী چلمچى *তু.*]।

চিলা, চিল্লা, চিল্লাকশী—*বি.* চল্লিশ

দিন ধরে দরবেশগণের ইবাদত ও ধ্যানমগ্নতা, তবলীগ জামাতী সাথীদের চল্লিশ দিন ব্যাপী মসজিদে মসজিদে ইবাদত বা দ্বীনের দাওয়াত প্রদান। [চিল্লাহ্‌ چلّه + কশী کشی *ফা.*]। **চিল্লাখানা**—*বি.* যে-ঘরে দরবেশগণ চল্লিশদিন যাবৎ রোজা, নামাজ ও ধ্যানে ব্যাপৃত থাকেন। [— খানহ্‌ خانه *ফা.*]।

চিলিম্‌চি, চিলুমচি—দ্র. **চিলমচি**।

চিল্লা, চিল্লাকশী—দ্র. **চিলা**।

চুঁচেরা—*বি.* কিরূপে এবং কেন ইত্যাদি প্রশ্ন, আপত্তি (একটু চুঁচেরা করিলে তুমি সুন্নৎ জামাতের বাহিরে গিয়া পড়িবে—আকরম)। [চুঁ چوں *ফা.* + চিরা। چرا *ফা.*]।

চুঁটি—*বি.* চূড়া, শিখরদেশ (পাহাড়ের চুঁটিতে একখানা বড় দেখে ঘর বাঁধুক— অবনীন্দ্র)। [চোটী چوٹی *হি.*]।

চুক—১*বি.* ত্রুটি, বিচ্যুতি (চাচা, বড় চুক হইয়া গিয়াছে মাফ কর ভাই— দক্ষিণা)। ২*বি.* বিস্মৃতিজনিত ভুল। [চূক چوك *হি.*]। **ভুলচুক**— *বি.* ভুলত্রুটি, প্রমাদ, ভুলভ্রান্তি (ভুলচুক মানুষের হয়েই থাকে)। [ভূল بهول *হি.* + — *হি.*]।

চুকলি, চুক্‌লিখোর—দ্র. **চুগল**।

চুগল, চোগল, চুগলি, চুকলি—*বি.* অসাক্ষাতে বা আড়ালে নিন্দা, অন্যের নামে লাগানি, ভাগানি (কলিকাতায় লোকে গুণ দেখেনা; কেবল বিষয় খোঁজে, মা আমি চুক্‌লি কচ্চিনে—দীনবন্ধু)। [চুগল چغل *ফা.*]। **চুগলখোর, চুগলখোরী, চুগলিখোর, চোগলখোর, চুকলিখোর, চুকলখোরি**—*বিণ.* যে ব্যক্তি আড়ালে নিন্দা বা লাগানি ভাঙানি করে (দুই পক্ষেই চোগলখোর গুপ্ত সন্ধানী আছে—মশার্‌রফ)। [— খোর خور *ফা.* + ই. ঈ. *বাং.*]।

চুঙি—দ্র. **চুঙ্গি**।

চুঙ্গি, চুঙি, চুঙ্গী, চুংগী—১*বি.* ক্ষুদ্র চোঙ বা নল। ২*বি.* আমদানি ও রফ্‌তানীকৃত মালের উপর ধার্য শুল্ক বা কর। [চুঙগী چنگی *উ.*]।

চুড়ি, চুড়ী, চূড়ি, চূড়ী— *বি.* স্ত্রী লোকের হাতের অলঙ্কার বিশেষ, সরুবালার ন্যায় হাতের অলঙ্কার বিশেষ (শাশুড়ী কিনেছে ছোট ননদীর চুড়ি—জসীম)। [চূড়ী چوڑی *হি.*]। **চুড়িওয়ালা** — *বি.* চুড়িবিক্রেতা, ফেরি করে যারা চুড়ি বিক্রি করে (আসবে কখন চুড়িওয়ালা তোমার গৃহদ্বারে—রবীন্দ্র)। [—ওয়ালা والا *হি.*]। **চুড়িদার**— *বিণ* চুড়ির মত কুঞ্চিত বা সরু সম্মুখভাগ বিশিষ্ট, চুনট করা (চুড়িদার আস্তীন)। [— + دار *ফা.*]।

চুড়ী—দ্র. **চুড়ি**।

চুতিয়া—*বি.* গালিবিশেষ, মূর্খ। [চূতিয়া چوتیا *হি.*]।

চুনিন্দা, চুনেন্দা, চোনেন্দা — *বিণ.* নির্বাচিত, বাছাইকরা (তেরা তাবে নয় লাখ চুনিন্দা জওয়ান—হামজা; চল্লিশ

হাজার খুব চুনেন্দা সওয়ার—গরীব)। [চুন্‌না چننا হি.]।

চুনেন্দা—দ্র. **চুনিন্দা**।

চুস্ত—দ্র. চোস্ত।

চেংগারি, চেঙারি— দ্র. চাংগাড়ি।

চেকনা, চিক্‌না— *বি.* চর্বি, মেদ (কেটেছে রঙিন মখমল দিন ওজুদে চিক্‌না সরে— ফররুখ)। [চিকনা چکنا হি.]। **চেকনাই, চিকনাই** —১*বিণ* মসৃণ, উজ্জ্বল, লাবণ্যময় (চেহারা বেশ চিকনাই হইয়া উঠিতে লাগিল —মনসুর)। ২*বি.* ঔজ্জ্বল্য, চকচকে আভা, মসৃণতা, লাবণ্য। [— *হি.* + আই *বাং.* প্র.]।

চেঙারি, চেঙ্গারি—দ্র. **চাংগাড়ি**।

চেবেল্লা—১*বি.* ছেবলা, ইতর। ২*বি.* বাচাল, প্রগল্‌ভ (তুমি আর মনু এতো বেশী বেয়াদব আর চেবেল্লা হয়ে পড়েছ—নজরুল)। [সিফ্‌লাতুন سفلة, সিফ্‌লুন سفل *আ.*]।

চেরাগ, চিরাগ—*বি.* প্রদীপ, বাতি, দীপ (হয়ত চেরাগ জ্বলবে না তোর গোরে শবে-রাতে— নজরুল)। [চিরাগ چراغ *ফা.*]। **চেরাগদান, চেরাগদানী, চিরাগদান, চিরাগদানী**— *বি.* পিলসুজ, প্রদীপের আধার। [— دان *ফা.* + ঈ *বাং.*]। **চেরাগচি, চেরাগচী**—*বি.* যে ব্যক্তি বাতি জ্বালায় ও নিভায় (নিভাইয়া দাও আপনার হাতে ডেকোনা চেরাগচীরে— মোহিত)। [চিরাগ্‌চী چراغچی *ফা.*]।

চেরাগী, চিরাগী, চেরাগীমহাল, চিরাগী মহাল—*বি.* পীরের দরগায় বাতি দেয়ার জন্য খাদেমকে প্রদত্ত ভূমি। [চিরাগী چراغی *ফা.*, — + محل *আ.*]।

চেল্লান/ চেল্লানো—ক্রি. চিৎকার করা, চেঁচামেচি করা। [চিল্লানা چلّانا *হি.*]।

চেহারা— *বি.* আকৃতি, রূপ, মূর্তি, মুখচ্ছবি। [চিহ্‌রহ্‌ چهره *ফা.*]।

চেহেল সতুন—*বি.* চল্লিশ স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রাসাদ। [চিহ্‌ল + সুতূন چهل ستون *ফা.*]।

চৈন—দ্র. **চয়েন**।

চোগল, চোগলখোর—দ্র. **চুগল**।

চোগা— *বি.* লম্বা ঢিলা বুক খোলা জামা বিশেষ—যা চাপকানের উপর পরা হয় (সাহেব খুব দেখলে, চোগা-চাপকান টুপির আশ্রয় লন— মশার্‌রফ)। [চোগা چوغا তু.]।

চোট— *বি.* আঘাত, ব্যথা। [চোট چوٹ *হি.*]।

চোট্টা— *বি.* চোর, প্রবঞ্চক (খোট্টা বেহারা চোট্টা চেহারা—মোস্তফা)। [চোট্টা چٹّا *হি.*]।

চোনেন্দা—দ্র. **চুনিন্দা**।

চোপ[১]— *অব্য.* চুপ, চুপ কর, কথা বোলোনা (চোপ! চোপরও)। [চুপ چپ *হি.*]।

চোপ[২], **চোব**—*বি.* দণ্ড, লাঠি। [চোব چوب *ফা.*]। **চোপদার, চোবদার**—*বি.* দণ্ডধর, দণ্ডবাহক, গদাধর, লাঠিয়াল, রাজ-রাজড়ার আসা-

সোঁটা বাহক সুসজ্জিত ভৃত্য (চোপদার সম্মুখে দাঁড়ায়ে লয়ে ছড়ি—ভারত)। [— দার دار *ফা.*]। **চোপদারি**— *বি.* চোপদারের কাজ। **চোপদারী**— *বিণ* চোপদার সম্বন্ধীয়। [— ঈ *বাং.*]।

চোপরাও, চোপরও — *অব্য.* চুপ থাকো, চুপ করো, আর কথা নয়। [চুপ্ রহো چپ رهو *উ.*]।

চোব—দ্র. চোপ[২]।

চোবদার—দ্র. চোপ[২]।

চোলাই—১*বি.* চুয়ান, রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ, পরিশ্রুত করণ, বাষ্পীভূত পানি বকযন্ত্রের দ্বারা অন্য শীতল পাত্রে গ্রহণ, distillation (মদ চোলাইয়ের এই দোকান —নজরুল)। ২*বি.* তির্যক পাতন, ঊর্ধ্ব পাতন। [চোলানা چلانا *উ.*]।

চোস্ত, চুস্ত—১*বিণ.* আঁটসাঁট, কষা, ঢিলা নয়, tight (চোস্ত বা চুস্ত পায়জামা)। ২*বিণ.* প্রাঞ্জল, মসৃণ. চৌকস (তিনি চোস্ত ইংরেজী বলেন)। ৩*বিণ.* ঋজু, সোজা (বিচারে চোস্ত শাস্তি হয়েছে)। ৪*বিণ.* বিশুদ্ধ, খাঁটি, পরিপাটি (বগদানক সাহেব চোস্ত ফারসী ভাষায় বললেন—মুজতবা)। ৫*বিণ.* সমতল, সমান। ৬*বিণ.* চালাক, চটপটে। [চুস্ত্ چست *ফা.*]। **চোস্ত চালাক** —*বিণ.* তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কর্মঠ। [— + چالاک *ফা.*]। **চুস্ত পুস্ৎ**— *বিণ.* আঁট সাট পোশাক পরিহিত। [— পোস্ত্ پوست *ফা.*]।

চোহেল—১*বি.* নীতি-বহির্ভূত আমোদ-প্রমোদ, মাতামাতি, ঢলাঢলি (চোহেলে মত্ত হওয়া)। ২*বি.* কর্দম, পংক। [চোহল্ چهل *হি.*]।

চৌ—*বিণ.* চার, অন্য শব্দের সাথে যুক্ত চার সংখ্যা। [চও چو *হি.*]।

চৌকশ, চৌকস, চৌকশা (অপ্র.), **চৌখস** (অপ্র.)—১*বিণ.* যার চারদিকে দৃষ্টি আছে। ২*বিণ.* সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ বা পারদর্শী, সর্ব বিষয়ে দক্ষ (সে বাকপটু, সপ্রতিভ, চৌকস এবং বহির্মুখী — রশীদ)। ৩*বিণ.* চালাক, চতুর, সতর্ক। ৪*বিণ.* কাজের উপযুক্ত (তাকে তিনি চৌকশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন—প্রমথ)। [চওকস چوکس *হি.*]।

চৌকস—দ্র. চৌকশ।

চৌকিদার— ১*বি.* যে গ্রামে পাহারা দেয়, প্রহরী। ২*বি.* কর আদায়কারী পেয়াদা। [চৌকীদার چوکیدار *হি.* + *ফা.*]।

চৌখস—দ্র. চৌকশ।

চৌগান, চওগান—১*বি.* পোলো বা হকি খেলা (চৌগান খেলিতে আজ্ঞা দিল নৃপবর—আলাওল)। ২*বি.* খেলায় ব্যবহৃত কাষ্ঠদণ্ড বিশেষ, stick (চৌগান ঠেলিয়া যোগী গুলি পালটায় —আলাওল)। [চওগান چوگان *ফা.*]।

চৌড়া—দ্র. চওড়া।

চৌতারা—দ্র. চবুতর।

চৌথ—*বি.* এক-চতুর্থাংশ; প্রতিবেশী শাসকদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে মারাঠারা যে টাকা আদায় করত তা। [চৌথ্ چوتهه *হি.*]।

চৌবাচ্চা—*বি.* পানি রাখার চার কোণাকার পাত্র, চবুতরা, হাউজ। [চৌ چو + বচ্চহ্ بچّه *হি.*]।

চৌরাস্তা—*বি.* চারটি রাস্তার মুখ যে স্থানে এসে একত্রিত হয়েছে উক্ত স্থানকে চৌরাস্তা বলে। [চৌ چو *হি.* + রাস্তহ্ راسته *ফা.*]।

চৌরাহা—*বি.* চারটি রাস্তা বা পথ যেখানে এসে মিশেছে। [চৌ چو *হি.* + রাহ্ راه *ফা.*]।

চৌহদ্দী, চৌহুদ্দী—*বি.* চারদিকের সীমানা, চতুঃসীমা (এঁরাই আবার বাড়ির চৌহদ্দীর ভিতরে মেয়েদের অন্দরমহলে জোরে লাফ ঝাঁপ জুড়ে দেন—নজরুল)। [চৌ چو *হি.* + হদ্ حد *আ.* + ঈ *বাং.*]।

চ্যাঙারি, চ্যাংগারি—দ্র. চাংগাড়ি।

ছ

ছওদা—দ্র. সওদা।

ছওম—দ্র. সুয়েম।

ছওয়াব—দ্র. সোয়াব।

ছওয়ার—দ্র. সোয়ার।

ছওয়াল—দ্র. সওয়াল।

ছখাওত—দ্র. সখাওত।

ছঙ্গদিল—দ্র. সংগ।

ছঙ্গমরমর—দ্র. সংগ।

ছজুদ—*বি.* সিজদা (রাসুলের নাম শুনি, মোরাদ হাছেল জানি, আল্লা নামে করিল ছজুদ— হামজা)। [সেজদহ্ سجده শব্দের ব.ব. سجود *আ.*]।

ছতর—দ্র. সতর।

ছদকা—দ্র. সদকা।

ছদমা—দ্র. সদমা।

ছদর—দ্র. সদর।

ছদ্‌রিয়া—দ্র. সদ্‌রি।

ছফ—*বি.* কাতার, পংক্তি। [সফ্‌ফ্ صفّ *আ.*]।

ছফর—দ্র. সফর[১]।

ছফেদ—দ্র. সফেদ।

ছবক—দ্র. সবক।

ছবব—*বি.* কারণ (যে কাজে আইনু শুন তাহার ছবব—হামজা)। [সবব্ سبب *আ.*]।

ছবর—দ্র. সবুর।

ছয়লাপ, ছয়লাব, সয়লাব—১*বিণ.* আকীর্ণ, পরিপূর্ণ (তামাম শহর নাইটস্কুলে ছয়লাপ করে দিতে পারে—মুজতবা)। ২*বিণ.* প্লাবিত (নূহের সময় যে দুনিয়াময় ছয়লাব হয়ে গেল —ইব্রাহিম)। ৩*বিণ.* সম্পূর্ণ বিনষ্ট (জিনিস-পত্র ছয়লাপ করা)। [সয়লাব سيلاب *ফা.*]।

ছরহদ—দ্র. সরহদ্দ।

ছাউনি—১*বি.* সেনানিবাস, সৈন্যদের স্থায়ী আড্ডা। ২*বি.* শিবির, যুদ্ধোন্মুখ সৈন্যদের আড্ডা, Cantonment। ৩*বি.* আচ্ছাদন। ৪*বি.* চাঁদোয়া। ৫*বি.* চালা। [ছাউনী چھاؤنى *হি.*]।

ছাখাওত—দ্র. **সখাওত**।

ছাত, ছাদ্—*বি.* অট্টালিকার উপরের আচ্ছাদন, roof। [সত্বহ্ سطح *আ.* ছত্ چهت *হি.*]।

ছাতি—*বি.* বক্ষ, বুক। [ছাতী چهاتی *হি.*]। **ছাতিপিটা**—*ক্রি.* বুকে করা-ঘাত ক'রে শোক প্রকাশ করা। [—পিট্না پٹنا *হি.*]।

ছাদ্—দ্র. **ছাত**।

ছানি— *বি.* মোকদ্দমা পুনর্বিচারের আবেদন (ছানি করা)। [সানী ثانی *আ.*]।

ছাফা-মারওয়া— *বি.* মক্কাশরীফের কাবার কাছেই দুটি ছোট টিলা (ছাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যে প্রধান—আকরাম)। [সফা-মরওয়ঃ صفا-مروہ *আ.*]।

ছাবলা—দ্র. **ছ্যাবলা**।

ছামুম—দ্র. **সাইমুম**।

ছায়েল—দ্র. **সায়েল**।

ছালওয়া—দ্র. **সলওয়া**।

ছালন, ছালুন, সালন—*বি.* ব্যঞ্জন, তরকারি (ভাত ছালুন তুলে দিচ্ছেন—ইব্রাহীম)। [সালন سالن *হি.*]।

ছালামত—দ্র. **সালামত**।

ছালুন—দ্র. **ছালন**।

ছালেক—দ্র. **সালেক**।

ছিওম—দ্র. **সুয়েম**।

ছিজ্জিন, সিজ্জীন — *বি.* মরণান্তর পাপীদের আবাসস্থল, দোজখের একটি স্তর, নরক (ছিজ্জিন মোকামে রহে নানা বিড়ম্বনে— হেয়াত)। [সিজ্জীন سجّین *আ.*]।

ছিতম—*বি.* অত্যাচার, জুলুম (আগে কারো পরে নাহি পৌঁছাই ছিতম—গরীব)। [সিতম্ ستم *ফা.*]।

ছিনা, ছিনে—*বি.* সিনা, বুকের পাটা বা বিস্তার, ছাতি, বক্ষঃস্থল। [সীনহ্ سینہ *ফা.*]। **ছিনা-ব-ছিনা**—*বি.* বুক হতে বুকে, মৌখিক ভাবে, পুরুষানুক্রমে (এই শ্রেণীর বাণী-গুলি ...ছিনা-ব ছিনা ইস্রা পর্যন্ত পহুঁ-ছিয়াছিল— আকরম)। [সীনহ্-বহ্-সীনহ্ سینہ بہ سینہ *ফা.*]।

ছিলকা/ছিলকে—১*বি.* গাছের ছাল বা বাকল। ২*বি.* ফলের পাতলা আবরণ বা খোসা। ৩*বি.* চামড়া, ত্বক। [ছিল্কা چهلکا *হি.*]।

ছিলিম, ছিলম—১*বি.* তামাকের বা গাঁজার কল্কে। ২*বি.* এক কল্কা তামাক বা গাঁজা। [চিলম্, চিলিম چلم *উ.*]। **ছিলিমচি, চিলমচি**—১*বি.* হুঁকার দণ্ডের উপরিভাগ, কল্কে বসানোর স্থান। ২*বি.* হাত ধোয়ার ঢাক্নিদার পাত্র। [চিলম্চি چلمچی *হি.*, চলব্চী چلبچی *তু.*]।

ছুটকি, ছুটকী— *বিণ.* স্ত্রী. কনিষ্ঠা। [ছোট্কী چهٹکی *উ./হি.*]।

ছুরত, ছুরৎ—দ্র. **সুরত**।

ছেপায়া, সেপায়া—*বি.* তেপায়া, তিন পা বিশিষ্ট টেবিল। [সিহ্ পায়াহ্ سہ پایہ *ফা.*]।

ছেব—*বি.* ফল বিশেষ, সেব, আপেল,

apple (ছেব বিহি খোরমা সুরমা নানা ফল— আলাওল)। [সেব سیب *ফা.*]।

ছেবলা—দ্র. ছ্যাব্‌লা।

ছেমহলা— *বিণ.* তিন মহলা, তিন মহল সমন্বিত (ছে-মহলা বালাখানা —রামরাম)। [সিহ্‌ سه *ফা.* মহল محل *আ.* + *বাং.* 'আ' প্র.]।

ছেরেপ, ছেরেফ—দ্র. **সেরেফ**।

ছেহের—*বি.* যাদু, মন্ত্রশক্তি (তুমি নাকি জানো ... ছেহের মেহের টোনা হেনমত তামাম—হামজা)। [সিহ্‌র سحر *আ.*]।

ছেহেরা—দ্র. **সেহেরা**।

ছোক্‌রা— ১*বি.* নবযুবক, কিশোর বালক। ২*বি.* বালক ভৃত্য (তাহাতে একজন মুদি ও একটি ছোকরা মাত্র ছিল— শিরাজী)। ৩*বিণ.* অপরিণত বয়স্ক। [সুগ্‌রা صغری *আ.* স্ত্রী. অস্‌গর اصغر পুং]।

ছোলতান—দ্র. **সুলতান**।

ছোলে, ছোলেনামা—দ্র. সোলে।

ছোহবত—দ্র. সহবত।

ছ্যাবলা, ছেবলা, ছাবলা— ১*বিণ.* হাল্‌কা স্বভাব, লঘু প্রকৃতি। ২*বিণ.* বাচাল, প্রগল্‌ভ (আমার মত ঠোঁট-কাটা ছ্যাবলার পক্ষে তা নিতান্তই সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে— নজরুল)। [সেফালতুন্‌ سفالة *আ.* = নীচতা, হীনতা, ইতর, ক্ষুদ্র, অধম]। *বি.* **ছ্যাবলামি, ছ্যাবলামো**।

জ

জইফ, জঈফ, জয়ীফ—১*বিণ.* দুর্বল, অথর্ব, বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ (শহরেতে করিয়া তালাশ—দেখিয়া জইফ এক আন মেরা পাশ—হামজা; ফকির এবং জঈফ যারা, তাদের সে আশ্রয় —মোস্তফা)। ২*বিণ.* অত্যন্ত হীনবল, দুর্বল (আলোর বন্যা দেহ গেল গেল ছুঁয়ে, জয়ীফ কণ্ঠে জাগিয়া উচ্ছ্বাস —আহসান)। [য'ঈফ্‌ ضعيف *আ.*]।

জইর—১*বি.* অত্যাচার, জুলুম (বুকের ব্যথা লোককে না জানালেও যে জানটা কেমন শুধু আন্‌চান করে, বুকটা ভারি হয়ে ওঠে, এওত একটা মস্ত জইর 'গজব'—নজরুল)। ২*বি.* উগ্রতা, আক্রমণ। [জওর جور *আ.*]।

জঈফ—দ্র. **জইফ**।

জও—*বি.* যব, বার্লি। [জও جو *হি.*]।

জওক—*বি.* রুচি, সুরুচি। [যওক্ব ذوق *আ.*]। **জওকশওক**— *বি.* আগ্রহ, উৎসাহ। [— + শওক্ব شوق *আ.*]।

জওজ, যওজ—*বি.* স্বামী (নাম, বাপের নাম, মেয়ে হলে জওজের নাম —অচিন্ত্য)। [যওজ্‌ زوج *আ.*]।

জওজিয়ত—*বি.* স্বামীত্ব (জওজিয়তের দাবী— মশার্‌রফ)। [যওজিয়ত্‌ زوجيت *আ.*]।

জওয়ান, জুয়ান—১*বি.* যুবক (তার বিচে ছিল এক নবীন জওয়ান। ওম্মর বৎসর ষোল তালাব উপর— হামজা)। ২*বি.* বলবান ব্যক্তি। ৩*বিণ.* যুবা-বয়সী, তরুণ, প্রাপ্ত যৌবন (গাছেরি তলায় দেখে জওয়ান আওরত— হামজা)। ৪*বিণ.* বলিষ্ঠ। [জওয়ান جوان *ফা.*]। **জওয়ানি**—১*বি.* যৌবনকাল (সুরতজামাল জওয়ানির ঠোঁটে বেকার নওজোয়ান —ফররুখ)। ২*বি.* তারুণ্য, যৌবন সুলভ তেজস্বিতা। [جوانی *ফা.*]। **জওয়াঁমর্দী**—*বি.* সাহসিকতা, বদান্যতা, পৌরুষ। [জওয়াঁমর্দী جوانمردی *ফা.*]।

জওয়াব—দ্র. **জবাব**।

জওশম—দ্র. **জওসম**।

জওসম, জওশম, জশম—*বি.* বাহুর অলংকার বিশেষ, বাজুবন্ধ (বাহুর বাঁকে জওসমের ঝুমকো দুলছে, সেকি আলিংগনের ইংগিত ? — মোহিত)। [জওশন্ جوشن *ফা.*]।

জওহর, জহর[২]—*বি.* বহু মূল্যবান প্রস্তর বা মূল্যবান রত্ন, মণি, মুক্তা (কে জওহরের খবর দিতে পারে ? — মনসুর)। [জওহর جوهر আ; গওহর گوهر *ফা.*]। **জওহেরাত, জহরত**—*বি.* মণিরত্নাদি, বহুমূল্যবান প্রস্তরসমূহ (অনেক মূল্যবান পাথর, মতি, জওহেরাত—মশাররফ; পারিবে আমাদের দিতে জহরত মানিক কোন— নজরুল)। [জওহর-এর ব.ব.]।

জং, জঙ, জংগ[২], **জঙ্গ**[২]—*বি.* মরিচা (খুলেছে কা'বার পথে সে রুদ্ধ লাখো জং-ধরা দ্বার— ফর্‌রুখ)। [যংগ زنگ *ফা.*]।

জংগ[১], **জঙ্গ**[১]—১*বি.* যুদ্ধ, লড়াই। ২*বি.* তুমুল কলহ, প্রচণ্ড কলহ বা ঝগড়া। [জংগ جنگ *ফা.*]। *বিণ.* **জংগি, জংগী**। **জংডিঙা, জংগডিঙ্গা**—*বি.* যুদ্ধজাহাজ, রণতরী। [—*ফা.* + ডিঙ্গা *বাং.*]। **জংগনামা, জঙ্গনামা**— *বি.* যুদ্ধ বিবরণ, যুদ্ধ ও সাহসিকতা বিষয়ক গ্রন্থ, বাংলা পুঁথি বিশেষ। [—*ফা.* + নামহ্ نامه *ফা.*]। **জংগ-বাজ, জঙ্গবাজ**—*বি.,বিণ.* যোদ্ধা, বীর-পুরুষ। [— *ফা.* + বায্ باز *ফা.*]।

জংগ[২], **জঙ্গ**[২]—দ্র. **জং**।

জংগবারি, জঙ্গবারি— *বিণ.* জংগি, রণনিপুণ, রণদক্ষ (জীয়ন্ত মরার করে হিসাব হাজিরী— আর দুই লক্ষ সেনা আইল জঙ্গবারি— হেয়াত)। [জঙ্গবারী جنگ باری *ফা.* + *আ.*]। **জংগবাহাদুর, জঙ্গবাহাদুর**—*বিণ.* রণকুশল, সমরকুশলী। [—*ফা.* + বহাদুর بهادر *তু.*]। **জংগবাহাদুরী, জঙ্গবাহাদুরি**— *বি.* রণকুশলতা, সমর কৌশল বা যুদ্ধ-পটুত্ব (মুসলমানের শুধু জঙ্গ-বাহাদুরির পরিচয়ই যে আছে তা নয় —ওদুদ)। [জঙ্গ্ বহাদুরী جنگ بهادری *ফা.* + *তু.*]।

জংগি, জঙ্গি, জঙ্গী— ১*বিণ.* যুদ্ধ-

সংক্রান্ত, রণবিষয়ক। ২*বিণ.* সমর-কুশল, রণবীর। ৩*বি.* যোদ্ধা। ৪*বি.* কুস্তিগীর। [জংগী جنگی *ফা.*]। **জংগীজাহাজ**—*বি.* যুদ্ধজাহাজ, রণ-তরী। [— + جهاز *আ.*]।

জংগীজ, জঙ্গীজ — *বি.* সুবিখ্যাত মোঙ্গল দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিস খাঁ (জঙ্গীজ সবে জগতের আগে দেখাল আপন পাঞ্জা খুনী —সত্যেন্দ্র)। [জংগীয্ جنگیز *তু.*]।

জকাত—দ্র. **জাকাত**।

জখম—১*বি.* ক্ষত, ঘা। ২*বি.* কঠিন আঘাত, চোট। ৩*বি.* ক্ষতি, লোকসান, হানি (দশ-পনরো হাজার টাকা সরবরাহ করিতে হইবে তাতে কিছু মাত্র জখম নাই—টেকচাঁদ)। ৪*বিণ.* আহত, চোটপ্রাপ্ত (জখম মনের কি করি হায়?—মু.শ.)। [যখ্ম زخم *ফা.*]। **জখমি**—১*বিণ.* আহত, আঘাতপ্রাপ্ত। ২*বি.* আঘাত সংক্রান্ত, আঘাত সম্পর্কিত। [যখ্মী زخمی *ফা.*]।

জখিরা—দ্র. **জখীরা**।

জখীরা, জখিরা— *বি.* ভাণ্ডার, খনি। [যখীরহ্ ذخیره *আ.*]।

জগতি, জকাতি—১*বি.* মাশুল বা শুল্ক আদায়কারী কর্মচারী। ২*বি.* বাধা, বিঘ্ন, বিপদাপদ। [যকাতুন্, যকাহুঁ زکوة، زکاة *আ.* + *বাং.* ই]।

জঙ্গ[১]—দ্র. **জংগ**[১]।

জঙ্গ[২]—দ্র. **জং**।

জঙ্গি, জঙ্গী—দ্র. **জংগি**।

জঙ্গীজ—দ্র. **জংগীজ**।

জজবা—দ্র. **জয্বা**।

জজিরা, জজীরা—*বি.* দ্বীপ, উপদ্বীপ। [জযীরহ্ جزیرة *আ.*]। **জজিরাতুল আরব**—*বি.* আরব উপদ্বীপ (মক্কা ছিল গো রাজধানী যেন জজিরাতুল আরবে— নজরুল)। [جزيرة العرب। *আ.*]।

জজিরাতুল—*বি.* দ্বীপ, টিলা, উপদ্বীপ (জজিরাতুল সে আরবের রাজা, কিসের অভাব তার—জসীম)। [জযী-রাতুন্ جزيرة *আ.*]।

জড়বফ্ত—*বি.* সোনা ও চাঁদির তার ও সূতায় বোনা অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বিশেষ (অতিসূক্ষ্ম জড়বফ্ত ও শবনম দ্বারা দ্বার সমূহের যবনিকা প্রস্তুত করা হইল—শিরাজী)। [যরবাফ্তহ্ زربافته *ফা.*]।

জড়োয়া—১*বি.* মণিমুক্তা বা মূল্যবান প্রস্তরাদি খচিত গহনা। ২*বিণ.* মণিমুক্তা জড়িত বা খচিত (জড়োয়া গহনা)। [জড়াও جڑاو *হি.*]।

জদ্দ জেহাদ— ১*বি.* প্রাণপণ চেষ্টা। ২*বি.* প্রচণ্ড মারামারি, তুমুল যুদ্ধ (তারপর তাদের দু'জনের মধ্যে যে কী জদ্দ জেহাদ—ইব্রাহিম)। [জিদ্দু ও জহদ্ جدّ و جهد *আ.*]।

জনাজা—দ্র. **জানাজা**।

জনাব— *বি.* সম্মান সূচক সম্বোধন বিশেষ, হুজুর, মহাশয়, মাননীয় ভদ্রলোক, Sir (কি শুনলেন জনাব —মুফাখ্খার)। [জনাব جناب

আ.]। **জনাবে আলি, জনাবে আলী**— *বি.* মান্যবর, মহামান্য, Your Excellency। [জনাবে আলী جناب علی *আ.*]।

জবত—*বিণ.* হস্তগত, কবলিত বা বাজেয়াপ্ত। [যব্‌ত্ব ضبط *আ.*]।

জবর—১*বিণ.* দারুণ, বিষম, বেজায়, অত্যন্ত, বৃহৎ, ভারি (সেটা তোমার জবর ভুল— নজরুল)। ২*বিণ.* জমকালো, জাঁকাল। ৩*বিণ.* খাসা, উত্তম, উৎকৃষ্ট। ৪*বিণ.* জোরদার, বলিষ্ঠ, ক্ষমতাবান। ৫*বিণ.* জোরাল, প্রবল, প্রচণ্ড (জবর ঘা)। ৬*বিণ.* চমকপ্রদ বা চিত্তাকর্ষক (জবর খবর)। ৭*বিণ.* কঠিন, শক্ত (জবর শাসন)। ৮*বিণ.* নাছোড় স্বভাব বা দুর্দান্ত (জবর লোক)। ৯*বি.* অত্যাচার, জবরদস্তি বা জুলুম, বল প্রকাশ। [জবর جبر *আ.*]। **জবর জুলুম**—*বি.* ভীষণ অত্যাচার, প্রবল উৎপীড়ন। [— ظلم *আ.*]। **জবরদখল**—*বি.* বল-পূর্বক দখল, জোর ক'রে অধিকার (তার চেয়ে ঢের বেশি জবরদখল করে বসে আছেন — রবীন্দ্র)। [— دخل *আ.*]। **জবরদস্ত, যবরদস্ত**—১*বিণ.* শক্তিশালী, জোরাল, দুর্দমনীয় (এক জবরদস্ত ফওজ গঠন করিলেন— ইমদাদ)। ২*বিণ.* অত্যন্ত বল- বান, শক্তি, শক্তি-সম্পন্ন (জবরদস্ত গড়ন —পরশু)। ৩*বিণ.* (ব্যাঙ্গে) প্রতিভাবান (যবরদস্ত আলেমের উদয় হইল— মনসুর) ৪*বিণ.* (আল.) আকর্ষণীয়। [— *আ.* + দস্ত্ دست *ফা.*]। **জবরদস্তি, জবরদস্তী, জবর্দস্তি** — ১*বি.* বলপ্রয়োগ, জোর (কাহারও উপর জবরদস্তি করিতেছে না— বরকত)। ২*বি.* অত্যাচার, পীড়ন (আমি মুখের উপর জবর্দস্তি করিনি —রবীন্দ্র)। [— দস্তী دستی *ফা.*]। **জবরদার**—*বিণ.* বলবান, শক্তিশালী। [— *আ.* + দার دار *ফা.*]।

জব্‌রান—*বি.* জবরদস্তি, বলপূর্বক বা জোর খাটিয়ে (জব্‌রান কল্লেও তো কর্তে পারে— মশার্‌রফ; সহজে লিখে না দিলে জব্‌রানে লিখে নেবে—মশার্‌রফ)। [জব্‌রান جبراً *আ.*]।

জব্‌হ্, জবাই, জবেহ, জবে—১*বি.* ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে গলার নালী কেটে প্রাণীবধ (করতে হবে মুরগী জবাই— জসীম; নিজ সন্তানেরে জবে করিবারে কাঁপে নাই এতোটুকু— মোহিত)। ২*বি.* ধ্বংস, হত্যা, নাশ, লোপ (স্বদেশী আচার করিয়াছি জবাই —দ্বিজেন্দ্র ; মনের মাঝে পশু যে তোর আজকে তারে কর্ জবেহ্— নজরুল)। [যব্‌হ্ ذبح *আ.*]।

জবান, যবান—১*বি.* ভাষা, বুলি (সেই সমুদ্রই আরবী জবানে রূপান্তরিত হয়ে সুমাত্রা হয়েছে—প্রমথ; মাওলানা উর্দু যবানও আয়ত্ত করিয়াছিলেন— মনসুর)। ২*বি.* জিহ্বা, রসনা (জবান দেখি যে বড় বেদুরস্ত—মোহিত)। ৩*বি.* কথা, প্রতিশ্রুতি (সঠিক জবান

যার— ফররুখ)। ৪*বি.* উচ্চারণ, বাক (তোমারদিগের জবান দোরস্ত নহে—ভবানী)। ৫*বি.* বাণী, বাক্য (তাই বুঝি মহেশ আজ এমন জবান চালিয়ে গেল— জয়েন)। [যুবান زبان *ফা.*]। **জবানবন্দি, জবান-বন্দী, জোবানবন্দী**— ১*বি.* সাক্ষ্য, আদালতে হাকিমের সামনে হলফ পড়ার পর যা বলা হয় (নাজিরের দপ্তর লোকে ভরিয়া গেল— জবানবন্দিনবিস হন্ হন্ করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে— টেকচাঁদ; আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না— বঙ্কিম)। ২*বি.* যে উক্তি কাগজে কলমে লেখা হয়েছে, written deposition। কোন তদন্তকারী কর্মচারীর নিকট প্রদত্ত বিবরণ। [— + বন্দী بندی *ফা.*]। **জবানবন্দি নবিস**— *বি.* সাক্ষ্য-লেখক (নাজিরের দপ্তর লোকে ভরিয়া গেল—জবানবন্দিনবিস হন্হন্ করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে— টেকচাঁদ)। [— + নবীস نویس *ফা.*]। **জবানি, জবানী**—১*বি.* উক্তি, বচন (মীনার জবানি শুনে, মহাপরী বুঝে মনে, তকসির করিল মাফ তার— হামজা)। ২*বিণ.* বাচনিক, মৌখিক। ৩*ক্রি.বিণ.* প্রমুখাত, মুখে (চাকরের জবানী জানা গেল)। [যবানী زبانی *ফা.*]।

জবাব, জওয়াব—১*বি.* উত্তর। ২*বি.* কৈফিয়ত (এই কাজের জন্যে তোমাকে জবাব দিতে হবে)। ৩*বি.* চোপা, উদ্ধত প্রত্যুত্তর বা অবিনীত প্রতিবাদ (কথায় কথায় জবাব)। ৪*বি.* বরখাস্ত, বিদায়, ইস্তফা। ৫*বি.* আরোগ্যের অতীত বলে ঘোষণা (ডাক্তারের জবাব দেওয়া)। [জওয়াব جواب *আ.*]। **জবাবদিহি**—১*বি.* কৈফিয়ত, কারণ প্রদর্শন (ফিরতে দেরী হলে জবাবদিহি করতে হতো —রশীদ)। ২*বি.* দায়িত্ব (এসলামের তাহার জন্য কোনো জবাবদিহি নাই —আকরম)। ৩*বিণ.* দায়ী। [— *আ.* + দিহ্ ده *ফা.*]।

জবাবি, জবাবী—*বি.* উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট, উত্তরকারী (...সন্তর্পণে জবাবির চৌপলের শোলার ছিপিটি ফেল্লেন —কালীসিং)। [জওয়াবী جوابی *আ.*]। **জবাবী তার**— *বি.* উত্তর পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত মাসুল-দেওয়া তার বা টেলিগ্রাম। [— *আ.* + تار *হি.*]।

জবীহুল্লাহ্— *বি.* আল্লাহ্‌র রাহে যে উৎসর্গকৃত, হযরত ইসমাঈল (*আ.*)-এর উপাধি ('জবীহুল্লাহ্' ছেলেরা হোক—নজরুল)। [ذبیح الله *আ.*]।

জবুর, জবুরূদ—*বি.* আসমানী কিতাব যা দাউদ পয়গম্বর (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল (তউরেত ইঞ্জিল আদি জবুরূদ ফোরকান। এসব কিতাবে সাক্ষি দিছে নিরাঞ্জন— সুলতান)। [যবূর زبور *আ.*]।

জবে, জবেহ—দ্র. **জবহ্**।

জব্বার— *বি.* সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। [জব্বার جبّار *আ.*]।

জমজম—*বি.* মক্কার প্রসিদ্ধ পবিত্র কূপ (জমজমের পানি—আকরম)। [যম-যম زمزم *আ.*]। **আব্ জম জম, আবে জমজম**—*বি.* জমজম কূপের পানি, ঐশী পানি (আজো উথলায় আব্ জম্‌জম কাবা শরীফের কাছে —নজরুল; প্রতি পদাঘাতে যার/ আবে জমজম শক্তি উৎস বাহিরায় অনিবার ? —নজরুল)। [আব্ যমযম آبزمزم *আ.*]।

জমরুদ, জমরদ, জমর্‌রুদ, জুমার্‌রত—*বি.* মূল্যবান, সবুজ প্রস্তর বিশেষ, পান্না, emerald (য়্যাকুত, জমরুদ মতি—হেয়াত; পাতা সবুজ জম-রদের—ইমদাদ; জুমার্‌রতের খাঞ্চা সাজায়ে রাণীরে পাঠালো ভেট—আহসান)। [যুমুর্‌রুদ زمرّد *আ.*]। **জমররুদি, জমর্রুদি**—১*বিণ.* জমরুদ পাথর সম্পর্কিত বা খচিত। ২*বিণ.* জমরুদ পাথরের রং বিশিষ্ট (জমর্রুদি পাখা জিব্রিলের—ফররুখ)। [— + ই. *বাং.*]।

জমহূরিয়াত—*বি.* প্রজাতন্ত্র, গণতান্ত্রিক শাসন। [জুমহূরিয়্যাত্ جمهورية *আ.*]।

জমা[১]—১*ক্রি.* সঞ্চিত বা পুঞ্জিত হওয়া (টাকা জমা, মেঘ জমা)। ২*ক্রি.* রাশীকৃত বা স্তূপীকৃত হওয়া (জঞ্জাল জমা)। ৩*ক্রি.* সংহত হওয়া, জমাট হওয়া, ঘনীভূত হওয়া (দই জমা)। ৪*ক্রি.* একত্রিত বা সমবেত হওয়া (লোক জমা)। ৫*ক্রি.* আটকে থাকা। (পানি জমা)। ৬*ক্রি.* আনন্দ-ঘন বা উপভোগ্য হওয়া (নাটক জমা)। ৭*ক্রি.* উপভোগ্য ও সরগরম বা জমজমাট হওয়া (আসর জমা)। ৮*ক্রি.* রক্ত চলাচলের অভাবে বা শীতে অসাড় হওয়া। ৯*বি.*, *বিণ.* উক্ত সকল অর্থে। [জম্‘ جمع *আ.*]।

জমা[২]—১*বি.* পুঁজি, Capital। ২*বি.* আয় বৃদ্ধি (জমা খরচ)। ৩*বি.* সঞ্চয়, সংগ্রহ (কারুন দেখ জমার নেশায় পরিণামে মরলো দুঃখে— মু. শ.)। ৪*বি.* মোট, Total, থোক, সমূহ। ৫*বি.* খাজনা, রাজস্ব, বার্ষিক কর (আমাদের বার্ষিক জমা দশ টাকা)। ৬*বি.* খাজনা করা জমি (তাহাদের সংগে আমাদেরও কিছু জমা আছে)। [জম্‘ جمع *আ.*]। **জমা ওয়াসিল, জমাওয়াশিল** —*বি.* আয়ব্যয়ের হিসাব। [— *আ.* + ওয়াসিল واصل *আ.*]। **জমা-ওয়াসিল বাকি, জমাওয়াশিল বাকি**— *বি.* দেয় খাজনার কত আদায় ও কত বাকী তার হিসাব, লভ্য খাজনার যা আদায় হয়েছে ও যা বাকি আছে তার হিসাব (কাহাকে বলে জমাওয়াশিল বাকি কিছুই বোধ নাই— টেকচাঁদ)। [— + বাক্বী باقی *আ.*]। **জমা-খরচ**—১*বি.* আয়-ব্যয়ের হিসাব। ২*বি.* চলিত হিসাব। [— *আ.* + খরচ خرج *ফা.*]। **জমা খারিজ**— *বি.* এজমালী সম্পত্তির অংশীদারগণ কর্তৃক রাজা বা জমিদারকে পৃথকভাবে খাজনা দেয়ার ব্যবস্থা। [— + খারিজ خارج *আ.*]। **জমা-গুজসতা**—

বি. প্রজার কাছ থেকে প্রাপ্য গত বছরের বাকী খাজনা। [— *আ.* + গুযশ্‌তহ্ گذشته *ফা.*]। **জমা নবিস, জমা নবিশ**— *বি.* জমিদারী সেরেস্তায় জমি ও খাজনার হিসাব রক্ষক কর্মচারী (নায়েব গোমশ্‌তা জমানবিশ... যে পারে সে-ই মোচড় দিয়ে দু'পয়সা আদায় করে নেয় —প্রমথ)। [— *আ.* + নব্‌ীস نویس *ফা.*]। **জমাবন্দি, জমাবন্দী** —১*বি.* প্রজার জমিজমার হিসাবের কাগজ। ২*বি.* খাজনা আদায়ের কাগজ। ৩*বি.* খাজনার হিসাব। [— *আ.* + بندی *ফা.*]।

জমাট—১*বিণ.* ঘনীভূত বা কঠিনতা প্রাপ্ত (জমাট দই)। ২*বিণ.* দৃঢ় বা ঘন সম্বন্ধ (জমাট গাঁথুনি, জমাট বুননি; জমাট জরির বোর্কা গায়— সত্যেন্দ্র)। ৩*বিণ.* নিবিড়, গাঢ়, অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ বা অবিচ্ছেদ্য (জমাট বন্ধুত্ব)। ৪*বিণ.* সংহত বা চাপ-বাঁধা (জমাট বিদ্যুতের মতো সেটি জ্বলছে—এস. ওয়াজেদ)। ৫*বিণ.* উপভোগ্য ও সরগরম (জমাট আড্ডা)। ৬*বিণ.* সুসংহত ও আনন্দদায়ক (জমাট জলসা)। [জুমূদুন جمد–جمود জামাদুন *আ.*]।

জমাত—দ্র. **জমায়েত**।

জমাদার, জমাদ্দার— ১*বি.* ধাঙড়, মেথর, মেথরদের সর্দার। ২*বি.* সৈনিক বিভাগীয় কর্মচারী বিশেষ, সরকারের নিম্নস্থ কর্মচারী। ৩*বি.* সর্দার। ৪*বি.* ছাপাখানার প্রধান যন্ত্র-চালক। ৫*বি.* থানার পুলিশ অফিসার। [জম্‌'দার جمعدار *ফা.*]। স্ত্রী. **জমাদারনী**।

জমান/ জমানো—১*ক্রি.* সঞ্চয়, সংগ্রহ বা পুঞ্জিত করা (টাকা জমানো)। ২*ক্রি.* জড় করা, একত্রিত করা (লোক জমানো)। ৩*বি.* স্তূপ করা, গাদা করা। [জম' جمع আ + *বাং.* আন]।

জমানত—দ্র. **জামানত**।

জমানবিস—দ্র. **জমা**[২]।

জমানা, জামানা—*বি.* যুগ, কাল, সময় (নয়া জমানার উদ্বোধন— ফররুখ ; তার জামানায় আমি খেতে পাই না— বাহার)। [যমানহ্‌ زمانه *আ.*]।

জমাবন্দি—দ্র. **জমা**[২]।

জমায়েত, জমায়েৎ, জমাৎ, জমাত, জমায়ত, জামাত— ১*বি.* জন-সমাবেশ, ভিড়, একত্র মিলন (মোর আল্লার আদেশে তাদেরে ডাক দিই জমায়তে—নজরুল; জমায়েত হয়ে তকবীর হাঁকে—নজরুল; আজকে জামাতে নির্ভয়ে সেযে বসিবে আমার পাশে—জসীম)। ২*বিণ.* সম্মিলিত, একত্র সমবেত (বিশ্বের উত্তপ্ত দাহ আজ বুঝি জমায়েৎ ভিড়—বিষ্ণু)। ৩*বি.* নামাজের জন্য যে-সমাবেশ বা শ্রেণীবদ্ধ লোক (জমাত-শামিল হওরে এশাতে এখনো জমাতে আছে স্থান —নজরুল)। ৪*বি.* সম্প্রদায়, গোষ্ঠী (সুন্নী জমাত)। [জমা'অত جماعت *আ.*]। **জমাত-খানা**— *বি.* যে স্থানে লোক সম-বেত হয় (খোজারা অন্যান্য মুসল-

মানের ন্যায় মসজিদে যান না, তাঁহাদের নিজেদের মসজিদের নাম 'জমাতখানা' বা সম্মেলন গৃহ— মুজতবা)। [— খানহ্ خانہ ফা.]। **জমাতে চাহ্রম, জামাতে চাহারুম** —*বি.* মাদ্রাসা শিক্ষার চতুর্থ শ্রেণী (জামাতে চাহারম পড়িয়াই যখন আব্দুল্লাহ্ মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগে গিয়া ভর্তি হইল —ইমদাদ)। [— চাহারুম چہارم ফা.]। **জামায়েৎ-বস্তু**— *বি.* জন-সমাবেশে শরিক (বহু সংখ্যক লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা, গড়গোয়ালা দেশোয়ালী জমায়েৎবস্তু হইয়াছিল— দীনবন্ধু)। [— *আ.* + বস্তু بست ফা.]।

জমি, জমিন— ১*বি.* ভূমি, মাটি (রক্তধারা প্রবাহিত হইয়া জমিন সিক্ত হইয়া গেল—শিরাজী)। ২*বি.* চাষের উপযোগী ক্ষেত। ৩*বি.* ভূসম্পত্তি, ভূমি সম্পদ। ৪*বি.* বস্ত্রের বুনট (এই শাড়ির জমিনটা খুব ভালো)। ৫*বি.* ভূপৃষ্ঠ, ভূতল (বন্দগী করিবে বান্দা জমিনে ঠুকিয়া— ভারত)। [যমীন زمین ফা.]। **জমিজমা**— ১*বি.* ভূসম্পত্তি। ২*বি.* নিজের ও জমা লওয়া জমি। [— *ফা.* + জম' جمع *আ.*]। **জমি জায়দাদ** —*বি.* যাবতীয় সম্পত্তি (নালিশ ফসাদ করে জমিজায়দাদ সব খুইয়েছে— অচিন্ত্য)। [— + জায়্দাদ جايداد ফা.]। **জমি-জিরাত**—*বি.* চাষের উপযুক্ত জমি, কৃষিক্ষেত, জোত (দলিলের কার-সাজিতেও জমিজিরাত রক্ষে পায়নি —অচিন্ত্য)। [— *ফা.* + যিরা 'অত্ زراعت *আ.*]। **জমিদার**— ১*বি.* জমির মালিক, ভূস্বামী। ২*বি.* জমির মালিক হিসাবে যিনি প্রজার কাছ থেকে খাজনা গ্রহণ করেন। [— *ফা.* + দার دار *ফা.*]। **জমিদারি, জমিদারী** —১*বি.* জমিদারের পদ বা কাজ। ২*বি.* ভূসম্পত্তি, তালুক। ৩*বিণ.* জমিদার বা জমিদারি সংক্রান্ত। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

জম্বুরা—১*বি.* সাঁড়াশি। ২*বি.* ভীমরুল, মৌমাছি, বোলতা। [যম্বূর زنبور *ফা.*]।

জয্বা, জজবা— ১*বি.* ভাবোন্মত্ততা, ভাবাবেগ, ঐশী আবেগ বা অনুভূতি (পীর সাহেবের প্রায়ই জয্বা আসিত —মনসুর; জয্বা ও সলুক খতম করিয়া ফানা ও বাকা লাভে সমর্থ হইয়াছেন —মনসুর ; তাহাদের সকলেরই জজবার ভাব উপস্থিত— নজিবর)। ২*বি.* অনুভূতি। [জয্বহ্ جذبہ *আ.*]।

জয়তুন— *বি.* জলপাই। [যয়্তূন زيتون *আ.*]। **জয়তুনী**— *বিণ.* জয়তুন সম্পর্কিত (কোন জয়তুনী স্মৃতিকথা বহি জাগো অ-শ্রান্ত রজনী-দিন— ফররুখ)। [— *আ.* + ঈ *বাং.*]।

জয়ীফ—দ্র. **জইফ**।

জর, যর—১*বি.* স্বর্ণ। ২*বি.* ধন, বিত্ত, মুদ্রা, money। [যর্ زر *ফা.*]। **জরদার**— *বি.* সোনার ব্যবসায়ী।

[— دار *ফা.*]। **জরকশী**— ১*বি.* জরির কাজ। ২*বিণ.* জরির কাজ করা, জরি-খচিত (জর-কশী পাদুকা পায়, রত্নের কাবাই গায়, ডগমগ অতি দীপ্তি করে— আলাওল)। [زرکشی *ফা.*]। **জরকশী-চীরা** —*বি.* সোনার তার দিয়ে কাজ করা বস্ত্র, কিংখাব। [— چیره *ফা.*]। **জরপেষগী**— *বি.* অগ্রিম দেয় অর্থ, দাদন, বায়না। [— পেশ্‌গী پیشگی *ফা.*]।

জরদ—১*বি.* হলুদবর্ণ, পীতবর্ণ (কত লাল, নীল, জরদ, প্রভাত—ফররুখ)। ২*বি.* জরির কাজ-করা কাপড়। [যর্‌দ্ زرد *ফা.*]।

জরদা, জর্দা, যরদা — ১*বি.* জাফরান বা জাফরানি রং ও কিশমিশাদি মিশানো পীত বর্ণের মিষ্টি পোলাও। ২*বি.* পানের সঙ্গে খাওয়ার সুগন্ধ মসলা- যুক্ত তামাকপাতা চূর্ণ ও সুরভি (প্রত্যহ পান ও যরদা এবং সময় সময় নাশতা খাইতেন— মনসুর)। ৩*বিণ.* হল্‌দে, পীতবর্ণ (জর্দাপরী—সত্যেন্দ্র)। [যর্‌দহ্ زرده *ফা.*]।

জরদোজ—*বি.* জরির কাজ-করা কাপড়। [যর্‌দোয্ زردوز *ফা.*]। **জরদোজি** —কাপড়ে জরির কাজ। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

জরনেগার—*বি.* স্বর্ণখচিত, স্বর্ণমণ্ডিত, সোনালী। [যর্‌নিগার্ زرنگار *ফা.*]।

জরা সা—*বি.,বিণ.* এতটুকু, একটুও (নাই জরা সা ডর —ইজদানী)। [যর্‌রহ্ ذرّہ *আ.* + সা سا *হি.*]।

জরি, জরী —*বি.* সোনালী বা রূপালী তার বা তারজড়িত সুতা (কি কাজ পরিয়া জুতা সে জরিতে বোনা— মোহিত)। [যর্‌রীন زرّین *ফা.*]। **জরি দার**—*বিণ.* জরির কাজ করা, জরিযুক্ত, জরি লাগান। [— دار *ফা.*]।

জরিন্, জরীন— *বিণ.* সোনালী বা রূপালী তার যুক্ত সূতায় কাজ-করা, জরিদার (জরিন হরফে লেখা— নজরুল; কুঞ্জে জরীন ফারসী ফরাশ বিছিয়েছে আজ ফুল-বালারা— নজরুল)। [যর্‌রীন زرّین *ফা.*]। **জরিনগুল, জরীন্‌গুল**—*বি.* সোনালী ফুল (দিনে দিনে উঠলে ফুটে পরীস্থানের জরীন গুল —সত্যেন্দ্র)। [— گل *ফা.*]।

জরিপ, জরীপ—১*বি.* জমির পরিমাপ, survey, ক্ষেত্রমাপ। ২*বি.* করদ জমির পরিমাপক দল, cadastral, surveying party (গ্রামে জরিপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে —বিভূতি)। ৩*বি.* আন্দাজ, অনুমান। [যরীবহ্ ضریبه *আ.*]। **জরিপ-আমিন্**—*বি.* ক্ষেত্র মাপকারী, জমির পরিমাণ স্থির করার কাজে নিযুক্ত কর্মচারী। [— আমীন্ أمین *আ.*]। **জরিপী**—*বি.* জরিপ সম্পর্কিত। [— + ঈ *বাং.*]।

জরিমানা—*বি.* অর্থদণ্ড, fine। [জুর-

মানহ্ جرمانه *ফা.*]।

জরী—দ্র. জরি।

জরীন—দ্র. জরিন্।

জরীপ—দ্র. জরিপ।

জরু, জরূ, জোরু— *বি.* পত্নী, স্ত্রী (দেশে এককালে তাহার জরু-গরু জমি-জেরাত সবই ছিল— পরশু)। [জোরূ جورو *হি.*]। **জরু-জাত, জরূ-জাত**—*বি.* সন্তান, পুত্র-কন্যা (জরুজাত যত আর ভাই-বেরাদর— ঈমান আনিল তার তামাম লস্কর— হামজা)। [— + জাত جات *হি.* অথবা যাত ذات *আ.*]।

জরুর—*ক্রি.,বিণ.* অবশ্য, নিশ্চয়, আল্-বৎ, নিশ্চিতরূপে। [যরূর ضرور *আ.*]। **জরুরি, জরুরী**— ১*বিণ.* অত্যন্ত দরকারী, বিশেষ প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ (জরুরী কথা)। ২*বিণ.* আশু, আশু প্রয়োজনীয়, urgent (জরুরী অবস্থা)। ৩*বিণ.* বাধ্যতা-মূলক (জরুরী তলব)। [যরূরীয়ু ضروری *আ.*]। **জরুরৎ, জরুরত, জরূরিয়ত**—*বি.* প্রয়োজন, আবশ্যক, দরকার। [যরূরত ضرورت *আ.*]।

জরূ—দ্র. **জরু**।

জর্দা—দ্র. **জরদা**।

জল্ওয়া, জলোয়া—*বিণ.* জেল্লা বা ঔজ্জ্বল্য (নুরের জল্ওয়া পীর সাহেবের চক্ষে সহ্য হইত না— মনসুর)। [জল্ওয়াহ্ جلوه *আ.*]।

জল্দি, জলদী—*ক্রি.,বিণ.* শীঘ্র, দ্রুত, সত্বর, অচিরে (এনার বাত মাফিক কাম করলে মোদের মেটির ভিতর জলদি যেতে হবে—টেকচাঁদ)। [জল্দী جلدی *ফা.*]।

জল্সা—১*বি.* আসর, বৈঠক, মজলিস, জটলা বা সমাবেশ, আনন্দ সম্মেলন (ঝিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জলসা রোজ—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* নাচগান প্রভৃতির আসর বা বৈঠক (রঞ্জিত হয় এক পিয়ালায় জলসা-গেহ— ফরিদী)। [জল্সহ্ جلسه *আ.*]।

জলুস্, জুলুস, জৌলুস, জৌলুশ, জৌলুষ— ১*বি.* জেল্লা, ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য (তুমি দিনের জলুস্ করিয়া দিয়াছ ম্লান—মোহিত)। ২*বি.* জাঁকজমক (যদ্দিন আমি আছি, তদ্দিনই সার্কাসের জৌলুস—অচিন্ত্য; সকলেই চায় শক্তির জলুস দেখিয়ে বাহবা পেতে—মোতাহের ; পরিতুষ্ট ভ্রান্ত অহমের অলীক জৌলুষে— ফররুখ)। ৩*বি.* উপবেশন। ৪*বি.* সিংহাসনে উপবেশন উৎসব। [জুলূস্ جلوس *আ.*]।

জলোয়া—দ্র. **জল্ওয়া**।

জল্লাদ—১*বি.* প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত অপ-রাধীর হত্যাকারী বা ঘাতক (জল্লাদ কোথা ? শূল পোঁতে নাই ? — মোহিত; জল্লাদের হাতে মৃত্যুই ছিল লঘুতম প্রাপ্য— ওয়ালী)। ২*বি.* (আল.) নির্মম বা নিষ্ঠুর ব্যক্তি। [জল্লাদ جلّاد *আ.*]।

জশন্—*বি.* উৎসব, আমোদ-আহলাদ

(জশন করেন সবে আনন্দে আরাম —গরীব; 'জশন' বা স্বাধীনতা দিবসের আমোদ আহ্লাদ করার জন্য— মুজতবা)। [জশন্ جشن *ফা.*]।

জশম—দ্র. **জওসম**।

জহ্মত—*বি.* কষ্ট, দুঃখ। [যহ্মত زحمت *আ.*]।

জহর[১]—*বি.* বিষ, গরল (জহর খেলায়া, নবী। মারিবে হাসন— হেয়াত)। [যহ্র زهر *ফা.*]। **জহর আলুদা** —*বিণ.* বিষ মাখান, বিষাক্ত (তার বুকে বিষমাখা তলওয়ার চালিয়ে আর জহর আলুদা তীর হেনেই আমার সুখ— নজরুল)। [— + আলূদহ آلوده *ফা.*]।

জহর[২]—দ্র. **জওহর**।

জহরত—দ্র. **জওহর**।

জহরি, জহরী—দ্র. **জহুরি**।

জহিন, জহীন্—*বি.* মেধাবী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, অত্যন্ত চালাক, সুচতুর (জহীন কিম্বা চালাক বললে আমরা বুঝতে পারি— মাইকেল)। [যিহ্ন্ ذهن *আ.*]।

জহুরা—*বি.* অলৌকিক শক্তি, ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ, মাহাত্ম্য। [যুহূরু ظهور *আ.*]।

জহুরি, জহুরী, জহরি, জহরী—১*বি.* মণিমুক্তাদির ব্যবসা। ২*বি.* যে মণিমুক্তা চিনে ও তার দোষ গুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ৩*বি.* সমঝদার। [জওহরী جوهری *আ.*]।

জাংগাল, জাঙাল, জাঙ্গাল— ১*বি.* বাঁধ, Dam (জাঙাল ভাঙা স্রোত)। ২*বি.* সেতু (বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি কর অপবাদ— মাইকেল)। ৩*বি.* আলি বা আইল, উচ্চ চওড়া পথ (দীঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে দ্বীপের রক্ষী গো—সত্যেন্দ্র)। ৪*বি.* পথ (মছজেদ পুষ্কর্নি দেয় কতেক জাঙ্গাল— আলাওল)। ৫*বি.* পতিত জমি। [দঙ্গল دنگل *হি.*]।

জাঁকান্দানী—*বি.* মৃত্যুকষ্ট। [জান্ جان *ফা.* + কুন্দী كندی *হি.*]।

জাঁদার—*বি.* জাঁদরেল (বেগম সাহেব আজকাল ভারি জাঁদার—মশাররফ)। [জহাঁদার جهاندار *ফা.*]।

জাঁহাপনা, জাহাঁপনা, জাহানপানা —১*বি.* পৃথিবীর আশ্রয়স্থল, প্রভু, Lord। ২*বি.* মহারাজ, রাজাধিরাজ, সম্রাট্, মুসলমান সম্রাটের প্রতি সম্বোধন বিশেষ (কহে জাঁহাপনা সেলামত —ভারত)। [জহান্ পনাহ্ جهان پناه *ফা.*]।

জাঁহাবাজ, জাহাঁবাজ—১ *বিণ.* দুর্দান্ত, দজ্জাল, জবরদস্ত (ঢের ঢের জাহাঁবাজ মেয়ে মানুষ দেখিচি—বিভূতি)। ২*বিণ.* ধড়িবাজ, কূটবুদ্ধি। ৩*বিণ.* বহুদর্শী। [জানবায্ جانباز *ফা.*]।

জাইগীর—দ্র. **জায়গির**।

জাকাত, জকাত, যকাত—*বি.* ইসলাম ধর্মমতে নির্দিষ্ট পরিমাণ এক বছরে সঞ্চিত সম্পদের অবশ্যদেয় চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অংশ (মালের জাকাত দিতে না হইঅ বিমন—

সুলতান; হজে যেতে জাকাত দিতে যিনি বাধা দেননি, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মহাপাপ —মুজতবা)। [যকাত্ زكوة যকাহ্ঁ زكاة আ.]।

জাগা—দ্র. জায়গা।

জাগির—দ্র. জায়গির।

জাঙাল, জাঙ্গাল—দ্র. জাংগাল।

জাছুছ—*বি.* গুপ্তচর (কি সংবাদ জাছুছ তোমার ? — ফররুখ)। [জাসূস جاسوس আ.]।

জাজা, জাযা— *বি.* পুরস্কার, বদলা, শোধ, প্রতিশোধ। [জযা' جزاء আ.]। **জজা-কাল্লাহ্, জাযাকাল্লাহ্**—তোমার কাজের জন্য আল্লাহ্ তোমাকে পুরস্কৃত করুন, ধন্যবাদ। [জযাকাল্লাহ্ جزاك الله আ.]।

জাজিম—১*বি.* ফরাশ, বিছানা, গালিচা ইত্যাদির উপর বিছাবার চাদর বিশেষ (জাজিম ভিজিয়া গেছে—রবীন্দ্র)। ২*বি.* বিছানার তোশকের নীচে পাতবার পুরু গদি বিশেষ, mattress। [জাজিম جاجم ফা.]।

জাড়—১*বি.* শীত, হিম, ঠাণ্ডা (দারুণ দুর্জয় জাড়, নাহি রাখে কিছু সাড়— ঈশ্বর)। ২*বি.* শীতজনিত জড়তা (বুড়াদের ভাঙে নাক জাড়— সত্যেন্দ্র)। [জাড়া جاڑا হি.]।

জাত[১]—১*বি.* বর্ণ, বংশগত বা জন্মগত সামাজিক অধিকার (ছোট জাতের মেয়ে)। ২*বি.* ধর্মগত শ্রেণী বিভাগ, সম্প্রদায়গত শ্রেণীবিভাগ (সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর— নজরুল)। ৩*বি.* শ্রেণী বা প্রকার (দেশী বিলাতি নানা জাতের চারা)। ৪*বিণ.* শ্রেণী-ভুক্ত, গোষ্ঠীভুক্ত বা সগোত্র (ওরা হচ্ছে শয়তানের জাত)। [যাত ذات আ.]।

জাত[২]—*বি.* সমূহ (মেওয়াজাত, দ্রব্য-জাত)। [জাত جات ফা.]।

জাদ, জাদা—*বি.* পুত্র, ছেলে (সেলাম কর বাদশাজাদে— রবীন্দ্র)। [যাদহ্ زاده ফা.]। **জাদী**—*বি.* স্ত্রী. কন্যা (নবাবজাদী)। [যাদী زادی ফা.]।

জাদু, যাদু — ১*বি.* ইন্দ্রজাল, ভেল্কী, মায়া, কুহক (জাদুবিদ্যা)। ২*বি.* বশীকরণ ইত্যাদি, তুক (ওরাই তো তোরে যাদু করিয়াছে —জসীম)। [জাদূ جادو ফা.]। **জাদুকর, যাদুকর, জাদুগর**— ১*বি.* যে জাদু করতে জানে, ঐন্দ্রজালিক, মায়াবী, ভেল্কিবাজ, magician। ২*বি.* বশী-করক। [— গর্ گر ফা.]। **জাদু-করী, যাদুকরী**—১*বিণ.* জাদু করে এমন। ২*বি.* স্ত্রী. মেয়ে জাদু-কর। [— + ঈ *বাং.*]। **জাদুঘর, যাদুঘর**—*বি.* যেখানে পুরাতত্ত্ববিষয়ক ও অন্যান্য বহুপ্রকার অদ্ভুত ও কৌতুহলোদ্দীপক প্রাকৃতিক ও শিল্প বিজ্ঞানজাত বস্তু সংরক্ষিত থাকে, museum। **জাদু বিদ্যা**— ১*বি.* ভোজবিদ্যা, কুহক বিদ্যা, magic। ২*বি.* বশীকরণ বিদ্যা। [— *ফা.* + ঘর, বিদ্যা *বাং.*]।

জান—১*বি.* জীবন, প্রাণ (আমার জান বাবা আপনার হাতে সঁপে দিয়ে

যাননি ?—মুজতবা)। ২*বি.* (সঙ্গীতে) রাগ-রাগিণীর প্রধান সুর। [জান جان *ফা.*]। **জানকবুল**—*অব্য.* প্রাণ দিতেও প্রস্তুত অর্থজ্ঞাপক (সকলেই জান কবুল করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল —বাহার)। [— قبول *আ.*]। **জানমাল**—*বি.* জীবন ও ধনসম্পদ, ধনপ্রাণ (তাহারাই শুধু বকরীদ্ করে জানমাল কোরবানে —নজরুল)। [— مال *ফা.*]। **জানীদুশমন**—১*বি.* হত্যা করতে পারে এমন শত্রু, প্রাণঘাতী শত্রু। ২*বি.* ঘোর শত্রু, প্রবলতম শত্রু। [— دشمن *ফা.*]। **জানী দোস্ত**—*বি.* অন্তরঙ্গ বন্ধু। [— دوست *ফা.*]।

জানাজা, জনাজা—১*বি.* মৃত দেহের সদগতির জন্য দাফন বা কবরস্থ করার আগে যে প্রার্থনা করা বা নামাজ পড়া হয় (মৃতদেহের সদগতি উপাসনা (জানাজা) করাইতে—মশার্‌রফ)। ২*বি.* শবাধার, শবসমেত খাট। ৩*বি.* শবযাত্রা (শারাবি জম্‌শেদি গজল 'জানাজা'য় গাহিও আমার—নজরুল) [জনাযহ্ جنازه *আ.*]।

জানানা, জেনানা— ১*বি.* স্ত্রীলোক, নারী (তার তুল্য স্বাধীন জেনানা আমি আর একটিও দেখিনি—প্রমথ)। ২*বি.* পত্নী। ৩*বি.* অন্তঃপুরিকা, অন্তঃপুরবাসিনী (ঘর হৈতে নিকালিতে পারেনা জানানা—ভারত)। ৪*বি.* অন্তঃপুর, অন্দরমহল। ৫*বি.* অবরোধ, পর্দা। [যনানহ্ زنانه *ফা.*]।

জা'নামাজ, জানামাজ—*বি.* নামাজ পড়ার মাদুর, কার্পেট (জা'নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ছে মাগরেবের—শাহেদ)। [জায়নমায্ جائےنماز *ফা.*]।

জানী দুশমন—দ্র. জান।

জানী দোস্ত—দ্র. জান।

জানেব— *বি.* পক্ষ। [জানিব جانب *আ.*]। **জানেব-দারী**— *বি.* পক্ষপাতিত্ব। [— داری *ফা.*]।

জানোয়ার—১*বি.* জীব, প্রাণী (ইনি কিরূপ জানোয়ার আজ একবার দেখিয়া আসিব—বিদ্যা)। ২*বি.* পশু, জন্তু (দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার—নজরুল)। ৩*বি. বিণ.* কাণ্ডজ্ঞানহীন, মনুষ্যত্বহীন। [জান্‌ওয়ার جانور *ফা.*]।

জান্নাত, জিন্নাত, জিন্নাৎ (অ-প্র.), **জান্নত, জান্নাত**—১*বি.* বেহেশত, স্বর্গ, অমর্ত্যলোক (জিন্নাৎ হতে দেখিব মোদের গোরস্থানের 'পর / প্রেমে আনন্দে পূর্ণ সেথায় উঠেছে নূতন ঘর— নজরুল)। ২*বি.* উদ্যান। ৩*বি.* স্বর্গোদ্যান। [জন্নত جنّت *আ.*]। **জান্নাতী**— *বিণ.* স্বর্গীয়, বেহেশ্‌তী (আনে জান্নাতী নূর— ফররুখ)। [— + ঈ *বাং.*]। **জান্নাতুল বাকী, জান্নাতুল বাকিয়া** (অ-প্র) —১*বি.* মদিনার পুবদিকের সম্মানিত গোরস্থান। ২*বি.* সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ (...প্রথম একটা সুন্দর স্থান হয়ে দাঁড়াত, যাকে জিন্নাতুল বাকিয়া বললেও লোকে তৃপ্ত হতনা

—নজরুল)। [جنّت البـاقى *আ.*]।

জাফরান— *বি.* এক প্রকার ফুলের গাছ, কুঙ্কুম, Saffron (সেদিন জাফ-রানের ফুলে যেন খুন খুশরোজ—নজরুল)। [য'ফ্রান زعفران *আ.*]। **জাফরানি**—*বিণ.* পীত, হলদে (জাফরানি রঙের পরাব পিরান তোর গায় রে— নজরুল)। [— + ই *বাং.*]।

জাফরি—*বি.* বাঁশের বাখারি বা চটা ইত্যাদি দিয়ে বোনা চৌকোণা ছিদ্র-যুক্ত বেড়া বা ঝাঁপ (উঠানটা বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা— বিভূতি)। [জ'ফ্রী جعفرى *আ.*]।

জাবদা, জাবেদা, জাব্দা, জাবিদা—১*বি.* আইন, বিধান, law (জাবদা আপীল; জাব্দা জুজুর ভয় কোরোনা—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* দৈনিক হিসাবের পাকা খাতা (খেরো মোড়া দড়ি-বাঁধা জাব্দা— অবনীন্দ্র)। [যাবিত্বহ্ ضابطه *আ.*]। **জাব্দা আপীল, জাবেদা আপীল**—*বি.* আইনসম্মত পুনর্বিচারের আবেদন, রীতিমত আপীল। [— *আ.* Appeal *ইং.*]। **জাব্দা খাতা, জাবেদা খাতা, জাব্দা খাতা**— *বি.* যে মোটা খাতায় দৈনিক হিসাব লেখা হয়। [— + خط *আ.* + ها *ফা.*]। **জাবদা নকল, জাবেদা নকল**—*বি.* যথা-রীতি অর্থাৎ আদালতের স্বাক্ষর বা মোহর যুক্ত certified copy। [— نقل *আ.*]।

জাবিদা—দ্র. জাবদা।

জাবিন—দ্র. জামিন।

জাবেদা, জাব্দা—দ্র. জাবদা।

জাব্বা-জোব্বা—১*বি.* পোশাক-পরিচ্ছদ, চোগা চাপকান জাতীয় লম্বা ও ঢিলা পোশাক। ২*বিণ.* পোশাকী, বাইরের ভড়ং (জাব্বা-জোব্বা দিয়ে ধোঁকা দিবি আল্লারে, ওরে বোকা—নজরুল)। [জুব্বহ্ جبّه *আ.*; 'জাব্বা' অনুকার শব্দ]।

জাম[১]—*বি.* পেয়ালা, পাত্র (রোমসম্রাট্ শরাবের জাম হাতে থরথর কাঁপে—নজরুল)। [জাম جام *ফা.*]।

জাম[২]—*বি.* মরিচা, জং (আজ হৃদয়ের জামধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও—নজরুল)। [যংগ্ زنگ *ফা.*]।

জামড়া / জামড়ো— ১*বি.* ঘর্ষণের ফলে চামড়ার কাঠিন্য, কড়া। ২*বিণ.* দরকাঁচা। [জামিদ্ جامد *আ.*]।

জামদানী— ১*বি.* বুনিয়া ফুল তোলা মিহি তাঁতের কাপড় বিশেষ। ২*বি.* নক্‌শা-তোলা ধাতু পাত্র। ৩*বিণ.* নকশা-তোলা, ফুল কাটা। [জাম্‌দানী جامدانى *ফা.*]।

জামধর—*বি.* সাঁড়াশি জাতীয় প্রাচীন অস্ত্র বিশেষ (সুপারি কাটার জাঁতির মতো জামধর মোগল ছবিতে দেখেছিলুম—মুজতবা)। [জাম্‌দার جامدار *ফা.*]।

জামরুদ— *বি.* উজ্জ্বল সবুজ রঙের মূল্যবান পাথর বিশেষ, emerald (আজি আল্‌মাস্, গওহর লুটে আনি

জামরুদ লাল—ফররুখ)। [যুমুর্‌রুদ زمرد আ.]।

জামা—বি. সেলাইযুক্ত অঙ্গাবরণ, পরিচ্ছদ, পিরান-কোট-কামিজ ব্লাউজ ইত্যাদি। [জামহ্ جامه ফা.]।

জামাত—দ্র. **জমায়েত**।

জামাত উলা—বি. প্রথম শ্রেণী, সর্বোচ্চ শ্রেণী। [জমা'অত উলা جماعت اولى আ.]।

জামানত, জমানত— ১বি. জামিন-স্বরূপ গচ্ছিত অর্থাদি। ২বি. জামিন, প্রতিভূ, bail। [যমানত্ ضمانة আ.]। **জামানতনামা**—বি. যে পত্রে জামানতের শর্তাদি লেখা থাকে। [— نامه ফা.]।

জামানা—দ্র. **জমানা**।

জামানি—বি. জামিন, প্রতিভূ (অরাজক-পুরে থাকা মাত্র জামানিতে খালাস দিব—মশার্‌রফ)। [যামিন্ ضامن আ.]।

জামাল—বি. রূপ, সৌন্দর্য, সুষমা (তা না হলে কার হবে আর রৌশন এমন জামাল ? —নজরুল)। [জমাল جمال আ.]।

জামিউল্-আজহার— বি. কায়রোতে অবস্থিত বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ব-বিদ্যালয় (জামিউল্ আজ্হারের ছাত্র-বৃন্দ— মুস্তাফিজ)। [আল্‌জামিউ'ল আয্হর الجامع الازهر আ.]।

জামিওয়ার—দ্র. **জামিয়ার**।

জামিন, জাবিন (অ. প্র.) — ১বি. জামানত, প্রতিভূ, অপরের জন্য দায়ী, bail, security (আসামীর জামিন লওয়া যাইতে পারে)। ২বি. অঙ্গীকার পালন না করলে যে গচ্ছিত টাকা কাটা যায়। [যামিন্ ضامن আ.]।

জামিনদার, জাবিনদার (অ.প্র.)—বি. যে অপরের জন্য জামিন হয়, প্রতিভূ। [— دار ফা.]। **জামিন-দারি, জাবিনদারি**— বি. জামিন দেওয়া, মুচলেকা দেওয়া। **জামিন-নামা, জাবিন নামা**—বি. যে পত্রে জামিন হওয়া বা দেওয়ার শর্তাদি লেখা থাকে, মুচলেকা। [— نامه ফা.]। **জামানি, জামিনী, জাবানি**—বি. আমানত (তাহার পাঁচশত টাকার জামিনী হইয়াছে— মশার্‌রফ)। [— আ. + ই, ঈ (ى) ফা.]।

জামিয়ার, জামীয়ার, জামেয়ার, জামিওয়ার—বি. ফুল তোলা অত্যন্ত মূল্যবান কাশ্মীরী শাল বিশেষ (একটি দামী পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন— রবীন্দ্র)। [জামহ্‌ওয়ার جامهوار ফা.]।

জামে মসজিদ—বি. বড় মসজিদ, যে মসজিদে শুক্রবারে জামাতে নামাজ হয়। [জামি' + মসজিদ جامع مسجد আ.]।

জায়—১বি. ফর্দ, তালিকা, তফসিল। ২বি. হিসাবের লিখিত বিস্তৃত বিবরণ, বিস্তৃত হিসাব। ৩বি. বিনিময় (টাকার জায়ে জিনিস দিতে হইবে)। [জায় جائے ফা.]। **জায়বাকী**,

বাকীজায়—*বি.* যে টাকা পাওয়ার বাকি আছে, তার তালিকা। [—*ফা.* + বাক্বী باقی *আ.*]। **জায়সুদী**—*বিণ.* ঋণের সুদ স্বরূপ জমির ফসল দিতে হয় এমন। [—*ফা.* সূদ سود *ফা.* + ঈ *বাং.*]।

জায়গা, জাগা— ১*বি.* স্থান, ঠাঁই, (তিলধারণের জায়গা নাই)। ২*বি.* সম্পত্তি, জমি। ৩*বি.* অবস্থা, সুযোগ, ক্ষেত্র (জায়গা বুঝে কথা বলা উচিত)। ৪*বি.* আধার, পাত্র (চিনি রাখার জায়গা দাও)। ৫*বি.* বদল, পরিবর্ত (রহিমের জায়গায় করিম)। ৬*বি.* আশ্রয় (সমাজে সন্ত্রাসীদের জায়গা নেই)। ৭*বি.* আবাস, বাস (সুন্দরবন বাঘের জায়গা)। [জায়িগাহ্ جایگاه *ফা.*]।

জায়গির, জায়গীর, জাইগীর, জাগির, জাগীর—১*বি.* কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ বাদশাহ থেকে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি (সুকর্মের ফলে পেত কত পুরস্কার নিষ্কর জাগির —কায়কোবাদ)। ২*বি.* বিনা খরচে কোন পরিবারে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা (সরকার বাড়িতেও দুইজনের জায়গির আছে— মনসুর)। [জাগীর جاگیر *ফা.*]। **জায়গিরদার, জায়গীরদার, জাইগীরদার, জাগিরদার** —১*বি.* জায়গিরের মালিক, জায়গির ভোগকারী। ২*বিণ.* যাকে জায়গীর দেয়া হয়েছে, যে জায়গীর পেয়েছে। [— دار *ফা.*]। **জায়গিরদারি, জায়গীরদারি, জাইগীরদারি, জাগিরদারী**—*বি.* জায়গীরের ভোগদখল। [জাগীরদারী جاگیرداری *ফা.*]।

জায়নামাজ—*বি.* নামাজের পাটি, মছল্লা (সিজদা করে জায়নামাজে ফেলরে চোখের পানি—নজরুল)। [জায়নমায جائےنماز *ফা.*]।

জায়বদলি, জায়বদলী— *বি.* বদলি, পরিবর্ত (জায়বদলি বা exchange স্বরূপ তাঁর সহোদরার পাণি পীড়ন করলে--নজরুল)। [জায় جائے *ফা.* + বদল بدل *আ.* + ঈ *বাং.*]।

জায়বেজায় — *বিণ.* ন্যায় অন্যায়, ভালমন্দ, যা বলা যায় ও যা বলা যায়না সবই, যা খুশি তাই, যাচ্ছে তাই (জায়বেজায় গালিগালাজ)। [জায়বেজায় جائے بیجائے *ফা.*]।

জায়েকাদার—*বিণ.* সুস্বাদু। [যা'ইক্বহ্ ذائقه *আ.* + দার دار *ফা.*]।

জায়েজ— *বিণ.* সিদ্ধ, আইন সঙ্গত, উপযুক্ত, প্রচলিত। [জা'ইয্ جائز *আ.*]।

জারজার—দ্র. **জারেজার**।

জারা—দ্র. **জেরা**৩।

জারি১**, জারী**—১*বি.* প্রর্বতন, প্রচলন, কার্যকর, প্রয়োগ (প্রাতঃকালে জারি হবে নূতন আইন)। ২*বি.* প্রচার, রাষ্ট্র, জাহির, জাঁক (তিনি যতই জারি করেন, লেখাপড়ায় কিন্তু তত দখল নাই; এক ফরমান জারি করিল—মুস্তাফিজ)। ৩*বি.* দম্ভ, দর্প, বড়াই (কিসের জারি করিয়া বেড়ায় সে ?)।

৪*বিণ.* প্রবর্তিত, প্রচলিত, কার্যকর (মনুর শাস্ত্র শুধ্‌রে দিয়ে নূতন বিধি করবো জারি— রবীন্দ্র)। [জারিয়ু جارى *আ.*]।

জারি[২]— ১*বি.* দুঃখ, কান্না, শোক ইত্যাদি। ২*বি.* কারবালার শোকাবহ ঘটনা মূলক গাথা, শোকগীতি। [যারী زارى *ফা.*]।

জারী—দ্র. **জারি**[১]।

জারে জার, জারজার—১*ক্রি. বিণ.* দরবিগলিত ধারায়, একান্ত কাতরে, বিলাপে, খেদে (কান্দে জার জার)। ২*বিণ.* জরজর বা জীর্ণ, একান্ত কাতর (কান্দিতে লাগিল দুহে হয়া জারে জার—হেয়াত)। [যার্‌যার্ زار زار *ফা.*]।

জার্‌রা—দ্র. **জেরা**[৩]।

জাল— ১*বিণ.* কৃত্রিম, মেকি (জাল টাকা)। ২*বি.* ঠকানোর জন্য অনুকরণ (দলিল জাল করা)। ৩*বিণ.* ছদ্মবেশী, কপট (জাল দরবেশ)। [জ'ল جعل *আ.*]। **জালবাজ**—*বিণ.* কপটতায় পটু বা ছলময়, জালিয়াৎ, জুয়াচোর (সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ—কালী সিং)। [— বায্ باز *ফা.*]। **জালসাজ**—*বি.,বিণ.* জালিয়াৎ, জালকারক, forger (আপনি আমাদের চোর বলেছেন, ডাকাত বলেছেন, জালসাজ বলেছেন—দীনবন্ধু)। [— সায্ ساز *ফা.*]। **জালসাজি, জালসাযী** —*বি.* জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, forgery। [— *আ.* সাযী سازى *ফা.*]।

জালবাজ, জালসাজ, জালসাজি, জালসাযী—দ্র. **জাল**।

জালিম, জালেম—১*বিণ.* জুলুমকারী, অত্যাচারী, উৎপীড়ক (তার কঙ্কাল বিছায়ে জালিম মাপে মিনারের পথ—ফররুখ; জালিমে জুলুম কৈলে করিব সবর—আলাওল)। ২*বি.* অত্যাচারী ব্যক্তি, জুলুমকারী ব্যক্তি। [যালিম ظالم *আ.*]।

জালিয়াত, জালিয়াৎ— ১*বি. বিণ.* জালকারক, মেকি দ্রব্য প্রস্তুত কারক বা কৃত্রিম খৎ বা দলিলাদি রচয়িতা। ২*বি.,বিণ.* ধোঁকাবাজ, প্রবঞ্চক, ঠক। [জ'লীয়ত جعلية *আ.*]। **জালিয়াতি**—১*বি.* প্রবঞ্চনা, ধোঁকাবাজী। ২*বি.* জালিয়াতের কাজ। ৩*বি.* মেকি জিনিস প্রস্তুত করণ, জাল করণ। [— + ই. *বাং.*]।

জালেম—দ্র. **জালিম**।

জাশু—দ্র. **জাসু**।

জাসু, জাশু, জাসুস—১*বিণ.* অগ্রগণ্য, চাঁই (আপনি কৃপণের জাসু—মনোজ)। ২*বিণ.* ধূর্ত, ধড়িবাজ, চতুর। ৩*বিণ.* ঝানু, ঘাগী। ৪*বি.* গোয়েন্দা, গুপ্তচর (জাসুস ভেজিয়া দিল লইতে খবর—হামজা)। [জাসূস جاسوس *আ.*]।

জাস্তি — ১*বি.* আধিক্য, অতিরিক্ত পরিমাণ। ২*বিণ.* বেশী, প্রচুর, অধিক। [যাইদ্ زيد *আ.*; যিয়াদতী زيادتى *ফা.*]।

জাহাঁপনা—দ্র. **জাঁহাপনা**।

জাহাঁবাজ—দ্র. **জাঁহাবাজ**।

জাহাজ—*বি.* বৃহৎ জলযান, অর্ণবপোত, স্টীমার। [জহায্ جهاز *আ.*]। **জাহাজী**—১*বিণ.* জাহাজ সম্বন্ধীয়। ২*বিণ.* জাহাজযোগে আগত, জাহাজে আনীত, যা জাহাজে চালান আসে (জাহাজী নারিকেল)। ৩*বি.* যে জাহাজে কাজ করে, জাহাজের শ্রমিক কর্মচারী ইত্যাদি। [জহাযী جهازی *আ.*]।

জাহান—*বি.* দুনিয়া, বিশ্ব জগত (ও-নাম মাখা তামাম জাহান —নজরুল)। [জহান্ جهان *ফা.*]।

জাহান্‌দার, জাহান্দার— *বি.* দুনিয়ার মালিক। [জহান্‌দার جهاندار *ফা.*]।

জাহানপানা—দ্র. জাঁহাপনা।

জাহান্নম—দ্র. জাহান্নাম।

জাহান্নাম, জাহান্নম— *বি.* নরক, দোজখ (তাহাকে জাহান্নম নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি— রবীন্দ্র)। [জহন্নমু جهنّم *আ.*]। **জাহান্নামী**—১*বি.,বিণ.* নারকী, দোজখী (তুই ত আজই প্রথম জাহান্নামী হইলি—মশাররফ)। ২*বি.-বিণ.* পাপী, অনাচারী। [জহন্নমীয়ু جهنّمی *আ.*]।

জাহালত—দ্র. জাহেলাত।

জাহিদ—*বি.* কঠোর সংযমী, ত্যাগী পুরুষ, দরবেশ, ভোগ বিলাসহীন অনাড়ম্বর ব্যক্তি (জাহিদের স্বর্গ সিদ্ধি—আলাওল)। [যাহিদু زاهد *আ.*]।

জাহির, জাহের, জাহেরী— ১*বিণ.* প্রকাশিত, স্পষ্ট (শহরের উপদ্রব করিল জাহির—ভারত; নবীর জাহেরী ছুন্নতগুলি লইয়া মারামারি—আকরম)। ২*বি.* প্রচার, রাষ্ট্র, প্রকাশ (আমার নাম জাহির হবে—রবীন্দ্র)। ৩*বিণ.* ব্যাপ্ত, বিঘোষিত (আমার কাগজের নাম দেশ বিদেশে জাহির হয়েছে— দীন বন্ধু)। ৪*বি.,বিণ.* প্রদর্শন বা প্রকটন (বিদ্যা জাহির করা)। [যাহিরু ظاهر *আ.* যাহিরিয়ু ظاهری *আ.*]। **জাহিরা, জাহেরা**—*বিণ.* বাহিরের, ব্যাহ্যিক (জাহেরা দুনিয়া)। [— + আ *বাং.*]।

জাহিল, জাহেল, যাহিল—*বি.,বিণ.* অজ্ঞ, মূর্খ, নির্বোধ, অশিক্ষিত ব্যক্তি (জাহিলের নিকটে না যাও কদাচিত—আলাওল)। [জাহিল جاهل *আ.*] **জাহিলিয়া, জাহেলিয়াত** — *বি.* মূর্খতা, অন্ধকার যুগ; আরবে ইসলাম প্রচারের আগের যুগ। [জাহিলিয়্যাত جاهلية *আ.*]। **জাহিলী**—১*বি.* অজ্ঞ, অসভ্য, বর্বর ব্যক্তি। ২*বি.* অজ্ঞতা, বর্বরতা। [— + ঈ ی *ফা.*]।

জাহেলাত, জাহালত—*বি.* অজ্ঞানতা, মূর্খতা (জাহালতে আঁধার মোদের কাটছে নাক' আর— মোস্তফা)। [জিহালত্ جهالة *আ.*]।

জাহের, জাহেরী—দ্র. জাহির।

জাহেল—দ্র. জাহিল।

জি, জী—১*বি.* জীবন, প্রাণ। ২*বি.* মন, চিত্ত (জী চায়না)। [জী جی *হি.*]।

জিকির, জিকীর, জিগির, জিগীর, জেকের—১*বি.* আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ বা জপ (গাজী মাদার

হেঁকেছে জিকীর—জসীম; আল্লার নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে—নজরুল)। ২*বি.* রব, উচ্চ-ধ্বনি, স্লোগান। ৩*বি.* বিশেষ জোর, emphasis। ৪*বি.* ধুয়া, একই বক্তব্যের বার বার উচ্চারণ। ৫*বি.* প্রচার। ৬*বি.* জয়োল্লাস, জয়ধ্বনি। ৭*বি.* শোরগোল, হৈচে। [যিক্‌রাতুন ذكرة *আ.*]।

জিগর, যিগর— ১*বি.* যকৃৎ, কলিজা, হৃৎপিণ্ড, প্রাণ (তৈয়ার হয়ে হর্দম ভাই ফাড়তে যিগর শত্রুদের—নজরুল)। ২*বি.* পারমার্থ গান। ৩*বি.* সাহস, বুকের পাটা। [জিগর্ جگر *ফা.*]। **জিগর পস্তানি, জিগর পস্তানী**—*বিণ.* কলিজা-ফাটা, হৃদয় বিদারক (এ কোন্ জিগর পস্তানী সুর—নজরুল)। [—পস্‌ত پست *ফা.* + আনি, আনী *বাং.* প্র.]।

জিগির, জিগীর—দ্র. জিকির।

জিজিয়া, জিয্‌য়া—*বি.* মুসলিম রাষ্ট্রে সামরিক কাজের বদলে অমুসলমানদের কাছ থেকে গৃহীত এক প্রকার কর, ভূমিকর (খাইবারের এহুদীদিগকে জিয্‌য়া কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন—আকরম)। [জিয্‌ইয়াহ্ جزية *আ.*]।

জিঞ্জির, জিঞ্জীর, জিঞ্জিঁর— ১*বি.* শিকল, শৃঙ্খল (উদ্‌মো ষাঁড়কে জিঞ্জিঁর বা দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলে —নজরুল)। ২*বি.* (আল.) গ্রন্থি বা বন্ধন (হৃদয়ের জিঞ্জির দিয়ে —মুজতবা)। ৩*বি.* কয়েদ, জেল (জিঞ্জির হইতে ফিরিয়া আসলে —টেকচাঁদ)। [যন্‌জীর زنجير *ফা.*]।

জিদ, জেদ, যিদ—১*বি.* গোঁ, ঝোঁক, একগুঁয়েমি (তার জিদ পড়েছে সেখানে আমাদের নিয়ে যাবেই—কেদার)। ২*বি.* রাগ, ক্রোধ (আমার যিদ হইয়াছিল—মনসুর; সকল যুদ্ধ সকল জেদ—সত্যেন্দ্র)। [যিদ্‌ ضدّ *আ.*]। **জিদি, জেদী, জিদ্দি, যিদ্দি** —*বিণ.* একগুঁয়ে, এক রোখা (তার দাদার জেদী মেজাজের—রবীন্দ্র)। [যিদ্দী ضدّى *আ.*]।

জিদালো, জেদালো—*বিণ.* একরোখা, একগুঁয়ে (নেলি যে রকম জেদালো মেয়ে— রবীন্দ্র)। [যিদ্‌ ضدّ + আলো *বাং.*]।

জিদাজিদি, জেদাজেদি–১*বি.* পরস্পর জিদ প্রকাশ। ২*বি.* বারবার জিদ প্রকাশ। [দ্বিরুক্ত শব্দ 'যিদ্' শব্দজাত]

জিন[১]—*বি.* অদৃশ্য দেহধারী আগুনের তৈরী জীব বিশেষ (তিনি জিন ছাড়াইতে পারিতেন—মনসুর)। [জিন্ন্ جنّ *আ.*]।

জিন[২], **জীন**—*বি.* ঘোড়ার পিঠে পেতে বসার চামড়ার গদি, saddle (... এল দুলদুল পৃষ্ঠে শূন্য জিন—নজরুল)। [যীন্ زين *ফা.*]।

জিনা—দ্র. জেনা।

জিনিস, জিনিষ—১*বি.* বস্তু, পদার্থ, দ্রব্য। ২*বি.* সার বস্তু (ইহাতে জিনিস বলিতে কিছুই নাই)। ৩*বি.* মূল্যবান বা সারগর্ভ বস্তু (জিনিস একখানা)।

৪*বি.* আসবাবাদি, গৃহসামগ্রী বা সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (জিনিস তো করেছ ঢের)। ৫*বি.* বিষয় (সব জিনিসে মাথা গলান)। ৬*বি.* ব্যাপার (বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি কি এক জিনিস ?)। [জিন্‌স্ جنس *আ.*]।

জিন্দা, জেন্দা—১*বিণ.* জীবিত, জীবন্ত (মুর্দ্দা কোথা কথা কয় জেন্দা লোকের সাথ— হামজা; খালেদ! খালেদ! জিন্দা হয়েছে আবার হিন্দা বুড়ি —নজরুল)। ২*বিণ.* জাগ্রত বা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন। [যিন্দহ্ زنده *ফা.*]। **জিন্দাপীর, জেন্দা-পীর** —১*বি.* জীবিত পীর। ২*বি.* অলৌকিক সম্পন্ন সাধুপুরুষ, সিদ্ধ পুরুষ (আলমগীর জিন্দাপীর, নহে মিথ্যা নহে— ইমদাদ)। [— *ফা.* + পীর پیر *ফা.*]। **জিন্দাবাদ**— *অব্য.* দীর্ঘজীবী হোক বা অমর হোক এই কামনা সূচক ধ্বনি। [যিন্দহ্‌বাদ زنده باد *ফা.*]।

জিন্দান, জেন্দান— ১*বি.* কারাগার, জেলখানা (রাত্রির জিন্দান থেকে মুক্ত সূর্য দেখেছি— ফররুখ)। ২*বি.* বন্ধন। [যিন্দান زندان *ফা.*]। **জিন্দানখানা**—*বি.* জেলখানা, কারা-গার, বন্দীশালা (কাটিল জিন্দেগী বৃথাই দুনিয়ার জিন্দান খানায়— নজরুল)। [— *ফা.* + খানহ্ خانه *ফা.*]।

জিন্দিগি, জিন্দেগি, জিন্দেগী, জেন্দেগি, জেন্দেগী, জেন্দাগী— ১*বি.* জীবিতকাল, আয়ুষ্কাল (জিন্দেগি ভর্ তারি মালা পরবো আমার গলে— নজরুল)। ২*বি.* আয়ু, জীবন, প্রাণ (জেন্দেগী থাকিলে ফের হবে মোলাকাত—হামজা)। [যিন্দগী زندگی *ফা.*]।

জিন্দেগানি, জেন্দাগানী—*বি.* জীবন, জীবৎকাল, আয়ুষ্কাল (আল্লার বান্দার কাজে যে দিয়েছে জিন্দেগানি— ফররুখ)। [যিন্দগানী زندگانی *ফা.*]।

জিন্নাত, জিন্নাৎ— দ্র. **জান্নাত**।

জিবরাইল, জিবরাঈল, জিবরীল— *বি.* স্বর্গীয় দূত, যিনি আল্লাহ্‌র কাছ হ'তে নবী-রসুলগণের কাছে ওহি পৌঁছান। [জিব্‌রা'ঈল جبرائیل *আ.*]।

জিম্বা—দ্র. **জিম্মা**।

জিম্মা, জেম্মা, জিম্বা—১*বি.* হেফাজত, তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ, দায়িত্ব (বাক্সটি দারোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া—সুকুমার; আসামী আমার জিম্বায় আছে— মশাররফ)। ২*বি.* আয়ত্ত, অধিকার। ৩*বিণ.* গচ্ছিত, ন্যস্ত। [যিম্মহ্ ذمّه *আ.*]। **জিম্মাদার**—*বি.* যার নিকট কোন জিনিস গচ্ছিত রাখা যায় বা যার দায়িত্বে কোন বস্তু রক্ষিত থাকে। [— দার دار *ফা.*]। **জিম্মাদারি**— *বি.* রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব (আফ-গানিস্তানের বাইরে নিয়ে যাবার জিম্মাদারি— মুজতবা)। [— দারী داری *ফা.*]।

জিম্মী—*বি.* মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম

নাগরিক, যাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বা দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে (ঐ সকল অমুসলমান জিম্মী প্রজার উপর যাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি—বাহার)। [যিম্মী ذمّی *আ.*]।

জিয্‌য়া—দ্র. **জিজিয়া**।

জিয়াদতী—*বি.* বৃদ্ধি, প্রাচুর্য, আধিক্য। [যিয়াদত زیادة *আ.* + ঈ (ی) *ফা.*]।

জিয়াদা—দ্র. **জেয়াদা**।

জিয়ে—*বি.* জীবিত (রোজ কিয়ামতে তাজা উঠবো জিয়ে—নজরুল)। [জী جی *হি.* + এ>য়ে *বাং.* প্র.]।

জিয়াফত—দ্র. **জেয়াফত**।

জিয়ারত—দ্র. **জেয়ারত**।

জিরাত, জেরাত, জিরাৎ — ১*বি.* চাষাবাদ (তাহার জরু, গরু, জমি-জেরাত সবই ছিল—পরশু)। ২*বি.* চাষের বা বাসের জমি। [যিরা'অত زراعت *আ.*]। **জিরাতী**— *বিণ.* চাষের যোগ্য, কর্ষণীয়। **জিরাতী-জমি**—*বি.* চাষযোগ্য জমি। [—*আ.* + ঈ *বাং.* প্র. + যমীন زمین *ফা.*]।

জিল্‌দ, জেল্‌দ—১*বি.* পুস্তকের খণ্ড যা একসঙ্গে সেলাই করা হয়। ২*বি.* পুস্তকের চামড়ার বাঁধাই বা মলাট। ৩*টি.* চামড়া। [জিল্‌দ جلد *আ.*]। **জিল্‌দ্‌গর, জেল্‌দ্‌গর**—*বি.* যারা বই বাঁধে, বাঁধাইকর, দপ্তরী (জেল্‌দ্‌গর ও দপ্তরী নিযুক্ত আছে)। [— + গর گر *ফা.*]।

জিলা, জেলা—*বি.* একাধিক মহকুমার সমষ্টি প্রদেশের অংশ বিশেষ। [যিল' ضلع *আ.*]।

জিলাপি / জিলিপি — *বি.* প্যাঁচযুক্ত কুণ্ডলাকার মিষ্টি বিশেষ। [যিলীবী جلیبی *হি.*]।

জিল্লত, জিল্লতী—দ্র. **জেল্লৎ**।

জিল্লা—দ্র. **জেল্লা**।

জিহাদ—দ্র. **জেহাদ**।

জ্বিহাদ, জ্বিহাদী—দ্র. **জেহাদ**।

জুজ—*বি.* বইয়ের ফর্মা বা খণ্ড। [জুয্‌ جز *আ.*]। **জুজদান**--*বি.* যে কাপড়ে গ্রন্থাদি জড়িয়ে রাখা হয় (মুলতবি আজ সাকি ও শরাব দীওয়ান-ই-হাফিজ জুজ্‌দানে— নজরুল)। [— + দান دان *ফা.*]। **জুজবন্দী**—১*বি.* বই বাঁধনের কাজ। ২*বিণ.* ফর্মা, ফর্মা সেলাই ক'রে বাঁধান। [— + বন্দী بندی *ফা.*]।

জুড়ি, জুড়ী—১*বি.* সমান সমান দুটিতে জোট বা জোড় (জুড়ি বাঁধা)। ২*বি.* সমান দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বস্তু (ইহার জুড়ি মেলা ভার)। ৩*বি.* দোসর, সাথী। ৪*বি.* দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ি (জুড়ি হাঁকান)। ৫*বি.* যাত্রার গায়ক যুগল। ৬*বি.* সেতারের দুটি বিশেষ তার (জুড়ির তার)। ৭*বিণ.* যে গাড়ী দুই ঘোড়ায় টানে (জুড়ি গাড়ি)। ৮*বিণ.* সমকক্ষ (জুড়ি লোক)। [জোড়ী جوڑی *হি.*]। **জুড়িদার**—১*বি.* সহযোগী, সঙ্গী। ২*বি.* সমকক্ষ, সমতুল্য। [— দার دار *ফা.*]।

জুতা/ জুতো, জুতি, জুত—*বি.* চর্ম-পাদুকা, পায়ে পরার চর্মনির্মিত

আবরণ (বলেই চালাল চটপট জুতি —নজরুল)। [জূতা جوتا জূতী جوتی হি.]।

জুদা—*বিণ.* পৃথক, ভিন্ন, আলাদা। [জুদা جدا *ফা.*]। **জুদাই**—*বি.* বিরহ, বিচ্ছেদ, পার্থক্য। [জুদাঈ' جدائی *ফা.*]।

জুব্বা—দ্র. **জোব্বা**।

জুম—১*বি.* অত্যাচার, জুলুম, জবরদস্তি (বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম—ভারত)। ২*বি.* স্পর্ধা। [যুল্‌ম্ ظلم *আ.*]।

জুমলা—*বি.* সমস্তটা, মোট, একুন। [জুম্‌লাহ্ جمله *আ.*]।

জুমার্‌রত—দ্র. **জমরুদ**।

জুম্মা, জুমা — ১*বি.* শুক্রবার দিন জোহরের সময় সম্মিলিত নামাজ। ২*বি.* শুক্রবার (শুক্রবার আজ, বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মা যার—নজরুল)। [জুম্‌আ' جمع *আ.*]। **জুম্মাবার, জুমাবার**—*বি.* শুক্রবার (আগামী জুম্মাবারে জয়নাল দ্বারা মহারাজের নামে খোৎবা পাঠ করাইব —মশার্‌রফ)। [— বার *সং.*]। **জুম্মা মস্‌জিদ, জুমা মস্‌জিদ**—১*বি.* যে বৃহৎ মসজিদে শুক্রবারের নামাজ ও খোৎবা পাঠ করা হয়। ২*বি.* দিল্লীর বিখ্যাত মসজিদ। [— مسجد *আ.*]।

জুলজেনা—*বি.* দুলদুল অশ্বের উপাধি বিশেষ (তাহা দেখি হাসে মনে আলীর কুমার, জুলজেনা টিপিয়া যায় তাহার মাঝার—হেয়াত)। [যূল্‌জনাহ্ ذوالجناح *আ.*]।

জুলপি—দ্র. **জুল্‌ফ্**।

জুল্‌ফ্, জুলফি, জুলপি—১*বি.* কানের পাশ থেকে গালের কিছুদূর পর্যন্ত রাখা দাড়ি। ২*বি.* গণ্ডদেশের উপর এলিয়ে পড়া চুল, চূর্ণ-কুন্তল বা কানঝাপটা (কালো কস্তুরী জুল্‌ফি যে তার— মোহিত)। [যুল্‌ফ্ زلف *ফা.*]। **জুল্‌ফ্‌ওয়ালী**— *বিণ.,বি.* স্ত্রী. চূর্ণ-কুন্তলের অধিকারিণী বা কান ঝাপটা-ধারিণী (শা'জাদী জুল্‌ফ্-ওয়ালী —নজরুল)। [যুল্‌ফ্‌ওয়ালী زلفوالی *ফা.* + উ.]।

জুলফিকার, জুল্‌ফিকার, জুলফেকার, জুলফিকার—*বি.* হযরত আলির তলোয়ার (নাহি সে হজরত আলী, জুল্‌ফিকার নাহি—নজরুল; জুলফে-কার খাণ্ডা নিল কোমরে বাঁন্দিয়া —হেয়াত)। [যূলফক্কার ذوالفقار *আ.*]।

জুলম—দ্র. **জুলুম**।

জুলমাত, জুলমাৎ, জূলমাত— ১*বি.* অত্যাচার, উৎপীড়ন (অন্ধকার দুনিয়াতে আজ জুলমাত ভারি—মোস্তফা)। ২*বি.* অন্ধকার (একাকী রাতের ম্লান জুলমাত হেরি—ফররুখ)। [যুল্‌মত ظلمة *আ.*]।

জুলাপ—দ্র. **জোলাপ**।

জুলুম, জুলম — ১*বি.* অত্যাচার, উৎপীড়ন (জালিমে জুলুম কৈলে করিব সবর—আলাওল)। ২*বি.* জবরদস্তি, জোরাজুরি (নিষেধ কোরানে বিধর্মী 'পরে করিতে কোনো জুলুম—নজরুল)। [যুল্‌ম্ ظلم *আ.*]।

জুলুম-জবর—*বিণ.* জোর জবরদস্তি ও অত্যাচারে দক্ষ, প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী (কিংবা যেমন জমিদারের জুলুম-জবর আমলা নায়েব খল্—সত্যেন্দ্র)। [— যবর زبر *আ.*]। **জুলুমবাজ**—*বিণ.* অত্যাচারী, দুর্দান্ত। [— বায্ باز *ফা.*]। *বি.* **জুলুম-বাজী**।

জুলুস্—দ্র. জলুস।

জুলমাত—দ্র. জুলমাত।

জেওর, জেঅর—১*বি.* গহনা, অলংকার (কিকি জেওর আনিছরে দামাদ বিবির লাগিয়া—হারামণি)। ২*বি.* বেশভূষা বা সাজ পোশাক (সিপা'সালারের সকল জেওর খুলিয়া ফেলিলে তুমি —নজরুল)। [যেওর زیور *ফা.*]। **জেওরাত**—*বি.* অলঙ্কারাদি, বেশ-ভূষা। [زیورات *ফা.*]।

জেকের—দ্র. জিকির।

জেতুনি—দ্র. জৈতুন।

জেদ, জেদী—দ্র. জিদ।

জেনা, জিনা—*বি.* আইনসংগত বিবাহ ব্যতীত নারীসঙ্গম, ব্যভিচার। [যিনা–উন زناء, যিনা زنی *আ.*]। **জেনাকার**—*বিণ.* আইনসংগত বিবাহ ব্যতীত নারী সঙ্গমকারী, ব্যভিচারী। স্ত্রী ও পুং। [— كار *ফা.*]। **জেনা-কারি, জেনাকারী**—*বি.* ব্যভিচার, আইনসংগত বিবাহ ব্যতীত নারী সঙ্গম (না করিব জেনাকারি কহিনু নিদান— গরীব)। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

জেনানা—দ্র. জানানা।

জেন্দ—১*বি.* প্রাচীন পারস্যের ভাষা। ২*বি.* জরথুস্ত্রকৃত ধর্মশাস্ত্র আবেস্তার ভাষা (আবেস্তার কতগুলি অংশের ব্যাখ্যা ... জেন্দ ভাষায় লিখিত—আকরম)। [زند *ফা.*]। **জেন্দা-বেস্তা, জেন্দআবেস্তা**—*বি.* পারসীক-দিগের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা ও তার ভাষ্য জেন্দ)। [— اوست *ফা.*]।

জেন্দা—দ্র. জিন্দা।

জেন্দাগানী—দ্র. জিন্দেগানি।

জেন্দাগি—দ্র. জিন্দিগি।

জেন্দেগি, জেন্দেগী—দ্র. জিন্দিগি।

জেন্দান—দ্র. জিন্দান।

জেব—১*বি.* পকেট (জামার জেবেতে মাটি রাখিল যতনে—হেয়াত)। ২*বি.* টাকাপয়সা রাখার ছোট থলি। [জয়্ব্ جيب *আ.*]।

জেম্মা—দ্র. জিম্মা।

জেয়াদা, জিয়াদা — ১*বিণ.* বেশি, অধিক। ২*বিণ.* প্রচুর, ঢের, পর্যাপ্ত (সহজ মেহনতে মিলে জেয়াদা মুজুরি —হামজা)। ৩*ক্রি-বিণ.* অত্যধিক, অতিরিক্ত, মাত্রাতিরিক্ত (এটা বড় জিয়াদা হইতেছে—বঙ্কিম)। [যিয়াদহ্ زيادة *আ.*]।

জেয়াফত, জেয়াফৎ, জিয়াফত—*বি.* ভোজ বা ভোজের আহ্বান, নিমন্ত্রণ, দাওয়াত (শুক্রবার আমাদের বাড়ীতে বড় জেয়াফত—ওহীদ)। [যিয়াফত ضيافة *আ.*]।

জেয়ারত, জিয়ারত, যিয়ারত—১*বি.* পুণ্যাত্মার কবর বা পুণ্যস্থান দর্শন ও প্রদক্ষিণাদি (কাবার জিয়ারতে

তুমি কে যাও মদিনায়— নজরুল; বায়তুল্লার যিয়ারত শেষ করিয়া চলিলেন মদিনায়—মুস্তাফিজ)। ২*বি.* ভক্তিভরে কবর দর্শন ও প্রার্থনা করা (মৃতের কবরে করিব জেয়ারত —আলাওল)। [যিয়ারত زيارة *আ.*]।

জের—১*বিণ.* নত, নীচু বা পরাভূত। ২*বিণ.* হীন, ক্ষীণ (জেরদস্ত)। ৩*বি.* পরাজয়, পরাভব। ৪*বি.* অনুবৃত্তি, রেশ। ৫*বি.* পূর্বহিসাবের সূত্র বা অনুবৃত্তি, ইজা। ৬*বি.* একার, ইকার। [যের زير *ফা.*]। *বিণ.* **জবর**। **জেরদস্ত**— *বিণ.* দুর্বল। [— دست *ফা.*]। *বিপ.* **জবরদস্ত**।

জেরবার—১*বিণ.* ক্ষত-বিক্ষত, বিপর্যস্ত বা পর্যুদস্ত (জোরওয়ার শের কই ? জেরবার জানোয়ার— নজরুল)। ২*বিণ.* হয়রান, হীনবল, নাকাল। ৩*বিণ.* ভারাক্রান্ত, পীড়িত, পীড়াজর্জর (জানখানা টেনে চিরদিন জেরবার —মোহিত)। [যের্‌বার্‌ زيربار *ফা.*]।

জেরা[১]—*বি.* আদালতে যাচাইয়ের জন্য বিপক্ষের উকিলের কূটপ্রশ্নের ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্নে সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল করা। [জরহ্‌ جرح *আ.*]।

জেরা[২]—*বি.* বর্ম (জেরাকে ছেদিয়া তীর ঝোলে তার গায়—হামজা)। [যেরেহ্‌ زره *ফা.*]।

জেরা[৩], **জারা, জার্‌রা**— *বিণ.* অল্প কিছু, সামান্য, একটু, থোড়া, অণু-পরিমাণ (আমি জেরা ফিরে আসি—টেকচাঁদ)। [যর্‌রঃ ذرّه *আ.*]।

জেরাত—দ্র. **জিরাত**।

জেল্‌দ—দ্র. **জিল্‌দ**।

জেলদ্‌গর—দ্র. **জিলদ**।

জেলা—দ্র. **জিলা**।

জেল্লৎ, জেল্লত, জিল্লত, জিল্লতি, জিল্লতী—*বি.* অপমান, অসম্মান (জিল্লতির নেই ক' শেষ)। [যিল্লত্‌ ذلّت *আ.*]।

জেল্লা, জিল্লা — ১*বি.* ঔজ্জ্বল্য, খোলতাই। ২*বি.* চাকচিক্য, চটক (শাপলা ও অন্যান্য জলজ আগাছা আকাশ-রঙা পানির সঙ্গে জেল্লা দিচ্ছে —শওকত)। [জল্‌ওয়াহ্‌ جلوه *আ.*]। **জেল্লাই**—*বি.* জলুস, জাঁক-জমক, চাকচিক্য, চটক (দিল্লী আগ্রা সেকেন্দ্রার জেল্লাই —মুজতবা)। **জেল্লাদার**—*বিণ.* চকচকে। [—দার دار *ফা.*]।

জেসম, জিছম — *বি.* দেহ, শরীর (আমার জেসমের মধ্যে—মনসুর)। [জিস্‌ম্‌ جسم *আ.*]।

জেসমিন—দ্র. **ইয়াসমিন**।

জেহাদ, জিহাদ, জ্বিহাদ, জ্বেহাদ —১*বি.* বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ। ২*বি.* অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ধনপ্রাণ দিয়ে সর্বপ্রকার সংগ্রাম (এজিদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া—মশার্‌রফ)। [জিহাদ جهاد *আ.*]। **জেহাদী, জিহাদী, জ্বিহাদী, জ্বেহাদী**—*বিণ.* ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কীয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ বিষয়ক (জেহাদী আন্দোলন; মুক্ত মানুষের জেহাদী কুঅতে—ফররুখ)। [— + ঈ *বাং.*]।

জেহেন—১*বি.* মেধা, স্মরণশক্তি, মস্তিষ্ক (অর গো কি জেহেন আছে—ইমদাদ)। ২*বি.* প্রতিভা। [যিহ্ন্ ذهن *আ.*]।

জৈতুন—১*বি.* জলপাই। ২*বি.* জলপাই গাছ (জৈতুন-রাঙা রওগন নিয়ে হেরেমে প্রদীপ জ্বালিয়ে—নজরুল)। [যয়্তূন زيتون *আ.*]। **জেতুনি, জৈতুনী**—*বিণ.* জলপাই বা জৈতুন ফলজাত (ওকি জৈতুনি রওগন, ওরই পারে জলপাই বনে— নজরুল)। [যয়্তূনী زيتونى *আ.* + *ফা.*]।

জোত, জোৎ— ১*বি.* প্রজার চাষের জমি (আমার জোতের জমি হাল জরিপে কম হইয়াছে—টেকচাঁদ)। ২*বি.* কর্ষণযোগ্য ভূসম্পত্তি বিশিষ্ট। [যয়্‘অত ضيعت *আ.*]। **জোতদার** —*বি.* জমিদারের অধীনে কর্ষণ-যোগ্য ভূসম্পত্তির মালিক। [— + দার دار *ফা.*]।

জোবানবন্দী—দ্র. **জবান**।

জোব্বা, জুব্বা—*বি.* লম্বা বুক-খোলা অঙ্গাবরণ বিশেষ যা অন্যান্য জামার উপর পরা হয় (সামান্য পরেই দেখা যায় কালো জোব্বা এবং পাগড়ি-পরা এক ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে—জাফর)। [জুব্বহ্ جبّة *আ.*]।

জোয়ান, যোয়ান — ১*বি.* যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক লোক। ২*বি.* বলবান বা যৌবনের শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি (কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান — নজরুল)। ৩*বি.* যুবা বয়স। ৪*বিণ.* বলিষ্ঠ (জোয়ান লোক)। [জওয়ান جوان *ফা.*]। **জোয়ানকি**— ১*বি.* যৌবন (জোয়ানকির বড়াই)। ২*বিণ.* তরুণ (এই জোয়ানকি বয়সে—ওদুদ)। [— + কি *বাং.* প্র.]। **জোয়ানি, জোয়ানী**— *বি.* যৌবন (জোয়ানী সাবাস! সে কালো জহরের ছুরি—মোহিত)। [জওয়ানী جوانى *ফা.*]।

জোয়ারদার — *বি.* উপাধি বিশেষ। [জওয়ার جوار *আ.* = প্রতিবেশী দিগকে আশ্রয়দান + দার دار *ফা.* = কারী]।

জোর—১*বি.* ক্ষমতা, বল, শক্তি। ২*বি.* জবরদস্তি, বলপ্রয়োগ (জোর করিয়া নেওয়া)। ৩*বি.* উচ্চতা বা তীব্রতা (গলার জোর)। ৪*বি.* বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা (চরিত্রের জোর)। ৫*বি.* দাবী, অধিকার, স্বত্ব (চোরাই মালে কোন জোর নাই)। ৬ *বিণ.* তীব্র, উচ্চ, চড়া (জোর গলা)। ৭*বিণ.* কড়া, অনড় বা অনমনীয় (জোর হুকুম)। ৮*বিণ.* খাড়া, জরুরী (জোর তলব)। ৯*বিণ.* বিশেষ অনুকূল বা প্রত্যাশার অতিরিক্ত দক্ষিণা বা শুভ (জোর বরাত)। ১০*বিণ.* ত্বরিত, দ্রুত (জোর কদম)। ১১ *বিণ.* প্রবল, বিশেষরূপে বলিষ্ঠ (জোর আন্দোলন)। [যোর্ زور *ফা.*]। **জোরওয়ার, জোরবার**—*বিণ.* বলশালী, বলবান, বলদৃপ্ত (জোরওয়ার শের কই ? জেরবার জানোয়ার—

নজরুল)। [যোর্ওয়ার زوروار *ফা.*]। **জোরকলম**— *বি.* শক্তিশালী লেখা। [— قلم *আ.*]। **জোরজবরদস্তি, জোরদস্তী, জোরজুলুম**—১*বি.* অত্যাচার, বলপ্রয়োগ (জোর জবরদস্তী করিয়া কুফল ব্যতীত কোনও সুফল হইবেনা— শিরাজী)। ২*বি.* নির্বন্ধ্যাতিশয্য। [— جبر *আ.* + دستى *ফা.*, — যুল্ম ظلم *আ.*]। **জোরজবরী**— *বি.* অত্যাচার, বলপ্রয়োগ। [— جبر *আ.* + *ঈ. বাং.*]। **জোরজারি**—*বি.* বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি। [— + জারী جارى *আ.*]। **জোর তলব**—*বি.* অবিলম্বে হাজির হওয়ার আদেশ। [— طلب *আ.*]। **জোরসে**—*ক্রি.,বি.* সজোরে, তীব্রভাবে (একদম জোরসে ঠুসি'— নজরুল)। [— سے *হি.*]। **জোরশোর**—*বি.* পূর্ণোদ্যম। [— شور *ফা.*]।

জোরু—দ্র. **জরু**।

জোলা—১*বি.* মুসলমান তাঁতী (তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা— কঙ্কণ)। ২*বিণ.* নির্বোধ, বেওকুফ (জোলা কোথাকার)। [জুলাহা جلاها *হি.*]।

জোলাপ, জোলাব, জুলাপ—*বি.* যে ওষুধে প্রচুর বাহ্য হয়, বিরেচক ওষুধ (ডাক্তারেরা জোলাপ দিয়া পেট পরিষ্কার করিলেন—বিদ্যা; বহুত জোলাব ও দাওয়াই দিয়ে বোখারকে দফা করে খেচ্‌বি খেলান— টেকচাঁদ)। [জুল্লাব جلّاب *আ.*]।

জোলায়খা, জোলেখা—*বি.* আযীয মিসরের স্ত্রীর নাম। রোমান্টিক সাহিত্যে ইউসুফের প্রতি প্রেমাসক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। [যুলয়খা زليخا *আ.*]।

জোলেখা—দ্র. জোলায়খা।

জোশ, যোশ—১*বি.* তাপ, উত্তপ্ততা (রক্তের নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ—নজরুল)। ২*বি.* বল, শক্তি (বুকেতে নাহিক জোশ, তেজ— নজরুল; দীন ইসলামের এ ক্যওমি যোশ জিন্দা হোক— নজরুল)। ৩*বি.* উত্তেজনা, উদ্দীপনা (ইসলামী জোশে পাগল পারা—ফররুখ; নাহি সে উমর খাত্তাব, নাই সে ইসলামী জোশ— নজরুল)। [জোশ جوش *ফা.*]।

জোহর, যোহর—১*বি.* দুপুরের পরবর্তী সময়, অপরাহ্ন। ২*বি.* ঐ সময়ের নামাজ (ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর /তখনো জাগিনি যখন জোহর— নজরুল)। [যুহ্‌র্ ظهر *আ.*]।

জোহরা[১], **যোহরা**[১]— *বি.* শুকতারা (জোহরা সেতারা উঠেছে কি পূবে ? — নজরুল)। [যুহ্‌রহ্‌ زهرة *আ.*]।

জোহরা[২], **যোহরা**[২]—১*বিণ.* উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। ২*বিণ.* নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর উপাধি, ফাতিমা জোহরা, শুদ্ধ উচ্চারণ 'ফাতিমাতুয্ যহ্‌রা'। [যহ্‌রা' زهراء *আ.*]।

জো হুকুম — ১*বি.* অনুগত ভৃত্য। ২*বিণ.* যে নির্বিচারে আদেশ পালন

করে। [জো جو হি. + হুকম্ حكم আ.]।

জৌলুশ, জৌলুস, জৌলুষ — দ্র. জলুস।

ঝ

ঝগড়া—*বি.* বিবাদ, বিতণ্ডা। [ঝগ্ড়া جهگڑا *হি.*]।

ঝরোকা, ঝরোখা—১*বি.* ছোট জানালা, গবাক্ষ, বাতায়ন (উড়িছে অলক কার অলকার ঝরোকায়—নজরুল; চৌদ্দ যুগের হাজার ঝরোখা খোলা—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* জাফরি কাটা বা জাল-দেওয়া জানালা। [ঝরোকা جهروکا *হি.*]।

ঝাড়ু—*বি.* ঝাঁটা, ছোটঝাড়ু। [جھاڑو *হি.*]। **ঝাড়ু বরদার, ঝাড়ু বর্দর** —*বি.* ঝাঁটা বহনকারী, ময়লা পরিষ্কারকারী (মসজিদেরই ঝাড়ু বর্দার হোক আমার এ হাত—নজরুল)। [— + বর্দার بردار *ফা.*]।

ঝাণ্ডা—*বি.* পতাকা, নিশান (আরব-দেশের ঝাণ্ডা যেন মুন্সী সাহেব চলছে টানি–জসীম)। [ঝণ্ডা جهنڈا *হি.*]।

ঝামেলা—১*বি.* ঝঞ্ঝাট, ঝক্কি, ফ্যাসাদ। ২*বি.* ঝগড়া, বিবাদ, হাঙ্গামা। [ঝমেলা جهميلا *হি.*]।

ঝুট—*বিণ.* মিথ্যা। [جهوٹ , ঝূঠ جهو ٹهه *হি.*]। **ঝুট মুট**—*ক্রি.* মিছামিছি। [— + মূঠ্ موٹهه *হি.*]।

ঝুটা—*বিণ.* মিথ্যাবাদী, মিথ্যুক। [ঝূটা جهوٹا *হি.*]।

ঝুলনা—*বি.* দোলনা। [جهولنا *হি.*]।

ঝুলি—*বি.* থলে। [ঝোলী جهولى *হি.*]

ঝোলা— *বি.* থলে, ব্যাগ। [ঝোলা جهولا *হি.*]।

ট

টপ্পা—১*বি.* সংগীতের প্রকার ভেদ বিশেষ। ২*বি.* প্রণয় সংগীত, আদিরসের গান বিশেষ। [টপ্পা ٹپّا *হি.*]।

টরকান/টরকানো—*ক্রি.* লাফ দেয়া, বেগে গমন করা, যাওয়া (টরকিয়া যায় ময়নামতী গরদানত ধরিল—মা. গা.)। [টর্কানা ٹرکانا *উ.*]।

টহল—১*বি.* পদচারণা, পর্যটন, ঘোরা-

ফেরা। ২*বি.* প্রহরার জন্য পদচারণ (সৈনিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে—মুনীর)। [টহল ٹهل *উ.*]। **টহলদার**—*বি.* যে ব্যক্তি টহল দেয়, চৌকি-দার, প্রহরী। [— دار *ফা.*]। **টহল-দারী**—১*বি.* পায়চারি, পর্যটন। ২*বি.* খবরদারী করণ। [— داری *ফা.*]।

টাঙা, টাংগা, টাঙ্গা, টোঙ্গা, টোংগা—*বি.* টাট্টু-ঘোড়া বাহিত দ্বিচক্র-যান (ভাগের মা গঙ্গা পায়না কিন্তু ভাগের টাংগা গন্তব্য অবধি গিয়ে পৌঁছোয় —যাযাবর)। [টংগা ٹنگا *হি.*]।

টাঙ্গ—দ্র. টাংগ।

টাঙ্গা—দ্র. টাঙা।

টাটি, টাটী, টাট্টী— ১*বি.* পায়খানা, মলত্যাগের স্থান। ২*বি.* বাহ্য (টাট্টি যাওয়া; টাট্টি ফেরা)। [টট্টী ٹٹی *হি.*]।

টাটু, টাট্টু—*বি.* ক্ষুদ্রকায় অশ্ব বিশেষ, ছোট ঘোড়া, pony। [টট্টূ ٹٹو *হি.*]।

টাংগ, টাঙ্গ—*বি.* পা, চরণ। [টাংগ্ ٹانگ *হি.*]।

টাংগা—দ্র. টাঙা।

টিকসই—দ্র. টেকসই।

টিকা, টীকা/ টিকে—*বি.* তামাক জ্বালাবার জন্য কয়লা বা ছাই দিয়ে তৈরী দ্রব্য বিশেষ। [টিক্য়া ٹکیا *হি.*]।

টুঁটি—*বি.* কণ্ঠনালী বা কণ্ঠ বা গলদেশ। [টোঁটী ٹونٹی *হি.*]।

টুক্রি, টুক্রী — *বি.* ছোট ঝুড়ি। [টোক্রী ٹوکری *হি.*]।

টুটা, টুটো—*বিণ.* ভগ্ন, চূর্ণ (ইরাকের টুটা তখ্ত্— নজরুল; টুটা-ফাটা জামাখানি প'রে–ফররুখ)। [ٹوٹا *হি.*]।

টুপি, টুপী—*বি.* মস্তকাবরণ। [টোপী ٹوپی *হি.*]।

টুলি—*বি.* পল্লী, পাড়া (সিক্কা টুলি, মোগলটুলি)। [টোলী ٹولی *হি.*]।

টেকসই, টেঁকসই, টিকসই—*বিণ.* মজবুত, পোক্ত, দীর্ঘস্থায়ী। [টেক্ *বাং.* + সহীহ্ صحیح *আ.*]।

টোঙ্গা—দ্র. টাঙা।

টোড়ী—*বি.* সংগীতের রাগিণী বিশেষ (টোড়ী রাগিণীতে গান ধরেছিল সংগীত-সম্রাট্, ঝিম্ ধরে গেল বায়ু মণ্ডল, নীলাকাশ সুবিরাট—মোস্তফা)। [টোড়ী ٹوڑی *হি.*]।

টোনা—*বি.* বশীকরণের মন্ত্র, তন্ত্র-মন্ত্র, তুক, যাদু, গুণ। [টোনা ٹونا *হি.*]।

টোল—*বি.* চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত পাঠশালা (টোলের পণ্ডিত, মাথায় বিরাট উদ্ধত টিকি, পান-রঞ্জিত মুখ : তা সত্ত্বেও মুখখানা ত্যক্ত-বিরক্ত, ক্রুদ্ধ—সামনেই টেবিলে রাখা যেন তাঁর হাতের ইশারার অপেক্ষায় আছে—প্র.না.বি.)। [টোল ٹول *উ.*, *হি.*]।

টোলা—*বি.* পাড়া, পল্লী, বসতি (বাঙালী টোলা, আর্মানীটোলা, কলুটোলা; কলুটোলার ঠুলি-পরা বলদ পেয়েছো আমাকে ?—মনোজ)। [টোলা ٹولا *উ.*]।

টোংগা—দ্র. টাঙা।

ঠ

ঠক্কর—দ্র. ঠোকর।

ঠমক—১*বি.* সুন্দর চলন ভঙ্গিমা। ২*বি.* ঠাট। ৩*বি.* নাচের ভঙ্গি। [ঠুমক ٹھمك *হি.*]।

ঠাণ্ডা—*বিণ.* শীতল, স্নিগ্ধ, শান্ত। [ঠণ্ডা ٹھنڈا *হি.*]।

ঠিকা—*বি.* চুক্তি অনুসারে কাজ। [ঠিকাহ্ ٹھیکہ *হি.*]। **ঠিকাদার**—*বি.* যে চুক্তি অনুসারে কাজ করে, কন্ট্রাক্টর। [— + দার دار *ফা.*]। *বি.* **ঠিকাদারি**।

ঠিকানা—১*বি.* বাসস্থান। ২*বি.* সন্ধান, খোঁজ, উদ্দেশ। ৩*বি.* স্থিরতা, ঠিক। [ঠিকানা ٹھکانا *হি.*]।

ঠুমরি, ঠুংরি—*বি.* সংগীতের তাল বা রাগিণী বিশেষ। [ঠুম্‌রী ٹھمری *উ.*]।

ঠুসা, ঠোসা— ১*ক্রি.* ঠাসা, অত্যধিক আহার করা। ২*ক্রি.* প্রহার করা, তিরস্কার করা। [ঠূস্‌না ٹھوسنا *উ.*]।

ঠেস—১*বি.* কোনো কিছুতে হেলান দিয়ে বসা। ২*বি.* খোঁটা, নিন্দা (ঠেস মারা কথা)। [ٹھیس *হি.*]।

ঠোকর, ঠোক্কর, ঠক্কর—*বি.* হোঁচট, হুমড়ি। [ঠোকর ٹھوکر *হি.*]।

ঠোক্কর—দ্র. ঠোকর।

ঠোসা—দ্র. ঠুসা।

ড

ডঙ্কা—*বি.* ঢাক, ঢোল (বাজা রে ডঙ্কা বাজা—নজরুল)। [ڈنکا *হি.*]।

ডর—*বি.* ভয়, শঙ্কা (... দেখলে জুজু আঁৎকে না-হক্ ডরে—সত্যেন্দ্র)। [ডর্ ڈر *হি., উ.*]।

ডাকু—*বি.* দস্যু, ডাকাত। [ڈاکو *হি.*]।

ডাটনা — ১*বি.* তিরস্কার (ডাকাইত রতিপতি ডাটনা করিয়া—বাহরাম)। ২*ক্রি.* তিরস্কার করা। [ডাঁটনা ڈانٹنا *হি./উ.*]।

ডাণ্ডা—*বি.* মোটা লাঠি বা দণ্ড। [ডণ্ডা ڈنڈا *হি.*]।

ডালপুরি—*বি.* ভিতরে ডালযুক্ত পুরি। [দালপূরী دال پوری *হি.*]।

ডিবা, ডিবিয়া / ডিবে—*বি.* ঢাকনিযুক্ত ছোট পাত্র, পানের বাটা; কৌটা। [ডিব্বা ڈبّا ডিব্বী ڈبّی *হি.*]।

ডিহি—*বি.* কতিপয় গ্রাম বা মৌজার সমষ্টি, গ্রাম। [ডীহ্ ڈیہہ *হি.*, দিহ্ دہ *ফা.*]। **ডিহিদার**—*বি.* ডিহির শাসনকর্তা (ডিহিদার মামুদ শরীপ—

চণ্ডী)। [— دار + ফা.]।

ডুলি, ডুলী, ডোলি, ডোলী—*বি.* ছোট পাল্কী জাতীয় যান বিশেষ, ছোট শিবিকা, দোলা (গর্মির রোদে শ্রান্ত বেহারা নামায়ে সোয়ারি ডুলি—বন্দে)। [ডোলী ڈولی *হি.*]।

ডেক, ডেগ—*বি.* ধাতু নির্মিত বড় রন্ধনপাত্র বিশেষ। [দেগ্ دیگ *ফা.*]।

ডেক্‌চি, ডেক্‌চী, ডেগ্‌চি, ডেগ্‌চী—*বি.* ছোট ডেক (প্রকাণ্ড ডেগ্‌চিতে গোস্ত পাকান হইল)। [دیگچی *ফা.*]।

ডেরা— *বি.* অস্থায়ী বাসা, আস্তানা, আড্ডা। [ডেরহ্ ڈیره *হি.*]।

ডোঙা, ডোঙ্গা — ১*বি.* ছোট, সরু নৌকা বিশেষ, শালতি, তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী ছোট নৌকা বিশেষ। ২*বি.* জল তোলার পাত্র। [ডোংগা ڈونگا *হি.*]।

ডোলি, ডোলী—দ্র. ডুলি।

ঢ

ঢিমা—দ্র. ধিমা।

ঢিলা, ঢিলে—১*বিণ.* শিথিল, আল্‌গা। ২*বিণ.* অলস, কুঁড়ে। ৩*বি.* শিথিলতা। [ঢীল ڈھیل ঢীলা ڈھیلا *হি.*]।

ঢের—*বিণ.* প্রচুর, বেশি, অনেক, দেদার, যথেষ্ট (আনে বটে ঢের কড়ি নিজ রোজগারে—হেম)। [ঢের ڈھیر *হি.*]।

ঢেলা, ঢ্যালা—*বি.* ডেলা, মাটির ছোট খণ্ড, লোষ্ট্র। [ڈھیلا *হি.*]।

ঢ্যালা—দ্র. ঢেলা।

ত

তউরেত—দ্র. তওরাত।

তওবা/ তোবা, তুবা², তৌবা—১*বি.* পুনরায় পাপকার্য না করার সংকল্প (সত্যভাবে তওবা কর দঢ়াইয়া মন—আলাওল)। ২*বি.* ধর্মপথে বা সৎ পথে প্রত্যাবর্তন। ৩*বি.* পশ্চাত্তাপ, সন্তাপ, অনুতাপ, খেদ। [তওবহ্ توبه *আ.*]।

তওয়াক্কা/ তোয়াক্কা, তুয়াক্কা, তক্কা—১*বি.* পরোয়া (পুলিশী জুলুমের তোয়াক্কা না করিয়া নিজেদের মনোবলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে—ওয়ালী)। ২*বি.* প্রত্যাশা (আলেমগণ আল্লাহ্‌র প্রতি তওয়াক্কা রাখিয়া সব কাজ করিয়া থাকেন)। [তওয়াক্কু' توقع *আ.*]।

তওয়াক্কল, তাওক্কাল, তাওয়াক্কুল — *বি.* নির্ভরতা, ভরসা, আস্থা (খোদার উপর তওয়াক্কল রাখলে নিশ্চয়ই জুটবে —ইমদাদ; আল্লার উপর তাওক্কাল না করে নিজের জোরে বড়াই করার সাজা —ওয়াসেক)। [তওয়াক্কুল توكل *আ.*]।

তওয়ারিখ, তায়ারিখ—*বি.* ইতিহাস। [তওয়ারীখ্ تواريخ , তারীখ-এর ব.ব. *আ.*]।

তওরাত, তৌরাত, তউরেত— *বি.* হযরত মুসার উপর অবতীর্ণ ধর্ম গ্রন্থ (তওরাত, ইঞ্জিল ভরি' শুনিল যার আগমনী— নজরুল)। [তওরাহ্ توراة *আ.*]।

তওহীদ, তৌহিদ, তৌহীদ— *বি.* একেশ্বরবাদ, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা যে বহুজন নন, একজন— এই মত; সারে জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই—এই মত। [তওহীদ توحيد *আ.*]। **তওহীদ-বাদ, তৌহিদবাদ, তৌহীদবাদ**— *বি.* একক আল্লাহ্ ভিন্ন উপাস্য নেই- এই মতবাদ, ইসলামের মূল শিক্ষা (তৌহিদবাদ ফুটে উঠেছে সামগ্রিক জীবন ধারায়—কা.দী.মু.)। [— *আ.* + বাদ *বাং.*]।

তঙ্গ—দ্র. তংগ।

তংখা—দ্র. তনকা।

তংগ/তং, তঙ্গ—১*বিণ.* বিরক্ত (আত্মীয় স্বজনদের মামেলায় আরো ঝামেলা জড়িয়ে সবাইকে খামকা বেফায়দা তঙ্গ করবে ? —মুজতবা)। ২*বিণ.* সঙ্কীর্ণ। [তঙ্ تنگ *ফা.*]। **তংগ-দস্তি, তঙ্গদস্তী**— *বি.* অসচ্ছলতা (মুসলমানদের যে আজ তঙ্গদস্তি দূর হইতেছে না—মনসুর)। [তঙ্-দস্তী تنگ دستی *ফা.*]।

তক্, তক — *অব্য.* অবধি, পর্যন্ত (লাল-কিল্লা থেকে হুমায়ুনের সমাধি তক— ছদরুদ্দীন)। [تك *হি.*]।

তকছির—দ্র. **তকসির**।

তকদির, তক্দির, তকদীর — *বি.* ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল, নসীব (তক্দীর বদ্লেছে আজ উঠিছে তক্বীর তারি—নজরুল)। [তক্দীর تقدير *আ.*]।

তক্ফীন—*বি.* কাফন পরান। [তক্ফীন تكفين *আ.*]।

তকবির, তকবীর — ১*বি.* 'আল্লাহু আকবর' এই ধ্বনি (উঠিল প্রথম তকবীর "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি— নজরুল; ঐ আকাশেই তকবির ওঠে- মহা আজানের ধ্বনি—নজরুল)। ২*বি.* আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ঘোষণা। ৩*বি.* ধ্বনি, আওয়াজ, শোর (আরফাত-ময়দান হতে তারি তক্বীর শোনা যায়—নজরুল)। [তক্বীর্ تكبير *আ.*]।

তকব্বরি, তকাব্বরী, তাকাব্বরি, তাকাব্বরী, তাকাব্বুরি — ১*বি.* অহংকার, গর্ব, দেমাগ (দুই চার রোজ করি তকব্বরি তুমি—হামজা)। ২*বি.* অহংকারী, দাম্ভিক (এয়ছা তকব্বরি বাত— হামজা)। [তকব্বুর تكبّر *আ.* + ই, ঈ *বাং.*]।

তকমা, তকমা-তাবিজ—দ্র. তমগা।

তকমিনা—১*বি.* যে কাগজে খাস-খামার জাত ফসল প্রভৃতির হিসাব রাখা হয়। ২*বি.* খসড়া হিসাব, আন্দায। [তখ্মীনহ্ تخمينه *আ.* তখ্মীনু تخمين *আ.*]।

তকরার—১*বি.* তর্ক, এক কথা বার বার ঝগড়ার ভাবে বলা, পুনরাবৃত্তি, বাদানুবাদ, বাক কলহ, বচসা (দুই উকিল আবার একসঙ্গে তকরার জুড়লে যুক্তি বিসর্জন দিয়ে—শওকত)। ২*বি.* বিচার। [তক্রার تکرار *আ.*]। **তকরারী**—১*বিণ.* যে তর্ক করে, ঝগড়াটে। ২*বিণ.* মীমাংসাধীন, বিচার সাপেক্ষ। [— + ঈ *বাং.*]।

তকরীর—*বি.* বক্তৃতা, ভাষণ, আলোচনা। [তক্বরীর تقریر *আ.*]।

তকলিদ, তকলীদ—*বি.* ধর্ম বিষয়ে রক্ষণশীল, অন্ধ অনুকরণ, বিনা বিচারে বিশ্বাস ও অনুসরণ। [তক্বলীদ تقلید *আ.*]।

তকলিফ, তকলীফ—*বি.* কষ্ট, দুর্ভোগ (একটু তকলিফ হইল—মনসুর)। [তক্লীফ্ تکلیف *আ.*]।

তকলীদ—দ্র. **তকলিদ**।

তকল্লুফ—*বি.* ভদ্রতা, আনুষ্ঠানিক বিনয়, etiquette। [তকল্লুফ تکلّف *আ.*]।

তক্সিম—১*বি.* মোগল আমলে বিভাগ বা division অর্থে প্রচলিত ছিল (মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম —বিজয়)। ২*বি.* ভাগ, বাঁটোয়ারা, বন্টন, অংশ। [তক্বসীম্ تقسیم *আ.*]।

তকসির, তকসীর, তকছির—*বি.* দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, ভুল (কাকুতিতে বলিল আমার কি তকসির— রামরাম)। [তক্বসীর تقصیر *আ.*]।

তকাজা—দ্র. তাগাদা।

তকাবি, তকাবী—দ্র. তগাবি।

তকাব্বরী—দ্র. **তকব্বরি**।

তক্কা—দ্র. তওয়াক্কা।

তক্কে তক্কে, তাকে তাকে—১*ক্রি., বিণ.* সতর্কভাবে, সাবধানে। ২*বি., ক্রি.বিণ.* প্রতীক্ষায়, সুযোগের জন্যে ওৎ পেতে থাকা (তক্কে তক্কে ছিলাম, আজকে হাতে হাতে ধরে ফেলেছি —মনোজ)। [তওয়াক্কুল توکّل *আ.*]।

তক্ত—দ্র. তখ্ত।

তক্তপোশ, তক্তাপোশ, তক্তপোষ, তক্তাপোষ—*বি.* তক্তা বা কাঠের শয্যাধার, চৌকি (তন্দ্রাবশে তক্ত-পোশে প্রচণ্ড পণ্ডিত চিৎ—সত্যেন্দ্র)। [তখ্তহ্পোশ تخته پوش *ফা.*]।

তক্তা— ১*বি.* কাষ্ঠফলক, কাষ্ঠখণ্ড (আনিল অলিদ ভগ্ন পোতের তক্তা সকল কিনে— নজরুল)। ২*বি.* কাগজের তা (তক্তা তক্তা কাগজ লিখে ফেলা)। [তখ্তহ্ تخته *ফা.*]।

তক্তাপোশ, তক্তাপোষ— দ্র. তক্ত-পোশ।

তক্তি—১*বি.* ছোট তক্তা। ২*বি.* ছেলে মেয়েদের লেখার কাঠের ফলক,

কাঠের শ্লেট। ৩*বি.* চতুষ্কোণ বিশিষ্ট তক্তার আকারে প্রস্তুত এক প্রকার মিষ্টান্ন। ৪*বি.* ছোট ছেলে মেয়েদের একপ্রকার কাষ্ঠাভরণ। [তখ্‌তী تختی *ফা.*]।

তখত, তখৎ, তক্ত—১*বি.* রাজসিংহাসন (পুণ্য তখ্‌তে বসিয়া যে করে তখ্‌তের অপমান—নজরুল; পদতলে ছিল যার দিল্লীর তক্ত—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* কাষ্ঠফলক। [তখ্‌ত تخت *ফা.*]। **তখ্‌ততাউস্‌, তখতাউস্‌**—*বি.* ময়ূর সিংহাসন (নাহি বাদশাহী তখ্‌ত তাউস্‌—নজরুল; এক তিল বরাবর তখ্‌তাউস্‌—নজরুল)। [تخت طاؤس *ফা.*]। **তখ্‌তনশীন**—*বিণ.* সিংহাসনারূঢ়, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত (কিন্তু বাচ্চার মত ডাকাত তখন তখ্‌ত্‌ নশীন হতে পারে—মুজতবা)। [তখ্‌ত্‌নশীন تخت نشین *ফা.*]। **তখ্‌ত্‌রওয়ান**—*বি.* বিবাহ ইত্যাদি শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত লোকবাহী যান বিশেষ। [তখ্‌ত্‌রওয়াঁ تخت روان *ফা.*]।

তখ্‌মা—দ্র. **তমগা**।

ত-খরচ—দ্র. **তহ্‌**।

তখল্লুস, তাখাল্লুস—*বি.* কবির সাহিত্যিক উপনাম, ভণিতা (কায়কোবাদ তাঁর তখল্লুস বা সাহিত্যিক ছদ্মনাম—মুর্তজা; তাখাল্লুসের ব্যবহার বৌদ্ধ-গানের ভণিতারই অনুকরণ—মু.শ.)। [তখল্লুস تخلّص *আ.*]।

তগল্লুব — ১*বি.* প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা। ২*বি.* তহবিল তছরুফ। ৩*বি.* জাল। [তগল্লুব تغلّب *আ.*]।

তগাবি, তকাবি, তকাবী, তাকাবি, তাকাবী—*বি.* জমির নানাবিধ উন্নতি করার জন্য সরকার পক্ষ হতে প্রজাকে দেয় ঋণ, দাদন। [তক্বাবী تقاوی *আ.*]।

তগির, তগীর—১*বি.* পরিবর্তন, বদল। ২*বি.* বরখাস্ত (এ নবাবকে তগির করিয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নেই—রাজীব)। [তগইয়ুর تغیّر *আ.*]।

তঙ্কা—দ্র. **তনকা**।

তঙ্গ—দ্র. **তংগ**।

তচনচ—দ্র. **তছনছ**।

তছনছ, তচনচ, তসনস— *অব্য.* সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত, বিনষ্ট, বিপর্যস্ত, নাস্তানাবুদ, চুরমার (জয় করি সব তসনস করি পায়ে পিষে—নজরুল]। [নহস্‌ نحس *আ.* 'তহস' শব্দটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ অথবা *হি.*তে تهس نحس]।

তছনীফ—দ্র. **তস্‌নীফ**।

তছবি, তছবিহ্‌, তছবী—দ্র. **তসবি**।

তছরুপ, তছরুফ, তসরুপ, তসরুফ—১*বি.* ক্ষতি, নষ্ট, অপচয়। ২*বি.* অপব্যবহার, চুরি (একদল কেরানীকে তহবিল তসরুপের দায়ে সন্দেহ করা হইয়াছিল— রাজ্জাক)। [তসর্‌রুফ تصرّف *আ.*]।

তজকিরা—*বি.* বর্ণনা, উল্লেখ, আলোচনা, স্মারকলিপি, জীবনীগ্রন্থ (তজকিরা পড়িয়া কহে সভাকে বুঝিয়া—

হেয়াত)। [তয্‌কিরহ্‌ تذكره আ.]।

তজদি—দ্র. তজদিগ।

তজদিগ, তযদিক, তজদি, তস্‌দিক, তস্‌দীক—*বি.* সাক্ষ্য, প্রমাণ, সত্যাসত্য পরীক্ষা (এ ব্যাপারে আমি আপনের নিজের তসদিক চাই—মনসুর)। [তস্‌দীক্ব تصديق আ.]।

তজবিজ, তজবীয — ১*বি.* বিচার (বেলাকিয়র, সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে তজবিজ করিতে হইবে—টেকচাঁদ)। ২*বি.* পরীক্ষা (তিন দফা দেখা গেল ভাবসাব তজবিজ করে আসল হা-ঘরে —অবনীন্দ্র)। ৩*বি.* অনুসন্ধান, খোঁজ, তল্লাশ। ৪*বি.* অনুমোদন, approbation। ৫*বি.* ব্যবস্থা (মিলিটারী ডাক্তার ডেকে জোর **তজবীয করতে হল— ইব্রাহিম**)। [তজ্‌বীয্‌ تجويز আ.]।

তজল্লা, তজল্লি—দ্র. **তজল্লী**।

তজল্লী, তজল্লি, তাজাল্লী, তজল্লা —*বি.* ঔজ্জ্বল্য, আলো, জ্যোতি (নূরের তাজাল্লী যেথা যে অনন্ত জাগায় বিস্ময় —ফররুখ ; নুরের তজল্লা উঠে —হামজা)। [তজল্লী تجلّى আ.]।

তঞ্জেব—*বি.* অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুশোভন বস্ত্র বিশেষ (পুষ্পগন্ধবাহী সমীরণ প্রাসাদের মুক্ত কক্ষের ভিতর দিয়া ফুরফুর করিয়া সূক্ষ্ম তঞ্জেবের পর্দা উড়াইয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে —শিরাজী)। [তন্‌যেব تنزيب ফা.]।

তদবির, তদ্‌বির, তদ্‌বীর, তদ্বির—১*বি.* চেষ্টাচরিত্র, উপায়, ব্যবস্থা (আমি নিজেই খালাসের তদবিরে যাইতেছি —টেকচাঁদ)। ২*বি.* প্রতিকার। ৩*বি.* যোগাড়যন্ত্র, তত্ত্বাবধান। [তদ্‌বীর تدبير আ.]।

তদারক — ১*বি.* তদন্ত, অনুসন্ধান (আমার প্রতি যেরূপ তদারক করিয়াছিলেন তাহাতে আমার পরকালের দফা একেবারে খাইয়া দিয়াছেন—টেকচাঁদ)। ২*বি.* তত্ত্বাবধান, খবরদারি (এখন থেকে তিনি ছেলে-মেয়ের চিঠিপত্রও তদারক করতে শুরু করলেন —ফজল)। [তদারুক تدارك আ.]। **তদারকি** —*বি.* তদারক, খবরদারি (আবদুর রহ্‌মান আগুনের তদারকিতে বসল —মুজতবা)। [— + ই *বাং.*]।

তন— *বি.* দেহ, শরীর, অঙ্গ (জান নেকালিয়া গেল খালি তন রৈল—হামজা)। [তন্‌ تن ফা.]।

তনকা, তন্‌খা, তংখা, তঙ্কা—১*বি.* মুদ্রা, টাকা (তাহার বার্ষিক খাজনা মবলগ প্রাপ্য ৭৩ তন্‌খা—গোপাল)। ২*বি.* বেতন (নূতন বাদশা আমানুল্লাহ্‌ সেপাইদের তনখা অত্যন্ত কম বলে ... ডবল করে দিলেন—মুজতবা)। [তন্‌খ্বাহ্‌ تنخواه ফা.]।

তনজিহি—*বি.* পবিত্র, সর্বপ্রকার অপবিত্রতা হতে ঊর্ধ্বে এমন ('তশবিহি' রূপ এই যদি তাঁর 'তন্‌জিহি' কিবা হয়—নজরুল)। [তন্‌যীহ্‌ تنزيه আ.]।

তনযিম, তনযীম — *বি.* সংগঠন, শৃঙ্খলা, মালা গাঁথা (তনযিম কমিটি গঠন করিতেছে—মনসুর)। [তন্‌যীম تنظيم *আ.*]।

তন্‌হা—*বিণ.,ক্রি-বিণ.* একাকী। [তন্‌হা تنها *ফা.*]। **তন্‌হাই**— *বি.* নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, নির্জনতা। [তন্‌হাঈ' تنهائى *ফা.*]।

তন্দুর—*বি.* পাউরুটি ইত্যাদি সেঁকার চুল্লী (তন্দুরে পাকায় রুটি নুহুর ঘরনী—হেয়াত)। [তন্‌নূর تنّور *আ.* এবং *ফা.*]।

তন্দুরস্ত—*বিণ.* সুস্থ, নীরোগ (উভয়েই তন্দুরস্ত শরীর— শওকত)। [তন্‌দুরস্ত تندرست *ফা.*]। **তন্দুরস্তি**—*বি.* স্বাস্থ্য, সুস্থতা। [তন্‌দুরস্তী تندرستى *ফা.*]।

তপাস— *বি.* খোঁজ, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, তালাশ (খুলনা চলিল বন্দি দুধের তপাসে—কঙ্কণ)। [তফহ্‌হুস تفحّص *আ.*]।

তফছির, তফছীর—দ্র. **তফসীর**।

তফরা—*অব্য.* তড়পান, আছাড়পিছাড়, অস্থিরতা, উল্লম্ফন, লাফালাফি, দাপাদাপি (প্রলয়তুফানে জেলে ডিঙ্গির তফরা খাওয়ার মত —কালীসিং)। [ত্বফ্‌রহ্ طفره *আ.*]।

তফসিল, তফসীল, তফশিল, তফশীল—*বি.* বিবরণ, তালিকা (সুবার উসুল তহসিল সুমার তফশিল ওয়াকিফ হএন— রামরাম)। [তফসীল تفصيل *আ.*]। **তফসিলী**—১*বি.* তফসিল ভুক্ত সম্প্রদায়। [— + ঈ *বাং.*]।

তফসির—দ্র. **তফসীর**।

তফসীর, তফসির, তফছির, তফছীর—*বি.* ব্যাখ্যা (তাঁহার জীবনী কোরআন শরিফের একটি বৃহৎ তফছির স্বরূপ— আহসানুল্লাহ্)। [তফসীর تفسير *আ.*]।

তফাত্, তফাৎ—১*বি.* দূরত্ব, দূরবর্তী স্থান (প্রায় বিশজন লোক দশ হাত তফাত থেকে সাঁ সাঁ করে চলে গেল—মশার্‌রফ)। ২*বি.* পার্থক্য, প্রভেদ, ব্যবধান, অন্তর (মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ—সত্যেন্দ্র)। ৩*বি.* পৃথক (যতনের খাটুনি, অযতনের খাটুনি দুয়ের ফল তফাত—অবনীন্দ্র)। ৪*বিণ.* দূরগত (তফাত হওয়া)। ৫*বিণ.* আলাদা (তফাত করা আনারসগুলো তোমার)। [তফাওত্ تفاوت *আ.*]।

তফিল—দ্র. **তহবিল**।

তবক—*বি.* সোনা বা রূপার সূক্ষ্মপাত (সুগন্ধি পান তৈয়ার করিয়া সোনার তবকে মোড়াইয়া—শিরাজী)। [ত্ববক্ব طبق *আ.*]।

তবন—দ্র. **তহবন্দ**।

তবররক, তবর্‌রুক—*বি.* প্রসাদ, পবিত্র বস্তু, পুণ্যবান ব্যক্তির স্পর্শ-পূত খাদ্যাদি (ভক্ষণ আমি করেছি-ও; তবে সে তবর্‌রক জ্ঞানে—ইব্রাহিম)। [তবর্‌রুক تبرك *আ.*]।

তবল[১]—*বি.* কুড়াল, কুঠার। [তবর تبر *ফা.*]। **তবলাদার**—*বি.* কুঠারী,

কাষ্ঠছেনকারী, কাঠুরিয়া। [তবরদার تبردار *ফা.*]।

তবল২—দ্র. তবলা।

তবলা, তবল২ —১*বি.* একদিকে চর্মাবৃত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। ২*বি.* বৃহদাকার ঢাক বিশেষ। [ত্বলহ্ طبله *আ.*]। **তবলচী**—*বি.* তবলবাদক, ঢুলি। [— *আ.* + چی *তু.*]।

তবলীগ—*বি.* প্রচার, ধর্মপ্রচার (শিক্ষা প্রচারকে তারা তবলীগের কাজ মনে করতেন—ইব্রাহিম)। [তবলীগ تبليغ *আ.*]।

তবাহ্—দ্র. তাবা।

তবিঅৎ—দ্র. তবিয়ত।

তবিব, তবীব— *বি.* চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, চিকিৎসক, হাকীম, তিব্বী চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ (এমরান খেদমত করে, দাওয়া পানি তবিব আনিয়া—হামজা)। [ত্বীব طبيب *আ.*]।

তবিয়ত, তবিয়ৎ, তবিঅৎ, তবীয়ত —১*বি.* স্বাস্থ্য, শারীরিক অবস্থা (আপনার তবিয়ত ভাল তো—ইমদাদ)। ২*বি.* মিযাজ, মানসিক অবস্থা (এ-সব দেখে তবিয়ত খোশ হয়ে যায়)। [ত্বীঅ'ত طبيعت *আ.*]। **বহাল তবিয়ত**—*বি.* সুস্থ-দেহে ও সজ্ঞানে, আনন্দের সহিত (খোশপোষাকে সজ্জা করি বহাল তবিয়ত— হেম)। [بحال *ফা.* + —]

তবিল—দ্র. তহবিল।

তবীব—দ্র. তবিব।

তবীয়ত—দ্র. তবিয়ত।

তমগা, তমঘা, তকমা, তখ্মা—*বি.* মেডেল, পদক, সম্মান-সূচক খেতাব। [তম্গা تمغا *আ.*]। **তমগা-তাবিজ, তকমা-তাবিজ**—*বি.* পরিচয়পত্র, পদবী, Certificate (ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে—রবীন্দ্র)। [— *আ.* + ত'ৱীয্ تعويذ *আ.*]।

তমদ্দুন—*বি.* নাগরিকতা, নগর সভ্যতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি (আরবীই হবে আমাদের তমদ্দুনের ভাষা—আবু রুশদ)। [تمدّن *আ.*]। *বিণ.* **তমদ্দুনিক**।

তমবীহ—দ্র. তম্বি।

তমসুক—*বি.* ঋণের দলিল, ঋণস্বীকার-পত্র, খত। [তমস্সুক تمسّك *আ.*]। **বন্ধকী তমসুক্**— *বি.* বন্ধক নামা, বন্ধকী খত, mortgage deed। [বন্ধক্ بندهك *হি.* + ঈ *বাং.* + —*আ.*]।

তমাদি—দ্র. তামাদি।

তমাম—দ্র. তামাম।

তমিজ, তমীয—*বি.* বিবেচনা, সম্ভ্রম-বোধ, ভদ্রব্যবহার (মুসলমান পরিবারে এসে আদবকায়দা, লেহাজ তমিজ তাহজিব আখলাক শিখে সভ্য হয়ে যায়— শিরাজী)। [তমীয্ تميز *আ.*]।

তমীয—দ্র. তমিজ।

তম্বি, তম্বী, তম্বিহ, তমবীহ— ১*বি.* ভর্ৎসনা, তিরস্কার, তর্জনগর্জন (আমাকে বহুৎ তম্বিহ করেন—

মনসুর)। ২*বি.* জুলুম, তাড়না, শাসন। [তম্বীহ্ تنبيه *আ.*] **তম্বিতম্বা, তম্বিতাম্বি**—*বি.* ভর্ৎসনা, তর্জনগর্জন (অনেক তম্বিতম্বার পর, একে একে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল —সুকুমার)। [অনুকার শব্দ]।

তম্বু—দ্র. **তাঁবু**।

তম্বুরা, তাম্বুরা—*বি.* তানপুরা, প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র বিশেষ (পুরাতন তম্বুরাটি গেলাপ পরাইয়া বন্ধুহীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন—রবীন্দ্র)। [তম্বূরহ্ تنبوره *ফা.*, তু'নবূর طنبور *আ.*]।

তম্বুরিন—*বি.* তানপুরা (খানাপিনা গান আর তম্বুরিনের বাজনা—মনোজ)। [তম্বূরীন تنبورين *ফা.*]।

তযদিক—দ্র. **তজদিগ**।

তয়খানা—দ্র. **তহ্**।

তয়নাত—১*বি.* নিয়োগ। ২*বি.* সিপাহী, সৈন্যদল। [ত'ঈনাত্ تعينات *আ.* ব.ব., এক. تعين]। **তয়নাতি**—১*বি.* কর্মে নিয়োগ। ২*বি.* নির্ধারিত কর্ম। ৩*বি.* নিযুক্ত সৈন্যদল। [ত'ঈনাতী تعيناتى *আ.*]।

তয়ফা, তায়ফা—১*বি.* নাচওয়ালীর দল, নর্তকীদল। ২*বিণ.* নর্তকীসুলভ (তারে ঘিরে অপ্সরীরা তয়ফা নেচে যায় —সত্যেন্দ্র)। [ত্বা'ইফহ্ طائفه *আ.*]।

তয়ম্মুম, তৈয়াম্মুম, তৈয়ম্মম—*বি.* পানি অভাবে ওজুর পরিবর্তে পবিত্র ধুলো-বালি দিয়ে বিধিমতে পবিত্র হওয়া (তাহাদেরি সেই খাকেতে খালেদ করিয়া তয়ম্মুম, বাহিরিয়া এস—নজরুল)। [তয়ম্মুম্ تيمم *আ.*]।

তয়ের—দ্র. **তৈয়ার**।

তর[১]— *বিণ.* ভিজা, সিক্ত। [তর্ تر *ফা.*]।

তর[২]—*বিণ.* প্রকারের, ধরনের (কেমন-তর লোক)। [ত্বর্হ طرح *আ.*]। **তরো-বেতরো**—*বিণ.* নানা প্রকারের, হরেক রকম (আলোর নিশেন ঝুলছে —চৌকো লম্বা চওড়া সরু তরো-বেতরো— অবনীন্দ্র)। [ত্বরহ্ বত্বরহ্ طرح بطرح *আ.*]।

তরক্— *বি.* লঙ্ঘন, পরিত্যাগ (তরক্ করেছিলি তোরা কে কে ভোগ-বিলাস—নজরুল)। [তর্কুন্ ترك *আ.*]।

তরকচ—দ্র. **তরকশ**।

তরকশ, তোরকশ, তোরকস, তরকচ —*বি.* তূণীর, বাণাধার যার ভিতরে তীর থাকে (নেজাগোর্জ কামান তোরকস ভরা তীর— হামজা)। [তরকশ্ تركش *ফা.*]।

তরকারি, তরকারী — ১*বি.* আনাজ, ব্যঞ্জন রন্ধনের উপযুক্ত শাক-সবজী ইত্যাদি, Vegetable, ফলমূল। ২*বি.* ব্যঞ্জন, রাঁধা তরকারি (তোর তরকারিতেও সরকারি কোন্ ট্যাকস বুঝি বসে—নজরুল)। [তরকারী ترکاری *হি.*]।

তরক্কি, তরক্কী—*বি.* উন্নতি (সমাজের তরক্কির জন্য দরকার তিনটি জিনিসের— এস. ওয়াজেদ; খোদা,

দাও সে ঈমান, সেই তরক্কী, দাওসে একিন—নজরুল)। [তরক্কী ترقّی আ.]।

তরকিব, তরকীব — *বি.* কৌশল, প্রণালী, ব্যবস্থা; একাধিক বস্তুর সংযোগে অন্য বস্তু প্রস্তুত-ব্যবস্থা। [তরকীব ترکیب আ.]।

তর্‌কে মাওয়ালাত — *বি.* অসহযোগিতা, non-co-operation (শরীফ ঘরের মুসলমানদের উচিত অন্ততঃ পক্ষে তার সঙ্গে তর্‌কে মাওয়ালাত ...করা — ইমদাদ)। [তর্‌ক্-ই-মোওয়ালাত ترک مـــوالات আ.]।

তর্‌গীব—*বি.* উৎসাহ, প্রেরণা, প্ররোচনা (কোনো কাজে তরগীব দেওয়া)। [ترغیب আ.]।

তরজমা, তর্জমা—*বি.* অনুবাদ, ভাষান্তর। [তর্‌জমহ্‌ ترجمه আ.]।

তরজা, তর্জা—*বি.* কবিগান জাতীয় লোক-সঙ্গীত বিশেষ, এতে দুটি দলের মধ্যে শ্লোকের মাধ্যমে পরস্পরকে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলে। [তর্‌জী‘ ترجیع আ.]।

তরতফাৎ — *বি.* ভেদাভেদ, পার্থক্য। [তর্‌তফাওত ترتفاوت ফা. + আ.]।

তরতাজা—*বিণ.* নবীন, জীবন্ত, টাটকা। [তর্‌তাযহ্‌ ترتازه ফা.]।

তরতিব, তরতীব, তর্তিব— ১*বি.* ক্রম, পর্যায়, একটার পর একটা এই নিয়ম (তরতিব করিয়া আনে খিলাইতে খানা —হামজা)। ২*বি.* শৃংখলা, নিয়ম। ৩*বি.* ব্যবস্থা, ধারা (মদিনাতে জেয়ারত মোস্তফার গোর করিয়া তর্তিব ভাবে— আলাওল)। [তর্‌তীব ترتیب আ.]।

তরফ—১*বি.* পক্ষ (তার আগের তরফের বিবির এক মেয়ে ছাড়া কেউ নেই)। ২*বি.* দিক, পার্শ্ব, প্রান্ত (খোদার তরফ থেকে)। ৩*বি.* জমিদারের খাজনা আদায়ের মহাল (তরফ কাশিমপুর)। ৪*বি.* জমিদারীর অংশ বা তার মালিক (বড় তরফ)। [ত্বরফ طرف আ.]। **তরফসানী**— *বি.* দ্বিতীয় পক্ষ, দ্বিতীয়া স্ত্রী। [— সানী ثانی আ.]।

তরফদার—১*বি.* তরফের রাজস্ব আদায়কারী লোক, গোমস্তা। ২*বি.* দলের বা পক্ষের লোক। ৩*বি.* উপাধি বিশেষ। [ত্বরফ طرف আ. + দার دار ফা.]।

তরফা—১*বিণ.* দিকের বা পক্ষের (এক তরফা)। ২*বিণ.* এক পেশে। [ত্বরফ্‌ طرف আ. + আ. *বাং.*]।

তরিবৎ—দ্র. **তরবিয়ত**।

তরবিয়ত, তরিবৎ—*বি.* শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা-ভব্যতা শিক্ষা। [তর্‌বিয়ত تربیت আ.]।

তরবুজ—দ্র. **তরমুজ**।

তরমিম, তরমীম— *বিণ.* সংশোধন, পুনঃপরীক্ষা (যা হয়েছে তা হচ্ছে তরমিম ডিক্রি—প্রমথ)। [তর্‌মীম ترمیم আ.]।

তরমুজ, তরবুজ—*বি.* ফুটি জাতীয় সরস ফল বিশেষ। [তরবুয্ تربوز *ফা.*]।

তর্‌সান/তরসানো—*ক্রি.* দুঃখ দেওয়া, জ্বালাতন করা, মিথ্যা আশায় রাখা (মরা জান্‌কে এ মিছে তর্‌সানো আর —নজরুল)। [তর্‌সানা ترسانا *হি.*]।

তরাজ, তারাজ—*বি.* লুণ্ঠন, ধ্বংস (মল্লুক তারাজ করে তামাম লস্কর —হামজা)। [তারাজ تاراج *ফা.*]।

তরাজু, তরাজূ, তারাজু—*বি.* তুলাদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি (তরাজুতে তুলিয়া তৌলেতে আদেশিল—আলাওল)। [তরাযূ ترازو *ফা.*]।

তরানা—*বি.* সুর, সঙ্গীত, উদ্বোধন সঙ্গীত বা কবিতা (মোগলাই সংগী-তের তরানা —এনামুল)। [তরানহ্ ترانه *ফা.*]।

তরাস—*বি.* ত্রাস, ভয়, শংকা (তরাস নেই— ফজলল)। [তর্‌স্ ترس *ফা.*]।

তরিকা, তরীকা—*বি.* পদ্ধতি, পথ, পন্থা, নিয়ম, প্রণালী (চার তরিকা মানিয়া চলিতে হয়— মনসুর)। [ত্বরীক্বহ্ طريقه *আ.*]।

তরিবৎ—দ্র. **তরবিয়ত**।

তর্জমান, তর্জ্জমান—*বি.* অনুবাদক, ব্যাখ্যাতা, interpreter (নিজেকে চেনো, হও তুমি ভাই আল্লা-তালার তর্জমান— মোস্তফা)। [তর্জুমান ترجمان *আ.*]।

তর্তিব—দ্র. **তরতিব**।

তলওয়ার—দ্র. **তলোয়ার**।

তলপ—দ্র. **তলব**।

তলব, তলপ (বিরল)—১*বি.* ডেকে পাঠানো, হাজির হওয়ার হুকুম, আহ্বান। ২*বি.* বেতন (এ জন্য তলব কিছুই মিলিতনা— শেখ হাবিব)। [ত্বলব্ طلب *আ.*]।

তলবার—দ্র. **তলোয়ার**।

তলাও—দ্র. **তলাব**।

তলাক—দ্র. **তালাক**।

তলাব, তালাব, তলাও, তালাও—*বি.* পুকুর, দীঘি (ভরিয়া উঠিবে তলাব— পূ-গী; পুরান তালাবের ঘাটলায়— ইব্রাহিম)। [তালাব تالاب *ফা.*]।

তলাশ, তলাস, তালাশ, তালাস, তল্লাশ, তল্লাস—*বি.* খোঁজখবর, অনুসন্ধান (লোকে তল্লাস করিয়া দিল্লী যাইতেছে—টেকচাঁদ)। [তলাশ تلاش *আ.*]। **তল্লাশী, তল্লাসী**—১*বি.* অনুসন্ধানের কাজ, তল্লাস। ২*বি.* অনুসন্ধানের অধিকার সংবলিত পত্র (তল্লাসী পরোয়ানা)। [تلاشى *আ.*]। **খানা তল্লাশ**—*বি.* অবৈধ-ভাবে লুকানো কোনো লোক বা বস্তুর খোঁজে কারো ঘরে বা আস্তানায় অনুসন্ধান। [خانه খানহ্ *ফা.* + —*আ.*]।

তলোয়ার, তলওয়ার, তলবার—*বি.* তরবারি, অসি (পেয়ালায় হেথা শহিদী খুন, তলোয়ার-চোঁয়া তাজা তরুণ —নজরুল; তল্‌ওয়ার নাই,

বহিছে কটিতে কেবল শূন্য খাপ —নজরুল)। [তল্‌ওয়ার تلوار *হি*.]।

তল্লাক—দ্র. তালাক।

তল্লাশ, তল্লাস—দ্র. তলাশ।

তশ্‌ত— *বি.* হাত ধোয়ার বড় পাত্র বিশেষ, চিলিম্‌চি। [ত্বস্‌তু طست *আ.*]।

তশ্‌তরি, তশতরী—*বি.* ছোট রেকাবি, পিরিচ (চালের ফিরনী তশ্‌তরী ভরি —নজরুল)। [تشترى *ফা.* অথবা طشترى *ফা.*]।

তশবিহি, তশবীহি— *বিণ.* বাহ্যিক আকৃতিগত উপমা দেওন ('তশবিহি' রূপ এই যদি তাঁর 'তনজিহি' কিবা হয়—নজরুল)। [তশ্‌বীহ্‌ تشبيه *আ.* + ঈ *বাং.*]।

তশরিফ, তশরীফ, তসরিফ, তসরীফ —১*বি.* সম্মান। ২*বি.* উপস্থিত, পদার্পণ, হাজির (মেহেরবাণী করে তশরিফ আনুন অর্থাৎ দয়া করে আসুন; তশরীফ রাখুন অর্থাৎ বসতে আজ্ঞা হোক)। [তশরীফ تشريف *আ.*]।

তশাহ্‌হুদ—দ্র. তস্‌হদ।

তস্‌দিক, তস্‌দীক—দ্র. তজদিগ।

তসনস—দ্র. তছনছ।

তস্‌নীফ, তছনীফ—*বি.* রচনা, প্রণয়ন, গ্রন্থন। [তস্‌নীফ تصنيف *আ.*]।

তসবি, তসবী, তস্‌বিহ্‌, তসবীহ্‌ তছবি, তছবিহ্‌, তছবী—১*বি.* মুসলমানি জপমালা, আল্লাহ্‌র নাম বা দো'আ-দরূদ পাঠের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যা গণনার জন্য দানাগুটির মালা বিশেষ (তসবি'তে জপি যত তার নাম তত ঝরে আঁখি-নীর—নজরুল)। ২*বি.* নামের স্মরণ, জিকির (হজরতের নাম তসবি ক'রে, যাবরে মিস্‌কিন বেশে—নজরুল)। [তস্‌বীহ্‌ تسبيح *আ.*]।

তসবির, তসবীর— *বি.* ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি, Photo (মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তসবির —নজরুল)। [তস্‌ব্বীর تصوير *আ.*]।

তসবী, তসবীহ্‌—দ্র. তসবি।

তসরিফ, তসরীফ—দ্র. তশরিফ।

তসরুপ, তসরুফ—দ্র. তছরুপ।

তসলিম, তসলীম—১*বি.* মুসলমানি প্রথার অভিবাদন, সালাম (মরণের তব স্মরণ তীর্থে মরমের তসলীম—শাহাদাত; সেই মুসলিম থাকে যদি কেউ, তসলিম করি তারে—নজরুল)। ২*বি.* বাদশাহের দরবারে অবনত হ'য়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পদ্ধতি বিশেষ। [تسليم *আ.*]।

তসলিমাৎ, তসলিমাত—*বি.* বারবার সালাম, সালামসমূহ। [তস্‌লীমাত تسليمات *আ.*, 'তস্‌লীম''-এর ব.ব.]।

তসল্লি, তসল্লী—*বি.* সান্ত্বনা, প্রবোধ (কত সে ক্লান্ত বেদনাদগ্ধ মুসাফির এরই মূলে, বসিয়া পেয়েছে মা'র তসল্লি, সব গ্লানি গেছে ভুলে—নজরুল)। [তসল্লী تسلّى *আ.*]।

তসহ্‌দ, তশাহ্‌হুদ—*বি.* সাক্ষ্যবাণী,

আমি সাক্ষ্য দিই যে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আরো সাক্ষ্য দিই যে, মুহম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রসুল (চতুর্থে তসহদ আত্তাহিয়াত পড়ায়— হেয়াত)। [তশহ্হুদ تشهّد আ.]।

তসিল—দ্র. **তহ্সিল**।

তস্ত—*বি.* তশতরি, পাত্র, থালা (সুবর্ণের তস্তে করি দিল তার আগে— হেয়াত)। [ত্বশ্ত্ طشت *ফা.*]।

তহ্—১*বি.* খরচ, খাজনা, Toll। ২*বি.* ভাঁজ, তল, নীচু। [তহ্ ته *ফা.*]। **তহ্-ই-বাজারি**— *বি.* বাজারে বা হাটে কোন কিছু বিক্রি করতে গেলে যে ইজারাদারকে খাজনা দিতে হয়। [— বাযারী بازاری *ফা.*]। **তহ্খরচ, ত-খরচ** —*বি.* হিসাবের অতিরিক্ত খরচ, বাজে খরচ, আনুষঙ্গিক খরচ। [— خرج *ফা.*]। **তহ্খানা, তয়খানা, তায়খানা** — *বি.* মাটির নীচে ঘর, ভূগর্ভস্থিত কক্ষ (বালাখানায় ও তহ্খানায় লোক পরিপূর্ণ— রামরাম)। [— খানহ্ خانه *ফা.*]।

তহকিক, তহ্কিক, তহকীক—১*বি.* সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা, তদন্ত, গবেষণা। ২*ক্রি-বিণ.* বাস্তবিক (নহেত আলীর হাতে হারাইবে জান। তহকিক জানিবে আজি মউত নিদান— হামজা)। [তহ্কীক্ব تحقيق *আ.*]।

তহ্খানা—দ্র. **তহ্**।

তহ্ফা, তোফা, তোহ্ফা— ১*বি.* তোহ্ফা, উপহার, উপঢৌকন (বিস্তর বিস্তর তহফা আদি দিয়া বাদশাহের হুজুরে দরপেস হইলেন— রামরাম)। ২*বি.* উপহারযোগ্য অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। ৩*বিণ.* উৎকৃষ্ট, খাসা, অতি উপাদেয় (একটু জোরেই হেসে বললেন, তোফা! তোফা! ওগো আর এক কাপ চা দাও —নজরুল)। [তুহ্ফহ্ تحفه *আ.*]।

তহ্বন্দ্, তবন—*বি.* নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদ, লুঙ্গি (পরনে গেরুয়া তহবন্দ— শওকত ; স্বামীর পরনে মারকিনের তবন —মশার্‌রফ)। [তহ্বন্দ্ ته بند *ফা.*]।

তহবিল, তহ্বীল / তবিল, তফিল — *বি.* সঞ্চিত নগদ টাকাকড়ি, ধনভাণ্ডার, পুঁজি (চাকুরির তবিলে জমা ছিল না কিছু —অচিন্ত্য)। [তহ্বীল تحويل *আ.*]। **তহবিলদার/ তবিলদার**— *বি.* জমা টাকার হেফাজতকারী, কোষাধ্যক্ষ, Cashier। [— দার دار *ফা.*]। **তহবিলদারি / তবিলদারি**—*বি.* তহবিলের কাজ, কোষাধ্যক্ষের কাজ। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

তহ্মত, তোহ্মৎ—*বি.* অপবাদ, মিথ্যা দোষারোপ বা দুর্নাম (আমি তাহাদিগের লেখাপড়ার ও ঔষধপত্রের জন্য বিশেষ ব্যয় করিতেছি, আবার আমার উপর এই তহমত—টেকচাঁদ; কেন ওসমান, সরকার তোমার নামে এই তহমত দিতেছে— মনসুর)। [তুহ্মত تهمت *আ.*]। **তহমতী**— ১*বিণ.* অপরাধী। ২*বিণ.*

আসামী। [— + ঈ *বাং.*]।

তহরিমা, তহরীমা— ১*বি.* নামাজের প্রারম্ভে আল্লাহু আকবর বলে বুকে হাত বেঁধে নামাজের নিয়ত করা (আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি শুধু বৃথা তহ্‌রিমা বেঁধে— নজরুল)। ২*বি.* হাজীদের হজের উপযোগী কাপড় পরা। [তহ্‌রীমহ্ تحريمه *আ.*]।

তহরির, তহ্‌রীর—*বি.* লেখা, রচনা। [তহরীর্ تحرير *আ.*]।

তহ্‌শিল—দ্র. **তহ্‌সিল**।

তহ্‌সিল, তহ্‌শিল, তসিল, তহ্‌সীল —১*বি.* আদায়কৃত খাজনা। ২*বি.* খাজনা আদায় (পুঁজিপতিদের টাকা তহ্‌সিলের ব্যবস্থা করিলেন ; তহশিল সম্বন্ধে পূর্বে এত কষাকষি কোনো দিন ছিল না—রবীন্দ্র)। ৩*বি.* খাজনা আদায়ের বা দাখিলের দফতর। [তহ্‌সীল تحصيل *আ.*]। **তহসিল-দার**— ১*বি.* তহসিলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ২*বি.* খাজনা আদায়কারী। [তহ্‌সীলদার تحصيل دار *আ.* + ফা]। **তহ্‌সিলদারি, তহসীলদারী**— *বি.* তহসিলদারের কাজ। [— + ই, ঈ ى *ফা.*]।

তহুরা—১*বি.* পাক পবিত্রতা, বিশুদ্ধ। ২*বি.* বেহেশ্‌তী সুরা, পবিত্র মদ (দাঁড়ায়ে র'বে ল'য়ে তহুরার পিয়ালা —নজরুল)। [তু'হ্‌রাতুন طهرة *আ.*]। **তহুরা-শরাব**—*বি.* বেহেশ্‌-তের পবিত্র পানীয় বিশেষ, পবিত্র সুরা (কওসর বারি তহুরা-শরাব তুমি পান কর, জুড়াও বুক —মোহিত)। [শরাবন্ তু'হ্‌রাতুন্ شرابًا طهرة *আ.*]।

তা—*বি.* একগোটা, কাগজের সম্পূর্ণ একফালি (এক তা কাগজ)। [তহ্ ته *ফা.*]।

তাইদ—১*বি.* তাকিদ, তাগাদা। ২*বি.* স্মারকলিপি, reminder। ৩*বি.* সহায়তা, পক্ষপাতিত্ব, সমর্থন। ৪*বি.* পৃষ্ঠপোষকতা। ৫*বি.* সমর্থক প্রমাণ-পত্র। [তা'ঈদ تائيد *আ.*]। **তাইদ-ই-দাওয়া**—*বি.* দাবীর সমর্থক প্রমাণ পত্রাদি। [— দ'ওয়া دعوى *আ.*]। **তাইদ এজাহার**—১*বি.* পৃষ্ঠপোষক বিবরণ। ২*বি.* সমর্থক বিবৃতি। [— ইয্‌হার اظهار *আ.*]। **তাইদগির**— *বি.* সহায়ক, সাহায্যকারী। [— গীর گير *ফা.*]। **তাইদনবীশ**— *বিণ.* তাইদ লেখক (ভজগোবিন্দ চক্রবর্তী নামে একজন তাইদনবীশ সেই কালেক্টরী অফিসে থাকে— বঙ্কিম)। [— নবীস نويس *ফা.*]। **তাইদ-নবীশি**—*বি.* তাইদ লেখকের বৃত্তি। [— + ই. *বাং.*]।

তাইদাদ—দ্র. **তায়দাদ**।

তাওক্কাল—দ্র. **তওয়াক্কল**।

তাওয়া—১*বি.* রুটি প্রভৃতি আগুনে সেঁকার জন্য ধাতুনির্মিত পাত্র বিশেষ। ২*বি.* তুষ, কাঠ, কয়লা ইত্যাদির আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য মাটির পাত্র বিশেষ। ৩*বি.* ধূমপানের কলিকায় তামাকের উপর বসাবার চাকতি বিশেষ। [তাওয়াহ্ تاوه *ফা.*]।

তাওয়াক্‌কুল—দ্র. **তওয়াক্কল**।

তাঁবু, তাম্বু, তম্বু—*বি.* বস্ত্রগৃহ, শিবির, tent (তাম্বু খাড়া করিবার চিন্তিত উপায়— হেয়াত; ওমর খৈয়ামের পিতা তাম্বু নির্মাণ করতেন—এস. ওয়াজেদ)। [তম্‌বূ تمبو *ফা.*]।

তাঁবে, তাবে—*বি.* অধীন (ওঁদেরই তাঁবে আছি— মনোজ)। [তাবি'উ تابع *আ.*]। **তাঁবেদার, তাবেদার**—১*বি.* অধীন বা অনুগত ব্যক্তি। ২*বি.* ভৃত্য। ৩*বিণ.* আজ্ঞাবহ, অধীন (কুল মখলুক তাঁবেদার তোর কাহারে ডরিস বল্— শাহাদাত)। [তাবি'দার تابعدار *আ.* + *ফা.*]। **তাঁবেদারি, তাবেদারি**—*বি.* অধীনতা, তাবেদারের কাজ (বুদ্ধি আত্মার তাঁবেদারি করেছে — মোতাহের)। [—*আ.* + দারী داری *ফা.*]।

তাক—*বি.* থাক, দেয়াল, আলমারি প্রভৃতিতে জিনিসপত্রাদি রাখার জন্য তক্তা দিয়ে তৈরী দ্রব্যাধার বিশেষ, shelf। [তাক্ব طاق *আ.*]।

তাকওয়া—*বি.* ধর্মনিষ্ঠা, পরহেজগারী, কর্তব্যনিষ্ঠা। [তক্বওয়া تقوى *আ.*]।

তাকত, তাকৎ, তাকদ, তাগত—*বি.* শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য, বল (উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই—বিদ্যা)। [ত্বাক্বত طاقت *আ.*]।

তাকতম্বি—*বি.* স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে বিধি-নিষেধ, শরীর রক্ষা বিষয়ে যত্ন ও সাবধানতা। [তাকীদ تاكيد + তম্বীহ্ تنبيه *আ.*]।

তাকনিমে — *বিণ.* আধচাওয়া, চোখ অর্ধেক বন্ধ করে দেখা। [তাক تاك *হি.* + নীম نيم *ফা.* + এ. *বাং.*]।

তাকাদা—দ্র. **তাগাদা**।

তাকাবি, তাকাবী—দ্র. **তগাবি**।

তাকাব্বরি, তাকাব্বরী, তাকাব্বুরি—দ্র. **তকব্বরি**।

তাকিদ, তাকীদ—দ্র. **তাগিদ**।

তাকে তাকে—দ্র. **তক্কে তক্কে**।

তাখাল্লুস—দ্র. **তখল্লুস**।

তাগড়া, তাগড়াই— *বিণ.* নবীন ও বলিষ্ঠ, লম্বা চওড়া (সে তাগড়া জোয়ান—মুজতবা)। [তগ্‌ড়া تگڑا *হি.* ই. *বাং.*]।

তাগত—দ্র. **তাকত**।

তাগা—১*বি.* উপর হাতে পরিধান করার অলঙ্কার বিশেষ, অনন্ত। ২*বি.* হাত কোমর প্রভৃতি শরীরের বিভিন্ন স্থানে বাঁধার মন্ত্রপূত তাবীয্-মাদুলি ইত্যাদি। ৩*বি.* ডোর, সর্পাঘাত ইত্যাদিতে রক্ত চলাচল রোধ করার বন্ধনী (শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথায় বাঁধবি তাগা—কৃত্তিবাস)। [তাগা, ধাগা تاگا، دھاگا *হি.*]।

তাগাড় — ১*বি.* অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণের জন্য চুন-সুরকি ইত্যাদি পানিতে মিশিয়ে প্রস্তুত মসলা। ২*বি.* ঐ মসলা প্রস্তুত করার পাত্র। ৩*বি.* ধানের চারা রোপণ করবার সময়ে কর্ষিত ভূমিতে জল সিঞ্চন দিয়ে যে কাদা তৈরী করা হয়। [তগার تغار *ফা.*]।

তাগাদা, তাকাদা, তকাজা— ১*বি.* স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ২*বি.* বারংবার কিছু দিতে অনুরোধ, প্রাপ্য বস্তু বারংবার দাবী (টেকার তাগাদা করিতে করিতে আমাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল— টেকচাঁদ)। [তক্বাযা تقاضا *আ.*]।

তাগারী— *বি.* বৃহৎ গামলা বিশেষ, বৃহৎ রন্ধনপাত্র। [তগারী تغاری *ফা.*]।

তাগিদ, তাকিদ, তাকীদ— ১*বি.* কোন কাজের জন্য বারবার অনুরোধ, পীড়াপীড়ি, আদেশ (এখান হইতে খাজনার তাগিদে যায় —রামরাম; তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আস্‌মানী তাকিদ—নজরুল)। ২*বি.* জরুরী প্রয়োজন। ৩*বি.* প্রেরণা (ভিতরের তাগিদে যে মানুষ কর্ম করেছে তার লক্ষ্য মনিব নয়— অবনীন্দ্র)। [তাকীদ تاکید *আ.*]।

তাছাওফ—দ্র. **তাসাওফ**।

তাছির, তাছীর, তাসির—*বি.* প্রভাব, ফলাফল, কার্যকারিতা, ছাপ (তাছির হয় যেন কিছু আমার ক্রন্দনের —মোস্তফা)। [তাসীর تاثیر *আ.*]।

তাজ—১*বি.* মস্তকের আবরণ বিশেষ, টুপি। ২*বি.* মুকুট, crown (সম্রাটের রত্নময়ী তাজ—সত্যেন্দ্র)। [تاج *আ.*]। **তাজমহল**— *বি.* মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহান কর্তৃক সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল-এর স্মৃতিরক্ষার্থে আগ্রায় নির্মিত স্বনামধন্য মর্মর প্রাসাদ। [তাজমহল تاج محل *আ.*]।

তাজা—১*বিণ.* টাটকা, সদ্য (পেয়ালায় হেথা শহিদী খুন, তলোয়ার-চোঁয়া তাজা তরুণ— নজরুল)। ২*বিণ.* সদ্য, নতুন (তাজা খবর)। ৩*বিণ.* জীবন্ত (তাজা মাছ)। ৪*বিণ.* সতেজ, স্ফূর্তিযুক্ত (তাজা প্রাণ, তাজা মন)। [তাযহ্ تازه *ফা.*]। **তাজা-ব-তাজা** —*বিণ.* নবনব, নূতন সজীব, প্রাণোচ্ছল (স্বাধীনতা পরে হবে আগে গাও 'তাজা-ব-তাজা'র বাঁশি—নজরুল)। [তাযহ্-ব-তাযহ্ تازه به تازه *ফা.*]।

তাজাল্লী—দ্র. **তজল্লী**।

তাজি, তাজী— ১*বি.* আরবী ঘোড়া, উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবান অশ্ব (তিন লক্ষ তাজা তাজি তুরগী তুরঙ্গ—ঘন)। ২*বিণ.* বেগবান তেজীয়ান ঘোড়া (আরবী তাজীর পিঠে সে যে বেঁধেছে চলবার ঘর —ফররুখ)। [তাযী تازی *ফা.*]।

তাজিম, তাযীম—১*বি.* সম্মান, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, আদব (খালেদ! খালেদ! তাজিমের সাথে ফরমান পড়ে চুমি —নজরুল)। ২*বি.* সমাদর (তাজিম করিয়া তারে, বসায় বিছানা পরে —হামজা)। ৩*বি.* ভদ্রতা, শিষ্টতা। [ত'যীম تعظیم *আ.*]।

তাজিয়া, তা'যিয়া—১*বি.* মুহররমের মিছিলে বাহিত হাসান হোসেনের নকল কবর (ঐ যে মহরমের নিশান তাজিয়া দেখা যায়—রোকেয়া)। ২*বি.*

শোক। ৩*বি.* শোকে সান্ত্বনা। [ত'যিয়ঃ تعزيه *আ.*]।

তাজী—দ্র. তাজি।

তাজ্জব—১*বি.* বিস্ময় (আমার তাজ্জব লেগে গেছে— রবীন্দ্র)। ২*বিণ.* বিস্ময়কর, অদ্ভুত (তাজ্জব ব্যাপার)। ৩*বিণ.* বিস্মিত (সে তাজ্জব হয়ে গেল —হাবীব)। [ত'অজ্জুব تعجب *আ.*]।

তাঞ্জাম— ১*বি.* পাল্কী, শিবিকা (চলে আঞ্জাম, দোলে তাঞ্জাম—নজরুল)। ২*বি.* সুসজ্জিত চতুর্দোলা (তাঞ্জাম ভরা আঞ্জাম এযে কিছুই রাখেনি বাকী— নজরুল)। [তাম্‌ঝাম্ تام جهام *হি.*]।

তাব—*বিণ.* তাপ, উত্তাপ, শক্তি, ক্ষমতা। [তাব تاب *ফা.*]।

তাবা, তবাহ্—*বি.* ধ্বংস, বিধ্বস্ত (কত উজ তাতে ডুবে ম'ল হায়, কত নূহ হল তাবা—নজরুল)। [তবাহ্ تباه *ফা.*]।

তাবিজ, তাবীয—১*বি.* বাহুর অলঙ্কার বিশেষ। ২*বি.* কবচ, মাদুলি (ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ বাঁধা যে রে তোর পাক্ কোরান—নজরুল)। [ত'ব্‌ীয تعويذ *আ.*]।

তাবিন—দ্র. **তাবেঈন**।

তাবির, তাবীর—*বি.* আলোচনা, ব্যাখ্যা (তজকিরা তাবির আজি শুনিল শ্রবণে —হেয়াত)। [ত'বীর تعبير *আ.*]।

তাবীয—দ্র. **তাবিজ**।

তাবে—দ্র. **তাঁবে**।

তাবেঈন, তাবিন— ১*বি.* আজ্ঞাবাহকগণ। ২*বি.* অনুসারিগণ, অধীনস্থ (সাবেঈন্ তাবেঈন হয়ে চিল্লায় জোর "ওই ওই নাবে দীন্!"—নজরুল)। ৩*বি.* হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রত্যক্ষ অনুসারীদের অনুসারী। ৪*বি.* অনুসরণ করা (তৃতীয় রেকাত পড়ে এমাম যখন, তাহার তাবিন করে উচিত যেমন— হেয়াত)। [তাবি'ঈন تابعين *আ.*]। এক. **তাবি'ঈ, তাবেয়ী**— *বি.* অনুসারী (তাবেয়ীদের যুগ–আকরম)। [তাবি'উ تابع *আ.*]।

তাবুত, তাবূত—১*বি.* শবাধার, কফিন (মৃতদেহের সদগতি উপাসনা (জানাজা) করাইতে তাবুতশায়ী করাইয়া সাধারণের সম্মুখে আনয়ন করিলেন—মশার্‌রফ)। ২*বি.* তাযিয়া বা কবরের প্রতীক। ৩*বি.* পতাকা, নিশানা। [তাবূত تابوت *আ.*]।

তামতানাওল — *বি.* খাওয়া-দাওয়া (কোন কোন স্থলে বিবাহের পূর্বেই তামতানাওলের ব্যবস্থা থাকে—মোস্তফা)। [ত্ব'আম তনাবুল طعام تناول *আ.*]।

তামদারি—*বি.* আপ্যায়ন, অভ্যর্থনা, ভোজন করানো (অভ্যর্থনার আয়োজনের এক পয়সাও সরকার সাহেবের তামদারীর তহবিল হইতে খরচ না হয়—মনসুর)। [ত্ব'আমদারী طعا مدارى *আ.* + *ফা.*]।

তামাচা, তামেচা—*বি.* থাপ্পড়, চপেটাঘাত (বেয়াদবের দুই গালে দুটি তামেচা না লাগলে—ইব্রাহীম; কুদিয়া

যাইয়া জোরে তামেচা মারিল তার গালে—হামজা)। [তমাঁচহ্ تمانچه *ফা.*]।

তামাদি, তমাদি— ১*বি.* দাবি করার নির্দিষ্ট সময়ে উত্রে যাওয়া (এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা বাকি পড়বে—রবীন্দ্র)। ২*বিণ.* দাবি করার যে নির্দিষ্ট সময় উত্রে গিয়েছে এমন, time-barred (তামাদি দলিল)। [তমাদী تمادی *আ.*]।

তামান্না—*বি.* আশা, অভিলাষ, বাসনা, আকাঙক্ষা, কামনা (শোন তামান্না আমার— তালিম)। [তমন্না تمنّا *আ.*]।

তামাম, তমাম—১*বিণ.* সমগ্র, সমস্ত, সমুদয় (ময়দানে হইল খাড়া তামাম ফউজ—হামজা)। ২*বিণ.* সম্পূর্ণ, শেষ। [তমাম تمام *আ.*]। **তামামি, তামামী**— *বি.* অবসান, সমাপ্তি (তামাম সালের সাল্তামামী হয়নিরে তোর মোটেই মনের মত— সত্যেন্দ্র)। [তমামি تمامی *আ.* + *ফা.*]।

তামাশা, তামাসা—১*বি.* খেলা, বাজি (আপনারা পাশে দাঁড়াইয়া বেশ তামাশা দেখাইতেছেন —মনসুর)। ২*বি.* প্রদর্শনী। ৩*বি.* কৌতুক, মজা, পরিহাস, ঠাট্টা (পাল্টা তামাশা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না—বরকত)। [তমাশি تماشی *আ.*। *ফা.*তে تماشا]।

তামিল—১*বি.* সম্পাদন, মান্য, রক্ষা, পালন (একটু পরে ভেতরে গেল হুকুম তামিল করবার জন্য — আজাদ)। ২*বিণ.* অনুষ্ঠিত, পালিত, সম্পাদিত (হুকুম তামিল হওয়া)। [ত'মীল تعمیل *আ.*]।

তামেচা—দ্র. **তামাচা**।

তাম্বু—দ্র. **তাঁবু**।

তাম্বুরা—দ্র. **তম্বুরা**।

তাযিয়া—দ্র. **তাজিয়া**।

তাযীম—দ্র. **তাজিম**।

তায়খানা—দ্র. **তহ্**।

তায়দাদ, তাইদাদ— ১*বি.* সংখ্যা, পরিমাণ (জিনিসপত্রের অমন ঠিক ঠিক তায়দাদ করতে বুড়োরাও পারেনা—নরেন্দ্র)। ২*বি.* সীসা। ৩*বি.* জমির চৌহদ্দি বা চতুঃসীমার বিবরণ সম্বলিত দলিল। [ত'দাদ تعداد *আ.*]।

তায়ফা—দ্র. **তয়ফা**।

তায়ারিখ—দ্র. **তওয়ারিখ**।

তার—১*বি.* ধাতুনির্মিত সূত্র বা রজ্জু (তামার তার; টেলিগ্রামের তার; সেতারের তার)। ২*বি.* টেলিগ্রাম (জরুরী তার পেয়ে চলে গেছে)। [তার تار *হি.*]।

তারাজ—দ্র. **তরাজ**।

তারাজু—দ্র. **তরাজু**।

তারাবি, তারাবী, তারাবীহ—*বি.* রমজান মাসের বিশ রাকাত বিশেষ নামাজ যা সমগ্র মাসব্যাপী এশার নামাজান্তে পড়া হয় এবং সাধারণত সেই নামাজের মধ্যে ইমাম সাহেব সমস্ত কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন (তারাবি নামাজ পড়িতে যাইব মোল্লা বাড়িতে আজ —জসীম)।

[তরাব্বীহ্ تراويح আ.]। **খতম তারাব্বীহ** —বি. যে তারাবীহতে রমজান মাসের ত্রিশ রাতে কোরআন শরীফ সম্পূর্ণ পাঠ করা হয়। [ختم تراويح আ.]।

তারিফ, তারিপ, তারীফ— বি. প্রশংসা, বাহবা, সুখ্যাতি (আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগতময় —নজরুল)। [ত'রীফ্ تعريف আ.]।

তালকিন—বি. দীক্ষা, শিক্ষা, ধর্মোপদেশ (মোহাম্মদ হানিফা তারে করেন তালকিন — হামজা)। [তল্ক্বীন تلقين আ.]।

তালাও—দ্র. **তলাব**।

তালাক, তল্লাক, তাল্লাক, তলাক —বি. মুসলমানদের বিবাহ-বিচ্ছেদ (ছাড়িনু ছাড়িনু বুলি কহে তিনবার, তল্লাক করিয়া ছাড়ে সভার মাঝার —হেয়াত)। [ত্বলাকু' طلاق আ.]। **তালাকনামা**—বি. স্ত্রী-পরিত্যাগপত্র, বিবাহবিচ্ছেদপত্র (মুখের কথা কেন, তালাকনামা এখনই লিখিয়া দিতেছি —মশার্‌রফ)। [— আ. + নামহ্ نامه ফা.]।

তালাফি, তালাফী— ১বি. খবরদারী, আদরযত্ন (আপন দেহের দেলে করিয়া নজর, তালাফি করিবে তারে বেটি বরাবর— হামজা)। ২বি. পরিচর্যা, সেবা। ৩বি. ক্ষতিপূরণ। [তলাফী تلافى আ.]।

তালাব—দ্র. **তলাব**।

তালাশ, তালাস—দ্র. **তলাশ**।

তালিকা—বি. নির্ঘণ্ট, ফর্দ, লিস্ট, list। [ত'লীক্বহ্ تعليقه আ.]।

তালিব—বি.,বিণ. শিক্ষার্থী, প্রার্থী, অনুসন্ধানকারী, প্রশ্নকারী ছাত্র (নবীর খাদেম আমি দীনের তালিব— হামজা)। [ত্বালিব্ طالب আ.]।

তালিম, তালীম—বি. শিক্ষা, উপদেশ (কাফির আমানউল্লাহ্ তালিম পেয়ে মোমিন হয়ে গিয়েছে— মুজতবা)। [ত'লীম تعليم আ.]। **তালিমী**—বিণ. তালিম বা শিক্ষা বিষয়ক। [ত'লীমী تعليمى আ.]।

তালীম—দ্র. **তালিম**।

তালুক—১বি. জমিদারী, সরকার বা জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত ক'রে নেয়া সম্পত্তি (তালুক-মুলুক যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও— রবীন্দ্র)। ২বি. ভূসম্পত্তি। [ত'অল্লুক্বহ تعلقه আ.]। **তালুকদার**— বি. তালুকের মালিক। [— دار ফা.]। **তালুকদারি**—বি. তালুকদারের বৃত্তি বা জমিদারী। **তালুকদারী**—বিণ. তালুক, তালুকদার বা তালুকদারি সংক্রান্ত। [— دارى ফা.]।

তালেনামা—বি. ভাগ্যনির্দেশক পুস্তক (হুকুম করিল বাদশা নজ্জুমে ডাকিয়া, তালেনামা দেখ সবে রমল খুলিয়া —হামজা)। [ত্বালি' طالع আ. + نامه ফা.]।

তালেব আলেম, তালেব এলম, তালেবুল ইল্‌ম, তালিবুল ইল্‌ম —বি. ছাত্র, বিদ্যার্থী, শিক্ষার্থী,

জ্ঞানান্বেষী (হাদিস কোরান পড়ার জন্য চারিদিক হইতে তালেবুল ইল্‌ম এই মাদ্রাসায় আসিয়া থাকে—মনসুর)। [ত্বালিব ‘ইল্‌ম্ طالب علم আ., ত্বালিবুল ‘ইল্‌ম্ طالب العلم আ.]।

তালেবর—১*বিণ.* সৌভাগ্যবান, প্রতিপত্তিশালী, গণ্যমান্য (পেটে অসীম এলেম তুখোড় ছোকরা তালেবর ব্যক্তি —মুজতবা)। ২*বিণ.* ধনী। [ত্বালি‘ طالع আ. + ওয়্‌র ور ফা.]।

তাল্লাক—দ্র. তালাক।

তাসাওফ, তাসাওওফ, তাছাওফ—*বি.* সুফী মতবাদ, সুফিদের সাধনা (তাছাওফের যে নূরানী ইল্‌মে তনুমন একাকার— ফররুখ)। [তসওউফ্ تصوّف ফা.]।

তাসির—দ্র. তাছির।

তাহ্‌জিব, তাহ্‌যীব— *বি.* শিষ্টাচার, ভব্যতা, সভ্যতা, ভদ্রতা। [তহ্‌যীব্ تهذيب আ.]।

তাহ্‌জিল, তাহ্‌যিল— *বি.* লাঞ্ছনা, অসম্মান, শাস্তি, অপমান (না দিলে জওয়াব তারে করিল তাহ্‌যিল—হামজা)। [তহ্‌জীল تهجيل আ.]।

তাহ্‌যীব—দ্র. তাহ্‌জিব।

তাহাজ্জত, তাহাজ্জদ, তাহাজ্জুদ—*বি.* শেষ রাতের নফল নামাজ বিশেষ (শেষ রাত্রিতে আমি তাহাজ্জতের নামাজ পড়িতে উঠি— নজিবর)। [তহজ্জুদ্ تهجّد আ.]।

তিজারত, তিজারৎ, তিজারতি — দ্র. তেজারত।

তিলাওত, তেলায়ত—*বি.* পাঠ, আবৃত্তি, সম্ভ্রম সহকারে পাঠ, কোরআন মজীদ পাঠ (পবিত্র কোরান তেলাওতের পর —ওয়াসেক)। [তিলাওত্ تلاوت আ.]।

তিলিছমাত, তিলিসমাত — দ্র. **তেলেসমাত**।

তীর—*বি.* বাণ, শর। [তীর تير ফা.]।

তিরন্দাজ, তীরন্দায—*বি. বিণ.* তীর নিক্ষেপক, ধনুর্ধর, ধানুকী। [—অনদায্ انداز ফা.]।

তুগরা—দ্র. **তোগরা**।

তুজুক—দ্র. **তুযুক**।

তুঝ্— *সর্ব.* তোর, তোমার। [তুঝ্‌হ্ تجهه উ.]।

তুতী, তূতী—*বি.* স্ত্রী তোতাপাখী, সারী (তুতীকে নামাতে যদি পারে কেউ তীরের আঘাতে—ফররুখ)। [তূ‘ত্বী طوطی ফা.]।

তুন্দ, তুন্দি, তুন্দী—১*বিণ.* উগ্র। ২*বিণ.* দ্রুত। ৩*বিণ.* তেজ। [তুন্‌দ্ تند ফা.]।

তুফান—১*বি.* ঘূর্ণিবাত্যা, প্রবল ঝড় (বিশ্বডুবান আসল তুফান উছলে উজান—নজরুল)। ২*বি.* ঝড়জনিত প্রবল ঢেউ, বন্যা। ৩*বি.* তুমুল ঝগড়া (চায়ের কাপে তুফান উঠেছে)। [তূ‘ফান طوفان আ.]।

তুবা[১]—*বি.* বেহেশ্‌তের বৃক্ষ বিশেষ (রেজওান গেল্‌মান দরক্ত তুবার—আলাওল)। [তূ‘বা طوبیٰ আ.]।

তুবা[২]—দ্র. তওবা।

তুযুক, তুজুক— ১*বি.* বিধান। ২*বি.* প্রতিষ্ঠান। ৩*বি.*রাজসভা। ৪*বি.* গৌরব। ৫*বি.* রাজরচনা। [তুযুক تزك *তু.*]।

তুয়াক্কা—দ্র. তওয়াক্কা।

তুরক—১*বি.* তুর্কী জাতি (ঘুরছে ধাঁধায় হিন্দু তুরক লাঞ্ছনা আর সইছে গ্লানির বাণী—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* তুর্কী জাতীয় লোক, তুরস্কের লোক। [তুর্ক ترك *তু.*]। **তুরক সওয়ার**—*বি.* অশ্বারোহী তুর্কী সৈন্য। [— + سوار *ফা.*]।

তুরকি—দ্র. তুর্ক।

তুরন্ত্, তূরন্ত—*ক্রি. বিণ.* সত্বর, শীঘ্র, দ্রুত, বিলম্ব না করে (তুরন্ত শরাব আন সাকী— নজরুল)। [তুরন্ত্ ترنت *হি.*]।

তুরপুন, তুরপূন, তুরপন—*বি.* কাষ্ঠাদি ছিদ্র করার জন্য ছুতারের যন্ত্র বিশেষ, ভোমর (মাথার ভসভসে ঘিলুতে তুরপুন সিঁধোলো— মুজতবা)। [তর্‌ফান্ ترفان *উ.*]।

তুরুক—*বি.* তুরক, তুর্কী জাতীয় লোক (মা বাপ ছাড়িয়া মেলে তুরুকের সাথে, খারাব করিল মুঝে তুরুকের হাতে— হামজা)। [তুর্ক ترك *তু.*]।

তুর্ক, তুর্কী, তুর্কি, তুরকি—১*বি.* তুর্কী জাতি, তুরস্কদেশের লোক (তুরকিস্তানে তুরকি ভাসে আপনার— সুলতান)। ২*বি.* তুরস্কের ভাষা। ৩*বিণ.* তুরস্ক দেশীয়। [তুর্ক ترك *তু.*]। **তুর্কিস্তান**— *বি.* তুরস্কদেশ। [তুর্কিস্তান ترکستان *তু.* + *ফা.*]।

তুলকালাম—*বি.* তুমুল ঝগড়া, বাগাড়ম্বর, দীর্ঘ আলোচনা। [তূ'ল কলাম্ طول كلام *আ.*]।

তূতী—দ্র. তুতী।

তূরন্ত—দ্র. তুরন্ত।

তেগ—*বি.* তলোয়ার, তরবারি (জুলফিকার সে দু'খান হয়েছে, ও তেগ টুটেনি তবু—নজরুল)। [তেগ্ تيغ *ফা.*]।

তেগারি—*বি.* পাত্র (তেগারি ভরিয়া পানি দিল আগে লয়া—হেয়াত)। [তগার تغار *ফা.*]।

তেছরা—দ্র. তেসরা।

তেজ—১*বিণ.* তীক্ষ্ণতা, ঝাঁজ। ২*বি.* শক্তি, বিক্রম, প্রতিপত্তি, প্রভাব, দর্প। ৩*বি.* দীপ্তি, উত্তাপ। [তেয্ تيز *ফা.*]।

তেজারত, তিজারত, তিজারৎ—১*বি.* ব্যবসাবাণিজ্য। ২*বি.* সুদী কারবার। [তিজারত تجارت *আ.*]। **তেজারতি, তিজারতি**— *বি.* টাকাকাড়ির লেনদেন, সুদে টাকা লগ্নীকরণ, কুসীদবৃত্তি (সামান্য তেজারতি থেকে চালের কারবার গড়ে তুলেছে— অচিন্ত্য)। [— + (ঈ) ى *ফা.*]।

তেজি-মন্দি—*বি.* বাজারে দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি বা উঠানামা (তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা বেচা তেজি-মন্দি আদায় উসুল ইত্যাদি

—পরশু)। [তেযী মন্দী تیزی مندی *ফা.*]।

তেরিজ—১*বি.* অঙ্কের সমষ্টি বা যোগ (ঠাকুরানী এখন আয়ব্যয়ের হিসাব তাঁর কাছে বুঝিয়ে দিতে চান; সেই জন্যই তাঁর তেরিজ খারিজ শেখা দরকার–প্রমথ)। ২*বি.* বৃদ্ধি। [ত'রীয্ تعریض *আ.*]।

তেলায়ত—দ্র. তিলাওত।

তেলেছমাত—দ্র. তেলেসমাত।

তেলেসমাত, তেলেছমাত, তিলিসমাত, তিলিছমাত—১*বি.* যাদু। ২*বি.* আশ্চর্য (এযে দেখি তেলেসমাত ব্যাপার)। ৩*বিণ.* ভরপুর, মাতোয়ারা (শিরনি রাঁধেন বড়বিবি বাড়ী গন্ধে তেলেসমাত—নজরুল)। [ত্বিলিস্‌মাত طلسمات *আ.*, ব.ব.। এক. طلسم ত্বিল্‌সম্]। **তেলেছমাতি, তেলেসমাতি**— *বিণ.* ঐন্দ্রজালিক, যাদু সম্বন্ধীয় (কি দেখিলে কেহ তেলেছমাতি কারবার—হামজা)। [ত্বিলিস্‌মাতী طلسماتی *আ.*]।

তেসরা, তেছরা— *বি.,বিণ.* মাসের তৃতীয় তারিখ বা তারিখের। [তীস্‌রা تیسرا *হি.*]।

তৈয়ব— ১*বি.* "আল্লাহ্ ছাড়া কেহ উপাস্য নাই এবং মুহম্মদ আল্লাহর রসূল"—এই মতবাদ। ২*বিণ.* ভালো, পবিত্র (কলেমা তৈয়ব লেখা পৃষ্ঠের উপর— হেয়াত)। [ত্বইয়ব্ طیّب *আ.*]।

তৈয়ম্মম, তৈয়াম্মুম—দ্র. তয়ম্মুম।

তৈয়ার, তয়ের, তৈয়ারি, তৈরী—১*বিণ.* প্রস্তুত, নির্মিত। ২*বিণ.* ব্যবহারোপযোগী (তিনি সাক্ষীদিগকে যেন পাখী পড়াইয়া তৈয়ার করেন—টেকচাঁদ)। ৩*বিণ.* শিক্ষাপ্রাপ্ত, যোগ্য, লায়েক (লোক তৈরী না হলে কাজ করবে কে ?)। [তইয়ার تیار *ফা.*]।

তোক—*বি.* অপরাধীর হস্তবন্ধন শৃঙ্খল বিশেষ (লুঠি নিল নারী গাবী দিল বেড়ি তোক— ভারত)। [ত্বওক্ব্ طوق *আ.*]।

তোকমা—দ্র. তোকমারি।

তোকমারি, তোকমা—*বি.* প্রধানত পুলটিসে ব্যবহৃত ইসবগুলের মত বীজ বিশেষ। [তুখ্‌ম্-ই-রয়হান تخم ریحان *ফা.* + *আ.*]।

তোগরা, তুগরা—*বি.* অলংকৃত আরবী লিপি বিশেষ,বাদশাহী স্বাক্ষর, দস্তখত, মোহর। [তু'গ্‌রা طغرا *ফা.*]।

তোড়া—১*বি.* থলি (টাকার তোড়া)। ২*বি.* গোছা, তাড়া, স্তবক (ফুলের তোড়া)। ৩*বি.* পায়ের অলংকার বিশেষ। [তু'র্‌রহ্ طرّه *আ.*]।

তোতা—*বি.* টিয়া, শুকপাখী। [ত্বোত্বা طوطا *ফা.*]।

তোপ—১*বি.* আগ্নেয়াস্ত্র, কামান (তোর ঘুর চাকাতে বল-দর্পীর তোপ কামানের টুটুক্ জোর—নজরুল)। ২*বি.* বন্দুক (গরজে কামান তোপ, গোলাগুলি ছোটে দিগ্বিদিকে—নজরুল)। [তোপ توپ *ফা.*, *তু.*]। **তোপখানা**—*বি.* যেখানে কামান

রাখা হয়, কামান শালা। [توپخانه *ফা.*]। **তোপচি**—*বি.* যারা কামান দাগে, গোলন্দাজ। [توپچی *ফা.* + *তু.*]।

তোপচিনি, তোপচিনী—*বি.* চীন ও জাপানের একপ্রকার লতার মূল, চীনা মূল, China root। [চূব্ চীনী چوب چینی *ফা.*]।

তোফা—দ্র. **তহফা**।

তোফাঙ্গ—*বি.* পিস্তল, হাতবন্দুক (অতঃপর তোফাঙ্গ চালাইয়া দুইজনকে বধ করিলেন— শিরাজী)। [তফঙ্গ্ تفنگ *ফা.*]।

তোবড়া—১*বি.* ঘোড়ার দানা খাওয়ার থলি (গালে চুনকালি ওমরার গলে দেখেছে ঘোড়ার তোবড়া বাঁধা— সত্যেন্দ্র)। ২*বিণ.* চুপ্‌সান, টোল খাওয়া, শুকিয়ে কুঁকড়ে যাওয়া। [তূব্‌রহ্ توبره *ফা.*]।

তোবা—দ্র. **তওবা**।

তোয়াক্কা—দ্র. **তওয়াক্কা**।

তোয়াজ—*বি.* স্বার্থসিদ্ধির জন্য যত্ন, আদর, খাতির, মনোরঞ্জন (সাহেব টাকার খাতিরে মুৎসুদ্দিকে তোয়াজ করেন— টেকচাঁদ)। [তওয়াযু‘ تواضع *আ.*]।

তোরকশ, তোরকস—দ্র. **তরকশ**।

তোররা—*বি.* পুষ্পগুচ্ছ, ফুলের তোড়া (প্যালানাথ বাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোররা দিয়ে খাতির কচ্চেন—কালীসিং)। [তু'র্‌রহ্ طرّه *আ.*]।

তোশক, তোষক—*বি.* বিছানায় পাতবার তুলার গদি বিশেষ (ফরাস বিছানা করে শানানা গালিচা পরে পুষ্পমলি তোষক ডালে—হামজা)। [তোশক توشك *ফা.*]।

তোশ্‌দান, তোসদান—*বি.* ভিক্ষার ঝুলি, ভোজ্যদ্রব্যের থলি। [তূশ্‌দান توشدان *ফা.*]।

তোশা, তোষা, তোসা—*বি.* মূল্যবান জিনিসপত্র (রথ হস্তী আর কি কাজে তোষার কে বুড়া বলদ আছে— ভারত)। [তূশহ্ توشه *ফা.*]। **তোশাখানা, তোসাখানা** — *বি.* মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার ভাণ্ডার (টাকা আর তোশাখানায় ধরছেনা— জগলুল)। [— + খানহ্ خانه *ফা.*]।

তোষক—দ্র. **তোশক**।

তোষা—দ্র. **তোশা**।

তোসদান—দ্র. **তোশ্‌দান**।

তোসা—দ্র. **তোশা**।

তোহ্‌ফা—দ্র. **তহফা**।

তোহ্‌মৎ—দ্র. **তহমত**।

তোহর—*বি.* পবিত্রতা, স্ত্রীলোকের দুই ঋতুর মধ্যবর্তী কাল। [তু'হ্‌র طهر *আ.*]।

তৌজ, তৌজি, তৌজী—*বি.* সৈন্য, প্রজা, জমিজমা, খাজনার পরিমাণ ইত্যাদির তালিকা। [তওজীহ্ توجيه *আ.*]। **তউযীহ্ নবিস**— *বিণ.* তৌজি লেখক, কর্মচারী। [— + নবীস نويس *ফা.*]। **তৌজি-মহাল** —*বি.* যে মহাল কালেক্টরের রক্ষিত বিবরণ-পত্রের অন্তর্গত। [—

+ মহাল محال *আ.*]।

তৌফীক—*বি.* ক্ষমতা, শক্তি, সামর্থ্য (তৌফিক দাও খোদা ইসলামে মুসলিম জাহাঁ পুনঃ হোক আবাদ—নজরুল)। [তৌফীক্ব توفيق *আ.*]।

তৌবা—দ্র. তওবা।

তৌরাত—দ্র. তওরাত।

তৌহিদ, তৌহীদ—দ্র. তওহীদ।

থ

থলি, থলী, থলিয়া, থলে—*বি.* বস্ত্র, চট প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত ছোট ঝুলি, bag। [থয়্‌লী تهيلى *হি.*]।

থাক—১*বি.* স্তর, শ্রেণী। ২*বি.* তাক, দেওয়াল, আলমারী ইত্যাদিতে দ্রব্যাদি রাখার খাঁজ বিশেষ। [ত্বাক্ব طاق *আ.*]। **থাকবস্তী**—*বি.* জমির সীমাদি নির্ধারণ। [— *আ.* + بستى *ফা.*]।

থান—*বি.* পাড়হীন সাদাধুতি (হঠাৎ দেখি এক চোখ-ঝলসানো সুন্দরী, বিধবার থান পরে—মুজতবা)। [থান تهان *হি.*]।

থাপড়, থাপ্পড়, থাপড়া, থাবড়, থাবড়া—*বি.* চড়, চাপড়, চপেটা-ঘাত। [থপ্পড় تهپڑ *হি.*]।

থাপ্পড়—দ্র. থাপড়।

থাবড়, থাবড়া—দ্র. থাপড়।

থোক—১*বি.* মোট, একুন (থোক টাকা)। ২*বি.* থোকা, গুচ্ছ। ৩*বি.* পাইকারী বা এককালে বিক্রয়। [থোক تهوك *হি.*]।

থোড়া— *বিণ.* অল্প, কিঞ্চিৎ, সামান্য (তোমার সাথে থোড়া বাতচিত্ আছে—মাইকেল)। [تهوڑا *হি.*]।

থোরি—*বিণ.* অল্প, একটু (থোরি দরশনে আশা না পুরণ—বিদ্যাপতি)। [থোড়ী تهوڑى *হি.*]।

দ

দইয়ম, দুয়ম—*বিণ.* দ্বিতীয়। [দুওম্ دوم *ফা.*]।

দওর, দৌর—*বি.* চক্র, পরিক্রমা, ঘূর্ণন (আলওদুদের পিয়ালার দৌর চলুক বিরামহীন—নজরুল)। [দওর دور *আ.*]।

দওরা—১*বি.* সেশন কোর্ট, সেশনের বিচার। ২*বি.* বৈঠক। ৩*বি.* পর্যটন। [দওরহ্ دوره *হি.*]।

দওলত—দ্র. দৌলত।

দংগল, দঙ্গল—১*বি.* দল, পাল, ভীড় (পিশাচের দঙ্গল সহ্‌সা গুরুভারে জেগে ওঠে— বুদ্ধদেব)। ২*বি.* অনুচর দল (দঙ্গল ফেরে সুলতানসহ উল্লাসে মাতোয়ারা—সত্যেন্দ্র)। ৩*বি.* কুশ্‌তী, মল্লযুদ্ধ, গোলমাল (দংগল বাধিলেও পুলিশকে বলা সহজ হইত যে ইহাতে চৌধুরী সাহেবের কোন হাত নাই—আফসার)। [দঙ্গল دنگل *হি.*]।

দঃ—দ্র. **দরুদ**।

দক্তি, দপ্তি—*বি.* বই বাঁধার শক্ত কাগজ বা বোর্ড, Paste board। [তখ্‌তী تختی *ফা.*]।

দখল—১*বি.* অধিকার, আয়ত্তি (বাদশা তোমার গোলাম জেনো, করেছ তার দিল দখল—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* ব্যুৎপত্তি, জ্ঞান, পটুত্ব (শাস্ত্রে যেমন দখল, পাপেও তেমন প্রবৃত্তি—বিদ্যা)। [দখ্‌ল دخل *আ.*]। **দখল নামা**— *বি.* অধিকার সূচক দলিল, স্বত্বাধিকার প্রদায়ক আদেশ পত্র। [— *আ.* + নামহ্‌ نامه *ফা.*]। **দখলিদার, দখলদার**—*বিণ.* অধিকারী, দখল করে আছে এমন (বেহেশ্‌ত হুরীর দখলদার—নজরুল)। [— + দার دار *ফা.*]। **দখলি, দখলী**— *বিণ.* অধিকার ভুক্ত, দখলে আছে এমন (দখলি স্বত্ব)। [— + ই, ঈ *বাং.*]।

দঙ্গল—দ্র. **দংগল**।

দছমাল—*বি.* রুমাল, ন্যাকড়া (আমি এই ভাতটা দছমাল দিয়ে নামিয়ে নি—মোস্তফা)। [দস্‌ত্‌মাল دستمال *ফা.*]।

দজ্জাল—১*বি.* মিথ্যাবাদী। ২*বি.* দুর্দান্ত অত্যাচারী ও একচোখা লোক যে কেয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে হযরত ইমাম মেহেদীর সময় জন্মগ্রহণ করে নিজকে খোদা বলে দাবি করবে ও বহুলোকের ঈমান নষ্ট করবে। ৩*বিণ.* দুর্দান্ত, অত্যাচারী (তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া ফেরাউন দজ্জাল—নজরুল)। ৪*বিণ.* অবাধ্য, দুর্বিনীত, দস্যি, শাসনের বহির্ভূত (দজ্জাল মেয়ে)। [দজ্‌জাল دجّال *আ.*]।

দপ্তর, দপ্তরখানা, দপ্তরি, দপ্তরী—দ্র. **দফতর**।

দপ্তি—দ্র. **দক্তি**।

দফ্‌—*বি.* আরবী বাদ্যযন্ত্র বিশেষ (বালক বালিকারা দফ্‌ বাজাইয়া হযরতকে ঘেরিয়া ধরিল— মোস্তফা)। [দফ্‌ফু دف *আ.*]।

দফতর, দপ্তর—১*বি.* অফিস, কাছারি, কার্যালয়, কর্মস্থল। ২*বি.* অফিসের বা কাছারির কাগজপত্র। ৩*বি.* বাঁধা কাগজপত্র, কাগজপত্রের বাণ্ডিল (আমরা স্বতন্ত্র দফতরে হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম —আকরম)। ৪*বি.* বইপুস্তক ও খাতাপত্র (অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে —বিভূতি)। [দফ্‌তর دفتر *আ.*]। **দফতরখানা, দপ্তর খানা** —১*বি.* অফিস, কার্যালয়, কাছারি, Secretariat (মহারাজের দস্তখতি হুকুমনামা দপ্তরখানায় রয়েছে—

অবনীন্দ্র)। ২*বি.* পুরাতন নথিপত্র রাখার ঘর। [— + খানহ্ خانه *ফা.*]। **দফতরী, দপ্তরি, দপ্তরী**— ১*বি.* দফতরের কাগজ, কালি কলম ইত্যাদির রক্ষক ও পরিবেশক, অফিসের নথিপত্র যে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে (আমার স্কুলে মেয়ে দফতরী দেওয়া যাবে—নজরুল)। ২*বি.* যে পুস্তক বাঁধাইয়ের ব্যবসা করে। ৩*বি.* পিয়ন, যে অফিসের কাগজে রুল-টানে ও অন্যান্য ছোটখাট কাজ করে (কল্পনার যেখানে প্রসার নেই সেখানে রেখা শুধু দপ্তরীর রুল টানা আলোছায়া—অবনীন্দ্র)। [দফ্‌তরী دفترى *আ.*]।

দফন—দ্র. দাফন।

দফা—১*বি.* বার, কিস্তি, পালা, ক্ষেপ (এ অঙ্কের প্রতিটি দফা পরিশোধের জন্যে—মোতাহের)। ২*বি.* রকম, অবস্থা, গতিক (উপার্জিত খ্যাতিটির দফা, একেবারে রফা হইতেছে—বিদ্যা)। [দফ 'অহ্ دفعه *আ.*]। **দফাওয়ারি**— *বিণ.* দফা বা প্রক-রণের অনুক্রম রক্ষা করে, যাতে প্রত্যেকটি দফা উল্লেখিত হচ্ছে এমন (দফাওয়ারি হিসাব)। [— + وار *ফা.* + ই *বাং.*]। **দফা রফা** —*বি.* একেবারে ধ্বংস বা বিনাশ। [— + রফ' رفع *আ.*]। **দফে, দফেদফে**— *বিণ.* বারে বারে। [দফ'অহ্ ওয়া দফ' অহ دفعه ودفعه *আ.*]।

দফাদার—১*বি.* চৌকিদারদের সর্দার (দফাদার জামাদার চলে সদীয়াল—ভারত)। ২*বি.* অশ্বারোহী সৈন্যের উচ্চ কর্মচারী বিশেষ। ৩*বি.* মজুর-দের সর্দার। [দফ্'অহ্ دفعه *আ.* + দার دار *ফা.*]।

দফে, দফেদফে—দ্র. **দফা**।

দবদবা—১*বি.* প্রতাপ, প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব। ২*বি.* ঢোল-শোহরতের গোলমাল। [দব্‌দবহ্ دبدبه *আ.*]। **দবদবাই**—*বি.* জাঁকজমক (শ্বশুরবাড়ীর দবদবাই না দেখালে চলছিল না— রশীদ)। [— + ই. *বাং.*]।

দবা—*বি.* দাওয়া, ওষুধ (কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে— ভারত)। [দওয়া' دواء *আ.*]।

দবির-খাস—*বি.* নবাবি সরকারে খাস মুন্সী, Private Secretary। [দবীর دبير *ফা.* + খাস্‌সু خاص *আ.*]।

দম—১*বি.* নিঃশ্বাস প্রশ্বাস (দম বন্ধ হওয়া)। ২*বি.* প্রাণ, জীবন, প্রাণবায়ু, জীবনীশক্তি (দম বের হওয়া)। [দম্ دم *ফা.*]।

দমকল—১*বি.* পুকুর ইত্যাদি হতে পানি তোলার যন্ত্রবিশেষ, পাম্প। ২*বি.* অগ্নিনির্বাপণের জন্য পানি নিক্ষেপণ-যন্ত্র বিশেষ, fire-engine (বুকের ভিতর জ্বলছে আগুন দমকল ডাক্‌ ওলো সই—নজরুল)। [দম دم *ফা.* + কল كل *হি.*]।

দম্‌দমা—*বি.* ধনুক, বন্দুক ইত্যাদির সাহায্যে রণকৌশল আয়ত্ত করার জন্য নির্মিত মৃত্তিকাস্তূপ, চাঁদমারির জন্যে

তৈরী মাটির উঁচু ঢিবি। [দম্‌দমহ্‌ دمدمه ফা.]।

দমন—দ্র. **দামন**।

দমাদম—*ক্রি.বিণ.* অবিরাম, প্রতিমুহূর্ত, একটু পর পর (দমাদম কিল ও ঘুষি লাগালাম চোরটাকে)। [دمادم ফা.]।

দর-ইজারা—*বি.* ইজারাদারের অধীনস্থ ইজারা, নির্ধারিত মূল্যে লীজ (lease), দরপত্তনি। [দর্‌-ইজারহ دراجاره হি. +আ.]।

দরওয়াজা—দ্র. **দরজা**।

দরওয়ান—দ্র. **দরোয়ান**।

দরকার—*বিণ.* প্রয়োজন, আবশ্যক। [দরকার درکار ফা.]।

দরকসর—*বি.* দাম কমানোর জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বাদানুবাদ (তখন বাদ দরকসর টাকায় বারো আনা— মুজতবা)। [দর্‌ در হি. + ক্বসর قصر আ.]।

দরক্ত, দরখ্‌ত্‌—দ্র. **দেরাক্ত**।

দরখাস্ত— ১*বি.* আবেদনপত্র (দরখাস্ত পেশ করা)। ২*বি.* আবেদন, আর্জি (দরখাস্ত করা)। [দর্‌খাস্ত – در خواست ফা.]।

দরগা, দর্গা—১*বি.* পীরের সমাধি ও তৎসংলগ্ন পবিত্র স্থান, মাজার। ২*বি.* নিকট, কাছ, সমীপ (আল্লার দর্গায় ভেজে হাজার শোকরানা—হামজা)। [দরগাহ্‌ درگاه ফা.]

দরজা, দরওয়াজা, দরোজা— *বি.* দ্বার, দুয়ার, কপাট, দোর (হানিবে আঘাত তোর স্বপ্নের শিশমহলের দরওয়াজায়— নজরুল; পর্দা ছেড়ে, দরজা ধাক্কায়—বুদ্ধদেব)। [দরওয়াযহ্‌ دروازه ফা.]।

দরজি, দরজী, দর্জি— *বি.* কাপড় সেলাই করা ও পোশাক তৈরী করা যার পেশা, সৌচিক, সূচীকর্মজীবী (কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির বেটা —কঙ্কণ)। [দরযী درزی ফা.]।

দরদ—১*বি.* ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা। ২*বি.* টান, মমতা, আকর্ষণ (একটু দরদ পৌছলো দেখা শোনা ছোঁয়ার মধ্যে —অবনীন্দ্র)। ৩*বি.* সমবেদনা। [দর্‌দ্‌ درد ফা.]। **দরদমন্দ**—*বিণ.* দরদী, সহানুভূতিশীল, সমব্যথী (তুমি বিনে দরদমন্দ আর কেবা আছে— হামজা)। [— + মন্দ্‌ مند ফা.]। **দরদি, দরদী, দরদিয়া**— ১*বিণ.* ব্যথার ব্যথী, সমব্যথী, সমবেদনা-যুক্ত (মানুষ এমন মেতে যায় দরদি মানুষদের কাছে পেয়ে— মনোজ; নিখিল-দরদী ছিলেন আম্মা—নজরুল; তিনি এমন উপযুক্ত দরদী অধ্যাপক লাভ করিলেন— মু. শ.)। ২*বিণ.* যার ব্যথা বা যন্ত্রণা আছে। ৩*বিণ.* মরমী। [— + ই, ঈ, ইয়া *বাং.* প্র.]।

দরদালান—*বি.* ঘরের ন্যায় আচ্ছাদিত বড় বারান্দা বিশেষ (কাতরমুখে চাঁদিমা রাকা ভোর গগনের দরদালানে —নজরুল; তোর দরদালানে কাঁদে ভুখা হাজারো মুসলিম— নজরুল)। [দরদালান درالان ফা.]

দরদি, দরদিয়া—দ্র. **দরদ**।

দরদী—দ্র. দরদ।

দরপত্তনি, দরপত্তনী—*বি.* পত্তনিদারের অধীনস্থ জমির পত্তনি। [দর্ در *হি.* + পত্তনী پتنی *উ.*]। **দরপত্তনিদার**—*বি.* পত্তনিদারের অধীন পত্তনিদার, দরপত্তনি সম্পত্তির মালিক। [— + دار *ফা.*]।

দরপরদা—১*অব্য.* পর্দার আড়ালে, যবনিকার অন্তরালে। ২*অব্য.* গোপনে। [দর পর্দঃ درپرده ফা]।

দরপাট্টা—*বি.* পাট্টাদারের অধীনস্থ জমির পাট্টা বা ইজারানামা। [দর্ در *ফা.* + পট্টঃ پٹه *হি.*]।

দরপেশ, দরপেস—*বিণ.* বিচারাধীন, বিচারের জন্য যা আদালতে পেশ করা হয়েছে (বাদশাহের হুজুরে দরপেস হলেন—রামরাম)। [দর্পেশ্ درپیش *ফা.*]।

দর বদর—*ক্রি. বিণ.* দ্বারে দ্বারে (সব পুণ্যের ভাণ্ডারী ফেরে পণ্য লইয়া দর-বদর—নজরুল)। [দর্বদর্ دربدر *ফা.*]।

দরবার—১*বি.* রাজসভা (দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দাতে —সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* সভা। ৩*বি.* উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বৈঠকখানা বা কাছারী ঘর কিংবা তৎকর্তৃক আহূত সভা। ৪*বি.* আদালত, বিচারালয়। ৫*বি.* কোন বিষয়ে তদবির, আবেদন বা আলোচনা (ইনিই রাজা গণেশ, এঁকে যা দরবার করতে হয় কর —অবনীন্দ্র)। [দর্বার دربار *ফা.*]।

দরবারি, দরবারী— ১*বি.* রাগিণী বিশেষ, সংগীতের সুর বিশেষ। ২*বিণ.*, *বি.* যে দরবার করে বা দরবারে আসা যাওয়া করে (দর-বারী সব চটল মনে, উঠল জ্বলে ওমরাদল—সত্যেন্দ্র)। ৩*বিণ.* দর-বারে যোগ্য বা দরবারে ব্যবহৃত (দরবারি কায়দা, দরবারি পোশাক)। [درباری *ফা.*]।

দরবেশ—*বি.* ফকির, মুসলমান তাপস (দরবেশ হএগ্রা মক্কায় যাইব—কৃষ্ণ দাস)। [দরবীশ درویش *ফা.*]।

দরমাহা, দরমা—*বি.* মাসিক বেতন, মাহিনা (তিনি অনুমতি দিলেই আপনার দরমাহা চুকাইয়া দেওয়া হইবে— দীনবন্ধু)। [দর্মাহঃ – در ماهه *ফা.*]।

দরমিয়ান — ১*অব্য.* মধ্যে। ২*বিণ.* মধ্যবর্তী। [দরমিয়ান درميان *ফা.*]।

দরহাল— *অব্য.*,*ক্রি.-বিণ.* তৎক্ষণাৎ, ফিলহাল (ফকিরের ডেরে গিয়া, মালমাত্তা উঠাইয়া, হুজুরে আনিল দরহাল—হামজা)। [দর্ در *ফা.* + হাল حال *আ.*]।

দরাজ, দারাজ—১*বিণ.* উদার (যেমন তার অগাধ বিদ্যা, তেমনি তার দরাজ দিল—বজলু)। ২*বিণ.* অকৃপণ, দানশীল, খরচে (আজি পরীক্ষা কাহার দস্ত হয়েছে কত দরাজ—নজরুল)। ৩*বিণ.* প্রশস্ত, বিস্তৃত। ৪*বিণ.* বেশি, অধিক, অপরিমিত (ওর প্রয়োজন ছিল দরাজ—রবীন্দ্র)। ৫*বিণ.* দীর্ঘ,

লম্বা (দরাজ দস্ত যেদিকে বাড়ায় সেই দিক পড়ে ভেঙে—নজরুল)। ৬*বিণ.* উদাত্ত, উচ্চস্বর বিশিষ্ট (তাঁহার গলা যেমন দরাজ, তেমনি মিষ্ট—ইমদাদ)। [দরায্ دراز *ফা.*]।

দরাজদস্ত, দারাজদস্ত—*বিণ.* মুক্ত হস্ত, অকৃপণ, অকুণ্ঠ, দানশীল (তুই দানাদার, দারাজদস্ত এই দুনিয়ায়—কালিদাস)। [— *ফা.* + دست *ফা.*]। **দরাজদিল, দারাজদিল**—*বিণ.* উদার হৃদয়, প্রশস্ত আত্মা (শুকনো সবুজ খোর্মা চিবায়ে উমর দরাজ-দিল— নজরুল)। [— دل *ফা.*]। **দারাজ দিলী**—*বি.* দরাজ বা উদারপ্রাণতা, প্রশস্ত বা বিশাল হৃদয়তা (দারাজদিলী এক দুর্লভ ও মহৎ গুণ)। [— *ফা.* + দিলী دلی *ফা.*]।

দরিয়া—১*বি.* সমুদ্র (কতোকাল ধরি বালুকার তালু আমুশির দরিয়ায়—মোহিত)। ২*বি.* নদী, বড় নদী (দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলার হার— মৈ. গী.)। [দর্য়া دریا *ফা.*]।

দরুদ, দরূদ, দঃ — *বি.* সালাম, শান্তিবাণী, হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ করার পর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এই বাক্য সংক্ষেপে 'দঃ' বা 'সঃ' রূপে উচ্চারণ (আল্লার দোস্ত মোহাম্মদ মানহ তাহার পদ, দরুদ সালাম বহুতর— দৌলত)। [দরূদ درود *আ.*]।

দরুন— *অব্য.* জন্য, নিমিত্ত, হেতু। [দরূন درون *ফা.*]।

দরূদ—দ্র. **দরুদ**।

দরেগ—দ্র. **দেরেগ**।

দঃ—দ্র. **দরুদ**।

দরোজা—দ্র. **দরজা**।

দরোবস্ত—১*বিণ.* সমগ্র, সমস্ত, মোট (লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন— রামরাম)। ২*ক্রি-বিণ.* সম্পূর্ণ রূপে। [দর্বস্তহ্ دربسته *ফা.*]।

দরোয়ান, দরওয়ান, দারোয়ান, দারওয়ান—১*বি.* দ্বাররক্ষক, দরজার প্রহরী, প্রতিহার (এবং কোচমান, দারোয়ান, মালী ইত্যাদি— পরশু; তাড়ায় তাদেরে, গাল দিয়ে দরওয়ান—নজরুল)। ২*বি.* পিয়ন। [দরওয়ান্ دروان *হি.*]। **দারোয়ানি** —*বি.* প্রহরীর কাজ। [— + *ই. বাং.*]।

দর্গা—দ্র. **দরগা**।

দর্জ্জামত—*ক্রি-বিণ.* শ্রেণীমত, ছোট ও বড় এই ক্রম অনুসারে (সেখানকার সকলকে দর্জ্জামত সালাম দোওয়া দেবে—নজরুল)। [দর্জহ্ درجه *আ.* + মত *বাং.*]।

দর্জি—দ্র. **দরজি**।

দলিজ, দলিজা—দ্র. **দহ্‌লিজ**।

দলিল, দলীল—১*বি.* লিখিত প্রমাণ-পত্র, প্রমাণ স্বরূপ কাগজপত্র, document। ২*বি.* স্বত্বাস্বত্ব নির্দেশক পত্র, প্রমাণপত্র। [দলীল্ دلیل *আ.*]।

দলিল-দস্তাবেজ— *বি.* দলিল ও এর আনুষঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, বিবিধ প্রমাণপত্র (এই দলিল-দস্তা-

বেজ তাহাদের হাতে দিব— রবীন্দ্র)। [— *আ.* + দস্তাবীয্ دستاويز *ফা.*]।

দলুজ—দ্র. **দহ্‌লিজ**।

দস্তক—*বি.* পরওয়ানা, সমন, গেরেফ্‌-তারী পরওয়ানা (বাণিজ্য তথা অর্থ-নীতিতে দস্তকের প্রভাব অপরিসীম—মান্নান)। [দস্তক دستك *ফা.*]।

দস্ত—*বি.* হস্ত, হাত (দরাজ দস্ত যেদিকে বাড়ায় সেই দিক পড়ে ভেঙে—নজরুল)। [দস্ত্ دست *ফা.*]। **দস্তে-মুবারক**—*বি.* পূত বা পবিত্র হাত (ইহা হইতেছে হজরত মুহম্মদের দস্ত-মুবারককেই চুম্বন দান—মোস্তফা)। [— *ফা.* + مبارك *আ.*]।

দস্তরখান—*বি.* যে-বস্ত্রখণ্ড বিছিয়ে তার উপর খাওয়া হয় (সব খাবার মাঝারি সাইজের প্লেটে করে সেই দস্তরখানে সাজিয়ে দেয়—মুজতবা)। [দস্তর খ্বান دسترخوان *ফা.*]।

দস্তরি—দ্র. **দস্তুরি**।

দস্তা—*বি.* তরবারি ইত্যাদির হাতল। [দস্তহ্ دسته *ফা.*]।

দস্তানা—*বি.* হাতমোজা, gloves (দস্তা-নার ভেতর থেকে হাতের আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে যেতে চাচ্ছে—হাই)। [দস্তানহ্ دستانه *ফা.*]।

দস্তাবিজ, দস্তাবেজ—*বি.* দলিল (সুরু দত্ত দস্তাবিজ গুজরাইব মিছিল কালে—রামরাম)। [দস্তাবীয্ دستاويز *ফা.*]।

দস্তার—*বি.* পাগড়ি। [দস্তার دستار *ফা.*]। **দস্তার বন্দী**—*বি.* শেষ বা চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছাত্রের মাথায় পাগড়ী বাঁধার অনুষ্ঠান। [— بندى *ফা.*]।

দস্তিদার—১*বি.* রাজকীয় সিল বা মোহর যার জিম্মায় থাকত এবং যার দস্তখতে রাষ্ট্রীয় দলিলপত্র শাহী দফতরখানা থেকে প্রেরিত হত। ২*বি.* উপাধি বিশেষ। ৩*বি.* মশালচী। [দস্তী دستى *ফা.* (মশাল) + দার دار *ফা.* (ধারক)—মশালধারী]।

দস্তুর—*বি.* নিয়ম, প্রথা, রীতি (ভাবল এক্ষেত্রে হাঁ বলাটাই পাকা দস্তুর—রবীন্দ্র)। [দস্তূর دستور *ফা.*]। **দস্তুর মাফিক**—*অব্য.* নিয়ম বা রীতি অনুসারে। [— *ফা.* + মুওয়াফিক্ব موافق *আ.*]।

দস্তুরি, দস্তুরী, দস্তরি—১*বি.* দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা মূল্যের যে অংশ ছেড়ে দেয়, discount। ২*বি.* দালালি, কমিশন, ক্রেতা সংগ্রহ করে দেওয়ার পারিশ্রমিক বাবদ প্রাপ্য দ্রব্যাদির মূল্যের অংশ বিশেষ (পেমেন্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দু' টাকার হিসাবে দস্তুরী কেটে ন্যান—কালীসিং)। [দস্তূরী دستورى *ফা.*]।

দহরম—১*বি.* ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, আত্মী-য়তা। ২*বি.* বন্ধুত্ব। [দরহম درهم *ফা.*]। **দহরম-মহরম**—*বি.* গভীর আন্তরিকতা, মাখামাখি, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব (রাজার সঙ্গে যত দহরম-মহরম থাক—মনোজ)। [— *ফা.* + বরহ্‌ম

برهم *ফা.*]।

দহ্‌লিজ, দলিজ, দলিজা, দলুজ —১*বি.* বৈঠকখানা, বাইরের ঘর, বহির্বাটী (নাজির সাহেব দহলিজে এসে যুবককে দেখে— নজরুল; গাঁয়ের চাষীরা মিলিয়াছে আসি, মোড়লের দলিজায়—জসীম; দলিজ-ঘরের মাচার উপরে শুতে হয়—অচিন্ত্য; দরবার হৈতে পাত্র দলুজে বসেছে মাত্র—ঘন)। ২*বি.* দরবারগৃহ (দলুজ দুয়ারে রাজা আছে দাঁড়াইয়া —ঘন)। ৩*বি.* বারান্দা, ঘরের দাওয়া (দলুজে বসিয়া দুঃখভারে মহামদ —ঘন)। ৪*বি.* চণ্ডীমণ্ডপ। [দহ্‌লীয্ دهليز *ফা.*]।

দহ্‌শত্—দ্র. **দহসত**।

দহসত, দহশত, দৈসত—*বি.* ভয় (দহসত হইল ছেলে দেখিয়া ময়দান —হামজা; দৈসতে ভাগিয়া আইনু তোমার হুজুরে—হামজা)। [দহ্‌শত دهشت *আ.*]।

দাই—*বি.* ধাত্রী। [দাঈ دائى *হি.*]।

দাওত—দ্র. **দাওয়াত**।

দাওনা— *বি.* পাগল (দাওনা হইয়া দেওয়ান কাইন্দ্যা ভিজায় মাটি—মৈ.গী.)। [দীওয়ানঃ ديوانه *ফা.*]।

দাওয়া[১]—*বি.* পাওনা, অধিকার, স্বত্ব। ২*বি.* দাবি (কৃষ্ণদাসকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবেক, এই দাওয়া করিয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন—বিদ্যা)। [দ'ওয়া دعوى *আ.*]।

দাওয়া[২]**, দাওয়াই, দাবাই**— ১*বি.* ওষুধ (আমার রোগের এলাজ কর, পিইয়ে দাওয়াই লাল সুরা—নজরুল; হাকিম আনাও ...দাবাই পেলাক—অবনীন্দ্র)। ২*বি.* প্রতিকার, প্রতি-বিধান। [দওয়া' دواء *আ.*]।

দাওয়াত, দাওত — *বি.* নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ (দাওত এসেছে নয়া জমানার ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান—নজরুল)। [দ'ওয়্ত্ دعوت *আ.*]। **দাওয়াতি** —*বিণ.* নিমন্ত্রিত। [— + ই. *বাং.*]।

দাংগা—দ্র. **দাঙ্গা**।

দাখিল—১*বি.* উপস্থাপন, পেশ (যথা-স্থানে অর্পণ কর ও শওগাত দাখিল করণেতে তুষ্ট—রমরাম)। ২*বিণ.* উপস্থাপিত, অর্পিত। ৩*বিণ.* শামিল, তুল্য, প্রায় (স্টিমার জলতলে যাবার দাখিল হয়েছিল —মনোজ)। ৪*বিণ.* প্রবেশ, উপনীত (পত্রখানি গোয়া-লিনী গাইটে বান্ধিয়া / কন্যার মন্দিরে পরে দাখিল হইল গিয়া—মৈ. গী. (কমলা)। [দাখিল داخل *আ.*]। **দাখিল-খারিজ**— *বি.* জমি-দারী সেরেস্তায় বা সরকারী রেকর্ডে পুরাতন অধিকারীর নাম কাটিয়ে নতুন অধিকারীর নাম লেখা (এই দাখিল-খারিজ সূত্রে প্রজাকে যে কি পর্যন্ত হয়রান-পেরিশান করা যায়—প্রমথ)। [— + خارج *আ.*]। **দাখিলি, দাখিলী**—*বিণ.* উপস্থাপিত, পেশ করা হয়েছে (রাধা কুমুদবাবুর দাখিলি বৈদিক দলিলগুলির কোন তারিখ নেই—প্রমথ)। [داخلى *ফা.*]।

দাখিলা—*বি.* যে খাজনা দেয়া হয়েছে তার প্রাপ্তিস্বীকারপত্র, খাজনা আদায়ের রশিদ (দাখিলা আজ কাটব নাকো, টাকায় আনায় কম না নিয়ে—জসীম)। [দাখিলহ্ داخله *আ.*]।

দাখিলি, দাখিলী—দ্র. **দাখিল**।

দাগ—১*বি.* চিহ্ন, ছাপ, নিশানা। ২*বি.* কলঙ্ক, দুর্নাম (চরিত্রের দাগ)। ৩*বি.* ক্ষত, আঘাত (লাল ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল্—নজরুল)। ৪*বি.* মরিচা (লোহায় দাগ ধরে)। ৫*বি.* পরিচয়-চিহ্ন, মার্কা (কাপড়ের থানে দাগ দেওয়া)। ৬*বি.* রেখা, আঁক, আঁচড়। ৭*বি.* জমির খণ্ড বা কিতা, plot (একদাগে অনেক জমি)। ৮*বি.* গরু, মহিষ ইত্যাদির গায়ে দেয়া লোহা পোড়ানো সেঁকা। ৯*বি.* (আল.) মালিন্য, অভিমান, দুঃখ (কাতর হিয়ার দাগ ধুয়ে ফেল— মু. শ.)। [দাগ داغ *ফা.*]। **দাগি, দাগী**— ১*বিণ.* দাগযুক্ত, পচন ইত্যাদির চিহ্নযুক্ত। ২*বিণ.* কলংকিত। [দাগী داغی *ফা.*]। **দাগ্‌দার**—*বিণ.* দাগ বা চিহ্নযুক্ত। [— *ফা.* + دار *ফা.*]।

দাগান, দাগানো — ১*ক্রি.* চিহ্নিত করণ। ২*ক্রি.* অঙ্কিত করা। ৩*ক্রি.* ছড়ানো। ৪*ক্রি.* নিক্ষেপ করা। [*উ.* داغ + نا *ফা.*]।

দাগা—১*বি.* গভীর মর্মবেদনা, ক্লেশ, সন্তাপ, মানসিক আঘাত (হুযুর বড় দাগা পেয়েছেন— জোবেদা)। ২*বি.* প্রতারণা, বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা (খাইয়া তোমার ধন না পালায় যেন জন অবশেষে নাহি পাবে দাগা—কঙ্কণ)। [দগা دغا *ফা.*]। **দাগাদার**—১*বিণ.* অনিষ্টকারী, দুষ্ট (বিশেষ বামন জাতি বড় দাগাদার—ভারত)। ২*বিণ.* কলঙ্কদাতা। [দগাদার دغادار *ফা.*]। **দাগাদারি, দাগাদারী**—*বি.* বিশ্বাসঘাতকতা (মেরা সাথে করে এয়ছা দাগাদারি কাম—হামজা)। [— + ই, ঈ, *বাং.*]। **দাগাবাজ, দাগাবায**—*বিণ.* বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, শঠ, প্রতারক (মারা গেল দাগাবাজ হাবশী গোলাম— হামজা)। [দগাবায্ دغاباز *ফা.*]। **দাগাবাজি, দাগাবাজী, দাগাবাযি, দাগাবাযী**—*বি.* বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, শঠতা (কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল—বঙ্কিম)। [দগাবাযী دغابازی *ফা.*]।

দাগি, দাগী—দ্র. দাগ।

দাঙ্গা, দাংগা—*বি.* দলবদ্ধ হয়ে মারামারি, কাজিয়া। [দঙ্গা دنگا *হি.*]। **দাঙ্গা-ফসাদ, দাঙ্গাফেসাদ, দাঙ্গা-ফাসাদ**— *বি.* মারামারি ও এর আনুষঙ্গিক কাজকর্ম, বিবাদ, মারপিট ও মামলা-মোকদ্দমা। [— *হি.* + فساد *আ.*]। **দাঙ্গাবাজ, দাঙ্গাবায**—*বিণ.* ঝগড়া ও মারামারিতে অভ্যস্ত এমন, দাঙ্গা করাই যার স্বভাব। [— + باز *ফা.*]।

দাদ— *বি.* প্রতিশোধ (কাকে না

কহিলে দাদ দিবেক ঈশ্বর—তোহ্‌ফা)। [দাদ্ داد *ফা.*]। **দাদ-ফরিয়াদ, দাদ-ফরেদ**—*বি.* প্রতিকারের জন্য ফরিয়াদ, ন্যায় বিচারের জন্য নালিশ (এ খোদার মার, এর তো কোন দাদ-ফরেদ নেই—ওদুদ)। [— *ফা.* + ফরেদ < ফরিয়াদ فریاد *ফা.*]।

দাদখানি—*বি.* সুলতান দাউদ খানের নামে প্রসিদ্ধ সরু চাল বিশেষ, দিনাজপুরে উৎপন্ন চাল। [দাউদখান داودخان *আ.* +ই. *বাং.*]।

দাদন—*বি.* বায়না, দ্রব্যাদির অগ্রিম মূল্য বা মূল্যাংশ (যিনি নীলকরের, কুঠীতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাঁহার দফা একেবারে রফা হয়— টেকচাঁদ)। [দাদন دادن *ফা.*]। **দাদনদার**— *বি.* যে দাদন দেয়, দাদনদাতা। [— + دار *ফা.*]। **দাদনি, দাদনী**—১*বিণ.* যে-কাজ বা দ্রব্যের জন্য দাদন দেওয়া আছে। ২*বি.* অগ্রিম প্রদত্ত অর্থাদি (দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে— কঙ্কণ)। [দাদনী دادنی *ফা.*]।

দাদা—১*বি.* পিতামহ। ২*বি.* বড় ভাই। [دادا *হি.*]। **দাদি, দাদী**— *বি.* পিতামহী, মাতামহী বা তৎস্থানীয়া (কেমন হল লাচন দাদী—সত্যেন্দ্র)। [দাদী دادی *হি.*]।

দানা[১]—*বিণ.* জ্ঞানী, বুদ্ধিমান। [দানা دانا *ফা.*]। **দানাই**— *বি.* জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা। [দানা'ঈ دانائی *ফা.*]। **দানাদার**— *বিণ.* বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ। [— + دار *ফা.*]।

দানা[২]—*বি.* গোটা, কণা, দানা। [দানহ্ دانه *ফা.*]। **দানাদার** — *বিণ.* গোটাযুক্ত, দানাময়। [— + دار *ফা.*]। **দানাপানি**—*বি.* আহার ও পানীয়, অন্নজল। [— + পানী پانی *হি.*]।

দানিশবন্দ, দানিশমন্দ—দ্র. **দানেশমন্দ**।

দানেশমন্দ, দানিশমন্দ, দানিশবন্দ—১*বিণ.* জ্ঞানী, বিজ্ঞ, পণ্ডিত। ২*বিণ.* ধর্মাত্মা, পুণ্যবান (বড়ই দানিশবন্দ কারে নাহি করে ছন্দ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে—কঙ্কণ)। ৩*বি.* জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তি (দেখহ দানেশমন্দ, কোদরতের এক বন্দ, পছন্দ করিয়া বুঝ দেলে—হামজা)। [দানিশমন্দ دانشمند *ফা.*]। **দানেশমন্দি, দানেশমন্দী**— *বি.* পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, বিজ্ঞতা, জ্ঞানবত্তা (দানেশমন্দী তাজ সেদেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া—সত্যেন্দ্র)। [دانشمندی *ফা.*]।

দান্দান্—*বি.* দন্ত, দাঁত (দান্দান্ ভেঙে লহু ঝরিয়াছে—মোস্তফা)। [দন্দান دندان *ফা.*]।

দাফন, দফন — *বি.* মৃতদেহ সৎকার বা গোরদান, লাশ সমাহিতকরণ (নবীর আশ্রমে যায় করিতে দাফন—হেয়াত)। [দফন دفن *আ.*]।

দাব—১*বি.* চাপ। ২*বি.* দমন, আধিপত্য,

শাসন। ৩*বি.* ভর্ৎসনা, তাড়না (অন্য যদি পাত্র হতো পেত খুব দাব—ঘন)। [দবাও دباؤ *উ., হি.*]।

দাবাই—দ্র. দাওয়া[২]।

দাবি, দাবী—১*বি.* স্বত্ব, অধিকারী, দাওয়া (আমি আমার দাবি ছাড়বো না)। ২*বি.* ন্যায্য পাওনার জন্য অভিযোগ বা প্রার্থনা। ৩*বি.* অধিকার ঘোষণা (আমি আমার প্রাপ্ত অংশের দাবি করছি)। [দ'ওয়া دعوىٰ *আ.* এক.]। **দাবীদার** — ১*বিণ.বি.* ওয়ারিশ, অংশীদার। ২*বিণ. বি.* যে স্বত্বের দাবী করে, Claimant। ৩*বি.* দাবী সম্পন্ন লোক। [দ'ওয়াদার دعوىٰ دار *আ.* + *ফা.*]।

দামন, দমন—*বি.* বস্ত্রাদির প্রান্তভাগ, আঁচল, কোর্তার অগ্রভাগ (মাওলানা সাহেব চওগার দমনে চোখ মুছিলেন —মনসুর; ঐ নামের দামন ধরে আছি, আমার কিসের ভয়–নজরুল)। [দামন دامن *ফা.*]। **দামনগির, দামনগীর**—১*বিণ.* (আল.) দাবিদার, আপত্তিকারী (দামনগীর না হইবে তোমরা তাহার—হামজা)। ২*বিণ.* (আল.) নির্ভরশীল, অন্যের গলগ্রহ। [দামনগীর دامنگیر *ফা.*]।

দামাদ, দামান্দ, দামান (বিরল)—*বি.* জামাতা, জামাই, কন্যার স্বামী (তেসরা ওসমান গনি, নবীর দামান তিনি— হামজা)। [দামাদ داماد *ফা.*]।

দামামা— *বি.* নাগরা, ঢাক জাতীয় রণবাদ্য বিশেষ (বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা—নজরুল)। [দমামহ্ دمامه *ফা.*]।

দামাল—*বিণ.* দুর্দান্ত, দুরন্ত, অশান্ত, দুর্দম (ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই —নজরুল)। [দমাল دمال *ফা.* = নষ্ট]।

দায়মুল—*বি.* যাবজ্জীবন কারাবাস বা দ্বীপান্তর বাসরূপ দণ্ড (ধারা একটু বদলাইয়া দিলে তার দায়মূলও হইতে পারে— মনসুর)। [দাইমুল হব্স্ دائما لحبس *আ.*, دائم = স্থায়ী। حبس = কারাবাস]। **দায়মুলী**—*বিণ.* স্থায়ী বন্দীদশা।

দায়রা—১*বি.* উচ্চ ফৌজদারী আদালত, সেশনকোর্ট। ২*বি.* উচ্চ ফৌজদারী আদালতের বিচার। [দা'ইরহ্ دائره *আ.*]। **দায়রা সোপর্দ, দায়রা সোপরদ**— *বিণ.* বিচারার্থে উচ্চ ফৌজদারী আদালতে প্রেরিত। [— + সুপুর্দ سپرد *ফা.*]।

দায়ের—*বিণ.* রুজু, বিচারের জন্য আদালতে উপস্থাপিত (মামলা দায়ের করা)। [দা'ইর دائر *আ.*]।

দার—১*অব্য.* বিশিষ্ট, যুক্ত (নকশাদার, চুড়িদার)। ২*অব্য.* মালিক, অধিকারী অধ্যক্ষ (জমিদার, আড়ৎদার, থানাদার, দফাদার)। ৩*অব্য.* বৃত্তিমুক্ত, কর্মচারী (দোকানদার, জমাদার)। ৪*অব্য.* পাত্র (পাওনাদার)। ৫*অব্য.* ওয়ালা। [দার دار *ফা.*]। *বিণ.* **দারী**। [داری *ফা.*]।

দারওয়ান—দ্র. দরোয়ান।

দারাজ, দারাজ দিল, দারাজদিলী —দ্র. দরাজ।

দারু— *বি.* ওষুধ, মদ, সুরা। [দারূ دارو *ফা.*]।

দারুল ইসলাম— *বি.* এমন স্থান যেখানে ইসলাম বিনা বাধায় আচরিত হয় (ইসলামী রাষ্ট্র, হিন্দুস্তান আজ অবধি দারুল ইসলাম— জাফর)। [দারুল ইসলাম دار الاسلام *আ.*]।

দারুল উলুম—*বি.* শিক্ষাক্ষেত্র, বিশ্ব-বিদ্যালয় (এই বাজারটাকে এ-অঞ্চলে একটা কালচারেল সেন্টার দারুল উলুমে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন— মনসুর)। [দারুল্‌'উলূম্‌ دار العلوم *আ.*]।

দারোগা—*বি.* থানার অধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, পুলিশের ইন্সপেক্টর বা সাব ইন্সপেক্টর। [দারোগহ্‌ داروغه *ফা.*]।

দারোয়ান—দ্র. দরোয়ান।

দালান—১*বি.* পাকাবাড়ি, ইটের তৈরী ঘর। ২*বি.* মন্ডপতুল্য ঘর (রাজার দুইদিকে দালান, একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর একদিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর— অবনীন্দ্র)। ৩*বি.* বারান্দা। ৪*বি.* দরদালান। [দালান دالان *ফা.*]।

দালাল— ১*বি.* কমিশনের বিনিময়ে যে ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করে, ব্যবসা-বাণিজ্যে যে ব্যক্তি মধ্যস্থতা করে। ২*বি.* ক্রেতা বা মালপত্র সংগ্রহ-কারী। ৩*বি.* (ব্যঙ্গ) অন্যায়ভাবে পক্ষ-সমর্থনকারী। [দল্লাল دلاّل *আ.*]।

দালালি, দালালী— ১*বি.* দালালের বৃত্তি। ২*বি.* দালালের পারিশ্রমিক বা দস্তুরী। ৩*বি.* (ব্যঙ্গ) গায়ে প'ড়ে মধ্যস্থতা (তোমাকে আর দালালি করতে হবে না)। [دلاّلی আ + *ফা.*]।

দাস্ত—*বি.* মলত্যাগ, ভেদ, ডায়রিয়া। [দস্‌ত্‌ دست *ফা.*]।

দাস্তে কারবালা— *বি.* কারবালার প্রান্তর, কারবালা নামক মরু প্রান্তর (এমাম হোসেন পথ ভুলিয়া 'দাস্ত-কারবালা' অভিমুখে যাইতেছেন— মশার্‌রফ)। [দশ্‌ত্‌-ই করবালা دشت کربلا *ফা.*]।

দিওয়ান—দ্র. দেওয়ান[২]।

দিক, দিক্‌—*বি.* বিরক্ত, উত্যক্ত, জ্বালাতন। [দিক্ক دق *আ.*]। **দিকদার** —*বিণ.* তিক্ত-রিক্ত (যারা ছিল দুর্দম আজ তারা দিকদার— নজরুল)। [— *আ.* + দার دار *ফা.*]। **দিক-দারি, দিকদারী** — *বি.* বিরক্তি (দুত্তোর, বড় দিকদারি লাগে— মশার্‌রফ)। [—*আ.* + দার دار *ফা.* + ই, ঈ *বাং.*]।। **দিগদারী**—*বি.* দিকদারীর অনুরূপ।

দিগর, দীগর—১*বি.* আদালতের ভাষায় গণ, অন্য, আরও প্রভৃতি। ২*বি.* অঞ্চল, তল্লাট। ৩*বি.* দ্বিতীয় সত্তা (যিগর ছেঁড়া দিগর তোমার আজ কি এলো ঘর ফিরে? — নজরুল)। [দীগর دیگر *ফা.*]।

দিদার, দীদার—*বি.* দর্শন, সাক্ষাৎকার

(আমার কারার যেই, বাহাল রাখিবে সেই, পাইবে সে আমার দীদার—হামজা; পায় ঘরে বসে খোদা আর রসুলের দিদার—নজরুল)। [দীদার دیدار *ফা.*]।

দিন গুজরান— *বি.* দিন অতিবাহন (কোন প্রকারে দিন গুজরান করিতে লাগিলেন—মুস্তাফিজ)। [দিন গুজারনা دن گذارنا *হি.*]।

দিন, দীন, দ্বীন—*বি.* ধর্ম (আপোনা দিনের বোল এক না বুঝিল—সুলতান; শারাব দাও, যদি মোর খারাব করিলে দীন—নজরুল; তান দ্বীন প্রচারে কুফর হৈল নাশ—আলাওল; ইয়া আল্লাহ্ তুমি রক্ষা করো দুনিয়া ও দ্বীন—নজরুল)। [দীন دین *আ.*]। **দীন আখেরি, দ্বীন-আখেরী**—*বি.* ধর্ম ও পরকাল (সবার চোখেই জলের ধারা দীন আখেরীর ভাবনা লয়ে—জসীম)। [—*আ.* + آخری *আ.*]। **দিনদার, দীনদার**—*বিণ.* ধার্মিক (তিনি দিনদার পরহেজগার মানুষ—ইমদাদ)। [— *আ.* + দার دار *ফা.*]। **দিন-দুনিয়া, দীন-দুনিয়া**—*বি.* কিয়ামত ও পৃথিবী, পরকাল ও ইহকাল। [— دنیا *আ.*]। **দিন-পানা, দীন-পানা**— *বি.* ধর্মের মালিক, ধর্মের আশ্রয়, আল্লাহ্ (দীনহীন বেশে আছে দাঁড়াইয়া 'দীন-পানা' আর 'জাহান-পানা'—সত্যেন্দ্র)। [—*আ.* + পনাহ্ پناه *ফা.*]। **দিনি, দীনি, দীনী, দ্বীনি**—*বিণ.* ধর্মীয় (আন্ নয়া দীনী ফরমান দরাজ দিলের দৃপ্তগান—নজরুল; নাই ইসলাম-জাহানে গো আজ এমন দ্বীনি সর্দার—নজরুল)। [دینی *আ.*]। **দিনি ইলম, দীনি ইল্ম্**—*বি.* ধর্মীয় শিক্ষা (পাশ করা মৌলবী হতে পারতো—দীনি ইল্ম হাসিল করতো—ইমদাদ)। [—*আ.* + ই *বাং.* + ইল্ম্ علم *আ.*]।

দিনার, দীনার—*বি.* আরব দেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ (আশিটি দিনার ছিল কামিজের তলে—আজহার)। [দীনার دینار *আ.*]।

দিমাগ—দ্র. **দেমাক**।

দিরহাম— *বি.* আরব দেশের বিশেষ মুদ্রা, প্রাচীন গ্রীক রৌপ্য মুদ্রা (লক্ষ দিরহাম তুমি দেবে লক্ষ সায়েলের হাতে— ফররুখ)। [দির্হম درهم *আ.*]।

দিল, দিল্, দীল, দেল—১*বি.* হৃদয়, মন, আত্মা (করেছ তার দিল দখল—সত্যেন্দ্র; তোর দীল খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত—নজরুল)। ২*বি.* মহাপ্রাণতা, হৃদয়ের উদারতা (লোকটার দিল আছে)। [দিল্ دل *ফা.*]। **দিল-আফরোজ**— *বি.* যা হৃদয়কে উজ্জ্বল করে (দিল্ চাহে সদা দিল-আফরোজ— নজরুল)। [— আফরোয্ افروز *ফা.*]। **দিল্ওয়ার, দিলাওয়ার, দিলাবার, দেলোয়ার**—১*বিণ.* সাহসী (দিল-ওয়ার তুমি, জোর তল্ওয়ার হানো, আর নেস্ত্-ও-নাবুদ করো, মারো যত জানোয়ার—নজরুল; লহ বিদায়ের

সালাম আজিকে দিলাবার মুসলিম —শাহাদাত; মোরা দিলাবার খাঁড়া তলওয়ার হাতে আমাদেরি শোভা পায়— নজরুল)। ২*বিণ.* হৃদয়বান্ (আল্লার মত দিলাওয়ার যেই— মোহিত)। [দিলাওর্ دلاور *ফা.*]। **দিলখোশ, দেলখোশ, দেলখোস** —*বি.* হৃদয়গ্রাহী, সুন্দর, আকর্ষণীয়। [— খুশ خوش *ফা.*]। **দিল-দরাজি**— *বি.* বদান্যতা, সদাশয়তা (নওয়াবের দিল দরাজির অন্ত নেই —জগলুল)। [— দরাযী درازی *ফা.*]। **দিলদরিয়া**— *বিণ.* ব্যয়ে বা দানে মুক্তহস্ত, বদান্য, যার মন সমুদ্রের মত উদার (সত্যই কি প্যারিস-সুন্দরীরা খুব দিলদরিয়া— মুজতবা; শারাব পিয়ে দিল্-দরিয়া উড়িয়ে দি ভয় ভাবনায়—নজরুল)। [— دریا *ফা.*]। **দিল-দাগা**— *বিণ.* হৃদয়ে আঘাত করে এমন (চিবুকের সেই তিলটি যে তার দিল্-দাগা—মোহিত)। [— + দগা دغا *ফা.*]। **দিলদার**—১*বিণ.* উদার হৃদয়, মহানুভব (তুমি ভারি দরাজ, দিলদার—অচিন্ত্য)। ২*বি.* প্রিয় বা প্রিয়া (দিল গিয়েছে দিলদারেতে প্রাণ মিশেছে প্রাণে—মু. শ.)। [— দার دار *ফা.*]। **দিল-পিয়ারা**—*বি.* অন্তরঙ্গ বন্ধু (দুশ্‌মন তবু দিল্-পিয়ারা হামেশা তার রবে না— মু. শ.)। [— + পিয়ারা پیارا *হি.*]। **দিলবন্দ, দেলবন্দ** —*বিণ.* প্রিয়, স্নেহাস্পদ (হানিফা আলীর বেটা,মরতবা নাহি ছোটা, দেলবন্দ নাতি সে আমার— হামজা)। [— বন্দ بند *ফা.*]। **দিল্-মোহর**—*বি.* (আল.) চুম্বন (সাহস ভরে অধর পরে দিলাম চুপে দিল-মোহর— মোহিত)। [— + মোহর مهر *ফা.*]। **দিলরুবা**—*বি.* দয়িতা (তারি জয়-গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিলরুবা—নজরুল)। [—রুবা ربا *ফা.*]। **দিল্লগী, দিল্‌লগী**—*বি.* ঠাট্টা তামাশা (দিলে দিলে আজ খুনসুড়ি করে দিল্‌লগী—নজরুল)। [দিল্‌লগী دلگی *ফা.*]।

দিল্ওয়ার—দ্র. দিল।

দিলাওয়ার—দ্র. **দিল**।

দিলাবার—দ্র. দিল্।

দিলাসা, দেলাসা, দেলাছা—*বি.* সান্ত্বনা, ভরসা। [দিল্আসা دلاسا *ফা.*]।

দিলির, দিলীর—*বিণ.* সাহসী, নির্ভীক, অসম সাহসী (নাহি নাচে কি রে তোর মরদের ওরে দিলীরের গোর্দায় ? — নজরুল; দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর— নজরুল)। [দিলীর دلیر *ফা.*]।

দিস্তা/দিস্তে—১*বি.*, *বিণ.* চব্বিশ তা বা চব্বিশ খানা (এক দিস্তা কাগজ, এক দিস্তা লুচি)। ২*বি.* মুষল (হামান দিস্তা)। [দস্তহ্ دسته *ফা.*]।

দীওয়ানা, দীউয়ানা—দ্র. **দেওয়ানা**।

দীগর—দ্র. **দিগর**।

দীন, দীন আখেরী, দীনদার, দীন-দুনিয়া, দীন-পানা—দ্র. **দিন**।

দীনার—দ্র. **দিনার**।

দীনি, দীনী, দীনি-ইল্‌ম্‌—দ্র. দিন।
দীল—দ্র. দিল।
দুআব—দ্র. দো।
দুতরফা—দ্র. দো।
দুনিয়া—*বি.* পৃথিবী, জগৎ (দুনিয়ার লোক রুধিল দুয়ার পাইল তোমার সাড়া—সত্যেন্দ্র; দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির— নজরুল)। [দুন্‌য়া دنیا *আ.*]। **দুনিয়াদার**—১*বিণ.* সংসারী, সাংসারিক বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন। ২*বিণ.* স্বার্থপরায়ণ, নিজের লাভক্ষতির ব্যাপারে বিশেষ সচেতন। [— দার دار *ফা.*]। **দুনিয়াদারি, দুনিয়াদারী**—১*বি.* সাংসারিক জ্ঞান। ২*বি.* সংসারধর্ম পালন (দুনিয়াদারীর শেষে আমার নামাজ রোজার বদ্‌লতে— নজরুল; ... আর দুনিয়াদারী কর্তে ইচ্ছা হয় না— মশার্‌রফ)। ৩*বি.* বিষয়বুদ্ধি, স্বার্থপরতা। [— + ই, ঈ, *বাং.*]। **দুনিয়াবী**—*বিণ.* সাংসারিক, পার্থিব (আমি গরীব কথায় দুনিয়াবী গোরবৎ বুঝাই নাই— মনসুর)। [দুন্‌য়াবী دنیاوی *আ.* + *ফা.*]।
দু'পেয়ে—দ্র. দো।
দুব্‌লা—*বিণ.* কৃশ, দুর্বল। [দুব্‌লা دبلا *হি.*]।
দুয়ম—দ্র. **দইয়ম**।
দুরস্ত, দোরস্ত—*বি.* ঠিক, উপযুক্ত, যথার্থ। [দুরুস্‌ত্‌ درست *ফা.*]।
দুলদুল—*বি.* হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জামাতা শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)-এর যুদ্ধাশ্ব (উন্মাদ দুলদুল ছুটে ফেরে মদিনায়— নজরুল)। [দুলদুল دلدل *আ.*]।
দুলা, দুলাহ্‌, দুলহা, দূলহা—*বি.* বর, স্বামী (নতুন দুলার রূপ দেখিয়া চক্ষে লাগে তাক—জসীম)। [দূল্‌হা دولها *হি.*]। **দুল্‌হিন, দুলহন, দুলাইন, দুলানি, দুলহানি**—*বি.* কনে, বিবাহের পাত্রী (তোমার আমার সাদির দুলাইন কর্‌যাছি থির— মৈ. গী.; দেখাইয়া দাও— মৃত্যু যথায় রাঙা দুলহিন সাজে/ করে প্রতীক্ষা আমাদের তরে রাঙা রণ-ভূমি মাঝে— নজরুল)। [দূল্‌হিন, দূল্‌হন دولهن *হি.*]। **দুলামিয়া**—*বি.* মেয়ের স্বামী, জামাতা, ছোট বোনের স্বামী। [— মিয়াঁ میاں *হি.*]।
দুলারি, দুলারী—*বি.* স্ত্রী, আদরিণী বা সোহাগিনী কন্যা, দুলালী। [দুলারী دلاری *হি.*]।
দুশমন, দুষমন—১*বি.* শত্রু, বিপক্ষ, বৈরী, প্রতিকূল (মোর অপরাধে অপরাধী তুমি—রাজ্যেরি দুষ্‌মন— মোহিত; বুজ্‌দিল ঐ দুশ্‌মন সব বিল্‌কুল সাফ হো গিয়া—নজরুল)। ২*বি.* শয়তান, দুর্বৃত্ত। ৩*বিণ.* বিকট, ভীষণ, ভয়ঙ্কর। [দুশ্‌মন دشمن *ফা.*]। **দুশমনি, দুষমনি**— ১*বি.* শত্রুতা, বৈরিতা। ২*বি.* দুর্বৃত্ততা, শয়তানি। [দুশ্‌মনী دشمنی *ফা.*]।
দুস্‌রা—দ্র. **দোসরা**।
দুস্তি—দ্র. **দোস্ত**।
দূর—১*বি.* নিকটে নয় এমন স্থান বা

দেশ (দূর হতে দূরে বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘ তান সুরে— রবীন্দ্র)। ২*বি.* অন্তর, ব্যবধান (দূরে দূরে থাকা)। ৩*বিণ.* অনিকট (দূরদেশ, সুদূর)। ৪*বিণ.* গভীর, ব্যাপক, দূর-ব্যাপী (দূর-দৃষ্টি)। ৫*বিণ.* বিতাড়িত, বহিষ্কৃত। ৬*বিণ.* দূরীভূত, অপগত (দূর হওয়া)। [দূর دور *ফা.*]। **দূর-দারাজ**—*বি.* অনেক দূর, দূরবর্তী (দূর দারাজের রাহা কি ডর আমার —হামজা)। [— + দরায دراز *ফা.*]।

দূরবীন—*বি.* দূরবীক্ষণ যন্ত্র। [দূরবীন دوربین *ফা.*]।

দেও—*বি.* দৈত্য। [দেও دیو *ফা.*]।

দেওদার—*বি.* দেবদারু গাছ (দেওদার তরু সারে সারে—রবীন্দ্র)। [দেওদার دیودار *হি.*]।

দেওয়ান[১], দেয়ান— ১*বি.* খাজনাদি আদায়ের প্রধান কর্মচারী। ২*বি.* রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী। ৩*বি.* রাজ-দরবার, মন্ত্রণাসভা (দুধেভাতে ভাল ছিল হেন বুদ্ধি কেবা দিল পাত-শার দেয়ানে আসিতে—ভারত)। [দীওয়ান دیوان *ফা.*]। **দেওয়ান-ই-আম**—১*বি.* সাধারণ রাজদরবার, যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে। ২*বি.* মোগল সম্রাট শাহ্জাহান নির্মিত অন্যতম দরবার গৃহ। [দীওয়ান্-ই-'আম্ دیوان عام *ফা.* + *আ.*]। **দেওয়ান-ই-খাস্**— ১*বি.* রাজা ও রাজমন্ত্রীদের বিশেষ সভা-গৃহ। ২*বি.* মোগল সম্রাট শাহ্জাহান নির্মিত অন্যতম দরবার গৃহ। [— খাস্সু خاص *আ.*]। **দেওয়ানখানা** —*বি.* কাছারী, দরবারগৃহ (নিজ দেওয়ানখানা মছনদে বসিয়া—বঙ্কিম)। [— খানহ্ خانه *ফা.*]।

দেওয়ান[২], দিওয়ান—*বি.* কাব্য সংগ্রহ — 'দিওয়ান-ই-হাফিয্'। [দীওয়ান্ دیوان *ফা.* + হাফিয্ حافظ *আ.*]।

দেওয়ানা, দীউয়ানা, দীওয়ানা— ১*বি.* পাগল, পাগলবৎ, উন্মাদ (শুনিয়া আশক ছিনু দেখিয়া দেওয়ানা হইনু জীউ মেরা হৈল বেকারার—হামজা; হয়তো জ্বলন্ত তার ক্ষুব্ধ বুকে দীউয়ানা সে সুর—ফররুখ; যাঁহার নামে যাঁদের ধ্যানে সারা দুনিয়া দীওয়ানা প্রেমে মশগুল—নজরুল)। ২*বি.* বিকৃত মস্তিষ্ক (মোর মালুম হয় উনা দেওয়ানা হয়েছে—টেকচাঁদ)। [দীওয়ানহ্ دیوانه *ফা.*]।

দেওয়ানি, দেওয়ানী — ১*বি.* দেওয়ানের পদ, কাজ বা অধিকার (১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পূর্ব পর্যন্ত—আনিস; কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন— আনিস)। ২*বিণ.* বিষয়াদির অধিকার বা সম্বন্ধীয়, ফৌজদারি বা অপরাধমূলক ঘটনা সম্বন্ধীয় নয় এমন, Civil (দেওয়ানি আদালত)। [দীওয়ানী دیوانی *ফা.*]।

দেওয়াল, দেয়াল — ১*বি.* প্রাচীর। ২*বি.* প্রাচীর গাত্র। [দীওয়ার دیوار *ফা.*]। **দেওয়ালগির, দেওয়াল-**

গিরি, দেয়ালগিরি, দেওয়ালগীর, দেয়ালগীর—*বি.* প্রাচীরগাত্র সংলগ্ন চিমনিযুক্ত ঝুলন্ত প্রদীপ বিশেষ (সাপের মেজে, সাপের বাড়ী, সাপের মণির দেয়ালগিরি—দক্ষিণা; দেয়াল-গীর শোভিছে সুন্দর শ্রেণীমত—কায়কোবাদ)। [দীওয়ারগীর, — গীরী دیوارگیر، گیری *ফা.*]।

দেনমোহর—*বি.* বিয়ের সময় স্বামী স্ত্রীকে যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হয়। [দয়ন্ মহর্ دین مهر *আ.*]।

দেনা–*বি.* ঋণ, ধার, কর্জ (দেনা-পাওনার হিসাব করিয়া 'বানিয়া' খুলিল দ্বার—জসীম)। [দয়ন্ دین *আ.* + আ. *বাং.*]।

দেমাক, দেমাগ, দিমাগ— ১*বি.* মস্তিষ্ক, মাথার মগজ (তার দিমাগ বড়ই তাজা)। ২*বি.* অহংকার, গর্ব, আত্মাভিমান (পথের ধূলায় লুটায় তবু দেমাগ না ফুরায়—মোস্তফা)। ৩*বি.* বুদ্ধি, মেধা (দুইগুণ হইল জোর, বাড়িল দেমাগ— হামজা)। [দিমাগ دماغ *আ.*]। **দেমাকি, দেমাকে, দেমাগি, দেমাগে**—*বিণ.* অহংকারী, গর্বিত, আত্মাভিমানী (এটার মত দেমাকে, অদ্ভুত জানোয়ার আর দুটি দেখা যায় না— অবনীন্দ্র; নবাব বাহাদুরের প্রজারা ভারি দেমাগি—মশার্‌রফ)। [— + ی *ফা.*]।

দেয়াড়, দেয়াড়া—*বি.* পলিমাটি প'ড়ে নদীর তটভূমি গ'ড়ে ওঠে। [দিয়ার دیار *আ.* + আ *বাং.* এক. دار (উঁচু জমি)]।

দেয়ান—দ্র. দেওয়ান১।

দেয়াল, দেয়ালগিরি, দেয়ালগীর—দ্র. দেওয়াল।

দের—*বি.* বিলম্ব, দেরী (ইয়াদ হইল আর নাহি সহে দের—হামজা)। [দের دیر *ফা.*]।

দেরাক্ত, দরক্ত, দরখ্‌ত্—*বি.* গাছ, বৃক্ষ (শূন্যের পর এক দেরাক্ত পয়দা দেখতে কি মজা—কানাই)। [দরখ্‌ত্ درخت *ফা.*]।

দেরাজ—*বি.* টেবিল, আলমারি প্রভৃতির মধ্যগত বাক্সের মত আধার বিশেষ টেনে খোলা এবং ঠেলে বন্ধ করা যায়, drawer (পুরাতন দেরাজের মত— আশরাফ)। [দুর্‌জ্ درج *আ.*]।

দেরি, দেরী—*বি.* বিলম্ব। [দের دیر *ফা.*; দেরী دیری *হি.*]।

দেরেগ, দরেগ—*বি.* দুঃখ, পরিতাপ, আক্ষেপ (দেরেগ হইল বড় দেলেতে আমার— হামজা; তা আমার সে 'দরেগ' মাখা 'রোনা' শুনে শুনে আর কি হবে বহিন—নজরুল)। [দরেগ دریغ *ফা.*]।

দেরেঙ্গ—*বি.* বিলম্ব, দেরী (একটু দেরেঙ্গ করেন আপনারা ঐ যে আরও কজন মুসল্লি আসিতেছেন —ইমদাদ)। [দিরঙ্গ্ درنگ *ফা.*]।

দেলাছা, দেলাসা—দ্র. দিলাসা।

দেল—দ্র. দিল।

দেলখোশ, দেলখোস, দেলবন্দ্—দ্র. দিল।

দেলোয়ার—দ্র. দিল।

দেহাত—*বি.* গ্রাম, পাড়াগাঁ। [দীহাত دیهات *ফা.*]। **দেহাতি, দেহাতী** —১*বিণ.* গাঁয়ে বাস করে এমন (তিনি দেখতে চান এদেশের দেহাতী আদমের দুঃসাহস— আজাদ)। ২*বিণ.* গাঁয়ে ব্যবহৃত। ৩*বিণ.* গ্রাম্য, গেঁয়ো, গাঁয়ে অবস্থিত (দেহাতি বালির রাস্তা— অচিন্ত্য)। [دیهاتی *ফা.*]।

দৈসত—দ্র. **দহসত**।

দো—১*বিণ.* দুই। ২*বি.* সংখ্যা বিশেষ। [দো دو *ফা.*]। **দোকাতারি** —*বিণ.* দুই সারি বিশিষ্ট (দোকাতারি আসা-বরদার ও চোপদার... —রামরাম)। [—*ফা.* + কৃত্বার قطار *আ.* + *ই. বাং.*]। **দোতর্‌ফা, দোতরফি, দুতরফা**—১*বিণ.* উভয় পক্ষ সম্বন্ধীয়। ২*বিণ.* উভয় পক্ষই অংশ গ্রহণ করেছে বা উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা হয়েছে এমন (দোতরফি শালিসে বাদশাহ ক্রোধান্বিত হইয়া —রামরাম)। [— طرف *আ.* + আ., *ই. বাং.*]। **দো-দেল**— *বি.* দু'মনা, কপট, দ্বিধান্বিত (দো-দেল বান্দা বোঁচকা-চোর, না পায় বেহেশ্‌ত্‌, না পায় গোর)। [— + দিল্‌ دل *ফা.*]। **দোপেয়ে, দু'পেয়ে**—১*বিণ.* দুটি পা আছে যার, দ্বিপদ (মানুষ দু'পেয়ে জীব)। ২*বিণ.* (আল.) মানুষ। [— + পায়হ্‌ پایه *ফা.*]। **দোফসলী**—*বিণ.* বছরে দুবার ফসল জন্মে এমন (দো-ফসলী জমি)। [—*ফা.* + ফস্‌লী فصلی *আ.*]। **দোফ্যাঁকড়া, দো-ফ্যাকড়া, দো-ফরকা**—*বিণ.* দুটি ডাল বা শাখায় বিভক্ত। [—*ফা.* + ফির্‌ক্বহ্‌ فرقه *আ.*]। **দোমহলা**— *বিণ.* দু মহল বিশিষ্ট (দোমহলা বাড়ি; ঘাটের উপর অপূর্ব বিরাজের স্থল দোমহলা—রামরাম)। [— + মহল محل *আ.* + আ. *বাং.*]। **দোয়াব, দোআব, দুআব**— *বি.* দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, দুই নদীযুক্ত বা দুই নদী-বিধৌত দেশ। [— + আব্‌ آب *ফা.*]। **দোরকা, দোরোকা, দোরখা, দোরোখা**— *বিণ.* উভয় দিক বা পিঠই সমান কারুকার্য বা রং বিশিষ্ট (দোরকা শাল)। [— + রুখ্‌ رخ *ফা.* + আ. *বাং.*]।

দোআ—দ্র. **দোয়া**।

দোআব—দ্র. **দো**।

দোকাতারি—দ্র. **দো**।

দোকান—*বি.* কেনাবেচার স্থান বা ঘর, বিপণি, পণ্যশালা (রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান— হেম)। [দুকান دکان *ফা.*]। **দোকানদার** —*বি.* দোকানের মালিক, পণ্য বিক্রেতা। [—*ফা.* + দার دار *ফা.*]। **দোকানদারি, দোকানদারী**—১*বি.* দোকানদারের পেশা, ক্রয় বিক্রয়ের কাজ। ২*বি.* দোকানদারের ন্যায় স্বার্থপর আচরণ। ৩*বি.* লাভালাভের হিসাব। [— + দারী داری *ফা.*]। **দোকানি, দোকানী**—*বি.* দোকানের মালিক (অমধুর বাণী বলে সে দোকানী— চণ্ডী)। [— + ই, ঈ. *বাং.*]।

দোজখ, দোযখ— *বি.* নরক, অতি নিকৃষ্ট ও ক্লেশদায়ক স্থান, ইসলামী মতে পরলোকে যেখানে পাপীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে (মোমেন দোজখে না থাকিব চিরকাল—আলাওল)। [দোযখ دوزخ *ফা.*]।

দোতরফা, দোতরফি—দ্র. দো।

দো-দেল—দ্র. দো।

দোনো (ম.-বা)—*বিণ.* উভয়ই (দোনো ছেলার নাড়ি ছেদ করিল বসিয়া— মা. গা.)। [দোনোঁ دونوں *হি.*]।

দোপাট্টা—*বি.* উত্তরীয়, উড়ানি, চাদর (পাজামা ও দোপাট্টার ভারে বেচারী বধূ ক্লান্ত— রোকেয়া)। [দোপট্টা دوپٹه *হি.*]।

দোপিয়াজা, দোপেয়াজা, দোপিয়াজি—*বি.* অধিক পিঁয়াজ সহযোগে প্রস্তুত মাছ বা মাংসের শুরুয়াবিহীন ব্যঞ্জন বিশেষ, শুরুয়াবিহীন যে তরকারিতে দুবার পিঁয়াজ দেয়া হয়। [দো-পিয়াযহ্ دوپیازه *ফা.*]।

দোপেয়ে—দ্র. দো।

দোফসলী, দোফাকড়া, দোফ্যাঁকড়া—দ্র. দো।

দোবারা, দোবরা—*বিণ.* ডবল, দুবার করা হয়েছে এমন, পরিষ্কার দানাদার (কুষ্মাণ্ডের অম্বল তাহে দোবরা চিনি —অবনীন্দ্র)। [দোবারহ্ دوباره *ফা.*]।

দোমহলা—দ্র. দো।

দোযখ—দ্র. দোজখ।

দোয়া, দোআ—*বি.* আশীর্বাদ, মঙ্গল কামনা (দোয়া করে কলেমা পড়িয়া— কঙ্কণ)। [দু'আ' دعاء *আ.*]। **দোয়া-দরুদ**—*বি.* আল্লাহ্‌র মহিমাকীর্তন ও মঙ্গল প্রার্থনা এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রার্থনা। [— + দুরূদ درود *ফা.*]। **বদদোয়া**—*বি.* অভিশাপ। [বদ্ بد *ফা.* + —*আ.*]।

দোয়াজ দহম—*বিণ.* বারো, দ্বাদশ। [দূয়ায্‌দহম دوازدهم *ফা.*]। **ফাতিহা-ই-দোয়ায্‌দহম্** — *বি.* দ্বাদশ তারিখের পুণ্য-উপস্থাপন, নবী দিবস। বিশ্ব নবীর জন্মদিবস—রবিউল আউয়াল মাসের বারই তারিখ। [ফাতিহাঃ فاتحه *আ.* + ই + — *ফা.*]।

দোয়াত—*বি.* লেখার কালি রাখার আধার বিশেষ। [দওয়াত دواة *আ.*]। **দোয়াতদানি**— *বি.* দোয়াত রাখার পাত্র বিশেষ (টেবিলের উপর পাথরের দোয়াতদানি— বিভূতি)। [— + দানী دانی *ফা.*]।

দোয়াব—দ্র. দো।

দোরকা, দোরখা—দ্র. দো।

দোরস্ত—দ্র. দুরস্ত।

দোরোকা, দোরোখা—দ্র. দো।

দোর্‌রা—*বি.* চাবুক (সেথা উমরের দোর্‌রা হানিয়া আনো পথ মুক্তির— ফররুখ)। [দির্‌রহ درہ *আ.*]।

দোলাই, দোলা—*বি.* দুই পাটযুক্ত কাপড়ের তৈরী গায়ের চাদর (ছাড়িয়া পাটের দোলা সবে করে পাখীর খেলা পড়ে খসি ভূষণ অম্বর—কঙ্কণ)। [দুলাঈ دلائی *ফা.*]।

দোশালা, দোসালা— *বি.* শালের জোড়া, দুই ফর্দ শাল (ঘোষেরে দোসালা দিল সরবন্ধ জোড়া—ঘন)। [দো دو *ফা.* + শাল شال *ফা.* + আ. *বাং.*]

দোসর—১*বি.* সঙ্গী, সাথী অংশীদার, দ্বিতীয় ব্যক্তি (সম্পদে-বিপদে তিনিই ছিলেন হজরতের দোসর—বাহার)। ২*বি.* সহায়, সাহায্যকারী। [দূস্‌রা دوسرا *হি.*]।

দোসরা, দোস্‌রা, দোসরী, দুস্‌রা, দুসরী—১*বিণ.* দ্বিতীয় (বল্‌ আল্লা ছাড়া দুসরা আর, মা'বুদ কেহ নাই আমার— মোস্তফা)। ২*বিণ.* অন্য, অপর (আমি দোস্‌রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্‌না করেছি— মাইকেল)। [দোসরা, দূস্‌রী دوسرا ، دوسری *হি.*]।

দোসালা—দ্র. **দোশালা**।

দোস্‌রা—দ্র. **দোসরা**।

দোস্ত— *বি.* বন্ধু, সুহৃদ (কি কারণে দোস্ত মোর হইল বিকল— হেয়াত)। [دوست *ফা.*]। **দোস্ত-আশনা** —*বি.* বন্ধু ও আপনজন (তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কাবুল শহরে দোস্ত আশনা নেই— মুজতবা)। [— آشناء *ফা.*]। **দোস্তদার** —*বি.* বন্ধু, ইয়ার, সখা ইত্যাদি (যত কেহ দোস্তদার খুশী চাহি সবাকার— হামজা)। [— + দার دار *ফা.*]। **দোস্তি, দুস্তি**— *বি.* বন্ধুত্ব, সখ্য, অন্তরঙ্গতা। [দোস্তী دوستی *ফা.*]।

দোহরান/দোহোরানো—*ক্রি.* পুনরাবৃত্তি করা (সেই কথাটি অন্তত: দুইবার তিনবার দোহোরাইয়া শুনিবেন —মশাররফ)। [দুহ্‌রানা دهرانا *হি.*]।

দোহাই—১*বি.* শপথ, দিব্য (আল্লার দোহাই যদি না কহ আমারে— সুলতান)। ২*বি.* অসিলা, অজুহাত, ছুতা (অসুখের দোহাই)। ৩*বি.* সুবিচার, দয়া ইত্যাদি প্রার্থনা সূচক আহ্বান (দোহাই মহারাজা!)। ৪*বি.* অনুরোধ, মিনতি, কাতরতা বা আবেদনের ভাব-প্রকাশ (দোহাই হুজুর!)। [দহা'ঈ دهائی *হি.*]।

দোহোরানো—দ্র. **দোহরান**।

দৌলত, দওলত—১*বি.* সম্পদ, ঐশ্বর্য (ধন দৌলত বাড়ে নাক— রবীন্দ্র; এই দৌলত বিভব-রতন যাবে না তোর সাথে— নজরুল)। ২*বি.* অনুগ্রহ, আনুকূল্য, সহায়তা, প্রভাব (তিনি নিজের বেতন বাড়িয়ে গেলেন ছাত্রের দৌলতে— অবনীন্দ্র ; যার দৌলতে বেঁচে গেলাম—অচিন্ত্য)। [দওলত্‌ دولت *আ.*]। **দৌলত-ইজ্জত**—*বি.* ধন সম্পদ ও সম্মান; সম্পদ ও সম্ভ্রম। [— *আ.* 'ইয্‌ যত্‌ عزّت *আ.*]। **দৌলতখানা, দৌলৎ-খানা**— ১*বি.* ঐশ্বর্যপূর্ণ বাসভবন, ধনীর প্রাসাদ। ২*বি.* গৃহ, বাসস্থান (কোথায় দৌলৎ-খানা চলেছো কোথায় নৌজায়ান— ফররুখ)। [— *আ.* + খানহ্‌ خانه *ফা.*]। **দৌলতদার, দৌলতমন্দ**— *বিণ.*

ঐশ্বর্যশালী, ধনী (সাবাস দৌলত-মন্দ এত মাল থাকে যার সাথে —হামজা)। [— دار، مند *ফা.*]। **দৌলতদারি**— ১*বি.* ঐশ্বর্য-শালিতা। ২*বি.* ভোগবিলাস ও প্রতিষ্ঠা; সম্পদ ও বিত্তশালিতা (তোমার দৌলতদারি আখেরে বেকার, সেদিন নাজাত লাগি হবে বেকারার—হামজা)। [— *আ.* + দারী داری *ফা.*]। **দৌলত-হাশমত, দৌলত-হাসমত**— *বি.* ধনসম্পদ ও গৌরব; সম্পদ ও জাঁক-জমক। [— + হশমত্‌ حشمت *আ.*]। **দৌলতিয়া** — *বিণ.* সম্পদশালী, বিত্তশালী। [— + ইয়া *বাং.*]।

ধ

ধিমা, ঢিমা/ ধিমে, ঢিমে— ১*বিণ.* ঢিলা, শিথিল, অলস (ধিমে প্রকৃতির)। ২*বিণ.* মৃদু, ক্ষীণ (ধিমা বৃষ্টি)। ৩*বিণ.* অদ্রুত। [ধীমা دهیما *হি.*]।

ধুপী, ধুবী, ধূবী, ধোবী—*বি.* বস্ত্র ধৌতকারী, রজক (ধূবীর কুকুর যেন, স্থান নাই ঘরে বা বাজারে—ফররুখ)। [ধোবী دهوبی *হি.*]।

ধূবী—দ্র. ধুপী।

ধোঁকা, ধোকা—১*বি.* ফাঁকি, ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা। ২*বি.* সন্দেহ, সংশয় (ধোঁকায় পড়া)। ৩*বি.* ভ্রম, ভুল। [ধোকা دهوکا *হি.*]। **ধোঁকাবাজ, ধোকাবায** — *বিণ.* ফাঁকি-বাজ, প্রবঞ্চক, প্রতারক। [— + বায্‌ باز *ফা.*]। **ধোঁকাবাজি, ধোঁকাবাজী, ধোকাবাযী**— *বি.* প্রবঞ্চনা, ধাপ্পা, প্রতারণা, ফাঁকি। [— + বাযী بازی *ফা.*]।

ধোকা—দ্র. ধোঁকা।

ধোবী—দ্র. ধুপী।

ধোলাই—১*বি.* প্রক্ষালন, ধৌতকরণ, ধোপ (ধোলাই খরচ)। ২*বিণ.* ধৌত, পানি দ্বারা পরিষ্কৃত (ধোলাই কাপড়)। [— + ধূলাঈ دهولائی *হি.*]।

ধোসা—*বিণ.* পশ্‌মী গাত্রবস্ত্র বিশেষ। [ধুস্‌সা دهسّا *হি.*]।

ন

নইচা, নইচে—দ্র. নলিচা।

নঈ—*বিণ.* নতুন, নব। [নঈ نئی *উ.*, *হি.*]। **নঈ তালীম**— *বি.* নতুন শিক্ষা। [—*উ.* + تعلیم *আ.*]।

নও— *বিণ.* নয়া, নতুন। [নও نو

ফা.]। নওআবাদ, নও আবাদী—*বি.* নতুন বসতি। [— آباد، آبادی *ফা.*]।

নওকর, নোকর, নকর—*বি.* চাকর, ভৃত্য (মৃত্যু যেন কেনা নওকর থরথর পদভরে—হাসান)। [নওকর نوکر *হি.*]। **নওকরি, নোকরি, নকরি**—*বি.* বেতনের পরিবর্তে চাকরি, কর্ম, দাসত্ব, ভৃত্যগিরি (আমার মেজদা ওঔর বাংলার কোথায় যেন কি এক নোকরি করেন—মুজতবা)। [নওক্‌রী نوکری *হি.*]।

নওজোয়ান, নৌজোয়ান—১*বি.-বিণ.* নবযুবক, তরুণ বীর, যুবক বীর। ২*বি.-বিণ.* তরুণ, যুবক (দৈত্য-চর্ম পাদুকা পায়, অগ্নিগিরিরে ধরে নাড়ায়-নৌজোয়ান—নজরুল)। [নওজওয়ান نوجوان *ফা.*]। **নওজোয়ানি, নও জোয়ানী, নৌজোয়ানী**— *বি.* নব যৌবন (আজকে রওশন জমীন-আসমান নওজোয়ানীর সুর্‌খ নূরে—নজরুল; নৌজোয়ানীর খুন-জোশীতে মস্‌ত হ'ল সব লোক—নজরুল)। [নওজওয়ানী نوجوانی *ফা.*]।

নওবত, নহবত/ নবত, নবৎ, নৌ-বত, নৌবৎ—১*বি.* প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় বা প্রহরে-প্রহরে রাজা বা বিশেষ পদস্থ ব্যক্তির দ্বারে যে বিশেষ বাজনা বাজান হয় (তুর্ক তোরণে নহবৎ বাজে গুলজার গুল-শান, জিন্দা পাকিস্তান— শাহাদাত: নহবতে বাজে সকরুণ মূলতান—নজরুল; নবোৎসাহে নৌবৎ বাজায়—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* সানাই ইত্যাদির সুমিষ্ট ঐক্যতান বাদ্য, দুন্দুভি •বা নাকারা বাদ্য। [নওবত্‌ نوبت *আ.*]।

নওবতখানা, নহবৎখানা—*বি.* যে স্থানে বা মঞ্চে বসে নওবত বাজান হয় (নহবৎখানায় তারই বিসর্জনের বাজনা বাজছে—নজরুল)। [— *আ.* + خانه *ফা.*]।

নওবাহার—*বি.* নববসন্ত (কচি ঘাস আর লতাপাতায় তিনি দেখতে পাচ্ছি-লেন জীবনের নওবাহার— শাহেদ)। [نوبهار *ফা.*]।

নওমুসলিম—*বি.* নবদীক্ষিত মুসলমান। [নওমুসলিম نومسلم *আ.*]।

নওয়াজিমা—দ্র. **লওয়াজিম**।

নওয়াব, নওয়াবজাদা, নওয়াব নাযিম, নওয়াবী—দ্র. **নবাব**।

নওয়ালা—১*বি.* উপহার। ২*বি.* গ্রাস, মুখের গ্রাস। [নওয়াল্‌ نوال *ফা.*]।

নওরতন— ১*বি.* নবরত্ন (দরবার-ই-নওরতন)। ২*বি.* নবরত্নখচিত বলয়। [نورتن *ফা.*]।

নওরোজ, নওরোজা— ১*বি.* নতুন দিন, নববর্ষ (বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* পারসিকদের নতুন বছরের প্রথম দিন (মাগরেবের নামাজের পর সারা তেহরান যখন নওরোজের আনন্দে মগ্ন— আ. দীন)। ৩*বি.* উৎসব বিশেষ (কহিল সহেলি, আজ যে গানের নওরোজ—মোহিত)। [নওরোয্‌ نوروز *ফা.*]।

নওল—*বিণ.* নবীন, নতুন, নব, কচি, মনোহারী (কোথায় খুলবে নওল ঊষার রশ্মি ধারা সফেদ—ফররুখ)। [নওল্ نول *হি.*]। **নওল কিশোর**—*বিণ.* নবকিশোর (দেখবি কে আয়, আজ আমাদের নওল কিশোর সওদা-গর— নজরুল)। [— + কিশোর *বাং.*]। **নওলী যৌবন** — *বি.* নব যৌবন। [نولی *হি.* + যৌবন *বাং.*]।

নওলা, নহলা—*বি.* নয় ফোঁটা চিহ্নিত তাস (যারা চিড়িতনের টেক্কাকে বেমালুম হরতনের নওলা বানিয়ে দিতে পারেন—মুজতবা; দুরি তিরি নইতে নহলা দহলা পর্যন্ত আরও অনেক ঘর গৃহস্থ আছে—রবীন্দ্র)। [নহ্‌লা نہلا *হি.*]।

নওলাখী—১*বি.* ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশেষ। ২*বি.* যার মূল্য নয় লক্ষ মুদ্রা। [নওলাখী نولاکھی *ফা.* + *হি.*]।

নওলী যৌবন—দ্র. নওল।

নওশা, নওশাহ্—*বি.* বর, Bride-groom (রণে যায় কাসিম ঐ দু'ঘড়ির নওশা—নজরুল)। [নওশহ্ نوشہ *ফা.*]।

নওশেরোয়াঁ, নওশেরওয়ান— *বি.* ইরানের সম্রাট (ইরান অধিপ নও-শেরোয়াঁর প্রাসাদের চূড়া লাজে—নজরুল)। [নৌশেরবাঁ نوشیروان *ফা.*]।

নংগর, নঙ্গর / নোঙ্গর, নোঙর—*বি.* শিকল বা কাছির সাথে বাঁধা লাঙ্গলের আকৃতির লোহার ভারী অংকুশ বিশেষ যা পানির নীচে ফেলে নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি বাঁধা হয়। [লংগর لنگر *ফা.*]।

নকর, নকরি—দ্র. নওকর।

নকল—১*বি.* বেআইনীভাবে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র দেখে লেখন (পরীক্ষার হলে নকল করা)। ২*বি.* অনুকরণ। ৩*বি.* অনুলিপি, প্রতিলিপি (লিখাইয়া পাঞ্জা ফরমানের নকল, নানামতে সাবধানে রাখিল আসল— ভারত)। ৪*বি.* প্রতিবিম্ব (এ সংসার আর্শির নকল, ছায়ার খেলা— মশার্‌রফ)। ৫*বিণ.* কৃত্রিম, জাল, অখাঁটি, ঝুটা (নকল টাকা)। [নক্ল نقل *আ.*]। **নকল নবিস, নকল নবীস**—*বি.* যে লেখা নকল করে, অনুকরণকারী, প্রতিলেখক, copyist। [— نویس *ফা.*]। **নকলনবিসি**— *বি.* নকল-নবিসের কাজ, লেখা দেখে লেখার কাজ। [— + ی *ফা.*]। **নকুলিয়া / নকুলে**— *বিণ.* যে নকল করতে অর্থাৎ কারো ত্রুটির অনুকরণ করে ঠাট্টা- বিদ্রূপ করতে পটু, আমোদপ্রিয়, ভাঁড় (রতা নাপতে ভারি নকুলে—দীন বন্ধু)। [— + ইয়া *বাং.*]।

নকশ— *বি.* চিত্র, মানচিত্র। [নক্‌শ نقش *আ.*]।

নকশ্‌বন্দিয়া—*বি.,বিণ.* সুফী-সম্প্রদায় বিশেষ (তিনিও নকশবন্দিয়া পন্থায় দীক্ষিত হয়েছিলেন–আনিস)। [নক্‌শ্-বন্দিয়হ্ نقشبندیہ *ফা.*]।

নকশা, নকসা, নক্সা—১*বি.* চিত্রের কাঠামো বা খসড়া, রেখাচিত্র,

Sketch, drawing, map, design (যখন নকসা প্রস্তুত করিয়া আনে তখন তিনি তাহাতে কত ব্যয় হইবেক বুঝিতে পারেন নাই—বিদ্যা)। ২*বি.* গৃহ উদ্যান সেতু ইত্যাদির অবস্থান গঠন সূচক রেখাচিত্র (বাগানের নকশা)। ৩*বি.* গঠনপ্রণালী নির্দেশক রেখাচিত্র (বাড়ির নকশা)। ৪*বি.* ফুল, লতাপাতা অঙ্কিত (স্ত্রীর শ্রী অঙ্গে চেলি জরির নানা নক্সা আঁকা —দ্বিজেন্দ্র)। ৫*বি.* জমির জরিপ সম্বন্ধীয় চিত্র। ৬*বি.* হাস্যরসাত্মক রচনা, ব্যংগচিত্র। [নক্শহ্ نقشه *আ.*]। **নকশা খোদকারী, নকসা খোদকার**—*বি.* খোদাই করা নকশার কারিগরী (নানা আলপনা নকসা খোদকারী কারিগরি— অবনীন্দ্র)। [— + খূদকার خودكار *ফা.* + ঈ, *বাং.*]। **নকশাদার, নক্সানবীশ** —*বি.* যে নকশা করে, নকশাকার (কত ওস্তাদ নক্সানবীশ আলোকিল তোর প্রাচীর পুঁথি— সত্যেন্দ্র)। [— + দার دار, নবীস نويس *ফা.*]। **নকশি, নকশী**—*বিণ.* নকশা বিশিষ্ট (নকশী কাঁথা)। [— *আ.* + ই, ঈ *বাং.*]।

নকশি—দ্র. নকশা।

নকাশি, নকাশী, নকাসি—১*বি.* চিত্র-আঁকা বা ফুল লতার কাজ। ২*বি.* খোদাইয়ের কাজ। ৩*বি.* ধাতু-পাত্রে চিত্রণের বা খোদাইয়ের কারুকাজ। [নক্কাশ نقّاش *আ.*; নক্কাশী نقّاشى *আ.*]।

নকিব, নকীব—১*বি.* যে যশ ঘোষণা করে (নজরুল হলেন নবযুগের নকীব—ছদর)। ২*বি.* ঘোষক (নকীব উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসিয়া ভেরীরবে ভূপতি-গণের শুভাগমন বার্তা আর ঘোষণা করিতেছে না— মশাররফ)। ৩*বি.* প্রভুর বা আগন্তুকের পরিচয়দাতা (নকীব সেলামগাহে সেলাম জানায়—ভারত)। ৪*বি.* সংবাদবহ, পেয়াদা। [নক্বীব نقيب *আ.*]।

নক্সা, নক্সানবীশ—দ্র. **নকশা**।

নখরা—দ্র. **নাখরা**।

নগদ—১*বি.* তৎক্ষণাৎ মূল্যদান, বাকির বিপরীত (নগদ বিক্রি; নগদ দিয়ে কেনা)। ২*বি.* উপস্থিত টাকা, মৌজুদ টাকা, cash (নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতায় শূন্য থাক্— কান্তি ঘোষ)। [নক্বদ نقد *আ.*]। **নগদখাজনা**— *বি.* নির্ধারিত খাজনা। [— خزانه *আ.*]। **নগদান** —*বি.* যে খাতায় নগদ খরচের হিসাব লেখা হয়, cash book। [নক্বদান্ نقدان *আ.* + *ফা.*]। **নগদী**—১*বি.* নগদ খাজনা আদায়কারী পাইক। ২*বি.* জমিদারের পাইক। ৩*বিণ.* নগদ মূল্যে ক্রীত বা ক্রেয়। [নক্বদী نقدى *ফা.*]।

নগদা—১*বিণ.* সঙ্গে সঙ্গে প্রদেয়, নগদ পাওনা (নগদ যা পাস তাই ধরে রাখ, ধারের পণ্য করিসনে—নজরুল)। ২*বিণ.* দেনাপাওনা সঙ্গে সঙ্গে মিটান হয় এমন। ৩*বি.* নগদ মজুরি নিয়ে যে কাজ করে

(নগদা মজুর)। [নক্বদ্ نقد আ. + আ. বাং.]।

নগদান, নগদী—দ্র. **নগদ**।

নগ্‌মা—বি. গান (ফুল কুঁড়িদের বাঁধন খোল্, নগ্‌মা শুনাও, হে বুলবুল—মোস্তফা)। [নগ্‌মহ্ نغمه আ.]।

নগিচ, নগিজ — বি. কাছ, নিকট। [নয্‌দীক্ نزديك ফা.]।

নগিনা, নগীনা—বি. আংটির পাথর, মণি (হেন সুন্দর বহুমূল্য নগীনা —মু. শ.)। [নগীনহ্ نگينه ফা..]।

নছব, নসব—বি. বংশ, পুরুষানুক্রম। [নসব্ نسب আ.]। **নছবনামা, নসবনামা**—বি. বংশলতা। [— + নামহ্ نامه ফা.]। **হসব নসব**—বি. বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্ক, বংশমর্যাদা, খান্দানী গৌরব। [হস্‌ব্-নস্‌ব্ حسب نسب আ.]।

নছিব—দ্র. **নসিব**।

নছিহত, নছীহত—দ্র. **নসিহত**।

নজদিক, নজদিগ, নযদিক, নযদীক— বি. নিকট, সম্মুখ, সমীপ (নজদিকে বসায় তারে করিয়া খাতির —হামজা; নজদিগে যাইয়া দেখে, পরীজাত লাখে লাখে —হামজা; কেয়ামতের নযদিকে এমন এক জামানা আসিবে—মনসুর)। [নয্‌দীক্ نزديك ফা.]।

নজর[১], নযর[১] — ১বি. দৃষ্টি (বিষাদক্ষীণ এ অন্তরে মোর থাকে যেন তোমার নজর— নজরুল)। ২বি. লক্ষ্য (উঁচু নজর)। ৩বি. মনোযোগ, অভিনিবেশ। ৪বি. তত্ত্বাবধান (নজর রাখা)। ৫বি. সুদৃষ্টি (চাকরটির উপর মনিবের নজর পড়েছে)। ৬বি. অশুভ দৃষ্টি (নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর—সত্যেন্দ্র)। [নযর نظر আ.]। **নজরবন্ধ**— বিণ. দৃষ্টিআবদ্ধ (নজর বন্ধ রেখে চলি— মনোজ)। [— + বন্দ بند ফা.]। **নজরবন্দি, নজরবন্ধী**— বি. দৃষ্টির বাইরে যেতে না দেয়া, ইচ্ছেমতো চলাফেরা করতে না দেয়া, আটক, confinement (একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দি করিয়া রাখা যায় —রবীন্দ্র)। [نظر بندی আ. + ফা.]

নজর[২], নযর[২] — ১বি. উপঢৌকন, নৈবেদ্য, উপহার। ২বি. ঘুষ। [নযর نذر আ.]। **নজরনিয়াজ, নযর নিয়ায** — বি. উপঢৌকন, ভেট, সালামী (নজর নিয়াজ বাবদ তিনি নয় লক্ষাধিক টাকা পাইয়াছিলেন—ওয়ালী)। [— + নিয়ায نياز ফা.]। **নজর সেলামি, নযর সেলামী**—বি. উপঢৌকন, ভেট, উপহার (অনেক লাখেরাজদারের জমি বাজেয়াপ্ত হওয়াতে ও তাহাদের সনন্দ না থাকাতে তাহারা কেবল আনাগোনা করিয়া ও নজর সেলামি দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিল—টেকচাঁদ)। [— + সলামী سلامی আ.]।

নজরানা, নযরানা — ১বি. দর্শনী, উপঢৌকন, উপহার, ভেট (যা ছিল নজরানা দিল রাঙা পায়ে রাখি

—নজরুল)। [নয্‌রানহ্ نذرانه ফা.]।

নজাত—দ্র. **নাজাত**।

নজাশী— *বি.* আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) রাজা, Negus। [نجاشى আ.]।

নজির, নজীর, নযীর—*বি.* দৃষ্টান্ত, উদাহরণ (ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই—আ. কা. শা.)। [নযীর نظير আ.]।

নজুল—দ্র. **নযুল**।

নজ্জুম— *বি.* গণক (নজ্জুম সব বলছে সবাই আসবে সেজন এ-মঞ্জিল—নজরুল)। [নজূম نجوم আ.]।

নতিজা, নতীজা—*বি.* পরিণাম, ফল (অনেক গোপনীয় কথাও ফাঁস করে দেয়; ফলে এর পুরা নতিজাও তাকে ভুগতে হয়েছে—এস. ওয়াজেদ)। [নতীজহ্ نتيجه আ.]।

নথি, নথী— ১*বি.* সূতা দ্বারা গাঁথা কাগজপত্রের তাড়া। ২*বি.* কোন বিষয়-সংক্রান্ত কাগজপত্রের তাগা, file (মোকদ্দমার নথি)। [নত্‌থী نتهى হি.]।

নদারৎ, নদারদ, নাদারৎ, নাদারদ—*অব্য.* নাই, বিহীন, শূন্য, অভাব (শহরের বড় মানুষের বাড়ীর দর-ওয়ানরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারৎ— কালী সিং; তাঁদের কথায় বাস্তবতা এক রকম নদারদ বললেই হয়— নজরুল)। [নদারদ্‌ ندارد ফা.]।

নফ্ছ—দ্র. **নফ্স**।

নফর—*বি.* চাকর, জন, ভৃত্য, সেবক, দাস (নফরে বকশীশ দিল জোড়া শালবন্দ—ঘন)। [নফর نفر আ.]।

নফ্রৎ—*বি.* ঘৃণা (... তারা বদলা পাবে ওরার নফরৎ আর দুশমনি—মনসুর)। [নফ্‌রত نفرت আ.]।

নফরী—১*বি.* সেবা, পরিচর্যা। ২*বি.* দৈনিক কর্ম, মজুর। [نفرت আ. + ى (ঈ) ফা.]।

নফল—*বিণ.* অতিরিক্ত, যা ফরজ বা ওয়াজিব নয়। [নফল نفل আ.]।

নফ্স, নফ্ছ—১*বি.* নিশ্বাস, জীবন, আত্মা, অহং। ২*বি.* বাসনা, ভোগ, পাপ, অহংকার। [নফ্‌স্‌ نفس আ.]। **নফ্স আম্মারা, নফছ আম্মারা**— *বি.* কুপ্রবৃত্তি (আল্লাহ্‌-তায়ালা নফছ আম্মারাকে সৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি কে ? —নজিবর)। [— আ. + আম্মারহ امّاره ফা.]। **নফ্সানিয়ত**— *বি.* অহংকার (কুপ্রবৃত্তি নফ্সানিয়ত পয়দা করে—মনসুর)। [নফ্সানিয়ত نفسانيت ফা.]।

নফসি—*অব্য.* আত্মবিলাপসূচক অব্যয়, ত্রাহি ত্রাহি (নফ্সি নফ্সি করবে সবাই খুঁজবে ছায়া কোন্‌খানে—মোস্তফা; কাবুলের বাচ্চাই-শাকা এখন নাদির খাঁর তরবারি তলে নফসি নফসি করছে —নজরুল)। [নফ্‌সী نفسى আ.]।

নফি, নফী—*বি.* অনস্তিত্ব, নাস্তি (সে নফি হইতে এছবাতে পৌঁছিতে

পারিবে— আহসান)। [নফী نفی আ.]।

নফিস্, নফীস্—১*বিণ.* উপাদেয় (নানা প্রকার চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি 'লজিজ' ও 'নফিস' খানা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্তি পূর্বক ভোজন করাইলেন —শিরাজী)। ২*বিণ.* মনোরম, মূল্যবান। [নফীসু نفیس আ.]।

নফী—দ্র. নফি।

নফীস্—দ্র. নফিস্।

নবত—দ্র. নওবত।

নবৎ—দ্র. নওবত।

নবাত—১*বি.* চিনির তৈরী খাদ্য বিশেষ; চিনি, খেজুর গুড়ের পাটালি বিশেষ, বড় বাতাসা। ২*বি.* উদ্ভিদ। [নবাত نبات আ.]।

নবাব, নওয়াব— ১*বি.* শাসনকর্তা, রাজপ্রতিনিধি (ঢাকার নবাব তথা পাঠান উকিল— ভারত)। ২*বি.* রাজন্য, মুসলমান সামন্ত রাজা। ৩*বি.* মুসলমান জমিদার প্রভৃতির বৃটিশ সরকার-দত্ত উপাধি। ৪*বি.* ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি। ৫*বি.* (ব্যঙ্গ) আরামপ্রিয়, বিলাসপ্রিয় ও অমিতব্যয়ী ব্যক্তি (একবার ওগো বাক্য-নবাব, চল দেখি কথা শুনে —রবীন্দ্র)। [নওওয়াব نوّاب আ.]। **নবাবজাদা, নওয়াবজাদা**— *বি.* নবাবের পুত্র। [— + زاده ফা.]। স্ত্রী. **নবাবজাদী**। **নবাব-নাজিম, নওয়াব-নাযিম**— *বি.* প্রদেশ-শাসক ও বিচারক। [— ناظم আ.]। **নবাবি, নবাবী**–১*বি.* নবাবের পদ বা কাজ (মীর জাফরালি খাঁ নবাবি চাহিয়াছে —রাজীব)। ২*বি.* নবাবের ন্যায় আচরণ, আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা (এত নবাবী ভাল না)। [— + ঈ. বাং.]।

নবিস, নবীস, নবিশ, নবীশ—*বি.* লেখক, লিপিকুশল—বাংলায় এটির স্বতন্ত্র প্রয়োগ নেই, অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় (খোসনবিস, নকলনবিস)। [নবীস نویس ফা.]। **নবিসি, নবিসী**—*বি.* লেখকগিরি। [— + ی ফা.]।

নবী, নবি — ১*বি.* পয়গম্বর, রসুল, প্রেরিত পুরুষ। ২*বি.* আল্লাহ্‌র বাণী। ৩*বি.* সংবাদদাতা। [নবী نبی আ.]। **নবীজী**—*বি.* শ্রদ্ধেয় নবী (নবীজীর নূরানী মূর্তি তার মানসপটে সেই প্রভাতসূর্যের মতই জ্বলজ্বল করছিল —এস. ওয়াজেদ)। [— + জী جی হি.]। **নবীর-তরীকা** —১*বি.* নবীর নির্দেশিত পথ। ২*বি.* ইসলামী আচার আচরণ। [— طریقه আ.]।

নবীজী—দ্র. নবী।

নবুয়ত, নবূওত—*বি.* নবীত্ব, নবীর পদ (শ্যামতনু জ্যোতির্ময় সর্বাঙ্গ দাপানি। নবুয়ত পৃষ্ঠে যেন জ্বলে দিনমনি— দৌলত)। [নুবূওত্ نبوت আ.]।

নব্জ, নব্য—*বি.* নাড়ী, ধমনী, শিরা, Pulse। [নব্য্ نبض আ.]।

নমক—দ্র. নিমক।

নমাজ, নমায, নামাজ, নামায, নেমাজ— *বি.* ইসলাম ধর্মমতে

ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা—দৈনিক এই পাঁচবার অবশ্য করণীয় ইবাদত বা উপাসনা, সালাত। [নমায্ نماز ফা.]। **নমাজী, নমাযী, নামাজী, নামাযী**—*বিণ.* যে নামাজ পড়ে। [— + ی ফা.]। *বিপ.* **বে-নমাযী**। **নমায্গাহ্, নামাজগাহ**—*বি.* নামাজ পড়ার স্থান, মসজিদ। [— گاه ফা.]।

নমুদ—১*বি.* প্রকাশ। ২*বি.* দৃশ্য। ৩*বি.* যশ। [নমূদ نمود ফা.]। **নমুদার**—*ক্রি-বিণ.* প্রকাশিত, উদিত (দু-দলে লস্কর যবে হৈল নমুদার, আছমানে লাগিল গর্দ্দ হৈল আন্ধার—হামজা)। [নমূদার نمودار ফা.]।

নমুনা—১*বি.* কোন জিনিস বা কাজের সামান্য অংশ যা থেকে তার সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায়, নিদর্শন, পরিচায়ক, sample, specimen (যতখানে খারাপের নমুনা ...এই দাগাদারীর সময় হয়েছে —মশার্রফ)। ২*বি.* আদর্শ। ৩*বি.* তুলনা (উহার নমুনা নাই— মোহিত)। [নমূনহ্ نمونه ফা.]।

নযদিক, নযদীক—দ্র. **নজদিক**।

নযর[১], **নযর**[২]—দ্র. **নজর**[১], **নজর**[২]।

নযর নিয়ায, নযর সেলামী—দ্র. **নজর**[২]।

নযরানা—দ্র. **নজরানা**।

নযীর—দ্র. **নজির**।

নযুল, নুযূল, নজুল—*বি.* অবতরণ, নাযিল হওন (নুযূল-ই-কুরআন)। [নুযূল نزول আ.]।

নয়া—১*বিণ.* নতুন, টাটকা (নয়া ফুল দোলে ঝালর পাতায় —বন্দে)। ২*বিণ.* আধুনিক, নব্য (নয়া যমানা)। [নয়া نیا হি.]।

নরম— ১*বিণ.* নম্র, কোমল, অকঠিন (অঙ্গে নিলাজ পুলক ছোটে / বায় যেন হায় নরম লতা—নজরুল)। ২*বিণ.* ঠাণ্ডা, ভদ্র, বিনীত। [নর্‌ম্ نرم ফা.]। **নরম গরম**—১*বিণ.* মিঠাকড়া, মৃদু ও কড়া (নরম গরম কথা শুনিয়ে দেওয়া)। ২*বি.* মিঠাকড়া কথা (সে এসে আমায় নরমগরম কথা শুনিয়ে গেল— আফসার)। [নর্‌ম্ ওয়া গর্‌ম্ نرم و گرم ফা.]। **নরম দিল্** —*বিণ.* কোমল হৃদয়, দয়াল্ মন। [— + দিল্ دل ফা.]। **নরম মেজাজ** —*বিণ.* শান্ত, রাগ না হওয়া। [— + মিযাজ্ مزاج আ.]।

নর-মাদা—*বি.* পুরুষ ও স্ত্রী। [নর্ ওয়া মাদহ্ نر و ماده ফা.]।

নরমী—১*বি.* কোমলতা, মৃদুতা। ২*বি.* সহনশীলতা। [نرمی ফা.]।

নলিচা / নল্চে, নইচা / নইচে—*বি.* হুঁকার যে দণ্ডের উপর কলিকা বা কল্কে থাকে। [নইচহ্ نیچه ফা.]।

নশীন, নিশীন—*বি.* আসীন (গদীনশীন)। [নশীন نشین ফা.]।

নসব—দ্র. **নছব**।

নসরা, নাসারা, নসরানী — *বি.* খৃস্টান (হিসপানী আলমানী চোপদার নসরানী/ নানাজাতি আর পর্তুগীস—আলাওল)।

[নসারা نصارى আ., نصرانی আ.]।

নসিব, নছিব, নসীব—*বি.* ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল (মোদের নসিব বড় বুরা—টেকচাঁদ; কেমন নছিব তার জানে বারি-তালা—হামজা)। [নসীব نصيب আ.]। **নসীবের গর্দিশ / গর্দেশ**— *বি.* ভাগ্যবিড়ম্বনা। [—গর্দিশ گردش ফা.]। **খোশ-নসীব, খোসনসীব, খুশনসীব**—*বি.* সৌজন্যবান (খোশ-নসিব উম্মত আমি তাঁর পেয়েছি অকূলে কূল—নজরুল)। [খুশনসীব خوش نصيب ফা. + আ.]।

নসিহত, নসীহত, নছিহত, নছীহত— *বি.* ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ (শুনিবেক আলিমের চান্দ নসিহত—আলাওল; এমরান শাহার তরে, থোরা নছিহত করে, থাকে যেন বাহাল ঈমান— হামজা)। [নসীহত نصيحت আ.]

নসীব—দ্র. **নসিব**।

নসীহত—দ্র. **নসিহত**।

নহবত, নহবৎখানা—দ্র. **নওবত**।

নহর—*বি.* স্রোতস্বিনী, জলধারা, ছোট-নদী, খাল, নালা, canal (বহেনা শিরাজ বাগের নহর, বুলবুল গেছে উড়ে—নজরুল)। [নহর্ نهر আ.]।

নহস, নস্—*বি.* অশুভ লগ্ন, কুক্ষণ (কোন নবকর্ম আরম্ভ না করিব , নহস বিফল জানি ক্ষেমা দি রহিব—আলাওল)। [নহস্ نحس আ.]

না'আত—দ্র. **না'ত**।

নাইয়া, নাইয়্যা—*বি.* মাঝি, নেয়ে, যে নৌকা চালায়, কাণ্ডারী (দরিয়ায় ঘোর তুফান, পার করো নাইয়া—নজরুল)। [নাইয়া نائيا হি.]।

নাউজবেল্লা, না'উযুবিল্লাহ্—*অব্য.* অশুভ বা অন্যায় হ'তে সতর্কতা-মূলক প্রার্থনা বিশেষ (এ বাত শুনিল নবী বাঘের জবানে 'হায় নাউ-জবেল্লা বলে হাত দিল কানে—গরীব)। [না'উযুবিল্লাহ্ نعوذبالله আ.]।

না-উম্মেদ, নাওম্মেদ— *বি.* নিরাশ, বিফল মনোরথ (আপনাদের পাঁচ জনের সাহায্য চাচ্ছি। আশা করি নাওম্মেদ হব না— ইমদাদ)। [না-উম্মীদ্ ناامید ফা.]।

না'উযুবিল্লাহ—দ্র. **নাউজবেল্লা**।

নাএব—দ্র. **নায়েব**।

নাওম্মেদ—দ্র. **না-উম্মেদ**।

নাওয়া, নাওন— ১*ক্রি.* স্নান করা, গোসল করা, অবগাহন করা। ২*বি.* স্নান, গোসল (আমার তখনও নাওয়া হয় নাই—মনসুর।) [নহানা نهانا উ.]।

নাওয়াকিফ, নাওয়াকেফ — ১*বিণ.* অজ্ঞ, মূর্খ। ২*বিণ.* অনবহিত, অবিদিত (যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায়, সে হয়ত তাহার শক্তি সম্বন্ধে আজও নাওয়াকিফ—নজরুল)। [না نا ফা. + ওয়াক্বিফ واقف আ.]।

নাওয়াছা—দ্র. **নাওয়াসা**।

নাওয়ারা— *বি.* নৌবহর। [নাও্ ناو

ফা. + وار *ফা.* প্র. + আ. *বাং.*]।

নাওয়াসা, নাওয়াছা— *বি.* নাতি, পৌত্র, দৌহিত্র। [নওয়াসহ্ نواسه *ফা.*]।

নাং, নাঙ—*বি.* উপপতি, জার। [নংগ্ ننگ *ফা.*]

নাংগা, নাঙা, নাঙ্গা—১*বিণ.* উলঙ্গ, নগ্ন (খাই ইশ্‌কের ঘাত শমশের ফের নিই বুক নাঙ্গায়—নজরুল)। ২*বিণ.* অনাবৃত (ফরিয়াদ করে আকাশে তুলিয়া নাঙ্গাশির—নজরুল)। [নংগা ننگا *হি.*]।

নাকচ— ১*বিণ.* রদ, রহিত, বাতিল (এক কথায় তিনি তার আবেদন নাকচ করলেন— রবীন্দ্র)। ২*বিণ.* অব্যবহার্য, অকেজো। [নাক্বিস্ ناقص *আ.*]।

নাকরা¹—দ্র. **নাখরা**।

নাকড়া, নাকরা², নাকড়াখানা, নাকরাখানা—দ্র. **নাকারা**¹।

নাকা—*অব্য.* মত, সদৃশ (তোমার নাকা কাজের লোক কোথায় পাওয়া যাবে!)। [নক্বুল نقل *আ.*]।

নাকাড়া—দ্র. **নাকারা**¹।

নাকারচী — *বি.* ঢুলী, ঢোলবাদক। [নক্কারী نقّار *আ.* + চী چی *তু.*]।

নাকারা¹, নাকাড়া, নাকড়া, নাকরা² —*বি.* ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ (বিনামেঘে বজ্ররবের মত উঠল বেজে কাড়ানাকাড়া — রবীন্দ্র)। [নক্বক্বারহ্ نقّاره *আ.*]। **নাকড়াখানা, নাকরাখানা** — *বি.* ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র যে স্থানে রাখা হয় (নাকরা খানায় নবৎ বেজে উঠল —অবনীন্দ্র)। [— *আ.* + খানহ্ خانه *ফা.*]।

নাকারা² — *বিণ.* অকেজো, কাজের অযোগ্য (নাকারা চিজ)। [নাকারহ্ ناکاره *ফা.*]।

নাকাল— ১*বিণ.* ক্লান্ত, শ্রান্ত (গুরু উরু ভারে তনু নাকাল—নজরুল)। ২*বি.* হয়রান (তিনি নাকাল হইয়াছেন —পরশু)। ৩*বিণ.* বিব্রত (তারই জোরে তিনি স্বামীকে এতটা নাকাল করতেন —লুৎফর)। ৪*বিণ.* নিগৃহীত (অত্যন্ত নাকাল হইল—রবীন্দ্র)। ৫*বিণ.* জব্দ (শেয়াল এমন নাকাল আর কখনো হয়নি— অবনীন্দ্র)। [নকাল نکال *আ.*]।

নাকিস—দ্র. **নাকেস**।

নাকেস, নাকিস — ১*বিণ.* কাঁচা, অসম্পূর্ণ। ২*বিণ.* অভাব-বিশিষ্ট। ৩*বিণ.* মূল্যহীন। [নাক্বিস্ ناقص *আ.*]। **নাকেস আকেল**—*বিণ.* অল্প-বুদ্ধি, বোকা (তারা নাকেস আকেল —মনসুর)। [— + 'অক্বল্ عقل *আ.*]।

নাখরা, নাকরা¹, নখরা, নাখারা, ন্যাকরা, ন্যাকরামি–১*বি.* কৌতুক, তামাশা, নেকামি (যাদের কাছে এইচি তারা কিন্তু বলছে না না, তোর বাবু, অত ন্যাকরায় কাজ কি— দীনবন্ধু)। ২*বি.* ছলাকলাপূর্ণ হাবভাব বা অঙ্গভঙ্গি (আঁখি ঠারে নাচ করে হাসে মুচকিয়া, না ভুলে হাতেম তার

নাখারা দেখিয়া— হামজা)। [নখ্‌রা نخرا ফা., আমি বাং.]।

না-খান্দা— ১*বিণ.* অনাহূত। ২*বি.* অপ্রিয়। ৩*বি.* অসৎ। ৪*বি.* নিরক্ষর, অজ্ঞ। [না খ্বান্‌দহ্ ناخوانده ফা.]।

নাখারা—দ্র. **নাখরা**।

নাখুদা—দ্র. **নাখোদা**।

নাখুশ—দ্র. **নাখোশ**।

নাখেরাজ—দ্র. **লাখেরাজ**।

নাখোদা, নাখুদা — ১*বি.* জাহাজের অধ্যক্ষ, কাপ্তান। ২*বি.* যে ব্যক্তি জাহাজে মাল আমদানী রপ্তানী করে। ৩*বি.* জাহাজের মাল সরবরাহ কারক। ৪*বি.* বোম্বে প্রদেশের মুসলমান জাতি বিশেষ (নাখোদাদের তৈরি মসজিদ)। [নাখুদা ناخدا ফা.]।

নাখোশ, নাখুশ — *বিণ.* অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্ন, রুষ্ট (তাহার প্রতি নাখোশ হইবেন না)। [না-খুশ ناخوش ফা.]।

নাগড়া—দ্র. **নাগরা**।

নাগরা, নাগারা, নাগড়া—*বি.* মাটি বা ধাতুনির্মিত চর্মাবৃত বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, টিকারা (ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা— ভারত)। [নক্‌ক্বারহ্ نقّاره আ.]।

নাগা—*বি.* বাদ, শূন্যতা, কামাই (কামে নাগা দেয়)। [নাগহ্ ناغه হি.]।

নাগাইত, নাগাইদ, নাগাত, নাগাদ, লাগায়েৎ, লাগায়েত, লাগাৎ,, লাগাদ— ১*অব্য.* হইতে, থেকে (সোমবার নাগাইত জ্বর)। ২*অব্য.* পর্যন্ত, অবধি (ঢাকা নাগাদ যাব; সন্ধ্যা লাগায়েত শক্তি পাইতে পারি—বঙ্কিম)। [লিগায়ত لغاية আ.]।

নাগাত, নাগাদ—দ্র. **নাগাইত**।

নাগারা—দ্র. **নাগরা**।

নাগাল, নাগুল— *বি.* অধিগম্যতা, সামীপ্য, সংস্পর্শ, নৈকট্য (বিবেকের জ্ঞান যার পেলনা নাগাল —রশীদ)। [নিগূল نغول ফা.]।

নাঙ—দ্র. **নাং**।

নাঙা, নাঙ্গা—দ্র. **নাংগা**।

নাচার—দ্র. **লাচার**।

নাচারী—*বি.* শক্তিহীনতা, অসহায়ত্ব। [নাচার ناچار ফা. + ی ফা.]।

না-চীজ—*বিণ.* অকিঞ্চন, তুচ্ছ, সাধারণ (না-চীজ ফকীর চলি বারিতালা এলাহির রাহে—ফররুখ)। [নাচীজ ناچيز ফা.]।

নাছ, নাচ—১*বি.* সদর রাস্তা, রাজপথ (কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক —ঘন)। ২*বি.* গৃহপ্রবেশের প্রধান দ্বার, বাড়ীর সদর দরজা (দেখিয়া কাঙ্গালী সবে দিবে গালি—রহিতে না দিবে নাছে—ভারত)। ৩*বি.* বাড়ীর পশ্চাদ্দ্বার, খিড়কী। [নহজ্ نهج আ.]।

নাছোড়—১*বিণ.* যে কিছুতেই ছাড়ে না, যার হাত এড়ান দায় (গড়াগড়ি পায়ে ধরি নাছোড় বিবিজান—হেম)। ২*বিণ.* একগুঁয়ে, জেদী, নেই আঁকড়া। [না نا ফা. + ছোড় چھوڑ

হি.]। **নাছোড়বান্দা**—*বিণ.* ছাড়ার পাত্র নয়, একগুঁয়ে, জেদী। [— + বন্দাঃ بنده *ফা.*]।

নাজনী, নাজনি—১*বি.* সুকুমার পাত্রী, সৌখীন রুচির নারী, তন্বী ও কোমলদেহ বিশিষ্টা নারী (এক এক চিজ নব নাজনির হাতে—হামজা)। ২*বি.* খুকী। ৩*বিণ.* প্রিয়তমা, লীলাময়ী। [নায্নীন্ نازنين *ফা.*]।

নাজাই—১*বি.* যে খরচের জায় বা বাবদের উল্লেখ নেই (নাজাই খাতায় এরূপ খরচের হিসাব লেখা হয়)। ২*বিণ.* যার কৈফিয়ৎ নেই; বেকৈফিয়ৎ (দুজনে সঙ্গীত রসিকদের গান-বাজনা শুনিয়ে নাজাই টাকা রোজগার করবে—প্রমথ)। [নাজা'ঈ ناجاى *ফা.*]। **নাজাই খাতা**—*বি.* ব্যবসায়ের যে খাতায় বেকৈফিয়ৎ হিসাবের বকেয়া টাকা বা অনাদায় টাকার হিসাব লেখা হয় (বাকী পাঁচ হাজার টাকা নাজাই খাতায় লিখিয়া রাখা হইল)। [—*ফা.* খত্ব خط *আ.* + হা ها *ফা.*]।

নাজাত, নজাত—*বি.* মুক্তি, রেহাই, অব্যাহতি (আমার নাজাত হবে দেখিলে জামাল, ইয়াদ করিব আমি জীব যতকাল— হামজা; নাজাত্-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা — নজরুল)। [নজাত্ نجات *আ.*]।

না-জায়িজ, না-জায়িয— *বিণ.* ধর্ম বিরুদ্ধ, অশাস্ত্রীয় (তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না-জায়িজ—মুজতবা)। [না نا *ফা.* + জায়িয্ جائز *আ.*]।

নাজিম, নাযিম — *বি.* বাদশাহের নিয়োজিত প্রদেশের শাসনকর্তা (দিল্লীর রাজদরবার বাংলার নাযিম নিযুক্ত করতো)। [নাযিম ناظم *আ.*]।

নাজির, নাজীর, নাযির — ১*বি.* আদালতের কর্মচারী বিশেষ—যিনি পেয়াদাদের তত্ত্বাবধান করেন (শেষে নাজিরের কামরায় বোতল গ্লাস রেখে উঠে গিয়ে প্রাণটা শীতল কর্তেম— মশার্‌রফ)। ২*বি.* পরি-দর্শক (আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই—রবীন্দ্র)। [নাযির ناظر *আ.*]। **নাজিরি, নাজিরী** — *বি.* নাজীরের পদ। [— *আ.* + ى *ফা.*]।

নাজিল—দ্র. নাজেল।

নাজীর—দ্র. নাজির।

নাজুক, নাযুক—১*বিণ.* সুকুমার, রম্য, পেলব, যে আঘাত সহ্য করতে পারেনা (হাজার নাজুক কুমারীর মুখ ভাসায়ে লহুর স্রোতে—ফররুখ)।। ২*বিণ.* যা সহজেই বিগড়ে যেতে পারে, সঙ্গীন (নাজুক অবস্থা)। ৩*বিণ.* সূক্ষ্ম, ভংগুর। [নাযুক نازك *ফা.*]। **নাজুক মেজাজ**—*বি.* যে মেজাজ সহজেই বিগড়ে যায়। [— + মিযাজ্ مزاج *আ.*]।

নাজেল, নাজিল, নাযিল— *বি.* অব-তরণ (... আয়াতটি নাজেল হয়—আকরম)। [নাযিল نازل *আ.*]।

নাজেহাল—১*বিণ.* হয়রান, পেরেশান, নাকাল, জব্দ (প্রজাকে নাজেহাল করতে চাও তো কর উচ্ছেদের মামলা—প্রমথ)। ২*বিণ.* অতিশয় লাঞ্ছিত বা বিপন্ন (নাজেহাল বদহাল করে একেবারে গঙ্গাপার করে দেওয়া তার ইচ্ছা— মশার্‌রফ)। ৩*বিণ.* দুর্দশাগ্রস্ত (আমীরওমরাহ্‌ সবাইকে সে করছে নাজেহাল—*আ.*দীন)। [নাযুক্‌ نازك *ফা.* + হাল حال *আ.*]।

না'ত, না'আত, নায়াত — ১*বি.* হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর প্রশংসা। ২*বি.* নবী-প্রশস্তি বা স্তব-কীর্তন। ৩*বি.* প্রশস্তি (জাগিবে মানুষ দিকে দিগন্তে গাহি জীবনের না'ত—জসীম)। [ন'ত্‌ نعت *আ.*]।

নাতোয়ান— ১*বি.* অক্ষম, অসমর্থ, অপারগ। ২*বিণ.* বৃদ্ধ। ৩*বিণ.* দরিদ্র। ৪*বিণ.* দারিদ্র্যবশত জমিদারের খাজনা দিতে অসমর্থ। [নাতওয়াঁ ناتوان *ফা.*]। **নাতোয়ানি**—১*বি.* অপরাগতা, অক্ষমতা, অসামর্থ। ২*বি.* বার্ধক্য। ৩*বি.* দরিদ্রতা, দারিদ্র্য। [— + *ই. বাং.*]।

নাদান—*বিণ.* বোকা, নির্বোধ, অজ্ঞান, অবুঝ (নাদান লাড়কি মেরা, নাহি জানে ভালাবুরা, না বুঝিয়া করিল তক্‌সির— হামজা; কাপড়চোপড় দেখে বড়ই নাদান বলে মনে হয়— আসকার)। [নাদান نادان *ফা.*]। *বি.* **নাদানি, নাদানী**।

নাদারৎ, নাদারদ—দ্র. নদারৎ।

নাদুরস্ত—*বিণ.* বেঠিক, নাজায়িয্‌, বিধি-বিরুদ্ধ। [না-দুরুস্‌ত্‌ نادرست *ফা.*]।

নানকর—*বি.* খোরপোষ বাবদ ভৃত্যকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি। [নান্‌কার نانكار *ফা.*]।

নানখাতাই—*বি.* মিষ্টান্ন বিশেষ (নানখাতাই মিঠা নেমকি, পরাটা এ সকল সুখাদ্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন — মশার্‌রফ)। [নান্‌খত্বাঈ' نان خطائ *ফা.*]।

নানবাই— *বি.* রুটিওয়ালা, Baker। [নান্‌বাঈ' نانبائ *ফা.*]।

নানা—*বি.* মাতামহ। [নানা نانا *হি.*]। স্ত্রী. **নানী**। (نانی)।

নাপছন্দ—১*বিণ.* অমনোনীত, অপছন্দ। ২*বিণ.* অপ্রিয়। [নাপসন্দ ناپسند *ফা.*]।

নাপাক— *বিণ.* অপবিত্র, অশুচি, অশুদ্ধ (যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক—ভারত)। [নাপাক ناپاك *ফা.*]।

নাফ—*বি.* নাভি। [ناف *ফা.*]।

নাফরমান— *বিণ.* অবাধ্য, আদেশ অমান্যকারী। [নাফর্‌মান نافرمان *ফা.*]। **নাফরমানি, নাফরমানী**—*বি.* অবাধ্যতা, আদেশ অমান্য করণ (আল্লারে পাওয়া যায় না করিয়া তাঁহার নাফরমানি— নজরুল)। [— + ই, ঈ. *বাং.*]।

নাফা— ১*বি.* লাভ, মুনাফা। ২*বি.* উপকার। [নফ' نفع *আ.*]।

নাব—*বি.* নৌকা, নাও (নাব ডোলাব

অহীরে— বিদ্যাপতি)। [নাও ناؤ ফা.]।

নাবালক, নাবালগ, নাবালিগ, না-বালেগ—*বিণ.* অপ্রাপ্তবয়স্ক, আইনানুসারে ১৮ বছরের কম বয়স্ক, minor (নাবালেগের অভিভাবকরা সচরাচর যা করে থাকেন— *বি.* বোরহান)। [نا ফা. + বালিগ্ بالغ আ.]। স্ত্রী. **নাবালিকা, নাবালেগা**—*বি.* অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে। [নাবালিগহ্ نابالغه আ.]।

নাবুদ—*বিণ.* অস্তিত্বহীন, ফওত, ধ্বংস। [নাবূদ نابود ফা.]।

নাম—১*বি.* যে শব্দ দিয়ে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা যায়, আখ্যা, অভিধা, সংজ্ঞা (জিনিসের নাম)। ২*বি.* খ্যাতি, যশঃ, প্রসিদ্ধি (নাম-ডাক)। ৩*বি.* পরিচয়, বাহ্যপরিচয়। [নাম نام ফা.]। **নামজাদা, নাম-যাদা**—*বিণ.* প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, খ্যাত-নামা (চোহান রাজপুত কত নামজাদা মিয়া—ঘন)। [নাম্‌যাদহ্ نامزاده ফা.]। **নাম-নিশান**—১*বি.* নামধাম পরিচায়ক চিহ্ন, নিদর্শন। ২*বি.* নামগন্ধ। [নাম ও নিশান نام و نشان ফা.]।

নামঞ্জুর—*বিণ* বাতিল, অগ্রাহ্য, প্রত্যাখ্যাত, অস্বীকৃত (দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে— রবীন্দ্র)। [না نا ফা. + মন্‌যূর, منظور আ.]।

না-মরদ— ১*বিণ.* নপুংসক, অক্ষম। ২*বিণ.* কাপুরুষ। [নামর্‌দ্ نامرد ফা.]।

নামা—১*বি.* পত্র, লিপি, লিখন (সোলেনামা; ওকালত নামা)। ২*বি.* বিবরণ, ইতিহাস (শাহ্‌নামা, সেকান্দর নামা)। ৩*বি.* দলিল (রাজিনামা)। [নামহ্ نامه ফা.]।

না-মাকুল—*বিণ.* অসঙ্গত। [নাম'কূ'ল نامعقول ফা. + আ.]।

নামাজ, নামায, নামাজগাহ, নামাজী, নামাযী—দ্র. **নমাজ**।

না-মাফিক—*বিণ.* অনুপযুক্ত, অবাঞ্ছিত। [না نا ফা. মুওয়াফিক্ব موافق আ.]।

নামী—১*বিণ.* নামধারী, নামযুক্ত। ২*বিণ.* প্রসিদ্ধ, মশহুর, নামজাদা, খ্যাত (নামী লোক)। [নামী نامی ফা.]।

না-মুরাদ—*বিণ.* নিরাশ, দুর্ভাগা। [نا ফা. + مراد আ.]।

নাযাকত — *বি.* কোমলতা, মাধুর্য. কমনীয়তা, নাজুক অবস্থা। [নযাকত نزاكت ফা.]।

নাযিম—**নাজিম**।

নাযির—দ্র. **নাজির**।

নাযিল—দ্র. **নাজেল**।

নাযুক—দ্র. **নাজুক**।

নায়াত, না'আত—দ্র. **না'ত**।

নায়েব, নায়িব, নাএব—১*বি.* প্রতিনিধি (কাজি নাহি মানে পেগাম্বরে নায়েব)। ২*বি.* জমিদারের কাছারির প্রধান কর্মচারী। ৩*বি.* অধীন কর্মচারী, সহকারী (আমার কার্য হইবেক তাহারি নাএব তোমারদিগকে— রামরাম)। [না'ইব نائب আ.]। **নায়েবি, নায়েবী**— *বি.* নায়েবের

কাজ বা পদ; নায়েব সংক্রান্ত, নায়েবোচিত। [— + ى *ফা.*]। **নায়েবে-ইলাহী**— *বি.* আল্লার প্রতিনিধি। [نائب الهى *আ.*]। **নাইবে-নবী, নায়িবে-নবী, নায়েবে নবী বা রসূল বা রছুল**—*বি.* নবীর প্রতিনিধি, রসুলের স্থলাভিষিক্ত। [نائب نبى يارسول *আ.*]।

নার—*বি.* অগ্নি, আগুন (আমি বলি নরকের 'নার' মেখে নেয়ে আয় জ্বালা-কুণ্ড, সূর্যের হাম্মামে—নজরুল; ফুল হয়ে ফোটে ক্ষুব্ধ 'নার'—ফররুখ)। [নার نار *আ.*]।

নারংগ, নারাংগা, নারাংগি, নারঙ্গ, নারাঙ্গা, নারঙ্গি, নারাঙ্গি— *বি.* কমলালেবু, Orange (নারাংগি-বনে কাঁপছে সবুজ পাতা— ফররুখ)। [নারঙ্গী نارنگى *ফা.*]।

নারগিস—দ্র. **নার্গিস**।

নারঙ্গ, নারঙ্গি—দ্র. **নারংগ**।

নারা— *বি.* আওয়াজ, ধ্বনি। [ন'রহ্ نعره *আ.*]। **নারায়ে তকবীর**—*বি.* আল্লাহু-আকবর ধ্বনি। [ন'রয়ে-তক্‌বীর نعره تكبير *আ.*]।

নারাঙ্গা, নারাঙ্গি—দ্র. **নারংগ**।

নারাজ, নারায — ১*বিণ.* অসম্মত, অস্বীকৃত (কোন প্রজা কাজ না দিতে নারাজ হয় —মশার্‌রফ)। ২*বিণ.* অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্ন (যদি তোমার পথের ধুলি হইগো প্রিয়, নারাজ হয়ে গাল দিওনা—নজরুল)। [নারায্ ناراض *ফা.* + *আ.*]। **নারাজি, নারাজী, নারাযী**— ১*বি.* অসম্মতি। ২*বি.* অসন্তোষ, প্রসন্নতা। [ناراضى *ফা.* + *আ.*]।

নার্গিস, নারগিস — *বি.* ফুলবিশেষ, narcissus (নার্গিসফুলী আঁখ—নজরুল; তুমি না আসিলে নার্গিস কভু খুলতোনা তার পর্ণপুট—ফররুখ)। [নর্‌গিস نرگس *ফা.*]।

নালায়েক, নালায়িক—১*বি.* অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অক্ষম। ২*বি.* নাবালক। [نا *ফা.* + লায়িক্ব لائق *আ.*]।

নালিশ, নালিস — ১*বি.* অভিযোগ, ফরিয়াদ। ২*বি.* আরজ, আবেদন, দরখাস্ত। [নালিশ نالش *ফা.*]। **নালিশ-ফসাদ**—*বি.* ঝগড়া বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমা। [—ফসাদ فساد *আ.*]। **নালিশবন্দ**—*বিণ.* অভিযোগ-কারী। [نالش بند *ফা.*]। **নালিশী**—*বিণ.* নালিশসংক্রান্ত, যার জন্য নালিশ করা হয়েছে। [نالشى *ফা.*]।

নাশ্‌তা, নাস্তা—১*বি.* জলযোগ (সময় সময় নাশতা খাইতেন—মনসুর)। ২*বি.* প্রাতঃরাশ, breakfast। [নাশ্‌তহ্ ناشته *ফা.*]।

নাশপাতি— *বি.* আপেল জাতীয় ফল বিশেষ। [নাশ্‌পাতী ناشپاتى *ফা.*]।

নাসারা—দ্র. **নসরা**।

নাস্তা—দ্র. **নাশতা**।

নাস্তানাবুদ, নেস্তনাবুদ, নিস্তনাবুদ, নীস্ত নাবুদ— ১*বিণ.* ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিধ্বস্ত (নাজির সাহেবের পিছনে টিকটিকি লেগে একেবারে নাস্তানা-

বুদ করে ছাড়বে—নজরুল; তাই তারা আজ নেস্তনাবুদ—নজরুল)। ২*বিণ.* নাজেহাল, হয়রান, পর্যুদস্ত (আমাকে কি নাস্তা-নাবুদ-ই করিল—বঙ্কিম)। [নীস্ত্-ও-নাবূদ نیست و نابود *ফা.*]।

নাহক— ১*ক্রি.বিণ.* অযথা, খামখা, অনর্থক, মিছামিছি, বৃথা, অকারণ (শয়তানে দিলেক বাজি, নাহক হইল রাজি—হামজা)। ২*ক্রি.বিণ.* অন্যায়ভাবে। [نا *ফা.* + حق *আ.*]।

নিঁদমহল, নিঁদমহলা, নিদমহল, নিদমহলা—*বি.* নিদ্রাপুরী, নিদ্রাকক্ষ (দিকে দিকে চলে কুচকাওয়াজ, খোলরে নিদমহল—নজরুল; বাজল কিরে ভোরের সানাই নিঁদমহলার আঁধারপুরে—নজরুল)। [*সং* নিদ্রা > নিঁদ + মহল্ محل *আ.*]।

নিকাশ, নিকাস—১*বি.* বাহির হওন, নির্গমন (পানি নিকাশের রাস্তা)। ২*বি.* ধ্বংস, শেষ, অবসান, বিনাশ, বধ (দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে নিকাশ করিতে হইবে— বঙ্কিম)। ৩*বি.* সমাপন, শেষ (হিসাব নিকাশ)। ৪*বি.* চূড়ান্ত হিসাব। [নিকাস نکاس *হি.*]।

নিকাস—দ্র. নিকাশ।

নিকাহ্, নিকা / নিকে, নেকা— ১*বি.* বিবাহ (মোল্লা পড়িয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা —কঙ্কণ)। ২*বি.* দ্বিতীয় বিবাহ, বিধবা বিবাহ (নতুন করে করব নিকাহ আঙুর-লতার কন্যাকে—নজরুল)। [নিকাহ্ نکاح *আ.*]।

নিকে—দ্র. নিকাহ্।

নিখরচ—দ্র. নিখরচা।

নিখরচা, নিখরচ— *ক্রি.-বিণ.* খরচ না ক'রে, বিনামূল্যে, বিনা ব্যয়ে (নিখরচায় ছাপাইয়া দিতেছেন — বিদ্যা)। [না نا *ফা.* + খরচ خرچ *ফা.*]।

নিগাবান—দ্র. নেগা।

নিগার—*বি.* চিত্রণ, চিত্র, সুন্দরী নারী। [নিগার نگار *ফা.*]। **মযমূন-নিগার** — *বি.* প্রবন্ধ লেখক। [মযমূন্-নিগার مضمون نگار *আ.* + *ফা.*]।

নিগাহ্বান—দ্র. নেগা।

নিছার—দ্র. নিসার।

নিজাম—১*বি.* হায়দরাবাদের মুসলমান অধিপতির উপাধি বিশেষ। ২*বি.* শাসনকর্তা, রাজপ্রতিনিধি। [নিযাম্ نظام *আ.*]। **নিজামৎ, নিজামত** —১*বি.* নিজামের পদবী। ২*বি.* নিজামের অধিকার বা সম্পত্তি। ৩*বি.* শৃংখলা, বন্দোবস্ত। [নিযামত نظامت *আ.*]। **নিজামতী**—১*বিণ.* নিজাম সংক্রান্ত, নিজামত সম্বন্ধীয়। ২*বিণ.* ফৌজদারী। [— + *ঈ. বাং.*]।

নিদমহল, নিদমহলা—দ্র. নিঁদ-মহল।

নিফাক, নেফাক—*বি.* কপটতা, মুনা-ফিকী, মিথ্যা, শত্রুতা। [নিফাক্ব نفاق *আ.*]।

নিফাস, নেফাস—*বি.* সন্তান-প্রসবের

পর স্বাভাবিক রক্তস্রাব; প্রসবের পর চল্লিশ দিনের অপবিত্রতা। [নিফাস্ نفاس *আ.*]।

নিম, নীম—১*বিণ.* অর্ধেক, ঈষৎ, অল্প, প্রায় (নিমরাজী)। ২*বিণ.* আনাড়ি, অল্পশিক্ষিত (নাহক তাদের মারলে গুলি নিমহাকিমের জবরদস্ত চরে—সত্যেন্দ্র)।। [নীম্ نیم *ফা.*]।

নিমক / নেমক / নমক্—১*বি.* লবণ। ২*বি.* অন্যের দেওয়া খাবার খাওয়া, অন্যের নিকট উপকৃত হওয়া। [নমক্ نمك *ফা.*]। **নিমকদান**—*বি.* লবণের পাত্র, লবণাধার। [— + دان *ফা.*]। **নিমকমহল**— *বি.* যে জমিতে লবণ উৎপাদন করা হয়। [— + মহল্ল محل *আ.*]। **নিমকহারাম**—*বিণ.* উপকারীর উপকার অস্বীকার করে যে, অকৃতজ্ঞ; কৃতঘ্ন (এয়ছাই বেওফা দেও নিমকহারাম —হামজা)। [— + حرام *আ.*]। *বি.* **নিমকহারামী**। **নিমকহালালী**—*বি.* উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে, কৃতজ্ঞ (একেই কি বলে নিমকহালাল— মুজতবা)। [— حلال *আ.* + ی *ফা.*]।

নিমকী, নিমকীন, নিমকিন—১*বিণ.* লবণযুক্ত, নোনতা। ২*বিণ.* লাবণ্যযুক্ত, চাকচিক্যময় (আমার এক ফাজিল বন্ধু বলেছেন, কি নিমকিন চেহারা —নজরুল)। [নম্‌কীন্ نمكين *ফা.*]।

নিমখুন— *বিণ.* অর্ধনিহত, আধাখুন, প্রায় হত্যা (সাধ করে আজ বরবাদ করে দিল সবাই, নিমখুন কেউ কেউ জবাই —নজরুল)। [নীম্-খূন نیم خون *ফা.*]।

নিমচা— *বি.* ছোট তলোয়ার, খঞ্জর, Scimitar। [নীম্‌চহ্ نیمچه *ফা.*]।

নি'মত—দ্র. নিয়ামত।

নিমরাজী— *বিণ.* অর্ধেক রাজী, প্রায় সম্মত (নিমরাজী না গররাজি—পরশু)। [নীম نیم *ফা.* + রাযী راضی *আ.*]।

নিমা— *বি.* ছোট অন্তর্বাস, আধা-হাতা খাটো জামা। [নীমহ্ نیمه *ফা.*]।

নি-মোরাদ— *বি.* শক্তি নেই এমন (মরদের যদি মর্দামীই না রইল তবে ত সে নি-মোরাদ— নজরুল)। [নি. *বাং.* + মুরুও্ওয়াত مروّت *আ.*]।

নিযামত—দ্র. নেজামত।

নিয়ত, নিয়ৎ, নীয়ত—*বি.* উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, সংকল্প (মসজিদে গিয়ে নমাজের নিয়ত করেই ভাবে যত সব সংসারের পাপ দুশ্চিন্তা—নজরুল)। [নিয়্যত نیّت *আ.*]।

নিয়াজ, নিয়ায—১বি. উপঢৌকন। ২*বি.* প্রার্থনা, ইচ্ছা। ৩*বি.* অভাব, দারিদ্র্য। [নিয়ায্ نیاز *ফা.*]।

নিয়ামত, নেয়ামৎ, নি'মত—১*বি.* তোহ্‌ফা, ধন, সম্পদ (এই দুনিয়ার নিয়ামত হতে নিজেরে করিল বঞ্চনা —নজরুল)। ২*বি.* সৌভাগ্য। ৩*বি.* অনুগ্রহ। [নি'মত نعمت *আ.*]। **নিয়ামতখানা**— *বি.* জালেঘেরা

খাদ্য-সংরক্ষণ আলমারী (তার ঘরের নিয়ামতখানায় সব সময়ই মওজুদ থাকিত— রশীদ)। [—*আ.* + খানহ্ خانه *ফা.*]।

নিয়ায—দ্র. নিয়াজ।

নিরিখ—*বি.* হার, খাজনার হার, বাজার দর। [নির্‌খ্ نرخ *ফা.*]।

নিল্‌—দ্র. নীল।

নিশা—দ্র. নেশা।

নিশাদল, নিসাদল—*বি.* লবণজাতীয় পদার্থ বিশেষ। [নওশাদুর نوشادر *ফা.*]।

নিশান[১]— *বি.* পতাকা, ধ্বজা (চলিব তাদেরি সাথে নিশান উড়ায়ে— সত্যেন্দ্র)। [নিশান نشان *ফা.*]।

নিশান[২], নিশানা, নিশানি, নিসান, নিসানা, নিসানি—১*বি.* নিদর্শন, চিহ্ন। ২*বি.* পরিচয়, অভিজ্ঞান। ৩*বি.* লক্ষ্য (মহাজীবনের বার্তা এসেছে মহামিলনের লয়ে নিশান — সত্যেন্দ্র)। ৪*বি.* টিপ। [নিশানহ্ نشانه *ফা.*]। **নিশানদার**—*বিণ.বি.* শনাক্তকারী (ভাইয়ের নিশানদার স্বরূপে চিনিয়া, কহিতে লাগিল তাকে হাসিয়া হাসিয়া— হেয়াত)। [— দার دار *ফা.*]। **নিশানদিহি**—*বি.* শনাক্ত করণ (তাই একটা কিছু দিয়ে নিশানদিহি করার জন্যে— অচিন্ত্য)। [— দেহী دہ *ফা.*]। **নিশানবরদার, নিশানবর্দার**—*বিণ.,বি.* পতাকাবাহী (নিশানবর্দার এক হুসনের ছিল— হেয়াত) [— বর্‌দার بردار *ফা.*]। **নিশানি**—*বি.* চিহ্ন, অভিজ্ঞান, পরিচয় (নহে কি মোর নিশানি—মু.শ.)। [নিশানী نشانی *ফা.*]।

নিশীন—দ্র. নশীন।

নিস্‌ফ, নিস্‌পি—*বিণ.* অর্ধেক। [নিস্‌ফ্ نصف *আ.*]।

নিসবত— *বি.* সম্পর্ক। [নিস্‌বত نسبت *আ.*]। **নিস্‌বতী**— *বিণ.* সম্পর্কীয়। [نسبتی *আ.*]।

নিসাদল—দ্র. নিশাদল।

নিসান, নিসানা, নিসানি — দ্র. নিশান[২]।

নিসার, নেসার, নিছার, নেছার—*বি.* উৎসর্গ, দান, কুরবান (আল্লার রাহেতে জান করিবে নিসার— হামজা; বুড়োদের আয়ু অক্ষয় হোক, নেসার করে দে তোদের প্রাণ— নজরুল)। [নিসার نثار *আ.*]।

নিস্তনাবুদ—দ্র. নাস্তানাবুদ।

নিহাত, নিহায়েত—দ্র. নেহাত।

নীম—দ্র. নিম।

নীল, নিল্‌—১*বি.* নীল রং, blue। ২*বি.* এক প্রকার গাছ, indigo plant। [নীল্ نیل *ফা.*]।

নীয়ত—দ্র. নিয়ত।

নীস্ত—*বিণ.* অস্তিত্বহীন, যার অস্তিত্ব নেই। [নীস্‌ত্ نیست *ফা.*]।

নীস্ত-ও-নাবুদ—দ্র. নাস্তানাবুদ।

নবূওত—দ্র. নবুয়ত।

নুযূল—দ্র. নযুল।

নুর, নূর— ১*বি.* জ্যোতি, আলোক (হিদায়েতের নূর আজ আমায় পথ দেখিয়ে দিলে— এস. ওয়াজেদ)।

২*বি.* দাড়ি (মোর ওমর বহুত হ'ল —নুর বি পেকে গেল—টেকচাঁদ)। [নূর نور *আ.*]। **নূরমহল**— *বি.* আলোর পুরী বা মহল (আজ থেকে নাম নূরমহল— সত্যেন্দ্র)। [— محل *আ.*]। **নুরানী, নূরানী**—*বিণ.* উজ্জ্বল, স্বর্গীয় আলোকপ্রাপ্ত (মওতের দেখা পাব অথবা আমার জিন্দেগানী; প্রমুক্ত জ্ঞানের স্পর্শে হবে আজ রওশন নূরানী— ফররুখ)। [নূরানী نورانی *ফা.*]।

নুস্‌কা, নুস্‌খা, নোসখা—*বি.* ব্যবস্থা-পত্র, prescription। [নুস্‌খহ্ نسخه *আ.*]।

নূহ্— *বি.* একজন নবী—যাঁর সময় পৃথিবী ভীষণ প্লাবনে প্লাবিত হয়েছিল (চলে গেল হাওয়া-আদম শিশ ও নূহ্ নবী, জ্বলিয়া নিভিল কত রবি —নজরুল)। [নূহ্ نوح *আ.*]।

নেং, নেঙ—*বি.* ভগ্নপদ। [লংগ لنگ *হি.*]

নেংড়া, নেঙরা, নেংরা—দ্র. **লেঙড়া**।

নেক— *বি.* পুণ্য, ভাল, উত্তম, মঙ্গল, সু (নেক যারে নেকরাহে বদিতে জঞ্জাল— হামজা। [নেক نیک *ফা.*]। **নেকনজর, নেকনযর**—১*বি.* কৃপাদৃষ্টি, অনুকূল দৃষ্টি, সুনজর (সরকারের খুব নেকনজর — মনোজ)। ২*বি.* (ব্যঙ্গ.) কুনজর, ক্রোধ। [— *ফা.* + নযর نظر *আ.*]। **নেকনাম**—১*বিণ.* সুখ্যাত, সুনামপ্রাপ্ত, যশস্বী। ২*বি.* সুখ্যাতি, সনাম, প্রসিদ্ধি। [— *ফা.* + نام *ফা.*]। **নেকবক্ত, নেকবখ্‌ত্**—*বিণ.* পুণ্যবান্ (বিবী বলে বড় নেকবক্ত এই মর্দ্দ—হামজা)। [— *ফা.* + বখ্‌ত্ بخت *ফা.*]।

নেকা—দ্র. **নিকাহ্**।

নেকাব—*বি.* অবগুণ্ঠন, ঘোমটা (তোমার সকল প্রেম আবার লুকাতে চায় নেকাব প্রচ্ছায়— ফররুখ)। [নিক্বাব্ نقاب *আ.*]।

নেকি, নেকী— *বি.* পুণ্য, সৎকাজ (নেকি করিলে হবে মউত আসান— হামজা)। [নেকী نیکی *ফা.*]।

নেগা, নেগাহ্—১*বি.* দৃষ্টি, লক্ষ্য (তোমার ছোট লেড়কার ডৌল নেগা করে মোর বড় গমি হচ্ছে— কালীসিং)। ২*বি.* কৃপাদৃষ্টি, কৃপা। [নিগাহ্ نگاه *ফা.*]। **নেগাহ্‌বান, নিগাবান, নিগাহ্‌বান, নেগাবান**—১*বি.* রক্ষণাবেক্ষণকারী, তত্ত্বাব-ধায়ক। ২*বিণ.* সদয় দৃষ্টি সম্পন্ন (আল্লা তার হোন নেগাবান— ফররুখ)। [নিগাহ্‌বান্ نگاهبان *ফা.*]।

নেঙরা—দ্র. **লেঙড়া**।

নেছার—দ্র. **নিসার**।

নেজা—*বি.* বর্শা, বল্লম, বাণ (নেজার ফলক উল্কার মত উগ্রগতিতে ছোটে —নজরুল)। [নেযহ্ نیزه *ফা.*]।

নেজামত, নিযামত—*বি.* প্রধান শাসন-কর্তার দফতর (নেজামত আদালতে নম্বর ওয়ারী ও মৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হলে ভবানীপুরের বাসার ঠিকানা হয়—কালীসিং)। [নিযামত نظامت *আ.*]।

নেফাক—দ্র. নিফাক।

নেফাস—দ্র. নিফাস।

নেমক—দ্র. নিমক।

নেমাজ—দ্র. নমাজ।

নেয়াড়—দ্র. নেয়ার।

নেয়ামৎ—দ্র. নিয়ামত।

নেয়ার, নেয়াড়—*বি.* খাটছাওয়া ও মশারির পাশে লাগান ইত্যাদি কাজে ব্যবহার্য চওড়া ফিতা বিশেষ। [নিওয়াড় نواڑ *হি.*]।

নেয়াল—দ্র. নেহাল।

নেশা, নিশা—১*বি.* মত্ততা, মত্ততার ঘোর (বিলাসের নেশা গেল টুটে, জেগে দেখি আর সে আমি নেই —নজরুল)। ২*বি.* প্রবল আসক্তি, আকর্ষণ বা ঝোঁক (চোখের নেশা)। ৩*বি.* মাদক দ্রব্য। ৪*বি.* মোহ, বিহ্বলতা (কেঁদে ছুটে আমি পাগলের প্রায় স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়—নজরুল)। [নশ্ওয়হ্ نشوة *আ.*, নশহ্ نشه *ফা.*]। **নেশাখোর** —*বিণ.* মাদকদ্রব্য সেবন করে যে, মাদক সেবী। [— + খোর خور *ফা.*]।

নেসাব—*বি.* ইসলাম ধর্মে নির্ধারিত সম্পদের পরিমাণ যার উপর কর দিতে হয়, যেমন জাকাত, কোরবানী। [নিসাব نصاب *আ.*]।

নেসার—দ্র. নিসার।

নেস্তনাবুদ—দ্র. নাস্তানাবুদ।

নেহাত, নিহাত, নিহায়েত—১*অব্য.* একান্ত, খুব, নিদেনপক্ষে, নিতান্ত, শেষসীমা (শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে— রবীন্দ্র)। ২*অব্য.* সম্পূর্ণ, অতিশয়, যারপর নাই, একেবারে (নেহাত আন্দাজী ব্যাপার—এনামুল)। [নিহায়ত نهايت *আ.*]।

নেহাল, নেয়াল—১*বি.* সুখী, পরিতৃপ্ত, পরিতুষ্ট (ইনাম পাইয়া তারা হইল নেহাল—হামজা)। ২*বিণ.* ধনশালী, আঢ্য। ৩*বি.* চারাগাছ, কলমের চারা। ৪*বি.* তোশক, গদি। [নিহাল্ نهال *ফা.* এবং *হি.*]।

নেহালি, নেহালী— *বি.* গদি, কার্পেট (জেলে আসিবার সময় ভেড়াকান্তের বাড়ীর লোকেরা একখানা নেহালী, পাতলা তুলাভরা, দোলাই বাজার হইতে খরিদ করিয়া দিয়াছে— মশাররফ)। [নিহাল্ نهال *ফা.* + ই, ঈ. *বাং.*]।

নৈচা, নৈচে—*বি.* হুঁকার নলচে, হুঁকার খোলে যে সছিদ্র কাষ্ঠদণ্ড লাগানো থাকে (বসে আছি নৈচে ধরে শূন্য কলকে শূন্যে তুলে— নজরুল)। [নইচহ্ نيچه *ফা.*]।

নোকতা—দ্র. নোক্তা।

নোকর, নোকরি—দ্র. নওকর।

নোকসান—দ্র. লোকসান।

নোক্তা, নোকতা—*বি.* বিন্দু, আরবী ফার্সী অক্ষরে যে বিন্দু যুক্ত থাকে। [নুক্‌ত্বহ্ نقطه *আ.*]।

নোসখা—দ্র. নুস্‌কা।

নোঙর, নোঙ্গর—দ্র. নংগর।

নৌজোয়ান—দ্র. নওজোয়ান।

নৌবত, নৌবৎ—দ্র. নওবত।

ন্যাকরা, ন্যাকরামি—দ্র. নাখরা।

প

পইপই—*অব্য.* পুনঃ পুনঃ, বারবার, উপর্যুপরি (আমি তোমাকে পইপই করে বারণ করিনি ? —মুজতবা)। [পয়াপয় پیاپے *ফা.*]।

পইমাল—দ্র. **পয়মাল**।

পছন্দ, পসন্দ—১*বিণ.* মনের মত, মনঃপুত, ইচ্ছানুযায়ী, মনোনীত। ২*বিণ.* নির্বাচিত। ৩*বি.* নির্বাচন, মনোনয়ন। ৪*বি.* রুচি। [পসন্দ্ پسند *ফা.*]।

পঞ্চাইত, পঞ্চাইতী—দ্র. **পঞ্চায়ত**।

পঞ্চায়ত, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়ৎ, পঞ্চায়েৎ, পঞ্চাইত— *বি.* পল্লীর প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত বিচার-সভা, গ্রামের পাঁচজনের বৈঠক। [পঞ্চায়েত پنچایت *হি.*]। **পঞ্চায়তী, পঞ্চাইতী, পঞ্চায়েতী**— *বিণ.* পঞ্চায়েত সম্পর্কিত। [— + ই, ঈ *বাং.*]।

পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েৎ—দ্র. **পঞ্চায়ত**।

পঞ্জা—দ্র. **পাঞ্জা**।

পঞ্জাব, পাঞ্জাব—১*বি.* পাক-ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থ প্রদেশ। ২*বি.* পঞ্চ-নদ। [পন্‌জাব پنجاب *ফা.*]। **পঞ্জাবী, পাঞ্জাবী**— ১*বি.* পাঞ্জাবের অধিবাসী বা ভাষা। ২*বিণ.* পাঞ্জাবদেশ সম্পর্কিত বা পাঞ্জাবে জাত। [— + ঈ. *বাং.*]।

পঞ্জেরী—দ্র. **পাঞ্জেরী**।

পড়শী, পড়সী—*বি.* প্রতিবেশী, প্রতিবাসী। [পড়োসী پڑوسی *হি.*]।

পদিনা, পদীনা—দ্র. পুদিনা।

পনা, পনাহ, পানাহ— *বি.* আশ্রয় (আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই)। [পনাহ্ پناه *ফা.*]।

পনির, পনীর—*বি.* লবণাক্ত জমাটবাঁধা ছানা বিশেষ, cheese। [পনীর پنیر *ফা.*]।

পপিহা—*বি.* পক্ষী বিশেষ, পাপিয়া। [পপীহা پپیها *হি.*]।

পয়গম্বর, পয়গাম্বর—*বি.* বার্তাবাহক, নবী, রসুল, আল্লাহ্ প্রেরিত দূত (যখনই মানুষ বেশী অত্যাচার অনাচার করিয়াছে তখনই একজন পয়গম্বর আসিয়াছেন— রোকেয়া)। [পয়গম্বর پیغمبر *ফা.*]।

পয়গাম— *বি.* খবর, সন্দেশ, বার্তা, সংবাদ, প্রস্তাব (কত শাহজাদা আসতো বিয়ের পয়গাম নিয়ে— জোবেদা)। [পয়গাম্ پیغام *ফা.*]।

পয়গাম্বর—দ্র. **পয়গম্বর**।

পয়জার, পয়যার, পায়যার— ১*বি.* জুতা, পাদুকা (সখিনা বিবির পয়জারের বাড়ি আর খেতে পারিনে—জোবেদা; এখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যা, নইলে পয়যার দিয়ে তোকে সোজা করবো —শাহাদাত)। ২*বি.* পাপোশ। [পয়যার্ پیزار *ফা.*]।

পয়দল—দ্র. **পায়দল**।

পয়দা— ১*বি.* জন্ম, উৎপত্তি, উদ্ভব (কত কি হল পয়দা— রজনী)। ২*বি.* উৎপাদন, জন্মান। [পয়দা

[پيدا فা.]। **পয়দাইশ, পয়দায়েশ, পয়দায়েস**— *বি.* জন্ম (আমীর হামজার পয়দায়েসের বয়ান দিয়া— কা. দী. মু.)। [পয়দাইশ پيدايش *ফা.*]। **পয়দায়েসি, পয়দায়েসী, পয়দায়েশী**— *বিণ.* জন্মগত, সহ-জাত, জন্ম হতে প্রাপ্ত। [পয়দাইশী پيدايشي *ফা.*]।

পয়মাইশ, পয়মায়েশ— *বি.* মাপ, জমির মাপ, জরীপ। [পয়মা'ইশ پيمائش *ফা.*]।

পয়মাল, পায়মাল, পইমাল—১*বিণ.* নষ্ট। ২*বিণ.* ধ্বংস, বিধ্বস্ত, বরবাদ (অনেক বারই করলো এদের জান-মাল পয়মাল—ইজদানী)। [পয়্মাল پيمال *ফা.*]।

পয়যার—দ্র. **পয়জার**।

পয়রবি—দ্র. **পায়রবী**।

পয়লা—দ্র. **পহেলা**।

পয়স্তী, পয়স্তি—১*বি.* সংযোগ। ২*বি.* নদীতে ভেঙে যাওয়া জমির স্থানে আবার চর পড়া, চড়া পড়লে বা বন্যার পানি শুকিয়ে পলি দ্বারা গঠিত আবাদের উপযোগী জমি। [পয়্ৱস্তহ پيوسته *ফা.*]। (বিপ. শিকস্তী-ভাঙ্গন)।

পরওর, পরওয়ার, পরোয়ার— *বি.* প্রতিপালক। [পরৱর پرور *ফা.*]। **পরওয়ারিশ**— *বি.* পালন, লালন। [পর্ৱরিশ্ پرورش *ফা.*]।

পরওয়া—দ্র. **পরোয়া**।

পরওয়ানা—দ্র. **পরোয়ানা**।

পরওয়ার—দ্র. **পরওর**।

পরওয়ারদেগার, পরওয়ারদিগার— *বি.* রক্ষক, পালনকর্তা, অন্নদাতা আল্লাহ্ (চালাও না তাদের পথে এই চাহি পরওয়ারদেগার— নজরুল)। [পর্ৱরদিগার پروردگار *ফা.*]।

পরকলা—১*বি.* কাঁচ। ২*বি.* দর্পণ, আয়না। ৩*বি.* কাঁচের চাকতি, lens (চশমার পরকলা দুটো পুছে নিয়ে বললে— মুজতবা)। [পর্কালহ্ پركاله *ফা.*]।

পরখ, পরোখ, পরখাই—১*বি.* পরীক্ষা, বিচার, যাচাই (এ-গাঁর লোকে করতে পরখ ও-গাঁর লোকের বল—জসীম ; ভিন-দেশী অতিথে আজ করিব পরখাই —মৈ-গী.; পরিষ্কার হল কিনা আঙুল দিয়ে পরোখ করে তামাক ভরিয়ে— শা. হক)। ২*বি.* বিবেচনা, পর্যালো-চনা। [পর্খা-পরীক্ষা করা (پركهنا *হি.*); پركهائى *হি.*]।

পরগনা, পরগণা — *বি.* অনেকগুলো গ্রামের সমষ্টি, জেলার অংশ বিশেষ, চাকলা (অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা — ভারত)। [পরগনহ্ پرگنه *ফা.*]।

পরটা, পরোটা, পরেটা—*বি.* ঘিয়ে-ভাজা রুটি। [পরাঠা پراٹها *হি.*]।

পরত—*বি.* ভাঁজ, স্তর, থাক, পাট, layer (শতেক পরতে যদি কস্তুরী ঢাকএ অবশ্য তাহার গন্ধ প্রকাশিত হএ— বাহরাম)। [পরত্ پرت *হি.*]।

পরতাল, পরতল—১*বি.* পুনর্বার ওজন। ২*বি.* জরিপ বা মাপ (তা না হয়তো পরতাল করে দেখ—টেকচাঁদ)। ৩*বি.* যাচাই, পুনরায় পরীক্ষা। [পর্তাল پرتال *হি.*]। **যাঁচ-পরতাল**—*বি.* পরীক্ষা নিরীক্ষা। [جانچ *হি.* + —*হি.*]।

পরদা—দ্র. **পর্দা**।

পরহেজ, পরহেয—১*ক্রি.-বিণ.* ধর্ম-বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকা (পাকা মুসল্লির মত সকল বিষয়েই বেশ পরহেজ করিয়া চলে—ইমদাদ)। ২*বি.* সংযম, মিতাচার, অসৎকার্য সম্বন্ধে সাবধানতা। [পরহেয্ پرهيز *ফা.*]। **পরহেজগার**—১*বিণ.* কর্তব্যনিষ্ঠ, সাবধান সৎ-কর্মী। ২*বিণ.* ধর্মবিরোধী ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকেন যিনি, সংযমী, মিতাচারী (তিনি দিনদার পরহেজ-গার মানুষ— ইমদাদ)। [পর্হেয্গার پرهيزگار *ফা.*]। **পরহেজগারী** — ১*বি.* ধর্মবিরোধী কাজ থেকে বেঁচে থাকার কাজ, সংযম, মিতা-চার। ২*বি.* কর্তব্যনিষ্ঠা। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

পরিন্দা—দ্র. **পরেন্দা**।

পরী, পরি—১*বি.* পক্ষবিশিষ্ট কল্পিত সুন্দরী (জিন, হুর, পরী পাগল প্রায় —নজরুল)। ২*বি.* অতিশয় সুশ্রী নারী। [পরী پری *ফা.*]। **পরীজাদা**—*বি.* পরী-কুমার (কোকাফমুলুক পরীস্থানের পরীজাদা কোনো রূপওলা —নজরুল)। [— + যাদহ্ زاده *ফা.*]। **পরীবানু**—*বি.* পরীরানী (মরু-সাইমুম-তাঞ্জামে চড়ি কোন্ পরীবানু আসে ? —নজরুল)। [— + বানূ بانو *ফা.*]।

পরেটা—দ্র. **পরটা**।

পরেন্দা, পরিন্দা—*বি.* পাখী, খেচর, উড়ন্ত (সেই আহাজারি শুনে কাঁদে যত পরেন্দা প্রাণীকুল—ফররুখ)। [পরিন্দহ্ پرنده *ফা.*]।

পরোখ—দ্র. **পরখ**।

পরোটা—দ্র. **পরটা**।

পরোয়া, পরওয়া—১*বি.* গ্রাহ্য (পরোয়া করিনা বাঁচি বা না বাঁচি—নজরুল)। ২*বি.* ডর, ভয়, আশঙ্কা (বেদুইন মৃত্যুকে পরওয়া করেনা—বরকত)। ৩*বি.* ভাবনা, চিন্তা, উৎকণ্ঠা (সেজন্য কারো পরোয়া নাই—ইব্রাহিম)। [পরওয়া پروا *ফা.*]। **বেপরোয়া**—দ্র. **বে**।

পরোয়ানা, পরওয়ানা—১*বি.* রাজা, আদালত বা শাসকের হুকুমনামা (হাতে দিয়ে পরোয়ানা—এই বাদশাহী পাঞ্জার ছাপ...— মোহিত)। ২*বি.* লিখিত আদেশ, আদেশপত্র (কর আদায়ের পরোয়ানা জারী— আসকার)। [পর-ওয়ানহ্ پروانه *ফা.*]।

পরোয়ার—দ্র. **পরওর**।

পর্চা, পরচা—১*বি.* বংশাবলীর পরিচয়। ২*বি.* টুকরা, কাগজের টুকরা, কাগজ। ৩*বি.* জমির খাজনা, পরিমাণ, জমিদার ইত্যাদির পরিচয় সম্বলিত সরকারী দলিল, সেট্ল্মেন্ট-খতিয়ান। [পর্চহ্ پرچه *ফা.*]।

পর্দা, পরদা, পর্দ্দা—১*বি.* বস্ত্রাদি নির্মিত আবরণ বা আচ্ছাদন, যবনিকা, screen। ২*বি.* অন্তঃপুর, অবরোধ (কবি হৈল হতভোম্বা হিঁদুর পর্দ্দা ফাঁক —হেম)। ৩*বি.* চক্ষু-আবরণ (চোখে পর্দা পড়া)। [পর্দহ্ پرده *ফা.*]। **পর্দানশিন, পর্দানশীন**—*বিণ.* অবরোধবাসিনী, অন্তঃপুর-বাসিনী, পর্দার অন্তরালে বাস করে যারা (পর্দানশিন বিবিরাও মুড়ীসুড়ী দিয়া যাইতে সঙ্কোচ করেন নাই —বঙ্কিম)। [— + নশীন্ نشین *ফা.*]। **পর্দাপুষিদা**— *বি.* পর্দা, অন্তরাল, গোপনীয়তা (কিন্তু বাড়ীতো দাইএর বাড়ী, পর্দা-পুষিদা যার থাকতে নেই— জয়েন)। [— + পূশীদহ্ پوشیده *ফা.*, পোশীদহ্ پوشیده *হি.*]।

পল—১*বি.* দ্রব্যাদির শিরাল পার্শ্ব (চৌপল)। ২*বি.* কাঠের অসার অংশ, গরমা। [পহ্লূ پهلو *ফা.*]।

পলক—১*বি.* নিমেষ, চোখের পাতা ফেলতে যতক্ষণ লাগে (এক পলকের একটু চাওয়া)। ২*বি.* চোখের পাতা (পলকপাতা)। [পলক پلك *ফা.*]।

পলিতা/পলতে—*বি.* প্রদীপের সলিতা। [পলীতহ্ پلیته *ফা.*]

পলিদ, পলীদ—*বিণ.* অপবিত্র, নাপাক (জজিরাতুল সে আরবের পাকমাটি পলিদ্ হইল— নজরুল)। [পলীদ্ پلید *ফা.*]।

পশতু, পশতো, পস্তু—*বি.* আফগানিস্তান ও সর্‌হদ্ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা, পাঠানদের ভাষা। [পশ্‌তূ پشتو *ফা.*]।

পশম—*বি.* ভেড়া প্রভৃতি পশুর লোম, ঊর্ণা (আলতো করে আঙুল রেখে প্রিয়ার কালো পশমী কেশে— নজরুল)। [পশ্‌ম্ پشم *ফা.*]। **পশমিনা**—১*বিণ.* পশমজাত, পশম-দ্বারা নির্মিত। ২*বিণ.* পশমের ন্যায় কোমল ও মসৃণ (হেনা তার কস্তুরীর মত কাল পশ্‌মিনা অলক গোছা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে...... — নজরুল)। [পশ্‌মীনহ্ پشمینه *ফা.*]।

পসন্দ—দ্র. **পছন্দ**।

পস্‌ত্— *বিণ.* নীচ, পরাজিত, হতগর্ব, বিনীত। [পস্‌ত্ پست *ফা.*]।

পস্তু—দ্র. **পশতু**।

পহ্‌চানা—দ্র. **পাছানা**।

পহলবী—দ্র. **পাহ্‌লভী**।

পহিল— *বিণ.* (ব্রজ.) প্রথম, নতুন, নবীন, তরুণ (পহিল বয়স মোর না পূরল সাধে—বিদ্যাপতি)। [পহিলা پہلا *হি.*]।

পহিলা—দ্র. **পহেলা**।

পহেলা, পহিলা/ পয়লা— *ক্রি.-বিণ.* প্রথম, অগ্রে (বন্ধুর পিরীতি শেলের ঘা পহিলে সহিলে বুকে—চণ্ডী; ঐ বছরের পয়লা যে—মান্নান)। [পহ্‌লা پہلا *হি.*]।

পহ্‌লব— *বি.* প্রাচীন পারস্য জাতি বিশেষ, পহ্‌লবী ভাষাভাষী জাতি। [পহ্‌লও پهلو *ফা.* (পর্‌ছওয়া শব্দ-জাত)]। **পহলবী**— ১*বিণ.* পহ্‌লব

সম্বন্ধীয়। ২*বিণ.* প্রাচীন পারস্য ভাষা। ৩*বিণ.* পদবী বিশেষ। [পহ্‌লবী پهلوی *ফা.*]।

পহলু— *বি.* পার্শ্ব, পাঁজর। [পহ্‌লূ پهلو *ফা.*]।

পহলোয়ান—দ্র. পালোয়ান।

পহুঁছা—দ্র. পৌঁছা।

পাইক—১*বি.* পদাতিক সৈন্য (পাইক পদাতি সাজে সত্তুর হাজার—হেয়াত)। ২*বি.* লাঠিয়াল, লেঠেল (পাইকে পাইকে যুঝে—ভারত)। ৩*বি.* পেয়াদা। ৪*বি.* দাঁড়ি (পাইক মাঝি এড়ি গেল নৌকা রইল পড়ি—ফয়জুল্লাহ)। [পয়ক্ پیک *ফা.*, পায়ক پایک *হি.*]।

পাইকস্তা, পাইককস্তা— *বি.* এক জমিদারের অধীনে বাস ক'রে যে-ব্যক্তি অপর জমিদারের অধীনস্থ গ্রামে চাষ করে বা জমিজমা রাখে তাকে পাইকস্তা (রাইয়ত) বলে (এক্ষণে গাঁতি অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজা ...পাইককস্তা এত—টেকচাঁদ)। [পায়্‌কাশ্‌ত پایکاشت *ফা.*]।

পাইকার/ পাইকের—১*বি.* যে থোকে অনেক জিনিস ক্রয় বা বিক্রয় করে। ২*বি.* থোকে জিনিস কিনে খুচরা বিক্রয়কারী। ৩*বি.* ফেরি-ওয়ালা। [পয়িকার پیکار *ফা.*]। **পাইকারী**—১*বিণ.* থোক ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধীয়। ২*বিণ.* খুচরার বিপরীত (পাইকারদার)। ৩*বিণ.* এক সঙ্গে অনেক জিনিস ক্রয় বা বিক্রয় এমন (পাইকারী ব্যবসায়ী, পাইকারী খদ্দের)। ৪*বিণ.* সমষ্টিগত-ভাবে ধার্য, collective (পাইকারী ধরপাকড়)। [পয়িকারী پیکاری *ফা.*]।

পাইখানা, পায়খানা— ১*বি.* মল-ত্যাগের স্থান (পাইখানায় যাওয়া)। ২*বি.* মলত্যাগ (পাইখানা করা)। [পায়্‌খানহ্ پایخانه *ফা.*]।

পাঁজা[১]—*বি* পোড়াবার জন্য ইটের স্তূপ (একটি ইটের পাঁজা—অবনীন্দ্র; রোদে রাঙা ইটের পাঁজা—সুকুমার)। [পজাওয়াহ্ پجاوه *ফা.*]।

পাঁজা[২]—*বি.* দুই করতল প্রসারিত ক'রে ধারণ (পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর—কঙ্কণ)। [পন্‌জ্‌হ پنجه *ফা.*]।

পাঁঠা, পাঁটা—১*বি.* পুরুষ ছাগ। ২*বি.* গালিবিশেষ, বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তি। [পট্‌ঠা پٹها *হি.*]।

পাঁড়ে—১*বি.* হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণদের জাতীয় পদবী বা উপাধি বিশেষ। ২*বি.* চতুর্বেদ ও মহাভারতে পারদর্শী ব্রাহ্মণ। [পণ্ডা پنڈا *হি.*]।

পাঁয়জোর— *বি.* পায়ের অলংকার বিশেষ। [পায়্‌যেওর پائزیور *ফা.* + *আ.*]।

পাক, পাক্—*বিণ.* শুদ্ধ, পবিত্র (কুরআন পাক; এস্‌মে-আজম তাবিজের মত আজো তব-রুহ্ পাক—নজরুল)। [পাক্ پاک *ফা.*]। **না-পাক**—*বিণ.* অপবিত্র, পবিত্র নয় এমন (হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায়—ভারত)। [ناپاک *ফা.*] । পাক

কদম—*বি.* পবিত্র চরণ (পাক কদমে সালাম জানাই / নবীর নায়েব মৌলবী সাহেব—নজরুল)। [—+ ক্বদম قدم *আ.*]। **পাকসাফ**—*বিণ.* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। [— + সাফ صاف *আ.*]।

পাকড়—*বি.* ধৃতকরণ, গ্রেপ্তারকরণ (ধরপাকড়)। [পকড় پکڑ *হি.*]।

পাকড়াও—*বি.* সবলে ধৃতকরণ, আয়ত্তে আনা (হঠাৎ কেমন করে পাকড়াও করে ঘরে এনে একটা বিলিতি ইদুরেরখাঁচায় বন্ধ করলে — অবনীন্দ্র)। [পকড়াও پکڑاؤ *হি.*]।

পাকরান/ পাকড়ানো—১*ক্রি.* ধৃত করা, গ্রেপ্তার করা। ২*বি.* ও *বিণ.* উক্ত সকল অর্থে। [পকড়না پکڑنا *হি.*]।

পাকতন—*বিণ.* যার দেহ পবিত্র, সৎ, ধার্মিক। [পাক پاك + তন্ تن *ফা.*]।

পাক পাঞ্জতন—দ্র. পাঞ্জতন।

পাকাপোক্ত—*বিণ.* সুদক্ষ, দৃঢ়, কায়েমী। [*বাং.* পাকা + পুখ্‌তহ্ پخته *ফা.*]।

পাকি—দ্র. পাকী।

পাকিজা—১*বিণ.* পবিত্র, নির্মল। ২*বি.* পবিত্রতা। [পাকীযহ্ پاکیزه *ফা.*]।

পাকিস্তান—*বি.* পশ্চিম পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে গঠিত ভারত-বর্ষের যে অংশে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। [পাকিস্তান پاکستان *ফা.*]।

পাকী, পাকি — *বি.* পবিত্রতা, শুচিতা। [پاك *ফা.*+ ই, ঈ. *বাং.*]।

পাক্—দ্র. পাক।

পাক্কা—*বিণ.* পুরাপুরি (আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাক্কা একটি বচ্ছর —মুজতবা)। [পক্‌কা پکّا *হি.*]।

পাখোয়াজ—১*বি.* মৃদঙ্গ, ঢোল ইত্যাদির ন্যায় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ (তোমার পা-খোয়াজ বন্ধ কর বাপু—পরশু)। ২*বি.* ইঁচড়ে পাকা, অকালপক্ব (পাখোয়াজ ছেলে)। ৩*বি.* চালাক, চতুর। [পখাওজ্ پکھاوج *হি.*]।

পাগ—দ্র. পাগড়ি।

পাগড়ি, পাগড়ী, পাগ—*বি.* উষ্ণ, শিরস্ত্রাণ, শিরো-বেষ্টন-বস্ত্র, মাথায় জড়াবার কাপড় (রাজসভা যাইয়া মাথায় ফেলে পাগ—ঘন ; ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ-তলোয়ার—ভারত)। [পগ্‌ড়ী پگڑی *হি.*]।

পাছাড়—*বি.* পশ্চাৎ থেকে জাপটে ধ'রে আছাড়, মল্লযুদ্ধ। [পছাড় پچھاڑ *উ.*]।

পাছানা, পহ্‌চানা—*ক্রি.* চেনা (এরূপ যৌবন পাছানা জাইবে তুলি চাহা মোর মুখে—বড়ু চণ্ডী)। [পহ্‌চানা پہچانا *হি.*]।

পাছে—১*অব্য.* আশঙ্কায়, যদি ঘটে এই ভয়ে (ভাই মোর দায় তোর পাছে চোর ভাগে— ভারত)। ২*অব্য.* পশ্চাৎভাগে, পিছনে, পিছে। [পীছে پیچھے *হি.*]।

পাজামা—দ্র. পায়জামা।

পাজি—দ্র. পাজী।

পাজী, পাজি—*বিণ.* বদমাইশ, নচ্ছাড়, দুষ্ট, পামর (পাজী না হইলে এরূপ কথা মুখে আনে না—বিদ্যা)। [পাজী پاجی *ফা.*]।

পাজেব, পাযেব—*বি.* পায়ের অলংকার বিশেষ। [পা-যীব্ پازیب *ফা.*]।

পাঞ্জতন, পাঞ্জাতন— *বি.* পাঁচ জন ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (সাঃ), আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসেন। [পন্‌জ্‌তন پنجتن *ফা.*]। **পাক পাঞ্জতন**–*বি.* উক্ত পবিত্র পাঁচ ব্যক্তি। [پاک *ফা.* + — *ফা.*]।

পাঞ্জা, পান্‌জা, পঞ্জা—১*বি.* দস্তখৎ বা সিলমোহরের পরিবর্তে করতলের ছাপ, বাদশাহগণের হাতের ছাপমারা ফরমান (হাতে দিয়ে পরোয়ানা এই বাদশাহী পাঞ্জার ছাপ—ফের তারে ডেকে আনা— মোহিত ; লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল—ভারত)। ২*বি.* করতল, থাবা। ৩*বি.* দুই করতল প্রসারিত ক'রে জড়িয়ে ধারণ (করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা— নজরুল)। ৪*বি.* পাঁচ ফোঁটাযুক্ত তাস। ৫*বি.* পদচিহ্ন দেখে যারা বনে হাতীর সন্ধান করে (খোঁট ধরি পাঞ্জা লয়রে হাতীর খবর —পূ. গী.)। [পন্‌জহ্ پنجه *ফা.*]।

পাঞ্জাতন—দ্র. **পাঞ্জতন**।

পাঞ্জাব, পাঞ্জাবী—দ্র. **পঞ্জাব**।

পাঞ্জেগানা—*বিণ.* পাঁচ ওক্তের, পাঁচবার (পাঞ্জেগানা নামাজ ছেড়ো না— শাহেদ; পাঞ্জেগানার বাজার সেথা বসে দিনে রাতে—নজরুল)। [পঞ্জ্‌-গানহ্ پنجگانه *ফা.*]।

পাঞ্জেরী, পঞ্জেরী — *বি.* নৌকা বা জাহাজের অগ্রভাগে অবস্থিত যে নৌকর্মচারী নৌকার মাস্তুলে উঠে চারদিকের দৃশ্য, আবহাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে মাঝিকে সংকেত দান করেন (রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী —ফররুখ)। [পন্‌জরহ্ پنجره *ফা.*]।

পাঠান—*বি.* পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের যোদ্ধারূপে বিখ্যাত মুসলমান জাতিবিশেষ। [<পুখ্‌তানা পশ্‌তু; পঠান پٹهان *হি.*]।

পাণ্ডে—*বি.* পাঁড়ে, হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ। [পণ্ডিত *সং.*; পন্ডা پنڈا *হি.*]।

পাড়া—*বি.* পল্লীগ্রামের অংশ ভাগ, গ্রাম। [পারহ্ پاره *ফা.*]।

পাত্‌লী—*বিণ.* কৃশাঙ্গী (কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী–বড়ু চণ্ডী)। [পত্‌লা پتلا *হি.*]।

পাতশা, পাতসা, পাতশাহ্, পাত্‌সা, পাতসাহা, পাৎসাহা, পাদশাহ— *বি.* বাদশাহ, সম্রাট্, নৃপতি, রাজাধিরাজ (মহাবদজঙ্গ দিলা পাত্‌সা খেতাব— ভারত; পাৎসাহার মোহর মাথায় রাখি— ভবানী)। [পাদ্‌শাহ্ پادشاه *ফা.*]। **পাতশাহী, পাতসাহী, পাদশাহী**— ১*বি.* বাদশাহী, রাজকীয় (পাতসাহী সরঞ্জাম ভূত দিয়া সব লুটাইব—ভারত)। ২*বি.* রাজত্ব। [পাদ্‌শাহী پادشاهی *ফা.*]।

পাত্তা— *বি.* সংবাদ, খোঁজ, খবর, ঠিকানা, উদ্দেশ্য (তার পাত্তা পাওয়া ভার)। [পতা پتا *হি.*]।

পাদশাহ্—দ্র. **পাতশা**।

পা-দান, পা-দানি— *বি.* শকটাদিতে উঠানামার কালে যে স্থানে পা রাখতে হয়, footboard। [পায়দান پایدان *ফা.*]।

পান্‌জা—দ্র. **পাঞ্জা**।

পানাহ্—দ্র. **পনা**।

পাপোশ, পাপোষ, পা-পোষ—*বি.* পায়ের ময়লা মোছার জন্য নারকেলের ছোবড়াদি কিংবা অন্য কোনো উপকরণ দ্বারা নির্মিত আস্তরণ বিশেষ (পুরু পা-পোষে পা ঘষে ঢুকলাম ড্রয়িংরুমে— রাজিয়া)। [পাপোশ پاپوش *ফা.*]।

পাবন্দ — *বিণ.* অনুগত, নিষ্ঠাবান (শরীয়তের পাবন্দ মানুষ—ইব্রাহীম)। [পাবন্দ্ پابند *ফা.*]।

পাযেব—দ্র. **পাজেব**।

পায়খানা—দ্র. **পাইখানা**।

পায়চা—১*বি.* খাসীর অথবা গরুর পা। ২*বি.* খাসীর অথবা গরুর পা দিয়ে তৈরী খাদ্যবিশেষ। [پاچہ *ফা.*]।

পায়জামা, পাজামা — *বি.* ঢিলা ট্রাউজার বিশেষ, ইজের। [পাজামহ্ پاجامہ *ফা.*]।

পায়দল, পয়দল— ১*ক্রি.-বিণ.* পদব্রজে, পায়ে হেঁটে। ২*বিণ.* পদব্রজে গমনকারী। ৩*বি.* পদচারী সেনা, পদাতিক। [পয়দল پیدل *ফা.*]।

পায়যার—দ্র. **পয়জার**।

পায়রবি—দ্র. **পায়রবী**।

পায়রবী, পায়রবি, পয়রবি— *বি.* অনুসরণ, শিষ্যত্ব (মিথ্যারে যদি মিথ্যা জেনেও করো তারি পায়রবি —তালিম)। [পয়রবী پیروی *ফা.*]।

পায়া—১*বি.* টেবিল, চেয়ার, চৌকি প্রভৃতির নিম্নভাগে সংলগ্ন খুঁটি বা খুরা। ২*বি.* পদ, চরণ। ৩*বি.* উচ্চ-পদ, পদমর্যাদা (পায়াভারী)। [পায়হ্ پایہ *ফা.*]। **তেপায়া**—*বি.* তিন পায়াবিশিষ্ট টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। [সেহ্ (তিন) سہ *ফা.* + — *ফা.*]।

পায়াম—*বি.* পয়গাম, বার্তা (বনি আদমের পায়াম শোনাই আমি— তালিম)। [পয়াম্ پیام *ফা.*]।

পায়েন্দা—*বিণ.* স্থায়ী, চিরস্থায়ী। [পায়ন্দহ্ پاینده *ফা.*]। **পায়েন্দাবাদ**—*ক্রি.* চিরস্থায়ী হোক। [পায়ন্দহ্‌বাদ্ پاینده باد *ফা.*]।

পারশী—দ্র. **পারসী**।

পারশীক—দ্র. **পারসীক**।

পারসিক—দ্র. **পারসীক**।

পারসী, পারশী—১*বি.* পারস্য দেশের ভাষা, ফারসী। ২*বি.* প্রাচীন কালে পারস্যদেশ থেকে আগত জরথুস্ত্রপন্থী জাতি বিশেষ। ৩*বিণ.* পারস্য-দেশজাত। ৪*বিণ.* পারসী জাতি সংক্রান্ত। [পার্‌সী پارسی *ফা.*]।

পারসীক, পারসিক, পারশীক — ১*বিণ.* পারস্যদেশীয় (তরুণী পারসিক রমণীগণ—রবীন্দ্র)। ২*বিণ. বি.*

পারস্য দেশবাসী, ইরানী। [পারসিক پارسیك পহ্।

পারা—*বি.* কোরআনের খণ্ড বা অংশ (ত্রিশ পারা কোরআনের একটি অংশকে আমপারা বলা হয়)। [পারহ্ پاره *ফা.*]।

পার্সী, পার্শী— ১*বি.* পারসী, ফারসী। ২*বি.* পারস্যবাসী। ৩*বি.* পারস্যজাতি। ৪*বি.* ভারতের অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়। [পারেসী پارسی *ফা.*]।

পালওয়ান—দ্র. **পালোয়ান**।

পালান—১*বি.* ভারবহনকারী পশুর পিঠের গদি। ২*বি.* গাভীর স্তন, ওলান। [পালান پالان *ফা.*]।

পালোয়ান, পালওয়ান, পহলোয়ান—১*বি.* কুস্তিগীর, ব্যায়ামবীর, মল্ল। ২*বি.* বলবান, বীর (দেখতে শুনতে পালোয়ান— সত্যেন্দ্র)। [পহল্ওয়ান پهلوان *ফা.*]।

পাল্লা—১*বি.* খণ্ড, স্তর, পরদা (এক পাল্লা চামড়া)। ২*বি.* জোড়ার একটি, দুই খণ্ড বা ভাগের একটি (দরজার পাল্লা)। ৩*বি.* তৌলযন্ত্রে দ্রব্য বা বাটখারা রাখার স্থান বা পাত্র (দাঁড়িপাল্লা)। ৪*বি.* ব্যবধান, দূরত্ব (দূর পাল্লা)। ৫*বি.* বেগ, গতি। ৬*বি.* আয়ত্তি, কবল (ভালোলোকের পাল্লায় পড়েছি— রাজিয়া)। ৭*বি.* প্রতিযোগিতা (পাল্লা দিতে হবে)। [পল্লা پلّا *ফা./ হি.*]।

পাশ—*বি.* সুগন্ধি জল বা তরল দ্রব্যাদি ছিটানোর পাত্র বিশেষ (গোলাব পাশ)। [পাশ پاش *ফা.*]।

পাশা—*বি.* তুরস্কের শাসনকর্তা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা সেনাপতির উপাধি (কামাল পাশা)। [পাশা پاشا *তু.*, ফারসী پادشاه পাদ্শাহ্-এর সংক্ষিপ্ত রূপ]।

পাহলবী—দ্র. **পাহ্লভী**।

পাহ্লভী, পাহলবী, পহলবী—*বি.* প্রাচীন ইরানী ভাষা (নূতন আভেস্তা পাহলভী ভাষায় রচিত—আকরম)। [পহ্লবী پهلوی *ফা.*]। [দ্র. **পহ্লব**]।

পাহারা—*বি.* প্রহরীর কার্য, চৌকি (অজানা জনের আঁখির পাহারা, স্বজন সভায় করে দিশাহারা—মোহিত)। [পহ্রা پهرا *হি.*]। **পাহারাওয়ালা, পাহারাওলা**— *বি.* প্রহরী, চৌকিদার, শান্ত্রী। [পহ্রাওয়ালা پهراوالا *হি.*]।

পিছ্লী—*বিণ.* পশ্চাদ্বর্তী (আপন পিছলী পায় পড়াত— তারিণী)। [পিছ্লী پچهلی *হি.*]।

পিছে—*ক্রি. বিণ.* পশ্চাতে, পেছনে (খালেদ! খালেদ! দেখ দেখ ঐ জমাতের পিছে কারা—নজরুল)। [পীছে پیچهے *হি.*]।

পিটনী—*বি.* প্রহার, পিটুনি, মার (পিট্না খেয়ে পিঠ যে তোদের টিট হয়েছে! কেমন!—নজরুল)। [পীট্না پیٹنا *হি.*]।

পিয়া—*বি.* প্রিয়া, প্রেয়সী, ভাল্বাসার স্ত্রী (বুকের পিয়ায় পেয়ে হিয়ায় / কাঁদে পথের পিয়ার লাগি—নজরুল)। [پیا *হি.*]।

পিয়াজ, পেয়াজ, পেঁয়াজ—*বি.* উগ্র-গন্ধ কন্দ, পলাণ্ডু। [পিয়ায্ پیاز *ফা.*]। **পিয়াজি/ পেয়াজি/ পিয়াজু**—*বি.* পিঁয়াজ দ্বারা বা পিঁয়াজ সহ-যোগে প্রস্তুত, পিয়াজ সহযোগে প্রস্তুত ডালের বড়া। [— + ই. উ. *বাং.*]। **পেয়াজী**— *বিণ.* পিয়াজের রঙবিশিষ্ট, ফিকা বেগুনী। [পিয়াযী پیازی *ফা.*]।

পিয়াদা, পেয়াদা—১*বি.* পত্রবাহক, সংবাদবাহক, দূত। ২*বি.* পাইক। ৩*বি.* চাপরাসী। [পিয়াদহ্ پیاده *ফা.*]।

পিয়ার, পিয়ারা, পেয়ারী, পেয়ার—১*বি.* প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, মমতা, স্নেহ। ২*বি.* আদরণীয় (কর্তাদের পেয়ারের মানুষ–মনোজ)। [پیار *হি.*, پیارا *হি.*, پیاری *হি.*]।

পিয়ালা, পেয়ালা, পেয়ালী—*বি.* বাটি, ছোট পানপত্র, সুরাপাত্র, cup (দ্রাক্ষা বুকে রহিলে গোপন তুমি শিরীন্ শরাব/ পেয়ালায়, নাহি এসে —নজরুল ; এক রেকাবী কাবাব সাথে/ এক পেয়ালী শিরাজী লাল —নজরুল)। [পিয়ালহ্ پیاله *ফা.*]।

পিয়াস—*বি.* তৃষ্ণা, পান করার ইচ্ছা (মানুষের রক্তে পিয়াস মেটায় মানুষ —রবীন্দ্র)। [পিয়াস پیاس *হি.*]।

পিয়াসা—১*বি.* পিপাসু, তৃষ্ণার্ত (মনে পড়ে আস্গরে আজ পিয়াসা দুধের বাচ্চায়— নজরুল)। ২*বি.* (আল.) প্রবল আশা বা আকাঙ্ক্ষা। [پیاسا *হি.*]।

পিরহান—দ্র. পিরান।

পিরান, পিরহান— *বি.* ঢিলা জামা বিশেষ, কুর্তা (ঢাকাই মলমলের পিরহান গাত্রে—বঙ্কিম; বাহানা করিয়া ছোঁয় গো পিরান জাহানারার— নজরুল)। [পীরাহন্ پیراهن *ফা.*]।

পিরালী, পিরালি, পীরালী, পিরিলি—*বি.* বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণী বিশেষ, যারা মুসলমান পীরের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত ছিলেন (যথা–রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষগণ)। [পীর پیر *ফা.* + আলী *বাং.*]।

পিরিলি—দ্র. পিরালী।

পিলখানা—দ্র. পীল।

পিলসুজ, পীলসুজ — *বি.* পিতলের দীপাধার, শামাদান। [ফতীলহ্ فتيله *আ.* অথবা পতিল্ پتل *ফা.* + সোয্ سوز *ফা.*]।

পীর—*বি.* মুসলিম সাধু বা মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা (পীরের মোকামে দেয় সাঁজ —কঙ্কণ)। [পীর پیر *ফা.*]। **পীর পরস্তী**— *বি.* পীর পূজা (প্রচলিত গুরুবাদের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে পীর-পরস্তীর প্রবর্তন হয়—মান্নান)। [পীর-পরস্তী پیرپرستی *ফা.*]।

পীল, পিল—*বি.* হাতী। [পীল پیل *ফা.*]। **পীলখানা, পিলখানা**—*বি.* হাতীশালা। [পীল্ খানহ্ پیل خانه *ফা.*]।

পীলসুজ—দ্র. পিলসুজ।

পুছা, পোছা—১*ক্রি.* প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা (সখীরে পুছই কৈছে সুরত বিহার— বিদ্যাপতি)। ২*ক্রি.* গ্রাহ্য করা, পরোয়া করা (ওকে কেউ পোছে না)। [পূছ্না پوچھنا *হি.*]।

পুত্‌লা— *বি.* পুতুল (যে ছিল মোর চোখের জ্যোতি/ পুত্‌লা আঁখির— নজরুল)। [پتلا *হি.*]।

পুতি, পুতী— *বি.* পৌত্রী (নাতিপুতি রেখে মাগো, একুশ বছর পরে— নজরুল)। [পূতী پوتی *হি.*]।

পুদিনা, পদিনা, পদীনা—*বি.* গন্ধ-যুক্ত শাক বিশেষ (বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঞ্জাল—রবীন্দ্র)। [পূদীনহ্ پودینه *ফা.*]।

পুরা— *বিণ.* পূর্ণ, সম্পূর্ণ। [পূরা پورا *হি.*]। **পুরাদস্তুর**— *ক্রি.-বিণ.* পূর্ণ-মাত্রায়। [—+ دستور *ফা.*]।

পুঁতি— *বি.* মুক্তার আকারে নির্মিত ছিদ্রযুক্ত কাঁচের টুকরা বিশেষ (পুঁতির মালা)। [পোতী پوتی *হি.*]।

পুরানা—১*বিণ.* পুরাতন। ২*বিণ.* প্রাচীন, বৃদ্ধ, প্রবীণ (পুরানা পল্টন)। ৩*বিণ.* অভিজ্ঞ (পুরানা চাকর)। ৪*বিণ.* দাগী (পুরানা পাজী)। [পুরানহ্ پرانه *হি.*]।

পুল, পুলসিরাত—দ্র. **পোল**।

পুলিন্দা—*বি.* পুঁটলি, গাঁঠরি, মোট, বাণ্ডিল (হোটেলের পোর্টার আমাকে একটি ছোট পুলিন্দা দিল— মুজতবা)। [পল্‌ওয়ান্‌দহ্ پلونده *ফা.*]।

পুশিদা, পুশীদা—*বিণ.* গোপন, লুকান, গুপ্ত। [পূশীদহ্ پوشیده *ফা.*]।

পুস্ত— *বি.* বংশ বা পুরুষ-পরম্পরা (আমির আলির ছেলে-পিলে নাতি-পুতি পুস্তের পর পুস্ত তার শাস্তি ভোগ করিয়া যাইতেছে—মনসুর)। [পুশ্‌ত্ پشت *ফা.*]।

পুস্তা, পুস্তান—১*বি.* অবলম্বন, ঠেস। ২*বি.* সহায়। ৩*বি.* পোস্তা। ৪*বি.* পুস্তক বাঁধার সময়ে তার পিঠে আড়ভাবে যে মোটা সুতা যুক্ত করা হয়। [পুশ্‌তহ্ پشته *ফা.*]।

পুস্তিন, পুস্তীন—*বি.* চামড়ার জামা, চর্মনির্মিত কোট। [পূস্তীন پوستین *ফা.*]।

পেঁচ, প্যাচ—১*বি.* স্ক্রু। ২*বি.* কৌশল, চালাকি। ৩*ক্রি.* পাক দেয়া, পাকানো। ৪*বি.* জটিলতা (তোমার মনে এত পেঁচ!)। [পীচ্ پیچ *ফা.*]।

পেঁয়াজ, পেয়াজ, পেয়াজি, পেয়াজী—দ্র. **পিয়াজ**।

পেয়াদা—দ্র. **পিয়াদা**।

পেয়ার—দ্র. **পিয়ার**।

পেয়ালা—দ্র. **পিয়ালা**।

পেরেশান— *বিণ.* হতভম্ব, উদ্বিগ্ন, চিন্তিত (ভাবিয়া সকলেই পেরেশান ও লবেজান হইয়া উঠিলেন— শিরাজী)। [পরীশান্ پریشان *ফা.*]। **পেরেশানী**— *বি.* উদ্বেগ, চিন্তা (ভদ্রলোককে এত পেরেশানীতে ফেলেছো— মুফাখ্‌খার)। [পরীশানী پریشانی *ফা.*]

পেশ — *বি.* সম্মুখে স্থাপন, নিবেশ (আমার যা কিছু বক্তব্য আপনার

কাছে পেশ করলাম)। [পেশ্ پیش *ফা.*]। **পেশ-ইমাম**— *বি.* যিনি নামাজে ইমামত (ইমামতী) করেন। [পেশ-ইমাম پیش امام *ফা.*]। **পেশকার**—*বি.* বিচারকের সামনে আদালতের কাগজ পত্রাদি উপস্থাপিত করে এবং তা সংরক্ষণ করে এমন কর্মচারী (আমি না হয় পেশকার হয়ে সেটা পেশ করে দেবো হুজুর— নজরুল)। [পেশ্কার پیشکار *ফা.*]। **পেশকারি, পেশকারী**— *বি.* পেশকারের কর্ম বা পদ। [পেশ্কারী پیشکاری *ফা.*]।

পেশওয়া—দ্র. পেশোয়া।

পেশওয়াজ—দ্র. পেশোয়াজ।

পেশকার—দ্র. পেশ।

পেশকাশ—দ্র. পেসকোশ।

পেশ্তা—দ্র. পেস্তা।

পেশবা—দ্র. পেশোয়া।

পেশা—১*বি.* বৃত্তি, ব্যবসায়, জীবিকার উপায় (বেশ্যার বেহদ্দ পেশা কথা বেচে খায়—হেম)। ২*বি.* (আল.) স্বভাব, অভ্যাস (ভাষাকে নিয়ে ফেনানো যাদের পেশা তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন—নজরুল)। [পেশহ্ پیشه *ফা.*]। **পেশাকার, পেশাকর**—১*বি.* বেশ্যা, বারাঙ্গনা, বেশ্যা, গণিকা। ২*বি.* নটী। [— + كر *ফা.*]। **পেশাদার**— *বিণ.* ব্যবসাদার, ব্যবসায়ী, কোন কাজ কেবল ব্যবসার হিসাবে করে এমন, Professional। [— + دار *ফা.*]। **পেশাদারি, পেশাদারী** — ১*বি.* পেশাদারের আচরণ বা ব্যবহার। ২*বি.* ব্যবসাদারি, দোকানদারি। ৩*বি.* ব্যবসায়, বৃত্তি। **পেশাদারী**— *বিণ.* পেশাদার সম্বন্ধীয়। [— *ফা.* + داری *ফা.*]।

পেশাব — *বি.* প্রস্রাব, মূত্র, Urine। [پیشاب *ফা./হি.*]।

পেশানি, পেশানী—*বি.* কপাল, ললাট (খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এল ঐ— নজরুল)। [পেশানী پیشانی *ফা.*]।

পেশোয়া, পেশওয়া, পেশবা—১*বি.* মহারাষ্ট্রীয় প্রধানমন্ত্রী বা তাদের বংশ। ২*বি.* মহারাষ্ট্রের নেতৃবংশ। [পেশ্ওয়া پیشوا *ফা.*]

পেশোয়াজ, পেশওয়াজ—*বি.* নর্তকী বা নারীদের পায়জামা বিশেষ (নিকপিক করে ক্ষীণ কাঁকাল, পেশোয়াজ কাঁপে টালমাটাল— নজরুল)। [পিশ্ওয়ায্ پشواز *ফা.*]।

পেসকোশ, পেশকাশ—১*বি.* টাকা বা মূল্যবান দ্রব্য উপহার (পেসকোশ দিলা তায়—ভারত)। ২*বি.* অবদান। [পেশ্কশ্ پیشکش *ফা.*]।

পেস্তা, পেশ্তা—*বি.* কাবুলে উৎপন্ন বাদাম জাতীয় ফল বিশেষ। [পিস্তহ্ پسته *ফা.*]।

পোক্ত—১*বিণ.* দৃঢ়, মজবুত (বুকের পাটা শক্ত, সকল কাজে পোক্ত— অবনীন্দ্র)। ২*বিণ.* পরিপক্ক, পরিণত, অভিজ্ঞ (পাকাপোক্ত লোক)। [পুখ্তহ্ پخته *ফা.*]।

পোছা—দ্র. **পুছা**।

পোতদার—দ্র. **পোদ্দার**।

পোদ্দার, পোতদার—১*বি.* মহাজন, কুসীদজীবী, যে সুদে টাকা ধার দেয় (পোতদার হৈল যম, টাকায় আড়াই আনা কম— কঙ্কণ)। ২*বি.* মুদ্রা পরীক্ষক, মুদ্রার কৃত্রিমতা ও অকৃত্রিমতা পরীক্ষাকারী। ৩*বি.* যে বাটা নিয়ে টাকা ভাঙিয়ে দেয়। ৪*বি.* যারা সোনারূপা বেচাকেনা করে (রূপের সোনা রোজ আসেনা, বেচে না যে পোদ্দারে—সত্যেন্দ্র)। [ফূত্বহ্- فوطه *আ.* + দার دار *ফা.* = পোতদার]। **পোদ্দারি**— ১*বি.* পোদ্দারের কর্ম বা বৃত্তি, মহাজনী। ২*বি.* (ব্যঙ্গ) কর্তাপনা, মোড়লিপনা (গরীবের ধনে আর ক'দিন পোদ্দারী চলবে— ওয়াসেক)। [— + ই. *বাং.*]।

পোল, পুল— *বি.* সেতু। [পুল پل *ফা.*]। **পোলসেরাত, পুলসিরাত**— *বি.* পরলোকের সাঁকো বিশেষ (একেবারে মৃত্যুর পোলসেরাত পার করে দেবে— বাহার)। [— *ফা.* + সিরাত্ব صراط *আ.*]।

পোলাও—*বি.* গরম মসলা যোগে মাছ বা মাংস-সহ ঘৃতপক্ব অন্ন (আমি ভাত না খেয়েও থাকতে পারি পোলাও-লুচি পেলে— নজরুল)। [পোলাও پلاؤ *ফা.*]।

পোশ—১*বি.* পরিধানকারী (আগে চলে লালপোশ খাসদরবার— ভারত)। ২*বি.* যদ্দ্বারা কোন কিছু ঢাকা যায় (সরপোশ, বালাপোশ)। ৩*ক্রি-বিণ.* আচ্ছাদন। [পোশ্ پوش *ফা.*]।

পোশাক, পোষাক — *বি.* পরিচ্ছদ, বেশ। [পোশাক پوشاك *ফা.*]। **পোশাকী, পোষাকী** — ১*বিণ.* পোশাক সম্বন্ধীয়। ২*বিণ.* সভ্য সমাজের রীতি ও রুচি অনুযায়ী। ৩*বিণ.* বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিধেয় (পোশাকী জামা)। ৪*বিণ.* বাহ্য (পোশাকী ভদ্রতা)। [— + ঈ *বাং.*]।

পোষাক, পোষাকী—দ্র. **পোশাক**।

পোস্ত[১]— *বি.* আফিম ফলের গাছ। [পোস্ত্ پوست *ফা.*]। **পোস্তদানা** —*বি.* পপি ফুলের বা আফিমের বীজ। [— + দানহ্ دانه *ফা.*]।

পোস্তা/পোস্ত[২]—১*বি.* দেহের বাঁধন (মেরে পোস্তা উড়িয়ে দিয়েছে— দ্বিজেন্দ্র)। ২*বি.* গঞ্জ, আড়ত, বিক্রয়-স্থল। ৩*বি.* দেয়াল, বাঁধ ইত্যাদি দৃঢ় করবার জন্য গাঁথনি বা ঠেস। [পুশ্‌তহ্ پشته *ফা.*]।

পোস্তান—১*বি.* বংশ, জাতি। ২*বি.* দেয়ালের ঠেস, ঠেক্‌নো। [পুশ্‌ত্ پشت *ফা.*। ব.ব. ان]।

পৌঁছা, পহুঁছা—১*বি.* উপস্থিত হওয়া (এতক্ষণে তার পৌঁছে যাবার কথা)। ২*ক্রি.* নাগাল পাওয়া (হাতে পৌঁছেনি)। ৩*বি.* উক্ত সকল অর্থে। [পহুঁচ্‌না پهنچنا *হি.*]। **পৌঁছান, পৌঁছানো, পৌঁছন, পৌঁছনো**— ১*ক্রি.* পৌঁছা। ২*ক্রি.* নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আসা (জিনিসটা বাড়ি পৌঁছে

দিও)। ৩*ক্রি.* নিকটে নিয়ে যাওয়া (চিঠিখানা পৌঁছাইয়া দিও)। ৪*বি.* উক্ত সকল অর্থে। [পহুঁচানা پہنچانا *হি.*]।

প্যাচ—দ্র. পেঁচ।

ফ

ফইজত, ফইজৎ—দ্র. **ফজিহত**।

ফইড়, ফইড়া, ফৈড়, ফৈড়া—*বি.* পাখা, পর। [পর্ پر *ফা.*]।

ফইলা, ফয়লা, ফায়লা—*বি.* কর্মচারী-বৃন্দ, গোমস্তা, আমলা। [ফ'অলতুন্ فعلة ব.ব., এক. ফা'ইলু فاعل *আ.*]।

ফওজ—দ্র. **ফৌজ**।

ফওরান, ফিল্‌ফওর্—১*ক্রি.-বিণ.* শীঘ্র, তাড়াতাড়ি (মাইয়্যেৎকে ফওরান দফন করা— মনসুর)। ২*ক্রি-বিণ.* তখনি, তৎক্ষণাৎ। [ফওরান্ فوراً *আ.* فى الفور *আ.*]।

ফকত, ফকৎ — ১*অব্য.* ইতি, শেষ। ২*অব্য.* শুধুমাত্র, কেবলমাত্র (ফকত্ ডালভাত)। ৩*বি.* পত্রাদিতে লেখকের বক্তব্য সমাপ্তিসূচক শব্দ। [ফক্বত্ব فقط *আ.*]।

ফকরা, ফোকরা—*বি.* ভিখারী, ফকীর ফকরা (আসিতে ভারতে সানকি লইয়া /আসিল ফকির-ফোকরা—নজরুল)। [ফুক্বারা-উ فقراء *আ.* ব.ব., এক. ফক্বীর فقير *আ.*]।

ফকির, ফকীর— ১*বি.* সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা সাধুপুরুষ (একজন বিশিষ্ট ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন —মু.শ.)। ২*বি.* ভিক্ষুক, ভিক্ষা-জীবী। ৩*বি.* নিঃস্ব, দরিদ্র, সর্বহারা (সকালবেলা আমীর রে ভাই, ফকীর সন্ধ্যাবেলা— নজরুল)। [ফক্বীর فقير *আ.*]। **ফকিরি, ফকীরি**–১*বি.* সন্ন্যাসবৃত্তি, ফকির বা সাধুদের বৃত্তি (ফকিরি করতে চাও সে ভালো— রবীন্দ্র)। ২*বি.* ভিক্ষাবৃত্তি। **ফকিরী, ফকীরী**—*বিণ.* ফকির সংক্রান্ত। [— + ى *ফা.*]। **ফকিরনী, ফকীরণী**— *বি.* স্ত্রী. ভিখারিণী (পথেঘাটে ফকিরণী হইতে সম্ভ্রান্ত মহিলারা সবাই কালো রং-এর বোরখায় ঢাকা— নাহার)। [— + নী, ণী *বাং.*]।

ফখর— *বি.* অহংকার, গর্ব, গৌরব, আত্মশ্লাঘা (ফখর করিনা কিছু—*আ.* হা; মার খাই আর তাহারই ফখর করি/ হর্দম জগৎময়— নজরুল)। [ফখর্ فخر *আ.*]।

ফচকে, ফচ্‌কে, ফচকিয়া— ১*বিণ.* ফাজিল, বাচাল, ফাসেক (ফচকে ছুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি— দীনবন্ধু)। ২*বিণ.* ফক্কড় (আমি চালাক ও ফচকিয়া নই —বিদ্যা)। ৩*বিণ.* লঘুপ্রকৃতি, চটুল। [ফিস্‌ক্ব فسق *আ.* + ইয়া *বাং.* প্র.]।

ফচ্‌কে—দ্র. **ফচকে**।

ফজর — ১*বি.* ঊষাকাল, প্রাতঃকাল, প্রত্যুষ (ফজর সময়ে উঠি—কঙ্কণ)। ২*বি.* সুবেহ্ সাদেক অর্থাৎ সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা বিশ মিনিট আগে পুব আকাশে আলোর রেখা প্রকাশ পাওয়ার সময় থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়, সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল। ৩*বি.* সকালের নামাজ (ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর/ তখনো জাগিনি যখন জোহর— নজরুল)। [ফজর فجر *আ.*]।

ফজল, ফযল—*বি.* দানশীলতা, অনুগ্রহ, বদান্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব। [ফযল فضل *আ.*]।

ফজিলত, ফজিলৎ, ফযিলত— ১*বি.* শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ,গুণপনা, সম্মান (শুক্র-বারের ফজিলৎ সম্বন্ধে তিনি জীবনে কত বয়ানই তো করেছেন—ফজল)। ২*বি.* সমৃদ্ধি। ৩*বি.* বরকত। [ফযীলত্ فضيلت *আ.*]।

ফজিহত, ফইজত, ফইজৎ, ফৈজত, ফৈজৎ— ১*বি.* কলঙ্ক, অপযশ, বদনাম। ২*বি.* অসম্মান, অপমান (লাঠি সোটা কত মারে, ফজিহত করে শুনাইয়া— হামজা)। ৩*বি.* ভর্ৎসনা, তিরস্কার। ৪*বি.* কলহ, ঝগড়া। ৫*বি.* হাংগামা। [ফযীহত্ فضيحت *আ.*]।

ফজুল—১*বিণ.* অতিরিক্ত (রেখোনা পান-পাত্র বেকার, উপ্‌চে পড়ুক সুখ ফজুল—নজরুল)। ২*বিণ.* অনাবশ্যক (এক মসজিদের আজান যতদূর যায়, তার মধ্যে আর একটা মসজিদ দেওয়া নিতান্তই ফজুল— ইমদাদ)। [ফুযূল فضول *আ.*]।

ফটক— *বি.* সিংহদ্বার, সদর দরজা, বহির্দ্বার, দেউড়ি (মুসলমানেরা যখন তাঁর প্রাসাদের ফটকে পৌঁছলো—*আ.* জলীল)। [ফাটক پھاٹك *হি.*]।

ফটকা, ফট্‌কা, ফাট্‌কা — ১*বি.* জিনিসপত্রের বাজার দর বা তাস নিয়ে জুয়া খেলা বিশেষ (কড়ি ফটকা চিড়া দই—ভারত)। ২*বি.* ঝুঁকিদার ব্যবসা বা তাতে টাকা নিয়োগ করা। [ফট্‌কা پھٹکا *হি.*]। **ফট্‌কা বাজ** —*বিণ.* বিক্রেয় মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয় এরূপ পণ্যদ্রব্যের বাজারে জুয়াখেলা যার অভ্যাস। [— *হি.* + বায্ باز *ফা.*]।

ফড়া—১*বি.* শাখা। ২*বি.* হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ৩*বি.* পদ, পা (অঙ্গ ছিঁড়িল, তুঙ্গ পড়িল। হাতেতে রহিল ফড়া— কঙ্কণ)। [ফার্‘উ فرع *আ.*]।

ফড়িয়া, ফড়ে—১*বি.* ফেরিওয়ালা, যারা বাড়ি-বাড়ি সস্তায় বিভিন্ন দ্রব্য ফেরি ক'রে বিক্রি করে। ২*বি.* পাইকার (পুকুরের ধারে ফড়েদের ঘর, তারা পেয়ারা গাছ জমা নিয়েছে—অবনীন্দ্র) [ফড়ুইয়া پھڑیا *হি.*]।

ফত্‌হুম্ মুবিন— *বি.* স্পষ্ট বিজয় (প্রতিশ্রুত সে জয়ের দিন, মহা-গৌরবে এল ফত্‌হুম মুবিন — ফররুখ)। [ফত্‌হাম্ মুবীনা فتحا مبينا *আ.*]।

ফতুই—দ্র. **ফতুয়া**।

ফতুয়া[১], **ফতুই**—*বি.* ক্ষুদ্রাকৃতি হাত-কাটা জামাবিশেষ (জামার মধ্যে গায়ে সাদা মলমলের একটি ফতুয়া মাত্র —জাফর)। [ফতূহী فتوحى *আ.*]।

ফতুর— ১*বিণ.* নিঃস্ব, রিক্ত, নির্ধন, সর্বস্বান্ত (দান-খয়রাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে— রবীন্দ্র)। ২*বিণ.* নিঃশেষ (মদের বোতল এক চুমুকে ফতুর করে দাও—অজ্ঞাত)। [ফুতূর فتور *আ.*]।

ফতুয়া[২]—দ্র. **ফতোয়া**।

ফতে—১*বি.* জয় (একা মর্দ যায় ময়দান করতে ফতে— অবনীন্দ্র)। ২*বি.* সিদ্ধি। [ফত্হ্ فتح *আ.*]।

ফতো / ফোতো— ১*বিণ.* পরপুষ্ট, অপরের দান বা অনুগ্রহে বাবুগিরি করতে অভ্যস্ত। ২*বিণ.* অন্তঃসারশূন্য। [ফুতূহ্ فتوح *আ.*]।

ফতোয়া, ফতুয়া[৩], **ফৎওয়া**— *বি.* ইসলাম ধর্মশাস্ত্র সম্মত রায় বা লিখিত ব্যবস্থা, শাস্ত্র নির্দেশ (তাঁহাকে কাফের বলিয়া ফতোয়া জারি করিলেন—ওয়াজেদ; মাটি দিল ফতুয়া মতন জানাজা পড়িয়া—মৈ.গী.)। [ফত্ওয়া فتوىٰ *আ.*]। **ফতোয়াবাজ**—*বি.* ফতোয়া জারি করতে ওস্তাদ। [—*আ.* + বায্ باز *ফা.*]।

ফন্দ, ফন্দি, ফন্দী—১*বি.* ফাঁদ, চাতুরী, প্রতারণা, ছল (বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ— ভারত)। ২*বি.* কূটকৌশল (শিখাও আমারে কবিতা লেখার ফন্দি—রশীদ)। ৩*বি.* মতলব। [ফন্দ্ فند *ফা.*]। **ফন্দিফিকির**—*বি.* ছল-চাতুরী, কৌশল (দেশের মঙ্গলা-মঙ্গলের চিন্তা হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখার জন্য ফন্দিফিকিরে থাকিত —ওয়ালী)। [—*ফা.* + ফিক্‌র فكر *আ.*]। **ফন্দিবাজ**—১*বিণ.* কৌশলী, ফন্দি-আঁটায় নিপুণ ব্যক্তি। ২*বিণ.* মতলবী। [— + বায্ باز *ফা.*]।

ফপর-দালাল, ফোপর-দালাল, ফফর-দালাল / ফোপড়-দালাল, ফপলদালাল, ফোঁপল দালাল/ ফোঁপর-দালাল /ফোফরদালাল —*বি.* (ব্যঙ্গ) উপর-পড়া হয়ে যে লোক অন্যের ব্যাপারে মোড়লি করে। [پھپڑ *হি.* + دلاّل *আ.*]।

ফযল—দ্র. **ফজল**।

ফযিলত—দ্র. **ফজিলত**।

ফয়তা[১]— ১*বি.* ইসলাম ধর্ম-শাস্ত্র অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতি প্রার্থনা। ২*বি.* পীরের দরগায় শিরনী দান ও ভক্তি নিবেদন। [ফাতিহঃ فاتحه *আ.*]।

ফয়তা[২]—১*বি.* ইসলাম ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী কাজীর রায় (এই পক্ষপাতহীন ফয়তা ঘাড় পাতিয়া লইলে—বিদ্যা)। ২*বি.* শাস্ত্রীয় বিধান। [ফত্ওয়া فتوى *আ.*]।

ফয়দা, ফায়দা—১*বি.* মঙ্গল, উপকার, সুফল, লাভ (তুমি হররোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কা বালার কি ফয়দা—টেকচাঁদ; শরীরকে এভাবে করাতে কি ফয়দা— ওহীদ)। ২*বি.* সুবিধা,

সুযোগ। ৩*বি.* আবশ্যক। [ফা'ইদহ্ فائده *আ.*]।

ফয়লা—দ্র. **ফইলা**।

ফয়সলা—দ্র. **ফয়সালা**।

ফয়সালা, ফয়সলা, ফায়সালা—১*বি.* মীমাংসা, মিটমাট, নিষ্পত্তি। ২*বি.* রায়, বিচার ফল (গা-ময় তিলক ছাব দিয়া, যেন সদর দেওয়ানী আদালতের ফয়সালা বেরুলেন— দীনবন্ধু)। [ফয়সল্ فيصل *আ.* > ফয়স্‌লহ্ فيصله *ফা.*]।

ফয়েজ— *বি.* উদারতা, দয়া, অনুগ্রহ, সমৃদ্ধি। [ফইয্ فيض *আ.*]।

ফরক—দ্র. **ফারাক**।

ফরজ, ফারজ, ফরয, ফর্য— ১*বিণ.* ইসলামী ধর্মমতে অবশ্য করণীয় কাজ বা অনুষ্ঠান (জানিও উচিত ফর্য তৌহিদ অবধি— আলাওল)। ২*বি.* জরুরী কাজ (ফরজ ফেলিয়া নফল লইয়া টানাটানি)। ৩*বিণ.* অবশ্য করণীয়। [ফরয্ فرض *আ.*]।

ফরজন্দ, ফরযন্দ, ফ্রজন্দ—১*বি.* সন্তান (ফেরেস্তার ফরজন্দ কিবা পরীর গঠন —ফকির)। ২*বি.* বংশধর (একে এই বলে অহে ফরজন্দ আদম—হেয়াত; পৃথিবী পূর্ণিত হৌক তোমার ফ্রজন্দে—হেয়াত)। [ফরযন্দ্ فرزند *ফা.*]।

ফরজী—*বিণ.* কল্পিত, অনুমিত, ধরে নেয়া হয়েছে এমন। [ফর্‌যী فرضى *আ.*]।

ফরদি—দ্র. **ফর্দ**।

ফর্‌ফর্— ১*বি.* দ্রুত, তাড়াতাড়ি। ২*বি.* অতিরিক্ত কথা, দ্রুত কথা (সে ফর্‌ফর্ করে কি বলে গেল কিছুই বুঝলাম না)। [ফর্‌ফর্ فرفر *ফা.*]।

ফরমাই, ফরমাইশ, ফরমাইস, ফরমাজ —দ্র. **ফরমায়েশ**।

ফরমাণ—দ্র. **ফরমান**[১]।

ফরমান[১]**, ফরমাণ**—১*বি.* হুকুম, আদেশ (সরকার তাঁহার নিরপেক্ষ নীতি অনুসারে ফরমান জারি করিলেন—মনসুর)। ২*বি.* হুকুমনামা, আদেশ-পত্র (হে খোদা, এযে তোমার হুকুম, তোমারই ফরমান—নজরুল)। ৩*বি.* হুকুমত, শাসন (হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি—নজরুল)। ৪*বি.* বাণী, সংবাদ, খবর (ধরণীর হাতে দিল আনি যারা ফসলের ফরমান—নজরুল)। [ফরমান فرمان *ফা.*]। **ফরমান-বরদার, ফরমা-বরদার**—*বিণ.* অনুগত, আজ্ঞাবহ, হুকুম পালনকারী (তবে আমি হব তেরা ফরমা-বরদার —হামজা; বড় বড় হাকিমান হুকুমের তাবেদার, ফরমা-বরদার দিনকে রাত কচ্ছেন, রাতকে দিন কচ্ছেন—মশাররফ)। [فرمابردار *ফা.* فرمانبردار *ফা.*]। *বি.* **ফরমান বরদারি**। **ফারমানি**—*বি.* হুকুম প্রচারকারী, বাদশাহী আদেশ বহনকারী (বাহ্ বাহ্ বলে ডাকেন ফরমানি— কঙ্কণ)। **ফরমানী**—*বিণ.* হুকুম প্রদান (ফরমানী মহারাজ মনসবদার—ভারত)। [— + ই, ঈ ى *ফা.*]।

ফরমান[২] **/ ফরমানো**—১*ক্রি.* হুকুম দেওয়া, আদেশ করা (দেখ্ পাক-

কোরআন, শোন্, নবীজীর ফরমান—নজরুল)। ২*বি.* উক্ত অর্থে। [ফর্‌মানা فرمانا *ফা.*]।

ফরমায়েশ, ফরমাইশ / ফরমাশ, ফর্মাশ, ফরমাইস, ফরমায়েস / ফরমাজ, ফরমাই— ১*বি.* আদেশ, হুকুম, আজ্ঞা (ভাইর ফরমায়েস শুনতে উদগ্রীব হয়ে থাকতাম—রাজিয়া ; তোমাদের ফরমাজ মত কাজ করবার সাধ্য আমার নেই—বিভূতি; অনুগত হইয়া তারা মানিবে ফরমাই—মৈ.গী.)। ২*বি.* কোন কিছু ক্রয়ের বা সরবরাহের নির্দেশ (সমস্ত সামগ্রীর ফরমাইশ দিলেন—রামরাম; শামলা ফর্মাশ দিতে হইবে--রবীন্দ্র)। ৩*বি.* আবদার, বায়না (আর একজন আসবেন আর এক ফরমাইস নিয়ে—সুকুমার)। [ফরমাইশ فرمایش *ফা.*]। **ফরমায়েশী/ ফরমাশি**—*বিণ.* ফরমাশ দেওয়া হয়েছে এমন বস্তু। [— + ঈ *বাং.*]।

ফরমুদা—*বি.* আদেশ, হুকুম, যা আদেশ করা হয়েছে। [ফরমূদহ্ فرموده *ফা.*]।

ফরয—দ্র. **ফরজ**।

ফরযন্দ—দ্র. **ফরজন্দ**।

ফরয়্যাদ্—দ্র. **ফরিয়াদ**।

ফরশ—দ্র. **ফরাশ**।

ফরসি, ফরসী, ফুরসি, ফুরসী—*বি.* দীর্ঘ নলযুক্ত হুঁকা, গুড়গুড়ি, ফরাসের যোগ্য হুঁকা। [ফর্‌শ্ فرش *আ.* + ی (ঈ) *ফা.*]।

ফরহাত—*বি.* আনন্দ, সন্তুষ্টি, আমোদ প্রমোদ। [ফর্‌হত্ فرحت *আ.*]।

ফরহাদ— *বি.* বিশ্ববিখ্যাত পারসিক প্রেমিক (যেমন ফরহাদ শিরীঁর প্রেমে হ'ল দীওয়ানা বেতাব— নজরুল)। [فرهاد *ফা.*]।

ফরাখ— *বিণ.* প্রশস্ত। [ফরাখ্ فراخ *ফা.*]।

ফরাকত, ফরাকৎ—দ্র. **ফরাগত**।

ফরাগত, ফরাগৎ, ফরাকত, ফরাকৎ—১*বি.* স্বাতন্ত্র্য, ছাড়াছাড়ি, বিচ্ছিন্নতা (ফরাগতে মাতাপিতা সংহতি রাখএ—আলাওল)। ২*বি.* উন্মুক্ত বা ফাঁকা জায়গা। ৩*বি.* অবকাশ, অবসর (ইসা খাঁ গালিচায় ফরাগৎ মত বসিয়া একটু আরাম বোধ করিলেন— শিরাজী)। ৪*বি.* ছুটি। [ফরাগত্ فراغت *আ.*]।

ফরাজ, ফরায়েজ—*বি.* মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টন সম্বন্ধীয় বিশেষ ইসলামী শাস্ত্র, ইসলামী দায়ভাগ। [ফরা'ইয্ فرائض *আ.*]।

ফরাশ, ফরাস, ফরশ—১*বি.* মেঝে বা তক্তপোশে পাতবার জন্য কার্পেট বা বিছানা, সতরঞ্জি (সরাইখানার ভিতরে সারা মেঝে জুড়িয়া ফরাস পাতা—*আ.* দীন; ফরাশ বিছিয়ে বসি না কেন—প্রমথ)। ২*বি.* ঘরের আসবাব-পত্র ঝাড়া-মোছা, বাতি জ্বালা, বিছানা পাতা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ভৃত্য (যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্য থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়--রবীন্দ্র)। [ফর্‌শ্ (ফার্‌শু) فرش *আ.*, ফর্রাশ (ফেরাশুন) فرّاش *আ.*]।

ফরিক, ফরিকার, ফরিকাল, ফরিকাল (প্রা-বা)— *বি.* (পদ্য) সৈন্যদল, বাহিনী, সেনা সমূহ (রায় বাঁশ তবকী ফরিকাল— কঙ্কণ; ধানুকী বন্দুকী ঢালী রায়বেঁশে ফরিকালী— ঘন)। [ফরীক্ব فريق *আ.* + ওয়ার وار *ফা. প্র.*]।

ফরিয়াদ, ফরয়্যাদ, ফরেদ— ১*বি.* প্রার্থনা, বিচার-প্রার্থনা (আমরা শুনেছি ভীত আত্মার সকরুণ ফরয়্যাদ— নজরুল)। ২*বি.* অভিযোগ, নালিশ (ফরিয়াদ করে নিশি দিনমান সারা হিন্দুস্তান—আজহার)। ৩*বি.* মামলা, আদালতে অভিযোগ। ৪*বি.* সাহায্য প্রার্থনা, দোহাই দেওন। [ফর্‌য়াদ্‌ فرياد *ফা.*]। **ফরিয়াদি, ফরিয়াদী, ফৈরাদি, ফৈরাদী**—*বি.* বাদী, বিচার-প্রার্থী, আদালতে অভিযোগকারী (স্বয়ং ধর্ম ছাড়া তার আর কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই— রবীন্দ্র)। [ফর্‌য়াদী فريادی *ফা.*]।

ফরেদ—দ্র. **ফরিয়াদ**।

ফরেব—দ্র. **ফেরেব**।

ফরোখ্‌ত—*বি.* বিক্রয় (খরিদ ফরোখ্‌ত অর্থাৎ বেচাকেনা যে হইবেনা তাহাও নহে—মশার্‌রফ)। [ফরোখ্‌ত্‌ فروخت *ফা.*]।

ফর্দ, ফর্দ্দ, ফরদি— ১*বি.* তালিকা, ফিরিস্তি (মুখে মুখে সাংসারিক কাজের বিরাট ফর্দ্দ দাখিল করিয়া কহিল— শরৎ ; ভাবীকালের ফর্দ রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায়— রবীন্দ্র)। ২*বি.* খণ্ড বা টুকরা (রাংতার চাদর যেন এক ফরদি—অবনীন্দ্র)। [ফর্‌দ্‌ فرد *আ.* + ই. *বাং.*]।

ফর্দ্দ—দ্র. **ফর্দ**।

ফর্মাশ—**ফরমায়েশ**।

ফর্য—দ্র. **ফরজ**।

ফলনা, ফলানা— *বি.* অমুক লোক (ফলনার বাপ)। [ফুলানু فلان *আ.* স্ত্রী. ফুলানঃ فلانه *আ.*]।

ফলসা, ফল্‌সা, ফাল্‌সা—*বি.* অম্লমধুর স্বাদযুক্ত কৃষ্ণ লোহিত বর্ণ ক্ষুদ্র গোলাকার ফল বিশেষ (ফলসার রস —রবীন্দ্র)। [ফাল্‌সহ্‌ فالسه *আ.*]। **ফলসাই, ফালসাই**— *বিণ.* ফলসা জাতীয় ফলের রঙ বিশিষ্ট (আমি খাটের উপর থেকে ফালসাই রঙের শাড়ী তুলে নিলাম—রশীদ)। [— + ই. *বাং.*]।

ফলাও, ফালাও—১*বিণ.* বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত, ঢালাও (ওর বুদ্ধি ছিল ফলাও— রবীন্দ্র)। ২*বিণ.* অতিরঞ্জিত (সে তাহার জ্ঞানটুকু আর একটু ফলাও করিয়া প্রচার করিল)। ৩*বিণ.* প্রচুর। [ফলাহ্‌ فلاح *আ.* = সমৃদ্ধি, কল্যাণ]

ফলানা—দ্র. **ফলনা**।

ফল্‌সা—দ্র. **ফলসা**।

ফস—১ *অব্য.* অসতর্কভাবে, অসাবধান-বশত (তাই সে ফস্‌ করে নীতি-কথা বললে— অবনীন্দ্র)। ২*অব্য.* আকস্মিকতা বা শীঘ্রতা সূচক। [ফস্‌খ্‌ فصخ *আ.*]।

ফস্‌কা, ফস্কা—*বিণ.* আলগা, শিথিল, ঢিলা (বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো)। [ফস্‌খ্‌ فسخ *আ.*]। **ফসকান/**

ফস্‌কানো, ফস্কান / ফস্কানো—*ক্রি.* পিছলান, স্খলিত হওয়া (মন্তর আওড়াতে কথা ফসকায়—অবনীন্দ্র)। [— + আন. *বাং.*]।

ফসল—১*বি.* ক্ষেতে উৎপন্ন শস্য (ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে—নজরুল)। ২*বি.* কোন কিছু আবিষ্কারের সুফল (সায়েন্সের শেষ ফসল যাতে তারা পায়— রবীন্দ্র)। ৩*বি.* শস্য সংগ্রহের সময়। [ফসল فصل *আ.*]। **ফসলী**—*বিণ.* ফসল কর্তনের কাল থেকে গোনা। **ফসলী সন**—*বি.* আকবর বাদশাহ প্রবর্তিত অব্দ। [ফস্‌লী সনহ্ فصلی سنه *আ.*]।

ফসাদ—দ্র. **ফেসাদ**।

ফস্কা, ফস্কান, ফস্কানো—দ্র. **ফস্‌কা**।

ফাই-ফরমাস— *বি.* ছোটখাট কাজ-কর্মের ফরমাইশ বা আদেশ (নির্মলা চায় অপূর্ব দাদা তাহাকে ফাই-ফরমাস করে—বিভূতি)। [ফরমাইশ্ فرمایش *ফা.* 'ফাই' দ্বিত্ববাচক]।

ফাঁকড়া—দ্র. **ফেঁকড়া**।

ফাঁদ্, ফান্দ—*বি.* চক্রান্ত, জাল (ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে—লোকগীতি)। [ফন্‌দ্ فند *ফা.*]।

ফাঁস, ফাঁশ—১*বিণ.* আলগা, শিথিল। ২*বিণ.* ব্যক্ত, প্রকাশিত, রাষ্ট্র (আসল কথাটা ক্রমেই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে —সুকুমার)। [ফাশ্ فاش *ফা.*]।

ফাকতা—১*বি.* ঘুঘু। ২*বি.* পারাবত, পায়রা। [ফাখ্‌তহ্ فاخته *আ.*]।

ফাকা—১*বি.* উপবাস (সাতরোজ ফাকা আছে তবু নাহি খায়— হামজা)। ২*বি.* দারিদ্র্য, অভাব, অনটন। [ফাক্বহ্ فاقه *আ.*]। **ফাকাকশী**— *বি.* উপবাস পালন। [— + কশী کشی *ফা.*]।

ফাজলাম—দ্র. **ফাজলামি**।

ফাজলামি, ফাজলাম / ফাজলামো —*বি.* বাচালতা, প্রগল্‌ভতা ধৃষ্টতা (যা যা ফাজলামো নয়—অচিন্ত্য)। [ফাযিল্ فاضل *আ.* + আমি, আম, *বাং.*]।

ফাজিল, ফাযিল, ফাজেল, ফাযেল —১*বি.* বাচাল, বখাটে (আমার এক ফাজিল বন্ধু বলছেন, "কি নিম্‌কিন্ চেহারা।" —নজরুল)। ২*বিণ.* পণ্ডিত, বিদ্বান (সংস্কৃত বিদ্যায় ফাজিল নহেন—বিদ্যা)। ৩*বিণ.* অতিরিক্ত, উদ্বৃত্ত, অবশিষ্ট (নিকাশ করিয়া লেনাদেনি 'ফাজিল' কিছুতে কমে না আর—নজরুল)। ৪*বি.* জমা অপেক্ষা খরচের পরিমাণ বাহুল্য (জমা ওয়াশীল ফাজিল হাতছিট—অবনীন্দ্র)। [ফাযিল فاضل *আ.*]।

ফাট্‌কা—দ্র. **ফটকা**।

ফাত্‌হ্— *বি.* বিজয়। [ফত্‌হ্ فتح *আ.*]। **ফাত্‌হাম্ মুবীনা**—*বি.* স্পষ্ট বিজয়, সুস্পষ্ট, নির্ভুল ও অভ্রান্ত বিজয় (এই [হুদায়বিয়ার] সন্ধি হইতে ইসলামের প্রকাশ্য বিজয়ের আরম্ভ, ইহাই কোরআন পাকের ফাত্‌হাম্ মুবীনা—বাহার)। [ফত্‌হাম্ মুবীনা فتحا مبينا *আ.*]।

ফাতেহা—১*বি.* কুরআন শরীফের প্রথম সুরা আল্ ফাতিহা। ২*বি.* মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতির জন্য সূরা ফাতিহা

ইত্যাদি পড়ে প্রার্থনা ও দরিদ্র ভোজনাদি অনুষ্ঠান (করিব ফাতেহা আদি, কান্দিব বিস্তর— হেয়াত)। [ফাতিহঃ فاتحه আ.]।

ফানস—দ্র. **ফানুস**।

ফানা— ১*বি.* লয়, ধ্বংস (যেদিন ইস্রাফিলের শিঙায় সব হবে আখের ফানা—কানাই)। ২*বি.* আত্মহারা, তন্ময়, পাগল (তোমার রূপ দেখ্যা কাজী হইয়াছে ফানা—সগীর)। [ফনা فنا আ.]।

ফানুস, ফানস, ফানুশ, ফানুষ—১*বি.* কাগজের বেলুন যা বাষ্পের সাহায্যে আকাশে উড়তে পারে (আমরা যখন উড়িয়েছিলুম ফানুষ—রবীন্দ্র)। ২*বি.* দীপাবরণ (একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুষের চারিপাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বঙ্কিম)। ৩*বি.* লণ্ঠন। [ফানূস্ فانوس আ.]।

ফান্দ—দ্র **ফাঁদ**।

ফাযিল, ফাযেল—দ্র. **ফাজিল**।

ফায়দা—দ্র. **ফয়দা**।

ফায়লা—দ্র. **ফইলা**।

ফায়সালা—দ্র. **ফয়সালা**।

ফারক, ফারাক—১*বিণ.* পৃথক, বিচ্ছিন্ন, আলাদা (ফারক হওয়া)। ২*বিণ.* খোল্‌শা, নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত, মুক্ত (ফারক করিয়া দেহ ব্যাধের নন্দনে—কঙ্কণ)। [ফারিগ্ فارغ আ.]।

ফারকত্, ফারখৎ—দ্র. **ফারখ্ত্**।

ফারখ্ত্, ফারখৎ, ফারখতি, ফারখতাখতি, ফারকত্—১*বি.* ত্যাগপত্র, ছাড়পত্র (যৌবনের আখিরি করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই—বঙ্কিম)। ২*বি.* তালাকনামা, document of discharge (যমের যমজ জামাতৃকে লিখে দিয়ে ফারখত—নজরুল)। ৩*বি.* সম্বন্ধচ্ছেদ (সত্যের সহিত ফারখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুকতে হয়—টেকচাঁদ)। [ফারিগ্ খত্ব্ فارغ خط আ.]।

ফারজ—দ্র. **ফরজ**।

ফারসী, ফার্সী—১*বি.* পারস্যদেশের ভাষা (তুর্‌কী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে—ভারত)। ২*বিণ.* পারস্যদেশীয়। [পারসী> ফারসী *ফা.* پارسی > فارسی আ.]।

ফারাক, ফরক, ফারাগ—১*বি.* পার্থক্য, প্রভেদ (আমি দিশি বিদেশীতে কোন ফারাক দেখতে পাইনে—মুজতবা; ব্রাণ্ডি আর হুইস্কির নেশার মধ্যে ফারাক আছে—শওকত)। ২*বি.* ব্যবধান, তফাৎ (উভয়ের আসমান জমীন ফরক—বিদ্যা)। ৩*বিণ.* আলাদা, স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন, পৃথক। ৪*বিণ.* দূর। [ফর্‌ক্ব فرق আ.]।

ফারেস— *বি.* পারস্যদেশ (আরবের প্রাণ, ফারেসের গান, বাজু নৌ-তুর্কীর—নজরুল)। [ফারিস্ فارس আ.]।

ফার্সী—দ্র. **ফারসী**।

ফালতু, ফালতো— ১*বিণ.* বেশী, বাড়তি, অতিরিক্ত (ফালতো কোন খরচা লাগবে না—মুজতবা; কথাটা হয়তো ফালতু নয়—আজাদ)। ২*বিণ.* বাজে, অনাবশ্যক, বৃথা (অপরাহ্ণ আর

সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের একটা পোড়ো জমির মতো ফালতো অংশ আছে— রবীন্দ্র)। [ফালতূ فالتو উ.]।

ফালসা, ফালসাই—দ্র. **ফলসা**।

ফালাও—দ্র. **ফলাও**।

ফালুদা—*বি.* দুধের সরের তৈরী মিষ্টান্ন বা ক্ষীর বিশেষ (ফিরে এল হাতে এক থালা ফালুদা নিয়ে—মুজতবা)। [ফালূদা *ফা.* > পালূদা پالود < فالود *ফা.*, ফালূদজ্ فالودج *আ.*]।

ফি, ফী—*বিণ.* প্রত্যেক (তুমি ফি শনি-বারে বাড়ি যাও তোমার ছুটি হবেনা —বিভূতি)। [ফী فى *আ.*]।

ফিকা, ফেকা—*বি.* ইসলামী শরীয়তের আইন, আইনের জ্ঞান, জ্ঞান। [ফিক্বহ্ فقه *আ.*]।

ফিকির—১*বি.* কার্যোদ্ধারের উপায় চিন্তা (উপস্থিত মাথায় বাড়ী, কি প্রকারে ঠেকাবেন, তাই ফিকির করুন— মশার্‌রফ)। ২*বি.* উপায়, ব্যবস্থা, কৌশল, চেষ্টা, ফন্দি, মতলব (ঘায়েল করবার ফিকিরে ছিল— মুনীর)। ৩*বি.* ছলনা (কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে—বিভূতি)। [ফিক্‌র্ فكر *আ.*]।

ফিচাল—দ্র. **ফিচেল**।

ফিচেল, ফিচাল (বিরল)—১বিণ ধূর্ত, শঠ, প্রবঞ্চক, ফন্দিবাজ, ধড়িবাজ। ২*বিণ.* ফাজিল, বাচাল। [ফাযিল فاضل *আ.*]।

ফিত্‌রা, ফিৎরা—দ্র. **ফেৎরা**।

ফিদবী—*বিণ.* অনুগত, বশংবদ। [ফিদ্‌বী فدوى *ফা.*, ফেদা। فدا *আ.*]।

ফিদিয়া—*বি.* কোরবান, বন্দীর উদ্ধার-মূল্য। [ফিদ্‌য়হ্ فديه *আ.*]।

ফিল্ জামিন্, ফিয়ালজামিন— দ্র. **ফেলজামিন**।

ফিয়ালশানী—দ্র. **ফেলসানী**।

ফিরকা—দ্র. **ফেরকা**।

ফিরঙ্গ, ফিরংগ, ফিরংগী, ফিরঙ্গী, ফিরংগিন, ফিরঙ্গিন — দ্র. **ফিরিংগী**।

ফিরদউস, ফিরদৌস—*বি.* বেহেশ্‌ত্ (ফিরদউসে ছিল বাসা—মু. শ.)। [ফির্‌দওস্ فردوس *আ.*]। **ফির-দৌস-আলা**— *বি.* প্রধান ও সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত (ফিরদৌস্‌-আলা হ'তে লালা ফুলের সুরভি আসে—নজরুল)। [— + 'অলা علی *আ.*]। **ফির-দউসী, ফিরদৌসী**—১*বিণ.* সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তের অধিবাসী বা অধিবাস-যোগ্য। ২*বি.* শাহ্‌নামা মহাকাব্য রচয়িতা ইরানের খ্যাতনামা কবি (ফিরদৌসীর রণ-দুন্দুভি/ শুনে পিঞ্জরে জেগেছে শের— নজরুল)। [— + ى *ফা.*]।

ফিরদৌস—দ্র. ফির্‌দউস্।

ফিরনি, ফিরনী—*বি.* চালের গুঁড়া ও দুধ মিশ্রিত পায়েস বিশেষ (চালের ফিরনী—নজরুল)। [ফির্‌নী فرنى *ফা.*]।

ফিরিংগী, ফিরিঙ্গী, ফিরঙ্গ, ফিরংগ, ফিরংগী, ফিরঙ্গী, ফিরংগিন, ফিরঙ্গিন, ফেরঙ্গ, ফেরংগ—১*বি.*

ইউরোপীয় জাতি। ২*বি.* ইউরোপীয় ও পাকভারতীয় মিশ্রণজাত বর্ণসংকর জাতি বিশেষ (ফিরিঙ্গী তালতলার নেটিব—মুজতবা)। স্ত্রী, **ফিরিংগিনী, ফিরিঙ্গিনী**। [ফিরিংগী فرنگی *ফা.* francez *পো.*]।

ফিরিস্তা—দ্র. **ফিরিস্তি**।

ফিরিস্তি, ফিরিস্তা (বিরল)—১*বি.* ফর্দ, তালিকা (একটা লম্বা ফিরিস্তি দেয় মহাজন— শা. হক)। ২*বি.* সূচীপত্র। ৩*বি.* নির্ঘণ্ট। [ফিহ্‌রিস্ত্ فهرست *ফা.*]।

ফিরিশ্‌তা, ফিরেশ্‌তা, ফেরেশ্‌তা—*বি.* আল্লাহর আজ্ঞাবহ, জ্যোতির্ময় সত্তা। [ফিরিশ্‌তহ্ فرشته *ফা.*]।

ফিরেশ্‌তা—দ্র. **ফিরিশ্‌তা**।

ফিরোজ—দ্র. **ফিরোজা**।

ফিরোজা, ফিরোজ, ফিরোজী—১*বিণ.* নীলাভ (অপলক চোখে চাহি আকাশের ফিরোজা পর্দা-পানে—নজরুল; ফিরোজ রঙের চুড়ি পরিলে ... মানাইবে—রবীন্দ্র; রঙীন ফিরোজী পেশোয়াজ তুমি—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* নীলাভ মণিবিশেষ। [ফীরোযহ্ فيروزه *ফা.*]।

ফিল, ফীল—১*বি.* হাতী। ২*বি.* দাবা খেলার গজ। [ফীল্ فيل *আ.* < পীল پيل *ফা.*]। **ফিলখানা, ফীলখানা, পিলখানা, পীলখানা**— *বি.* হাতি-শালা। [— + خانه *ফা.*]।

ফীলবান— *বি.* মাহুত। [— + বান بان *ফা.* প্র.]।

ফিল্‌ফওর্—দ্র. **ফওরান**।

ফিলহাল—*ক্রি.-বিণ.* হাল-ফিল, সম্প্রতি। [فى الحال *আ.*]।

ফীল—দ্র. **ফিল**।

ফীসাবীলিল্লাহ্—*বি.* আল্লাহ্‌র রাস্তায়। [فى سبيل الله *আ.*]।

ফুকরন, ফুকরনো—দ্র. **ফুকরান**।

ফুকরান/ ফুকরানো, ফুকরন/ ফুকরনো, ফোকরান/ ফোকরানো— ১*ক্রি.* উচ্চস্বরে ডাকা, হাঁকা (ঘটিরাম ফরিয়াদি হাজির ? বলে ফুকরাতে লাগলো—দীনবন্ধু; নকিব লোকেরা জয়ধ্বনি ফোকারিতেছে— রামরাম)। ২*ক্রি.* চিৎকার, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা। [পুকার্‌না پکارنا *হি.*]।

ফুকার—১*বি.* চিৎকার (ফুকারি কণ্ঠে মন-বিষাণ—মোস্তফা)। ২*বি.* চিৎকার ক'রে কাঁদা। [پکار *হি.*]।

ফুফা/ফুপা—*বি.* ফুফুর স্বামী, পিতার ভগ্নির স্বামী। [ফুপ্‌পা پھپّا *হি.*]।

ফুফী— *বি.* পিতার ভগ্নি। [ফূফ্‌ফী پھوپّھى *হি.*]।

ফুরকান/ ফোরকান— *বি.* মুসলিমদের মূল ধর্মগ্রন্থ, কুরআনের অপর নাম, সত্য ও মিথ্যার ফরক বা প্রভেদ নির্দেশগ্রন্থ। [ফুরক্বান فرقان *আ.*]।

ফুরসত, ফুরসৎ, ফুরসুত, ফুরসুৎ—*বি.* অবসর, অবকাশ (সারাদিন দেখা করবার ফুরসত পাইনি—*আ.*দীন; ফুরসৎ থাকত না—প্রেমেন্দ্র)। [ফুরসত্ فرصت *আ.*]।

ফুরসৎ-মাফিক—*বি.* অবকাশ মত, অবসরমত (ফুরসৎ-মাফিক আমাকে

একবার বললেন—মুজতবা)। [— + موافق আ.]।

ফুরসি, ফুরসী—দ্র. ফরসি।

ফুরসুত, ফুরসুৎ—দ্র. ফুরসত।

ফুলরি—দ্র. ফুলুরি।

ফুলুরি, ফুলরি— *বি.* তেলে ভাজা বেসনের বড়া। [ফুলূরী پھلوری *হি.*]।

ফেঁকড়া, ফাঁকড়া—১*বি.* প্রশাখা, গাছের ডাল। ২*বি.* ফেসাদ, ঝঞ্ঝাট। ৩*বি.* বিঘ্ন, বাধা। [ফিক্বরহ্ فقره *আ.*]।

ফেকা—দ্র. ফিকা।

ফেকো, ফেঁকো— *বি.* উপবাসহেতু অথবা দীর্ঘক্ষণ ক্রমাগত কথা বলার জন্য কণ্ঠনালীর শুষ্কতা হেতু মুখ থেকে নির্গত শুকনো থুথু (কাঁফর হইনু দেখ মুখে উঠে ফেঁকো —ভারত)। [ফাক্বহ্ (= উপবাস, দারিদ্র্য) فاقه *আ.* ; ফাক্বা پھاکا *উ.*]।

ফেছ্ক্— *বি.* পাপ, অন্যায় (কোন প্রকার ফেছক কাজে লিপ্ত হইবে না— আকরম)। [ফিস্‌ক্ব فسق *আ.*]।

ফেজ, ফেজ্—*বি.* টুপি বিশেষ (রংরেজ যেন শমশের যত/ লাল ফেজ- শিরে তুর্কিদের— নজরুল)। [ফেয্ فيز *তু.*]।

ফেৎনা, ফেতনা—১*বি.* অনিষ্ট, ক্ষতি। ২*বি.* গণ্ডগোল, হাংগামা (ফেৎনা-ফ্যাসাদের উস্কানী দেয়—ওয়াসেক)। [ফিত্‌নহ্ فتنه *আ.*]। **ফেৎনাফাছাদ** —*বি.* ঝগড়া-বিবাদ, হাংগামা, ষড়যন্ত্র (ফেৎনা-ফাছাদ ইত্যাদি সংঘটিত হইবে— আকরম)। [— + ফসাদ فساد *আ.*]।

ফেৎরা, ফেতরা, ফিৎরা, ফিত্‌রা— *বি.* রমজান মাসের শেষে রোযা ভঙ্গের দিন দরিদ্রদিগকে মুসলিমদের দেওয়া গম, চাউল বা টাকা পয়সা (পুণ্য চাঁদে ফিত্‌রার পূণ্য আয়োজন — শাহাদাত)। [ফিত্বরহ্ فطره *আ.*]।

ফেতনা—দ্র. ফেৎনা।

ফেতরা—দ্র. ফেৎরা।

ফের—*ক্রি-বিণ.* পুনরায়, আবার। [ফির پهر *উ.*]।

ফেরকা, ফিরকা—*বি.* দল, ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপসম্প্রদায়। [ফির্‌ক্বহ্ فرقه *আ.*]। **ফেরকাবন্দী**— *বি.* দলে ভাগ হয়ে যাওয়া। [— *আ.* + بندی *ফা.*]।

ফেরঙ্গ, ফেরংগ—দ্র. ফিরিংগী।

ফেরাউন—*বি.* প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের উপাধি, হযরত মূসা (আ.)-কে অস্বীকারকারী মিশর রাজা (তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া, ফেরাউন দজ্জাল —নজরুল)। [ফির্‘অউন্ فرعون *আ.*]।

ফেরার— *বিণ.* পলাতক, নিখোঁজ, লুক্কায়িত (আসামী ফেরার হইলে শেষে আমি মারা যাইব--মশার্‌রফ)। [ফিরার فرار *আ.*]। **ফেরারী**—*বিণ.* পলাতক, আত্মগোপনকারী, নিখোঁজ (ফেরারী আসামী হয়েই কাটিয়ে দিলাম— নজরুল; অকালপক্ব চুলে কলপ লাগালে অনায়াসে ফিরে আসে ফেরারী যৌবন—শামসুদ্দীন)।

[— + ی (ঈ) *ফা.*]।

ফেরেব, ফরেব—*বি.* প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি, জাল, শঠতা। [ফিরেব্ فریب *ফা.*]। **ফেরেব-ফন্দি**—*বি.* ধূর্তামি, কারসাজি (কোনো ফেরেবফন্দি নেই এতে— অচিন্ত্য)। [— + ফন্দ্ فند *ফা.* + ই. *বাং.*]। **ফেরেববাজ**—*বিণ.* প্রবঞ্চক, জালিয়াত, দাগাবাজ, ঠগ (তাই হলি সব সেরেফ আজ কাপুরুষ আর ফেরেববাজ— নজরুল)। [— + বায্ باز *ফা.*]। **ফেরেব-বাজি, ফেরেববাজী** —*বি.* জালিয়াতি, ফেরেববাজের কর্ম বা বৃত্তি (সত্যের নামে চলিবে না আর ফেরেববাজী—নজরুল)। [— + ی *ফা.*]। **ফেরেবী**—*বিণ.* প্রবঞ্চক, শঠ, ঠগ, দাগাবাজ। [ফিরেবী فریبی *ফা.*]।

ফেরেশ্‌তা—দ্র. **ফিরিশ্‌তা**।

ফেলজামিন, ফিয়ালজামিন, ফিল্ জামিন—*বি.* সচ্চরিত্রতার জন্য জামিন। [ফি'ল্‌যামিন্ فعل ضامن *আ.*]।

ফেলশানী—দ্র. **ফেলসানী**।

ফেলসানী, ফেলশানী, ফিয়ালশানী —১*বি.* ব্যভিচার। ২*বি.* অবৈধ সংসর্গজাত গর্ভপাত। [ফি'ল্‌শনী' فعل شنيع *আ.*]।

ফেসাৎ—দ্র. **ফেসাদ**।

ফেসাদ, ফেসাৎ, ফ্যাসাদ, ফসাদ—১*বি.* ঝঞ্ঝাট, বিঘ্ন, গণ্ডগোল, ঝামেলা (সাধ করিয়া পুলিশের ফ্যাসাদে জড়াইয়া পড়িব ?— শেখ হাবিব)। ২*বি.* কলহ, হাংগামা, ঝগড়া, বিবাদ। [ফসাদ فساد *আ.*]। **ফেসাদিয়া, ফেসাদে, ফ্যাসাদে, ফসাদে**—*বিণ.* ঝগড়াটে, হাংগামাপ্রিয়, কলহপ্রিয়। [— + ইয়া *বাং.*]।

ফৈজত, ফৈজৎ—দ্র. **ফজিহত**।

ফৈড়, ফৈড়া—দ্র. **ফইড়**।

ফৈরাদি, ফৈরাদী—দ্র. **ফরিয়াদ**।

ফোকরা—দ্র. **ফকরা**।

ফোকরান, ফোকরানো — দ্র. **ফুকরান**।

ফোত—দ্র. **ফৌত**।

ফোতো—দ্র. **ফতো**।

ফোপড়দালাল, ফোপরদালাল, ফোফরদালাল—দ্র. **ফপরদালাল**।

ফোয়ারা—*বি.* প্রস্রবণ, উৎস (জাতীয় ভাবধারার ফোয়ারা— কা-দী-মু.)। [ফওওয়ারহ্ فوّاره *আ.*]।

ফোরকান—দ্র. **ফুরকান**।

ফোরাত, ফোরাৎ—*বি.* ইরাকদেশীয় প্রসিদ্ধ নদী (ফোরাতের কূলেকূলে দীনের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল— বাহার)। [ফুরাত فرات *আ.*]।

ফৌজ, ফওজ—১*বি.* সৈন্যদল (গাঁয়ে এল কোম্পানীর ফৌজ—আসকার)। ২*বি.* অনেক লোকজন। [ফৌজ فوج *আ.*]। **ফৌজদার**—১*বি.* সেনানায়ক। ২*বি.* কোতোয়াল। ৩*বি.* ম্যাজিস্ট্রেট। [— + দার دار *ফা.*]। **ফৌজদারী**— *বিণ.* শাসনসংক্রান্ত। [—*আ.* + داری *ফা.*]। **ফৌজদারি** —*বি.* খুনজখম, মারপিট ইত্যাদি সম্পর্কিত মামলা বা মোকদ্দমা। [— + داری *ফা.*]। **ফৌজদারী**

আদালত—*বি.* ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারালয়, মারপিট, খুনজখম, চুরি ডাকাতি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচারালয়। [— + 'অদালত عدالت *আ.*]।

ফৌজী—*বিণ.* সামরিক, জংগী। [ফৌজী فوجی *আ.*]।

ফৌত, ফৌত্, ফৌৎ, ফোত—১*বিণ.* মৃত, গত (দুজন ঘোড়সওয়ার জখম, আর একজন ফৌত্ হয়েছে—গৌরী)। ২*বিণ.* দেউলিয়া, ফতুর, সর্বস্বান্ত (এরা কিছুদিন পরে সব ফোত হবেন —বিভূতি)। ৩*বিণ.* উত্তরাধিকারহীন হ'য়ে মৃত, নির্বংশ। [ফৌত্ فوت *আ.*]।

ফ্যাসাদ—দ্র. ফেসাদ।

ফ্রজন্দ—দ্র. ফরজন্দ।

ব

বই, বহি—*বি.* পুস্তক, গ্রন্থ (পাঠ্যবই)। [ওয়াহ্‌য়ুন (ওহী) وحی *আ.*]।

বইন—*বি.* বোন, ভগিনী। [বহিন بہن *হি.*]।

বএদা—দ্র. বয়দা।

বওআয়েত—দ্র. বয়েত[১]।

বক্‌রা—*বি.* ছাগ (লাখো "বক্‌রার" বদলে সে পার হবে না পুল্‌সেরাত—নজরুল)। [বক্‌রা بکرا *হি.*, বক্বরহ্ بقرہ *আ.*]।

বকরিদ, বক্‌রীদ—*বি.* ঈদুজ্জোহা, মুসলমানদের অন্যতর ঈদ (এল আবার বক্‌রীদ— নজরুল)। [বক্বর্ 'ঈদ بقرعید *আ.*]। **বকরীদি, বক্‌রীদি**—*বিণ.* বকরীদ সম্পর্কীয় (বকরীদি চাঁদ করে ফরয়্যাদ্ দাও দাও কোরবানী—নজরুল)। [— + ঈ. *বাং.*]।

বকলম—*বি.* লিখতে অক্ষম এমন ব্যক্তির পরিবর্তে যে সই করে (প্রায় বকলমে কাজ চলে—দীনবন্ধু)। [ব ب *ফা.* উপ. + ক্বলম্ قلم *আ.*]।

বকশি, বকশী, বকসী, বক্সী, বখশী—১*বি.* মুসলমান আমলের বেতন বণ্টনকারী রাজকর্মচারী বিশেষ, pay master (রায়বক্সী মদনগোপাল মহামতি— ভারত; আমি বখ্‌শী রাজার—ভারত)। ২*বি.* খাজনা আদায়কারী কর্মচারী। ৩*বি.* সেনাধ্যক্ষ। ৪*বি.* উপাধি বিশেষ। [বখ্‌শী بخشی *ফা.*]।

বকশিশ, বকশিস, বকসিস — দ্র. বখশিশ।

বকশী, বকসী—দ্র. বকশি।

বকাল, বক্কাল— ১*বি.* ওষুধরূপে ব্যবহৃত গাছ-গাছড়া বা তার ছাল। ২*বি.* বেনে মসলা বিশেষ (কেহ লুন বেচে কেহ বেচয়ে বকাল—কঙ্কণ; সঝাল বক্কাল কত মিছরী মিশাইয়া—ঘন)। ৩*বি.* মুদী, শস্যব্যবসায়ী। [বক্ক্বাল بقّال *আ.*]।

বকেয়া[১]–১*বিণ.* বাকী, যা পাওনা রয়েছে,

অবশিষ্ট (বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দেবে বছর শেষের শেষ দিনেতে—সত্যেন্দ্র)। ২*বিণ.* পুরাতন, প্রাচীন (বাক্সটি ভীষণ বকেয়া—দীনবন্ধু)। [বক্বিইয়হ (অবশিষ্ট, বাকী) بقيه *আ.*]। **বকেয়া খাজনা**—*বি.* গত বছর বা আগের বা সমস্ত খাজনা বাকি পড়েছে এমন। [— + খযানহ্ خزانه *আ.*]। **বকেয়া বাকি**—*বি.* আগের বা গত সনের বাবদ যে বাকি পড়েছে। [— + বাক্বী باقى *আ.*]।

বকেয়া[২]—দ্র. **বখেয়া**।

বকৌলি— *বি.* কন্যা (ছুটিয়া চলেছে মরুবকৌলি নীল দরিয়ার পানি—নজরুল)। [বকাওলী بكاؤلى *উ.*]।

বকরীদ, বকরীদি—দ্র. **বকরিদ**।

বক্কাল—দ্র. **বকাল**।

বক্ত, বখ্‌ত, বখৎ—*বি.* ভাগ্য, অদৃষ্ট, নসিব (বক্তগুণে হানিফা মিলিল—হামজা; বখ্‌তেরই সাফ দোষ—নজরুল)। [বখ্‌ত্ بخت *ফা.*]।

বকসী, বক্সী—দ্র. **বকশি**।

বখরা—*বি.* ভাগ, অংশ (আমিও অর্দ্ধেক বখরা দিতে রাজি হয়েছিলাম—কালী সিং)। [বখ্‌রহ্ بخره *হি./ ফা.*]। **বখরাদার**—*বি.* অংশীদার। [— + দার دار *ফা.*]। **বখরাদারি**—*বিণ.* অংশীদারী। [— + ই. *বাং.*]।

বখশিশ, বকশিশ, বকশিস, বকসিস—*বি.* পুরস্কার, পারিতোষিক (এক আধ টুকরা কোন প্রিয় শিষ্যকে বকশিশ করেন; বখশিস পাবে, খুব মেহনত করেছ—মশার্‌রফ; বকসিস করেন পুন চড়নের ঘোড়া—ঘন)। [বখশিশ بخشش *ফা.*]।

বখশী—দ্র. **বকশি**।

বখ্‌শ্—*ক্রি.* বখশিশ করা, দান করা, উৎসর্গ করা (কোরান তেলাওয়াত করে তাঁর রুহের মাগফেরাতের জন্য বখ্‌শ দিতে পারে—হাই)। [বখ্‌শ بخش *ফা.*]।

বখিল—১*বিণ.* কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। ২*বিণ.* অভাবগ্রস্থ, শূন্য, রিক্ত (বখিল না হয় তায়, অখিল ভরিয়া যায়—ঈশ্বর)। [بخيل *আ.*]। **বখিলি**— *বি.* কৃপণতা (আমা সবে বখিলি করিয়া হৈলু নষ্ট— আলাওল)। [— + ی *ফা.*]।

বখেয়া, বকেয়া[২]— *বি.* সেলাইয়ের রীতি বিশেষ, মজবুত সেলাই (নেংটির আবার বখেয়া সেলাই—নজরুল)। [বখ্যিয়হ্ بخيه *ফা./ হি.*]।

বখ্‌ত্, বখ্‌ৎ—দ্র. **বক্ত**।

বগয়রহ— *অব্য.* গয়রহ, ইত্যাদি, অপরাপর। [ব্‌গয়রহ্ وغيره *আ.*]।

বগল—১*বি.* বাহুমূলের নিম্নদেশ, কক্ষ, কাঁখতলি। ২*বি.* পার্শ্ব। ৩*বি.* সামীপ্য, নিকট (খুঁটির বগলে বসাইয়া গেল ঘৃতের হাড়ী—মা.গা.)। [বগল بغل *ফা.*]।

বগ্‌লা—*বি.* বক, সারস (বগ অর্থাৎ বগ্‌লা অর্থাৎ কুঁজো পাখি সাদা—নজরুল)। [بگلا *উ./হি.*]।

বগলি—*বি.* ছোট থলে, বটুয়া (তাহার

জামার বগলিতে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন—বিদ্যা)। [বগলী بغلى *ফা.*]।

বজনিশ, বজনিস–*বিণ.* অবিকল, হুবহু, যথাযথ (সাচ্চা ঝুটা যায়না বোঝা হায়রে কি বজনিশ নকল— রজনী)। [বিজিনসিহি بجنسه *আ.*]।

বজা[১]—দ্র. **বয়দা**।

বজা[২]—১*বিণ.* ঠিক, যথাযথ। ২*ক্রি.বিণ.* যথাস্থানে, কায়দামাফিক। [বজা بجا *ফা.*]।

বজা আনা—*ক্রি.* সম্পন্ন করা, হাসিল করা (দেখা কৈল হজরতে বজা আনে খেদমতে গোলামের এ বড় ইনাম —ভারত)। [বজা بجا *ফা.* + লানা لانا *উ.* > আনা *বাং.প্র.*]।

বজাজ—*বি.* কাপড়ের ব্যবসায়ী (কোন স্থানে পশ্চিমীয় বজাজেরা দোকান দিয়াছে— রামরাম)। [বয্যাযু بزّاز *আ.*]।

বজায়—১*বিণ.* কায়েম, বলবৎ, অক্ষুণ্ন, রক্ষিত (স্বজাতির হক রাখতে বজায় সইছে তারা নির্যাতন—সত্যেন্দ্র)। ২*বিণ.* প্রতিষ্ঠিত (তিনি আমার যমকে বজায় করিয়া দেন— দীনবন্ধু)। [বজায়ে بجائے *ফা.*]।

বজ্জাত, বজ্জাৎ— *বি.* বদমাস, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট (লেড়কা বেতমিজ ও বজ্জাত হল— টেকচাঁদ ; তুমি বড় বজ্জাৎ —দীনবন্ধু)। [বদ্ যাত্ بد ذات *ফা.*]। **বজ্জাতি**— *বি.* বদমায়েশি, দুষ্টামি (জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া— নজরুল)। [— + *ই. বাং.*]।

বড়াই–১*বি.* গর্ব, অহঙ্কার, জাঁক (তোমার কাছে রূপের বড়াই কেমন করে করবে গো ফুল ? —নজরুল)। ২*বি.* উচ্চ প্রশংসা, মহিমা, গৌরব (জ্ঞান কর্ম নিন্দি কহে ভক্তির বড়াই— কঙ্কণ)। [বড়া'ই بڑائی *হি.*]।

বতারিখ—*ক্রি-বিণ.* তারিখ অনুযায়ী, তারিখে। [ব ب *ফা.* উপ.+ তারীখ تاریخ *আ.*]।

বদ, বদ্— *বিণ.* খারাপ, মন্দ (বদ–লোক)। [بد *ফা.*]। **বদকাম**—*বি.* অপকর্ম, কুকর্ম (করিলাম বদ্কাম বদনাম শেষে—ভারত)। [—+ کام *ফা.*]। **বদকার**—*বিণ.* কুক্রিয়াশীল, ব্যভিচারী (মনে পড়ে শুধু অসংখ্য বদকার— ফররুখ)। [— + کار *ফা.*]। *বি.* **বদকারী**। **বদখত, বদ-খৎ, বদ্খদ্**— ১*বিণ.* বিশ্রী (ঐ সব বদখত মূর্তি টাঙ্গিয়ে দিয়েছে— মনোজ)। ২*বিণ.* যার হাতের লেখা খারাপ। ৩*বিণ.* বেয়াড়া, দুষ্ট। [—*ফা.* + খত্ব خط *আ.*]। **বদখাসলত**— *বি.* কু-অভ্যাস,খারাপ রীতিনীতি, মন্দ স্বভাব। [— + খস্লত خصلت *আ.*]। **বদখেয়াল**— ১*বি.* কুপ্রবৃত্তি (পাহাড় ডিঙোবার বদখেয়াল হয়েছে — পরশু)। ২*বি.* মন্দ আচরণ, কুনীতি। [— + খয়াল خیال *আ.*]। *বিণ.* **বদখেয়ালী**। **বদ্জবান, বদ্জোবান**— *বি.* কুবাক্য, অশিষ্ট কথা, গালাগালি (অভদ্রোচিত, বদ্-জবান, লাজবান, যা কখনও শুনি

নাই— মশার্‌রফ ; রাগিলেই বদ-জোবান আরম্ভ করিতেন—বঙ্কিম)। [—+ যবান زبان ফা.]। **বদদোয়া** —বি. অভিশাপ। [— + দো'আ دعا আ.]। **বদনসীব**—বি. দুর্ভাগ্য, মন্দ ভাগ্য (দুজনার হবে বুলন্দ নসিব, লাখে লাখে হবে বদনসিব ?—নজরুল)। [— নসীব نصيب আ.]। **বদনাম**—বি. দুর্নাম, অখ্যাতি, অপযশ, নিন্দা (না বুঝিয়া করে কাম শেষে হয় বদনাম—মশার্‌রফ) [—+ نام ফা.]। **বদনামী**—বি. কুখ্যাতি। [— نامی ফা.]। **বদনিয়ত**—১বি. অসদভিপ্রায়, দুরভিসন্ধি। ২বিণ. যার উদ্দেশ্য খারাপ। [— + نيت আ.]। **বদফাল**—বি. দুর্ভাগ্যের চিহ্ন (সারা গায়ে জাগে কলুষিত বদফাল —ফররুখ)। [— + فال আ.]। **বদ্‌বখত, বদবক্ত**—১বি. দুর্ভাগ্য, মন্দ (হিন্দের বদ্‌বখ্‌ত—নজরুল)। ২বিণ. দুর্ভাগা, হতভাগা। [— + بخت ফা.]। **বদ্‌বখতি, বদবক্তি** —১বি. দুর্ভাগ্য, ভাগ্যহীনতা। ২বি. দুঃসময়। [— + بختی ফা.]। **বদবু, বদ্‌বো**—বি. দুর্গন্ধ (তখন ময়লা কাঁথার ভুট্‌কা বদবুতে তাঁর বমি আসিবার উপক্রম হইল—মনসুর)। [বদবূ بدبو ফা.]। **বদ্‌মতলব**— বি. অসৎ উদ্দেশ্য (কোনো বদ্‌মতলব নাই তো ? —মঈন)। [— مطلب আ.]। **বদমাশ, বদমাস, বদমাইশ, বদমাইস, বদমায়েশ, বদমায়েস** —১বিণ. অসচ্চরিত্র, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ (ওটা একটা বদমাস, তোমাকে ভেবেছে বস্তির ঝি— অচিন্ত্য)। ২বিণ. দুষ্ট, দুর্বৃত্ত (বেটা যেরূপ বদ্‌মায়েস—রবীন্দ্র)। [— + ম'আশ معاش আ.]। **বদমাশি, বদমাসি, বদমায়েশি, বদমায়েসি, বদমাইশি, বদমাইসি**— ১বি. চরিত্রহীনতা, অসচ্চরিত্রতা, ইন্দ্রিয়সেবা। ২বি. দুষ্টামি, অপকর্ম (ইতিহাস এরূপ অনেক বদমাইসি করিয়া থাকে—বঙ্কিম)। [— + معاش আ. + (ঈ) ی ফা.]। **বদমেজাজ**— ১বি. রুক্ষস্বভাব, উগ্রমেজাজ। ২বিণ. উগ্র প্রকৃতি, রগচটা। [— + মিযাজ مزاج আ.]। **বদমেজাজি**—বিণ. রগচটা, যার মেজাজ খুব উগ্র। [— + (ঈ) ی ফা.]। **বদরং, বদরঙ, বদরঙ্গ**— ১বি. খারাপ রং, ফিকে রং। ২বি. বিবর্ণ বা বেরং তাস। ৩বিণ. বিবর্ণ। [— + رنگ ফা.]। **বদরাহ্‌**— বিণ. বিপথে চালিত, দুষ্ট। [— + راه ফা.]। **বদরোখা, বদরোকা**— বিণ. কোপন স্বভাব, রুক্ষস্বভাব (মাগী বড় বদ্‌রোকা—মশার্‌রফ)। [— + রুখ্‌ رخ ফা. + আ. বাং.]। **বদসলা**— বি. কুপরামর্শ (তারই বদসলা-পরামর্শতেই বিবাদ নিষ্পত্তি হচ্ছে না—মশার্‌রফ)। [— + সলাহ্‌ صلاح আ.]। **বদসুরত, বদছুরত** —বিণ. কুৎসিত, বিশ্রী (মেয়েটি আমার বড় বদ্‌ছুরত—মুফাখ্‌খার)। [—+ সূরত্‌

صورت *আ.*]। **বদহজম**— *বি.* অপরিপাক, অজীর্ণ। [— + হয্‌ম্ هضم *আ.*]। **বদহজমি**— *বি.* অজীর্ণতা রোগ (অতিথি বদহজমিতে পেট ফাঁপিয়া মরিলে তাহার ক্ষতি কি?—কা.দী.মু.)। [— + ই. *বাং*]। **বদহাওয়া**— *বিণ.* খারাপ বাতাস, অস্বাস্থ্যকর বাতাস। [— + هوا *আ.*]। **বদহাল**—*বি.* দুরবস্থা, মন্দাবস্থা, সঙ্কটজনক অবস্থা (নাজেহাল বদহাল করে একেবারে গঙ্গা পার করে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা—মশাররফ)। [— + حال *আ.*]।

বদলা—১*বি.* বিনিময়। ২*বি.* পরিবর্তন। ৩*বি.* প্রতিশোধ। [বদল্ بدل *আ.*, بدلا *উ.*]। **বদলানো**— ১*ক্রি.* পরিবর্তন করা। ২*ক্রি.* পরিবর্তন হওয়া। [—+ আনো. *বাং.*]। **বদলা-বদলি**—*বি.* পরস্পর বিনিময়। [— + بدلی *উ.*]।

বদস্তুর—*ক্রি.-বিণ.* যথারীতি, যথানিয়ম, নিয়মানুসারে (কানুনগো দপ্তর সাবেক বদস্তুর আমাদের খুড়া মশায়ের—রামরাম)। [বদস্তূর بدستور *ফা.*]।

বদা—দ্র. **বয়দা**।

বদি, বদী—*বিণ.* মন্দ, খারাপ, অহিত (নেকীবদী কাম যত—জসীম)। [বদী بدی *ফা.*]।

বদিয়ত—*বি.* পাপ। [বদ্‌ইয়াত بدیات *ফা.*, বদী بدی শব্দের ব. ব.]।

বদৌলতে— *অব্য.* জন্য, কৃপায় (ভাওয়াইয়া গান আব্বাসউদ্দীনের বদৌলতে আজ সারা দেশে সমাদৃত—ছদর)। [বদওলত্ بدولت *ফা.*]।

বনপশা, বনফশা—দ্র. **বনোস**।

বনাম— *অব্য.* বিরুদ্ধে, versus (হক সাহেব বনাম জিন্নাহ্‌র লড়াই জমেছিল বেশ— মনসুর)। [বনাম بنام *ফা.*]।

বনিয়াদ, বুনিয়াদ / বনেদ— ১*বি.* ভিত্তি, মূল (তার বনেদ খুব পাকা হয়—প্রমথ)। ২*বি.* উৎপত্তি (যে না জানে বনেদ তৌর—ঘন; এর বুনিয়াদ স্থাপিত হবে অতীত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর— ফরিদী)। [বুন্‌য়াদ بنیاد *ফা.*]। **বনিয়াদি, বুনিয়াদি, বুনিয়াদী/ বনেদি, বনেদী**— ১*বিণ.* সুপ্রতিষ্ঠিত, বহুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত (বুনিয়াদি আদি মিস্তিরি—সত্যেন্দ্র)। ২*বিণ.* প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত, প্রাচীন ঐতিহ্যবাদী (বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে—রবীন্দ্র; শুনেছি বনেদী লোক, তাদেরো কি ছোট চোখ--সত্যেন্দ্র)। ৩*বিণ.* ভিত্তিস্বরূপ। [— + ی *ফা.*]। **বনেদিআনা**— *বি.* ভদ্রতা, সম্ভ্রান্ত লোকের আচরণ (বনেদিআনা নয় —মনোজ)। [— + আনা *বাং.*]। **বনেদিপনা**— *বি.* বংশগৌরব বা বড়লোকী দেখান (নিজেদের বনেদিপনা জাহির করে—ইসহাক)। [—+ পনাহ্ پناه *ফা.*]।

বনেদ, বনেদি, বনেদী— দ্র. **বনিয়াদ**।

বনোস, বনপশা, বনফশা—*বি.* নীল রঙের ফুল বিশেষ (নার্গিস আর

গুলবনোসার দেখবে যেথায় সুনীল দল—নজরুল)। [বনফ্‌শহ্ بنفشه *ফা.*]।

বন্দা—দ্র. বান্দা।

বন্দুক—*বি.* গুলি ছোঁড়ার আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষ (বনবেড়ি গোলা বন্দুক ছুটে গুলি—ঘন)। [বন্‌দূক্ব بندوق *তু./আ.*]। **বন্দুকচী, বন্দুকবাজ**—*বিণ. বি.* বন্দুক চালক, গোলন্দাজ (আফ্রিদি যদি হতাম আমি রে আজ বন্দুকবাজ তীক্ষ্ণ তীরন্দাজ—সত্যেন্দ্র)। [— + چی *তু.*, বায باز *ফা.*]।

বন্দেগি, বন্দেগী— ১*বি.* আনুগত্য, দাস্যভাব (বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহান্‌শাহ্—নজরুল)। ২*বি.* বান্দার কার্য। ৩*বি.* এবাদত, প্রার্থনা। [বন্‌দগী بندگی *ফা.*]।

বন্দেজ—*বি.* বিধিব্যবস্থা, বিধিবন্দোবস্ত। [বন্‌দিশ্ بندش *ফা.*]।

বন্দোবস্ত—১*বি.* ব্যবস্থা। ২*বি.* আয়োজন (জীবাণু বোমার নিখুঁত বন্দোবস্ত—মনোজ)। ৩*বি.* শৃঙ্খলা, পরিপাটী ব্যবস্থা। ৪*বি.* জমির মালিকানা বা দখল সংক্রান্ত শর্তাদিযুক্ত ব্যবস্থা। [বন্দ্‌-ও-বস্ত্ بند وبست *ফা.*]।

বমাল—দ্র. **বামাল**।

বয়—*বি.* বিক্রয়। [বয়্‘ بیع *আ.*]। **বয়নামা**—*বি.* বিক্রয়ের দলিল। [— + নামহ্ نامه *ফা.*]।

বয়দা, বয়জা, বএদা, বদা, বজা[১] —*বি.* ডিম (সারসের বয়জা এয়ছা অতি কোথা পাবে—হামজা; মুরগী করিয়া কোলে, মাকুড়ি কান্দিয়া বলে, আজি কালি বএদা পাড়িত—বিজয়)। [বয়্‌দহ্, বয়যহ্ بيضه *আ., ফা.* উচ্চারণ ‘বয়যা’]।

বয়নামা—দ্র. **বয়**।

বয়াৎ—দ্র. **বয়েত**[১]।

বয়ান—*বি.* বর্ণনা, বিবরণ (তারপরে শুনলাম তার অপরাধের বয়ান—শওকত)। [বয়ান্ بیان *আ.*]।

বয়েত[১], **বয়াৎ, বয়েৎ, বয়েদ, বওয়ায়েত**—১*বি.* কবিতাংশ, দুই পংক্তির কবিতা (হাত নেড়ে সুর করিয়া মসনবির বয়েৎ পড়িতেছেন—টেকচাঁদ)। ২*বি.* বাণী (কোরানেতে বয়েদ আছে—দীনবন্ধু; হিঁদুর পূজায় মুসলমানে বয়াৎ গাহেন গায়—জসীম)। [বয়্‘অত بيعت *আ.*]। **বয়েত-বাজি**–*বি.* কবির লড়াই (শুরু হল মুশাইরা বয়েৎ-বাজি—মুজতবা)। [— + بازی *ফা.*]।

বয়েত[২], **বায়েত**—১*বি.* শিষ্যত্ব গ্রহণ, দীক্ষা গ্রহণ, মুরীদ হওন, আনুগত্য (উক্ত পীর সাহেবের হাতে বয়েত হন; কে তাহার হাতে প্রথম বয়েৎ হইলেন, তাহা অবশ্য জানা যায়না—মোস্তফা)। ২*ক্রি.* দীক্ষাদান করা (এমাম হোসেন তাহাকে বায়েত করিলেন—মশার্‌রফ)। ৩*ক্রি.* আনুগত্য স্বীকার করা। [বয়্‘অত بيعت *আ.*]।

বয়েদ—দ্র. **বয়েত**[১]।

বরকত, বরকৎ—১*বি.* কল্যাণকর শক্তি (ইহা কোরবাণীর গোশ্‌ত.... বরকতই

আলাদা—ইমদাদ; মুরুব্বীদের দোয়ার বরকতে—আহসান)। ২*বি.* প্রতুলতা, প্রাচুর্য। ৩*বি.* সৌভাগ্য। [বরকত بركت *আ.*]।

বরকন্দাজ—*বি.* বন্দুকধারী সিপাহী (পাইক বরকন্দাজের দল—রবীন্দ্র)। [বরক্ব برق *আ.* + অন্দায্ انداز *ফা.*]। **বরকন্দাজী**—১*বি.* বন্দুকধারী সিপাইর বৃত্তি, গুলি ছোঁড়ার কাজ (বরকন্দাজী ও তলোয়ারবাজী— রামরাম)। ২*বি.* দেহরক্ষীর কাজ বা পেশা। [—+ ی (ঈ) *ফা.*]।

বরখাস্ত— ১*বি.* কর্মচ্যুত, বরতরফ। ২*বি.* ভঙ্গ, ছুটি (কাছারি বরখাস্ত হইলে... প্রশংসা করিতে লাগিল— টেকচাঁদ)। [বরখাস্ত برخاست *ফা.*]। **বরখাস্তী**— *বিণ.* কাজের অযোগ্য ব'লে পরিত্যক্ত বা অপসারিত (বরখাস্তী জমি)। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

বরখিলাফ—দ্র. **বরখেলাপ**।

বরখেলাপ, বরখেলাফ, বরখিলাফ—*অব্য.* অন্যথা, ব্যতিক্রম (হুকুমের বরখেলাফ; এটা হাদিসের বরখেলাপ — জয়েন)। [বরখিলাফ برخلاف *ফা.*]।

বরজখ, বরজোখ—*বি.* মধ্যবর্তী স্থান, অবকাশ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান দিবসের মধ্যবর্তী সময়। [বরযখ্ برزخ *আ.*]।

বরজায়— *বি.* দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, সঠিক স্থানে। [برجائے *ফা.*]।

বরজোখ—দ্র. **বরজখ**।

বরতরফ— *বিণ.* দরখাস্ত, পদচ্যুত। [বর্‌ত্বরফ্ برطرف *ফা.*]।

-বরদার—১*বি.* বাহক (আসাবরদার)। ২*বি.* পালক, তামিলকারী, ভৃত্য (হুকুমবরদার)। [বরদার بردار *ফা.*]।

বরদাশ্‌ত—দ্র. **বরদাস্ত**।

বরদাস্ত, বরদাশ্‌ত—১*বি.* সহ্যকরণ, সহ্য (জাম্বুবানের আর বরদাস্ত হইল না— অবনীন্দ্র)। ২*বি.* সহিষ্ণুতা। [বরদাশ্‌ত্ برداشت *ফা.*]।

বরবাদ—*বিণ.* নষ্ট, উৎসন্ন (দাদা! তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়মাল!— নজরুল)। [বর্‌বাদ برباد *ফা.*]।

বরহক—*বি.* সত্য (এয়ছাই ছুরত দিল খোদায় বরহক—হামজা)। [বর بر *ফা.* + হক্ব حق *আ.*]।

বরাত—*বি.* কপাল, ভাগ্য, অদৃষ্ট (বদ-নসীবের বরাত খারাব— নজরুল)। [বরাত برات *ফা.*, বর'অত্ برعت *আ.*]।

বরাদ্দ—*বিণ.* নির্ধারিত, নির্দিষ্ট (শেখার বরাদ্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশী দরকার হইয়াই পড়ে— রবীন্দ্র)। [বর্‌আবর্দ براورد *ফা.*]।

বরাবর—১*ক্রি. বিণ.* একই ভাবে, সর্বদা। ২*ক্রি. বিণ.* সামনে, দিকে। ৩*ক্রি. বিণ.* সোজা। ৪*বিণ.* সমান, তুল্য। [برابر *ফা.*]। **বরাবরি**—১*অব্য.* নিকটে। ২*বি.* প্রতিযোগিতা। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

বরামদ, বরামোদ— *বি.* অতিরিক্ত

অনুনয় বিনয়, সাধ্য সাধনা, খোসামোদ (তোষামোদ, বরামোদ জানেনা—মশার্‌রফ)। [বর্‌আমদ্ برآمد ফা.]।

বস্তা—১*বি.* বড় থলি, বোরা (চালের বস্তা)। ২*বি.* গাঁট (কাপড়ের বস্তা)। ৩*বি.* বোঝা (মাথায় কিসের যেন একটা বস্তা— রবীন্দ্র)। [বস্‌তহ্ بسته ফা.]। **বস্তানি, বস্তানী**—*বি.* ছোট বস্তা (গাজী মিয়ার বস্তানী —মশার্‌রফ)। [বস্তানী بستانی ফা.]।

বস্তান—*বি.* আশ্রম, আস্তানা, আখড়া। [আস্তানহ্‌ استانه ফা.]।

বস্তানি, বস্তানী—দ্র. বস্তা।

বহলি—দ্র. বহাল।

বহাল, বাহাল—১*বিণ.* নিযুক্ত (নতুন লোক বহাল কর—অবনীন্দ্র)। ২*বিণ.* স্থায়ী (চাকরি বহাল থাকিবে—রামরাম)। ৩*বিণ.* সুস্থ, অটুট। [বহাল بحال ফা. + আ.]। **বহাল তবিয়ত** —*বি.* সুস্থ শরীর, অটুট স্বাস্থ্য (বহাল তবিয়তে শুয়ে শুয়ে তারা আরাম করুন— মনোজ)। [— + ত্ববী'অত্ طبیعت আ.]। **বহালি, বহলি**— ১*বিণ.* স্থায়ী। ২*বিণ.* কর্মে নিয়োগ সম্বন্ধীয়। (... বহালি ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল— রামরাম)। [— + ই. বাং.]।

বাআদাব—*ক্রি.বিণ.* আদব বা সম্মানের সহিত (হাকিম সাহেব মাথা নওয়াইয়া দক্ষিণ হাত উঠাইয়া বাআদাব বলিলেন —মশার্‌রফ)। [বা با ফা. উপ. + আদবু ادب আ.]।

বাই, বাঈ—১*বি.* মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজ্‌পুতনা প্রভৃতি অঞ্চলের সম্মানিত মহিলার নামের শেষে সম্মানসূচক শব্দ (যোধা বাঈ, মীরা বাঈ)। ২*বি.* পেশাদার গায়িকা বা নর্তকী। [বাজী (= বড় বোন) باجی তু.]।

বাইজী—*বি.* পেশাদার নর্তকী (বাইজী আসরটি মাত করে দিয়েছিল—নী.র.রা.)। [বাজী باجی তু.]।

বাঃ— *অব্য.* বাহবা, প্রশংসা, বিস্ময়, উপহাস ইত্যাদি সূচক ('বাঃ ভাই'। বন্ধুরা কয় দন্তসংঘ খিঁচে—নজরুল)। [বাহ্ واه ফা.]।

বাকি, বাকী–*বিণ.* অবশিষ্ট, অবশিষ্টাংশ, বকেয়া (কিছু যেন জানা না রয় বাকি —সত্যেন্দ্র)। [বাক্বী باقی আ.]। **বাকী-জায়**— *বি.* প্রজাদের কাছ থেকে বাকী খাজনা আদায়। [— + জায় جائے ফা. (= স্থান, জায়গা)]। **বাকীদার**— *বি.* খেলাপকারী, যার কাছে খাজনা পাওনা আছে। [— + দার دار ফা.]। **বকেয়া বাকি**—দ্র. বকেয়া[১]।

বাগ— *বি.* বাগান, উদ্যান (ও বাগে যেয়োনা বন্ধু, পুষ্পবন তোমার অন্তরেই বিদ্যমান—অবনীন্দ্র)। [বাগ باغ ফা.]। **বাগবাগিচা**—*বি.* ছোট-বড় বাগান। [— باغچه ফা.]। **বাগবান**— *বি.* মালাকর, মালী, বাগ করে যে (এয়ছাই ফুলের আন

বানাইল বাগবান, কেহ না দেখিল কোনকালে—হামজা)। [— + বান بان *ফা.* প্র. অর্থ 'রক্ষক']। **বাগবানি**—*বি.* মালীর কাজ, বাগানের কাজ (কারে বা বাগান বিচে, বাগান মালির কাছে, ভেজিল করিতে বাগবানি —হামজা)। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

বাগবাগ—দ্র. **বাগে বাগ**।

বাগান— *বি.* ফুল-ফলের উদ্যান। [باغان *ফা.*। বাগ باغ শব্দের ব.ব.]।

বাগিচা—*বি.* ছোট বাগান, ক্ষুদ্র বাগান (চারধারে তার নানান বরণ ফুলে বাগিচার বেড়া— জসীম)। [বাগ্‌চহ্‌ باغچه *ফা.*]।

বাগে এরাম—*বি.* শাদ্দাদ-নির্মিত নকল বেহেশ্‌ত্‌ (বাগে-এরামের নহর বাহিয়া নামিল যে পুতধারা— শাহাদাত)। [বাগ باغ *ফা.* + ইরম ارم *আ.*]।

বাগেবাগ, বাগবাগ— *বি.* খুশীতে আটখানা; অতিশয় আনন্দিত (দক্ষিণে দুলে আরবী দরিয়া খুশীতে সে বাগেবাগ—নজরুল)। [বাগ্‌বাগ্‌ باغ باغ *ফা.*]।

বাঙ, বাঙ্গ— *বি.* মোরগের ডাক, গোলমাল, চিৎকার। [বাঙ্গ্‌ بانگ *ফা.*]।

বাচ্চা—*বি.* শিশু। [বচ্‌চঃ بچّه *ফা.*] **বাচ্চা কাচ্চা**— *বি.* ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, শিশু সন্তান। [অনুকার শব্দ]।

বাজ—*বি.* শিকারী পাখী বিশেষ। [বায্‌ باز *ফা.*]। **-বাজ**— *বিণ.* দক্ষ, অভ্যস্ত, আসক্ত ইত্যাদি অর্থবাচক ফার্সী প্রত্যয় বিশেষ (ফন্দিবাজ, মামলাবাজ)। [باز *ফা.*]। **-বাজি** —*বি.* দক্ষতা, আসক্তি ইত্যাদি অর্থবাচক। [বাযী بازی *ফা.*]।

বাজার—*বি.* পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের স্থান, হাট (ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে— ভারত)। [বাযার بازار *ফা.*]। **বাজার গরম**—*ক্রি.* বাজারের পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া, পণ্যের ঘাটতি বেশী হওয়া। [— گرم *ফা.*]। **বাজার নরম বা মন্দা হওয়া** —*ক্রি.* পণ্যসামগ্রীর মূল্য বা চাহিদা হ্রাস পাওয়া। **বাজার সরকার**— *বি.* কেরানী। [— + سرکار *ফা.*]।

বাজি, বাজী—১*বি.* ইন্দ্রজাল, ভেল্‌কি (বাজিকর)। ২*বি.* খেলা, ক্রীড়া, কৌতুক (দৌড়বাজি)। ৩*বি.* আতশবাজি (বাজি পোড়ান)। [বাযী بازی *ফা.*]। **বাজিকর, বাজিগর**— *বি.* যাদুকর, ঐন্দ্রজালিক। [বাযীগর بازیگر *ফা.*]। **বাজিমাত, বাজিমাৎ**—*বি.* খেলায় বা প্রতিযোগিতায় ব্যাপকভাবে জয়লাভ (খেলায় কতখানি বাজিমাৎ করে ফেলেছেন—হুমায়ুন)। [—+ مات *আ.*]।

বাজু—১*বি.* বাহু, হাতের উপরের অংশ (নাহি আর বাজুতে কুওত—নজরুল)। ২*বি.* বাহুভূষণ বিশেষ (কৃষাণের বৌ পইঁছে বাজু বানায় —বিষ্ণু)। ৩*বি.* পক্ষ, ডানা। [বাযূ بازو *ফা.*]। **বাজুবন্দ, বাজুবন্ধ**—

বি. বাহুভূষণ বিশেষ (সোনাদানা বাজুবন্দ পাইল পুরস্কার—ঘন; নতুন পৈঁচি বাজুবন্দ প'রে চাষা-বৌ কথা কয় না গুমোরে—নজরুল)। [— + বন্দ্ بند *ফা.*]।

বাজে—১*বিণ.* অকেজো (বাজেমাল)। ২*বিণ.* অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় (বাজেকাজে গেল দিন)। ৩*বি.* তুচ্ছ, অপ্রধান, খারাপ (বাজে লোক)। ৪*বিণ.* অসার, মিথ্যা (বাজেকথা)। ৫*বিণ.* অনর্থক, নিরর্থক (বাজে খাটুনি)। ৬*বিণ.* বাড়তি, ফালতু, অতিরিক্ত (বাজে খরচ)। [ব'য্ (ব'দ্) بعض *আ.*]। **বাজে জমা**—*বি.* নিজ জমার অতিরিক্ত আয়, অনির্দিষ্ট ও সামান্য বিষয়ে লাভ সঞ্চয় (অভাগীর পতি বাজে জমার মালিক—ভারত)। [— + জম' جمع *আ.*]।

বাজেআপ্ত, বাজেয়াপ্ত, বাজেয়াফত, বাযেয়াফ্ত— *বিণ.* সরকার বা জমিদার কর্তৃক অধিকৃত, confiscated (বিষয়-সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত—মুস্তাফিজ)। [বায্ইয়াফ্ত্ بازيافت *ফা.*]। **বাযেয়াপ্তি**—*বি.* বাজেয়াপ্ত-করণ (দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ফলে—আনিস)। [— + *ই. বাং.*]।

বাঁটোয়ারা, বাটোয়ারা, বাঁটওয়ারা—*বিণ.* বিভাগ, বন্টন, ভাগ-বাটোয়ারা। [বট্ওয়ারঃ بٹواره *হি.*]।

বাৎলান, বাৎলানো—দ্র. **বাতলান**।

বাতলান/বাতলানো, বাৎলান/ বাৎলানো—*ক্রি.* বলা, বলে বা বুঝিয়ে দেয়া। [বাত্লানা بتلانا *হি.*]।

বাতানো—*ক্রি.* ব'লে দেওয়া, নির্দেশ দেওয়া, উপদেশ দেওয়া। [বতানা بتانا *হি.*]।

বাতাসা—*বি.* একপ্রকার মিষ্টি। [বতাসা بتاسا *হি.*]।

বাতিন—১*বি.* গূঢ়, গুপ্ত। ২*বি.* হৃদয়, অন্তর। [বাত্বিন্ باطن *আ.*]। **বাতিনী**—*বি.* গোপনীয়, ভিতরের। [باطنى *আ.*]। দ্র. **বাতেনী**।

বাতিল—*বিণ.* অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত (দলিল তাদের বাতিল—সত্যেন্দ্র)। [বাত্বিল باطل *আ.*]।

বাতেনী / বাতিনী কথা—*বি.* গোপন কথা, যেসব কথা সাধারণের নিকট প্রকাশনীয় নয় (বাতেনী কথা বরদাস্ত করিতে পারিবেনা—মনসুর)। [বাত্বিনী باطنى *আ.*]।

বাদশাহ, বাদসাহ, বাদশা— *বি.* সম্রাট, রাজাধিরাজ (তুমি বাদশারও বাদশাহ্ কম্‌লিওয়ালা— নজরুল)। [বাদশাহ্ بادشاه *ফা.*]। **বাদশাহ্‌জাদা, বাদশাজাদা**—*বি.* রাজকুমার, রাজপুত্র (ও যেন আলেফ-লায়লা কাহিনীর বাদশাজাদা— নজরুল)। [— + زاده *ফা.*]। **বাদশাজাদী**—*বি.* বাদশার কন্যা, রাজকুমারী। [— যাদী زادى *ফা.*]। **বাদশাহি, বাদশাহী, বাদশাই**— ১*বি.* রাজত্ব, রাজ্য; রাজ সম্পদ; জাঁকজমকপূর্ণ জীবন। ২*বি.* সম্রাটের কর্তৃত্ব (তাদেরই আভাস পেলে মনে হয় পাইলাম বাদশাহী—নজরুল)। [বাদশাহী بادشاهى *ফা.*]।

বাদা—১*বি.* জলাভূমি, সুন্দরবন অঞ্চল বাদা নামে পরিচিত (বাদাতে ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে— টেকচাঁদ)। ২*বি.* দক্ষিণ বঙ্গের জংলা অঞ্চল (সুদূর বাদা মুলুকে ধান কাটিতে গিয়াছে— ওদুদ)। [বাদিয়হ্ بادية *আ.*]।

বাদাম[১]— *বি.* নৌকার পাল (বাদাম লাগাইয়া বন্ধু কই ভাসিয়া যাও— জসীম)। [বাদ্‌বান بادبان *ফা.*]।

বাদাম[২]— *বি.* বৃক্ষবিশেষ এবং তার ফল। [বাদাম بادام *ফা.*]। **বাদামী** —*বিণ.* বাদামের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বাদাম সদৃশ। [বাদামী بادامی *ফা.*]।

বাদিয়া—দ্র. বেদিয়া।

বান্দা, বন্দা—*বি.* দাস, গোলাম, একান্ত বাধ্য (বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহানশাহ্—নজরুল)। [বন্দহ্ بنده *ফা.*]। **বান্দানেওয়াজ, বান্দাপরওয়ার**—*বিণ.* দাসের প্রতি বৎসল বা সদয়। [বন্দহ্‌পরব্‌র, বন্দহ্ নওয়ায্ بنده پرور-بنده نواز *ফা.*]।

বাফতা—*বি.* বস্ত্র বিশেষ, রেশম ও কার্পাস মিশিয়ে প্রস্তুত বস্ত্র বিশেষ। [বাফ্‌তঃ بافته *ফা.*]।

বাব—১*বি.* দফা, বিভাগ (বাবে বাবে এত টাকা নিলে প্রজার আর কি থাকে?)। ২*বি.* গ্রন্থের পরিচ্ছেদ, অধ্যায়। ৩*বি.* দরজা। ৪*বি.* প্রসঙ্গ, বিষয় (নানা প্রকার বাবের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল—আলাল)। [বাব্ باب *আ.*]।

বাবত, বাবদ—*অব্য.* জন্য, দরুন, দফা (কোন বাবতে কত টাকা খরচ হইল)। [বাবত্ بابت *আ.*]।

বাবরচি, বাবরচী—দ্র. বাবুর্চি।

বাবরি, বাবরী—*বি.* লম্বা কোঁকড়ান চুল, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ান চুল। [ববর্ ببر *ফা.*, ববরী ببری *ফা.* (অর্থ সিংহের মত)]।

বাবর্চি—দ্র. বাবুর্চি।

বাবুর্চি, বাবর্চি, বাবরচি, বাবরচী— ১*বি.* পাচক। ২*বি.* মুসলমান পাচক। [বাব্‌রচী باورچی *তু.*]। **বাবুর্চিখানা**—*বি.* রান্নাঘর। [— + খানহ্ خانه *ফা.*]।

বামাল, বমাল— ১*ক্রি-বিণ.* মাল সমেত (হঠাৎ বমাল ধরা পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল—বিভূতি; বামাল আটক করে রেখেছি— মশার্‌রফ)। ২*বি.* চোরাই মাল (সামাল সামাল পড়ল সাড়া বমাল মেয়ে-মর্দার—নজরুল)। [ব ب *ফা.* উপ. + مال *আ.*]।

বায়তুলমাল—*বি.* রাজকোষ, ধনাগার (বায়তুল মাল হইতে ভরণের জন্য তাঁকে কিছু টাকা বৃত্তি লইতে হইত— বাহার)। [বায়তুল মাল بيت المال *আ.*]। **বায়তুল্লা**— *বি.* আল্লাহর ঘর, কাবা (বিশ্ব-মুসলিম মিলনকেন্দ্র বায়তুল্লা— মুস্তাফিজ)। [বায়তুল্লাহ্ بيت الله *আ.*]।

বায়না[১]—১*বি.* আব্দার, প্রবল আগ্রহের সাথে বারংবার কোন কিছু পেতে চাওয়া (ছোটখাট কত বায়না ছেলের

পারে নাই মিটাবার— জসীম)। ২*বি.* উছিলা, ছল। [বহানহ্ بہانہ *ফা.*]।

বায়না[২]— *বি.* অগ্রিম মূল্যদান, দাদন, earnest money, মূল্য নির্ধারণ পূর্বক কিয়দংশ অগ্রিম দান বা গ্রহণ, মূল্যের কিয়দংশ পূর্বে দান ক'রে ক্রয়ের অংগীকার করণ। [বয়্‘ بیع *আ.*+ আনহ্ انہ *ফা.* প্র.]। **বায়নাপত্র**—*বি.* বায়না করা হলো এই স্বীকৃতিপূর্ণ লেখা। [— + পত্র *বাং.*]।

বায়নাক্কা — *বি.* খুঁটিনাটি বিবরণ, বিস্তারিত বিবরণ। [বয়ান بیان *আ.* + ওয়াক্বি‘আঃ واقعہ *আ.*, ফা-তে ‘ی’ যোগে بیانی واقعہ = ঘটনার বিবরণ]।

বায়া—*বি.* স্বত্ব বিক্রয়কারী (আদালতী ভাষা)। [বা'ই'উ بائع *আ.*]।

বায়েত—দ্র. **বয়েত**[২]।

বার—১*বি.* সপ্তাহের বিভিন্ন দিন। ২*বি.* দিন (হাটবার)। ৩*বি.* দফা, পালা, পর্যায়। [বার্ بار *ফা.*]। **বারদিগর**—*বিণ.* (আদালতী ভাষা) অন্যবার, দ্বিতীয়, পুনর্বার। [বার্-ই-দীগর باردگر *ফা.*]। **বারবরদার** —*বি.* মুটে, বাহক, বোঝা বহনকারী। [— + بردار *ফা.*]। **বারবরদারী**—*বি.* রাহাখরচ, যানবাহন ভাড়া, মাল বা যাত্রীর চালান। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

বারদরিয়া—*বি.* বাইরের দরিয়া, উন্মুক্ত সমুদ্র। [বার *বাং.* + দরিয়া دریا *ফা.*]।

বারদিগর—দ্র. **বার**।

বারবরদার, বারবরদারী—দ্র. **বার**।

বারবার—*ক্রি.-বিণ.* পুনঃপুনঃ। [بار - بار *ফা.*]।

বার সদ—*বি.* আগের রদ্ করা খাজনা পুনঃ ধার্য। [বার্ শুদ্ بارشد *ফা.*]।

বারান্দা–*বি.* ঘরের সম্মুখবর্তী (আচ্ছাদিত বা উন্মুক্ত) চত্বর বিশেষ, অলিন্দ। [বর্‌আম্‌দহ্ برآمده *ফা.*]।

বারুদ—*বি.* কামান বন্দুকাদিতে ভ'রে গুলি ছোঁড়ার বিস্ফোরক চূর্ণবিশেষ, gun-powder। [বারূদ بارود *ফা.*; বারূত্ باروت *তু.*]।

বারোয়াঁ, বারোয়া—*বি.* সংগীতের রাগিণীবিশেষ। [বর্‌বাঁ بروان *হি.*]

বালাই—১*বি.* আপদবিপদ, অমঙ্গল, উৎপাত, দুর্দৈব, সংকট (এ কোন্ এল বালাই—নজরুল)। ২*বি.* প্রয়োজন (দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা নাই দলিল—কবুলিয়তের নাই বালাই—নজরুল)। ৩*অব্য.* অশুভ উক্তি খণ্ডন সূচক (বালাই! ষাট!) [বলা' بلاء *আ.*]। **আলাইবালাই**—*বি.* ব্যাধি, অমঙ্গল, আপদবিপদ ইত্যাদি। [দ্বিরুক্ত শব্দ]। **বালামুসিবত**—*বি.* বিপদ-আপদ, দুর্যোগ ইত্যাদি। [বলা' بلاء *আ.* + মুসীবত مصیبت *আ.*]।

বালাখানা--*বি.* উচ্চ অট্টালিকা, প্রাসাদ। [বালাখানহ্ بالاخانہ *ফা.*]।

বালাপোশ, বালাপোষ—*বি.* পাতলা লেপজাতীয় গাত্রবস্ত্র বিশেষ (পেটে

মোর ভরিয়া তুলো বালাপোষ করো গো আমায়—নজরুল)। [বালাপোশ بالاپوش *ফা.*]।

বালিশ—*বি.* উপাধান, শয়নকালে মাথা রাখার তুলাভর্তি আধার বিশেষ। [বালিশ بالش *ফা.*]।

বাশিন্দা, বাসিন্দা, বাশেন্দা–*বি.* অধিবাসী (আমি ত এই দেশেরই একজন বাশেন্দা— আ. দীন)। [বাশিন্দাহ্ باشنده *ফা.*]।

বাসিন্দা—দ্র. **বাশিন্দা**।

বাহ্‌বা, বাহ্‌া— *অব্য.* প্রশংসা সূচক উক্তি, বিস্ময়, উপহাস প্রভৃতি উক্তি। [ব়া (ওয়া)হ্ واه *ফা.*] **বাহাবাহ** — *অব্য.* চমৎকার (অনেক সময় ব্যঙ্গার্থে)। [ব়াহ্ ব়াহ্ واه واه *ফা.*]।

বাহাছ, বাহাস—*বি.* যুক্তিতর্ক (এখন আর বাহাস করতে পারব না—মুফাখ্‌খার)। [বহস্ بحث *আ.*]।

বাহাদুর—১*বিণ.* কৃতী বীর, দুর্জয় সাহসী। ২*বিণ.* সাহসী, নির্ভীক। [বহাদুর بهادر *তু.*]। **বাহাদুরি**—*বি.* পৌরুষ, কৃতিত্বের গৌরব (আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম—বিদ্যা)। [বহাদুরী بهادری *তু.*]।

বাহানা—১*বি.* অছিলা, ছল, ভান, ছুতা, ওজর (বাহানা করিয়া ছোঁয় গো পিরান জাহানারার—নজরুল)। ২*বি.* বায়না, আবদার, অবিরত প্রার্থনা (ছেলেটি একটি পুতুলের বাহানা ধরেছে)। ৩*বি.* ওজর, আপত্তি (তালবাহানা)। [বহানহ্ بهانه *ফা.*]। **বাহানাবাজ** —*বি.* বাহানা বা ওজর, অছিলায় পটু। [— বায্ باز *ফা.*]।

বাহার—১*বি.* শোভা, সৌন্দর্য, জৌলুস (হলটি নূতন চুনকাম করা হইয়াছে, আলো বাহারে সুন্দর মানানসই দেখা যাইতেছে—মশার্‌রফ)। ২*বি.* মজা (খেলা হয়েছিল বাহারের)। ৩*বি.* সংগীতের রাগিণী বিশেষ (বসন্ত বাহার)। ৪*বি.* বসন্তকাল (কে তোমাদের ভালো! / বাহার আনে গুলশানে গুল, নাহার আনে আলো —নজরুল)। [বহার بهار *ফা.*]। **বাহারে, বাহারিয়া**— *বিণ.* সুন্দর, মনোরম, শোভাময় (রাস্তাটি যে খুব বাহারে তা বলা যায় না—মুজতবা)। [— + ইয়া *বাং.*]। **বাহারী**— *বিণ.* বাহ্যিক সৌন্দর্যময়, মেকি (ও ভারি নতুন ঘোড়া, ওগুলো নেহাতই বাহারী — গৌরীশঙ্কর)। [বহারী بهاری *ফা.*]।

বাহাল—দ্র. **বহাল**

বাহাস—দ্র. **বাহাছ**।

বিতারিখ—*ক্রি.-বিণ.* তারিখ, তারিখ অনুসারে। [ب *ফা.* উপ. + তারীখ تاريخ *আ.*]।

বিদ্'আত্, বেদ্‌আত, বেদাত—*বি.* ইসলামী শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ (বেদ্‌আতের সংস্রব অধিকতর বিশ্বাসের সহিত–আকরম)। [বিদ্'অত্ بدعت *আ.*]। **বিদ্'আতী**— *বিণ.* ইসলামী শাস্ত্র বিরোধী কাজ যে করে এমন (তিনি বিদ্‌আতী ফকির সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন— মু.শ.)। [— + ঈ *বাং.*]।

বিদায়—১*বি.* স্থানান্তরে যাওয়ার জন্যে

অনুমতি (এ কৌতুক/ভাল নাহি লাগে ঠাকুর! বিদায় মাগি— সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* দূরীকরণ। ৩*বি.* বিচ্ছেদ (কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালী সুর/ রোয়ে রোয়ে মরে বিদায়-বিধুর—নজরুল)। ৪*বি.* প্রস্থান (আমি যেদিন রইব না গো/ লইব চির বিদায়—নজরুল)। ৫*বি.* কর্ম থেকে অবসর, ছুটি (আমি পরের ঘরে কর্ব আপন, আমায় দাও বিদায়—সত্যেন্দ্র)। [বি়দা' وداع *আ.*]। **বিদায়ী**— ১*বি.* বিদায়ের কালে দেওয়া অর্থ বা উপহার। ২*বিণ.* বিদায় গ্রহণ করছে। [وداعی *আ.* + *ফা.*]।

বিবি—১*বি.* মুসলমান মহিলার সাধারণ পদবী, সম্বোধনেও ব্যবহৃত। ২*বি.* স্ত্রী, বধূ, পত্নী। ৩*বি.* ইউরোপীয় রমণী (সাহেব বিবি)। ৪*বি.* কর্ত্রী। ৫*বি.* রমণী মূর্তিচিহ্নিত তাস বিশেষ (সাহেব, বিবি)। ৬*বি.* সাজ-সজ্জা ও আরামপ্রিয়, বিলাসিনী নারী (বিবি সাজা)। [বীবী بی بی *ফা.*]। **বিবি-জান**—*বি.* বধূর প্রতি প্রিয় সম্ভাষণ, প্রেয়সী নারী (বিবিজান চলে যান লবেজান করে— ঈশ্বর)। **বিবি-য়ানা, বিবিআনা**— *বি.* মেয়েদের বিলাসিতা বা সাজ-সজ্জা (চুলটানা বিবিয়ানা, সাহেববাবুর বৈঠকখানা—লোক.)। [— + আনহ্ آنه *ফা.*]।

বিমা, বীমা—*বি.* ঝুঁকির বিরুদ্ধে চুক্তি, Insurance। [বীমহ্ بیمه *ফা.*। *ফা.* بیم বীম্ অর্থ 'ভয়']।

বিমার, বেমার— ১*বি.* পীড়া, রোগ, ব্যাধি (বেমার রোজ জেয়াদা মালুম হচ্ছে—টেকচাঁদ)। ২*বিণ.* পীড়িত [বীমার بیمار *ফা.*]। **বিমারি, বিমারী**—*বি.* পীড়া (শরীরে কোন বিমারি ঢুকছে—ওহীদ)। [بیماری *ফা.*]। **বিমারিস্তান**—*বি.* হাসপাতাল (বিমারীস্তানে রোগীর পাশে পাশে অবস্থান করে... মওদুদ)। [— + স্তান্ ستان *ফা.*]।

বিয়াবান—*বি.* শূন্য ময়দান, মরুভূমি, জনমানবশূন্য স্থান (জলহীন এ বিয়াবানে মিছে পস্তানো আর!—নজরুল)। [বিয়াবান্ بیابان *ফা.*]।

বির্য়ানী, বিরিয়ানি— *বি.* গোশ্ত সংযোগে এক প্রকার পোলাও বিশেষ (বিরয়ানী মুরগী মুছল্লম থেকে মিঠা টুকরা মোরব্বা— মুজতবা; বিশেষ খাবার ব্যবস্থা তবে ভয় শুধু রোস্ট, বিরিয়ানি আর পুডিং—ওবায়েদ)। [বির্‌য়ানী بریانی *ফা.*]।

বিলকুল—*বিণ.* স্রেফ, একদম (সতর্ক বাক্যগুলো বিলকুল ভুলে মেরে দিয়েছি–মনোজ)। [বি'ল্‌কুল্ بالکل *আ.*]।

বিলাত/বিলেত—১*বি.* ইংল্যান্ড। ২*বি.* ইউরোপ। ৩*বি.* বিদেশ। [ৱিলায়ত্ ولایت *আ.*]। **বিলাতি, বিলাতী**—১*বিণ.* বিলাতে উৎপন্ন বা প্রচলিত (নানাবিধ বিলাতি জিনিস বিক্রিত হইত—বিদ্যা)। ২*বিণ.* বিদেশ থেকে আমদানীকৃত। [— + *ই. ঈ. বাং.*]। **বিলাতীয়ানা**–*বি.* বিলাতী চালচলন। [— আনা *বাং.*]।

বিসমিল্লা, বিস্‌মিল্লাহ্—১*বি.* আল্লাহর নামে, আল্লাহর নাম স্মরণ ক'রে কার্যারম্ভ (মুসলমানের কর্মশাস্ত্র বিস্‌মিল্লাহ্—এয়াকুব)। ২*বি.* সূচনা, শুরু, আরম্ভ। [بسم اللّٰه *আ.*]। **বিস্‌মিল্লায় গলদ**— *বি.* গোড়ায় গলদ, শুরুতেই ভুল বা ত্রুটি।

বিহিশ্‌ত—দ্র. **বেহেস্ত**।

বুঁচকি—দ্র. **বোঁচকা**।

বুজদিল—*বিণ.* ভীরু, কাপুরুষ (বুজদিল ঐ দুশমন সব বিলকুল সাফ হো গিয়া —নজরুল)। [বুয্‌দিল্ بزدل *ফা.*]।

বুজরগ, বুজর্গ, বুজরুক— ১*বিণ.* অলৌকিক শক্তি বা পাণ্ডিত্যের ভানকারী, কুটিল (প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন— পরশু)। ২*বিণ.* প্রতারক, ঠক। [বুযুর্গ بزرگ *ফা.*]। **বুজরগী, বুজর্গী, বুজরুকি, বুজরুকী, বুজরুগী**— ১*বিণ.* পাণ্ডিত্যের বা অলৌকিক শক্তির ভান, জালিয়াতি, ছলনা, ভান (ঐন্দ্রজালিক শক্তির বুজরুকী— আকরম; ভণ্ডদের ঐ বুজরুকি কি হয় কখনো তার সমান —নজরুল)। ২*বি.* প্রতারণা। [বুযুর্গী بزرگی *ফা.*]।

বুটি, বুটী—*বি.* বস্ত্রাদিতে সূচে তোলা ফুল। [বূটা بوٹا *উ.*]। **বুটিদার**—*বিণ.* বুটিযুক্ত (ফিনফিনে ঢাকাই মসলিনের বুটিদার চাপকান— অবনীন্দ্র)। [— + دار *ফা.*]।

বুঢ্‌ঢা—*বিণ.* বৃদ্ধ, প্রবীণ (যুবা, যুবতীর সে দেশে ভিড়, সেথা যেতে নারে বুঢ্‌ঢা পীর—নজরুল)। [বুড্‌ঢা بڈھا *হি.*]।

বুত, বোত, বোৎ— *বি.* মূর্তি। [বুত بت *ফা.*]। **বুতখানা**—*বি.* মন্দির, শিবালয়। [— + খানহ্ خانه *ফা.*]। **বুতপরস্ত**—*বিণ.* মূর্তি উপাসক (বুত পরস্ত আরব ইসলাম কবুল করল —শরীফ)। [—পরসত্ پرست *ফা.*]। **বুতপরস্তী**— *বি.* মূর্তিপূজা। [— + পরস্‌তী پرستی *ফা.*]।

বুদ্দু—*বি.বিণ.* মরুবাসী আরব (আশে-পাশে যতেক ছিল বুদ্দু বেদুঈন জাত —ইজদানী)। [বদবী بدوی *আ.*]।

বুনট—১*বি.* বয়নকার্য, বয়নকৌশল। ২*বি.* বয়নের পারিশ্রমিক, বয়নমূল্য। ৩*বি.* বস্ত্রাদির বুনন বা জমিন। [বুনাওট্ بناوٹ *হি.*]।

বুনিয়াদ—দ্র. **বনিয়াদ**।

বুনিয়াদি, বুনিয়াদী—দ্র. **বনিয়াদ**।

বুররাক—দ্র. **বোরাক**।

বুরা—*বিণ.* খারাপ, মন্দ (মোদের নসিব বড় বুরা— টেকচাঁদ)। [বুরা برا *হি.*]।

বুরুজ—১*বি.* মিনারের উপরের অংশ, গম্বুজ (বারো বুরুজের উদয় হবে— জসীম)। ২*বি.* দুর্গ, প্রাকার, দুর্গ প্রাকারের উপরের কক্ষ। ৩*বি.* তাসখেলা বিশেষ। [বুর্‌জ্ برج *আ.*, بروج ব.ব.]।

বুলক, বুলাক— *বি.* নাকের অলঙ্কার বিশেষ (নাকেতে বুলক, গলায়

হাঁসুলী —ন্সীম)। [বুলাক্ বلاق তু.]।

বুলবুল্, বুলবুলি—*বি.* স্বনাম প্রসিদ্ধ পাখী বিশেষ (বুলবুলের মতো তার দৃষ্টি থাকে গোলাপ কুঞ্জের দিকে —মোতাহের)। [বুলবুল بلبل *ফা.* + ই. *বাং.*]।

বুলন্দ—*বিণ.* উচ্চ (প্রাণের বুলন্দ দর-ওয়াজায়— নজরুল)। [বুলন্দ্ بلند *ফা.*]। **বুলন্দ্ নসিব**— *বিণ.* উঁচু কপাল (দু'জনার হবে বুলন্দনসিব, লাখে লাখে হবে বদনসিব / এ নহে বিধান ইসলামের— নজরুল)। [— *ফা.* + নসীব نصيب *আ.*]।

বুলাক—দ্র. **বুলক**।

বুলি— ১*বি.* কথা, শব্দ, বাক্য, বোল, ভাষা (ইংলিশ বুলি)। ২*বি.* মুখস্থ ভাষা, প্রচলিত গৎ (বুলি আওড়ান)। ৩*বি.* অস্পষ্ট ভাষা বা বাক্য (শিশুর বুলি)। [বোলী بولى *হি.*, *উ.*]।

বুসা (বোসা)—*বি.* চুম্বন (সত্যই মহা-বীর তুই, বুসা দিই তোকে, আয়— নজরুল)। [বূসঃ بوسه *ফা.*]।

বুস্তান, বোস্তান—১*বি.* ফুলের বাগান (ধ্যানী তোমার মন বুস্তান গুলশান— ফররুখ)। ২*বি.* প্রসিদ্ধ ইরানী কবি শেখ সা'দীর বিখ্যাত এক কাব্যগ্রন্থ। [বোস্তান بوستان *ফা.*]।

বে— ১*অব্য.* বিনা, ব্যতীত, বিহীন, ছাড়া। ২*অব্য.* অভাব, বিরোধ, নিন্দা, বিহীনতাসূচক ভাব প্রকাশক শব্দ। [বে بے *ফা.*]। **বেআইনী** —১*বিণ.* আইনবিরোধী। ২*বিণ.* অবৈধ। [— + আ'ঈন آئين *ফা.* + ی (ঈ) *ফা.*]। **বেআক্কেল**— *বিণ.* জ্ঞানবুদ্ধিহীন, নির্বোধ, কাণ্ড-জ্ঞানহীন। [— *ফা.* + 'অক্বল্ عقل *আ.*]। **বেআদব, বেয়াদব**—*বিণ.* অশিষ্ট, অভদ্র, শিষ্টাচার বর্জিত। [— + আদব্ ادب *আ.*]। **বেআদবী**— *বি.* অভদ্রতা, অশিষ্টাচার (আবদুল্লা তাহার সহিত বেআদবী করে— আকরম)। [— + — + ঈ. *বাং.*]। **বেআন্দাজ**—*বিণ.* বেহিসাব, পরিমাণ সম্বন্ধে যার জ্ঞান নেই। [— *ফা.* + আন্দায্ انداز *ফা.*]। **বেআবরু** —১*বিণ.* বেপর্দা। ২*বিণ.* শ্লীলতা-হীন, সম্মানহীন। ৩*বি.* অপমান, অসম্মান। [— *ফা.* + আব্রূ آبرو *ফা.*]। **বেইজ্জত**— ১*বিণ.* অসম্মা-নিত। ২*বিণ.* অপমানিত। [—*ফা.* + 'ইয্যত عزت *আ.*]। **বে-ইজ্জতি** — *বি.* মানহানি, অপমান। [— + 'ইয্যতি عزتی *আ.*]। **বেইনসাফ** —*বি.* অন্যায়, অবিচার। [— + ইন্সাফ انصاف *আ.*]। **বেইমান, বে-ঈমান**—১*বিণ.* বিশ্বাসঘাতক, নিমক হারাম। ২*বিণ.* ধর্ম বিশ্বাসহীন। [— + ঈমান ايمان *আ.*]। **বেই-মানি, বেঈমানী**— *বি.* বিশ্বাস-ঘাতকতা। [— + — + ی (ঈ) *ফা.*]। **বেএক্তিয়ার**—১*বিণ.* এলাকা-বহির্ভূত। ২*বিণ.* ক্ষমতাহীন। ৩*বিণ.* উপায়হীন। ৪*বিণ.* বেসামাল (গোলাপী নেশায় একটুখানি বে-এক্তিয়ার হয়ে —মুজতবা)। ৫*বিণ.* অধিকার-

বহির্ভূত। [— *ফা.* + ইখ্‌তিয়ার اختیار *আ.*]। **বেওজর**— *বিণ.* যার অজুহাত নেই, আপত্তিহীন। [— *ফা.* 'উয্‌র عذر *আ.*]। **বেওফা**— *বিণ.* অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী (বেওফা বদ্‌জাত এরা খারাবি করিল তেরা—হামজা)। [— + ওয়াফা وفا *আ.*]। **বেওয়ারিশ, বেওয়ারিশী**—১*বি.* অভিভাবকহীন। ২*বিণ.* স্বত্বাধিকার বা দাবীদার শূন্য (বাংলা মুলুক বেওয়ারিশী মাল বুঝি— মোজহার)। [— + ওয়ারিস وارث *আ.*]। **বেকবুল**—*বি.* অস্বীকৃতি। [— + ক়বূল قبول *আ.*]। **বেকসুর**—*বিণ.* নিরপরাধী, নির্দোষ (বেকসুর খালাস)। [—*ফা.* + ক়সূর قصور *আ.*]। **বেকায়দা**— *বিণ.* উপায়হীন (বড় বেকায়দায় পড়িয়াছিলেন—মুস্তাফিজ)। [— *ফা.* + ক়া'ইদহ্‌ قاعده *আ.*]। **বেকার**—*বিণ.* কর্মহীন, জীবিকা বিহীন। [বেকার بیکار *ফা.*]। **বেকুব, বেকুফ, বেঅকুফ**— *বিণ.* নির্বোধ, বোকা। [— + ওয়াক়ূ'ফ وقوف *আ.*]। **বেকুবি**— *বি.* বোকামি, মূর্খতা। [— + — + ی *ফা.*]। **বেখবর**— *বি.* অজ্ঞ, খবরবিহীন। [— + خبر *আ.*]। **বেখরচ**—*বিণ.* বিনামূল্যে, বিনামূল্যে প্রদত্ত। [— + خرچ *ফা.*]। **বেখুদী**— *বিণ.* অহংশূন্যতা, আত্মহারা অবস্থা (বে-খুদীতে মশগুল আমি— নজরুল)। [— خودی *ফা.*]। **বেখেয়াল**—*বিণ.* উদাসীন। [— + খয়াল خیال *আ.*]। **বেখোদ** —*বিণ.* আত্মভোলা। [— + খূদ্‌ خود *ফা.*]। **বেগুনা** —*বি.* পাপশূন্য। [— + গুনাহ্‌ گناه *ফা.*]। **বেচঈন** —*বি.* অস্থির (বলিল হাতেম তায়ী ... কেন তুমি হও বেচঈন— ফররুখ)। [— + چین *ফা.*]। **বেচারা, বেচারী**—*বিণ.* শান্তশিষ্ট, নিরীহ, উপায়হীন্‌ ব্যক্তি। [— + چاره *ফা.*]। **বেচাল**—১*বিণ.* যার আচার ব্যবহার শোভনীয় নয়। ২*বিণ.* চরিত্রহীন। [— + چال *হি.*]। **বেজান**—*বিণ.* মৃত, মৃতকল্প, মৃতপ্রায় (তারি লাগি কন্যা জাগে বন্দী ঘরে উতলা বেজান —আজহার)। [— + جان *হি.*]। **বেজায়**— *বিণ.* খুব বেশী, অত্যন্ত (বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা— বিভূতি)। [— + জায়ে جائے *ফা.*]। **বেজার, ব্যাজার**— ১*বিণ.* বিরক্ত, অসন্তুষ্ট (তোর মুখ দেখে মনে হলো তুই বডডো বেজার— মুজতবা; বাপদাদা ব্যাজার হলে সংসারে, কোনদিন উন্নতি হয় না—আ. হক)। ২*বিণ.* অপ্রসন্ন। ৩*বিণ.* ক্রুদ্ধ। [— + যার زار *ফা.*]। **বেঢপ, বেঢং, বেঢঙ্গ**—*বিণ.* বেমানান, ছাঁচের সাথে যা মিলেনা। [— + ঢংগ্‌ ڈھنگ *উ.*]। **বেতদ্‌বির, বেতদবীর**— *বি* তদ্‌বীরের বা তত্ত্বাবধানের অভাব [— + তদবীর تدبیر *আ.*] **বেতমিয, বেতমীজ**—১*বিণ.* অশিষ্ট

বে্আদব। ২*বিণ.* শিষ্টাচারের জ্ঞান-বর্জিত। ৩*বিণ.* অনভিজ্ঞ। [— + তমীয্ تمیز *আ.*]। **বেতরবিয়ত, বেতরিবত, বেতরীবৎ** —*বিণ.* অশিক্ষিত, যার শিক্ষার বা শিষ্টাচারের অভাব আছে এমন। [— + তর্‌বিয়ত্ تربیت *আ.*]। **বেতাব** —*বিণ.* অশান্ত, অস্থির, অস্থির, চিন্তান্বিত, দুর্বল (যেমন ফরহাদ শিরীর প্রেমে হ'ল দীওয়ানা বেতাব— নজরুল)। [— + تاب *ফা.*]। **বেতার**— ১*বিণ.* বিস্বাদ। ২*বিণ.* তারবিহীন। [— + তার تار *ফা.*]। **বেদখল**— ১*বিণ.* অধিকারহীন, অধিকারচ্যুত। ২*বিণ.* নিজস্ব জিনিস অপরের হাতে চলে যাওয়া। [— + دخل *আ.*]। **বেদম**—১*বিণ.* দম ফুরিয়ে গেছে এমন (বেদম হইয়া পড়া)। ২*বিণ.* শ্বাসরোধী, উর্ধ্বশ্বাস (বেদম ছুট)। ৩*বিণ.* নিঃশ্বাস ফেলারও অবসর পাওয়া যায় না এমন, নীরব কাশ। ৪*বিণ.* শ্বাস ও বায়ু বের করে দেয় এমন, মারাত্মক (বেদম মার)। ৫*বিণ.* নিঃশ্বাস লওয়ার জন্যও থামেনা এমন (বেদম ভোজন)। [— + দম্ دم *ফা.*]। **বেদস্তুর**—১*বিণ.* রীতি বিরুদ্ধ। ২*বিণ.* নিয়মকানুন বহির্ভূত। [— + দস্তুর دستور *ফা.*]। বেদাগ— ১*বিণ.* দাগবিহীন। ২*বিণ.* চিহ্নিত করা হয়নি এমন। ৩*বিণ.* নিষ্কলঙ্ক, কালিমাহীন। [— + দাগ داغ *ফা.*]। **বেদানা**— *বি.* ফল বিশেষ, উচু জাতের ডালিম। [— + দানহ্ دانه]। **বেদীন**— ১*বিণ.* ধর্মহীন (আসিতে পারেনা হেথা বেদীন— নজরুল)। ২*বিণ.* সত্য ধর্মে অ-বিশ্বাস। [— + دین *আ.*]। **বে-দেরেগ**—*বিণ.* নির্মম, মুক্তহস্ত, নিষ্ঠুর (দাও বে-দেরেগ তেগ জুল্‌ফিকার —নজরুল)। [— + দরেগ دریغ *ফা.*]। **বেধড়ক**--১*বিণ.* অপরিমিত। ২*বিণ.* বেজায় (বেধড়ক মার)। [— + ধড়ক্ دهڑك *হি.*]। **বেনাম**— ১*বিণ.* নামহীন, অপরিচিত। ২*বি.* প্রকৃত মালিকের পরিবর্তে প্রচলিত অপর ব্যক্তির নাম। ৩*বি.* গোপন করা নাম। [— + নাম نام *ফা.*]। **বেনামা, বেনামী**—*বিণ.* লেখকের নাম গোপন করা হয় এমন নামহীন (বেনামী চিঠি)। [— + নামী نامی *ফা.*]। **বেপছন্দ**— *বিণ.* পছন্দ নয় এমন। [— +পসন্‌দ্ پسند *ফা.*]। **বেপরদা, বেপর্দা**—১*বিণ.* যে পর্দা সম্পর্কে সচেতন নয়। ২*বিণ.* উন্মুক্ত। ৩*বিণ.* ঘোমটাহীন। ৪*বিণ.* লজ্জা-হীন। [— + পরদহ্ پرده *ফা.*]। **বেপরোয়া**— *বি.* ভয়শূন্য, সাহসী। [— + পরওয়া پرو *ফা.*]। **বে-ফায়দা**—১*বিণ.* যাতে লাভ নেই। ২*বিণ.* বৃথা। [—+ ফা'ইদহ্‌. فائده *আ.*]। **বেবন্দোবস্ত**—১*বিণ.* যা ঠিক হয়নি। ২*বি.* বিশৃঙ্খল। [— + বন্দ্-ও-বস্ত্ بند و بست *ফা.*]। **বেবহা, বেবাহা**— ১*বি.* অমূল্য। ২*বিণ.* অতি উত্তম (দরকার বেবহা

রাস্তা বেবহা মাঠ—শওকত)। [— + بها ফা.]। **বেবাক**—*বিণ.* সবগুলি, সমস্ত (বেবাক লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবছেন—শওকত)। [— + বাক্ব باق আ.]। **বেমক্কা, বেমওকা** — ১*বিণ.* অসংগত। ২*বিণ.* অসংযত। ৩*বিণ.* অশোভন (এমন বেমক্কাভাবে হরতাল শুরু করতো না–ওয়ালিদ)। [— + মওক্ব' موقع আ.]। **বেমতলব**— *বি.* অনিচ্ছা। [— + মত্বলব্ مطلب আ.]। **বেমনাসিব**—*বিণ.* উচিত নয় এমন, অনুচিত, অশোভন। [— + মুনাসিব مناسب আ.]। **বেমালুম** —*বিণ.,ক্রি.-বিণ.* যা জানার মধ্যে নয়, অজ্ঞাতে। [— + ম'লূম معلوم আ.]। **বেমেরামত**—১*বি.* মেরামত করা হয়নি বা হয় না এমন অবস্থা। ২*বিণ.* মেরামত করা হয় নি এমন। [— + মরম্মত্ مرمّت আ.]। **বেয়ারাম, ব্যায়রাম, ব্যারাম**— *বি.* রোগ, ব্যাধি, শারীরিক, মানসিক অবস্থা খারাপ হওয়া (মাটিতে শুলে ব্যায়ারাম হবে বিবি, খাটে উঠে আয় —অচিন্ত্য)। [— + আরাম آرام ফা.]। **বেলেহাজ**—*বিণ.* অশিষ্ট, অভদ্র, অমনোযোগী, কাণ্ডজ্ঞানহীন। [— + লিহায্ লحاظ আ.]। **বেশক, বেসক**— *ক্রি.বিণ.* অবশ্যই, নিশ্চয়ই, সত্যই নিঃসন্দেহে। [— + শক্ شك আ.]। **বেশরম, বেসরম**— ১*বিণ.* যার লজ্জা নেই, নির্লজ্জ। ২*বিণ.* বেহায়া। ৩*বিণ.* বেয়াদব। [— + শরম شرم ফা.]। **বেশরা**—১*বিণ.* শরীয়ৎ বা ইসলামের বিধান বহির্ভূত। ২*বিণ.* শরীয়ৎ বা ইসলামের বিধান বহির্ভূত কাজ করে এমন, ইসলামী বিধান মানেনা এমন (বেশরা ফকীর)। [— + শর' شرع আ.]। **বেশুমার** —*বিণ.* অসংখ্য, প্রচুর (বেশুমার বাতি আসমানের এত বড় ছাতি ছাইয়া আছে— আ. হা.)। [— + শুমার شمار ফা.]। **বেসরকারী** —*বিণ.* যা সরকারের আওতার বাইরে। [— + সরকারী سرکاری ফা.]। **বেহদ, বেহদ্দ**— ১*বিণ.* অত্যন্ত, খুব। ২*বিণ.* অসীম। [— + হদ্ حد আ.]। **বেহায়া**—*বিণ.* যার লজ্জা-শরম নেই, নির্লজ্জ। [— + হয়া حیا আ.]। **বেহাল**–*বিণ.* শোচনীয়, খারাপ অবস্থা [— + حال আ.]। **বেহিসাব**—১*বিণ.* হিসাবহীন। ২*বিণ.* অবাধ, মুক্তহস্ত। ৩*বিণ.* অসতর্ক। ৪*বিণ.* অসংখ্য। [— + হিসাব حساب আ.]। **বেহিসাবী** —*বিণ.* হিসাব ক'রে চলে এমন। ২*বিণ.* অপরিণামদর্শী। [— + — + ঈ *বাং*]। **বেহুদা**— ১*বিণ.* বেয়াদব, বেহায়া, যার ব্যবহার খারাপ। ২*বিণ.* অনর্থক, বাজে। [বেহূদহ্ بیهوده ফা.]। **বেহুঁশ, বেহোঁশ**— ১*বিণ.* অচৈতন্য, বেখেয়াল। ২*বিণ.* অজ্ঞান, সংজ্ঞাশূন্য। ৩*বিণ.* মূর্ছিত। [—+ হুশ هوش ফা.]।

বেঅকুফ—দ্র. বে।
বেআইনী—দ্র. বে।
বেআক্কেল—দ্র. বে।
বেআদব—দ্র. বে।
বেআদবী—দ্র. বে।
বেআন্দাজ—দ্র. বে।
বেআবরু—দ্র. বে।
বেইজ্জত—দ্র. বে।
বেইজ্জতি—দ্র. বে।
বেইনসাফ—দ্র. বে।
বেইমান—দ্র. বে।
বেঈমান—দ্র. বে।
বেএক্তিয়ার—দ্র. বে।
বেওজর—দ্র. বে।
বেওফা—দ্র. বে।
বেওয়া, ব্যাওয়া—*বি.* বিধবা নারী, পতিহীনা (বেওয়ারিস বেওয়া হ'লে এঁরা তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন —কালীসিং)। [বেওয়াহ্ بیوه *ফা.*]।
বেওয়ারিশ, বেওয়ারিশী—দ্র. বে।
বেকসুর—দ্র. বে।
বেকায়দা—দ্র. বে।
বেকার—দ্র. বে।
বেকুফ—দ্র. বে।
বেকুব, বেকুবি—দ্র. বে।
বেখবর—দ্র. বে।
বেখরচ—দ্র. বে।
বেখুদী—দ্র. বে।
বেখেয়াল—দ্র. বে।
বেখোদ—দ্র. বে।
বেগ—*বি.* মোগল জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উপাধিবিশেষ। [বেগ بیگ *তু.*]।
বেগম—১*বি.* বিবাহিত মুসলিম মহিলা, মুসলিম মহিলা। ২*বি.* মুসলিম রানী। [বেগম بیگم *তু.*]।
বেগর—*অব্য.* বিনা, ব্যতীত, ছাড়া (বেগর মেহনতে রুজি দিল এতকাল—হামজা)। [বিগয়্র بغیر *আ.*]।
বেগানা—*বি.* অনাত্মীয়, নিকট সম্পর্ক-হীন। [বেগানহ্ بیگانه *ফা.*]।
বেগার, ব্যাগার—*বিণ.* পারিশ্রমিক বিহীন কাজ (বেগার খেটে জীবন গেল কেটে —মহী)। [বেকার بیکار *ফা.*]।
বেগুনা—দ্র. বে।
বেচঈন—দ্র. বে।
বেচারা/বেচারী—দ্র. বে।
বেজা—*বিণ.* সীমাতিরিক্ত, অনুচিত। [بیجا *ফা.*]।
বেজাত—১*বি.* অন্যজাত। ২*বি.* জাতি-চ্যুত। [بے + জাত *সং.*]।
বেজান—দ্র. বে।
বেজায়—দ্র. বে।
বেজার—দ্র. বে।
বেটা, ব্যাটা—১*বি.* পুত্র, ছেলে। ২*বি.* (অবজ্ঞা বা ভর্ৎসনায়) পুরুষ মানুষ (ব্যাটা কম বদমায়েশ নয়)। ৩*বিণ.* পুরুষ জাতীয় (বেটা ছেলে)। [بیٹا *হি.*]।
বেতদবির, বেতদবীর, বেতমিজ, বেতমীয, বেতরিবত, বেতরীবৎ, বেতাব, বেতার—দ্র. বে।
বেদআত—দ্র. বিদ্'আত্।
বেদখল, বেদম, বেদস্তুর, বেদাগ—দ্র. বে।
বেদাত—দ্র. বিদ্'আত।
বেদানা—দ্র. বে।

বেদিয়া, বেদে, বাদিয়া—*বি.* পাক-ভারতের বেদুঈন বা যাযাবর জাতি-বিশেষ। [বাদিয়াতুন্, বাদিয়হ্ بادية *আ.*]।

বেদীন—দ্র. বে।

বেদুইন, বেদুঈন, বেদুয়িন— *বি.* আরবের যাযাবর জাতিবিশেষ (ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন—রবীন্দ্র)। [বদৱীয়্ بدوى *আ.* এক.। বদৱীয়িন بدوين ব.ব.]।

বেদে—দ্র. বেদিয়া।

বেদেরেগ—দ্র. বে.।

বেধড়ক—দ্র. বে.।

বেনামা—দ্র. বে.।

বেনামী—দ্র. বে.।

বেপছন্দ—দ্র. বে.।

বেপরদা—দ্র. বে.।

বেপর্দা—দ্র. বে.।

বেপরোয়া—দ্র. বে.।

বেফায়দা—দ্র. বে.।

বেবন্দোবস্ত—দ্র. বে.।

বেবহা—দ্র. বে.।

বেবাক—দ্র. বে।

বেবাহা—দ্র. বে.।

বেমক্কা—দ্র. বে.।

বেমওকা—দ্র. বে.।

বেমতলব—দ্র. বে.।

বেমনাসিব—দ্র. বে.।

বেমালুম—দ্র. বে.।

বেমেরামত—দ্র. বে.।

বেমার—দ্র. বিমার।

বেরাদর—১*বি.* ভাই, ভ্রাতা। ২*বি.* বন্ধু। ৩*বি.* জ্ঞাতি। [বিরাদর برادر *ফা.*]। **ভাই বেরাদর**—*বি.* জ্ঞাতিগোষ্ঠী।

বেল—*বি.* নকশাকাটা জালের ফিতা। [বেল بيل *হি.*]।

বেলচা—১*বি.* লম্বা হাতলযুক্ত কোদাল বিশেষ, শাবল, Shovel, কোদালের মতো এক প্রকার খনন-যন্ত্র। ২*বি.* বালি, কয়লা ইত্যাদি তোলার যন্ত্র। [بيلچه *হি.*]।

বেলদার—১*বি.* খনক, যারা কোদাল দিয়ে মাটি কেটে জীবিকা অর্জন করে। ২*বি.* যারা ঝাড় লণ্ঠন সাজায়। ৩*বিণ.* জরির বা সুতার জালি বিশিষ্ট। [بيل *হি.* + دار *ফা.*]।

বেলমুক্তা—দ্র. **বেলমোক্তা**।

বেলমোক্তা, বেলমুক্তা—*ক্রি.বিণ.* সর্ব-সমেত, মোটমাট, চুক্তিকৃত পূর্ণ মূল্যে। [বিল্মক্‌ত্‌ব' بالقطع *আ.*]।

বেলাল—১*বি.* হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর বিশ্বাসী ভক্ত, শিষ্য ও ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। ২*বি.* সিক্ত, ভেজা। [বিলাল بلال *আ.*]।

বেলেল্লা—*বিণ.* ধর্ম ও নীতির ধার ধারে না যে, নির্লজ্জ, লম্পট, কাণ্ডজ্ঞানহীন, উচ্ছৃঙ্খল (মনুটা যেমন বাঁদর বেলেল্লা শোফিও তেমনি আফলাতুন কাহরা মেয়ে— নজরুল)। [بے *ফা.* + লিল্লাহ্ لله *আ.*]।

বেলেহাজ—দ্র. বে।

বেলোআরি, বেলোয়ারী— ১*বিণ.* উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাঁচে প্রস্তুত (বেলোয়ারী চুড়ি টিনের সিঁদুর রঙিন খেলনা হাঁকিয়া হাঁকিয়া চলে— জসীম)। ২*বিণ.* স্ফটিক। [বিল্লূরুন্ بلّور *আ.*]।

বেশ—১*বিণ.* ভাল, উত্তম, চমৎকার। ২*বিণ.* অনেক, খুব, যথেষ্ট (বেশ লিখেছ তো!)। [বেশ بیش *ফা.*]। **বেশ্‌কম**—*বিণ.* অল্পবিস্তর, অল্পাধিক (আর মিথ্যারও বেশ কম আছে—মনসুর)। [বেশ ও কম بیش و کم *ফা.*]।

বেশক, বেসক, বেশরম, বেসরম, বেশরা—দ্র. বে।

বেশি, বেশী—*বিণ.* প্রচুর, অনেক, অধিক। [বেশী بیشی *ফা.*]।

বেশুমার, বেসরম, বেসরকারী— দ্র. বে।

বেসাত—১*বি.* পুঁজি। ২*বি.* ব্যবসা (হাসিখুশীর বেসাত ওরা করছে সারাক্ষণ—জসীম)। ৩*বি.* ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য (রওয়ানা দিলেন আনতে ঘরে বাণিজ্যের বেসাত—ইজদানী)। ৪*বি.* দোকানদারী। [বিসাত্ব بساط *আ.*]। **বেসাতি, বেসাতী**— ১*বি.* ব্যবসায়, কেনাবেচা, দোকানদারী (মিছার বেসাতি করি/ ভবের নদীতে ফিরিছে কতই ভাগ্যবানের তরী—জসীম)। ২*বি.* ক্রয়। ৩*বি.* বিক্রয়। ৪*বি.* পণ্য। [বিসাত্বী بساطی *আ.*]।

বেস্তারা—*বি.* বিছানা, শয্যা। [বিস্‌তরা بسترا *ফা.*]।

বেহদ, বেহদ্দ—দ্র. বে।

বেহাগ—*বি.* সঙ্গীতের রাগিণী বিশেষ। [بہاگ *হি.*]।

বেহায়া, বেহাল, বেহিসাব, বেহুদা, বেহুঁশ, বেহোঁশ—দ্র. বে।

বেহেস্ত, বেহেশ্‌ত, বিহিশ্‌ত, ভেস্ত—১*বি.* মৃত্যুর পর পুণ্যবানদের বাসস্থান (বেহেশ্‌ত্ হইত ঝরে নাক' আর তাই রহমত—ক্ষমা করো, হযরত–নজরুল) ২*বি.* সর্ববিধ সুখের স্থান। [বিহিশ্‌ত্ بہشت *ফা.*]। **বেহেশ্‌তী**— *বিণ.* স্বর্গীয় (পাপে-তাপে পূর্ণ-আঁধার দুনিয়া/ হ'ল পুণ্য বেহেশ্‌তী নূরে উজালা— নজরুল)। [বিহিশ্‌তী بہشتی *ফা.*]।

বোঁচকা, বোচকা—*বি.* কাপড় দিয়ে বাঁধা পোটলা, গাঁটরি, মোট (এক-জনের পিঠে বোচকার মত বাঁধা একটা ছোট্ট ছেলে— জুলফিকার)। [বোক্বচহ্ بقچه , বোগ্‌চহ্ بغچه *তু.*]। **বুঁচকি, বুচকি**— *বি.* ছোট বোঁচকা, পুটলী। [— + ই. *বাং.*]।

বোচকা—দ্র. বোঁচকা।

বোত, বোৎ— দ্র. বুত।

বোরকা, বোরখা—১*বি.* মুসলিম মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত আপাদমস্তক আবরণ বস্ত্র। ২*বি.* ঘেরাটোপ (পাষাণ-কবর-বোরকা খোলো দেখব তোমায় সুন্দরী—সত্যেন্দ্র)। [বুর্‌ক্ব' برقع *আ.*]।

বোরজ— *বি.* শীর্ষ, চূড়া, শৈলচূড়া (অন্যায়ের মুখে আল বোরজের মত শিলাদৃঢ় তার প্রতিরোধ— ফররুখ)। [আলবুর্‌জ البرج *আ.*]। দ্র. **বুরুজ**।

বোর্‌রাক—দ্র. বোরাক।

বোরহান—*বি.* দলিল, প্রমাণ (ওযে বিশ্বের চির সাচ্চারই বোরহান—

নজরুল)। [বুর্হান بـرهان আ.]।

বোরা—১বি. ছালা, বস্তা। ২বি. রশি-নির্মিত ছোট থলি বিশেষ। [বূরা بـورا হি.]।

বোরাক, বোর্‌রাক, বুররাক— বি. হযরত মুহম্মদ (সঃ) মে'রাজের রাতে যে বাহনে চড়ে আল্লাহর আরশে গিয়েছিলেন (সেবহ রসুলে অতি, বোরাক বাহন গতি, জিব্রাইল যাহার যোগান— দৌলত; জমিন্-আস্‌মান জোড়া শির পাঁও তুলি তাজি বোর্‌রাক্—নজরুল)। [বুর্‌রাক্ব براّق আ.]।

বোসা—দ্র. বুসা।

বোস্তান—দ্র. বুস্তান।

ব্যাওয়া—দ্র. বেওয়া।

ব্যাগার—দ্র. বেগার।

ব্যাজার—দ্র. বে।

ব্যাটা—দ্র. বেটা।

ব্যায়রাম, ব্যারাম—দ্র. বে।

ভ

ভইন, ভইনি— বি. বোন, ভগিনী। [বহিন بـهن হি.]।

ভইষ, ভইস— বি. মহিষ। [ভঁইস্ بـهينس হি.]।

ভয়রোঁ—দ্র. ভৈরোঁ।

ভর্‌তা, ভর্তা—বি. আলু, বেগুন, কচু ইত্যাদি আগুনে সেঁকে বা পুড়িয়ে কিংবা সিদ্ধ করে তেল-মসলা যোগে প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিশেষ। [ভর্‌তা بـهرتا হি.]।

ভর-পিয়ালা— বি. পরিপূর্ণ পানপাত্র, ভরপুর পেয়ালা (দেখছি আঁধার জীবন ভরি/ ভর্-পিয়ালার লাল খোয়াব—নজরুল)। [ভর্ بـهر হি. + পিয়ালহ্ پياله ফা.]।

ভরসা—বি. আস্থা, নির্ভর, অবলম্বন, আশ্রয়, সাহস। [ভরোসঃ بـهروسه হি.]।

ভাও, ভাউ—১বি. অবস্থা, ভাব, হাল-চাল। ২বি. দর, দাম, মূল্য, হার। [বহা بـها ফা.]।

ভাগা—ক্রি. চম্পট দেওয়া, পলায়ন করা, ভঙ্গ দেওয়া (হামজার দাহশতে কেঁপে ভাগিল দুষমন—হামজা)। [ভাগ্‌না بـهاگنا হি.]।

ভাতিজা—বি. ভাইয়ের ছেলে, ভাইপো (গাড়ীতে ছিল ভাতিজা মামুন মিয়া—ইব্রাহিম)। [بـهتيجا হি.]।

ভান— বি. অজুহাত, অছিলা, ছল। [বহানঃ بـهانه ফা.]।

ভালাই— বি. কল্যাণ, মঙ্গল (ভালাই করিলে ভাল হয় আলবত—হামজা)। [بـهلائى হি.]।

ভিশ্‌তি—দ্র. ভিস্তি।

ভিস্ত, ভেস্ত, ভেশ্‌ত—১বি. বেহেশ্‌ত, স্বর্গ (অনন্তকাল ভিস্তে যায় যদি পড়ে মনস্তাপ করি— হেয়াত; ভেস্ত

নাজেল করিও সকল মৃত্যু ব্যথিত প্রাণ—জসীম)। ২*বি.* সকল শান্তির মূল, নয়নমণি (দীনদুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে—জসীম; দোজখে-ভেশ্‌তে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি— নজরুল)। দ্র. **বেহেস্ত**। [বিহিশ্‌ত بہشت *ফা.*]।

ভিস্তি, ভিস্তী, ভিশ্‌তি—১*বি.* মশক, পানি বহনের জন্য চামড়ার থলি বিশেষ। ২*বি.* মশকে ভরে যে পানি সরবরাহ করে, ভিস্তিওয়ালা। [বিহিশ্‌তী بہشتی *ফা.*]।

ভুক—দ্র. **ভুখ**।

ভুখ, ভুক—*বি.* ক্ষুধা। [ভূক بهوك *হি.*]।

ভুখা—*বিণ.* ক্ষুধার্ত, ক্ষুধিত (খোদার লাখ লাখ ভুখা মানুষ অন্নাভাবে শুকিয়ে মরছে—নজরুল)। [ভূকা بهوكا *হি.*]। **ভুখারী**—*বি.* ক্ষুধাতুর (ভুখারীর রোজা রমজান পরে/ এল কি ঈদের নওরোজা—নজরুল)। [— + আরী *বাং.*]।

ভুট্টা—*বি.* শস্য বিশেষ, মকাই। [ভুট্টা بهٹا *হি.*]।

ভেশ্‌ত—দ্র. **ভিস্ত**।

ভেস্ত—দ্র. **ভিস্ত**।

ভৈরোঁ, ভয়রোঁ—*বি.* সংগীতের রাগিণী বিশেষ (সানাইয়াঁ ভয়রোঁ বাজায়, নিদ-মহলায় জাগ্‌ল শাহ্‌জাদী—নজরুল)। [ভয়রোঁ بهيروں *হি.*]।

ভোদা—*বি.* জননেন্দ্রিয়, যোনি, স্ত্রীলিঙ্গ। [বোদ্‌আ'ঃ بضعه *আ.*]

ম

মউজ, মওজ, মৌজ—১*বি.* আনন্দ, উল্লাস। ২*বি.* মহাসমারোহ। ৩*বি.* ঢেউ, তরঙ্গ (আকাশঘন কাল মেঘেরি মউজ—জাফর)। [মওজ موج *আ.*]।

মউত, মওত, মৌত—*বি.* মৃত্যু (তবে বুঝি মউত হত খুব সুখের—মুফাখ্‌খার)। [মওত্‌ موت *আ.*]।

মউতাত—*বি.* মৌতাত।

মউলুদ—দ্র. **মিলাদ**।

মওকল— *বি.* ভারপ্রাপ্ত, মিকাইল ফেরেশতা (পবন উপরে আছে মওকল যে সেই ফিরিস্তার তরে আজ্ঞা কৈল সে—হেয়াত)। [মুঅক্কিল موكّل *আ.*]।

মওকা—*বি.* উপযুক্ত সময়, সুযোগ (এই মওকায় কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করবো নাকি—মনোজ)। [মওক্ব' موقع *আ.*]।

মওজ—দ্র. **মউজ**।

মওজুদ, মজুদ, মজুত, মৌজুদ—১*বিণ.* জমা, সঞ্চিত (মজুদ টাকা কে কোথায় কোন্‌ পথে নিয়া যায় তার আর সন্ধানই পাওয়া যায় না—মশার্‌রফ)। ২*বি.* বিদ্যমান, বর্তমান। [মওজূদ موجود *আ.*]।

মওড়া—দ্র. **মহড়া**।

মওত—দ্র. **মউত**।

মওয়াজ্জমা—*বিণ.* সম্মানিত (হাজি সাহেব

মক্কা মওয়াজ্জমা মদিনা মুনাওয়ারা —বহু পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছেন—ইমদাদ)। [মু'অয্যমঃ معظّمه আ.]।

মওয়াত— *বি.* মৃত্যু (আমার কপাল পুড়লেও আমি ওরকম হারামি মওয়াতকে প্রাণ থেকে ঘৃণা করি —নজরুল)। [মওত্ موت আ.]।

মওলবী—দ্র. **মৌলবী**।

মওলানা—দ্র. **মৌলানা**।

মওসুম—দ্র. **মৌসুম**।

মক্তব—দ্র. **মক্তব**।

মকদুর— *বি.* শক্তি, ক্ষমতা (বেটার এত মকদুর— মাইকেল)। [মক্বদূর مقدور আ.]।

মকদ্দমা, মকর্দমা, মোকদ্দমা, মুকদ্দমা— ১*বি.* মামলা, আদালতে অভিযোগ ও তার বিচার। ২*বি.* বিষয়, ব্যাপার (সাহেব বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়েকটা মারপিটের মকদ্দমা ফয়সালা করিলেন–টেকচাঁদ)। [মুক্বদ্দমঃ مقدّمه আ.]।

মকবরা, মকবেরা, মাকবেরা—*বি.* সমাধিভবন, কবর, গোর। [মক্ববিরঃ مقبره আ.]।

মকবুল— *বিণ.* আল্লাহ যা গ্রহণ করেছেন, গৃহীত (আল্লার দর্গায় তবে হইবে মকবুল—গরীব)। [মক্ববূল مقبول আ.]।

মকবেরা—দ্র. **মকবরা**।

মকমল, মখমল—*বি.* কোমল স্থূল ও চিকন কাপড়। [মখ্মল্ مخمل আ.]।

মকররী—দ্র. **মোকররী**।

মকরূহ— ১*বিণ.* গর্হিত, অশোভন। ২*বিণ.* ইসলাম ধর্মের বিধান মোতাবেক যা গর্হিত বা ঘৃণিত। [মক্রূহ্ مکروه আ.]।

মকর্দমা—দ্র. **মকদ্দমা**।

মক্‌শ—দ্র. **মক্স**।

মকসদ—দ্র. **মকসেদ**।

মকসূদ—১*বি.* উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, মতলব। ২*বি.* অভিপ্রায়, ইচ্ছা (মনের মকসুদ হাসিল করেন— মঈন)। [মক্বসূদ مقصود আ.]।

মকসেদ, মকসদ— ১*বি.* উদ্দেশ্য (মকসেদ হাসিল— আ.হা.)। ২*বি.* গন্তব্যস্থান। [মক্বসদ্ مقصد আ.]।

মকান— *বি.* বাড়ী, ঘর, আবাসস্থল [মকান مكان আ.]।

মকাম—দ্র. **মোকাম**।

মকুব, মকুপ, মোকুব, মৌকুফ— ১*বি.* অব্যাহতি, নিষ্কৃতি, রেহাই, মাফ (খাইখরচাও মওকুফ হয়ে যায়— মনোজ)। ২*বিণ.* স্থগিত, বরখাস্ত, মুলতবী। [মওকূ'ফ موقوف আ.]।

মক্কর—১*বি.* লীলা (পুথিতে যে কিছু নহে, সব কিছু আল্লার মক্কর— হামজা)। ২*বি.* ছলনা, ভান (এত মক্করও জান)। [মকর مكر আ.]।

মক্কা, মক্‌কা—*বি.* আরবদেশের অন্যতম প্রধান নগর এবং মুসলমানদের প্রধান তীর্থস্থান হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জন্মস্থান, তার মধ্যে কা'বা শরীফ মুসলিম জগতের কিবলা, হজ্জের স্থান। [মক্কঃ مكّه আ.]।

মক্কেল—*বি.* মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে উকিলের সাহায্য গ্রহণকারী (মামলার মক্কেলের জন্য ভাল করার সম্ভাবনা —মু. শ.)। [মুওয়াক্কিল্ موكّل *আ.*]।

মক্তব, মক্‌তব—*বি.* মুসলমান বালক-বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়-গৃহ (চৌবাড়ী ও পাঠশালা ও মক্তব—রামরাম)। [মক্তব مكتب *আ.*]।

মক্স, মক্‌শ—*বি.* অভ্যাস, অনুশীলন (ঘরে ঘরে, নিশিরাতে বক্তৃতার মক্স চলেছে—মনোজ)। [মশ্‌ক্ব مشق *আ.*]। **মক্‌স করা**—*ক্রি.* অনুশীলন করা। হাতের লেখা অভ্যাস করা।

মখদম, মখদুম—*বি.* শিক্ষক, সম্মানার্হ ব্যক্তি। [মখ্‌দূম مخدوم *আ.*]।

মখমল—দ্র. **মকমল**।

মখলূক—*বি.* সৃষ্ট জগত (মখলুকের খিদমতে দেয় তার সর্বস্ব বিলিয়ে —ফররুখ)। [মখ্‌লূক্ব مخلوق *আ.*]। **মখলুকাত**—*বি.* সমুদয় সৃষ্ট জগত (উমর স্মৃতির আতশী বেদনা মখলুকাতের ভিড়ে— ফররুখ)। [মখলূক্বাত্ مخلوقات *আ.*]।

মগজ—১*বি.* মস্তিষ্ক, brain (মগজে গজিয়ে উঠে আক্কেল— রবীন্দ্র)। ২*বি.* সারবস্তু, মজ্জা, শাঁস (মল্লিকা ফুল হাসছে হরি হাওয়ার মগজ-মন —সত্যেন্দ্র)। [মগয্ مغز *ফা.*]

মগজি—*বি.* বালাপোষ, জামা প্রভৃতির সেলাই-করা প্রান্তদেশ বা ধার। [মগ্‌যী مغزی *ফা.*]।

মগরব, মগরেব—১*বি.* সূর্যাস্তের স্থান বা কাল (মগরেব বেলা ডাকিলি যখন শান্তি নেমেছে সারাটি প্রাণে— মোহিত)। ২*বি.* সান্ধ্য নামাজ (পড়ব মগরেবের নামাজ কবে খানায়ে-কাবায়—নজরুল)। [মগ্‌রিব مغرب *আ.*]।

মগরুর—*বিণ.* আত্মম্ভরী, অহংকারী। [মগ্‌রূর مغرور *আ.*]।

মগরেব—দ্র. **মগরব**।

মচ্ছর—*বি.* মশা, মশক, দংশনকারী। [মচ্ছর مچھر *হি.*]।

মছনদ—দ্র. **মসনদ**।

মছলত—১*বি.* তাৎপর্য, প্রকৃত অর্থ, সৎপরামর্শ। ২*বি.* পরামর্শ, আলোচনা (আজিজ মছলত করে জোলেখার সাথে— গরীব)। [মস্‌লহত্ مصلحت *আ.*]।

মছলন্দ—দ্র. **মসলন্দ**।

মছলা—*বি.* সমস্যা, প্রশ্ন, সমস্যা-সম্পর্কিত, শাস্ত্রীয় বিধান, ধর্মীয় আদেশ নিষেধ। [মস'অলঃ مسئله *আ.*]।

মছলি—*বি.* মাছ, মৎস্য। [মছ্‌লী مچھلی *হি.*]।

মজকুর—*বি.* লিখিত বা উল্লেখিত বিবরণ। [ময্‌কূর مذكور *আ.*]।

মজদুর—দ্র. **মজুর**।

মজনুঁ, মজনুন—১*বিণ.* পাগল, বিবাগী (মজনুন্ হয়ে এসেছি এখানে প্রণয়ের দুরাশায়—আহসান; কায়েস যেমন লায়লি লাগি' লভিল মজনুঁ খেতাব —নজরুল)। ২*বি.* বিশ্ববিখ্যাত

প্রেমিক যিনি লাইলীর প্রেমে পাগল হয়েছিলেন (লায়লি তোমার এসেছে ফিরিয়া মজনু গো আঁখি খোলো —নজরুল)। [মজ্নূন مجنون *আ.*]।

মজবুত, মজবুদ— ১*বিণ.* দৃঢ়, শক্ত। ২*বিণ.* পাকা, পটু। ৩*বিণ.* দক্ষ। [ময্বূত্ব مضبوط *আ.*]। **মজবুতি** —*বি.* শক্তি, দৃঢ়তা। [— + ই. *বাং.*]।

মজযুব, মজুব— *বিণ.* ঐশী প্রেমে বেহুঁশ, আত্মহারা। [মজ্যূব مجذوب *আ.*]।

মজলিশ, মজলিশি—দ্র. **মজলিস**।

মজলিস, মজলিশ— ১*বি.* আসর, বৈঠক, সভা। ২*বি.* সমিতি, সংঘ। [মজলিস مجلس *আ.*]। **মজলিসি, মজলিশি**—*বিণ.* মজলিস সম্বন্ধীয়। [—*আ.* + ى (ঈ) *ফা.*]।

মজলুম— ১*বিণ.* অত্যাচারিত, উৎপীড়িত (খালেদ! খালেদ! মাজার আঁকড়ি, কাঁদিতেছে মজলুম— নজরুল)। ২*বি.* অত্যাচারিত ব্যক্তি, লাঞ্ছিত জন (জাগে গৃহহীন/ জাগে পরাধীন, জাগে মজলুম বদ্-নসীব —নজরুল)। [ময্লূম্ مظلوم *আ.*]।

মজহব, মযহব—দ্র. মজহাব।

মজহাব, মজহব, মযহব, ময্হাব, মাজহাব—*বি.* ধর্মীয় পথ, ধর্মীয় সম্প্রদায়, সংঘ, দল (চার এমামের চার ময্হাব— মনসুর)। [ময্হব مذهب *আ.*]। **মজহাবী**—*বিণ.* মযহাব সংক্রান্ত। [ময্হবী مذهبى *আ.*]।

মজা—১*বি.* স্বাদ। ২*বি.* আনন্দ, আরাম, কৌতুক, তামাশা, রংগ, রগড় (এর মধ্যে একটা মজা হয়ে গেছে— নজরুল)। ৩*বি.* ঠাট্টা, উপহাস, কৌতুককর বা আনন্দজনক ব্যাপার (ভাবছিলাম আমি যদি ঐ চাঁদের দেশে এক নিমিষে উড়ে যেতে পারতুম, তা হলে কি মজাই না হত! —নজরুল)। [মযহ্ مزه *ফা.* মুযাহ্ مزاح *আ.*]। **মজাদার**— ১*বিণ.* সুস্বাদু। ২*বি.* কৌতুকাবহ, আমোদপ্রদ। [— دار *ফা.*]।

মজাক—*বি.* ঠাট্টা, রসিকতা। [মযাক্ব্ مذاق *আ.*]।

মজাকিয়া—*বি.* রসিক লোক, কৌতুকী লোক। [মযাক্বিয়ঃ مذاقيه *আ.*]।

মজুত, মজুদ—দ্র. **মওজুদ**।

মজুব—দ্র. **মজযুব**।

মজুমদার, মজুন্দার— ১*বি.* প্রত্যেক জেলার রাজস্বের হিসাব পরীক্ষক। ২*বি.* নথীপত্র রক্ষক। ৩*বি.* কুল-পদবী বিশেষ। [মজমূ'অঃ مجموعه *আ.* + দার دار *ফা.*]।

মজুর, মজদুর—*বি.* শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকার্জন করে যে ব্যক্তি, শ্রমিক (শ্রমজীবী মেহনতী মজদুর —ফররুখ)। [ময্দূর مزدور *ফা.*]।

মজুরি, মজুরী— ১*বি.* পারিশ্রমিক (উচিত মজুরী দিতে কর অনুমতি

—বড়ু চণ্ডী)। ২*বি.* মজুরের কাজ বা শ্রমিকের কাজ (মজুর তোমার মজুরী করিয়া নজ্‌রানা কত পায় —নজরুল)। [মযদূরী مزدوری *ফা.*]।

মঞ্জিল, মনজিল—১*বি.* প্রাসাদ, বাস-ভবন। ২*বি.* অবতরণস্থান, পান্থ-নিবাস, সরাইখানা ('নজ্জুম' সব বলছে সবাই, আসবে সেজন এ মঞ্জিল্— নজরুল)। ৩*বি.* গন্তব্যস্থান, লক্ষ্য-স্থল (মুসাফিরখানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে ? —নজরুল)। ৪*বি.* সমাধি, কবর। [মন্‌যিল منزل *আ.*]।

মঞ্জুর—*বি.* অনুমোদিত, গৃহীত (কখন মঞ্জুর হবে, প্রভু, এই ব্যথিতের আর্জি পেশ্--নজরুল)। [মন্‌যূর منظور *আ.*]। **মঞ্জুরি**— *বি.* অনুমতি, অনু-মোদন (কয়েকটি পরগনার মঞ্জুরি লাভ করিলেন— কাদের)। [মন্‌যূরী منظوری *আ.*]।

মতলব, মৎলব— ১*বি.* অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য (দেলের মতলব কহ— হামজা; মৎলব ছাড়া দুনিয়ার কে কি করিয়া থাকে—শিরাজী)। ২*বি.* ফন্দি, কৌশল, কার্যসিদ্ধির উপায় (মতলব আঁটা, গোপন মৎলব —রবীন্দ্র)। [মত্বলব্ مطلب *আ.*]। **মত্‌লববাজ, মতলবী**—*বিণ.* ফন্দি-বাজ, কৌশলী, স্বার্থপর (তাঁহার মতলববাজ সহচরবৃন্দ—মুস্তাফিজ)। [— + باز *ফা.* ; — + ঈ. *বাং.*]। **মতলব হাসিল**— *বি.* স্বার্থসিদ্ধি। [— + حاصل *আ.*]।

মৎএজ্জম—*বি.* মুতরজিম, যে তর্জমা করে, অনুবাদক (আমি যখন তরজমা করি তিনচারখান ডিক্সনারী নেই আর একটা কথা মৎএজ্জমকে জিজ্ঞাসা করি— দীনবন্ধু)। [মুতরজ্‌জিম্ مترجم *আ.*]।

মৎফরেক্কা—দ্র. **মুতফরাক্কা**।

মদত, মদৎ, মদদ— ১*বি.* সাহায্য। ২*বি.* সহযোগিতা (সংসারের গাজীগণ মদত যে চায়—হেয়াত; মদদ মাগেন দীনের নবী—ইজদানী)। [মদদ্ مدد *আ.*]। **মদদগার**—*বিণ.* সাহায্যকরী, সহায়তাকারক (একা মর্দ যায় ময়দান করতে ফতে ইয়ার মদদগার কেউ নাই সাথে—অবনীন্দ্র)। [— + গার گار *ফা.*]। **মদদগারি**—*বি.* সাহায্যদান, সহায়তা করণ। [—+ গারী گاری *ফা.*]। **মদদমা'শ, মদদ-ই-মাশ**— *বি.* ধর্ম ও জ্ঞান-প্রচারে নিযুক্ত পীর, ফকীর ও আলিমদের ভরণপোষণের জন্য বাদশাহী আমলে নিষ্কর বা অল্প করে প্রদত্ত জমি (সম্ভ্রান্ত মুসলমানদেরকে মদদ-ই-মাশ ও জায়গির মঞ্জুর করেন— *আ.*কা.)। [— ম'আশ معاش *আ.*]।

মদিনা মনোয়ারা—*বি.* আলোকিত মদিনা, আরবদেশের অন্যতম প্রধান নগর এবং বিশ্ব-মুসলিমের তীর্থস্থান, হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কা থেকে হিজরত ক'রে এখানে আসেন এবং তাঁর সমাধিও এখানে অবস্থিত

(সেখানে থেকে যাবে পূণ্যভূমি মদিনা মনোয়ারায়—এস. ওয়াজেদ)। [মদীনঃ মুনব্‌বরঃ مدینه منوره *আ.*]।

মদ্দ—দ্র. **মর্দ**।

মনকির নকীর— *বি.* দুই ফেরেশতা যাঁরা মৃত ব্যক্তিদের কবরের মধ্যে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও কার্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। [মুনকির منکر *আ.* + নকীর نکیر *আ.*]।

মনক্কা, মুনাক্কা—*বি.* কিসমিস অপেক্ষা বড় শুষ্ক আঙুর বিশেষ। [মুনক্‌ক্বা منقّی *আ.*]।

মনজিল—দ্র. **মঞ্জিল**।

মনজুর—দ্র. **মঞ্জুর**।

মনসব— *বি.* উচ্চ রাজপদ। [মন্‌সব্ منصب *আ.*]। **মনসবদার**—*বি.* জায়গীরপ্রাপ্ত সেনাপতির উপাধি বিশেষ (আপনি দশহাজারী মনসবদার—*আ. উ.*)। [—দার دار *ফা.*]।

মনসুবা–*বি.* অভিপ্রায়, মতলব। [মন্‌সূবঃ منصوبه *আ.*]।

মনহুস—*বি.* অশুভ, অমঙ্গলজনক, মন্দ, অভিশপ্ত, হতভাগ্য (মনহুস রাত—ফররুখ)। [মন্‌হূস منحوس *আ.*]।

মনাছিব—দ্র. **মুনাসিব**।

মনাসিব—দ্র. **মুনাসিব**।

মনিব, মুনিব—*বি.* প্রভু, নায়েব নিযুক্ত-কারী। [মুনীব منیب *আ.*]।

মফতখোর— *বি.* বিনামূল্যে অভ্যস্ত ব্যক্তি (মফতখোর সঙ্গী মেলা ত এদেশে কঠিন কিছু নয়—শওকত)। [মুফ্‌ত্ مفت *ফা.* + খোর خور *ফা.*]।

মফস্বল, মফঃস্বল—১*বি.* রাজধানী বা নগরের বহির্ভূত স্থান, গ্রামাঞ্চল। ২*বি.* কাপড়ের পাড় বা জমির নক্সার বিপরীত দিকে (কাপড়ের সদর মফঃস্বল)। [মুফস্‌সল مفصّل *আ.*]।

মফিদ—*বিণ.* উপকারী, যাতে ফায়দা আছে এমন (সেই গরীব এতিম মিস্‌কিনে দে যা কিছু মফিদ—নজরুল)। [মুফীদ্ مفید *আ.*]।

মফিল, মহফেল, মহফিল, ম'ফিল —*বি.* আসর, মহফিল (মলুদের মফিল ছেড়ে উঠল তেড়ে যতেক মুসলমান—জসীম; হেরেম-বাঁদীরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল্ / নওরোজের নও-ম'ফিল— নজরুল; তোমাদের মহফিলে আমি সেই মুকুলেরে চাই—নজরুল)। [মহ্‌ফিল محفل *আ.*]।

মবলগ—*বি.* নগদ, মোট, থোক, একত্র (মবলগ পাঁচশ টাকা)। [মব্‌লগ্ مبلغ *আ.*]।

মমিন—দ্র. **মোমিন**।

ময়দা—*বি.* গমের মিহি গুঁড়া (আটা অপেক্ষা পরিষ্কৃত)। [ময়দঃ میده *ফা.*]।

ময়দান—*বি.* মাঠ, প্রান্তর (তোমার নামের মাহাত্ম্য প্রচার হয় ময়দানে-মস্‌জেদে — রশীদ)। [ময়দান میدان *আ.*]।

ময়না, মায়না—*বিণ.* চাক্ষুষ পরিদর্শন

ও অনুসন্ধান সহকারে কৃত—প্রধানত অপমৃত্যু সম্বন্ধে। [মু'আয়নঃ معائنه *আ.*]। **ময়না তদন্ত**—*বি.* আকস্মিক দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু বা খুনের পর শব ব্যবচ্ছেদ দ্বারা পরীক্ষা।

ময় মুরুব্বি—*বি.* অভিভাবক, গুরুজন, সহায়ক, রক্ষক (ওজনভারী ময় মুরুব্বি ওজনভারী রাত—ইজদানী)। [ময়'মুরব্বি مع مربّی *আ.* + *ফা.*]।

ময্‌হাব—দ্র. **মজহাব**।

মরকুমা— *বিণ.* লিখিত, উল্লিখিত। [মরকূ'মঃ مرقومه *আ.*]

মরচে—দ্র. **মরিচা**।

মরজান—*বি.* বৃহদাকার মোতি (আমার মাথায় তাজ দেখেছিলি দূর মর্‌জান মোতি বাহার—মোহিত)। [মরজান مرجان *আ.*]।

মরজি, মর্জি—*বি.* ইচ্ছা, খেয়াল, খুশি (এক্ষণে তাহার যেমন মর্জি হয়—বিদ্যা)। [মর্‌যী مرضی *আ.*]

মরতবা, মর্তবা—১*বি.* গুণ। ২*বি.* পদ, মর্যাদা, ধাপ (বাদশা বাইচ্যা থাকতে হাজীবাবার মাজারের মরতবা নষ্ট করে কোন ব্যাডা ? —ইসহাক)। ৩*বি.* শ্রেষ্ঠত্ব। [মরতবঃ مرتبه *আ.*]।

মরদ—১*বি.* পুরুষ, পুরুষোচিত গুণে ভূষিত ব্যক্তি, শক্তিশালী বা বীর পুরুষ (এমন জোয়ান মরদ—শামসুদ্দীন)। ২*বি.* যুবক। ৩*বি.* স্বামী। [মরদ্‌ مرد *ফা.*]। **মরদামি**—*বি.* পুরুষের গুণ, পুরুষোচিত সাহস (সাবাস হিম্মত তেরা সাবাস মরদামি— হামজা)। [মরদুমী مردمی *ফা.*]। **মরদান**—*বি.* (বহু.) বীরপুরুষগণ (খোদায় রাখিল নাম সাহে মরদান, ত্রিভুবনে বীর নাহি আলীর সমান—হেয়াত)। [মরদান مردان *ফা.*]।

মরশুম—দ্র. **মৌসুম**।

মরসিয়া, মর্সিয়া—১*বি.* মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শোকসূচক গান (ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা—নজরুল)। ২*বি.* মোহররমের শোকগান। [মর্সিয়ঃ مرثیه *আ.*]।

মরসুম, মরসুমী—দ্র. **মৌসুম**।

মরহুম—*বিণ.* মৃত, স্বর্গীয়, লোকান্তরিত, অনুগৃহীত (মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ—আনিস)। [মরহূম مرحوم *আ.*]।

মরহাবা, মারহাবা, মার্হাবা—*অব্য.* প্রশংসাসূচক উক্তি, শাবাশ, খুশ আমদেদ ইত্যাদি (মারহাবা আফরীন শাবাশ বলে উচ্চ কণ্ঠে কবির তারিফ করছে—মুজতবা)। [মর্‌হবন্‌ مرحباً *আ.*]।

মরিচা/মরচে/মর্চে—*বি.* লৌহমল, জং (মরিচা ধরা, মরিচা পড়া; প্রাণশক্তির অভাব ঘটে বলে তাতে জীবনে মর্চে পড়ে— মোতাহের)। [মূর্‌চহ্‌ مورچه *ফা.*]।

মরুয়ত— *বি.* মনুষ্যত্ব, মানবোচিত ব্যবহার (টাকাই তোমাদের ধর্মকর্ম, টাকাই তোমরা চেন, খাতির মরুয়ত

ত নাই— মশার্‌রফ)। [মুরুব্‌বত্‌ مروّت আ.]।

মর্চে—দ্র. **মরিচা**।

মর্জি—দ্র. **মরজী**।

মর্তবা—দ্র. **মরতবা**।

মর্তুজা—দ্র. **মুর্তজা**।

মর্দ/ মদ্দ—১*বি.* মরদ, পুরুষ (আর / মেয়েরা ওদের মদ্দের সাথে / রাজপথে করে গলাগলি—নজরুল)। ২*বি.* জোয়ানলোক, যুবক। ৩*বি.* স্বামী (মর্দ-বউ দুইজনেই সমান)। ৪*বিণ.* বীরপুরুষ, সাহসী (এইত মর্দ মানুষের কথা)। [মর্‌দ্‌ مرد *ফা.*]। **মর্দানা**— ১*বি.* পুরুষ। ২*বিণ.* পুরুষোচিত, পুরুষের মত। [মরদানঃ مردانه *হি.*]। **মর্দামি, মর্দ্দামি, মর্দমী**— ১*বি.* পুরুষোচিত ভাব। ২*বি.* পুরুষত্ব, পৌরুষ, শৌর্য, বীরত্ব, বাহাদুরি। [মর্‌দুমী مردمی *ফা.* অথবা মর্‌দ্‌ مرد *ফা.* + আমি *বাং.*]।

মর্শুম—দ্র. **মৌসুম**।

মর্সিয়া—দ্র. **মরসিয়া**।

মলকুল মওত—দ্র. **মালিকুল মউত**।

মলম—*বি.* প্রলেপ, লেপিয়া প্রয়োগ করার ওষুধ বিশেষ। [মর্‌হম্‌ مرهم *আ.*]।

মলমল—*বি.* মসলিন কাপড়, মিহি সূতার কাপড় বিশেষ (ভাঁজ করা মলমলের পাগড়ি—পরশু)। [মলমল ململ *ফা.*]

মলিদা—*বি.* পালিশ করা পাতলা ও নরম পশমী শীতবস্ত্র বিশেষ (মলিদা রং মেঘেব মায়া—সত্যেন্দ্র)। [মালীদঃ مالیده *ফা.*]।

মলুদ—দ্র. **মিলাদ**।

মলুদশরীফ— *বি.* মৌলুদ শরীফ, হযরতের জন্মবৃত্তান্ত পাঠ সূচক অনুষ্ঠান (আজকে হবে মলুদ শরীফ কাজীর গাঁয়ে মোল্লাবাড়ী—জসীম)। [মওলূদ শরীফ مولود شریف *আ.*]।

মশ্‌ক, মস্ক[১]—*বি.* পানি বহন করার চামড়ার থলি, ভিস্তি (এক মস্ক জল ভরি আনিল সত্বর—হেয়াত)। [মশ্‌ক مشك *ফা.*]।

মশকারা, মসকারা, মস্কারা— *বি.* পরিহাস, ঠাট্টা, তামাসা (আপনি মশকারা কচ্ছেন— মুফাখ্‌খার; খালেদের মস্কারায় কোন সাধ নাই —ওয়ালী)। [মস্‌খরহ্‌ مسخره *আ.*]। **মশ্‌কারী, মস্কারী**— *বি.* ভাঁড়ামি, উপহাস। [— *আ.* + ঈ. *বাং.*]।

মশগুল, মসগুল—*বিণ.* মগ্ন, আবিষ্ট, বিভোর, বিহ্বল (সাধনাতেই মশগুল —এস. ওয়াজেদ; আমি শুধু চাই মশগুল হাওয়া—সত্যেন্দ্র)। [মশ্‌গূল مشغول *আ.*]।

মশলা, মশল্লা—দ্র. **মসলা**।

মশহুর—*বিণ.* বিখ্যাত (হাদিস-কোরান কাবিলিয়াতের জন্য তিনি মশহুর —মনসুর)। [মশ্‌হূর مشهور *আ.*]।

মশাল, মসাল—*বি.* দীর্ঘ স্থূল বর্তিকা, ছোট লাঠির মাথায় জড়ানো তেল মাখানো নেকড়া ইত্যাদির মোটা

বাতি। [মশ্‘অল مشعل *আ.*]। **মশালচী**— *বি.* মশাল-বহনকারী, ওরকম বর্তিকাবাহক। [— + চী چی *তু.*]। **মশালদার**—*বি.* মশাল-বহনকারী। [— + দার دار *ফা.*]।

মসকারা—দ্র. **মশকারা**।

মসগুল—দ্র. **মশগুল**।

মসজিদ, মসজেদ— *বি.* মুসলিমদের উপাসনালয়। [মস্‌জিদ مسجد *আ.*]।

মসনদ, মছনদ— *বি.* রাজসিংহাসন, রাজাসন (সরফরাজকে হত্যা করে মসনদ অধিকার করলেন—আনিস)। [মসনদ مسند *আ.*]। **মসনদী**— ১*বিণ.* মসনদ সংক্রান্ত। ২*বিণ.* সরকারী, রাজকীয়। [— *আ.* + ی (ঈ) *ফা.*]।

মসনবী— ১*বি.* প্রতি দুই লাইনে মিলযুক্ত ছন্দ বিশেষ, দ্বিপদী কবিতা, ঐ ছন্দে রচিত পুস্তক। ২*বি.* মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী রচিত গ্রন্থ (হাত নেড়ে সুর করিয়া মসনবির বয়েৎ পড়িতেছেন—*টেকচাঁদ*)। [মছ্‌নবী مثنوی *ফা.* উচ্চারণ 'মস্‌নবী]।

মসমা—*বি.* ছাড়, নিষ্কৃতি (আমার খাজনা মসমা দাও—আলাল)। [মুসামহত্‌ مسامحت *আ.*]।

মসরুফ—*বিণ.* ব্যস্ত, নিয়োজিত, ব্যতিব্যস্ত (দুনিয়ার ফেকেরে মসরুফ আছি —মনসুর)। [মস্‌রূফুন্ مصروف *আ.*]।

মসলত—১*বি.* উপদেশ, পরামর্শ (এনার মসলতে কাম করলে মোদের দফা রফা হইত—টেকচাঁদ)। ২*বি.* চিন্তা। [মস্‌লিহতন্ مصلحتً *আ.*]।

মসলন্দ, মছলন্দ—১*বি.* উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মাদুর বিশেষ (সেই মছলন্দের পরে হাতেম যাইয়া বসিল—হামজা)। ২*বি.* কারুকার্য মণ্ডিত মোটা অথচ নরম কম্বল বিশেষ (ঘরের মাঝখানে মছলন্দ শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছেন—রবীন্দ্র)। [মস্‌নদ +মুসল্‌লা مسند + مصلاّ *আ.*]। **মছলন্দী** —*বিণ.* মছলন্দপাতা, রাজকীয়, জাঁকজমকপূর্ণ (বাবুকে নিয়মিত সিংহাসন-রূপ মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে—ভবানী)। [— + ঈ. *বাং.*]।

মসলা, মসল্লা, মশলা, মশল্লা—১*বি.* ব্যঞ্জনাদি মুখরোচক করবার জন্য ব্যবহৃত উপকরণ (রান্নার মশলা, পানের মশলা)। ২*বি.* সাধারণ উপকরণ (ইটের মসলা)। [মসালিহ্ مصالح *আ.*]।

মসলিন—*বি.* অতি কোমল ও সূক্ষ্ম কার্পাস ও বিশেষ মলমল। [মওসিলী موصلی *আ.*]।

মসল্লা—দ্র. **মসলা**।

মসাল—দ্র. **মশাল**।

মসায়েল—১*বি.* সমস্যা, প্রশ্ন। ২*বি.* প্রশ্নের উত্তর, বিধান। ৩*বি.* ধর্মীয় বিধান। [মসা'ইল مسائل *আ.*]।

মসিবত—দ্র. **মুসীবত**।

মসীহ—*বি.* হযরত ঈসা (আ.) (আসিল কিরে এতদিনে সেই মসীহ্ মহা-

মানব—নজরুল)। [মসীহ্ مسيح আ.]।

মসুম—দ্র. মৌসুম।

মসেহ, মুসেহ, মোছে— *ক্রি.বিণ.* স্পর্শকরণ, মাথা মোছা। [মসহ্ مسح আ.]।

মস্ক[১]—দ্র. মশ্‌ক।

মস্ক[২]—*বি.* মৃগনাভি, কস্তুরি (আর মস্ক ও মুসব্‌বর মেশান ইরানী তামাকের খোসবয়—কালীসিং)। [মুশ্‌ক্, মিশ্‌ক্ مشك ফা.]।

মস্ত, মস্তা— ১*বিণ.* অতিবৃহৎ, বড়, বিশাল। ২*বিণ.* মাতাল, মোহান্ধ, মত্ত। [মস্ত্ مست ফা.]।

মস্তাহাব, মুস্তাহাব, মোস্তাহাব—*বিণ.* পছন্দনীয়, উত্তম (প্রতি অঙ্গ ডাইন হইতে সবধোয় কন্ধ মোছে করে তারে মোস্তাহাব কয়—হেয়াত)। [মুস্তহব مستحب আ.]।

মস্তান—*বি.,বিণ.* মত্ত, উন্মত্ত, দেওয়ানা (তার লেখা গজল পড়ে তামাম দেশ মস্তান হয়ে উঠল— মুফাখ্‌খার)। [মস্ত مست ফা. + আন ان ফা.]।

মহক—*বি.* সুগন্ধ (ফুলের খোশবুই ছোটে মগজে মহক উঠে, ভ্রমরা আকুলতার বাসে—হামজা)। [মহক্ مهك হি.]।

মহকুমা—১*বি.* জেলার অংশ। ২*বি.* বিচারালয়। [মহ্‌কমঃ محكمه আ.]।

মহড়া, মোহরা, মওড়া—১*বি.* প্রদর্শন (ছবি মেলার মহড়া চলছে)। ২*বি.* অনুশীলন, অভ্যাস (যৌথ বিমান মহড়া হচ্ছে)। ৩*বি.* নাটকে অভিনয়ের প্রস্তুতি, মহলা। [মুহাবিরহ্ محاوره আ. অথবা মুহারত مهارت আ.]।

মহফিল—দ্র. মফেল।

মহফেল—দ্র. মফেল।

মহব্বত—*বি.* প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব। [মহব্বত محبّت আ.]।

মহম্মদ, মোহাম্মদ, মুহম্মদ, মোহম্মদ—*বি.* ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সঃ) (আদম দাউদ ঈসা মূসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ— নজরুল)। ২*বি.* হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর ভক্তি শ্রদ্ধাবশত সাধারণত মুসলমানদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। [মুহম্মদ محمّد আ.]।

মহরত, মহরৎ, মোহরত—১*বি.* নতুন আরম্ভ, পত্তন, সূত্রপাত, প্রস্তুতি। ২*বি.* উদ্বোধন, কার্যারম্ভ, অভ্যাস। ৩*বি.* নৈপুণ্য, দক্ষতা। [মুহারত্ مهارت আ.]।

মহরম, মোহর্‌রম, মোহারম—*বি.* আরবী চান্দ্রমাসের প্রথম মাস। হযরতের দৌহিত্র ইমাম হোসেন কারবালা প্রান্তরে শহীদ হন এই মাসের দশ তারিখে—সেই স্মৃতি উদযাপনমূলক পর্ব (কত মোহর্‌রম এলো, গেল চলে বহু কাল—নজরুল)। [মুহর্‌রম محرّم আ.]।

মহরুম, মাহরুম— *বিণ.* বঞ্চিত, বিরহিত। [মহ্‌রূম محروم আ.]।

মহল—১*বি.* গৃহ, ভবন, বাড়ীর অংশ (অন্দর মহল)। ২*বি.* ভূসম্পত্তির অংশ, তালুক (খাসমহল)। [মহল্ল محلّ *আ.*]। **মহলা**—*বিণ.* মহল-বিশিষ্ট। [— + আ. *বাং.*]।

মহল্লা—*বি.* নগরের অংশ, পল্লী অঞ্চল, পাড়া। [মহল্লঃ محلہ *আ.*]।

মহাফা—দ্র. **মাহাফা**।

মহুরী—দ্র. **মুহরি**।

মাইনদার, মাইন্দার— ১*বি.* মাসিক বেতনভুক্ত ভৃত্য। ২*বি.* যে ভৃত্য মাসে মাসে বেতন পায়। [মাহিয়ানঃ-দার ماهیانه دار *ফা.*]।

মাইনে—দ্র. **মাহিনা**।

মাইয়াত, মাইয়েত—*বিণ.* মৃত ব্যক্তি (কেউ মাইয়াতের গোছলের ব্যবস্থা করে—ইব্রাহিম)। [মইয়্যিত্ ميّت *আ.*]।

মাওলা— *বি.* প্রভু, কর্তা। [মওলা مولی *আ.*]।

মাকবেরা—দ্র. **মকবরা**।

মাকু—*বি.* তাঁত-বোনার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ, Weavers shuttle (প্রাণ করে আঁকু পাঁকু / কোথায় গেলে পাই তামাকু/ পেটে যেন চলে মাকু—নজরুল)। [মাকূ ماکو *ফা.*]।

মাকুল—*বিণ.* যথার্থ, ন্যায্য, ন্যায়-সঙ্গত, উপযুক্ত (মোরে কেন করিবে কবুল। আমা হৈতে জৈগুন মাকুল —হামজা)। [ম'কূ'ল معقول *আ.*]।

মাগফেরাত, মাগফিরাত—*বি.* ক্ষমা, মার্জনা (এই প্রেমময়ী রমণী আল্লার কাছে সিরাজের মাগফেরাতের জন্য মুনাজাত করতেন—মুর্তজা)। [মগ্-ফিরত্ مغفرت *আ.*]।

মাগা—*ক্রি.* যাচ্‌না করা, চাওয়া (পানের বদলে মুন্না মাগিছে পান্না-হার—নজরুল)। [মাঙ্‌গ্না مانگنا *হি.*]।

মাজরা—দ্র. **মাজেরা**।

মাজহাব—দ্র. **মজহাব**।

মাজার, মাযার— *বি.* গুরুস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তির সমাধিস্থান, কবর (রসুলে আকরমের মাজার–মুস্তাফিজ; কাঁদব মাজার শরিফ ধরে, শুনব সেথায় কান পাতি'–নজরুল)। [মযার مزار *আ.*]।

মা'জিযা—দ্র. **মো'জেজা**।

মাজুন— *বি.* হেকিমী ওষুধ বিশেষ, উত্তেজক ওষুধ। [ম'জূন معجون *আ.*]।

মাজুর—*বিণ.* অক্ষম, অসহায়। [ম'যূর معذور *আ.*]।

মাজুল—*বিণ.* কর্মচ্যুত, বরখাস্ত। [ম'যূল معزول *আ.*]।

মাজেজা—দ্র. **মো'জেজা**।

মাজেরা, মাজরা—*বি.* ঘটনা, ব্যাপার, বস্তু (খোদারে দে প্রাণের প্রিয়, শোন এ ঈদের মাজেরা— নজরুল)। [মাজ্‌রা ماجرا *আ.*]।

মাতব্বর/মাতবর—১*বি. বিণ.* সর্দার, প্রধান ব্যক্তি, গণ্যমান্য ব্যক্তি। ২*বিণ.* বয়োবৃদ্ধ, মুরুব্বী, elder। [মু'তবর معتبر *আ.*]।

মাতম—১*বি.* শোক (আজ তারা সবে করিছে মাতম আমার বাণীর মাঝে

—নজরুল)। ২*বি.* মুহর্‌রমের সময় বুক চাপড়িয়ে যে শোক করা হয়। [ম'তমু مأتم *আ.*]।

মাতাল, মাত্‌লা— ১*বিণ.* মদ্যপান-জনিত, মত্ততাযুক্ত, সুরাসক্ত। ২*বিণ.* আত্মহারা, বিভোর। [মত্‌ওয়ালা متوالا *হি.*]।

মাতোয়ারা, মাতোয়ালা— ১*বিণ.* মাতাল, পানোন্মত্ত। ২*বিণ.* আত্মহারা, বিভোর (সেই ফুলেরই খোশ্‌বুতে আজ দুনিয়া মাতোয়ালা—নজরুল)। [মত্‌ওয়ালা متوالا *হি.*]।

মাতোয়ালী, মাতোয়ালি, মুতওল্লী —*বি.* মুসলমানদিগের ধর্মার্থে বা লোকসেবার্থে প্রদত্ত সম্পত্তির তত্ত্বাব-ধায়ক, অছি, অভিভাবক, জিম্মাদার। [মুত্‌বল্লী متولّى *আ.*]।

মাত্তা—*বি.* দ্রব্যসম্ভার, সম্পদ, মূল্যবান সামগ্রী। [মতা'উ متاع *আ.*]।

মাদা— ১*বিণ.* তেজবীর্যহীন, দুর্বল (শরীরটে ছিল মাদা, তার ওপর সেদিন পড়েছিল একটু বেশী শীত—প্রমথ)। ২*বি.* মাদী, নরের বিপরীত। [মাদহ্‌ ماده *ফা.*]।

মাদি, মাদী—*বিণ.* স্ত্রী জাতীয় (সেই বৃটিশ সিংহ এইসব মাদি টিক-টিকিদের সম্বন্ধে কি বলেন ?—নজরুল)। [মাদহ্‌ ماده *ফা.* + *ই. বাং.*]।

মাদ্রাসা, মাদ্‌রাসা—১*বি.* বিদ্যাশিক্ষা-কেন্দ্র। ২*বি.* ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত শিক্ষাকেন্দ্র। [মদ্‌রসহ্‌ مدرسه *আ.*]।

মানত, মানৎ— *বি.* মানসিক মনো-বাসনা সিদ্ধির জন্য সদকা ভোগ বা বলিদান কিংবা বিশেষ ইবাদত ইত্যাদি করার সঙ্কল্প, vow (কত শত করে মানত্‌ তাহারা ভূত উদ্দেশে নিতি— নজরুল)। [মিন্নত্‌ منّت *আ.* মন্‌নত منت *হি.*]।

মানা— *বি.* নিষেধ, বারণ। [মন'ঈ منعى *আ.* মানা' منع *আ.*]।

মানে—১*বি.* তাৎপর্য, অর্থ (শব্দের মানে)। ২*বি.* উদ্দেশ্য, হেতু, কারণ (চাকরি ছাড়ার মানে কি ?)। [ম'নী معنى *ফা.*, ম'না معنى *আ.*]।

মান্না—*বি.* স্বর্গীয় আহার্য বিশেষ। [মন্ন منّ *আ.*]।

মাপ, মাফ—১*বি.* মার্জনা, ক্ষমা (তার বহুৎ কসুর, মাফ কিছুতেই নয়—মোহিত)। ২*বি.* রেহাই, অব্যাহতি, ছাড়। [মু'আফ معاف *আ.*]। **মাফী** —*বি.* ক্ষমা, মার্জনা (হোসায়নের খুনের বদলায় মাফী চাই পাপী সবাকার— নজরুল)। [মু'আফী معافى *আ.*]।

মাফিক—১*বিণ.* রুচি অনুযায়ী, পছন্দ অনুযায়ী (মিলমাফিক লোক পাইলে মানিকজোড় হয়—টেকচাঁদ)। ২*বিণ.* অনুযায়ী, মতন, ঠিক (সব সময় উচ্চারণ মাফিক হয় না—কা.দী.মু.)। [মুওয়াফিক্ব موافق *আ.*]।

মাবুদ, মা'বূদ—*বি.* উপাস্য, পূজনীয়, ইবাদতের যোগ্য। [ম'বূদ معبود *আ.*]।

মামলৎ—১*বি.* ব্যাপার সমূহ, উদ্দেশ্য-

গুলি, মতলব (মামলৎ হাসিল করা)। ২*বি.* অর্থ, কড়ি, টাকা-পয়সা। [মু'আমলঃ معاملہ *আ.*]।

মামলা—১*বি.* মকদ্দমা। ২*বি.* ব্যাপার, বিষয় (মাত্র একটা রাতের মামলা —মনোজ)। [মু'আমলঃ معاملہ *আ.*]। **মামলা-মকদ্দমা**–*বি.* নালিশ-মোকদ্দমা। [— + মুকদ্‌দমঃ مقدمہ *আ.*]।

মামা, মামু— ১*বি.* মায়ের ভাই বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি, মাতুল। ২*বি.* চাকরানী। [মামূঁ ماموں *হি.*, মামা ماما *ফা.*]।

মামুল— *বি.* দস্তুর, প্রথা। [ম'মূল معمول *আ.*]।

মামুলী, মামুলি—১*বিণ.* প্রথা অনুযায়ী, গতানুগতিক। ২*বিণ.* চিরাচরিত, চিরকালীন। ৩*বিণ.* অতি সাধারণ, অকিঞ্চিৎ (এমনি নির্লজ্জের মত এসে এই আঁধার পথের মামুলী মিলনেই আমার প্রিয়ার অবমাননা করি–নজরুল)। [ম'মূলী معمولی *আ.*]।

মাযার—দ্র. **মাজার**।

মায়— ১*অব্য.* পর্যন্ত, অবধি (চুলের ফ্যাসন থেকে সাহিত্য মায়— বুদ্ধদেব)। ২*অব্য.* সমেত, সহিত (মায় ঘর-বাড়ী)। [ম' مع *আ.*]।

মায়না—দ্র. **মাহিয়ানা**।

মারফত, মারফৎ—*অব্য.* দ্বারা, মাধ্যমে (দিলেন ঈদের মারফতে হজরত এই তাগিদ— নজরুল)। [ম'রিফত্ معرفة *আ.*]।

মারহাবা—দ্র. **মরহাবা**।

মারেফাত, মারফত— *বি.* মরমী, সাধনা, আল্লাহকে সম্যক্‌ভাবে জানার জন্য সাধনা, তত্ত্বজ্ঞান (হে মারেফতের ধ্যানী মুসাফির—ফররুখ)। [ম'রিফত্ معرفة *আ.*]। **মারফতি** —*বি.* তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কীয়, মারফত বিষয়ক। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

মাল— ১*বি.* পণ্যদ্রব্য। (... দারোগা-মুন্সেফ নই ভাই, চোরাই মাল—নজরুল)। ২*বি.* দ্রব্য, জিনিসপত্র (মালগাড়ি)। ৩*বি.* ধন-সম্পদ। [মাল مال *আ.*]। **মালদার**–*বিণ.* সম্পত্তি-শালী, ধনবান। [— + দার دار *ফা.*]। **মালমাত্তা**—*বি.* অর্থ ও অন্যান্য সম্পত্তি (যার অত ধন, মালমাত্তা, অত প্রতাপ, সেই ম'রে মাটি হয়—নজরুল)। [— + মতা'উ متاع *আ.*]।

মালউন, মালাউন—১*বিণ.* অভিশপ্ত, বিতাড়িত। ২*বি.* শয়তান। [মল্‌'উন্ ملعون *আ.*]।

মালপো—*বি.* লুচি জাতীয় মিষ্টি খাবার বিশেষ, ময়দা ও চিনি সহযোগে প্রস্তুত ঘিয়ে ভাজা পিঠা (আমি মালপোর লাগি' তল্পী বাঁধিয়া/ এ কল্পলোকে এসেছি মন—নজরুল)। [মাল مال *আ.* + পুওয়া پوا *হি.*]।

মালাউন—দ্র. **মালউন**।

মালামাল—*বিণ.* পরিপূর্ণ, ভরা। [মালা-মাল مالامال *ফা.*]।

মালিক—১*বি.* অধিকারী, স্বামী (মাটিতে

যাদের ঠেকে না চরণ/ মাটির মালিক তাঁহারাই হন—নজরুল)। ২*বি.* প্রভু (দীন-দুনিয়ার মালিক তুমি)। [মালিক مالك *আ.*]।

মালিকুল মউত, মালিকুল মৌত, মালিক-উল-মউত, মালেকুল মউত, মালেকুল মওত, মলকুল-মওত—*বি.* যে ফিরিশ্‌তা জীবের প্রাণ সংহার করেন, মৃত্যুর ফিরিশতা আজরাইল (পক্ষ মেলিয়া মালিকুল মউত আঁটিল কটিতে ছুরি—নজরুল)। [মল্‌কুল মউত ملك الموت *আ.*]।

মালিশ, মালিস—১*বি.* মর্দন। ২*বি.* মর্দন করার ওষুধ। [মালিশ مالش *ফা.*]।

মালুম— *বি.* অনুভব, বোধ, উপলব্ধি (কাজেই, এইযে মানবজাতি—জ্ঞানীর চোখে হয় মালুম—নজরুল)। [ম'লূম معلوم *আ.*]।

মালেকুল মউত, মালেকুল মওত—দ্র. **মালিকুল মউত**।

মাল্লা—১*বি.* নৌকাদির চালক, নাবিক (কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা—নজরুল)। ২*বি.* নৌকার দাঁড়ী, মাঝির অন্যান্য সহকর্মী। [মল্লাহ্‌ ملاح *আ.*]।

মাশাআল্লা— *অব্য.* সাবাস, আল্লাহ্‌ অপদৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন (মাশা-আল্লা! ইনশাআল্লা! —নজরুল)। [মাশা' আল্লাহ্‌ ماشاءالله *আ.*]।

মাশুক—*বি.* প্রেমাস্পদ (আশেক হও অনুক্ষণ তোমার মাশুকের অনুরাগে—মু. শ.)। [ম'শূক্ব معشوق *আ.*]।

মাশুকা—*বি. স্ত্রী.* প্রেমপাত্রী, প্রিয়া। [ম'শূক্বঃ معشوقه *আ.*]।

মাশুল—দ্র. **মাসুল**।

মাসহারা, মাসহরা/ মাসোয়ারা—*বি.* প্রতিমাসে প্রদেয় ভাতা বা বৃত্তি (তুমি যা মাসহারা পাও তাতে তো আমার কোন সাহায্য হবেনা— রবীন্দ্র)। [মুশাহরঃ مشاهره *আ.*]।

মাসহরা—দ্র. **মাসহারা**।

মাসুম—*বিণ.* নিষ্পাপ, পাপহীন, পবিত্র (আমার মাসুম বংশধর—তালিম)। [ম'সূম্‌ معصوم *আ.*]

মাসুল, মাশুল—১*বি.* শুল্ক, কর (তুলার মাশুল আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল—রবীন্দ্র)। ২*বি.* জিনিসপত্র পাঠাতে যে খরচ আদায় করা হয়। [মহ্‌সূল محصول *আ.*]।

মাসোয়ারা—দ্র. **মাসহারা**।

মাহ, মাহা—*বি.* মাস (এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর—বিদ্যাপতি)। [মাহ্‌ ماه *ফা.*]।

মাহ্‌গির—*বি.* ধীবর, জেলে (মাহ্‌গির বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোৎস্নার জাল—ফররুখ)। [মাহীগীর ماهی گیر *ফা.*]।

মাহতাব, মাহাতাব–*বি.* চাঁদ (আফতাব ঘোরে মাথার উপরে মাহ্‌তাব ফেলে দাগ— ফররুখ)। [মাহ্‌তাব ماهتاب *ফা.*]।

মাহরুম—দ্র. **মহরুম**।

মাহাতাব—দ্র. **মাহতাব**।

মাহাফা, মহাফা—*বি.* ডুলি, মাফা (নায়রী আইল মাহাফায় চড়ি—পূ.গী.)। [মুহাফঃ محافه *আ.*]।

মাহিয়ানা, মায়না—দ্র. **মাহিনা**।

মাহির, মাহের—*বি.* বিশেষ জ্ঞান, কৌশল। [মাহির ماهر *আ.*]।

মাহিনা, মাহিয়ানা/ মাইনে, মায়না—*বি.* মাসিক বেতন (ঠাকুরদাসের আটটাকা মাহিয়ানা হইয়াছে—বিদ্যা; ফাল্গুন মাস থেকে তোমাদের মাইনে বেড়ে যাবে—নজরুল)। [মাহিয়ানঃ ماهيانه *ফা.*]।

মাহের—দ্র. **মাহির**।

মাহে রমজান—*বি.* রমজান মাস, রোজার মাস (মাহে রমজান এসেছে যখন, আসিবে শবে কদর—নজরুল)। [মাহ্-ই-রমযান (রমদান) ماه رمضان *আ.*]।

মিছকিন, মিছকীন—দ্র. **মিস্‌কিন**।

মিছরি, মিছরী, মিশ্রী, মিস্‌রী—১*বি.* স্ফটিকের মত দানাবাঁধা চিনি (মজা মত্তমান মিছরি খাসা ক্ষীর খণ্ডা—ঘন)। ২*বিণ.* মিসরদেশ জাত বা মিসর দেশ সম্বন্ধীয় (মিষ্টি ধারাল মিছরীর ছুরি মিস্‌রী মেয়ের হাসি—নজরুল)। [মিস্‌রী مصرى *আ.*]।

মিছিল—১*বি.* শোভাযাত্রা (তাজিয়া মিছিলে একি কাজিয়ার খেলা দেখে প্রাণ কাঁদে—নজরুল)। ২*বি.* মকদ্দমা বা তৎসম্বন্ধীয় নথিপত্রাদি। [মিছ্‌ল্ مثل *আ.*, *ফা.* مسل মিস্‌ল্]।

মিজরাব, মেজরাপ—*বি.* সেতার বাদনকালে তারে আঘাত করবার জন্য দক্ষিণ তর্জনীর মাথায় যে বেষ্টনী লাগানো হয় (কেহ সেতারের মেজরাপ হাতে দেয়—টেকচাঁদ)। [মিয্‌রাব مضراب *আ.*]।

মিজাজ, মিজাজী—দ্র. **মেজাজ**।

মিজান—দ্র. **মিযান**।

মিঞা, মিঞা সাহেব—দ্র. **মিয়া**।

মিঞাজী—দ্র. **মিয়াজী**।

মিনার—১*বি.* অট্টালিকাদির স্তম্ভাকৃতি উঁচু চূড়া। ২*বি.* মসজিদ-সংলগ্ন উঁচুস্তম্ভ যেখান থেকে মুয়াজ্জিন আজান দেয়। [মিনার, মিনারঃ منار، منارە *আ.*]।

মিন্তি—দ্র. **মিহ্‌নত**।

মিম্বর—*বি.* খোৎবা পড়ার সময় দাঁড়াবার স্থান (কাবার মিম্বর হোতে দুনিয়ার দূরান্তের প্রান্ত ঈদগাহে সমস্বরে মন্দ্রিত আবার—শাহাদাত)। [মিন্‌বর (উচ্চারণ 'মিম্বর') منبر *আ.*]।

মিযান, মীযান, মিজান—১*বি.* দাঁড়ি-পাল্লা, তুলাদণ্ড, ওজন করার যন্ত্র বিশেষ। ২*বি.* ইসলামী শাস্ত্রমতে পরকালে মানুষের ভালমন্দ বিচারের জন্য বিশেষ তুলাদণ্ড। [মীযান্ ميزان *আ.*]।

মিয়া, মিঞা, মিঞাসাহেব, মিয়া-সাহেব—১*বি.* জনাব, সাহেব, মহাশয়, বাবু প্রভৃতির প্রতিশব্দ (থাক্‌ত বড় বড় মিঞাদের মত সহায়-সম্বল, তাহলে এ অভিযোগ করতাম না—নজরুল)। ২*বি.* মুসলমান ভদ্র-

লোকের নামের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হয়। ৩*বি.* স্বামী (মিয়া ও বিবিতে বড় ভাব আজি, খামারে ধরে না ধান—নজরুল)। [মিয়াঁ میاں *ফা.* + সাহিব صاحب *আ.*]।

মিয়াজী, মিঞাজী— *বি.* উস্তাদ, শিক্ষক। [মিয়াঁজী میاں‌جی *ফা.* 'জী' *তুর্কী প্র.*]।

মিয়াদ, মেয়াদ— *বি.* ধার্য সময় বা কাল (তারপর বেলাশেষে প্রবাসে মিয়াদ ফুরায়— শাহাদাত)। [মী'আদ میعاد]। **মিয়াদী, মেয়াদী, মিয়াদি**—*বিণ.* নির্দিষ্টকাল বা কাল পরিমাণ বিশিষ্ট (মিয়াদি পাট্টার মেয়াদ ফুরাইয়াছে— বঙ্কিম)। [মী'আদী میعادی *আ.*]।

মির—দ্র. **মীর**।

মিরদা, মীরদা, মিরযা—দ্র. **মীরযা**।

মিরাজ—দ্র. **মেরাজ**।

মিরাশ—দ্র. **মিরাস**।

মিরাস, মিরাশ—১*বি.* ওয়ারিসী সম্পত্তি, পুরুষানুক্রমিক ভাবে ভোগ করা হয় এমন বিষয় সম্পত্তি (তালুক-মিরাশ অনেক ছিল— শাহেদ)। ২*বি.* পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। [মিরাস্‌ مراث *আ.*]। **মিরাসী, মিরাশী**—১*বিণ.* উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। ২*বি.* গায়ক। [— *আ.* + ی (ঈ) *ফা.*]

মিলাদ, মউলূদ, মলুদ, মৌলূদ—১*বি.* হযরত মুহম্মদের (দঃ) জন্ম বৃত্তান্ত বিষয়ক ওয়াজ-মহফিল (মৌলুদ শরীফে উনিই/ ওরেই ডাকি ফাতেহাতে—নজরুল)। ২*বি.* জন্মকাল। [মীলাদ (= জন্ম, জন্মদিন) میلاد *আ.*, মওলূদ (= নবজাত শিশু) مولود *আ.*]।

মিল্লত—১*বি.* ধর্ম (ইব্রাহিমী মিল্লত)। ২*বি.* সম্প্রদায়। ৩*বি.* জাতি (মুসলিম মিল্লত)। [মিল্লত্‌ ملّت *আ.*]।

মিশর—দ্র. **মিসর**।

মিশ্রী—দ্র. **মিছরি**।

মিসকিন, মিছকিন, মিছকীন —১*বি.* নিঃস্ব, অতি দরিদ্র, নিরুপায় (হজরতের নাম তস্‌বি ক'রে/ যাবরে মিস্‌কিন বেশে—নজরুল)। ২*বি.* অতি দরিদ্র ব্যক্তি (ফকির মিছকিনদের এলাকা ভাগ করা ছিল —ইব্রাহিম)। [মিস্‌কীন مسکین *আ.*]

মিসমার—*বি.* সম্পূর্ণ ধ্বংস (নাসারা চায় আমাদের সব আস্তানা মিসমার করে দিতে— জাফর)। [মিস্‌মার مسمار *আ.*]।

মিসর, মিশর— *বি.* ইজিপ্টদেশ, আফ্রিকার আরবী ভাষী মুসলিম দেশ। [মিস্‌র্‌ مصر *আ.*]।

মিস্‌রী—দ্র. **মিছরি**।

মিহ্‌নত—*বি.* শ্রম, পরিশ্রম। [মিহ্‌নত محنت *আ.*]। **মিহনতী, মিন্তি** —*বিণ.* পরিশ্রমী, শ্রমিক। [— + ঈ. *বাং.*]।

মিহ্‌রাব, মেহ্‌রাব— *বি.* মসজিদের কেবলামুখী কুলুঙ্গী, মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জায়গা, খোত্‌বা পাঠের স্থান। [মিহ্‌রাব محراب *আ.*]।

মিহি, মিহিন— ১*বি.* সূক্ষ্ম। ২*বিণ.* পাতলা। ৩*বিণ.* অতি ক্ষুদ্র। ৪*বিণ.* কোমল। [মিহীন مهين *ফা.*]।

মিহিদানা— *বি.* এক প্রকার মিষ্টান্ন, মতিচূর। [বিহি بهی *ফা.* + দানঃ دانه *ফা.*]।

মিহির—*বি.* সূর্য, তপন। [মিহ্‌র مهر *ফা.*]

মীযান—দ্র. মিযান।

মীর, মির — *বি.* 'আমীর' এর সংক্ষিপ্ত রূপ, রাজা, দলপতি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। [আমীর امير *আ.*]।

মীরযা, মিরযা, মিরদা, মীরদা— *বি.* আমীর যাদঃর-এর সংক্ষিপ্ত-রূপ, রাজপুত্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। [আমীর যাদঃ امير زاده আ. + *ফা.*]।

মীর মুনশী—*বি.* প্রধান সেক্রেটারী, প্রধান কেরানী। [মীরমুন্‌শী مير منشى *ফা.*]।

মুকদ্দমা—দ্র. **মকদ্দমা**।

মুকরারী—দ্র. **মোকররী**।

মুকাবিলা—দ্র. **মোকাবিলা**।

মুঘল—দ্র. মোগল।

মুচলেকা—*বি.* শর্ত ভঙ্গ করলে দণ্ড-ভোগ করতে হবে এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকারপত্র, bond (তাহাকে মুচলেকায় আবদ্ধ করিয়া সাধারণ নাগরিক হিসাবে জীবিকার্জনের সুযোগ দান করিয়াছিলেন—ওয়ালী)। [মূচল্‌কা موچلكا *তু.*]।

মুচ্ছদ্দী—দ্র. **মুৎসুদ্দী**।

মুছলমান—দ্র. **মুসলমান**।

মুছুদ্দী—দ্র. **মুৎসুদ্দী**।

মুজতাহীদ, মুজতাহিদ—১*বি.* শাস্ত্রীয় বিধান সম্বন্ধে মতামত দানে সক্ষম এমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। ২*বি.* চেষ্টাশীল, উদ্যোগী। [মুজ্‌তহিদ্‌ مجتهد *আ.*]।

মুজদা, মুঝদা—*বি.* সুসংবাদ (মুজ্‌দা এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলী মন —নজরুল)। [মুঝ্‌দহ্‌ مژده *ফা.*]।

মুজরা/ মুজরো, মোজ্‌রা— ১*বি.* পারিশ্রমিকের বদলে নাচগান করা (প্রেমের-পাপীর এ-মোজ্‌রায়/ আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়— নজরুল)। ২*বি.* প্রাপ্য টাকা থেকে ছাড়। ৩*বি.* সম্মান প্রদর্শন। [মুজ্‌রা مجرا *আ.*]।

মুজাদ্দিদ, মোজাদ্দেদ— *বিণ.* ধর্ম সংস্কারক, মুসলমানী বিশ্বাসমতে হাজার বছরে একজন ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব হয় (জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ —ফররুখ)। [মুজদ্দিদ مجدد *আ.*]।

মুজাহিদ—১*বিণ.* জিহাদকারী। ২*বি.* বীর সৈনিক (দাও সাড়া দাও মুজাহিদ সেনা—ফররুখ)। [মুজাহিদ مجاهد *আ.*]।

মুজিযা—দ্র. মো'জেজা।

মুঝদা—দ্র. মুজদা।

মুতওল্লী—দ্র. মাতোয়ালী।

মুতফরাক্কা, মৎফরেক্কা, মোৎফরাক্কা —১*বিণ.* বিবিধ (নেজামত আদালতে নম্বরওয়ালী ও মৎফরেক্কার, তদ্বির

করতে হলে, ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়— কালী সিং)। ২*বিণ.* নগণ্য। ৩*বিণ.* যা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। [মুতফররিক্বঃ متفرقه *আ.* + আ *বাং.*]।

মুতাবেক—দ্র. **মোতাবেক**।

মুৎসুদ্দী, মুচ্ছদ্দী, মুছুদ্দী—১*বি.* ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ২*বি.* প্রধান কেরানী। ৩*বি.* প্রতিনিধি। [মুতসদ্দী متصدّی *আ.*]।

মুদ্দই—১*বি.* বাদী, ফরিয়াদী (দুই এক কথা আনয়ে ভরিয়া/ মধ্যস্থ মুদ্দই হয়ে ভুলাইয়া—ভারত)। ২*বি.* শত্রু। [মুদ্দ'ঈ مدّعی *আ.*]।

মুদ্দত, মুদ্দৎ— ১*বি.* মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়। ২*বি.* বহুকাল, বহুদিন (অনেক মুদ্দৎ পরে এল সেই নজ্জুম আবার—ফররুখ)। [মুদ্দত্ مدّت *আ.*]। **মুদ্দতী** —*বিণ.* নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বলবৎ থাকে এমন মেয়াদী। [مدّتی *আ.*]।

মুদ্দাফরাশ—দ্র. **মুর্দা**।

মুনফা—দ্র. **মুনাফা**।

মুনশী, মুনসী—১*বি.* কেরানী, লেখক। ২*বি.* উর্দু শিক্ষক। ৩*বি.* বিদ্বান। [মুন্‌শী منشی *আ.*]।

মুনসেফ, মুন্সেফ—*বি.* নিম্নদেওয়ানী আদালতের বিচারক। [মুন্‌সিফ منصف *আ.*]।

মুনাক্কা—দ্র. **মনক্কা**।

মুনাছিব—দ্র. **মুনাসিব**।

মুনাজাত, মোনাজাত—*বি.* প্রার্থনা, আরাধনা, আবেদন (আমরা দু'হাত তুলে ওদের জন্য মোনাজাত করি —আ. হা.)। [মুনাজাত্ مناجات *আ.*]।

মুনাফা, মুনফা—*বি.* লভ্যাংশ, লাভ। [মনাফি' منافع *আ.* মন্‌ফ'ত্ منفعت -এর ব.ব.]।

মুনাফেক, মুনাফিক, মুনাফেখ, মোনাফেক—*বিণ.* কপট, কপটী, কপটাচারী, প্রবঞ্চক, ভণ্ড। [মুনাফিক্ব منافق *আ.*]। **মুনাফেকি, মুনাফেকী**—*বি.* প্রতারণা, শঠতা,.কপটাচার (মোনাফেকী আর মিথ্যাচার—জুলফিকার)। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

মুনাসিব, মনাছিব, মুনাছিব, মনাসিব, মোনাসিব—১*বিণ.* পছন্দসই, মনোমত। ২*বিণ.* যোগ্য। [মুনাসিব مناسب *আ.*]।

মুনিব—দ্র. **মনিব**।

মুনীম—১*বিণ.* বদান্য, দানশীল। ২*বিণ.* উদার। [মুন্ 'ইম্ منعم *আ.*]।

মুনসী—দ্র. **মুনশী**।

মুন্সেফ—দ্র. **মুনসেফ**।

মুফৎ, মুফত—*অব্য.* মাগনা, বিনামূল্যে। [মুফ্‌ত্ مفت *ফা.*]।

মুফতি—*বি.* মুসলমান আইন-ব্যাখ্যাতা বা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নির্দেশক (হে শহরের মুফ্‌তি! তুমি বিপথ-গামী কম ত নও— নজরুল)। [মুফ্‌তী مفتی *আ.*]।

মুবারক, মোবারক—*বি.* শুভ, শুভ-লক্ষণ যুক্ত, কল্যাণময়, পবিত্র (ফুরিয়ে এল রমযানেরই মোবারক মাস—নজরুল)। [মুবারক مبارك *আ.*]।

মুমিন—দ্র. **মোমিন**।

মুয়াজ্জিন—*বি.* নামাজের সময় মসজিদের মিনার হতে উঁচু স্বরে আল্লার মহিমা ঘোষণাকারী, যিনি আজান দেন (মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে বন্ধু, তোমারি কাঁদন বাজে!—নজরুল)। [মুয়ায্যিন مؤذّن *আ.*]।

মুরগি, মুর্গি, মুর্গী— *বি.* কুক্কুট বা কুক্কুটী। [মুর্গ্ مرغ *ফা.* + ঈ *বাং.*]।

মুরদ, মুরোদ, মুরোত, মুরত—১*বি.* ক্ষমতা, সামর্থ্য। ২*বি.* মনুষ্যত্ব। [মুরওব্‌ত্ مروّت *আ.*]।

মুরব্বী, মুরুব্বী, মোরব্বী— ১*বি.* অভিভাবক। ২*বি.* পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক। ৩*বি.* রক্ষক। [মুরব্বী مربّی *আ.*]।

মুরশিদ—দ্র. **মুর্শিদ**।

মুরাকবা—দ্র. **মোরাকাবা**।

মুরীদ—১*বি.* মুসলমান ভক্ত বা তপস্বী। ২*বি.* পীরের শিষ্য। ৩*বি.* অনুসারী, শিষ্য (তোর/ প্রেম দিয়ে কর্ বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরীদ—নজরুল)। [মুরীদ مرید *আ.*]।

মুরুব্বী—দ্র. **মুরব্বী**।

মুর্তজা, মর্তুজা— ১*বিণ.* যার উপর আল্লাহ রাজী। ২*বিণ.* চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর উপাধি বিশেষ (আসে মুর্তজা সিপাহ্‌সালার ভাঙ্গি প্রাকার —ফররুখ)। [মুর্‌তযা مرتضی *আ.*]।

মুর্দা— ১*বি.* শব, মৃতদেহ, মড়া। ২*বিণ.* নিস্তেজ, প্রাণহীন (দে জাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিদ; মুর্দারা সব যুদ্ধে আসিস! —নজরুল)। [মুর্দহ্ مرده *ফা.*]।

মুর্দাফরাশ, মুর্দাফরাস, মুদ্দাফরাশ—*বি.* শবদাহনকারী ডোম (তুই কি পাগল, না মুদ্দাফরাশ—অচিন্ত্য)। [— + ফরোশ فروش *ফা.*]।

মুর্শিদ, মুরশিদ—*বিণ.* আধ্যাত্মিক গুরু, পীর, পথ প্রদর্শক (দুর্যোগ রাত্রির মুর্শিদ ধরিয়াছিলেন হাল—মোস্তফা)। [মুরশিদ مرشد *আ.*]। **মুর্শিদী, মুরশিদী**—*বি.* আধ্যাত্মিক সম্পর্কীয় লোকগীতি বিশেষ। [— *আ.* + ی (ঈ) *ফা.*]।

মুলতবী, মুলতবি, মুলতুবী, মুলতুবি— *বিণ.* স্থগিত রাখা, অন্য সময়ের জন্য রেখে দেয়া (কিছু দিনের জন্য আড়াআড়ি মুলতবি রাখিব— বিদ্যা)। [মুল্‌তবী ملتوی *আ.*]।

মুলতুবি, মুলতুবী—দ্র. **মুলতবী**।

মুলাকাত, মোলাকাত—*বি.* সাক্ষাৎ, দর্শন ভেট। [মুলাক্বাত ملاقات *আ.*]।

মুলুক, মুল্লুক—*বি.* দেশ, রাজ্য (এ পাপ- মুলুকে পাপ করেনি ক' কে আছে পুরুষ-নারী—নজরুল; লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াসায় ? —সত্যেন্দ্র; এমনি একটি অদেখা কোকাফ-মুল্লুকে ঘুরছিলুম—নজরুল)। [মুল্‌ক্ ملك *আ.*]।

মুশকিল, মুস্কিল—১*বি.* বিপদ, সঙ্কট, বাধা, বিঘ্ন (আনোয়ার! মুশ্‌কিল, জাগা কঞ্জুশ-দিল—নজরুল)। ২বি অসুবিধা (তা হলে তো ভারী মুশ্‌কিল —আসকার)। [মুশ্‌কিল مشكل *আ.*]। **মুশকিল আসান**—*বি.* বিপদ বা অসুবিধা কেটে যাওয়া [—*আ.*+ আসান آسان *ফা.*]।

মুশায়েরা—*বি.* কবি-সম্মিলন, কবি-সভা, কবিদের কাব্যালোচনার বৈঠক (হারাম তারা এ-মুশায়েরায় —নজরুল)। [মুশা'ইরহ্ مشاعره *আ.*]।

মুসম্মৎ, মোসাম্মাৎ, মোসম্মাৎ— ১*বি.* মুসলমান মহিলাদের উপাধি বিশেষ। ২*বি.* শ্রীযুক্তা, শ্রীমতি। [মুসম্মাত্ مسمّات *আ.*]।

মুসলমান, মুছলমান, মুসলিম, মোসলেম—১*বি.* হযরত ইব্‌রাহিম (আঃ) কর্তৃক নামাঙ্কিত ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতি বা ব্যক্তি। ২*বি.* ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর অনুসারী (ভিতরে সব কাফের ওরা, বাইরে মুসল-মানের সাজ— নজরুল; জাগো, ওঠ মুসলিম, হাঁকো হাইদরী হাঁক—নজরুল)। [মুস্‌লিমূন مسلمون *আ.* ব.ব., এক. مسلم। 'মুসলি-মান'-এর বিকৃত রূপ 'মুসলমান']। **মুসলমানী**— ১*বি.* মুসলমানদের ধর্মাচার। ২*বি.* খৎনা, সুন্নৎ। ৩*বি.* ইসলাম ধর্মাবলম্বনকারিণী নারী। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

মুসলিম—দ্র. মুসলমান।

মুস্‌লেমিন—*বি.* মুসলমানগণ (নাহিক ইমাম, বলিতে হইবে- ইহারা মুসলেমিন— নজরুল)। [মুস্‌লিমান مسلمان *ফা.*, *আ.* 'মুসলিম' শব্দের ব.ব.]

মুসল্লী, মুসুল্লী— *বিণ.* নামাজী, যে সালাত আদায় করে (মসজিদের মিনার-চত্বরে দণ্ডায়মান মুসুল্লী উদাত্ত-কণ্ঠে আল্লার বন্দেগীর জন্যে আজান দিতে থাকল— আফসার)। [মুসল্লী مصلّى *আ.*]।

মুসা—১*বি.* ইহুদীদের প্রসিদ্ধ ধর্মবিধান-দাতা। ২*বি.* তওরাৎ কিতাব প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ রসুল বা পয়গম্বর। [মূসা موسى *আ.*]।

মুসাফা— *বি.* সাক্ষাৎকালে করমর্দন (হেসে ওর সঙ্গে মুসাফা করল নাজমুল —মঈন)। [মুসাফহঃ مصافحه *আ.*]।

মুসাফির, মুসাফের— ১*বি.* পথিক, সফরকারী (এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন—নজরুল)। ২*বি.* বিদেশীয় ভ্রমণ-কারী ব্যক্তি (বিদেশী মুসাফের—মুস্তাফিজ)। [মুসাফির مسافر *আ.*]। **মুসাফিরখানা**—*বি.* পান্থশালা, সরাই, চটি (বিভিন্ন স্থানে অনেক-গুলি মুসাফিরখানা তৈরী করেন—বাহার)। [— *আ.* + خانه খানহ্ *ফা.*]। **মুসাফিরি**— *বি.* পথ চলা কাজ অর্থে (একটানা মুসাফিরির ধাক্কায় মন তখন এমনি বিকল হইয়া গিয়াছিল—মুজতবা)। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

মুসাবিদা, মুসাবেদা—১*বি.* পাণ্ডুলিপি। ২*বি.* খসড়া, rough draft (বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয় —দীনবন্ধু)। [মুসওবি্দহ্ مسودہ *আ.*]।

মুসাল্লাম—*বি.* ঘি ও অন্যান্য মসলাসহ রান্না করা একটি গোটা মুরগী, roast। [মুসল্লম্ مسلّم *আ.*]।

মুসাহিব—দ্র. **মোসাহেব**।

মুসিবত—দ্র. **মুসীবত**।

মুসীবত, মুসিবত, মসিবত— *বি.* বিপদ দুর্যোগ, দুঃসময় (মুসীবতে ঘনঘটায় তুরস্কের আসমান ছাইয়া ফেলিয়াছিল— মুস্তাফীজ; পেরেশান হও কাহে ঘোড়া মসিবতে— হামজা)। [মুসীবত্ مصيبت *আ.*]।

মুসুল্লী—দ্র. **মুসল্লী**।

মুস্কিল—দ্র. **মুশকিল**।

মুস্তফা, মুস্তাফা, মোস্তফা—১*বি.* মনোনীত, বৃত। ২*বি.* হযরত মুহম্মদ (সা:)-এর প্রতি আরোপিত নাম। [মুস্‌ত্বফা مصطفى *আ.*]।

মুস্তাহাব—দ্র. **মস্তাহাব**।

মুহতাজ, মোহতাজ—১*বি.* অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র। ২*বি.* মুখাপেক্ষী। [মুহ্‌তাজ محتاج *আ.*]।

মুহম্মদ—দ্র. **মহম্মদ**।

মুহরি, মুহরী, মুহুরি, মুহুরী, মহুরী —*বি.* কেরানী (খাতা লেখার যে দুইজন মুহুরী নিচে একপাশে থাকতো)। [মুহর্‌রির্ محرّر *আ.*]।

মুহাজির, মুহাজের, মোহাজের—*বিণ.* দেশত্যাগী (যাহারা সত্যের জন্য দেশত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে মুহাজির বলে— বাহার)। [মুহাজির مهاجر *আ.*]। **মুহাজিরীন, মুহাজিরূন**। ['মুহাজির'-এর ব.ব.]।

মুহাদ্দিস—দ্র. **মোহাদ্দেস**।

মুহুরি, মুহুরী—দ্র. **মুহরি**।

মেওয়া—*বি.* বেদানা, ডালিম, আঙ্গুর, বাদাম প্রভৃতি পুষ্টিকর ফল (বেহেশ্‌তে যে কত রকমের মেওয়ার গাছ ছিল—ইমদাদ)। [মীওয়াঃ, মেওয়াঃ ميوه *ফা.*]। **মেওয়াজাত**— *বি.* নানারকম ফল। [— + জাত جات *ফা.* প্র. ব.ব.]।

মেকতা—দ্র. **মেখতা**।

মেকী, মেকি—*বিণ.* কৃত্রিম, নকল, জাল (মেকীর বাজারে আমরণ তুমি কবি রয়ে গেলে খাঁটি—নজরুল)। [মকর مكر *আ.*]।

মেখতা, ম্যাখতা, মেকতা— *বিণ.* মিশ্রিত। [আমীখ্‌তঃ آميخته *ফা.*]।

মেজ–*বি.* টেবিল (আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ—রবীন্দ্র)। [মেয্ ميز *ফা.*]।

মেজবান, মেযবান— *বি.* অতিথি, সংস্কারক (দামী মসনদের পরে/দেখ চেয়ে মেযবান সৌম্য মূর্তি বসে আছে ধীর—ফররুখ)। [মীয্‌বান ميزبان *ফা.*]। **মেজবানী**—*বি.* আতিথেয়তা, মেহমানদারী (মেজবানী হলো শেষ—আশরাফ)। [— + ঈ. *বাং.*]

মেজরাপ—দ্র. **মিজরাব**।

মেজাজ, মিজাজ— ১*বি.* মানসিক

পরিস্থিতি (মেজাজ ঠিক নেই)। ২*বি.* প্রকৃতি। ৩*বি.* ক্রোধ, উগ্রতা। [মিযাজ مزاج *আ.*]। **মেজাজী, মিজাজী**—১*বিণ.* মেজাজবিশিষ্ট। ২*বিণ.* দাম্ভিক, গর্বিত। [— + ঈ. *বাং.*]।

মেথর—*বি.* ময়লা সাফকারী, ঝাড়ুদার। **স্ত্রী. মেথরানী**। [মিহ্তর مهتر *ফা.*]।

মেদা—দ্র. **ম্যাদা**।

মেন্দী—দ্র. **মেহ্দী**[২]।

মেমান—দ্র. **মেহ্মান**।

মেয়াদ, মেয়াদী—দ্র. **মিয়াদ**।

মেযবান—দ্র. **মেজবান**।

মেরজাই—*বি.* ফতুয়াজাতীয় জামা (থান ধুতি পরে মেরজাই পরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন—অবনীন্দ্র)। [মির্যঈ مرزئی *ফা.*]।

মেরাজ, মিরাজ—১*বি.* সোপান। ২*বি.* আরোহণ। ৩*বি.* হযরত মুহম্মদ (সা:)-এর আধ্যাত্মিক জগতে ভ্রমণ (মেরাজের দুল্‌হা আল্লার আর্শচারী—নজরুল)। [মি'রাজ معراج *আ.*]।

মেরাপ—*বি.* দরমা হোগলা প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত অস্থায়ী মণ্ডপ বিশেষ। [মিহ্রাব্ محراب *আ.*]।

মেরামত—*বি.* জীর্ণ সংস্কার (দিব্য এক অট্টালিকা মেরামত করিয়া রাখিয়াছিল—রামরাম)। [মরম্মত্ مرمّت *আ.*]। **মেরামতী**—১*বিণ.* মেরামত সংক্রান্ত। ২*বিণ.* মেরামত করা হয়েছে এমন। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

মেশ্‌ক, মেস্ক—১*বি.* কস্তুরী, মৃগনাভি। ২*বি.* কস্তুরী হতে প্রস্তুত সুগন্ধি দ্রব্য (সুগন্ধি গোলাপ মেস্ক আতরের গন্ধে ভরপুর—শাহাদাত)। [মুশ্‌ক্ مشك *ফা.*]।

মেহ্দী[১], **মেহেদী**—*বি.* শিয়াদের শেষ ইমাম যিনি ইসলাম ধর্ম সংস্কারের জন্য আবির্ভূত হবেন, মুসলমানী বিশ্বাসমতে দ্বাদশ ইমাম যিনি কেয়ামতের আগে আসবেন দজ্জাল নিধনের জন্য (মেহেদী হবেন ইমাম সেথায়/ রাহ দেখাবেন গুমরাহে—নজরুল)। [মিহ্দী مهدی *আ.*]।

মেহ্দী[২], **মেহেদি, মেহেন্দী, মেন্দী**—*বি.* এক ধরনের গাছের পাতা যা বেটে শরীরে লাগালে লালচে রং হয় (মেহেদির শাখে থোকা থোকা ফোটে ফুল—ফররুখ)। [মুহান্‌নিউন্, মুহান্‌না محنّی *আ.*]।

মেহনত, মেহনৎ, মেহন্নত—১*বি.* পরিশ্রম, খাটুনি (শিক্ষার জন্য কত মেহনত করেন— পরশু)। ২*বি.* দৈহিক শ্রম। [মিহনত্ محنت *আ.*]। **মেহনতী**—১*বি.* মেহনতকারী, শ্রমকারী। ২*বি.* শ্রমসাধ্য (মেহনতী কাজ)। [— + ی (ঈ). *ফা.*]।

মেহনতানা—*বি.* মজুরী, বেতন। [মিহ্‌নতানঃ محنتانه *আ.* অথবা মিহ্‌নত্ محنت + আনঃ انه। *ফা. প্র.*]।

মেহন্নত—দ্র. **মেহনত**।

মেহ্মান, মেমান— *বি.* অতিথি, নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত। [মিহ্মান

مهمان *ফা.*]। **মেহমানদারী, মেমানদারী**— *বি.* অতিথিসেবা, আতিথ্য (মেমানদারী দান-খয়রাতে তেমনি ছিল মন— ইজদানী)। [মিহ্মানদারী مهمانداری *ফা.*]।

মেহরাব—দ্র. **মিহরাব**।

মেহেদি—দ্র. **মেহ্দী**[২]।

মেহেদী—দ্র. **মেহদী**[১]।

মেহেন্দী—দ্র. **মেহ্দী**[২]।

মেহেরবান—*বিণ.* দয়ালু (এ নির্মাণ মেহেরবান প্রভুর প্রেমের চিন— সত্যেন্দ্র)। [মিহ্র্ مهر *ফা.* + বান بان *ফা.* প্র.]। **মেহেরবানি, মেহেরবানী**—*বি.* দয়া, অনুগ্রহ (মরু-ভূমির মেহেরবানী তুমি মেহেরুন্নিসা —সত্যেন্দ্র)। [— + ی (ঈ) *ফা.*]

মোকদ্দমা—দ্র. **মকদ্দমা**।

মোকররী, মোকরারি, মুকরারী, মকররী—*বিণ.* নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলকৃত জমি (কি একটা দলিল কি রদবদল করে ক'আনি জমি সে মোকরারি করে দিল—অচিন্ত্য)। [মুক্বর্রর্ مقرّر *আ.* + ی (ঈ) *ফা.*]।

মোকাবিলা, মোকাবেলা, মুকাবিলা —১*বি.* সামনা সামনি বোঝাপড়া, নিষ্পত্তি (সর্ব সমক্ষে মোকাবেলা হবে সেখানে— মনোজ; প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা— ইব্রাহিম)। ২*বি.* বিরুদ্ধাচরণ। ৩*বি.* হঠকারিতা। [মুক্বাবলঃ مقابله *আ.*]।

মোকাম, মকাম—১*বি.* বাসস্থান, আবাস (সৈয়দ মোকামে আসি সে উত্তরিলা —ঘন; আখের মোকাম ফেরদৌস্ খোদার আরশ যথায় রয়—নজরুল; মুবারক মকামে রসুল করিমের মাজারে ইবাদত—এস. ওয়াজেদ)। ২*বি.* আড্ডা, আস্তানা। ৩*বি.* বাণিজ্য স্থান, বিপণিকেন্দ্র (ক্রয়বিক্রয়ের উহা ছিল শ্রেষ্ঠ মোকাম— বরকত)। [মক্বাম مقام *আ.*]।

মোকুব—দ্র. **মকুব**।

মোক্তা—১*বিণ.* মোটামুটি (মোক্তা হিসাব)। ২*বিণ.* কাটাছাঁটা। [বিল্ মক্বত্ব' بالقطع এর সংক্ষেপ مقطع *আ.*]।

মোক্তার, মোখ্তার—১*বি.* নিম্নশ্রেণী-ভুক্ত আইনজীবী বিশেষ। ২*বি.* মোকদ্দমাদি চালাবার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি। ৩*বি.* সুপারিশকারী, ত্রাণকারী (য়্যা উম্মতী বলে একা/ কাঁদিবেন আমার মোখ্তার— নজরুল)। [মুখ্তার مختار *আ.*]। **মোক্তার-নামা**— *বি.* মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য ক্ষমতাদানের দলিল। [— نامه *ফা.*]। **মোক্তারি** —*বি.* মোক্তারের কাজ বা বৃত্তি। [— + ই. *বাং.*]।

মোখ্তসর—*বি.* সংক্ষিপ্ত, সংক্ষেপিত (আজিকে আলাপ 'মোখ্তসর'— নজরুল)। [মুখ্তসর্ مختصر *আ.*]।

মোখ্তার—দ্র. **মোক্তার**।

মোগল, মুঘল—১*বি.* মঙ্গোলিয়ার অধি-বাসী, তাতার জাতির শাখা বিশেষ। ২*বি.* পাক-ভারতীয় মুসলমানদের

শ্রেণীবিশেষ। [মোগল مغل *তু.*]।

মোগলাই— ১*বিণ.* মোগলদিগের মধ্যে প্রচলিত (এই মোগলাই রান্না ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের তাবৎ মাংসখেকোদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে— মুজতবা)। ২*বিণ.* মোগল সুলভ, মোগল সম্বন্ধীয়। [— + আই *বাং.*]।

মোছে—দ্র. **মসেহ**।

মোজ্‌রা—দ্র. **মুজরা**।

মোজা—*বি.* সুতা রেশম পশম চামড়া প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত পদাবরণ বিশেষ, স্টকিং, বুট জুতা। [মূযহ موزه *ফা.*]।

মোজাদ্দেদ—দ্র. **মুজাদ্দিদ**।

মো'জেজা, মা'জিযা, মাজেজা, মুজিযা— ১*বি.* অলৌকিক ঘটনা (মোজেজা বা অলৌকিকের ছাপ আছে— মোস্তফা)। ২*বি.* নবী রসুলদের দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা (বিভূতি মাজেজা যাহা পায় সব প্রভু আল্লার রাহে—নজরুল)। [মু'জিযহ্ معجزه *আ.*]।

মোৎফরাক্কা—দ্র. **মুতফরাক্কা**।

মোতাবেক, মুতাবেক— *ক্রি.বিণ.* অনুসারে, অনুযায়ী। [মুত্বাবিক্ব مطابق *আ.*]।

মোতায়েন—১*বিণ.* নিযুক্ত, রত (একটা নার্স মোতায়েন করে গেল শিয়রে —মনোজ)। ২*বিণ.* পাহারারত (এখানেও পুলিশ মোতায়েন— মাহবুব)। [মুত'অয়্যিন্ متعين *আ.*]।

মোত্তাকি, মুত্তাকী— ১*বিণ.* পাপ থেকে বেঁচে থাকে যে (পরহেজগার মোত্তাকি)। ২*বি.* ধার্মিক। ৩*বিণ.* খোদাভীরু, খোদাভক্ত। [মুত্তক্বী متّقى *আ.*]।

মোদ্দা—১*অব্য.* কিন্তু, মূলত। ২*অব্য.* আসল, প্রকৃত উদ্দেশ্য (মোদ্দা কথা, আরব তখন আচার বিচার-হীন— ইজদানী)। [মুদ্দ'আ مدعى *আ.*]।

মোনাজাত—দ্র. **মুনাজাত**।

মোনাফেক—দ্র. **মুনাফেক**।

মোনাসিব—দ্র. **মুনাসিব**।

মোবারক—দ্র. **মুবারক**।

মোমিন, মোমেন, মুমিন, মমিন— *বি.* প্রকৃত ঈমানদার, ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান, মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ও তার উপর নির্ভরশীল (মক্কা পরে যতেক ছিল মমিন কি কমিন— ইজদানী)। [মূ'মিন مؤمن *আ.*]।

মোরব্বী—দ্র. **মুরব্বী**।

মোরাকাবা, মুরাকবা— ১*বি.* ধ্যান, গভীর চিন্তা। ২*বি.* অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা (হেরার গুহায় মোরাকাবা লীন খোঁজে সে সত্যপ্রেম রঙিন —ফররুখ)। [মুরাক্ববঃ مراقبه *আ.*]।

মোলাকাত—দ্র. **মুলাকাত**।

মোলায়েম—১*বিণ.* নরম, মৃদু, কোমল, হালকা (শেষ রাতের দিকে মোলায়েম মেঘ করেছে)। ২*বি.* সুললিত। ৩*বি.* নম্র বিনীত। [মুলা'ইম ملائم *আ.*]।

মোল্লা—১*বি.* পরিপূর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট মহাপণ্ডিত ব্যক্তি (স্যাঙাৎ ওগো, আজ

যে হঠাৎ মোল্লা হয়ে সাজলে সং —নজরুল)। ২*বি.* আরবী ফার্সী ভাষা ও ইসলামী শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ৩*বি.* বংশীয় উপাধি বিশেষ। ৪*বি.* মসজিদের ইমাম (মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি— নজরুল)। [মুল্লা ملاّ *আ.*]।

মোসলেম—দ্র. **মুসলমান**।

মোসম্মাৎ, মোসাম্মাৎ—দ্র. **মুসম্মৎ**।

মোসাহেব, মুসাহিব—১*বি.* তোষামুদে, পার্শ্বচর (মোসাহেব বসিয়া সকল বরাবর— ভারত)। [মুসাহিব مصاحب *আ.*]। **মোসাহেবি, মোসাহেবী**–*বি.* চাটুকারিতা (অবসর মত কোরো তাদের বৈঠকে মোসাহেবী —ফররুখ)। [— + ই. ঈ. *বাং.*]।

মোস্তফা—দ্র. **মুস্তফা**।

মোস্তাহাব—দ্র. **মস্তাহাব**।

মোহ্তাজ—দ্র. **মুহ্তাজ**।

মোহম্মদ—দ্র. **মহম্মদ**।

মোহর—১*বি.* স্বর্ণমুদ্রা। ২*বি.* সীল। [মুহ্‌র مهر *ফা.*]।

মোহরত—দ্র. **মহরত**।

মোহর্‌রম—দ্র. **মহরম**।

মোহরা—দ্র. **মহড়া**।

মোহাজের—দ্র. **মুহাজির**।

মোহাদ্দেস, মুহাদ্দিস—১*বিণ.* হাদিসশাস্ত্রবিৎ। ২*বিণ.* হাদিস সংকলন ও সংগ্রাহক (মশহুর মোহাদ্দেসের নিকট হাদিস শিক্ষা লাভ করেন—মওদুদ)। [মুহাদ্দিস محدّث *আ.*]।

মোহাম্মদ—দ্র. **মহম্মদ**।

মোহারম—দ্র. **মহরম**।

মৌকুফ—দ্র. **মকুব**।

মৌছুফ, মৌছুফা—দ্র. **মৌসুফ**।

মৌজ—দ্র. **মউজ**।

মৌজা—১*বি.* গ্রাম। ২*বি.* গ্রাম সমষ্টি। ৩*বি.* পরগনার বিভাগ বা ভাগ। [মওযি' موضع *আ.*]। **মৌজাহা**—*বি.* গ্রামসমূহ। [—+ হা ها *ফা.* ব.ব.]।

মৌজুদ—দ্র. **মওজুদ**।

মৌত—দ্র. **মউত**।

মৌতাত, মউতাত— ১*বি.* নিয়ম মাফিক সময়ে মাদকদ্রব্য সেবনের বা নেশা করার প্রবল স্পৃহা, প্রবল আসক্তি (কিন্তু ফারসী বয়েতের মৌতাত তখনও কাটে নাই—জাফর)। ২*বি.* নিয়মিত সময়ে মাদকদ্রব্য সেবন। [মু'তাদ معتاد *আ.*]।

মৌরসী—দ্র. **মৌরুসী**।

মৌরুসী, মৌরসী—১*বিণ.* ওয়ারিস সূত্রে প্রাপ্ত, পৈতৃক, উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগদখলকৃত। ২*বিণ.* পুরুষানুক্রমে ভোগ্য (এক পয়সার যায়গাটা মৌরসী করে নিলে— মনোজ)। [মও্‌রুস্ مورث *আ.* + ی (ঈ) *ফা.*]। **মৌরুসী পাট্টা**— *বিণ.* খাজনার বিনিময়ে পুরুষানুক্রমে জমি ভোগ করার বন্দোবস্ত বা ঐ বন্দোবস্তের দলিল (সাড়ে তিন হাত ভূমি মৌরুসী পাট্টা লওয়া কর্তব্য—দীনবন্ধু)। [— + পট্‌টা پٹّا *হি.*]।

মৌলবী, মওলবী—১*বি.* মুসলমান পণ্ডিত বা অধ্যাপক। ২*বি.* ইসলাম

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ৩*বি.* আরবী ও ফার্সীতে পণ্ডিত। ৪*বি.* মওলা বা প্রভুর প্রতি ভক্ত ব্যক্তি। [মৌলবী مولوی *আ.*]।

মৌলানা, মওলানা— ১*বি.* ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ (কোন্ শাস্ত্রী বা মৌলানা বল, জেনেছে তার ভেদ —নজরুল)। ২*বি.* আমাদের প্রভু (সম্মানে)। [মৌলানা مولانا *আ.*]।

মৌলুদ—দ্র. **মিলাদ**।

মৌসুফ, মৌছুফ—*বিণ.* বর্ণিত, কথিত, পূর্বোক্ত। [মওসূফ موصوف *আ.*]। স্ত্রী. **মৌসুফা, মৌছুফা**।

মৌসুম, মওসুম, মসুম, মরশুম, মর্শুম, মরসুম— ১*বি.* ঋতু, কাল (ফুল ফাগুনের এল মরশুম—নজরুল)। ২*বি.* বায়ুস্রোত বিশেষ যাতে বৃষ্টি হয়। ৩*বি.* বর্ষাকাল। ৪*বি.* সময়কাল। [মওসম্ موسم *আ.*]। **মৌসুমী, মৌসুমি, মরসুমী**—১*বিণ.* বর্ষাকালীন, বারিবর্ষী। ২*বিণ.* ঋতুগত (এলাচের মৌসুমী... জীবন)। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

ম্যাখতা—দ্র. **মেখতা**।

ম্যাদা, মেদা—*বিণ.* স্ত্রীলোকের ন্যায় ভীরু, নির্জীব (আমি কুমড়ো তুমি দা/ আমি কাঁচকলা, তুমি আদা/ তুমি তেজী, আমি ম্যাদা— নজরুল)। [মাদঃ ماده *ফা.*]।

ম্যায়—*সর্ব.* আমি (ম্যায় ভুখা-হুঁ ক্রন্দন-রবে নাচায়ে তুলিলে ধমনী—নজরুল)। [ম্যাঁয় میں *উ.*]।

য

যওজ—দ্র. **জওজ**।

যকাত—দ্র. **জাকাত**।

যব—*ক্রি.বি.* যখন, যে-সময়ে (ঝুটা তেরি তল্ওয়ার ছিন্ লিয়া যব্দেশ—নজরুল)। [জব جب *হি.*]।

যবরদস্ত—দ্র. **জবর**।

যবান—দ্র. **জবান**।

যর—দ্র. **জর**।

যরদা—দ্র. **জরদা**।

যাদু—দ্র. **জাদু**।

যাদুকর, যাদুঘর, যাদুবিদ্যা— দ্র. **জাদু**।

যানে দো—*ক্রি.* যেতে দাও (পরওয়া নেহি, যানে দো ভাই, যো গিয়া—নজরুল)। [জানে দো جانے دو *উ./হি.*]।

যাহাঁ—*ক্রি.বিণ.* যখনই, যে-মুহূর্তে (যাহাঁ মোরি বিদেশীয়া লেবা মোহে ওয়াহি রি—নজরুল)। [জাহাঁ جہاں *উ./হি.*]।

যাহিল—দ্র. **জাহিল**।

যিগর—দ্র. **জিগর**।

যিদ, যিদ্দি—দ্র. **জিদ**।

যিয়ারত—দ্র. **জেয়ারত**।

যো—*সর্ব.* যা, যে-বস্তু (পরওয়া নেহি, যানে দো ভাই, যো গিয়া—নজরুল)। [জো جو *উ./হি.*]।

যোয়ান—দ্র. **জোয়ান**।

যোশ—দ্র. **জোশ**।

যোহর—দ্র. জোহর।

যোহরা১, যোহরা২— দ্র. জোহরা১, জোহরা২।

য়

য়্যা১—*অব্য.* ওহে, আহ্বান ধ্বনি (য়্যা উম্মতী, য়্যা উম্মতী,—একেলা তুমি, / কাঁদিবে খোদার পাক আর্শ চুমি'—নজরুল)। [য়া يا *আ.*]।

য়্যা২—*অব্য.* অথবা, বা, কিংবা (মুর্দা দোজখ মে যায় য়্যা বেহেশ্‌ত মে যায়, মেরা হালুয়া-রুটি সে কাম —নজরুল)। [য়া يا *হি.*]।

র

রইস, রঈস—১*বি.* নেতা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। (মার্কা-মারা রইস্ যত—নজরুল)। ২*বি.* ধনী লোক [র'ঈসু رئيس *আ.*]।

রওআব— ১*বি.* ভয়, সম্ভ্রম। ২*বি.* গাম্ভীর্য। [রু'ব رعب *আ.*]।

রওগন— *বি.* তেল (ও কি জৈতুনী রওগন, ওরই পারে জলপাই বনে—নজরুল)। [রওগন روغن *ফা.*]।

রওজা—দ্র. রওযা।

রওনক— *বি.* জাঁকজমক, সৌন্দর্য। [রওনক্ব رونق *ফা.*]।

রওনা—দ্র. রওয়ানা।

রওযা, রওজা— *বি.* সমাধি, সমাধি প্রাঙ্গণ, সমাধি-সংলগ্ন উদ্যান (জাত-পাক মোস্তফার রওজা মোবারক যেথায়—নজরুল)। [রওযঃ روضه *আ.*]। **রওযা মোবারক**—*বি.* পবিত্র সমাধি। [— + মুবারক مبارك *আ.*]।

রওয়ানা, রওনা—১*বি.* যাত্রা, গমন। ২*বি.* প্রেরণ। ৩*বিণ.* যাত্রার জন্য নিষ্ক্রান্ত। [রওয়ানহ্ روانه *ফা.*]।

রওশন, রোশন, রৌশন— *বিণ.* উজ্জ্বল আলো, আলোকিত (আজকে রওশন জমীন-আসমান/ নওজোয়ানীর সুর্‌খ্ নূরে— নজরুল; প্রেমের আলোয় যে দিল্ রৌশন্—নজরুল)। [রওশন روشن *ফা.*]।

রওশনি, রওশনী, রুশনী, রোশনাই, রোশনি, রোশনী, রৌশনি, রৌশনী—*বি.* ঔজ্জ্বল্য, আলোক, আলোকসজ্জা, জ্যোতি (ঐ নামেরি রৌশনীতে আঁধারে মন রয় উজালা —নজরুল; সেই ফুলেরই রওশনীতে আরশ কুর্শি রওশন— নজরুল; মরুর আকাশ রোশনিতে ভরি এবার কোথায় জাগবে রবি ? — ফররুখ)।

[روشنی *ফা.*]।

রং, রঙ—১*বি.* বর্ণ। ২*বি.* রঞ্জন দ্রব্য। ৩*বি.* দেহের বর্ণ। ৪*বি.* তাসের রুইতন হরতন প্রভৃতি চিহ্নভেদ। ৫*বি.* ধরন। ৬*বি.* আতিশয্য। [রঙ্গ رنگ *ফা.*]। **রংতামাশা**— *বি.* কৌতুক, ফুর্তি। [— + তমাশি تماشی *আ.*, তমাশা تماشا *ফা.*]। **রংদার, রঙদার**—*বিণ.* রঙিন, রংযুক্ত। [— + দার دار *ফা.*]। **রংবাজ**—*বি.* বহুরূপী, ধূর্ত। [— باز *ফা.*]। **রং-বেরং**— *বি.* নানা রং। [রঙ্-ব-রঙ্ رنگ برنگ *ফা.*]। **রং মহল, রঙমহল, রঙ্গ-মহল**—*বি.* আনন্দ-নিকেতন, প্রমোদ-গৃহ। [— + মহল محل *আ.*]। **রংরেজ, রংরেয**— *বি.* রং কারক, রঞ্জক। [রংরেয্ رنگریز *ফা.*]। **রংসাজ**— ১*বি.* রংকারী, রঞ্জক। ২*বি.* রং প্রস্তুতকারক। [— + সায্ ساز *ফা.*]।

রংগিলা, রংগীলা—দ্র. **রঙ্গিলা**।

রংতামাশা—দ্র. রং।

রংদার, রংবাজ, রংবেরং, রংমহল, রংরেজ, রংরেয, রংসাজ— দ্র. **রং**।

রক[1]—*বি.* কাল্পনিক বৃহৎ পক্ষী। [রক্ রق *ফা.*]।

রক[2]—দ্র. **রোয়াক**।

রকদস্তি (আদালতের পরিভাষা)— *বি.* জমির চতুঃসীমার বিবরণ। [রক্দস্তী رق دستی *ফা.*]।

রকবা— *বি.* জমির পরিমাণ, area [রক্বহ্ رقبه *আ.*]।

রকম—১*বি.* মত, প্রকার। ২*বি.* ধরন, রীতি, ভঙ্গি। ৩*বি.* প্রায়, কতোকটা। [রক্ম رقم *আ.*]।

রকমারি, রকমওয়ারি— ১*বিণ.* নানা প্রকার, বিভিন্ন ধরনের। ২*ক্রি.বিণ.* দফায় দফায়। [রক্ম + ওয়ার رقم + وار *ফা.* প্র. + ই. *বাং*]।

রগবৎ, রগবত—*বি.* আকর্ষণ, টান। [রগ্বত্ رغبت *আ.*]।

রঙ—দ্র. রং।

রঙমহল—দ্র. রং।

রঙিন—দ্র. **রঙ্গিন**।

রঙিলা, রঙীলা—দ্র. **রঙ্গিলা**।

রঙ্গ—১*বি.* পরিহাস, কৌতুক, তামাশা, ঠাট্টা। ২*বি.* রগড়, মজা, আমোদ। [রঙ্ رنگ *ফা.*]।

রঙ্গমহল—দ্র. রং।

রঙ্গিন, রঙ্গীন, রঙিন—১*বিণ.* রঞ্জিত, রঙযুক্ত। ২*বিণ.* নানা রঙে শোভিত। [রংগীন رنگین *ফা.*]।

রঙ্গিলা, রঙ্গীলা, রঙিলা, রঙীলা, রংগিলা, রংগীলা— *বিণ.* রঙ্গ-প্রিয়, রঙ্গকারী, স্ফূর্তিবাজ। [রংগিলা رنگیلا *হি.*]।

রঙ্গীন—দ্র. **রঙ্গিন**।

রঙ্গীলা—দ্র. **রঙ্গিলা**।

রজাই— *বি.* লেপ, বিছানার চাদর। [রযা'ঈ رزائی *ফা.*]।

রজীল—১*বিণ.* হীন, নীচ। ২*বি.* অধম, পাপিষ্ঠ। [রযীল্ رذیل *আ.*]।

রঞ্জ—*বি.* দুঃখ, বেদনা, মনোকষ্ট। [রন্‌জ্ رنج *ফা.*]।

রদ—১*বিণ.* খারিজ, মকুফ, রহিত (রদ হবেনা কিস্তি, জমি উঠবে না আর লাটে—নজরুল)। ২*বি.* খারিজকরণ, রহিতকরণ। [রদ্দ ردّ *আ.*]। **রদ-বদল**—১*বিণ.* পরিবর্তন, পরিবর্জন। ২*বি.* উল্টাপাল্টা। [— + بدل *আ.*]।

রদি, রদী, রদ্দী, রোদি— ১*বিণ.* নিকৃষ্ট, খারাপ। ২*বিণ.* অব্যবহার্য, অচল। [রদ্দী ردی *আ.*]। **রদিমাল, রদীমাল, রদ্দীমাল, রোদী মাল**—*বি.* অপকৃষ্ট জিনিস, বাজে জিনিস। [— *আ.* + مال *আ.*]।

রদ্দী—দ্র. রদি।

রপ্ত–১*বি.* আয়ত্ত, কণ্ঠস্থ। ২*বিণ.* অভ্যস্ত। [রব্‌ত্ব ربط *আ.*]।

রপ্তানি, রফতানী—*বি.* বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরণ। [রফ্‌তন্ رفتن *ফা.* + ই, ঈ *বাং*]।

রফরফ—*বি.* মেরাজে হযরত মুহম্মদ (সা.) যার উপর আরোহণ ক'রে সিদ্‌রাতুল মুনতাহার পরে আল্লাহ্‌র আরশে গিয়েছিলেন। [রফ্‌রফ্ رفرف *আ.*]।

রফা—*বি.* আপোস মীমাংসা, মিটমাট, নিষ্পত্তি। [রফ' رفع *আ.*]। **রফা-নামা**— *বি.* নিষ্পত্তিপত্র। [— + নামহ্ نامه *ফা.*]।

রফিক, রফীক—*বি.* বন্ধু, সাথী, মিত্র। [রফীক্ব رفيق *আ.*]।

রব—*বি.* প্রভু, পালয়িতা প্রভু। [রব্ رب *আ.*]। **ইয়ারব্**—হে (আমার) প্রতি-পালক প্রভু! [য়ারব্ يارب *আ.*]।

রবাব, রোবাব— *বি.* বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ (নীরব রবাব বীণা, মুরজ, মুরলী— মাইকেল; রঙ্গীন রাখী, শিরীন শারাব, মুরলী রোবাব বীণ— নজরুল)। [রুবাব্ رباب *ফা.*]।

রবিখন্দ, রবিশস্য, রবীখন্দ, রবীশস্য—*বি.* গম-যবাদি বসন্তকালীন ফসল, বসন্ত কালের শস্য। [রবী' ربيع *আ.* + খন্‌দক্ব خندق *ফা.*, শস্য *সং.*]।

রবিউল আউওল—*বি.* হিজরী সালের তৃতীয় মাস। এই মাসে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জন্ম এবং মৃত্যু হয়েছিল। [রবী'উল্ আউব্‌ল্ ربيع الاول *আ.*]।

রমজান, রমযান, রমাদান—*বি.* হিজরী সনের নবম মাস (ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ—নজরুল)। [রমযান رمضان *আ.*]।

রমযান—দ্র. **রমজান**।

রশদ—দ্র. রসদ।

রসদ, রশদ—১*বি.* সৈন্যগণের আহার্য সামগ্রী, ration। ২*বি.* খোরাক। ৩*বি.* উপকরণ। [রসদ رسد *ফা.*]।

রসম, রেসম—১*বি.* রীতি, নিয়ম। ২*বি.* আচার। [রস্‌ম্ رسم *আ.*]। **রসম বা রেসম রেওয়াজ**—*বি.* প্রচলিত রীতি বা আচার ব্যবহার (হেজাজী

আচার মত/ রেসম রেওয়াজ যত—নজরুল)। [— + রিওয়াজ্ رواج আ.]।

রসিদ, রসীদ— *বি.* অর্থাদির প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র। [رسيد *ফা.*]।

রসীদ—দ্র. রসিদ।

রসুমত, রসুমাত, রোছমত, রোসমত—*বি.* আচার-অনুষ্ঠান, বর-কনের প্রথম দৃষ্টি বিনিময় (এক সপ্তাহ পরে রসুমৎ— শওকত; সুবিধামত বিবেচনা করে রোছমত করা যাবে—মোস্তফা)। [রসূমাত رسومات *আ.* = রস্‌ম্ رسم *আ.* এর ব.ব.]।

রহম, রহমত, রাহমত—*বি.* করুণা, দয়া, কৃপা (খোদার রহম এলরে আখেরে নবীর বেশে— নজরুল; আল্লার রহমত ঝরে/ ঘরে বাইরে তোর উপরে—নজরুল)। [রহম رحم *আ.*, রহমত رحمت *আ.*]।

রহমান, রাহমান— ১*বিণ.* পরম করুণাময়, করুণাময় আল্লাহ্। ২*বি.* খোদার এক নাম (বিচার যদি করবে কেন রহমান নাম নিলে—নজরুল)। [রহমান رحمان *আ.*]।

রহমানুর রহিম— ১*বিণ.* পরমদয়ালু। ২*বি.* পরম করুণাময় আল্লাহ্ (বলেছেন রহমানুর রহিম, বলেছেন রসুলে করিম— নজরুল)। [রহমান আল্ রহীম رحمان الرحيم *আ.*]।

রহিম, রহীম—১বিণ পরম দয়ালু, করুণাময়। ২*বি.* খোদার এক নাম। [রহীম رحيم *আ.*]।

রহিমুর রহমান—*বিণ.* পরম করণামময়, পরম দয়ালু (তুমি রহিমুর রহমান/ আমি গুনাহগার বান্দা—নজরুল)। [রহীম আল্ রহমান رحيم الرحمان *আ.*]।

রাইয়ত, রায়ত—১*বি.* প্রজা। ২*বি.* যে প্রজা নিজে চাষ করার বা নিজ স্বার্থে অন্যের দ্বারা চাষ করাবার জন্য ভূমিস্বত্ব লাভ করেন। [র'ইয়ত্ رعيت *আ.*]। **রাইয়তী, রায়তী**—১*বিণ.* রাইয়ত সংক্রান্ত। ২*বিণ.* রাইয়তের প্রাপ্য। ৩*বিণ.* রায়তের দাবিযুক্ত। [— *আ.* + ى (ঈ) *ফা.*]।

রাঁদা, রেঁদা— *বি.* কাঠ মসৃণ করার যন্ত্রবিশেষ। [রন্দঃ رنده *ফা.*]।

রাক'আত—দ্র. রেকাত।

রাজী, রাজি, রাযী—*বিণ.* সম্মত, স্বীকৃত (ত্যাগ ও শহীদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হতে রাজি—নজরুল)। [রাযী راضى *আ.*]। **রাজীনামা**—*বি.* চুক্তিপত্র। [— + নামহ্ نامه *ফা.*]।

রাজ্জাক—*বি.* অন্নদাতা। আল্লাহ্‌র অপর এক নাম। [রয্‌যাক্ব رزاق *আ.*]।

রাতিব—*বি.* দৈনিক আহার, খোরাক বরাদ্দ, ভাতা, ration। [راتب *আ.*]।

রান— *বি.* উরু (এক মুরগীর ছয় রান/বাঁটতে বাঁটতে হয়রান—প্রবাদ)। [ران *ফা.*]।

রাবী—*বি.* বর্ণনাকারী, হযরতের উক্তি, কর্ম বা অনুমোদনের প্রবক্তা।

[রাবী راوی আ.]।

রাযাই—দ্র. **রেজাই**।

রাযী—দ্র. **রাজী**।

রায়—*বি.* বিচারপতির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ, বিচার ফল (রায় শোনার পরই আফিম খেয়ে ফেলেছিল এক ঢ্যাল— নজরুল)। [রা'য়ুন رأى আ.]।

রায়ত, রায়তী—দ্র. **রাইয়ত**।

রাস্তা—১*বি.* পথ, মার্গ, বর্ত্ম। ২*বি.* উপায়, ব্যবস্থা। [রাস্‌তহ্ راسته ফা.]।

রাহ্‌বর—দ্র. **রাহাবর**।

রাহ্‌মত—দ্র. **রহম**।

রাহ্‌মান—দ্র. **রহমান**।

রাহ্‌যন—দ্র. **রাহাজান**।

রাহা—১*বি.* রাস্তা, পথ। ২*বি.* উপায়, ব্যবস্থা। [রাহ্ راه ফা.]। **রাহাখরচ**—*বি.* পথখরচ, ভ্রমণকালে গাড়ি-ভাড়াদির প্রয়োজনীয় খরচা। [—+ খরচ্‌ঃ خرچه ফা.]।

রাহাজান, রাহ্‌যন— *বি.* যে ব্যক্তি প্রকাশ্য রাজপথে ডাকাতি করে। [রাহ্‌যন راهزن ফা.]। **রাহাজানি**— *বি.* রাহাজানের বৃত্তি, ডাকাতি, প্রকাশ্য রাস্তায় ডাকাতি। [راهزانی ফা.]।

রাহাগির— *বি.* পথিক (চলে যাও রাহাগির নিজের গরজে—ফররুখ)। [রাহ্‌গীর راهگیر ফা.]।

রাহাবর, রাহ্‌বর—*বি.* পথ-প্রদর্শক, যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। [রাহ্‌বর راهبر ফা.]।

রাহী—*বি.* পথচারী, পথিক, মুসাফির (মুজাহিদ রাহী আজি হিন্দের মুসলমান —তালিম)। [রাহী راهی ফা.]।

রাহে খোদা, রাহে লিল্লাহ—আল্লার পথে, আল্লার সন্তুষ্টির জন্য। [راه خدا ফা., আ. راه لله ফা.]।

রিওয়াজ—দ্র. **রেওয়াজ**।

রিকাব[১], **রিকিব**—দ্র. **রেকাব**[১]।

রিকাব[২]—দ্র. **রেকাব**[২]।

রিজ্‌ক—দ্র. **রেজেক**।

রিফু, রিপু—*বি.* বস্ত্রের ছিন্ন অংশ সুঁচ সুতা দিয়ে বুনে মেরামত। [রফূ رفو আ.]।

রিযক—দ্র. **রেজেক**।

রিয়া—১*ক্রি. বিণ.* লোক দেখানো। ২*বি.* কপটতা, ভান। [রিয়া' رياء আ.]।

রিয়াইত—*বি.* বিবেচনা, শ্রদ্ধা, সুবিধা। [রি'আয়ত্ رعاية আ.]।

রিয়াকারী—*বি.* প্রদর্শনের জন্য ধর্মাচরণ, লোক দেখানো ধার্মিকতা। [রিয়া' رياء আ. + কারী کاری ফা.]।

রিয়াজত— ১*বি.* আত্মশুদ্ধির চেষ্টা, উদ্যম, আধ্যাত্মিক সাধনা। ২*বি.* ব্যায়াম। [রিয়াযত্ رياضت আ.]।

রিয়াসত—১*বি.* রাজত্ব। ২*বি.* শাসন। [رياست আ.]।

রিশওত—দ্র. **রিসওয়াত**।

রিশতা, রেশতা — *বি.* সম্বন্ধ। [رشته ফা.]। **রিশতাদার, রেশতাদার**—*বি.* আত্মীয়স্বজন। [— + দার دار ফা.]।

রিসালা—দ্র. রেশালা।

রিসালাদার, রিসালদার—*বি.* অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। [রিসালঃ رسالہ *আ.* + দার دار *ফা.*]।

রিসওয়াত, রিশওত–*বি.* ঘুষ। [রিশ্ওত্ رشوۃ *আ.*]।

রুকসত—দ্র. রোখসত।

রুকু—*বি.* নামাজের সময় দুই হাঁটুতে ভর ক'রে নতমস্তকে দাঁড়ান। [রুকূ' رکوع *আ.*]।

রুজি, রুযি, রুযী— *বি.* জীবিকা, উপার্জন, দৈনন্দিন খাদ্য সংস্থান। [রূযী, রোযী روزی *ফা.*]।

রুজু, রুজূ— ১*বিণ.* দায়ের, দাখিল, উপস্থাপিত। ২*বিণ.* প্রত্যাবর্তন। [রুজূ' رجوع *আ.*]।

রুটি—১*বি.* আটা ময়দা প্রভৃতি দিয়ে তৈরি খাদ্যদ্রব্য। ২*বি.* চাপাতি, পাউরুটি। [রোটী روٹی *হি.*]।

রুবাই, রুবাঈ—*বি.* আরবী-ফারসী ভাষায় রচিত চার পংক্তির কবিতা (হাফিজ-উমর শিরাজ পালিয়ে লেখে রুবাই–নজরুল)। [রুবা'ঈ رباعی *আ.*; ব.ব. رباعیات]।

রুবাইয়াৎ, রুবাঈয়াত, রোবাইয়াৎ—*বি.* রুবাই সমূহ (ওমর আগাগোড়া মাতালের 'পোজ্' নিয়ে তাঁর রুবাইয়াৎ লিখে গেছেন—নজরুল)। [رباعیات *আ.*]।

রুম, রূম— *বি.* গ্রীস। [রূম্ روم *আ.*]।

রুমাল, রূমাল, রোমাল--১*বি.* মুখের ঘাম ও হাতমুখ মোছার বস্ত্রখণ্ড। ২*বি.* ছোট শাল বিশেষ। [রূমাল رومال *ফা.*]।

রুমী—*বিণ.* গ্রীক, রোমক। [رومی *আ.*]।

রুয়ৎ—*বি.* দর্শন, সাক্ষাতকার (আজ আরশের বাসর-ঘরে/ হবে মোবারক রুয়ৎ—নজরুল)। [রুইয়ত্ رویت *আ.*]।

রুশনী—দ্র. রওশনি।

রুসুম—১*বি.* শুল্ক, টেক্স। ২*বি.* প্রথা, দেশাচার, দস্তুর। [রুসূম رسوم *আ.*; এক. رسم]।

রুহ—দ্র. রূহ।

রূপিয়া, রুপিয়া—*বি.* টাকা। [রূপিয়া روپیہ *হি.*]।

রূপোশ, রূপোষ— *বি.* মুখঢাকা। [روپوش *ফা.*]।

রূহ, রুহ্—*বি.* আত্মা, অন্তরাত্মা, অন্তর (তোমায় আমি ভুলব কিসে/ আছ আমার রুহে মিশে— নজরুল)। [روح *আ.*]।

রূহানী, রুহানী— *বিণ.* অন্তর থেকে উৎপন্ন, আত্মাজাত, আত্মিক (তোর রুহানী আয়নাতে দেখ্‌রে সেই নূরী রওশন— নজরুল)। [রূহানী روحانی *আ.*]।

রেওয়াজ, রিওয়াজ— ১*বি.* রীতি, পদ্ধতি, ধরন। ২*বি.* আচার, চলন। [রিওয়াজ رواج *আ.*]।

রেওয়ায়েৎ–*বি.* বর্ণনা, বিবরণ। [রিওয়ায়ত্ روایت *আ.*]।

রেকাত, রেকাৎ, রাক'আত— *বি.* নামাজের অংশ বিশেষ। [রক্'অত্ ركعت *আ.*]।

রেকাব১, রিকাব১, রিকিব—*বি.* ঘোড়ার দুপাশে জিন-সংলগ্ন অশ্বারোহীর পাদান। [রিকাব ركاب *আ.*]। **রেকাবদার**— *বি.* সহিস (পিছেতে রেকাবদার চলিল ওম্মর —হামজা)। [— + دار *ফা.*]।

রেকাব২, রিকাব২ রেকাবি, রেকাবী —*বি.* থালা, ডিস (বেহেশ্ত হইতে আনিত সোনার রেকাবী—আকরম)। [রিকাবী ركابى *ফা.*]।

রেজগি, রেজকি—*বি.* টাকার ভাঙতি, খুচরা পয়সা। [রেয্গী ريزگى *ফা.*]।

রেজাই,রাযাই— *বি.* লেপ, শীতের লেহাপ, বালাপোশ। [রযাঈ رضائى *আ.*]।

রেজারেজা— *বিণ.* চূর্ণবিচূর্ণ, টুকরা টুকরা। [রেযঃ রেযঃ ريزه ريزه *ফা.*]।

রেজেক, রিজক, রিযক—*বি.* আহার, জীবনোপকরণ। [রিয্ক্ব رزق *আ.*]।

রেয়াইত—দ্র. রেয়াত।

রেয়াত, রেয়াৎ, রেয়াইত— ১*বি.* অব্যাহতিদান, রেহাই। ২*বি.* খাতির, অনুগ্রহ। [রি'আয়ত্ رعايت *আ.*]।

রেশতা—দ্র. **রিশতা**।

রেশম—*বি.* গুটিপোকার লালাজাত তন্তু থেকে যে সুতা প্রস্তুত হয়। [ريشم *ফা.*]। **রেশমী**—*বিণ.* রেশম সূতায় প্রস্তুত। [— + ى (ঈ) *ফা.*]।

রেশালা, রেসালা, রিসালা –*বি.* অশ্বারোহী সৈন্যদল। [রিসালঃ رساله *আ.*]।

রেসম—দ্র. **রসম**।

রেহাই—*বি.* অব্যাহতি, নিষ্কৃতি, মুক্তি। [রিহা'ঈ رهائى *ফা.*]।

রেহান—*বি.* বন্ধক। [রিহ্ন্ رهن *আ.*]। **রেহাননামা**—*বি.* বন্ধকীপত্র। [— + নামহ্ نامه *ফা.*]।

রেহেল–*বি.* কাষ্ঠনির্মিত কাঠামো বিশেষ, যার উপর কোরআন শরীফ রেখে পড়া হয়। [রিহ্ল্ رحل *আ.*]।

রোখসত, রোকসত, রুকসত—*বি.* কর্মাবসান, বিদায়। [রুখ্সত رخصت *আ.*]।

রোছমত—দ্র. **রসুমত**।

রোজ—১*বি.* দিন, তারিখ। ২*বি.* দৈনিক মজুরি। ৩*বি.* প্রতিদিন, প্রত্যহ। [রোয্ روز *ফা.*]। **রোজকিয়ামত, রোজকেয়ামত**— *বি.* মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠার দিন, শেষ বিচারের দিন, অতি কষ্টকর অবস্থা (মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর— জসীম)। [— قيامت *আ.*]। **রোজ হাশর**— *বি.* মহাসম্মেলনের দিন, আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হওয়ার দিন (রোজ হাশরে আল্লাহ্ আমার করো না বিচার—নজরুল)। [— হশ্‌র حشر *আ.*]।

রোদী—দ্র. **রদি**।

রোবাইয়াৎ—দ্র. **রুবাইয়াৎ**।

রোবাব—দ্র. **রবাব**।

রোমাল—দ্র. **রুমাল**।

রোয়াক, রক[২]—১*বি.* ঘরের সামনের খোলা জানালা বা বারান্দা। ২*বি.* অঙ্গন, সামনের খোলা স্থান (রোয়াকে বসা)। [রিওয়াক্ব رواق *আ.*]।

রোশন—দ্র. **রওশন**।

রোশনাই, রোশনি, রোশনী—দ্র. **রওশনি**।

রোসমত—দ্র. **রসুমত**।

রৌশন—দ্র. **রওশন**।

রৌশনি, রৌশনী—দ্র. **রওশনি**।

ল

লওয়াজিম, লওয়াজিমা, লোয়াজিমা, নওয়াজিমা—১*বি.* প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ২*বি.* জমিদারী কাগজপত্র। [লওয়াযিমঃ لوازمه *আ.*]।

লওহ্— *বি.* ফলক, তখ্‌তা। [লওহ্ لوح *আ.*]।

লকব—*বি.* সম্মানসূচক উপাধি বা খেতাব, উপনাম (এই লকবের সম্পূর্ণ সার্থকতা ঘটিয়াছিল— বরকত)। [লক্বব্ لقب *আ.*]।

লঙর—*বি.* লোহার অঙ্কুশ যুক্ত কাছি বা শিকল যা পানির নীচে ফেলে নৌকা-জাহাজের গতিরোধ করা হয়। [লঙ্গর لنگر *ফা.*]।

লঙ্গরখানা, লংগরখানা—১*বি.* গরীব মিসকিনকে যেখানে বিনামূল্যে বাসস্থান ও খাদ্য পরিবেশন করা হয়। ২*বি.* সাধারণের রান্নাঘর। [লঙ্গরখানহ্ لنگرخانه *ফা.*]।

লজ্জত, লজ্জৎ, লয্‌যৎ— *বি.* স্বাদ, মজা, রুচি, আনন্দ (চরকায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জৎ— সত্যেন্দ্র)। [লয্‌যত্ لذّت *আ.*]।

লফজ, লবজ— *বি.* শব্দ, কথা বা উচ্চারণ (মওলানা সাহেব তার দু'একটা লফজ ছাড়া আর কিছুই বুঝিলেন না— মনসুর)। [লফ্‌য্ لفظ *আ.*]।

লবেজান—১*বিণ.* ওষ্ঠাগত প্রাণ, পর্যুদস্ত, হয়রান, পেরেশান (বিবিজান চলে যান লবেজান করে— ঈশ্বর)। ২*বিণ.* অতিশয় অস্থির বা উৎকণ্ঠিত। [لب جان *ফা.*]।

লয্‌যৎ—দ্র. **লজ্জত**।

লশকর, লসকর, লস্কর—১*বি.* সৈন্য (ডঙ্কা নিশান সঙ্গে লইয়া লস্কর অফুরান—সত্যেন্দ্র)। ২*বি.* ফৌজ। [লশ্‌কর لشکر *ফা.*]। **লস্করী**—*বি.* সেনা সম্বন্ধীয়, সেনার মত (সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে —সত্যেন্দ্র)। [— + ঈ. *বাং*]।

লস্কর—দ্র. **লশকর**।

লস্‌সী— *বি.* দই চিনি দিয়ে প্রস্তুত একপ্রকার পানীয় (পাঞ্জাবীর হালুয়া, লস্‌সী আরও কত প্রদেশের কত অনবদ্য অবদান— মুজতবা)।

[لسّى *হি.*]।

লহমা—*বি.* মুহূর্ত, ক্ষণ, অতি অল্প সময় (এক লহমার খুশীর তুফান এই ত জীবন— নজরুল)। [লম্‌হঃ لمحه *আ.*]।

লহর—১*বি.* তরঙ্গ, ঢেউ। ২*বি.* আশা, উৎসাহ। ৩*বি.* উন্মাদনা (লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঞ্জালে—সত্যেন্দ্র)। [لهر *হি.*]।

লহু, লোহু—*বি.* রক্ত, শোণিত (ভুলিনি গো আজো সেই শহীদের লোহু লাল—নজরুল)। [লহূ لهو *হি.*]।

লা-ইলা, লা-এলা— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র সংক্ষিপ্ত রূপ। এখানে 'আল্লা' অর্থে (লায়লি কোথায় ? আমি শুধু দেখি/ লা-এলার জ্যোতি—নজরুল; লায়লির প্রেমে মজনু পাগল/ আমি পাগল 'লা-ইলা'র—নজরুল)।

লাইলাতুল কদর— ১*বি.* সম্মানিত রাত্রি, মুবারক রাত। ২*বি.* ইসলামী শাস্ত্রমতে রমজান মাসের শেষ দশদিনের কোনও একটি বেজোড় রাত। অনেকের মতে সাতাশে রমজানের রাত। এই একটি রাতের ইবাদতের পূণ্য হাজার মাসের ইবাদতের তুল্য। [ليلة القدر *আ.*]।

লা-এলা—দ্র. লা-ইলা।

লাওয়ারিশ, লাওয়ারেশ, লাওয়ারেস— *বিণ.* উত্তরাধিকার শূন্য (লাওয়ারেশ শবগুলি গ্রাম হইতে বাহির করিবে—আকরম)। [লাওয়ারিস لاوارث *আ.*]।

লাকড়ি— *বি.* জ্বালানি কাঠ [লকড়ী لكڑى *হি.*]।

লাখেরাজ, লা-খরাজ, নাখেরাজ—১*বি.* নিষ্কর জমি। ২*বিণ.* নিষ্কর (তার বিস্তর লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল)। [لاخراج *আ.*]।

লাগাৎ, লাগাদ—দ্র. নাগাইত।

লাগাম—১*বি.* ঘোড়ার বল্গা, রাশ। ২*বি.* সংযম, check। [لگام *ফা.*]।

লাগায়েৎ, লাগায়েত—দ্র. নাগাইত।

লাচার, নাচার—*বিণ.* নিরুপায়, সহায়-হীন, নিঃসহায় (লোকজন বিনে আছি বহুত লাচার—হামজা)। [لا *আ.* + چار *ফা.*]

লা-জওয়াব— *বিণ.* নিরুত্তর। [لا جواب *আ.*]।

লাড়কা—দ্র. লেড়কা।

লাথি, লাথ–*বি.* পদাঘাত, পায়ে আঘাত করা। [লাত لات *হি.*]।

লা-দাবী— *বিণ.* যার জন্য কোন দাবী নেই। [লা দ'ওয়া لادعوى *আ.*]।

লানত, লানৎ, লাহানতি—১*বি.* অভিশাপ (হাজার লানত যে এমন কাজ করে—হামজা)। ২*বি.* অপমান, লাঞ্ছনা, ভর্ৎসনা। [ল'নত لعنت *আ.*]।

লায়েক—*বি.* সাবালক, উপযুক্ত (বিয়ের লায়েক বেটি হইল সেয়ানা—হামজা)। [লা'ইক্ব لائق *আ.*]।

লাল[১]—*বি.* রক্তবর্ণ, লোহিত। [লাল لال *ফা.*]।

লা'ল২— *বি.* শিশুপুত্র, প্রিয় সন্তান (আম্মা লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া —নজরুল)। [লা'ল لال হি; ল'ল لال *ফা.*]।

লালা— *বি.* লাল রঙের ফুল বিশেষ (সাহারাতে ফুটলরে রঙিন গুলে-লালা —নজরুল)। [লালঃ لاله *ফা.*]।

লাশ, লাস— *বি.* শব, মৃতদেহ (ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস্ দিন— নজরুল)। [লাশ لاش *তু.*]।

লাশরীক, লা-শারিক— *বিণ.* শরীক-হীন, যার কোনো অংশীদার নেই (দাড়ি মুখে সারি গান—লা-শরীক আল্লাহ —নজরুল; লা-শরিকের জলসাতে তাই/ শরিক হল এসে সবাই— নজরুল)। [لاشريك *আ.*]।

লাহানতি—দ্র. লানত।

লিল্লা, লিল্লাহ্—*বি.* আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎসর্গ করা। [লিল্লাহ্ لله *আ.*]।

লু, লূ—১*বি.* গ্রীষ্মকালের অতিশয় উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ বিশেষ। ২*বিণ.* গরম বাতাস (বহিছে সাহারায় শোকের 'লূ' হাওয়া —নজরুল)। [লূ لو *উ.*]।

লুকমা—দ্র. লোকমা।

লুঙ্গি, লুঙ্গী, লুঙি, লুঙী—*বি.* পুরুষের নিম্নাঙ্গে পরিহিত কাছা-কোঁচাহীন সপরিচিত বস্ত্র বিশেষ। [লঙ্গী لنگى *হি./ফা.*]।

লুচ্চা, লোচ্চা— *বি.* লম্পট। [লস্‌স لصّ *আ.*]

লুঠেরা, লুঠেল, লুটেরা, লুটেল— *বিণ. বি.* লুণ্ঠনকারী, ডাকাত, দস্যু, লুণ্ঠক, অপহারক। [লুটেরা لٹيرا *হি.*]।

লুবান—দ্র. লোবান।

লূ—দ্র. লু।

লেং, লেঙ, লেঙ্গ, ল্যাং, লেঙ্গি, লেঙ্গী—*বি.* পা, পদ (পতনের উট তথা বৈসে লেঙ্গ পাড়ি'—হায়াত)। [লেঙ্গ لنگ *ফা.*]।

লেংটি, লেঙ্গটি— *বি.* অল্প পরিসর কাপড় যা কোমরে জড়ানো হয়। [লঙ্গোটী لنگوٹى *হি.*]।

লেঙড়া, লেঙ্গড়া, ল্যাঙড়া, নেংড়া, নেংরা, নেঙরা—*বি.* খোঁড়া লোক, খঞ্জ। [লঙ্গ لنگ *ফা.* + ড়া ڑا *হি. প্র.*]।

লেকিন—*অব্য.* কিন্তু। [লীকিন্ ليكن *আ.*]।

লেঙ, লেঙ্গ—দ্র. লেং।

লেজা—*বি.* নেযা, বল্লম জাতীয় অস্ত্র বিশেষ। [নেযঃ نيزه *ফা.*]।

লেড়কা, লাড়কা—*বি.* বালক, শিশু, ছেলে, অল্পবয়সী পুত্রসন্তান। [লড়কা لڑكا *হি.*]।

লেতি, লেত্তি—*বি.* লাটিম ঘুরাবার দড়ি বা নেতি। [লত্‌তী لتّى *উ.*]।

লেপ—*বি.* শয়নকালে ব্যবহার্য তুলাভরা শীতনিবারক গাত্রাবরক বিশেষ। [লিহাফ لحاف *আ.*]।

লেফাফা—*বি.* খাম, চিঠিপত্রের উপরের আবরণ। [লিফাফঃ لفافه *আ.*]।

লেফাফাদোরস্ত, লেফাফাদুরস্ত—

বি. বাইরের আদবকায়দায় ত্রুটিহীন কিন্তু ভিতরে ফাঁকিবাজ। [—দুরুস্ত درست *ফা.*]।

লেবাছ, লেবাস –*বি.* পোশাক। [লিবাস لباس *আ.*]।

লেহাজ—১*বি.* লজ্জশরম। ২*বি.* শিষ্টাচার, আদবকায়দা। [লিহায্ لحاظ *আ.*]।

লোকমা, লুকমা—*বি.* গ্রাস (দুইবার লোকমা খেয়েছি–ইব্রাহীম)। [লুক্মঃ لقمه *আ.*]।

লোকসান, নোকসান–*বি.* পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ে মূলদরের অপেক্ষাও কম মূল্য প্রাপ্তি। [নুক্সান نقصان *আ.*]।

লোচ্চা—দ্র. লুচ্চা।

লোবান, লুবান—*বি.* ধুনার ন্যায় গন্ধযুক্ত বৃক্ষ নির্যাস বিশেষ। [লুবান لبان *আ.*]।

লোয়াজিমা—দ্র. লওয়াজিম।

লোহু—দ্র. লহু।

ল্যাং—দ্র. লেং।

ল্যাঙড়া—দ্র. লেঙড়া।

শ

শইখ—দ্র. শেখ।

শওক, শওখ—দ্র. শখ।

শওকৎ, শওকত—*বি.* জাঁকজমক, শক্তি। [شوكت *আ.*]

শওকীন—দ্র. শৌখিন।

শওয়াল—*বি.* হিজরী সনের দশম মাস। [শও্ওয়াল شوّال *আ.*]।

শওহর—*বি.* স্বামী। [شوهر *ফা.*]।

শক, সক[১]—*বি.* সংশয়, সন্দেহ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব। [শক্ شك *আ.*]।

শকরকন্দ, সকরকন্দ—*বি.* মিষ্টি আলু। [শক্র কন্দ্ شكر قند *ফা.*]।

শক্স, শখস—*বি.* ব্যক্তি। [শখ্স্ شخص *আ.*]।

শক্কর, সক্কর–*বি.* চিনি। [শকর্ شكر *ফা.*, সুক্করু سكّر আ.]।

শখ, সখ, শওক, শওখ, সক[২]—১*বি.* অভিরুচি, আগ্রহ। ২*বি.* উচ্চাশা, যশ। ৩*বি.* ঝোঁক। ৪*বি.* আমোদ। ৫*বি.* বিলাস। [শওক্ব شوق *আ.*]।

শখিন, শখীন—দ্র. শৌখিন।

শজরা—*বি.* বংশতালিকা। [শজরহ্ شجره *আ.*]।

শতরঞ্জি, শতরঞ্জী, সতরঞ্জি—*বি.* এক ধরনের কার্পেট—বিভিন্ন রঙে ও ডিজাইনে তৈরী। [শত্বরন্জী شطرنجى *ফা.*]।

শনাক্ত, সনাক্ত—*বি.* নিশানদিহি, পরিচিত বলে নির্দেশ। [শনাখ্ত্ شناخت *ফা.*]।

শবনম্—*বি.* শিশির, কুজ্ঝটিকা। [শব্নম্ شبنم *ফা.*]।

শবীনাখতম—*বি.* একরাতে কয়েক

জন হাফিজ মিলিত ভাবে বিভিন্নাংশ পাঠ করে একবার কোরআন মজীদ খতম করার প্রথা। [শবীনঃ شبينه *ফা.* + খতম ختم *আ.*]।

শবেকদর—*বি.* মর্যাদাপূর্ণ রাত। রমজান মাসের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ অথবা ২৯ তারিখের রাত, যে রাতে কোরআন শরীফ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল (আল্-কোরানের গাইলে গজল শবে-কদর রাতে— নজরুল)। [শব شب *ফা.* + ক্বদর قدر *আ.* 'শব্' শব্দের পরে *ফা.* 'ই' প্র. বাংলায় 'এ' হয়েছে]। **শবেবরাত, শবে'রাত**— *বি.* সৌভাগ্য রজনী, চান্দ্র শাবান মাসের চতুর্দশ দিন—এইদিন মুসলমানেরা রুটি হালুয়া বিতরণ করেন ও ভাল খাবার খান (শবে'রাত আজ উজালা গো, আঙিনায় জ্বল্‌ল দীপালি— নজরুল)। [— برات *আ.*]।

শমসুল উলামা / শামসুল উলামা —*বি.* জ্ঞানীদের সূর্য। আরবী ও ইসলামী বিষয়ে উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত-দিগকে বৃটিশ সরকার বর্তৃক প্রদত্ত উপাধি বিশেষ। [شمس العلماء *আ.*]।

শমশের—*বি.* তরবারী, তলোয়ার (চাই না মেহ্‌দী তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের—নজরুল)। [শমশের شمشير *ফা.*]।

শয়খ—দ্র. **শেখ**।

শয়তান—১*বি.* ইহুদী, খৃষ্টীয় ও ইসলামী শাস্ত্রোক্ত আল্লাহ্ দ্রোহী। ২*বি.* পাপাত্মা, অতিশয় দুর্বৃত্ত ব্যক্তি। [শয়ত্বান شيطان *আ.*]। **শয়তানি, শয়তানী**—*বি.* দুর্বৃত্ততা, বদমায়েশী (হাসে শয়তানী হাসি হেটো লোক যত— সত্যেন্দ্র)। [— + ই, ঈ. *বাং*]।

শরবত, সরবত, সরবৎ—১*বি.* মিষ্ট শীতল পানীয়। ২*বি.* চিনি, মিশ্রি, ফলের রস ইত্যাদি সমন্বয়ে তৈরী ঠাণ্ডা পানীয় (ত্যক্ত আমি হাতের কাছের/ পেয়ালা-ভরা শরবতে—নজরুল)। [শর্‌বত شربت *আ.*]।

শরম, সরম—*বি.* লজ্জা। [শরম شرم *ফা.*]। **শরমিন্দা, শর্মিন্দা, শরমেন্দা** —*বিণ.* লজ্জিত। [শর্‌মিন্‌দঃ شرمنده *ফা.*]।

শরা, সরা— *বি.* ইসলামী বিধানাবলী। [শর' شرع *আ.*]। **শরা-শরিয়ত** —*বি.* ইসলামী কানুন, ইসলাম-প্রদত্ত জীবন বিধান। [— শরী'অত্ شريعت *আ.*]।

শরাব, শারাব, সরাব— ১*বি.* মদ্য, সুরা (শারাব পিয়ে দিল্-দরিয়া উড়িয়ে দি ভয়-ভাবনায়— নজরুল; ২*বি.* সুস্বাদু পানীয়, শরবৎ। [শরাব شراب *আ.*]। **শরাবন তহুরা**—*বি.* পবিত্র পানীয়, বেহেশতে যে পানীয় পান করতে দেয়া হবে। [শার্‌রাবুন ত্বহূরা। شرّاب طهور *আ.*]। দ্র. **তহুরা**। **শরাবী, শারাবী, শারাবখোর**—*বি.* যে মদ্যপান করে, মদ্যপায়ী মাতাল (দোষ দিও না প্রবীণ জ্ঞানী, হেরি' খারাব শারাব খোর—

নজরুল)। [শরাবী شرابی আ. شرابخور আ. + ফা.]।

শরাফত, শরাফৎ, সরাফত— ১*বি.* ভদ্রতা, ভদ্র আচরণ। ২*বি.* আভিজাত্য। [শরাফত شرافت আ.]। **শরাফতি, সরাফতি**—*বি.* ভদ্রতা, সৌজন্য (বেল্লিক তুমি সরাফতি বোঝনা লোকের—ফররুখ)। [— + ই *বাং.*]।

শরাবন তহুরা—দ্র. **শরাব**।

শরাবী—দ্র. **শরাব**।

শরিক, শরীক, সরিক—*বি.* অংশী। [শরীক شریك আ.]। **শরীকান, শরিকান**—*বি.* একাধিক শরিক। [*আ.* + ان *ফা.* ব.ব.]। **শরীকানা, শরিকানা, সরিকানা**—*বি.* শরীকের প্রাপ্য অংশ। [— + আ. *বাং.*]।

শরিফ, শরীফ—১*বিণ.* ভদ্র. মহানুভব, উচ্চমনা, অভিজাত, শ্রেষ্ঠ। ২*বিণ.* মক্কার শাসনকর্তার উপাধি। [শরীফ شریف আ.]। **শরীফী**— *বিণ.* অভিজাত জনোচিত, 'শরীফ' বিষয়ক (শির-দার তুমি ছিলে রীফের/ পরনি ক' শিরে শরীফী তাজ—নজরুল)। [شریفی আ.]

শরিয়ত, শরীয়ৎ— ১*বি.* ইসলামের বিধি-বিধান। ২*বি.* ধর্মাচার ও ধর্মীয় আইনকানুন। [শরী'অত্ شریعت আ.]। **শরীয়তি, শরীয়তী**—১*বিণ.* ধর্মীয়, শরীয়ত সম্পর্কীয়। ২*বিণ.* শরীয়ত যে মানে এমন, যে শরীয়ত অনুসারে চলে। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

শরীক—দ্র. **শরিক**।

শরীফ—দ্র. **শরিফ**।

শর্কী—*বিণ.* পূর্ব দেশীয় (শর্কী সৈয়দ সুলতানদের স্মরণ সাধন জড়োয়া তাজ—সত্যেন্দ্র)। [শর্ক্বী شرقی আ.]।

শর্ত, সর্ত—*বি.* চুক্তির নিয়ন্ত্রক, নিয়ম, করার। [শর্ত্ব شرط আ.]।

শলা, সলা—*বি.* পরামর্শ, সৎপরামর্শ। [সলাহ্ صلاح আ.]।

শলিতা, সলিতা, সলতে— ১*বি.* প্রদীপের পলিতা। ২*বিণ.* পলিতা সদৃশ সরু। [ফতীলঃ فتیله আ. > পতীলঃ پتیله ফা. > ফলীতঃ فلیته ফা.; আ. سلیطا সলিত্বা (= সরু ফিতা)]।

শশম, শশুম—দ্র. **সসম**।

শহ্ওয়াত— *বি.* কামনা, কামভাব (শহ্ওয়াত গালেব হয়— মনসুর)। [শহ্বত্ شهوت আ.]।

শহদ—*বি.* মধু (গাহে বুলবুলি নার্গিস লালা আনারকলির পিয়ে শহদ—নজরুল)। [شهد আ.]।

শহর, সহর—১*বি.* বৃহৎ নগর। ২*বি.* নগর (জাহাঙ্গীর ঢেড়া দিল সকলের শহরে—ভারত)। ৩*বি.* মহানগর, রাজধানী। [শহ্র شهر ফা.]।

শহরৎ—দ্র. **শোহরত**।

শহীদ, শহিদ, সহিদ—*বি.* ধর্মযুদ্ধে নিহত, ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি (ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি—নজরুল)। [শহীদ شهید

আ.]। **শহীদান, শহিদান**—*বি.* বহু শহীদ (মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা—নজরুল)। [— *আ.* + ان *ফা.*]। **শহীদী, শহীদি**—*বিণ.* শহীদের যোগ্য, শহীদের অবস্থা (শহীদি ঈদ্‌গাহে দেখ্ আজ জমায়ত ভারি—নজরুল)। [শহীদী شهیدی *আ.*]।

শা—দ্র. **শাহ্**।

শা, শাহ্— *বি.* প্রধান, বড় (অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়)। [শাহ্ شاه *ফা.*]। **শাহ্-নজর**—*বি.* বিবাহের পর দুলহা-দুলহিনের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত এবং ঐ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান। [— নযর نظر *আ.*]।

শাইখ—দ্র. **শেখ**।

শাকরেদ, শাগরেদ, সাগরেদ— *বি.* শিষ্য, সহকারী। [শাগির্‌দ্ شاگرد *ফা.*]। **শাকরেদি, শাগরেদী, শাগরেদি**— *বি.* শিষ্যত্ব। [শাগির্‌দ্ شاگرد *ফা.* + ی (ঈ) *ফা.*]।

শাগরেদ—দ্র. **শাকরেদ**।

শাগরেদি—দ্র. **শাকরেদ**।

শাজাদা, শাহ্‌জাদা—দ্র. **শাহ**।

শাজাদী, শাহজাদী—দ্র. **শাহ্**।

শাদি, শাদী, সাদি— ১*বি.* আনন্দ, উৎসব। ২*বি.* বিবাহ, পরিণয় (শাহাজাদীর শাদির দিনে নাচে হাজার বাঁদী— সত্যেন্দ্র)। [শাদী شادی *ফা.*]।

শাদিয়ানা, শাদীয়ানা, সাদিয়ানা—১*বি.* আনন্দ, আনন্দোল্লাস, আনন্দোৎসব। ২*বি.* বিবাহোৎসবের বাদ্য (হঠাৎ সাদিয়ানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল—মশার্‌রফ)। [শাদিয়ানঃ شادیانه *ফা.*]।

শাদ্দাদ— *বি.* 'আদ গোত্রের এক প্রাচীন রাজা যে বেহেশতের নমুনায় দুনিয়ায় এক জান্নাত তৈরী করেছিল, সেই জান্নাত বা উদ্যান 'বাগ্-ই-ইরম' নামে পরিচিত। [শদ্দাদ شدّاد *আ.*]।

শান[১]—*বি.* ইষ্টকাদি নির্মিত স্থান, পাকা মেঝে। [সহ্‌ন্ صحن *আ.*]।

শান[২]— *বি.* মাহাত্ম্য, মর্যাদা। [শান شان *আ.*]। **শানশওকত, শান-শৌকত**—১*বি.* গৌরব, জাঁকজমক (কোথায় সে তেজ ঈমান, কোথায় সে শান শওকত—নজরুল)। ২*বি.* প্রতাপ। [— شوکت *আ.*]।

শানাই, সানাই—*বি.* সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ (বাজল কিরে ভোরের সানাই নিদ-মহলার আঁধার পুরে—নজরুল)। [শহ্‌না'ঈ شهنائی *ফা.*]।

শাফা— *বি.* আরোগ্য, রোগমুক্তি। [শিফা' شفاء *আ.*]। **শাফাখানা**—*বি.* হাসপাতাল, ডাক্তারখানা। [— খানহ্ خانه *ফা.*]।

শাফায়ত, সাফায়াৎ, সাফাত—*বি.* সুপারিশ, বিশেষত: কিয়ামতে আল্লাহ্‌র নিকট নবী করীমের এই সুপারিশ (পাব কিয়ামতে তাঁহার শাফায়ত— নজরুল)। [শাফ'অত্, শিফা'অত্ شفاعت، شفعت

আ.]। **শাফায়তি**—*বি.* শাফায়তের কাজ, সুপারিশ (নবীর কাছে শাফায়তি করিবেন তলব—নজরুল)। [— *আ.* + ই *বাং.*]।

শাফী— *বিণ.বি.* রোগ মুক্তিদাতা, আরোগ্যদাতা। [শাফী شافی *আ.*]।

শাবান—*বি.* হিজরী সনের অষ্টম মাস। [শ'বান شعبان *আ.*]।

শাবাশ, শাবাস, সাবাস— *অব্য.* প্রশংসা-সূচক উক্তি, ধন্য, বলিহারি, মারহাবা। [শাহ্‌বাশ شاه باش *ফা.*, শাবাশ شاباش *ফা.*]।

শাম[১]—*বি.* সন্ধ্যা। [শাম شام *ফা.*]।

শাম[২]—*বি.* সিরিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ বিশেষ। [শাম شام *আ.*]।

শামলা—*বি.* শালের পাগড়ি বিশেষ (উকিলের শামলা)। [শম্‌লহ্ شمله *ফা.*]।

শামসুল উলামা — দ্র. **শমসুল উলামা**।

শামা—*বি.* প্রদীপ, বাতি। [শম' شمع *ফা.*]। **শামাদান**— *বি.* বাতিদান, শেজ, দীপাধার (আমার হৃদয়-শামাদানে জ্বালি' মোমের বাতি—নজরুল)। [— + দান دان *ফা.*]।

শামিয়ানা, শামীয়ানা, সামিয়ানা—*বি.* চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, বস্ত্র নির্মিত অস্থায়ী ছাদ বিশেষ। [শামিয়ানঃ شاميانه *ফা.*]।

শামিল, সামিল, সামেল— *বিণ.* অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত (জামাত-শামিল হও এশাতে এখনো জামাতে আছে স্থান —নজরুল)। [শামিল شامل *আ.*]।

শামী, সামী— ১*বি.* ইহুদী আরবী মিশ্রভাষা, Semetic। ২*বিণ.* সাম বা সিরিয়া দেশে উৎপন্ন বা তদ্দেশ সম্পর্কিত। [শামী شامی *আ.*]।

শামীকাবাব, শামিকাবাব—*বি.* মাংস ও ডাল দিয়ে এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কাবাব বা বড়াবিশেষ। [শামী شامی *আ.*, কবাব كباب *ফা.*]।

শায়ের, সায়ের[২]—*বি.* কবি। [শা'ইর্ شاعر *আ.*]। **শায়েরী**—*বি.* কবিত্ব, কাব্যচর্চা। [শা'ইরী شاعری *আ.*]

শায়েস্তা, সায়েস্তা— ১*বিণ.* সুষম, শোভন। ২*বিণ.* শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিষ্ট। ৩*বিণ.* শাস্তিপ্রাপ্ত, জব্দ। ৪*বিণ.* দমিত, শাসিত। [শাইস্‌তহ্ شايسته *ফা.*]।

শারাব—দ্র. **শরাব**।

শারাবী—দ্র. **শরাব**।

শারারতি, শারারতী— *বি.* দুষ্টুমী, শয়তানী। [শরারত شرارت *আ.* + ঈ *বাং.*]।

শাল, সাল[২]—*বি.* মূল্যবান পশমী গাত্রবস্ত্র বিশেষ। [শাল شال *আ.*]।

শালওয়ার—দ্র. **শালোয়ার**।

শালগম—*বি.* আনাজ বা তরকারী, কন্দ বিশেষ। [শল্‌গম্ شلغم *ফা.*]।

শালিস, সালিস, সালিশ—*বি.* মধ্যস্থ, তৃতীয় ব্যক্তি। [সালিস ثالث *ফা.*]। **শালিশী, সালিসী, সালিশী**—*বি.* মধ্যস্থ দ্বারা বিচার। [ثالثی *ফা.*]।

শালোয়ার, শালওয়ার, সালোয়ার—*বি.* ঢিলা পায়জামা। [শল্‌ওয়ার شلوار *ফা.*]।

শাহ্, শা—১*বি.* বাদশা, নৃপতি। ২*বি.* পারস্যরাজের উপাধি। [শাহ্ شاه *ফা.*]। **শাহ্‌জাদা, শাজাদা**— *বি.* রাজকুমার, বাদশার পুত্র। [— زاده *ফা.*]। **শাহজাদী, শাজাদী**— *বি.* বাদশাহ্‌র কন্যা, রাজকুমারী। [— زادی *ফা.*]। **শাহজাহান**— ১*বি.* বিশ্বের সম্রাট্। ২*বি.* সম্রাট্ জাহাঙ্গী-রের পুত্র। [شاه جهان *ফা.*]। **শাহানশাহ্, শাহানশা**—*বি.* রাজা-ধিরাজ, বাদশাহ্। [شاهنشاه *ফা.*]। **শাহী**— ১*বিণ.* রাজকীয়। ২*বিণ.* বড় মানুষী, নবাবী (শাহী চালচলন)। [শাহী شاهی *ফা.*]।

শাহাদত[১]— *বি.* সাক্ষ্য। [শহাদত্ شهادت *আ.*]।

শাহাদত[২]—*বি.* শহীদ হওয়া, আল্লার বাণী বা ইসলামী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ (শাহাদত ছিল কাম্য মোদের—নজরুল)। [শহাদত্ شهادت *আ.*]।

শাহানশাহী— *বি.* সাম্রাজ্য (মনের রাজ্যে অক্ষয় তার শাহানশাহী — নজরুল)। [শাহনশাহী شاهنشاهی *ফা.*]।

শাহানা, সাহানা—১*বিণ.* রাজকীয়। ২*বিণ.* জাঁকজমকপূর্ণ। ৩*বি.* সংগী-তের রাগিণী বিশেষ। [শাহানহ্ شاهانه *ফা.*]।

শাহী—দ্র. শাহ্।

শাহী তক্ত, শাহি তক্ত, শাহী তখৎ—*বি.* রাজ সিংহাসন (শাহী তখতে বসেছে ফুল/দেখনু সেদিন গুলবাগিচায় —নজরুল)। [শাহী তখ্‌ত্ شاهی تخت *ফা.*]।

শাহীদ, শাহিদ, শাহেদ, সাইদ—*বি.* সাক্ষী, সাক্ষ্যদানকারী। [শাহিদ شاهد *আ.*]।

শাহীনামা, শাহিনামা—*বি.* রাজকীয় আদেশপত্র, ফরমান। [শাহী নামহ্ شاهی نامه *ফা.*]।

শাহেদ—দ্র. শাহীদ।

শিক— *বি.* শলাকা, সরুদণ্ড। [সীখ্ سیخ *ফা.*]। **শিককাবাব** —*বি.* গোশ্‌তে মসলা মাখিয়ে শিকে গেঁথে গন্‌গনে কয়লার আগুনে ধরে প্রস্তুত কাবাব। [— কবাব کباب *ফা.*]।

শিকদার—*বি.* বিভাগীয় রাজস্ব আদায়-কারী কর্মচারী। [শেক্ক্‌'ন شق *আ.* + دار *ফা.*]।

শিকম, শেকম—*বি.* পেট, উদর, গরু বা ছাগলের পাকস্থলী বা নাড়ীভুঁড়ি। [شکم *ফা.*]।

শিকায়ৎ, শিকায়েত—*বি.* অভিযোগ, নালিশ, দোষারোপ, নিন্দা। [شکایت *আ.*]।

শিকার—১*বি.* তীর-বন্দুকাদির দ্বারা বনের পশুপাখী বধ করা, মৃগয়া। ২*বি.* (আল.) হত্যার শিকার, বধ্য প্রাণী (মিথ্যা ভয়ের ভয় পেল না ? নিত্য ভয়ের হও শিকার— নজরুল)।

[শিকার شکار *ফা.*]।

শিগাফ—দ্র. সেগাফ।

শিন্নি—দ্র. শিরনি।

শিয়া, সীয়া[১]—*বি.* মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের মতে হযরত (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরে হযরত আলীরই (রাঃ) প্রথম খলিফা হওয়া উচিত ছিল। [শী'আঃ شیعه *আ.*]।

শির—*বি.* মাথা, মাথার খুলি (খোদার নামে শির লুটায়ে জীবন কর্ সফল —নজরুল)। [সর্ سر *ফা.*]। **শির-তাজ**—*বি.* মাথার ভূষণ, শ্রেষ্ঠ (দিলে শিরে শিরতাজ নাম মুসলিম আমায় —নজরুল)। [— + تاج *আ.*]।

শির্ক—দ্র. শেরেক।

শিরনি, শিরনী, শির্নী, শিন্নি, সিন্নি—১*বি.* মিষ্টান্ন, মিঠাই। ২*বি.* খোদার বা কোনো দরবেশের নামে উৎসর্গীত কোনো মিষ্টান্ন। ৩*বি.* উৎসর্গ, আত্মত্যাগ (শির্নী দে তুই শিরীন জবান/ তশতরীতে প্রেম মফিদ —নজরুল)। [শীরীনী شیرینی *ফা.*]।

শিরপেচ—*বি.* পাগড়ি বিশেষ। [সর্পেচ سرپیچ *ফা.*]।

শিরাজ—দ্র. সিরাজ।

শিরাজী, শিরাজি— ১*বি.* ইরানের শিরাজ নগরে প্রস্তুত। ২*বি.* শিরাজে প্রস্তুত মদ (তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায়। কেউ বা শিরাজী মাগে— নজরুল)। [শিরাজী شیرازی *ফা.*]।

শিরিন, শিরীন— *বি.* মিষ্ট, মধুর (মিলন-চুমুর শিরিন স্মৃতি আবছায়া তাও হয় না মনে—নজরুল)। [শীরীন شیرین *ফা.*]।

শিরিষ— *বি.* আঠা বিশেষ। [সিরীশ سریش *ফা.*]।

শিরোনাম, শিরোনামা—১*বি.* চিঠি-পত্রের উপরে লেখা নামঠিকানা। ২*বি.* রচনাদির নাম; পত্রিকা বা অন্যত্র প্রকাশিত প্রধান বিষয়। [সর্নামহ্ سرنامه *ফা.*]।

শিরোপা—১*বি.* পাগড়ি, উষ্ণীষ। ২*বি.* পারিতোষিক হিসেবে প্রদত্ত পোশাক। [সরাপা سراپا *ফা.*]।

শিশ, শীস—*বি.* জনৈক নবীর নাম। [শীস شیس *আ.*]।

শিশমহল–*বি.* কাঁচনির্মিত বাড়ি (ঊষসীর শিশমহলে আসতে যদি চাস্ নিরবধি —নজরুল)। [শীশ্মহল্ شیش محل *ফা.*]।

শিশা, শীশা—১*বি.* কাঁচ। ২*বি.* আর্শী, দর্পণ। [শীশহ্ شیشه *ফা.*]।

শুকুর—দ্র. শোকর।

শুবা, শুবে, শোবা, শোবে, সোবে —১*বি.* সংশয়, সন্দেহ। [শুব্হ شبهه *আ.*]।

শুমার, শুমারি—দ্র. সুমার।

শুরু, সুরু—১*বি.* আরম্ভ। ২বি মূল। [শুরূ' شروع *আ.*]।

শুরুয়া, সুরুয়া–১*বি.* ঝোল, রস। ২*বি.* মাংসের ক্বাথ। [শূর্বা شوربا *আ.*]।

শুহ্রত—দ্র. শোহ্রত।
শেকম—দ্র. শিকম।
শেখ, সেখ, শাইখ, শইখ, শয়খ—১*বি.* সম্মানিত বৃদ্ধ। ২*বি.* প্রধান, সরদার। ৩*বি.* পীর, মুর্শিদ। [শইখ شيخ *আ.*]
শের—*বি.* বাঘ, সিংহ (জোরওয়ার শের কই? জেরবার জানোয়ার—নজরুল)। [শের شير *ফা.*]।
শেরওয়ানী—*বি.* হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা, আচকান। [شروانى *উ.*]।
শেরেক, শির্ক— ১*বি.* অংশীকরণ। ২*বি.* আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কারো শরীক করা। ৩*বি.* পৌত্তলিকতা। [শির্ক شرك *আ.*]। **শেরেকী**—*বি.* শেরেক করার কাজ (শেরেকী হইতে দূরে থাক)। [— + ঈ. *বাং*]।
শেরেখোদা— ১*বি.* খোদার সিংহ। ২*বি.* হযরত আলী (রাঃ)-র উপাধি। [شير خدا *ফা.*]।
শোকর, শুকুর, সোকর—*বি.* ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। [শুক্র্ شكر আ]।
শোকরানা—*বি.* কোনো সাহায্যকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। [শুক্রানঃ شكرانه *আ.*]।
শোবা, শোবে—দ্র. শুবা।
শোয়ারী—দ্র. সোয়ারি।
শোর, সোর—*বি.* কোলাহল, চিৎকার, চেঁচামেচি। [শোর شور *ফা.*]। **শোরগোল, সোরগোল**—*বি.* তীব্র গোলমাল, হৈ চৈ, গন্ডগোল (শুষ্ক ঝোরায় বর্ষ নূতন জাগালে সোরগোল —সত্যেন্দ্র)। [— + গোল *তা.*]।
শোর-শরাবত—দ্র. সোর-সরাবত।
শোহ্রত, শুহ্রত, শহ্রৎ, সোহ্রত, সোহ্রৎ, সহ্রত, সোরৎ— *বি.* প্রচার, ঘোষণা, ঢোল বাজিয়ে বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা (শোহ্রত দাও, নওরাতি আজ। হর্ ঘরে দীপ জ্বালাও—নজরুল)। [শুহ্রত شهرت *আ.*]।
শৌকীন—দ্র. শৌখিন।
শৌখিন, শৌখীন, শওকীন, সৌখিন, সৌখীন, শখিন, শখীন, শৌকীন—*বিণ.* সখযুক্ত, বিলাসী (তারি আমি বান্দা গোলাম/ সৌখিন যে রস-পিয়াসী— নজরুল)। [শওক্ব شوق *আ.* + ইন্ ين *ফা.* প্র.। শওখীন্ شوخين *ফা.*]।
শৌহর—*বি.* স্বামী, পতি। [শৌহর্ شوهر *ফা.*]।

স

সই[১]**, সহি**—*বি.* দস্তখত, স্বাক্ষর। [সহীহ্ صحيح *আ.* = ঠিক, নির্ভুল]।
সই[২]–১*বিণ.* পর্যন্ত, সমান। ২*বিণ.* যোগ্য, অনুরূপ (পসন্দসই, টেকসই)। [সহীহ্ صحيح *আ.*]।
সইস—দ্র. সহিস।

সওগাত, সওগাৎ, সওগাদ— *বি.* উপঢৌকন, ভেট, উপহার। [সওগাত سوغات *তু.*]।

সওদা, ছওদা—*বি.* ক্রয়, খরিদ, পণ্য বেচাকেনা। [সওদা سودا *ফা.*]।

সওদাগর, সদাগর— *বি.* ব্যবসায়ী, বণিক। [সওদাগর سوداگر *ফা.*]। **সওদাগরি, সদাগরী**—১*বি.* ব্যবসা-বাণিজ্য। ২*বিণ.* ব্যবসায় সংক্রান্ত (সওদাগরী জাহাজী)। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

সওয়াব—দ্র. সোয়াব।

সওয়ার, সওয়ারি, সওয়ারী— দ্র. সোয়ার।

সওয়াল, ছওয়াল, সোয়াল— ১*বি.* প্রশ্ন। ২*বি.* জেরা। ৩*বি.* প্রার্থনা। ৪*বি.* ভিক্ষাবৃত্তি। [সুওয়াল سوال *আ.*]। **সওয়াল জবাব**— *বি.* প্রশ্নোত্তর, মকদ্দমায় উকিলের বাদ-প্রতিবাদ। [— *আ.* + জওয়াব্ جواب *আ.*]।

সংগ, সঙ্গ—*বি.* পাথর, প্রস্তর। [সংগ্ سنگ *ফা.*]। **সঙ্গতরাশ**— *বি.* পাথর খুদে মূর্তি নির্মাণকারী, ভাস্কর। [— + তরাশ تراش *ফা.*]। **সংগদিল, সঙ্গদিল, ছঙ্গদিল**—*বিণ.* পাষাণপ্রাণ, অত্যাচারী। [—দিল্ دل *ফা.*]। **সঙ্গেমর্মর, ছঙ্গমরমর**—*বি.* মর্মর পাথর, মার্বেল পাথর। [— + মর্‌মর مرمر *ফা.*]। **সংগসার, সঙ্গসার, সঙ্গেসার**— *বি.* পাথরের আঘাতে মৃত্যু ঘটান। [— সার্ سار *ফা.*]।

সংগিন, সংগীন, সঙ্গিন, সঙিন, সঙীন— ১*বি.* বন্দুকের অগ্রভাগে ব্যবহৃত ফলা বা কিরীচ। ২*বিণ.* শক্ত, কঠিন, জটিল। ৩*বিণ.* ভয়ানক, গুরুতর। ৪*বিণ.* ভারী। [সঙ্গীন سنگین *ফা.*]।

সংগদিল—দ্র. সংগ।

সংগসার—দ্র. সংগ।

সক[১]—দ্র. **শক**।

সক[২]—দ্র. **শখ**।

সকরকন্দ—দ্র. **শকরকন্দ**।

সক্কর—দ্র. **শক্কর**।

সখ—দ্র. **শখ**।

সখাওত, সাখাওত, ছখাওত, ছাখাওত—১*বিণ.* দানশীলতা, উদারতা। ২*বিণ.* উদার, দাতা। [সখাব্‌ত سخاوت *আ.*]।

সখী— *বিণ.* দাতা, উদার, দানশীল, মুক্তহস্ত। [سخی *আ.*]।

সঙিন, সঙীন—দ্র. **সংগিন**।

সঙ্গ—দ্র. সংগ।

সঙ্গতরাশ—দ্র. সংগ।

সঙ্গদিল—দ্র. সংগ।

সঙ্গসার—দ্র. সংগ।

সঙ্গিন—দ্র. সংগিন।

সঙ্গেমর্মর, সঙ্গেসার—দ্র. সংগ।

সচ্—১*বিণ.* সত্য। ২*বিণ.* সত্যবাদী, খাঁটি। [সচ سچ *উ.*]

সজদা—দ্র. সেজদা।

সঞ্জাব—*বি.* জামাকাপড়ের পাড়, আস্তর, lining। [সন্‌জাফ سنجاف *ফা.*]।

সতর—*বি.* লজ্জাস্থান আচ্ছাদন, ইসলামী শাস্ত্রমতে পুরুষ ও নারীর দেহের

বিশেষ স্থান ঢেকে রাখার নাম। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের পাতা ব্যতীত সর্বাঙ্গ সতর বা আচ্ছাদনযোগ্য। [সিত্‌র্ ستر *আ.*]।

সতরঞ্জি—দ্র. **শতরঞ্জি**।

সতুন—*বি.* স্তম্ভ, থাম। [সুতূন ستون *ফা.*]।

সদকা, ছদকা, সাদকা—*বি.* খয়রাত, সাহায্য দান, দান (তোর আমানতের হিস্‌সা সাদকা দে খোদার রাহে —নজরুল)। [সদ্‌ক্বঃ صدقه *আ.*]।

সদমা—*বি.* দুঃখ, ক্ষোভ,বিচ্ছেদ-বেদনা, অন্তরে আঘাত। [সদ্‌মঃ صدمه *আ.*]।

সদর, ছদর—১*বি.* বহির্বাটি, অন্তঃপুরের বাহির। ২*বি.* বাইরের পিঠ। ৩*বি.* জেলার প্রধান শহর, রাজধানী, Headquarters। ৪*বি.* দেশের সর্বোচ্চ শাসনকর্তার পদবী বিশেষ, President। ৫*বিণ.* খোলা, ফাঁকা। [সদর صدر *আ.*]। **সদর-অন্দর**— *বি.* বাহির ও ভিতর। [—*আ.* + اندر *ফা.*]। **সদর আমীন**—*বি.* রাজস্ব বিভাগীয় নিম্নশ্রেণীর বিচারক, মুনসিফ। [— + امین *আ.*]। **সদর আলা, সদরালা**—১*বি.* সাবজজ। ২*বি.* সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, মুনসিফ। [— + অ'লা علی *আ.*]। **সদর খাজনা, সদর জমা**— *বি.* সরকারী রাজস্ব [— + খযানহ্ خزانه *আ.*, জম্' جمع *আ.*]। **সদর দফতর**—*বি.* প্রধান কার্যালয়। [— + دفتر *ফা.*]। **সদর দরজা** —*বি.* প্রধান ফটক, প্রধান প্রবেশ-দ্বার। [— + দরওয়াযঃ دروازه *ফা.*]। **সদর মফস্বল**—*বি.* শহর ও গ্রাম। [— *আ.* + مفصّل *আ.*]। **সদর মালগুজার**—*বি.* যিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরকারী খাজাঞ্চীখানায় খাজনা বা রাজস্ব দাখিল করেন। [— + মাল্ مال *আ.* + গুযার گزار *ফা.*]। **সদর মোকাম**— *বি.* ব্যবসা-বাণিজ্যের বা আইন-আদালতের প্রধান কেন্দ্র। [— *আ.* + مقام *আ.*]। **সদর রাস্তা**—*বি.* প্রধান সড়ক। [— + রাস্তহ্ راسته *ফা.*]। **সদর রিয়াসত**— *বি.* রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসক। [— + রিয়াসত্ ریاست *আ.*]।

সদরি, সদরিয়া, সুদুরি—*বি.* কারুকার্য করা বহিরাবরণ, ছোট জামা বিশেষ, সাধারণত যার আস্তীন হয় না। [صدری *ফা.*, صدر *আ.* + ই, ইয়া *বাং.*]।

সদাই, সদায়—*বি.* পণ্যদ্রব্য, বেসাতি, সওদা। [سودا *ফা.*]। দ্র. **সওদা**।

সদাগর—দ্র. **সওদাগর**।

সন— *বি.* বৎসর, সাল, অব্দ। [সনহ্ سنه *আ.*]। **সনতারিখ**–*বি.* ঘটনার বৎসর ও তারিখ। [— + تاریخ *আ.*]। **সনহাল**—*বি.* চলতি বৎসর, বর্তমান বর্ষ। [— + حال *আ.*]। **হিজরীসন**—*বি.* বিশ্ব নবীর মক্কা

থেকে মদীনায় গমনের সময় হ'তে নির্ধারিত চান্দ্র বৎসর। [هجری سنه আ.]।

সনদ, সনন্দ (অ.প্র)—১*বি.* বাদশাহী হুকুম, দলিল, প্রমাণপত্র (বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার এলে খোদার সনদ লয়ে —নজরুল)। ২*বি.* উপাধিপত্র। ৩*বি.* বিশেষ পাঠ সমাপনান্তে প্রাপ্ত উপাধি বা প্রশংসাপত্র, সার্টিফিকেট। [সনদ سند আ.]।

সনতারিখ—দ্র. সন।

সনহাল—দ্র. সন।

সনাক্ত—দ্র. **শনাক্ত**।

সন্দল—*বি.* চন্দনবৃক্ষ, চন্দন। [সন্দল্ صندل আ.]।

সন্দুক—দ্র. **সিন্দুক**।

সপ—*বি.* বড় মাদুর, পাতলা পাটি বিশেষ। [সফ্‌ফ صفّ আ.]।

সফর[১]**, ছফর**—১*বি.* ভ্রমণ, দেশ পর্যটন (এল আজ সফর করে সফর চাঁদে চাঁদ মুসাফের—নজরুল)। ২*বি.* যাত্রা। [سفر আ.]।

সফর[২]—*বি.* আরবী মাস বিশেষ, চান্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাস। [সফর صفر আ.]।

সফেদ, ছফেদ, সুফেদ—*বি.* সাদা, শ্বেতবর্ণ (পুলকের ফেনা সফেদ বাতাসা / শুভ্র চামেলি ফুল— সত্যেন্দ্র)। [সফেদ্ سفید ফা.]।

সফেদা—১*বি.* চাউলের গুঁড়া। ২*বি.* সাদা রঙ। ৩*বি.* ফল বিশেষ। ৪*বি.* সীসা বিশেষ, White lead। [ا سفید ফা.]।

সবক, ছবক—*বি.* পাঠ, দৈনিক পড়া, শিক্ষা। [সবক্ سبق আ.]।

সবকৎ—*বি.* শ্রেষ্ঠত্ব, অগ্রবর্তিতা superiority। [সব্‌ক্বত্ سبقت আ.]।

সবজা—*বি.* সবুজ, তৃণ বা গাছপালার সবুজ রং (মরু সাহারা-গোবীতে সবজার জাগে দাগ— নজরুল)। [সব্‌যহ্ سبزه ফা.]

সবজি, সব্জী—*বি.* কাঁচা বা সবুজ তরকারী। [সব্‌যী سبزی ফা.]

সব্‌জে—*বিণ.* সবুজের আভা, সবুজময় (সব্‌জে তোমার দোবজা খানি— আলো-ছায়ার সঙ্গমে— সত্যেন্দ্র)। [সব্‌যহ্ سبزه ফা.]।

সবর—দ্র. **সবুর**।

সবুজ—১*বিণ.* রং, বর্ণবিশেষ, হরিৎ। ২*বিণ.* তরুণ, অল্প বয়স্ক (ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ / আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা—রবীন্দ্র)। [সব্‌য্ سبز ফা.]

সবুর, সবর, ছবর—১*বি.* ধৈর্য, সহ্য। ২*বি.* অপেক্ষা, দেরী বা বিলম্ব করণ। [সব্‌র صبر আ.]। **সবুরী**—*বি.* সবর, ধৈর্য। [— + ঈ. *বাং.*]।

সব্জী—দ্র. **সবজি**।

সবোরোজ—*বি.* শব ও রোজ, রাত্রি-দিন। [শব্ ওয়া রোয্ شب و روز ফা.]।

সমঝ, সমজ, সমুজ— *বি.* বুদ্ধি, বোধ, উপলব্ধি, বিবেচনা। [সমঝ্ سمجهه হি.]। **সমঝদার** —*বিণ.* রসজ্ঞ, উপলব্ধিকারী, বিবেচক। [—

হি. + দার دار *ফা.*]। **সমঝান**—*ক্রি.* বুঝানো, সতর্ক করা (বৃথা ভীরু সমঝায়—নজরুল)। [সমঝানা سمجھانا *হি.*]।

সমসা—দ্র. **সমুসা**।

সমালুম—*বিণ.* সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়েছে এমন, ভালোভাবে জানা। [স (উপ.) + ম'লূম معلوم *আ.*]।

সমুজ—দ্র. **সমঝ**।

সমুদ, সমূদ—*বি.* আরবদেশের প্রাচীন সম্প্রদায় বিশেষ। [সমূদ ثمود *আ.*]।

সমুন্দ—১*বি.* অতি উৎকৃষ্ট ঘোড়া। ২*বি.* যে ঘোড়ার রং হলদে ও লেজ কালো (সমুন্দের পৃষ্ঠে বীর চলিল লাফিয়ে—হেয়াত)। [সমন্দ্ سمند *ফা.*]।

সমুম—দ্র. **সাইমুম**।

সমুসা, সমসা—*বি.* ত্রিকোণাকার শিঙ্গাড়া বিশেষ। [সমূসহ্ سموسه *ফা.*]

সয়ফুল্লাহ—*বি.* আল্লাহ্‌র তরবারি, মহাবীর খালেদ ইব্‌নে ওলীদের উপাধি। [সইফুল্লাহ্ سيف الله *আ.*]

সয়লাব—দ্র. **ছয়লাপ**।

সরওয়ার—*বি.* সর্দার, নেতা, বিশ্বনবীর উপাধি। [শরহ্ شرح *আ.* + *ফা.* প্র. 'ওয়ার' وار]।

সরকার—১*বি.* প্রভু, মালিক। ২*বি.* রাজা, শাসনকর্তা, শাসনতন্ত্র পরিচালক। ৩*বি.* শাসনবিভাগ, গভর্নমেন্ট। ৪*বি.* আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষক কর্মচারী। [সরকার سركار *ফা.*]। **সরকারি, সরকারী**—১*বিণ.* সরকার সম্বন্ধীয়। ২*বিণ.* গভর্নমেন্টের, রাষ্ট্রের। [সরকারী سركارى *ফা.*]।

সরগরম—১*বিণ.* গুলজার, পরিপূর্ণ। ২*বি.* উদ্দীপনাযুক্ত। ৩*বিণ.* জমজমাট। [سرگرم *ফা.*]।

সরজমিন, সরেজমিন—*বি.* ঘটনাস্থল, অকুস্থল। [সর্‌যমীন্ سرزمين *ফা.*]।

সরঞ্জাম—১*বি.* উপকরণ, আসবাব। ২*বি.* আয়োজন, আসবাব সংগ্রহ। ৩*বি.* অবশেষ। [সর্‌অন্‌জাম্ سرانجام *ফা.*]। **সরঞ্জামি**—*বিণ.* আদায়কারীর খরচ বাবদ পাওনা। [— + ই. *বাং.*]।

সরদ—১*বিণ.* চাপা। ২*বিণ.* ঠাণ্ডা। [সর্‌দ্ سرد *ফা.*]।

সরদার—দ্র. **সর্দার**।

সরপোশ, সরপোষ—*বি.* আচ্ছাদনী, ঢাকনি। [সর্‌পোশ سرپوش *ফা.*]।

সরফরাজ—১*বি.* বাংলার জনৈক নবাব। ২*বি.* মোড়ল, নেতা, কর্তা। [সর্‌ফরায্ سرفراز *ফা.*]।

সরফর্দা—*বি.* সঙ্গীতের সুরবিশেষের নাম। [সরপর্‌দহ্ سرپرده *ফা.*]।

সরবত, সরবৎ—দ্র. **শরবত**।

সরবন্ধ, সরবন্দ—*বি.* পাগড়ী, শিরস্ত্রাণ। [سربند *ফা.*]।

সরবরাহ, সরবরা—*বি.* যোগান, সরবরাহ। [সর্‌বর্‌াহ্ سربراه *ফা.*]। **সরবরাহী**—*বি.* যোগানদার।

[— + ঈ. বাং.]।

সরবসর—১ *অব্য.,ক্রি.বিণ.* সরাসরি, বরাবর। ২*বিণ.* সর্বশেষ। [সর্‌বসর্ سربسر *ফা.*]।

সরম—দ্র. **শরম**।

সরহদ্দ, সরহদ, ছরহদ—*বি.* চতুঃসীমা, চৌহদ্দী। [সর্ سر *ফা.* + হদ্দ্ حدّ *আ.*]।

সরা—দ্র. **শরা**।

সরাই, সরাইখানা— *বি.* পান্থশালা, পথিক নিবাস. চটি। [সরায়খানহ্ سرائے خانه *ফা.*]।

সরাব—দ্র. **শরাব**।

সরাফত, সরাফতি—দ্র. **শরাফত**।

সরাসর, সরাসরি— *ক্রি.বিণ.* সিধা, সোজাসুজি। [সরাসর سراسر *ফা.* + ই. *বাং.*]।

সরিক—দ্র. **শরিক**।

সরিকানা—দ্র. **শরিক**।

সরেওয়ার— *ক্রি.বিণ.* ব্যাখ্যা ক'রে, সাজিয়ে গুছিয়ে (কিন্তু সে ব্যক্তি সরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না —আলাল)। [শর্‌হ্ شرح *আ.* + ব্‌র (ওয়ার) وار *ফা.* প্র.]।

সরেজমিন—দ্র. **সরজমিন**।

সরো—*বি.* সাইপ্রাস বৃক্ষ। [সর্‌ব্ سرو *ফা.*]।

সরোকার—*বি.* সম্বন্ধ, দাবী, দখলদারী, অধিকার। [সরোকার سروكار *ফা.*]।

সর্ত—দ্র. **শর্ত**।

সর্দার, সর্দ্দার, সরদার—*বি.* দলপতি, নেতা, পরিচালক। [সরদার سردار *ফা.*]। **সর্দারী, সর্দ্দারী, সরদারি**—১*বি.* সরদারের পদ বা কাজ। ২*বি.* সর্দারের প্রাপ্য দস্তুরি। ৩*বি.* মোড়লি। [— + ى (ঈ) *ফা.*]।

সর্দি, সর্দী—১*বি.* শৈত্য, শীত। ২*বি.* কফরোগ। [সর্‌দী سردى *ফা.*]।

সলওয়া, ছালওয়া–১*বি.* পাখী বিশেষ। ২*বি.* বনি ইসরাঈলীদের জন্য আল্লাহ্ প্রেরিত খাদ্য বিশেষ। ৩*বি.* মধু (আমাদের কাছে ওটা ছিল মান্না আর ছালওয়া—হুদর)। [সল্‌ব়া, সেল্‌ওয়া سلوىٰ *আ.*]।

সলমা, সল্মা/সলমা চুমকি—*বি.* সোনা বা রূপার চকচকে পাকানো তীর বা বুটিদানা। [সল্‌মঃ سلمه *হি.*]।

সলা—দ্র. **শলা**।

সলামত—দ্র. **সেলাম**।

সলিকা—১*বি.* প্রতিভা। ২*বি.* ভব্যতা। ৩*বি.* কর্মে নিপুণতা, হুনর। [সলীক্বঃ سليقه *আ.*]।

সলিতা/সলতে—দ্র. **শলিতা**।

সলুক–*বি.* সদ্ভাব, তপস্যার ধারা বিশেষ। [সুলূক سلوك *আ.*]।

সসম, শশম, শশুম—*বিণ.* ষষ্ঠ, ষষ্ঠতম। [শশুম ششم *ফা.*]।

সস্তা—১*বিণ.* কমদাম, স্বল্পমূল্য। ২*বিণ.* সুলভ। [সুস্ত سست *ফা.*]।

সহ্‌বত, সহবৎ, সোহ্‌বত, ছোহ্‌বত—১*বি.* সংসর্গ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান, তরিকত। ২*বি.* সান্নিধ্য। ৩*বি.* নিয়মকানুন, পদ্ধতি। ৪*বি.* স্ত্রীসঙ্গ, সহবাস। [সুহ্‌বত্ صحبت *আ.*]।

সহবতি—*বিণ.* যে সর্বদা নিকটে থাকে, অন্তরঙ্গ। [— + *ই. বাং.*]।

সহর—দ্র. **শহর**।

সহরত—দ্র. **শোহরত**।

সহলে সহলে—*বিণ.* কোমল স্পর্শে, ধীরে ধীরে। [সহ্‌ল্ سهل *আ.*]।

সহি—দ্র: **সই**।

সহিদ—দ্র. **শহীদ**।

সহিলি, সহেলী, সহেলি, সেহলি, সেহেলি—*বি.* চিত্ত বিনোদিনী, সখী, বান্ধবী (সহেলি গো, কিছু ভালো নাহি লাগে— নজরুল; চলুক সেহ্‌লির শরাব/সঙ্গীত—নজরুল)। [সহেলী سهيلی *হি.*]।

সহিস, সইস—*বি.* অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক বা পালক। [সা'ইস্‌ سائس *আ.*]।

সহি, সহী—*বিণ.* শুদ্ধ, নিখুঁত, নির্ভুল। [সহীহ্‌ صحيح *আ.*]। **সহী সালামৎ**—*বিণ.* খোশহাল, সুখশান্তি। [— *আ.* + سلامت *আ.*]।

সহুর— *বি.* জ্ঞান, বুদ্ধি, বোধশক্তি (জেলেখা বলেন মোর হইল সহুর —গরীব)। [শু'উর شعور *আ.*]।

সহেলি, সহেলী—দ্র. **সহিলি**।

সাইদ—দ্র. **শাহীদ**।

সাইমুম, সিমুম, সমুম, ছামুম—*বি.* মরুভূমির বিষাক্ত ঝড়, লু হাওয়া, গরম বাতাস (সময় সময় স্থান বিশেষে ছামুম নামক প্রাণঘাতক বায়ু প্রবাহিত হয়— আহসান)। [সমূম سموم *আ.*]।

সাইয়িদ—দ্র. **সৈয়দ**।

সাএল—দ্র. **সায়েল**।

সাওয়াব—দ্র. **সোয়াব**।

সাঁচা, সাঁচ্চা, সাচ্চা, সাচা—১*বি.* সত্য, অকৃত্রিম (লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়— রবীন্দ্র)। ২*বিণ.* সত্যিকারের, বাস্তবিক (লাল পল্টন মোরা সাচ্চা— নজরুল)। ৩*বিণ.* নির্ভেজাল (সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হ'ল ম'রে—নজরুল)। [সাচ্চা سچّا *হি.*]। স্ত্রী. **সচ্চী**।

সাকি—দ্র. **সাকী**।

সাকিন, সাকিম, সাং—*বি.* বাসস্থান, ঠিকানা (ঢুঁড়ে ফেরে হেথা যুবা সেলিম/ নূরহাজানের দূর সাকিম— নজরুল)। [সাকিন্‌ ساكن *আ.*]।

সাকী, সাকি—১*বি.* সুরা পরিবেশনকারী তরুণ বা তরুণী (সাকি ! আনো আমার হাতে মদ-পেয়ালা, ধরতে দাও —নজরুল)। ২*বি.* প্রেমিকা (প্রিয় সাকি, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার—নজরুল)। [সাক্বী ساقی *আ.*]।

সাখরচে—*বিণ.* অতিব্যয়ী, খরচকারী। [সা (উপ.) + খর্‌চহ্‌ خرچه *ফা.*]।

সাখাওত—দ্র. **সখাওত**।

সাগরেদ—দ্র. **শাকরেদ**।

সাচ্চা—দ্র. **সাঁচা**।

সাজ—১*বি.* পোশাক, বেশ, পরিচ্ছদ। ২*বি.* উপকরণ, সরঞ্জাম। ৩*বি.* গহনাদি। ৪*বি.* আচ্ছাদন। ৫*বি.* রণ-সজ্জা বা দাংগার জন্য প্রস্তুত হওয়া। ৬*বি.* সাঁচ। [সায্‌ ساز *ফা.*]। **সাজ-সরঞ্জাম**—*বি.* পোশাক ও উপকরণ। [— + سرانجام *ফা.*]।

সাজা—*বি.* শাস্তি, দণ্ডবিধান (আরে যা যা/ উচিত সাজা— নজরুল)। [সযা سزا *ফা.*]।

সাদকা—দ্র. সদকা।

সাদা—১*বিণ.* সফেদ, শুভ্র। ২*বি.* শ্বেত-বর্ণ। ৩*বিণ.* অকুটিল। ৪*বি.* সহজ। ৫*বিণ.* আড়ম্বরহীন, অরংগীন। ৬*বিণ.* শান্ত, নম্র। ৭*বিণ.* অলঙ্কারহীন। [সাদহ্ ساده *ফা.*]।

সাদি—দ্র. শাদি।

সাদিক— *বিণ.* সত্যবাদী, বিশ্বস্ত (এসেছে সাদিক আমীন মোহাম্মদ আরবস্তানে —নজরুল)। [সাদিক্ব صادق *আ.*]।

সাদিয়ানা—দ্র. শাদিয়ানা।

সানাই—দ্র. শানাই।

সানি, সানী— *বিণ.* পুনর্বার, দ্বিতীয় বার। [সানী ثانى *আ.*]।

সাফ—১*বিণ.* পরিষ্কার (ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল্-সাফ্—নজরুল)। ২*বিণ.* স্পষ্ট, নির্মল (আনোয়ার! আফসোস! / বখ্তেরই সাফ্ দোষ—নজরুল)। ৩*বিণ.* মৃত (আনোয়ার ভাই! জানোয়ার সব সাফ— নজরুল)। [সাফ صاف *আ.*]। **সাফাই**—১*বি.* পরিষ্করণ, দোষমুক্ত করণ। ২*বিণ.* সুদক্ষ, পাকা। [সফা'ঈ صفائى *ফা.*]।

সাফাত, সাফায়াৎ—দ্র. শাফায়ত।

সাবান—*বি.* সোডা, ক্ষার, চর্বিসহকারে প্রস্তুত ময়লা পরিষ্কারক দ্রব্য। [সাবূন্ صابون *আ.*]।

সাবাস—দ্র. শাবাশ।

সাবিত—দ্র. সাবেত।

সাবুদ, সাবুৎ—১*বিণ.* দৃঢ়। ২*বিণ.* প্রমাণীকৃত। ৩*বি.* প্রমাণ। [সবূত, ثبوت *আ.*]।

সাবেঈন— *বিণ.* নক্ষত্রপূজক ('সাবে ঈন্' তাবেঈন্ হয়ে চিল্লায় জোর্ "ওই ওই নাবে দীন।"—নজরুল)। [সাবিউন صابؤن *আ.,* ব.ব.। এক. সাবি'উ صابئ]।

সাবেক—*বিণ.* পূর্ববর্তী, আগেকার। [সাবিক্ব سابق *আ.*]। **সাবেকী**—*বিণ.* পূর্বকালীন, সেকেলে। [— + ى (ঈ) *ফা.*]।

সাবেত, সাবিত—১*বি.* প্রমাণ। ২*বিণ.* প্রমাণকৃত, সত্য, ন্যায়। ৩*বিণ.* মজবুত। [সাবিত্ ثابت *আ.*]।

সাবের—*বিণ.* ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু। [সাবির صابر *আ.*]।

সাম[১]— *বি.* নূহনবী (আঃ)-এর এক পুত্রের নাম। [শাম্ شام *আ.*]।

সাম[২]—দ্র. শাম[২]।

সামান—১*বি.* সাজসরঞ্জাম, আসবাব-পত্র। ২*বি.* যোগাড়, ব্যবস্থা। [সামান سامان *ফা.*]।

সামিয়ানা—দ্র. শামিয়ানা।

সামিল, সামেল—দ্র. শামিল।

সামী—দ্র. শামী।

সায়েব—দ্র. সাহেব।

সায়ের[১]—১*বি.* ভ্রমণ। ২*বি.* সফর। ৩*বি.* ভিক্ষার জন্য গমন। [সয়র سير *আ.*]।

সায়ের[২]—দ্র. শায়ের।

সায়েরে নাজাবী— *বি.* সুফী সাধন-মার্গের শ্রেষ্ঠ স্থানে গমন বা ভ্রমণ ও তা করতে সমর্থ হওয়া। [سیر نجابی *আ.* + *আ.*]।

সায়েল, সায়িল্, সাএল, ছায়েল— *বি.বিণ.* প্রার্থী, ভিক্ষুক, ফকীর, মিস্‌কিন। [সা'ইল سائل *আ.*]। **সায়েলী**— *বি.* ভিক্ষাবৃত্তি। [— + ی (ঈ) *ফা.*]।

সায়েস্তা—দ্র. **শায়েস্তা**।

সারেং[১]— *বি.* জাহাজের পরিচালক। [সর্‌হঙ্গ্ سرهنگ *ফা.*]।

সারেং[২]— *বি.* বেহালার ন্যায় তারের বাদ্যযন্ত্র, সারঙ্গী। [সারঙ্গী سارنگی *হি.*]।

সারেঙ্গী— *বি.* সারিন্দা। [সারঙ্গী سارنگی *হি.*]।

সারে জাহান— *বি.* সমস্ত দুনিয়া। [সারা জাহান سارا جهان *হি.* + *ফা.*]।

সাল[১]—*বি.* বৎসর, অব্দ। [সাল سال *ফা.*]। **সালতামামী**— ১*বি.* বৎসরান্তের হিসাব। ২*বি.* বৎসরান্ত। [— تمامی *আ.*]।

সাল[২], **শাল** —*বি.* শাল, পশমী চাদর। [শাল شال *আ.*]।

সালতামামী—দ্র. **সাল**[১]।

সালন—দ্র. **ছালন**।

সালব মিছরি—*বি.* ওষুধে ব্যবহৃত ঈষৎ মিষ্ট মূল বিশেষ। [ছ'লব-ই-মিসরী ثعلب مصری *আ.*, *ফা.* তে, স'লব]।

সালাত—*বি.* নামাজ, ইসলামী ইবাদত বা উপাসনা। [صلوة *আ.*]।

সালানা—*বিণ.* বার্ষিক। [سالانه *ফা.*]।

সালাম—১*বি.* শান্তি, নিরাপত্তা। ২*বি.* শান্তিকামনা। ৩*বি.* শান্তিদাতা। [সলাম سلام *আ.*]। **সালাম আলেকুম** —*বি.* ইসলামী শান্তি কামনা প্রকাশ, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। [سلام عليكم *আ.*]।

সালামত, ছালামত— *বি.* নিরাপত্তা, শান্তি, সুখ। [سلامت *আ.*]। **সহি সালামত**— *বি.* সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য —নিরাপত্তা। [صحيح *আ.* —]।

সালামি, সালামী, সেলামি, সেলামী —১*বি.* নজরানা, প্রদত্ত সম্মানী, অর্ঘ। ২*বি.* ঘুষ, অতিরিক্ত অর্থ। [সলাম سلام *আ.* + ی (ঈ) *ফা.*]।

সালিয়ানা—১*বি.* বাৎসরিক খাজনা। ২*বিণ.* বাৎসরিক। [সালিয়ানঃ ساليانه *ফা.*]।

সালিস, সালিশ—দ্র. **শালিস**।

সালিসী, সালিশী—দ্র. **শালিস**।

সালেক, সালিক, ছালেক— ১*বি.* পথিক। ২*বি.* সাধনপথের পথিক বা মুরশিদ, অধ্যাত্মপন্থী, সুফীসাধক। [সালিক سالك *আ.*]।

সালেহীন, সালেহিন—*বি.* সাধুগণ। [সালিহীন صالحين *আ.*]।

সালোয়ার—দ্র. **শালোয়ার**।

সাল্লে আলা —*বি.* হযরতের উদ্দেশ্যে দরুদ পাঠ করো (মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লে আলা তুমি বাদশারও বাদশা

কমলিওয়ালা)। [সল্লিঅ'লা صلّی علی আ.]।

সাহানা—দ্র. শাহানা।

সাহাবী—*বি.* যে সমস্ত মুসলিম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। [সহাবিয়্যু صحابی আ.]।

সাহারা—*বি.* মরুভূমি, সাহারা নামক মরুভূমি। [সহ্‌রা' صحراء আ.]।

সাহেব, সায়েব—১*বি.* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মহাশয়। ২*বি.* কর্তা, প্রভু। ৩*বি.* উচ্চ কর্মচারী। ৪*বি.* ইউরোপীয়, ইংরেজ। [সাহিব صاحب আ.]। **সাহেবান**— *বি.* সুধীবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। [সাহিবান صاحبان আ + *ফা.*]।

সিওম—দ্র. সুয়েম।

সিকি, সিকা, সিকে–১*বিণ.* চতুর্থাংশ। ২*বি.* টাকার চতুর্থাংশ বা পঁচিশ পয়সা মূল্যের মুদ্রা। [সিক্‌কঃ سکّہ আ.]।

সিক্কা—*বি.* মুদ্রার ছাঁচ, বাদশাহী আমল-পরবর্তী কোম্পানী আমলের মুদ্রা। [সিক্‌কঃ سکّہ আ.]।

সিজ্‌জীন—দ্র. ছিজ্জিন।

সিজদা—দ্র. সেজদা।

সিজিল—১*বি.* পারিপাট্য ব্যবস্থা। ২*বি.* ফেরেস্তার খাতাপত্র। [সিজ্‌জিলু سجّل আ.]।

সিতার—দ্র. সেতার।

সিতারা, সেতারা–*বি.* তারকা, নক্ষত্র। [সিতারহ্‌ ستارہ *ফা.*]।

সিদরাতুল-মুন্‌তাহা—১*বি.* শেষ কুল-গাছ। ২*বি.* মিরাজের রাতে বিশ্ব নবীর জিব্রাঈলের সাথে যাত্রার শেষ সীমা, চরম লক্ষ্য। [سدرة المنتهی আ.]।

সিদ্দত—দ্র. সেদ্দত।

সিদ্দিকিন, সিদ্দিকীন—*বি.* বিশ্বস্তগণ। [সিদ্দীকু'ন صدّقین আ. অথবা সিদ্দীক্বীন صدّیقین ব.ব.]।

সিনা— *বি.* বক্ষঃস্থল, ছাতি। [সীনঃ سینہ *ফা.*]। **সিনা কলিজা**— *বি.* যকৃৎ ও হৃদপিণ্ড। হৃদপিণ্ড ও যকৃৎ দ্বারা তৈরী তরকারী। [— *ফা.* کلیجہ]। **সিনাচাক**— *বি.* বক্ষ বিদারণ। ফেরেশ্‌তা কর্তৃক হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর বক্ষ বিদারণ। [— + چاك *ফা.*]

সিন্দুক, সন্দুক—*বি.* মজবুত ও বৃহদা-কার বাক্‌স বিশেষ। [সন্দূক্ব, সিন্দূক্ব صندوق আ.]।

সিন্ধী—১*বি.* সিন্ধুপ্রদেশের অধিবাসী। ২*বি.* সিন্ধু প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষা। ৩*বিণ.* সিন্ধু প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য। [সিন্‌ধী سندھی *ফা.*]।

সিন্নি—দ্র. শিরনি।

সিপাই, সিপাহি, সিপাহী, সেপাই—১*বি.* সৈনিক। ২*বি.* প্রহরী। ২*বি.* পুলিশ বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারী। [سپاہی *ফা.*]।

সিপারা—১*বি.* ত্রিশতম অংশ। ২*বি.* কোরআন শরীফের ত্রিশ অংশের এক অংশ। [সিপারহ্‌ سپارہ *ফা.*]।

সিপাহ্সালার, সেপাহ্সালার— *বি.* সেনাপতি, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। [سپاه سالار *ফা.*]।

সিপাহি, সিপাহী—দ্র. সিপাই।

সিফাত, সিফাৎ—*বিণ.বি.* গুণ, মাহাত্ম্য, সচ্চরিত্রতা। [সিফত্ صفت *আ.*]।

সিমুম—দ্র. **সাইমুম**।

সি-মোরগ—*বি.* কাল্পনিক অতি বৃহৎ পক্ষী বিশেষ। [সীমুর্গ سمرغ *ফা.*]।

সিয়া—দ্র. **সীয়া**[২]।

সিয়াবাস—১*বি.* কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ। ২*বি.* ময়লা বস্ত্র। [সিয়াহ্ سیاه *ফা.* + বাস *বাং.*]।

সিয়াম— *বি.* রোজা, উপবাস ব্রত। [সিয়াম صیام *আ.*]।

সিয়াহী—১*বি.* অন্ধকার। ২*বি.* কালি। [সিয়াহ্ سیاه *ফা.* + ঈ. *বাং.*]।

সিরকা—দ্র. **সির্কা**।

সিরা—*বি.* রস, ঝোল। [শীরঃ شیره *ফা.*]।

সিরাজ, শিরাজ—১*বি.* প্রদীপ, আলো। ২*বি.* শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। [সিরাজ سراج *আ.*]। **সিরাজামমুনিরা**— ১*বি.* উজ্জ্বলকারী প্রদীপ। ২*বি.* তিমির-নাশক মশাল। ৩*বি.* হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর অন্য এক উপাধি। [সিরাজাম্মনীরা سراجا منیر *আ.*]।

সিরাতুল মুস্তাকিম, সিরাতুল মুস্তা-কীম—*বি.* সরল ও সহজ পথ। [صراط المستقيم *আ.*]।

সিরিশ, সিরিষ— ১*বি.* গাছ বিশেষ। ২*বি.* পশুর হাড়চর্মশৃঙ্গ ইত্যাদি থেকে তৈরী আঠা। [সরীশ سریش *ফা.*]।

সির্কা, সিরকা— *বি.* আঙুরের রস, ইক্ষু রস প্রভৃতি গাঁজিয়ে প্রস্তুত অম্লরস বিশেষ। [সির্কঃ سرکه *ফা.*]।

সিলাপ্চি, সিলিপচি— *বি.* হাত ধোওয়ার পাত্র, চিলেমচি। [চিলম্চী چلمچی *হি.*]।

সিহ্রা—দ্র. সেহেরা।

সীয়া[১]—দ্র. **শিয়া**।

সীয়া[২], **সিয়া**—*বিণ.* কাল. কৃষ্ণবর্ণ (নীল সিয়া আসমান—নজরুল)। [সিয়াহ্ سیاه *ফা.*]।

সুওম—দ্র. **সুয়েম**।

সুকানি, সুখানি—*বি.* কর্ণধার, নৌকা বা জাহাজের হাল ধরে যে। [সুক্কান سکّان *আ.* + ی (ঈ) *ফা.*]।

সুখা—১*বি.* বিড়ি সিগারেট তৈরীর জন্য কলে-কাটা তামাক, সূর্তি। ২*বি.* চুন, খয়ের ও তামাকের সংমিশ্রণে মুখে খাওয়ার মত তামাক। [সুখা سوکها *হি.*]।

সুখানি—দ্র. **সুকানি**।

সুজনি, সুজনী—*বি.* নক্সী-করা মোটা চাদর বিশেষ। [সূয্নী سوزنی *ফা.*]।

সুজি—*বি.* গম, যব, চালের অমিহি চূর্ণ, মোটা দানাদার আটা। [সূজী سوجی *হি.*]।

সুদ—*বি.* ঋণগ্রহণ বাবদ ঋণের পরি-মাণের হিসাবে যে অতিরিক্ত লাভ

বা অর্থ দেওয়া হয়, উহা (সুদের সুদটি শুষে নিয়ে বেচে ভিটেমাটি —সত্যেন্দ্র)। [সূদ سود *ফা.*]। **সুদখোর**—*বি.* ধার দেয়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী। [— + خور *ফা.*]।

সুন্নত, সুন্নৎ—১*বি.* হযরতের ধর্মকর্ম পদ্ধতি। ২*বি.* মুসলিমদের লিঙ্গের অগ্রভাগের অতিরিক্ত চর্ম কর্তন, circumcision। [সুন্নত سنّت *আ.*]।

সুন্নী—*বি.* মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ, আহলে সুন্নত। [সুন্নী سنّی *আ.*]।

সুপারিশ, সুপারিস— *বি.* কারো অনুকূলে কিছু বলা, recommendation। [সিফারিশ্ سفارش *ফা.*]।

সুফী, সূফী— ১*বিণ.* ধার্মিক। ২*বিণ.* ধ্যান-রসিক বা মরমী সাধক (সুফি-বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি / আমাদের এই দেশে— সত্যেন্দ্র)। [সূফী صوفی *আ.*]।

সুফেদ—দ্র. **সফেদ**।

সুব্হ্, সুবে—*বি.* প্রাতঃকাল, প্রত্যুষ। [সুব্হ্ صبح *আ.*]। **সুব্হে উম্মিদ/ সুবে উম্মীদ**— *বি.* আশার প্রভাত, আশার আলো। [— উম্মীদ امّید *ফা.*]। **সুবহে-সাদিক**— *বি.* ভোর, উষাকাল, প্রাতঃকাল। [— সাদিক্ব صادق *আ.*]। **সুব্হ্ শাম, সুবো শাম**— *বি.* সকাল-সন্ধ্যা (দেশ-বিদেশে পথে-ঘাটে / হাঁকি সুব্হ্শাম— নজরুল)। [— *আ.* + শাম شام *ফা.*]।

সুবা, সুবে— *বি.* প্রদেশ, বাদশাহী আমলে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ। [সূবহ্ صوبه *আ.*]। **সুবাদার**— ১*বি.* প্রাদেশিক শাসনকর্তা। ২*বি.* নবাব। [— + দার دار *ফা.*]। **সুবাদারি, সুবেদারি**—*বি.* সুবেদারের কাজ। [— + *ই. বাং.*]।

সুমার, শুমার, সুমারি, শুমারি—১*বি.* গণনা। ২*বি.* সাংগ, সমাধা। [শুমার شمار *ফা.*]। **সুমার নবীশি**—*বিণ.* গণনাকারী, হিসাব রক্ষক। [—নবীস نویس *ফা.* + *ই.বাং*]।

সুয়েম, সুয়ম, সুওম, সিওম, ছওম, ছিওম—*বিণ.* তৃতীয়। [সুব্‌ম سوم *ফা.*]।

সুরকি/সুরখি, সুর্কি, সুর্কী, সুর্খী—১*বি.* ইটের গুঁড়া। ২*বি.* লালিমা। [সুর্খী سرخی *ফা.*]।

সুরত, সুরৎ, সূরত, সুরাত, ছুরত, ছুরৎ—১*বি.* চেহারা, আকৃতি। ২*বি.* রূপ। ৩*বি.* প্রকার, রকম, উপায়। ৪*বি.* ধরন, প্রকৃতি, ঢং। ৫*বি.* অবস্থা। ৬*বি.* মূর্তি। [সূরত্ صورت *আ.*]। **সুরতহাল**—*বি.* বর্তমান অবস্থা। [— + حال *আ.*]। **সুরত জামাল**—*বি.* সুন্দর চেহারা। [— জমাল جمال *আ.*]।

সুরমা, সুর্মা—*বি.* চোখে দেয়ার পরিচিত গুঁড়া বিশেষ। [সুর্‌মঃ سرمه *ফা.*]। **সুরমাদান, সুরমাদানী**—*বি.* সুর্মা রাখার ছোট পাত্র। [— دان، دانی *ফা.*]

সুরাইয়া—*বি.* সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারকা। [সুরইয়া ثريا *আ.*]

সুরাখ, সুরাক—*বি.* গর্ত, ছিদ্র, সুড়ঙ্গ। [সূরাখ سوراخ *ফা.*]।

সুরাত—দ্র. **সুরত**।

সুরাহী, সুরাহি, সুরাই, সোরাহি, সোরাহী/ সোরাই— ১*বি.* কুঁজো। ২*বি.* জলপাত্র বিশেষ। ৩*বি.* সুরা-পাত্র (সোরাই ভরা রঙিন শারাব / নিয়ে চলো নদীর তটে— নজরুল)। [صراحی *আ.*]।

সুরু—দ্র. **শুরু**।

সুরুক, সুলুক–১*বি.* পক্ষ। ২*বি.* সন্ধান। ৩*বি.* ছিদ্র, রন্ধ্র। ৪*বি.* উপায়। [সুলূক سلوك *আ.*]।

সুরুয়া—দ্র. **শুরুয়া**।

সুর্কি, সুর্কী—দ্র. **সুরকি**।

সুর্খ—*বিণ.* লালবর্ণ। [سرخ *ফা.*]। **সুর্খ নূর**—*বি.* লাল আলো। [— + نور *আ.*]।

সুর্খী—দ্র. **সুরকি**।

সুর্মা—দ্র. **সুরমা**।

সুলতান, ছোলতান—১*বি.* বাদশাহ্, রাজা, শাসনকর্তা। ২*বি.* তুরস্কের পূর্বতন বাদশাহ্গণের উপাধি বিশেষ। [সুলত্বান سلطان *আ.*]। **সুলতানা**—*বি.* বেগম। [সুলত্বানঃ سلطانه *আ.*]। **সুলতানি/ সুলতানী**—*বিণ.* সুলতান সংক্রান্ত। [— + ই, ঈ. *বাং.*]।

সুলতানাত, সুলতনৎ—*বি.* বাদশাহী, রাজত্ব। [সল্‌ত্বনত্ سلطنت *আ.*]।

সুলুক—দ্র. **সুরুক**।

সুলেমানী— ১*বি.* সুলায়মান (আঃ) নবী সম্পর্কিত। ২*বিণ.* তৎকর্তৃক উদ্ভাবিত বলে লোকবিশ্বাস। [সুলয়-মানী سليمانى *আ.*]।

সুস্ত, সোস্ত— *বিণ.* অলস, ঢিলে, দুর্বল। [সুস্‌ত্ سست *ফা.*]। **সুস্তি, সুস্তী**—১*বি.* আলস্য, ঢিলেমি, দুর্বলতা। ২*বিণ.* আলস্যযুক্ত। [সুস্‌তী سستى *ফা.*]।

সূরত—দ্র. **সুরত**।

সেকরা—*বি.* স্বর্ণকার, অলঙ্কারাদি যে নির্মাণ করে। [সিক্কঃ + কার = سكه كار *ফা.*]।

সেকেন্দর, সেকান্দর—*বি.* স্বনামখ্যাত গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার। [সিকন্দর سكندر *ফা.*]।

সেখ—দ্র. **শেখ**।

সেগাফ, শিগাফ—*বি.* ফাটল, ছিদ্র। [শিগাফ্ شگاف *ফা.*]

সেজদা, সিজদা, সজদা—*বি.* দুইপা, দুই হাত, কপাল এবং নাকের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিয়ে নিবেদন। [সজ্‌দহ্ سجده *আ.*]।

সেতখানা—*বি.* পায়খানা। [صحت *আ.* + خانه *ফা.*]।

সেতাব—*ক্রি-বিণ.* দ্রুত, তাড়াতাড়ি। [শিতাব شتاب *ফা.*]। **সেতাবি, সেতাবী**—*ক্রি-বিণ.* অবিলম্বে, তাড়া-তাড়ি। [— + ই, ঈ. *বাং.*]।

সেতার, সিতার—*বি.* তিন বা পাঁচ তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ (বাণী-মন্দিরে বীণার সঙ্গে/ সিতার উঠেছে বাজি'—সত্যেন্দ্র)। [সিতার ستار

ফা.]। সেতারী— *বিণ.* সেতার বাজায় যে, সেতার বাদক। [— + ঈ. *বাং.*]।

সেতারা—দ্র. সিতারা।

সেদ্দত, সিদ্দত—১*বি.* কষ্ট, দুঃখ। ২*ক্রি.* কষ্ট দেওয়া, দুঃখ দেওয়া। [شدّت *আ.*]।

সেপাই—দ্র. সিপাই।

সেপায়া—দ্র. ছেপায়া।

সেপাহসালার—দ্র. সিপাহসালার।

সেমই, সেমাই, সেমুই—*বি.* সরু ও লম্বা আটা বা ময়দাজাত খাদ্য বিশেষ। [সেব্ঈঁ' سیوئیں *উ.*]।

সেমুই—দ্র. সেমই।

সেরকশ—*বিণ.* বেয়াড়া, উদ্ধত, এক-রোখা। [সর্‌কশ্ سرکش *ফা.*]।

সেরা—১*বি.* শীর্ষস্থানীয়, উৎকৃষ্ট। ২*বিণ.* অপ্রতিদ্বন্দ্বী। [সর্ سر *ফা.* + আ. *বাং.*]।

সেরেফ, ছেরেফ, ছেরেপ—*বিণ.* কেবল, কেবলমাত্র, শুধুমাত্র (সবারই এই জীবন যখন / সেরেফ দুটো দিনের রে ভাই—নজরুল)। [সির্‌ফ্ صرف *আ.*]।

সেরেস্তা, সেরেশ্‌তা—১*বি.* কার্যালয়, দফতর, অফিস। ২*বি.* আদালত। [সরিশ্‌তহ্ سرشته *ফা.*]। **সেরেস্তাদার**—*বি.* সেরেস্তার ভার-প্রাপ্ত কর্মচারী, বড় কেরানী। [— + دار *ফা.*]।

সেলাই—*বি.* সুঁই-সুতা দিয়ে বন্ধ করণ বা জোড়া দেয়া। [সিলা'ঈ سلائی *হি.*]।

সেলাখানা, সোলেখানা— *বি.* অস্ত্র রাখার ঘর। [সিলাহ্‌খানহ্ سلاح خانه *আ.* + *ফা.*]।

সেলাম—১*বি.* সালাম, অভিবাদন। ২*বি.* আশীর্বাদ। ৩*ক্রি.* আশীর্বাদ করা। [সলাম سلام *আ.*]। **সেলামত, সেলামৎ, সলামত**— ১*বি.* মঙ্গল বা শুভ। ২*বি.* শান্তি। [সলামত্ سلامت *আ.*]।

সেলামি, সেলামী—দ্র. সালামি।

সেহলি—দ্র. সহিলি।

সেহ্‌রা—দ্র. সেহেরী।

সেহেরা, সিহ্‌রা, ছেহেরা—১*বি.* ফুল বা জরীর তৈরী টোপর বিশেষ (সেহ্‌রা খেয়ে কাটল রোজা, আজ সেহেরা বাঁধ— নজরুল)। ২*বি.* ললাটের টিপ। [সিহ্‌রা। سہرا *হি.*]।

সেহেরী, সেহেরি, সেহ্‌রা—*বি.* সূর্যো-দয়ের ঘণ্টা দেড়েক আগে মুসল-মানদের রোজা রাখার জন্য আহার্য। [সিহ্‌রীয়ু سحری *আ.*]।

সেহেলি—দ্র. সহিলি।

সৈয়দ, সাইয়িদ–১*বি.* নবীনন্দিনী হযরত ফাতিমা ও হযরত আলীর বংশধরদের পদবী। ২*বি.* সম্ভ্রান্ত, কুলীন। [সয়্যিদ سيّد *আ.*]।

সোওয়াব—দ্র. সোয়াব।

সোওয়ার, ছওয়ার—দ্র. সোয়ার।

সোকর—দ্র. শোকর।

সোপর্দ্দ, সোপরদ্দ—১*বি.* সমর্পণ। ২*ক্রি.* বিচারার্থে সমর্পণ, হস্তান্তর বা প্রেরণ করা। [সুপুর্দ سپرد *ফা.*]।

সোবে—দ্র. শুবা।
সোয়াব, সওয়াব, সাওয়াব, সোও-য়াব, ছওয়াব—১*বি.* পুণ্য। ২*বি.* ফায়দা। [সওয়াব ثواب *আ.*]।
সোয়ার, সওয়ার, সোওয়ার, ছও-য়ার— *বি.* আরোহী, অশ্বারোহী। [সওয়ার سوار *ফা.*]। **সওয়ারি, সওয়ারী, সোয়ারী, শোয়ারী**—১*বিণ.* আরোহী। ২*বি.* পাল্কী, ডুলী, চৌদোলা। [সওয়ারী سواری *ফা.*]।
সোয়াল—দ্র. **সওয়াল**।
সোর—দ্র. শোর।
সোরগোল—দ্র. শোর।
সোরৎ—দ্র. শোহরত।
সোর-সরাবত, শোর-শরাবত — *বি.* আওয়াজ, সোরগোল, সাড়াশব্দ। [শোর شور *ফা.* + শুহ্‌রত্ شهرت *আ.*]।
সোরসার—*বি.* মিলিত কণ্ঠের প্রতিবাদ-জনক সাড়াশব্দ, গণ্ডগোল, চেঁচা-মেচি। [سورسار *ফা.*]।
সোরাহি, সোরাহী / সোরাই—দ্র. সুরাহী।
সোলে, ছোলে—*বি.* আপোষ-নিষ্পত্তি। [সুল্‌হ্ صلح *আ.*]। **সোলেনামা, ছোলেনামা**—*বি.* নিষ্পত্তির দলিল। [— + নামহ্ نامه *ফা.*]।
সোলেখানা—দ্র. সেলাখানা।
সোস্ত—দ্র. সুস্ত।
সোহবত—দ্র. **সহবত**।
সোহরত, সোহরৎ—দ্র. শোহরত।
সোহাগা—*বি.* স্বর্ণাদি গলানোর জন্য ক্ষার জাতীয় পদার্থ। [سوهاگا *হি.*]
সৌখিন, সৌখীন—দ্র. শৌখিন।

হ

হক—১*বি.* ন্যায্য অধিকার, ন্যায্য স্বত্ব, দাবী। ২*বি.* ন্যায্য কথা। ৩*বিণ.* প্রকৃত, সত্য, যথার্থ, সঙ্গত। [হক্ক্ حق *আ.*]। **হকদার**—*বিণ.* ন্যায্য অধিকারী, ন্যায্য দাবীদার। [হক্কদার حقدار *আ.* + *ফা.*]। **হক-নাহক** —*বি.* সত্যমিথ্যা সঙ্গত কারণে বা অন্যায়ভাবে। [حق ناحق *আ.* + *ফা.*]।
হকিকত, হকীকত—*বি.* সঠিক বিবরণ, তথ্য, বয়ান। [হকীকত্ حقيقت *আ.*]। **হকিকত নামা**—*বি.* যথার্থ বিবরণ, প্রকৃত তথ্যাবলী সংবলিত বিবরণী। [— + নামহ্ نامه *ফা.*]। **হকিয়ত, হকিয়ৎ**— ১*বি.* স্বত্ব সাব্যস্তের মামলা। ২*বি.* বাস্তবতা, যথার্থতা। [হক্কিয়ত্ حقيت *আ.*]।
হকিম, হাকিম[২]**, হাকীম** —১*বি.* ইউ-নানী চিকিৎসক, তিব্বী কবিরাজ। ২*বি.* বিজ্ঞ, জ্ঞানী। [حكيم *আ.*]। **হকিমী**—১*বিণ.* হাকিম সম্পর্কিত।

২*বিণ.* ইউনানী, ইউনানীতে চিকিৎসা। [— *আ.* + ى (ঈ) *ফা.*]।

হকিয়ত—দ্র. হকিকত।

হছরত—দ্র. হসরত।

হজ্জ—*বি.* যুলহজ্জ চান্দ্রমাসে নির্দিষ্ট স্থানে ইহ্‌রাম বাঁধা, ৯ই তারিখে মক্কার অদূরবর্তী আরাফাত ময়দানে অবস্থান ও পরে কা'বার তওয়াফ সম্বলিত ইসলামী অনুষ্ঠান। [হজ্জু حج *আ.*]।

হজম—১*বি.* পরিপাক। ২*বি.* সহ্য করণ। ৩*বি.* আত্মসংবরণ। [হযম هضم *আ.*]।

হজরত, হযরত—*বি.* সম্ভ্রমের পাত্র, পয়গম্বর, প্রভু, অতি সম্মানিত ব্যক্তি। [হয্‌রত حضرت *আ.*]।

হজিমত—*বি.* পরাজয়, ধ্বংস। [হযীমত্ هزيمت *আ.*]।

হদ—দ্র. হদ্দ।

হদিশ—দ্র. হদিস[১]।

হদিস[১], হদিশ—১*বি.* খোঁজ-খবর, সন্ধান। ২*বি.* দিশা, পথ। ৩*বি.* কূলকিনারা। ৪*বি.* নির্দেশ। [হদীস حديث *আ.*]।

হদিস[২], হদীস, হাদিছ, হাদিস, হাদীস—*বি.* হযরত মুহম্মদের (সঃ) বাক্য, কার্য এবং অনুমোদিত বাক্য ও কার্য। [হদীস حديث *আ.*]।

হদ্দ, হদ—১*বি.* সীমা, এলাকা। ২*বি.* শেষ পর্যন্ত। ৩*বিণ.* চূড়ান্ত, চরম। ৪*বিণ.* বড়জোর, মোট, অনধিক। ৫*বিণ.* হয়রান। [হদ্দ حد *আ.*]। **হদ্দমুদ্দ**—১*বি.* চেষ্টার বাকী না রাখা, চেষ্টার শেষ পর্যন্ত, যতদূর সম্ভব। ২*অব্য.* খুব বেশী হলে, বড় জোর। [— + مده *আ.*]।

হনাফী—দ্র. হানাফী।

হপ্তা—১*বি.* সপ্তাহ। ২*বি.* পরপর সাতদিন। [হফ্‌তহ্ هفته *ফা.*]।

হবশী—দ্র. হাবশী।

হবা, হাওয়া[১]—*বি.* বিবি হাওয়া, হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী। Eve. [হও্‌ওয়া'উ حواء *আ.*]।

হম—দ্র. হাম।

হযরত—দ্র. হজরত।

হয়রাণ—দ্র. হয়রান।

হয়রান, হয়রাণ—১*বিণ.* ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ২*বিণ.* উত্যক্ত, জ্বালাতন। ৩*বিণ.* উৎপীড়িত, নাকাল। [হয়রান حيران *আ.*]। **হয়রানী, হয়রানি**—১*বি.* হয়রান হওয়ার ভাব, নাকালের একশেষ। ২*বি.* বিব্রত অবস্থা। [— + ই, ঈ *বাং.*]। **হয়রান পেরেশান**—১*বিণ.* অতিশয় ক্লান্ত, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। ২*বিণ.* অতিশয় বিব্রত। [— *আ.* + পরীশান پريشان *ফা.*]।

হর—১*বিণ.* প্রতি, প্রত্যেক। ২*বিণ.* বিবিধ, নানা, বিভিন্ন। [হর্ هر *ফা.*]। **হরওক্ত, হরওক্‌ত, হরবকৎ, হরবখত**—*বি.* সর্বদা, সবসময়। [هروقت *ফা.*]। **হরদম, হর্দম**—*অব্য.* সর্বদা, অনবরত। [هردم *ফা.*]। **হররোজ**—*ক্রি-বিণ.* প্রতিদিন, প্রত্যহ। [هرروز *ফা.*]।

হরকত, হরকৎ—১*বি.* আপত্তি, বাধা,

বিঘ্ন, ক্ষতি। ২*বি.* আপত্তিকর ব্যবহার। [হরকত্ حركت *আ.*]।

হরকরা—১*বি.* সংবাদ, চিঠি প্রভৃতির বাহক, পিয়ন। ২*বি.* দূত, চর। [হরকারঃ هركاره *ফা.*]।

হরগিজ, হরগেজ—*অব্য.* কিছুতেই, আদৌ, কখনও। [هرگز *ফা.*]।

হরদম—দ্র. হর।

হরফ, হরপ— *বি.* অক্ষর, বর্ণমালার লেখ্য সংকেত। [হরফ্ حرف *আ.*]।

হরবকৎ, হরবখত—দ্র. হর।

হরেক—১*বিণ.* বিবিধ, নানা প্রকার। ২*বিণ.* এক-এক, বিভিন্ন। [হরেক هريك *ফা.*]।

হলক—দ্র. হলকা।

হলকা, হল্‌কা, হল্কা, হলক—১*বি.* দল, পাল, সমূহ, দঙ্গল। ২*বি.* চক্র। ৩*বি.* ঘোড়ার গলায় পরাবার চামড়ার বেড়। ৪*বি.* উত্তপ্ত প্রবাহ। [হল্‌ক্বঃ حلقه *আ.*]।

হলকুম, হোলকুম— ১*বি.* কণ্ঠনালী, গলা। ২*বি.* বাগযন্ত্র। [হলকূ'ম حلقوم *আ.*]।

হলফ, হলপ—*বি.* সত্য বলার জন্য শপথ বা দিব্য, শপথ [হল্‌ফ্ حلف *আ.*]।

হল্‌কা, হল্কা—দ্র. হলকা।

হল্লা–*বি.* কোলাহল, গোলমাল, সমস্বরে চীৎকার। [هلاّ *উ.*]।

হসবনসব—দ্র. নছব।

হসরত, হছরত—*বি.* দুঃখ, বেদনা। [হস্‌রত حسرت *আ.*]।

হস্তবুদ—১*বি.* বর্তমান ও অতীতের হিসাব, জমাবন্দি। ২*বি.* জমিদারীর মোট আয়ের হিসাবের কাগজপত্র। [হস্ত্ ও বূদ هست وبود *ফা.* + *ফা.*]।

হাইওয়ান—দ্র. হায়ওয়ান।

হাউলী—দ্র. হাবেলী।

হাউস— *বি.* শখ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা। [হব্‌স্ هوس *ফা.*]।

হাউয, হাওজ–*বি.* জলাধার, চৌবাচ্চা। [হওয্ حوض *আ.*]। **হাউযে-কওসর**—১*বি.* ইসলামী বিশ্বাস মতে শেষ বিচার দিবসে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-কে এই নামের একটি বিশিষ্ট চৌবাচ্চা দেওয়া হবে। তিনি উম্মত-দিগকে এর সুশীতল পানি পান করাবেন। ২*বি.* মতান্তরে জান্নাতের একটি নহর বা স্রোতস্বিনীর নাম। [حوض كوثر *আ.*]।

হাওজ—দ্র. হাউয।

হাওদা—১*বি.* হাতি বা উটের পিঠে চড়বার জন্য যে আসন পাতা হয়। ২*বি.* বিস্তৃত পরিসর বস্তু। ৩*বি.* অতি স্থূলোদর ব্যক্তি। [হাওদাজ্ هودج *আ.*]।

হাওয়া[১]—দ্র. হবা।

হাওয়া[২]—১*বি.* বায়ু, বাতাস। ২*বি.* জলবায়ু, climate। [হওয়া هوا *আ.*]।

হাওয়াস—১*বি.* চৈতন্য। ২*বি.* জ্ঞান। ২*বি.* ইন্দ্রিয়। [হওয়াস حواس *আ.*]।

হাওলা, হাবালা, হাবাল–*বি.* তত্ত্বাব-ধান, খবরদারি, অধিকারী, ভার,

জিম্মা। [হব্‌লঃ حوالة আ.]। **হাওলাদার, হাবিলদার, হালদার**—১বি. হাওলাজমির মালিক/ বা ভোগকারী। ২বি. পদবী বিশেষ। ৩বি. পুলিশের বা সামরিক কর্মচারী। [— আ. + دار ফা.]।

হাওলাত, হাওলাৎ—১বি. ঋণ. কর্জ, ধার। ২বি. আমানত, জিম্মা। [হব্‌লত্ حوالة আ.]। **হাওলাত/ বরাত**—বি. কর্জ ও অনুগ্রহ। [— + برات আ.]। **হাওলাতী**—১বিণ. ঋণসম্পর্কীয়। ২বিণ. ঋণরূপে গৃহীত। [হব্‌লতী حوالتى ফা.]।

হাকিম[১]—১বি. বিচারপতি। ২বি. শাসন-কর্তা। [হাকিম حاكم আ.]। **হাকিমি**—বি. বিচারকের বৃত্তি। **হাকিমী**—বিণ. বিচার বা বিচারক সম্বন্ধীয়। [— + ى (ঈ) ফা.}

হাকিম[২], **হাকীম**—দ্র. **হকিম**।

হাঙ্গাম—দ্র. **হাঙ্গামা**।

হাঙ্গামা, হাঙ্গাম, হেঙ্গাম, হেঙ্গামা, হ্যাঙ্গামা— ১বি. দাংগা, লড়াই, মারামারি। ২বি. গোলমাল। ৩বি. ফেসাদ। ৪বি. উৎপাত। ৫বি. বিপত্তি। [হংগামঃ هنگامه ফা.]।

হাজত, হাজৎ—১বি. বিচারের আগে অপরাধীকে প্রয়োজন মত হাজির করবার জন্য পুলিশের জিম্মায় রাখার স্থান। ২বি. অভাব, প্রয়োজন (সালাতুল হাজত)। ৩বি. প্রাকৃতিক ডাক, পেশাব-পায়খানার বেগ।। [হাজত্ حاجت আ.]।

হাজরি—দ্র. **হাজির**।

হাজাম, হাজ্জাম— ১বি. মুসলমান ক্ষৌরকার বা নাপিত। ২বি. যে খৎনা করে। [হজ্জাম حجّام আ.]। **হাজামত, হাজামৎ**— ১বি. ক্ষৌর-কর্ম। ২বি. খৎনা করন। [হজামত্ حجامت আ.]।

হাজার, হাযার—১বি. দশশত সংখ্যা, ১০০০। ২বিণ. সহস্র, দশশত সংখ্যক। [هزار ফা.]। **হাজারী, হাযারী, হাজারি**–১বি. সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক। ২বি. সহস্র গ্রামের মণ্ডল। [— + ى (ঈ) ফা.]।

হাজি—দ্র. **হাজী**।

হাজির, হাযির—বিণ. উপস্থিত। [হাযির حاضر আ.]। **হাজিরা, হাজিরি, হাযিরী, হাজিরী/ হাজরি**—বি. উপস্থিতি। [— + ই, ঈ, বাং.]। **হাযির যামিন**—বিণ. কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কালে আদালতে উপস্থিত হবে এই অঙ্গীকারে যে জামিন থাকে। [— + যামিন ضامن আ.]। **গরহাজির, গরহাযির**—বিণ. অনু-পস্থিত। [— গয়র্ غير আ.]।

হাজী, হাজি—বি. যিনি মক্কা হতে হজ্জ করে এসেছেন। [হাজ্জ্ حاجّ আ., حاجى ফা.]।

হাজ্জাম—দ্র. **হাজাম**।

হাতা, হাথা—১বি. সীমা, এলাকা, গৃহ-সংলগ্ন স্থান। ২বি. কবল, অধিকার। [ইহাত্বঃ احاطه আ.]।

হাতিয়ার/ হেতের—১বি হাত দিয়ে বহনযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র। ২বি. শিল্পসাধন যন্ত্র, হাত দিয়ে ব্যবহার যোগ্য

যন্ত্রপাতি। ৩*বি.* প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি। [হাথিয়ার هتهيار *উ.*]।

হাদিছ, হাদিস, হাদীস—দ্র. হদিস[২]।

হানাফী, হানিফী, হনাফী— *বি.* ইমাম আবু হানীফার মতাবলম্বী মুসলিম (দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান হানাফী)। [হনফী حنفی *আ.*]।

হানিফী—দ্র. **হানাফী**।

হাবলা—*বিণ.* হাবা, নির্বোধ, বুদ্ধিহীন। [অব্‌লহ্ ابله *ফা.*]।

হাবলি—দ্র. **হাবেলী**।

হাবশী, হাব্‌সী, হাবশী, হবশী— ১*বি.* আবিসিনিয়ার অধিবাসী। ২*বি.* কাফ্রি, নিগ্রো। [হবশীয়ু حبشی *আ.*]।

হাবালা, হাবাল—দ্র. **হাওলা**।

হাবিব, হাবীব—*বি.* প্রিয়, প্রিয়জন। [হবীব حبیب *আ.*]।

হাবিবা–*বি.* বান্ধবী, সখী (খোদার হাবিব / হাবিবায় পেল আজি— নজরুল)। [হবীবহ্ حبیبه *আ.*]।

হাবিয়া—*বি.* দোজখ, নরক (ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোযখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া— নজরুল)। [হাবিয়ঃ هاویه *আ.*]।

হাবিলদার—দ্র. **হাওলা**।

হাবুজখানা—*বি.* কারাগার, জেলখানা। [হব্‌সু حبس *আ.* + খানহ্ خانه *ফা.*]।

হাবেলী, হাবলি, হাউলী–১*বি.* পাকা বাড়ি, অট্টালিকা। ২*বি.* বাসগৃহের শ্রেণী, পাড়া। ৩*বি.* বাসস্থান, গৃহ। [হবীলী حویلی *আ.* হব্‌লঃ-এর বিকৃত রূপ]।

হাম, হম—*সর্ব.* আমি। [হম্ هم *উ.*, অহং *সং.*]।

হামছায়, হামছায়া—*বি.* প্রতিবেশী। [হমসায়হ্ همسایه *ফা.*]।

হামদম—১*বি.* বন্ধু (আসহাবের হামদম, ওয়ালিদ ফাতেমার—নজরুল)। ২*বি.* প্রেমিক। ৩*বি.* সাথী। [হম্‌দম্ همدم *ফা.*]

হামদর্দি, হামদর্দী— *বি.* সমবেদনা। [همدردی *ফা.*]।

হামদিল—*বি.* সখা। [همدل *ফা.*]।

হামরাহী, হামরাই—*বি.বিণ.* সহ-যাত্রা, সহযাত্রী। [হম্‌রাহী همراهی *ফা.*]।

হামলা—১*বি.* যুদ্ধের আক্রমণ। ২*বি.* চড়াও হয়ে মারপিট। ৩*বি.* দাঙ্গা। [হম্‌লঃ حمله *আ.*]।

হামানদিস্তা—*বি.* কঠিন দ্রব্যাদি চূর্ণ করার লৌহপাত্র ও লৌহদণ্ড। [হাবনদস্তঃ هاون دسته *ফা.* + *ফা.*]।

হামাম, হাম্মাম—১*বি.* স্নানাগার। ২*বি.* সাধারণের ব্যবহারের জন্য গরম পানির গোসলখানা। [হম্মাম حمّام *আ.*]।

হামায়িল, হামিলা— *বি.* গর্ভবতী। [হামিলঃ حامله *আ.*]।

হামায়িল শরীফ— দ্র. **হেমায়েল শরীফ**।

হামিলা—দ্র. **হামায়িল**।

হামেশা, হামেসা, হামেসাহ— ১*ক্রি-বিণ.* প্রায়ই। ২*ক্রি-বিণ.* সর্বদা,

সবসময় (গোস্ত খাওয়ায়ে দোস্ত করিতে / তাই ত চেষ্টা হামেশা —নজরুল)। [হমীশঃ همیشه *ফা.*]।

হাম্মাম—দ্র. হামাম।

হাযার—দ্র. হাজার।

হাযির, হাযিরী—দ্র. হাজির।

হায়দার—১*বি.* সিংহ। ২*বি.* হযরতের (সঃ) জামাতা আলীর (রাঃ) উপাধি। [হয়্দর্ حيدر *আ.*]। **হায়দরী হাঁক**—*বি.* মহাবীর হযরত আলীর রণ-হুংকার।

হায়ওয়ান, হাইওয়ান—*বি.* প্রাণী, পশু। [হয়্ওয়ান حيوان *আ.*]। **হায়-ওয়ানাত**—*বি.* প্রাণীজগত, পশু-জাতি। [— + আত্ *বাং*]। **হায়ওয়া-নীয়ত**—*বি.* পাশবিকতা, পশুর কাজ। [হয়্ওয়ানিয়ত্ حيوانيت *আ.*]।

হায়া—*বি.* লজ্জা, শরম। [হয়া'উ حياء *আ.*]। **হায়াশরম**—*বি.* শালীনতা-বোধ। [—*আ.* +শরম شرم *ফা.*]

হায়াত—*বি.* আয়ু, জীবন, পরমায়ু। [হয়াত্ حيات *আ.*]।

হারাম—১*বি.* ইসলাম ধর্মের বিধানে অবৈধ বা নিষিদ্ধ কাজ, বিষয়বস্তু বা প্রাণী। ২*বি.* শূকর। [حرام *আ.*]। **হারামজাদা, হারামযাদা, হারাম-যাদ**—১*বি.বিণ.* গালি বিশেষ। ২*বি., বিণ.* অবৈধ সন্তান। স্ত্রী. **হারাম-জাদী**। [— যাদঃ زاده *ফা.*]।

হারেম—*বি.* অন্তঃপুর, অন্দরমহল। [হরম حرم *আ.*]।

হাল—*বি.* অবস্থা, দশা। [হাল حال *আ.*]। **হালখাতা**—*বি.* নববৎসরের হিসাব নিকাশের জন্য নতুন খাতা। **হালচাল**—১*বি.* অবস্থা, দশা। ২*বি.* আচার আচরণ। ৩*বি.* ভাবভঙ্গি। [—*আ.* + چال *হি.*]। **হালহকিকত**—*বি.* প্রকৃত অবস্থা (বন্ধুর হাল হকিকত আমার জানা)। [— + হক্বীক্বত্ حقيقت *আ.*]।

হালকা, হাল্কা—১*বি.* অল্পভার, লঘু। ২*বিণ.* মৃদু (দখিনের হালকা হাওয়ায় আস ভেসে সুদূর বরাতী—নজরুল)। ৩*বিণ.* ফিকা। ৪*বিণ.* গুরুত্বহীন। ৫*বিণ.* কর্মহীন। [হল্কান هلكان *আ.*, হল্কা هلكا *হি.*]।

হালদার, হাওলাদার—দ্র. হাওলা।

হালফিল—১*ক্রি.বিণ.* বর্তমান, সম্প্রতি, অধুনা। ২*ক্রি.বিণ.* সর্বদা। [ফিল্হাল فى الحال *আ.*]।

হালাক, হাল্লাক—১*বি.* সর্বনাশ। ২*বি.* বধ, হত্যা। ৩*বিণ.* পরিশ্রান্ত। ৪*বিণ.* প্রাণান্ত। [হলাক هلاك *আ.*]।

হালাল—১*বিণ.* ইসলাম ধর্মানুসারে বৈধ ও পবিত্র। ২*বি.* বৈধ পথ। [হলাল حلال *আ.*]।

হালুইকর—*বি.* ময়রা, মিষ্টান্ন প্রস্তুত-কারক। [হল্ৱা'উ حلوئى *আ.* + گر *ফা.*]।

হালুয়া—*বি.* মোহনভোগ, ঘি, চিনি, দুধ, সুজি বা অন্যান্য বস্তু সহযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিশেষ। [হল্ৱা'উ حلواء *আ.*]।

হাল্কা—দ্র. হালকা।

হাল্লাক—দ্র. হালাক।

হাশ্‌মত—*বি.* আড়ম্বর, সমারোহ, মহিমা, গরিমা (দাও সেই খলিফা, সে হাশ্‌মত, দাও সেই মদিনা, সে বোগদাদ—নজরুল)। [হশ্‌মত্ حشمت *আ.*]।

হাশর—*বি.* পুনরুত্থান, কিয়ামত্। [হশর حشر *আ.*]।

হাশিশ, হাশীশ—১*বি.* ভাং। ২*বিণ.* ক্লান্তিনাশক, শান্তিদায়ক। [হশীশ্ حشيش *আ.*]

হাসিনা, হাসীনা—*বি.* সুন্দরী। [হসীনঃ حسينه *আ.*]।

হাসিল, হাসেল–১*বি.* বুদ্ধি ও কৌশলপূর্বক কার্যোদ্ধার (মতলব হাসিল করো তোমার / খুবসুরতী রতির সাথে—নজরুল)। ২*বি.* আদায়, সিদ্ধি, অর্জন। [হাসিল حاصل *আ.*]।

হিকমত, হেকমত—১*বি.* কৌশল। ২*বি.* দক্ষতা, কর্মকুশলতা (তাতে লেখা আছে সব পরীদের হিকমত—নজরুল)। ৩*বি.* চাতুর্য, কৌশল, কায়দা। ৪*বি.* জ্ঞানবত্তা। [হিক্‌মত্ حكمت *আ.*]।

হিকারত—দ্র. হেকারত।

হিজড়া/ হিজড়ে—*বি.* নপুংসক, ক্লীব। [هجڑا *হি.*]

হিজরী, হিজরা—*বি.* খ্রীস্ট জন্মের ৬২২ বছর পরে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমনের দিন হতে গণিত অব্দ। [হিজরী هجرى *আ.*]। **হিজরত**— *বি.* দেশত্যাগ, হযরত মুহম্মদের (সঃ) মক্কা হতে মদিনায় গমন। [হিজরত্ هجرت *আ.*]।

হিদায়েত, হিদায়ত, হেদায়েত—*বি.* সত্যপথ প্রদর্শন, ন্যায়পথে পরিচালন। [হিদায়ত্ هدايت *আ.*]। **হিদায়তী, হেদাতি**—*বি.* হেদায়ত বা সৎপথ অবলম্বনকারী। [—+ ঈ. *বাং.*]।

হিন্দী—*বি.* উত্তর ভারতের ভাষা বিশেষ, বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রভাষা, হিন্দুস্থানী, উর্দু। [হিন্দী هندى *ফা.*]।

হিবা, হেবা—*বি.* দান। [হিবঃ هبه *আ.*]। **হিবানামা, হেবানামা**—*বি.* দানপত্র, উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তি প্রদানের দলিল। [— + নামহ্ نامه *ফা.*]।

হিফ্‌জ—দ্র. হেফজ।

হিফাযত—দ্র. হেপাজত।

হিমাকত, হেমাকত—*বিণ.* নির্বুদ্ধিতা, গোঁয়ার্তুমি। [হমাক্বত্ حماقت *আ.*]।

হিমায়েত, হিমায়ত—১*বি.* সাহায্য। ২*বি.* উৎসাহ দান। [حمايت *আ.*]।

হিম্মত, হিম্মৎ—১*বি.* সাহস, মনোবল (হিম্মত হ্রেষা হেঁকে চলে—নজরুল)। ২*বি.* ক্ষমতা, বীরত্ব, তেজ। [হিম্মত্ همّت *আ.*]।

হিলা—*বি.* ছল, চাতুরী, কৌশল। [হীলঃ حيله *আ.*]।

হিলাল—দ্র. হেলাল।

হিল্লা/ হিল্লে— ১*বি.* উপায়, গতি। ২*বি.* ব্যবস্থা। ৩*বি.* আশ্রয়, অবলম্বন।

[হীলঃ حيله আ.]।

হিসাব, হিসেব— ১*বি.* গণনা। ২*বি.* জমাখরচের গাণিতিক বিবরণ। ৩*বি.* জমাখরচ নির্ধারণ। ৪*বি.* দর। ৫*বি.* বিচার বিবেচনা। ৬*বি.* কৈফিয়ত। [হিসাব حساب আ.]। **হিসাব কিতাব**—১*বি.* বিস্তারিত বা খুঁটিনাটি হিসাব। ২*বি.* বিচার-বিবেচনা। [— + كتاب আ.]। **হিসাব নবিস**—*বি.* জমাখরচ লেখক। [— আ. + نويس ফা.]। **হিসাব-নিকাশ**—১*বি.* আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত লিখিত বিবরণ। ২*বি.* হিসাবপত্রের কাজ। ৩*বি.* কৈফিয়ত। [— + নিক্কাশ্ نقاش আ.]। **হিসাবানা**—*বি.* প্রধানত তহসিলদারগণ কর্তৃক প্রজাদের খাজনাদি হিসাব করে দেয়ার বাবদ পারিশ্রমিক বা ঘুষ। [— + আনা. *বাং.*]। **হিসাবী**—*বিণ.* হিসাব সম্বন্ধীয়। [— + ى (ঈ) ফা.]।

হিসেব—দ্র. হিসাব।

হিস্‌সা/ হিস্‌সে, হিস্যা/ হিস্যে—১*বি.* প্রাপ্য অংশ, প্রাপ্য ভাগ। ২*বি.* অংশ। [হিস্‌সঃ حصّه আ.]। **হিস্‌সেদার, হিস্যাদার/ হিস্যেদার**— *বি.,বিণ.* অংশীদার। [— + দার دار ফা.]।

হুঁকা/ হুঁকো— *বি.* নারকেল খোলে তৈরী ও নলিচাযুক্ত তামাক খাওয়ার পাত্র বিশেষ। [হুক্কঃ حقّه আ.]। **হুঁকো বরদার**— *বিণ.* হুঁকা নিয়ে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে এরূপ ভৃত্য, মোসাহেব। [— আ. + বরদার بردار ফা.]।

হুঁশ, হুঁস, হুশ, হোশ—১*বি.* চেতনা, জ্ঞান, চৈতন্য। ২*বি.* সতর্কতা। [হোশ هوش ফা.]। **হুঁশিয়ার, হুশিয়ার, হোশিয়ার**—১*বিণ.* সতর্ক, সচেতন, সাবধান। ২*বিণ.* চতুর। [— + ইয়ার يار ফা. প্র.]। **হুঁশিয়ারি, হুঁশিয়ারী, হুশিয়ারি, হুশিয়ারী**–*বি.* সতর্কতা। [— + ى (ঈ) ফা.]।

হুকমত, হুকমৎ—দ্র. হুকুম।

হুকুমত, হুকুমৎ—দ্র. হুকুম।

হুকুম—১*বি.* আজ্ঞা, আদেশ। ২*বি.* অনুমতি। ৩*বি.* আদালতাদির নির্দেশ। [হুক্‌ম حكم আ.]। **হুকুমজারি**—*বি.* হুকুম প্রচার। [— + জারী جارى আ.]। **হুকুমত, হুকুমৎ, হুকমত, হুকমৎ**—১*বি.* প্রভুত্ব। ২*বি.* শাসন। ৩*বি.* সরকার, গভর্নমেন্ট। [হুকূমত্ حكومت আ.]। **হুকুম তামিল**—*বি.* আদেশ পালন। [—ত'মীল تعميل আ.]। **হুকুমনামা**—*বি.* আদেশনামা। [—আ. + নামহ্ نامه ফা.]। **হুকুমবর্দার, হুকুমবর্দ্দার**—*বি.* আজ্ঞাবাহক। [—বর্‌দার بردار ফা.]। **হুকুমরদ**—*বি.* হুকুম রহিত-করণ। [—রদ্দ ردّ আ.]। **জোহুকুম**—১*অব্য.* যে আজ্ঞা। ২*বি. বিণ.* আজ্ঞাবহ, স্তাবক। [জো جو হি. + —]।

হুজরা, হোজরা—*বি.* ছোট কামরা, মসজিদের সংলগ্ন ছোট কামরা, কুঠরি। [হুজ্‌রঃ حجره আ.]।

হুজুক, হুজুগ–১*বি.* সাময়িক আন্দোলন। ২*বি.* জনরব, গুজব। [হজ্‌ব هجو

আ. অথবা হুজূম هجوم *আ.*, *ফা.* هج হুজু]।

হুজুর, হুযুর— ১*বি.* সম্মান সূচক সম্বোধন, মহাশয়। ২*বি.* প্রভু, মনিব। ৩*বি.* প্রভুর সমীপ, নিকট, সম্মুখ। [হুযূর حضور *আ.*]

হুজ্জত, হুজ্জৎ—১*বি.* গোলমাল। ২*বি.* তর্কাতর্কি, কলহ। ৩*বি.* জিদ। [حجّة *আ.*]।

হুনর—১*বি.* গুণ। ২*বি.* বিদ্যা, কৌশল, কলাজ্ঞান : ৩*বি.* কর্মদক্ষতা, শ্রম-শিল্পে কুশলতা। [হুনর هنر *ফা.*]। **হুনরমন্দ**—*বিণ.* কৌশলী, গুণী। [—মন্দ্‌ مند *ফা.*]।

হুবহু—*অব্য.* সঠিক, অবিকল, যথাযথ। [হূ هو *আ.* + ب *ফা.* + هو *আ.*]।

হুযুর—দ্র. **হুজুর**।

হুর, হুরী—১*বি.* অতিশয় সুন্দরী। ২*বি.* বেহেশ্‌তের সুন্দরী। [হূর حور *আ.*, — + ঈ. *বাং.*]।

হুরমত— *বি.* সম্ভ্রম, সম্মান, ইজ্জত। [হুর্‌মত্‌ حرمت *আ.*]।

হুরী—দ্র. **হুর**।

হুলিয়া—*বি.* পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করার জন্য তার চেহারার বিবরণসহ বিজ্ঞাপন। [হুলিয়াঃ حليه *আ.*]।

হুশ—দ্র. **হুঁশ**।

হুশিয়ার, হুশিয়ারী—দ্র. **হুঁশ**।

হুঁস—দ্র. **হুঁশ**।

-দ্র. **হিকমত**।

কারত—*বি.* তাচ্ছিল্য, حقارت *আ.*]।

. হাঙ্গামা।

হেজাজ—*বি.* সৌদী আরবের নগরী বিশেষ। [হিজায্‌ حجاز *আ.*]।

হেতের—দ্র. **হাতিয়ার**।

হেদাতি—দ্র. **হিদায়েত**।

হেদায়েত—দ্র. **হিদায়েত**।

হেনা—১*বি.* মেহেদি (ভায়েরা আমার দুশমন খুনে মাখিতেছে হাতে হেনা —নজরুল)। ২*বি.* মেহেদি গাছ। [হিন্না'উ حناء *আ.*]।

হেপাজত, হেফাজত, হিফাযত—*বি.* রক্ষণাবেক্ষণ, যিম্মাদারী, তত্ত্বাবধান, দায়িত্ব, পরিচর্যা। [হিফাযত্‌ حفاظت *আ.*]।

হেফজ, হিফ্‌জ—১*বি.* মুখস্থ, কণ্ঠস্থ। ২*বি.* রক্ষণ। [হিফ্‌য্‌ حفظ *আ.*]।

হেফাজত—দ্র. **হেপাজত**।

হেবা—দ্র. **হিবা**।

হেমাকত—দ্র. **হিমাকত**।

হেমায়েল শরীফ, হামায়িল শরীফ—*বি.* খুব ছোট আকারের কোরআন শরীফ, যা সাধারণত কণ্ঠে ঝুলিয়ে রাখা হয়। [হমা'ঈল حمائل *আ.* + শরীফ شريف *আ.*]।

হেরফের— *বি.* অদলবদল, অসঙ্গতি (চারিটি জিনিষ চিনেছিলে তুমি, জানিতে না হেরফের / আল্লা, রসুল, ইসলাম আর শের মারা শমশের—নজরুল)। [هيرپهير *হি.*]।

হেরা, হিরা—*বি.* মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত পাহাড় বিশেষ যার গুহায় হযরত (স:) নবুয়ত লাভ করেন। এটিকে জবল-এ নূরও বলা হয়। [حرا *আ.*]।

হেরেম—১*বি.* অন্দরমহল। ২*বি.* পবিত্র স্থান। ৩*বি.* স্ত্রী। [হরম حرم *আ.*]।

হেলাল, হিলাল—*বি.* নবশশিকলা, নতুন চাঁদ (তুমি যে হেলাল, তুমি কেন থাকো চিন্তাম্লান—নজরুল)। [হিলাল هلال *আ.*]।

হেলেম–১*বি.* ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতা। ২*বি.* নম্রতা, ভদ্রতা। [হিল্‌ম حلم *আ.*]।

হেস্তনেস্ত—১*অব্য.* শেষ নিষ্পত্তি বা মীমাংসা। ২*অব্য.* ভালমন্দ যা-ই হোক একটা সমাধান। [হস্ত্‌ ও নীস্ত্‌ هست و نيست *ফা.*]।

হোজরা—দ্র. **হুজরা**।

হোবল— *বি.* প্রাক-ইসলামী যুগের আরবদের দেবতার নাম, কাবাগৃহে প্রতিষ্ঠিতদের মূর্তি সমূহের অন্যতম ও প্রধান (রোয়ে 'ওয্‌যা হোবল' ইবলিস্‌ খারেজিন/ কাঁপে জীন—নজরুল)। [হুব্‌ল্‌ هبل *আ.*]।

হোমরা চোমরা—১*বিণ.* সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতি প্রতিপত্তিযুক্ত। ২*বিণ.* উচ্চপদস্থ লোক। [তুল. আমীর উমরা' امير। امراء *আ.*]।

হোঁশ—দ্র. **হুঁশ**।

হোলকুম—দ্র. **হলকুম**।

হোশ—দ্র. **হুঁশ**।

হোশিয়ার—দ্র. **হুঁশ**।

হ্যাঙ্গামা—দ্র. **হাঙ্গামা**।

বাংলা একাডেমীর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

- Bangla Academy English-Bengali Dictionary
- Bangla Academy Bengali-English Dictionary
- বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
- বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
- বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
- বাংলা একাডেমী সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান
- বাংলা একাডেমী ছোটদের অভিধান
- বাংলা একাডেমী বাঙলা উচ্চারণ অভিধান
- বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান
- Bangla Academy Dictionary of Writers
- English for Bangali Learners
- Essential Everyday Bengali
- বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধান
- বাংলা একাডেমী পালি-বাংলা অভিধান
- সংগীতসাধক অভিধান
- বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান বিশ্বকোষ
- গ্রন্থবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ২০০২
- সুশিক্ষাবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ২০০৩
- জসীম উদ্‌দীন জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ
- বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্যকোষ
- বাংলাদেশের উপন্যাস : নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা
- শ্যামলী নিসর্গ
- আইন-ই-আকবরী
- সাধারণ প্রাণিবিদ্যা
- পরিসংখ্যান ভূগোল
- Anthology of Bengali Proverbs and Bachans
- Metalwork of Bangladesh : A Study in Material Folk Culture
- বর্ণমালার উদ্ভববিকাশ ও লিপিসভ্যতার ইতিবৃত্ত